# পশ্চিমবঙ্গ

জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৭

বিশেষ সংখ্যা

## এগিয়ে বাংলা

# প্রান্তবাসীর দ্বারে







বিশেষ সংখ্যা

# পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র
বর্ষ-৪৯ সংখ্যা ৯-১২
জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৭

মূল্য : ১০০ টাকা

এগিয়ে বাংলা

# প্রান্তবাসীর দ্বারে

## সূ • চি • প • ত্র

সার্বিক উন্নয়নের ধারা তৃণমূল স্তরের বিকাশ সম্ভব করে তুলেছে। ফলে বাংলার প্রান্তিক মানুষের জয়যাত্রা উন্নয়নের অভিমুখকে নিয়ে চলেছে সাম্যের পথে। আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি সবধরনের লিঙ্গবৈষম্য দূর করার প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠছে। সরকারের প্রতিটি বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে মূলস্রোতে সকলকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে বাংলা।
তাই দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে — এগিয়ে বাংলা।



উপদেষ্টা সম্পাদক **প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**
প্রধান সম্পাদক **আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**
সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহ-সম্পাদক
**রাতুল দত্ত** **সর্বাণী আচার্য**

অলংকরণ **সুরজিৎ পাল**
প্রথম প্রচ্ছদের ছবি **অশোক মজুমদার**
প্রচ্ছদ পরিচিতি **সবুজশ্রী প্রকল্পে মেহগনি গাছের চারা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী**

**সম্পাদকীয় শাখা,** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
**বিতরণ শাখা,** ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং**
**বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড** (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**




সম্পাদকীয় ৫

প্রাক্‌কথন ৬

প্রয়োজন প্রান্তে প্রান্তে কর্মচঞ্চলতা

সংবাদ শিরোনামে ৮

বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন ১৬

বিশ্বের শিল্প–উদ্যোগে নজর কেড়েছে পশ্চিমবঙ্গ

মানুষের কথা ভেবেই রাজ্যে নতুন তিন জেলা ২২

ঐতিহাসিক নতুন স্বাস্থ্য বিল ৩০

জীবন নিয়ে ব্যবসা চলবে না : মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ নিবন্ধ

এগিয়ে বাংলা পরিবর্তনের বাংলা ৩৪

সরকারি প্রকল্পই এখন প্রকৃত ‘সাথী’ ৪৮

সমবায় আন্দোলনের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি ৫৫







আমাদের কথা

মুক্তির আলো ৫৮

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ভাবনার অনেকটা জুড়ে প্রান্তিক মানুষ ৬৬

সকলের সাথী ‘স্বাস্থ্য সাথী’ ৭০

আবাসন

আশ্রয় ৮৪

আলোর পথে ৯৮

নতুন উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিষেবা ১০০

সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বেলে ১০৬

ওরাও পিছিয়ে থাকবে না ১১৩

রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস ১২২






জেলায় জেলায় : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া

## উন্নয়নের সফরনামা


একনজরে বাঁকুড়া ১৩০

মহুয়ামাতাল সগরভাঙা : উন্নয়নের স্বপ্নে বুঁদ ১৩২

বিড়াই বাঁচাও : স্বস্তির আশে রামসাগর ১৪২

পুবে যাওয়া বন্ধ হয়েছে আমাদের ১৫০

চোখে দিন বদলের স্বপ্ন, বেদানার অপেক্ষায় বামুনপাথরি ১৫৬

ভূতশহরে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ১৬৩

'নেগেটিভ' রাজেন রায়-রা গড়ছেন বাগান ১৬৪

অম্বিকানগরের শবরপল্লি : এক চিরায়ত শবরগাথা ১৭২

বাঁকুড়ার একলব্য মডেল স্কুল ১৭৬

স্বনির্ভরতার পথে ১৮৪

বাঁকুড়ার পর্যটন

- জঙ্গলমহলের সবুজদ্বীপ সমন্বিত উদ্যোগের সফল মাইলফলক ১৯০
- মেজিয়ার তারাপুর ঝিল : সংস্কারের পর পরিবেশ পর্যটনের উদ্যোগ ২১০
- মুকুটমণিপুর : উন্নয়নের ডানায় ২১৬
- মরুৎবাহা : নতুন সাজে শুশুনিয়া পাহাড় ২৩৪
- খাতড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ২৩৮

স্বাস্থ্য পরিষেবা ২৪২









একনজরে পুরুলিয়া ২৫০
কলাবেড়া : পাহাড় থেকে ভূমে ২৫২
উন্নয়নের পথের সাথী ওরাই ২৬৪
আড়ষা—নারী স্বাক্ষরতায় পিছিয়েও দল গঠনে এগিয়ে ২৭০
সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিগন্ত—মহিলা স্বনির্ভর দল ও জৈব সার ২৭২
বান্দোয়ান : পুলিশ যখন বন্ধু ২৭৬
কুচিয়ার কন্যারা ২৮৪
মহিলারা দল গড়ছেন : স্বপ্ন স্বনির্ভরতা ২৯২
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির কারখানা ২৯৮
পুরুলিয়ার পর্যটন
পর্যটনে পুরুলিয়া ৩০২
পাহাড়ঘেরা পুরুলিয়া ৩১০
স্বাস্থ্য পরিষেবা ৩২৫


---

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

চতুর্থ প্রচ্ছদ— সবুজশ্রী প্রকল্প, *ছবি-অশোক মজুমদার*

প্রথম পুস্তানি— অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর থেকে, *ছবি-সর্বাণী আচার্য*

প্রথম পুস্তানি (ব্যাক)— বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী *ছবি-অশোক মজুমদার*

দ্বিতীয় পুস্তানি— অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে দিকে তৈরি হয়েছে এমন সুন্দর রাস্তা

দ্বিতীয় পুস্তানি (ফ্রন্ট)— অযোধ্যা পাহাড়ের চূড়ায় স্টেডিয়াম

*ছবি: সর্বাণী আচার্য*



## স ম্পা দ কী য়

# প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে এগিয়ে বাংলা

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে রাজ্যের মানুষের কাছে মৌলিক পরিষেবাগুলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে। গ্রাম, শহর সর্বত্র। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যকে সঙ্গী করে স্বনির্ভরতার পথে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে বাংলা। মানুষের কাছে প্রশাসনিক সুবিধা পৌঁছে দিতে নতুন করে জেলা ও মহকুমাও তৈরি হচ্ছে। উদ্দেশ্য, গতি অব্যাহত রেখে উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া, প্রান্তবাসীর দ্বারে।

মানুষের সুবিধার কথাই আগে ভাবতে হবে। প্রশাসনকে নিয়ে যেতে হবে মানুষের কাছাকাছি। বিশেষত, রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত। জঙ্গল ও পাহাড়ময়। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে।

আদিবাসীরা আজও নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ,প্রথা, রীতিনীতি বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করছেন। তাঁদের সকলের জীবনছন্দ প্রায় একই রকম । ভিন্নতা যে নেই তা নয়। সাদৃশ্য অনেক বেশি।

বহুদিন ধরে এই অঞ্চলও উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল পিছিয়ে থাকা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা দেখেছি, সরকার উন্নয়নকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে এক্ষেত্রে । আজ এই পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে হবে, ভালোভাবে বাঁচার জন্য সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা তাঁদের বুঝে নিতে হবে। তাঁদের ভালো না হলে রাজ্যেরও ভালো হবে না। এই সত্যি কথাটা তাঁদেরও বুঝতে হবে। বাকিদেরও বুঝতে হবে।

মানুষের কল্যাণ করা সহজ কাজ নয়। যত বাধা আসুক না কেন, সরকারের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত সুযোগ কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের সুফল পিছিয়ে থাকা মানুষদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারছে রাজ্য সরকার। বিগত ৬ বছরে সর্বস্তরের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের ঘরে ঘরে উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

শুধু পশ্চিমাঞ্চল নয়। উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকা জনজাতিগুলোর জন্য ১৫টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নিজস্ব ভাষা, লিপি, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য। পিছিয়ে থাকা অঞ্চল, গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের জন্যই শুধু উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে তাই নয়, নানা কারণে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষকে তাঁদের নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতেও নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। এইভাবেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলকে নিয়ে আজ ‘এগিয়ে বাংলা’।

এই বিশেষ সংখ্যাটির কাজে যাঁদের সহায়তা ও হৃদ্যতা পেয়েছি, সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা। যে কোনও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

## ঘটছে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ

# প্রয়োজন প্রান্তে প্রান্তে কর্মচঞ্চলতা

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। সাহিত্যে এশিয়ায় প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুযোগ্য এই মানুষটি পারিবারিক জমিদারি ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন দীর্ঘদিন। পদ্মাতীরের জমিদার রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পুর্নর্জীবনের জন্য ছিলেন চিন্তিত। উদ্ভিদবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, কৃষিবিজ্ঞানী-সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও কবি-জমিদার রবীন্দ্রনাথ বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য একসঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের শিলাইদহে কবির জমিদারিতে। চালিয়েছিলেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অন্য প্রদেশ থেকে আলু এনে তিনিই প্রথম আলু চাষ করেন বাংলায়। তাঁর কুঠিবাড়ির বাগানে। বিকল্প চাষ-এর স্বদেশী উদাহরণ।

নোবেল পুরস্কারের অর্থ তিনি জমা করেন ওখানকার কৃষি সমবায় ব্যাংকে। বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে এই বিপুল পুঁজির বিনিয়োগ ঘটার সুযোগ এসেছিল। কৃষকরা এই অর্থ কৃষি ঋণ বাবদ নেন। তারপরই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে—কৃষকদের কৃষি ঋণ শোধ করতে হবে না। নোবেল পুরস্কারের ওই টাকা আর ফিরে আসে না ব্যাংকে। ফেরত পান না কবিও। ফলে একটা বিরাট অঙ্কের কৃষি-পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়।

তবু আজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ৭৫ বছর পরে এই ঘটনাকে স্মরণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানচর্চা, বাংলার অর্থনীতির মূলধারাকে পুষ্ট করতে সেদিনও কতটা এগিয়ে এসেছিল। এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বে বিরল।



*বাঁকুড়ার শুনুক পাহাড়িতে পেঁয়াজের চাষ*

কৃষিগবেষণার যে সূত্রপাত্র হয়েছিল পরাধীন ভারতে, তারই হাত ধরে বাংলার কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে সার্থকভাবে। গত ছয় বছরে এই কাজ যে গতিতে এবং মানে হচ্ছে তারই ছবি ধরা পড়ছে জেলায় জেলায়।

কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। মহাজনি প্রথার চক্র থেকে বাংলার কৃষি ও কৃষকদের মুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। সরকারের খাস জমি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। মকুব করা হয়েছে কৃষি জমির খাজনা।



*সিমলাপালের আলু চলেছে নানা প্রান্তে*

বাংলার কৃষি ও শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বকে টেনে এনেছে। আজও সেই ধারা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের ৫ বার কৃষিকর্মণ পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা দেশের মধ্যে এ রাজ্যের কৃষির সেই অবস্থানটাকে বুঝিয়ে দেয়। রাজ্যের সত্তর শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। সকলেই প্রান্তিক মানুষ।



কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, পশুপালন, উদ্যানপালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প—মূলত এইসব কাজেই গ্রাম-শহরের প্রান্তিক মানুষ যুক্ত।

আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন আশানুরূপ সাফল্য পাচ্ছে। প্রান্তিক মানুষকে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করাও হচ্ছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও জুড়ে নেওয়া হচ্ছে এই কাজে। এক্ষেত্রে তথ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রসারে নেওয়া হয়েছে বিশেষ প্রয়াস।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—একই সুরে গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়নকে বাঁধা হয়েছে। মৌলিক পরিষেবাগুলো দুই অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে।

এগিয়ে বাংলা—প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের স্বপ্নে।

*মুরগুমায় শসার চাষ চলছে*



# সংবাদ শিরোনামে

## ০১/০১/২০১৭

- রাজ্যবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।



## ০২/০১/২০১৭

● পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ার 'বেঙ্গল ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্ক'-এর উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হবে। এদিন হলদিয়ার এক্সাইডের 'ব্যাটারি প্ল্যান্ট'-এর উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ০৩/০১/২০১৭

- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে তৃতীয় জঙ্গলমহল উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। জঙ্গলমহল কাপ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করেন তিনি। এই উৎসবে লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যসহ জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবেশিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহলের ২৪টি ব্লকের ৪৮০টি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ধামসা-মাদল তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন যে, প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ৫৫৩ জনের কর্মসংস্থান করা হবে।

## ০৪/০১/২০১৭

- কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত টেলি আকাদেমি পুরস্কার ২০১৬-১৭, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই অনুষ্ঠানে বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা জানান তিনি। এদিন সেরা বাংলা ধারাবাহিকের সম্মান পেল 'পটলকুমার গানওলা'। পাশাপাশি মরণোত্তর সম্মান জানানো হল প্রযোজক ও পরিচালক রবি ওঝাকে। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন যুগ্মভাবে ইন্দ্রাণী হালদার ও মনামি ঘোষ। সেরা অভিনেতা হলেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়। আর সেরা শিশুশিল্পীর পুরস্কার পেল হিয়া, আরশিয়া মুখোপাধ্যায় এবং দুই শিশুশিল্পী সোহম ও কৃত্তিকা। সেরা পরিচালক হলেন স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার। সেরা প্রযোজনা সংস্থার পুরস্কার পেল 'বয়হুড প্রোডাকশন'। এ ছাড়াও সেরা নন-ফিকশন ধারাবাহিকের সম্মান পেল 'দাদাগিরি', সেরা জনপ্রিয় অভিনেত্রী হলেন অপরাজিতা আঢ্য ও সেরা জনপ্রিয় অভিনেতা হলেন বিক্রম। সেরা অনুষ্ঠান সঞ্চালকের সম্মান পেলেন যিশু সেনগুপ্ত। পৌরাণিক ধারাবাহিকের পরামর্শদাতা হিসাবে সম্মানিত হলেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। পুরস্কার বিতরণের বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল এদিনের অন্যতম আকর্ষণ।





## ০৫/০১/২০১৭

- শহিদ মিনার চত্বরে পালিত হল গুরু গোবিন্দ সিং-এর ৩৫০তম জন্মবার্ষিকী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে, গুরু গোবিন্দ সিং-এর জীবনী ও তাঁর মহৎ কীর্তি সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া, ডানলপে নবনির্মিত গুরুদ্বারটিতে গুরু নানক নামাঙ্কিত প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

## ০৬/০১/২০১৭

- কলকাতার টাউনহলে, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা হয় এই বৈঠকে। এটি ছিল ১৪৬তম প্রশাসনিক বৈঠক।
- রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে বিআইএফআর (বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিকন্সট্রাকশন) গঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার নোটবন্দি করে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সংকটে ফেলেছে। এর মধ্যে বিআইএফআর-কে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

## ০৭/০১/২০১৭

- নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'শিক্ষক সমীপে' শীর্ষক একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন-সহ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য নানান দিক নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে এই প্রথম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি বৈঠক। রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকেরা আমন্ত্রিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬২ করা হয়েছে। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারীদের মতোই এলটিসি-সহ বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধা পাবেন। এখন থেকে বোলপুরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী।

## ০৯/০১/২০১৭

- বর্ধমানে মাটি উৎসবে ২১ জন কৃষককে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। কৃষিকাজে অসাধারণ দক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক 'মাটি সম্মান'-এ ভূষিত হন তাঁরা। আগামী ১৪ মার্চ দিনটি কৃষক দিবস হিসাবে



পালিত হবে। ওই একই দিনে 'কৃষি রত্ন' ও 'কৃষি সম্মান' পুরস্কার প্রদান করার পাশাপাশি শক্তিগড়ে প্রস্তাবিত 'মিষ্টি হাব'-এর উদ্‌বোধন করা হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## ১০/০১/২০১৭

- বীরভূমের কেন্দুলিতে জয়দেব মেলার সূচনায় বাউল ও লোকউৎসব ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিনের অনুষ্ঠানে বাউল অ্যাকাডেমি-র শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। 'গীতগোবিন্দ' স্রষ্টা কবি জয়দেবের নামানুসারে এই আকাদেমির নামকরণ হবে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে রূপ দিতে বাংলার লোকশিল্পীদের সুবিধার্থে লোকপ্রসার প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে যার আওতায় নথিভুক্ত হয়েছেন ৮০ হাজার লোকশিল্পী।

## ১৩/০১/২০১৭



- বারাসাতের কাছারি ময়দানে ২১তম যাত্রা উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এবছর শান্তিগোপাল ও তপন কুমার পুরস্কার-২০১৭-এ সম্মানিত করা হল পুষ্পেন্দু মুখার্জী, বিজলী সরকার, অমিতকান্তি ঘোষ, শ্রাবণী সরকার, আরতি চ্যাটার্জী, উৎপল রায়, ডঃ প্রভাতকুমার দাস ও পার্থসারথী ভট্টাচার্যকে। ৩২ দিনব্যাপী এই যাত্রা উৎসব, ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারি বারাসাত ও ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাগবাজারের ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

## ২২/০১/২০১৭



- কার্শিয়াং-এ 'হিমল তরাই ডুয়ার্স উৎসব', ২০১৭-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। তিরন্দাজি, মার্শাল আর্টস, ফুটবল ও ভলিবল-এ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সহস্রাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। নতুন প্রজন্মের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। সাতদিনব্যাপী 'উত্তরবঙ্গ উৎসব'-এর সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলাজুড়ে চলবে এই উৎসব। এই অনুষ্ঠানে 'বঙ্গরত্ন' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এদিন তিনি শিলিগুড়ির নিকটবর্তী অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাফারি, শিলিগুড়ি ও হলদিয়াতে ইএসআই হাসপাতাল, তিনধরিয়া ও পাগলাঝোরা অঞ্চলে ৫৫নং জাতীয় সড়কের সংস্কারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেন।

## ২৩/০১/২০১৭

- উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী দার্জিলিং-এ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় এই দিনটি। এছাড়া স্থানীয় মানুষের জন্য বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয় এবং বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্‌বোধন করা হয়। এছাড়া যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে 'সুভাষ উৎসব'-এর মধ্যে দিয়ে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে।



## ২৫/০১/২০১৭



- কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে শুরু হল ৪১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০১৭। বিশ্বে সর্বাধিক বইপ্রেমিকদের সমাবেশ ঘটে এই বইমেলায়। মেলা চলে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। এ বছরের বইমেলার থিম-কোস্টারিকা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে মেলার উদ্‌বোধন করলেন কোস্টারিকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক রক্সানা পিন্টো লোপেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

## ২৬/০১/২০১৭

- কলকাতার রেড রোডে স্ব-মহিমায় উদ্‌যাপিত হল ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-সহ রাজ্যের সকল মন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। রাজ্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মার্চপাস্ট দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সুসজ্জিত ট্যাবলো বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়



অন্য মাত্রা আনে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির মডেল প্রদর্শিত হয় এই শোভাযাত্রায়। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা মার্চপাস্টে অংশ নেয়।

## ২৭/০১/২০১৭



- রেড রোডে কলকাতা পুলিশের মেডেল প্রদানের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২০১৬ বর্ষে 'খাদ্যসাথী' দিবসের সূচনার মাধ্যমে এ রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় রাজ্য সরকার। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ৯০ শতাংশ মানুষ ২ টাকা কেজি দরে ভরতুকিযুক্ত চাল পান। রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী', 'সবুজশ্রী', 'সবুজ সাথী', 'লোক প্রসার', 'সেফ ড্রাইভ-সেভ লাইফ', 'সুকন্যা' প্রকল্প এবং অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল খেলোয়াড়দের বর্ণময় প্রদর্শনী এদিনের অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এদিন, রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ পদক দিয়ে





সম্মানিত করা হয়। এম আর বাঙ্গুরে একটি নতুন মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, স্নায়ু বিজ্ঞানবিষয়ক চিকিৎসার জন্য রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতালের নবনির্মাণ, কলকাতা ও বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকার জন্য দূষণমুক্ত সিএনজি/সিবিএম বাস পরিষেবার সূচনা করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়া 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে, স্থায়ী ঠিকানা পেলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

### ০৩/০২/২০১৭

● নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েত দপ্তর আয়োজিত দু-দিনব্যাপী রাজ্যস্তরের সম্মেলন উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকার জন্য বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ-সহ বিভাগীয় বিভিন্ন স্তরকে পুরস্কার প্রদান করেন তিনি। ১০০ দিনের কাজ, রাস্তা নির্মাণ, গ্রামীণ আবাসন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যকলাপসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও বেশিমাত্রায় কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্মী-আধিকারিকদের অনুপ্রাণিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।



### ০৯/০২/২০১৭

● নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করলেন ভারতের ব্রিটিশ হাই কমিশনের ডমিনিক অ্যাসকিথ। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রসহ শিক্ষা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

### ১০/০২/২০১৭

● রাজ্য বাজেট অধিবেশনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী বলেন, নোট বাতিলের ফলে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কোনও সরকারি প্রকল্প বাজেট তালিকা থেকে বাতিল করা হয়নি।

## ২০/০২/২০১৭

- ক্রীড়াজগতের কিংবদন্তীদের সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলার দুনিয়ার ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব 'খেল সম্মান', ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব 'বাংলার গৌরব সম্মান' এবং ৫ জন কোচ 'ক্রীড়াগুরু সম্মান'-এ ভূষিত হন। সারা জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কৃত হন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ সমর (বদ্রু) ব্যানার্জী এবং নরেশ কুমার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী 'জয়ী' ব্র্যান্ডের ফুটবল ও ভলিবলের উদ্‌বোধন করেন। গ্রামবাংলার আর্টিজানদের হাতে 'জয়ী' ফুটবল ও ভলিবল, স্বনামধন্য প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে। 'জয়ী' আগামীদিনে বাংলার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।



## ২১/০২/২০১৭

- প্রতি বছরের মতো অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ভাষা শহিদ স্মারকে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন তিনি, কলকাতার ২১শে উদ্যানে। এইদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে 'কুরুখ' ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মূলত ওঁরাও এবং কিষান জনজাতির মানুষের মাতৃভাষা কুরুখ।



## ২৫/০২/২০১৭

- আমেরিকার কানসাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ শ্রীনিবাস কুচিভোটলা জাতি হিংসার বলি হবার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই পৃথিবী এক বিশাল পরিবার। দেশে দেশে এই পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে রয়েছেন। এই সরল বিষয়টা অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন। তার বদলে ঘৃণার রাজনীতি ছড়ানো হচ্ছে। কানসাসের এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত শ্রীনিবাসনের পরিবারের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সমবেদনা জানান।

## ২৮/০২/২০১৭

- ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তিতে নেতাজি ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি প্রয়াত সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর নামাঙ্কিত আর্কাইভের উদ্‌বোধন করেন। এই আর্কাইভে প্রয়াত লেখিকার ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার, পান্ডুলিপি ইত্যাদি থাকছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতেই এই আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ইকো পার্কে 'জাপানি অরণ্যে'র উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। জাপান থেকে নিয়ে আসা নানান প্রজাতির গাছপালা নিয়ে তৈরি এই বিশেষ উদ্যান ইকো পার্কের দর্শকদের অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।



## ০২/০৩/২০১৭

- নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রদূত ও কন্সাল জেনারেল লুও ঝাওহুই। মুখ্যমন্ত্রীকে চিনে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বাংলা ও চিনের মধ্যে নির্মাণ শিল্প ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়।

## ০৬/০৩/২০১৭

- আমেরিকায় পরপর জাতিবিদ্বেষের বলি হচ্ছেন ভারতীয়রা। বহু সংখ্যক ভারতীয় আমেরিকায় বসবাস করেন। ছাত্র থেকে প্রকৌশলী, চিকিৎসক থেকে তথ্য-প্রযুক্তিবিদ, নানা পেশায় ভারতীয়রা আমেরিকায় রয়েছেন। তাঁদের উপর পরপর জাতিক্রোধী আক্রমণে বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে অবিলম্বে আমেরিকার সরকারকে উচ্চপর্যায়ে জানানো হোক যে ভারতীয়দের নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক সে দেশের সরকার। প্রসঙ্গত আমেরিকায় এরাজ্যের বহু বাঙালি ছাত্র, গবেষক, চিকিৎসক, তথ্য-প্রযুক্তিকর্মী এবং অন্যান্য পেশার মানুষ রয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা রাজ্যে তথা এদেশে অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন আমেরিকায় ঘটে চলা জাতিবিদ্বেষের ঘটনায়।

## ১৪/০৩/২০১৭

- ১৪ মার্চ রাজ্য জুড়ে পালিত হল 'কৃষক দিবস'। এদিন কলকাতার নজরুল মঞ্চে, কৃষক দিবস উপলক্ষে একটি রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষি, উদ্যান পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য চাষ ও খামার সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কৃষক সম্মান' প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এছাড়া এদিন প্রতিটি ব্লকে 'কৃষক দিবস'-এর অনুষ্ঠানে কৃষি, কৃষি সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য কৃষকদের হাতে 'কৃষক রত্ন' পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন ৪.৬০ টাকা প্রতি কিলো দরে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আলু কিনবে রাজ্য সরকার। এই দরে ২৮ হাজার টন আলু কেনা হবে মিড-ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পে শিশুদের খাবার তৈরির জন্য। উদ্বৃত্ত আলু রেলপথে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করার জন্য প্রতি কিলোতে ৫০ পয়সা ভর্তুকি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। 'কৃষক সম্মান' পেলেন—দেওয়া শেরিং লেপচা (কালিম্পং), কৃষ্ণলাল গুরুং (দার্জিলিং), চন্দন রায় (কোচবিহার), বরুণ বৈশ্য (আলিপুরদুয়ার), মহঃ হাসিবুল (জলপাইগুড়ি), নীরেন সিংহ (উত্তর দিনাজপুর), ননীগোপাল মাহাত (দক্ষিণ দিনাজপুর), ভক্ত ওরাঁও (মালদহ), মিঠুনচন্দ্র দাস (মুর্শিদাবাদ), সাগর পাঠক (বীরভূম), সিদ্ধেশ্বর চিনা (বাঁকুড়া), ফালারি সিং (পুরুলিয়া), শক্তিপদ ভূঞ্যা (পশ্চিম মেদিনীপুর), শেখ আলমগীর হোসেন (পূর্ব মেদিনীপুর), শঙ্কর মণ্ডল (বর্ধমান), বাসুদেব সরকার (নদিয়া), অরূপকুমার পাল (হুগলি), তপনকুমার দাস (হাওড়া), রবীন্দ্র মণ্ডল (উত্তর ২৪-পরগনা) এবং শ্রীকণ্ঠ মণ্ডল (দক্ষিণ ২৪-পরগনা)।



## ২৪/০৩/২০১৭

- দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর নির্মিত ছাত্রী হোস্টেলের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেহালা চৌরাস্তা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে এক একর জমির উপর নির্মিত ৮০,০০০ বর্গ ফুটের এই হোস্টেলে আনুমানিক ৪০০ জন ছাত্রী থাকতে পারবেন। যে সকল ছাত্রী কলকাতার বাইরে থেকে স্নাতক স্তরে বিভিন্ন কোর্স করতে কলকাতায় এসেছেন, তারা স্বল্প খরচে এখানে থাকতে পারবেন।

## ২৭/০৩/২০১৭

- পাঁচ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিকেলে জলপাইগুড়ি পৌঁছলেন।

## ২৮/০৩/২০১৭

- জলপাইগুড়ি জেলা সদরে সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন তিনি। জলপাইগুড়ি শহরে মহিলা থানা, বানারহাট থানার নতুন ভবন এবং জলপাইগুড়ি ও বানারহাটে নতুন পুলিস ব্যারাকের উদ্‌বোধন করেন তিনি। এদিন জেলার পরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হল ৭টি অত্যাধুনিক রকেট বাস। এদিন মুখ্যমন্ত্রী, জলপাইগুড়ি একটি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করার কথা এদিন ঘোষণা করেন। এছাড়া কৃষিজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও কৃষি সরঞ্জাম। সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কয়েক হাজার সাইকেল। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন সাধারণ মানুষের হাতে চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুদানও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ২৯/০৩/২০১৭

- বুধবার দার্জিলিং জেলার পিন্টাইল ভিলেজে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি, উদ্যান পালন ও ফুল চাষ বৃদ্ধির দিকে আধিকারিকদের বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে। এর ফলে পাহাড়ের অর্থনীতি ধীরে ধীরে আমূল বদলে যাবে। নিউ জলপাইগুড়িতে টি-পার্কের কাজ কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে বলে তিনি জানান। এদিন বৈঠকের




শেষে সাংবাদিকের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের ওপরে আরো জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলা দুটিতে আরো পর্যটন সার্কিট গড়ার ভাবনা রয়েছে রাজ্যের।

## ০৩/০৪/২০১৭

- হাওড়ার ডুমুরজোলা থেকে বেশ কয়েকটি হেলিপ্যাডের উদ্‌বোধন করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, জয়গাঁও, চালসা, বালুরঘাট, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, শান্তিনিকেতন, বাঁকুড়া, ছররা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, দীঘা, হলদিয়া, আরামবাগ, চুঁচুড়া, বসিরহাট, বনগাঁ, ক্যানিং, সাগর, ডুমুরজোলা ও বেহালায় নির্মিত হয়েছে এই হেলিপ্যাডগুলি। এছাড়া ফালাকাটা ও মুকুটমণিপুরে হেলিপ্যাড তৈরীর কাজ শেষের পথে।

- পশ্চিম মেদিনীপুরের রেলশহর খড়গপুরের কলেজ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। জেলার আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পাওয়ার সাব স্টেশন, সড়ক প্রকল্প, বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পসহ একাধিক জল সরবরাহ প্রকল্প, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থলসহ আরও অনেক জনকল্যাণকারী প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। খড়্গপুরের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বেলদা মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের শিলান্যাসও করেন তিনি। এছাড়া এদিন কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথীর সাইকেল, প্রাণী মিত্র, গীতাঞ্জলী, শিল্পীদের ক্রেডিট কার্ড, ট্রাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ০৫/০৪/২০১৭

- জেলা সফরের তৃতীয় দিনে বাঁকুড়ার শুনুকপাহাড়ি মাঠে একটি জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এদিনের সভা থেকে সড়ক, সেতু, চেক ড্যাম, হোস্টেল, বস্ত্র উন্নয়ন প্রকল্পসহ একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন তিনি। এর পাশাপাশি, আইটিআই, বাস টার্মিনাস, সড়ক, ইকো-ট্যুরিজম, কৃষি, সরকারী বাসভবনসহ বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এছাড়া এদিন কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী ও শিক্ষাশ্রী, যন্ত্রপাতি ও ঋণসহ বেশ কিছু সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

***সংবাদ শিরোনামে প্রতিবেদনের সব ছবি: অশোক মজুমদার***

## বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন

# বিশ্বের শিল্প-উদ্যোগে নজর কেড়েছে পশ্চিমবঙ্গ

বিশ্বের ২৯টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২০-২১ জানুয়ারি, ২০১৭ দু-দিনব্যাপী 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর আয়োজন করা হয়েছিল মিলনমেলা প্রাঙ্গণে।

বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ' আজও সবথেকে চিত্তাকর্ষক বিনিয়োগ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে—এটা তুলে ধরাই এই বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক আহ্বান— পছন্দ করুন, আসুন, ব্যবসা করুন। সব ব্যাপারে সহযোগিতা পাবেন।

বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আবহটাকেই যেন পালটে দিল এই আহ্বান।



তৃতীয় বর্ষে পা রাখল শিল্প-বাণিজ্য সম্মেলন 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'। এদিন মিলনমেলা প্রাঙ্গণে এর উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও পোল্যান্ডের মন্ত্রী, চিনের ভাইস-গভর্নর, দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চেয়ন শহরের মেয়র এবং ইতালি, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, জাপান, রোমানিয়া ও ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত, বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি, চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস-এর প্রতিনিধিসহ বহু বিশিষ্ট অভ্যাগত। জাপান, জার্মানি, পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, কোরিয়া, বেলজিয়াম, বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, রাশিয়া ও চীনসহ ২৯টি দেশের শিল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নজির সৃষ্টি করল এদিনের এই শিল্প সমাবেশ। এ রাজ্যে শিল্পসম্ভাবনার প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ৪ হাজারেরও বেশি শিল্প প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।






অত্যুক্তি না করেই বলা যায়, সারা বিশ্ব চেয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তারই প্রতিফলন ঘটল সম্মেলনে। অনেক দেশের প্রতিনিধিরাই মঞ্চে উঠে মগ্ন হলেন অতীত চারণায়। এই বাংলার সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিবৃত্তের সশ্রদ্ধ উপস্থাপনা 'বাংলার গর্বিত অবস্থান'-কে যেমন তুলে ধরল, পাশাপাশি সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল যে আজও বিশ্ব বাণিজ্যের আঙিনায় 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর জমি কতটা তৈরি।

সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর সগর্ব উচ্চারণ—এটাই তো সাফল্যের কাহিনি—BENGAL REPRESENTS INDIA. আর আপনাদের উপস্থিতিই সাফল্যের কারণ।

মিলনমেলা প্রাঙ্গণের বিরাট সমাবেশে খুশির ছটা। তিনি বললেন—কলকাতাই ভারতের হৃদয়। কলকাতা থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বারই শুধু নয়, এই রাজ্য থেকে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, মায়ানমারের দূরত্বও সামান্য।

পশ্চিমবঙ্গ এখন পালটে গিয়েছে—বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি এরই সত্যতা প্রতিষ্ঠা করলেন। সর্বনাশা বন্ধের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখন মুক্ত। এই কারণে কোনও শ্রমদিবস আর নষ্ট হয় না। তৈরি হয়ে গিয়েছে জমি-ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সুলভতা। মেধাসম্পন্ন, নানা ভাষা জানা উৎসাহী কর্মীর প্রাচুর্যও রাজ্যের শিল্পপ্রসারের সহায়ক।



*রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী (বাঁদিক থেকে)* *ছবি: সৌরভ দত্ত*



মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন—বিশ্ব উষ্ণায়ণের কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন—উষ্ণায়ণের মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ-বান্ধব নীতির প্রয়োগও সার্থক রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে। নিউ টাউন-এর মতো আধুনিক শহর গড়ে তুলছে। গ্রিন সিটি অর্থাৎ 'সবুজ শহর' গড়ে তোলা হচ্ছে। গ্রাম-শহর সর্বত্রই 'সবুজায়ন'-এর নানা পরিকল্পনা রূপ পাচ্ছে।

বিভিন্ন জনমুখী সরকারি প্রকল্প রাজ্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকে যা আরও গতি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পগুলির নামও উল্লেখ করেন। কৃষি, শিল্প, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিগত ছ-বছরে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিসংখ্যান-সহ তিনি উপস্থাপন করেন।

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়-এর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বছরগুলির উন্নয়নধারা গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'টেকনোস্যাভি' বিশেষণে



*দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের বাংলায় লগ্নির আহ্বানে মুখ্যমন্ত্রী*



ভূষিত করেন। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যকে—'ENCOURAGING STATEMENT' বলে অভিহিত করেন।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের শিল্পবান্ধব মানসিকতার দিকটিকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। চিন, জাপান, কোরিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলি সরকারের ই-গভর্নেন্স, কর্মসংস্কৃতির উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ এবং শিল্প ও পরিবেশবান্ধব মানসিকতার কথা উল্লেখ করে 'পশ্চিমবঙ্গ'-কে অন্যতম 'বিনিয়োগ কেন্দ্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

রাজ্য ও দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিল্প-প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নতুন উদ্যোগপতি, নানা স্তরের শিল্প-আগ্রহী ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনা ও বক্তব্য শোনার মধ্যে দিয়ে শিল্পচর্চার যে পরিবেশ তৈরি হল, তার প্রভাব নিঃসন্দেহে উপস্থিত সকলের পক্ষেই কার্যকরী ভূমিকা নেবে আশা করা যায়।





‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট’-এর দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে ২৯টি দেশের ৪ হাজার শিল্প প্রতিনিধির সমাবেশ ঘটেছে এই সম্মেলনে। ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব এসেছে অর্থাৎ প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার। তিনি আরও জানান, এই সম্মেলনে উৎপাদন শিল্প, ক্ষুদ্র-মাঝারি-বৃহৎ শিল্প, নগরোন্নয়ন ও পরিবহণের মতো মুখ্য শিল্পক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এ রাজ্যে ইএমটি এবং গ্রিন সিটি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের অর্থ লগ্নি ও সহযোগিতার কথা বলেন চিন ও কোরিয়ার শিল্প প্রতিনিধিরা। হোরাসিস গ্লোবাল ভিশন কমিটির চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ ফ্র্যাঙ্ক জার্জেন রিচার ঘোষণা করেন, হোরাসিস এশিয়া-র প্রথম সম্মেলনটি আগামী ২৬-২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কলকাতাতেই। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ৭৫টি দেশের শিল্প প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন এই শিল্প সমাবেশে। এদিনের সভাতেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন আগামী বছর বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত হবে ১৬-১৭ জানুয়ারি, ২০১৮। সভাশেষে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী।



*প্রতিবেদনের সব ছবি: অশোক মজুমদার*



# মানুষের কথা ভেবেই রাজ্যে নতুন ৩ জেলা

## কালিম্পং ● ঝাড়গ্রাম ● পশ্চিম বর্ধমান

প্রশাসনের সঙ্গে মানুষের সংযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের দোরে দোরে পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনই উন্নয়নের কর্মকাণ্ডও একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে পরিকল্পিত হচ্ছে। এইভাবেই রাজ্যে ঘটে চলেছে উন্নয়নের বিকেন্দ্রিকরণ। এই বিকেন্দ্রিকরণকে গতি দিতে এবং মানুষের অযথা সময় ও হয়রানি কমিয়ে সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিকে সহজ করে তুলতে এবং ভৌগোলিক পরিকাঠামোর কথা মাথায় রেখে নতুন জেলা ও মহকুমা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠন তারই ফল।

**১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭**

### ২১তম জেলা কালিম্পং

২১তম জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল কালিম্পং। কালিম্পঙের মেলা গ্রাউন্ডে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পংকে নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করলেন। শহর আবেগে ভাসছে। চারদিকে পতাকা–ফেস্টুন, যেন উৎসব শুরু হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় কালিম্পঙে ঢোকার মুখে মুখ্যমন্ত্রীকে অনেকেই অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী হাত নাড়িয়ে তাঁদেরও পাল্টা অভিনন্দন জানান। রাস্তার দু'ধারে ছিলেন অসংখ্য মানুষ। শহরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। চারদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হোর্ডিং, তোরণ।



*ওপরে: নতুন জেলা পেয়ে উদ্বেলিত মানুষ। নীচে: সভামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী*









মহকুমা শাসকের অফিসে বসেই আপাতত নতুন জেলার কাজ হবে। এই বাড়িটি সংস্কারের কাজ হচ্ছে। ২০১১-য় ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বহুবার কালিম্পঙে এসেছেন। চারিদিকে ঘুরেছেন। কালিম্পংকে আরও সাজিয়ে তোলার ইচ্ছে আছে তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রী বহুবার বলেছেন, তিনি পাহাড়কে কিছুতেই ভাগ হতে দেবেন না। ২০১১-র পর থেকে এ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনজাতি উন্নয়নের জন্য ১৫টি বোর্ড তৈরি করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ কালিম্পং দিবস। আমি সকলকে অভিনন্দন জানাই। কালিম্পং-এর মানুষ একটি নতুন আশার আলো চেয়েছিল। ভ্যালেনটাইনস ডে এখন কালিম্পং ডে। পাঁচ বছর আগে আমি পাহাড়ে আসা শুরু করেছিলাম। আমি পাহাড়ের উন্নয়ন চাই। আমরা জিটিএ






নতুন জেলার পথে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রী

তৈরি করেছি। জিটিএ এবং লোকাল কর্পোরেশনের হাতেই পাহাড়ের উন্নয়নের ক্ষমতা। রাজ্য সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। আমরা ১৫টি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছি। পর্যটন বিকাশের জন্য আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা হিল টপ টুরিজম সার্কিট, মরগ্যান হাউসের উন্নয়ন করেছি। আমরা অনেক কাজ করেছি, আর ভবিষ্যতেও করব। কালিম্পঙের মানুষকে সব কাজের জন্য দার্জিলিং যেতে হত। আজ থেকে আর সে সমস্যা থাকল না। আমরা আমদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গর্বিত। ওরা আমাদের সম্পদ, ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ। পানীয় জলের সমস্যা নিরাময়ে কালিম্পং–এ নতুন জল সরবরাহ প্রকল্প হবে। ২২০ কোটি টাকা খরচ করে আমরা কালিম্পং-সিকিম সিল্ক রুটের উন্নয়ন করব। যারা পাহাড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে, তারা পাহাড়ে শান্তি চায় না। আমরা পাহাড়ে কোনরকম অশান্তি চাই না। আমরা বিশ্বাস করি, একতাই বল। সরকার কোন অশান্তি বরদাস্ত করব না। আমরা কালিম্পঙের উন্নতি চাই,মা-বোনেদের সম্মান চাই, যুব সম্পদায়ের জন্য কর্মসংস্থান চাই।



*অনুষ্ঠান মঞ্চের পাশে।*



*কালিম্পং-এর ক্যাকটাস।*



*সৌন্দর্যে ঘেরা ডেলো পাহাড়।*

৪ এপ্রিল ২০১৭

# ২২তম জেলা ঝাড়গ্রাম

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় জায়গা জঙ্গলমহল। সেই জঙ্গলমহলের ৮টি ব্লককে নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর ভেঙে গঠিত হল ৩০২৪.৩৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পৃথক ঝাড়গ্রাম জেলা। নতুন এই ঝাড়গ্রাম জেলায় রয়েছে ৪ টি বিধানসভাকেন্দ্র- ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও বিনপুর।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মাঠে প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জঙ্গলমহলের আদিবাসী-মূলবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, অনুন্নত এলাকার সুংসহত উন্নয়নের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশকে নিয়ে আলাদা জেলা করা হোক। সেই দাবিকেই মান্যতা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে কালিম্পংকে রাজ্যের ২১তম জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ই এপ্রিল বর্ধমান শিল্পাঞ্চল এলাকাকে গঠিত নিয়ে 'বর্ধমান পশ্চিম' জেলার



*নতুন জেলা ঝাড়গ্রাম*







সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা গর্বের সাথে বলি আমাদের নতুন জেলা ঝাড়গ্রাম, যা দীর্ঘদিনের মানুষের স্বপ্ন। অনেক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ঝাড়গ্রাম, লালপাহাড়ি তে। আজ জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পেরে আমি গর্বিত। আজ থেকে প্রতি বছর ৪ এপ্রিল 'ঝাড়গ্রাম দিবস' পালন করা হবে। জঙ্গলমহলের মানুষের জন্য প্রতি বছর স্পোর্টস টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। জঙ্গলমহলের ৩৫ হাজার ছেলেমেয়ে পুলিশে চাকরি পেয়েছে। ৩২ লক্ষ তপশিলি ভাই বোনেরা শিক্ষাশ্রীর স্কলারশিপের টাকা পায়। ভবিষ্যতে ঝাড়গ্রামের জন্য আমরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করব। ঝাড়গ্রাম জেলায় ৯ টি কলেজ, ৬ টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এক লক্ষ লোকশিল্পী ১০০০ টাকা মাসিক ভাতা পায়। আরও ১ লক্ষ শিল্পীকে আমরা এই প্রকল্পের আওতায় আনব। বিধবা ভাতা প্রকল্পের আওতায় ১৪ হাজার মানুষের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের জন্য আমরা পেনশন প্রকল্প চালু করেছি। অলচিকি ভাষাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সবুজসাথী প্রকল্পে আমরা ইতিমধ্যেই ৩৫ লক্ষ সাইকেল দিয়েছি। এই বছর আরও ৩৫ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হবে। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের আমরা স্বাস্থ্য বিমার আওতায় এনেছি। দু টাকা কেজি চাল প্রকল্প আমরা জঙ্গলমহল থেকেই শুরু করেছিলাম। রাজ্যের ৮ কোটি মানুষ এখন খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায়। কৃষিজমির খাজনা আমরা মুকুব করে দিয়েছি। ৩ লক্ষ মানুষকে আমরা জমির পাট্টা দিয়েছি। ছৌ নাচ ও তীরন্দাজির জন্য জঙ্গলমহলের মানুষ সারা দেশে জনপ্রিয়। ছাত্র ও যুবরাই আমাদের দেশের সম্পদ। ঝাড়গ্রামে আমরা তীরন্দাজির অ্যাকাডেমি তৈরি করব। চেক ড্যাম তৈরির জন্য ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বাংলাকে আমরা বিশ্ব সেরা তৈরি করব।



*ঝাড়গ্রামের কেটকি ঝরনা*

৭ এপ্রিল ২০১৭

# ২৩তম জেলা পশ্চিম-বর্ধমান



*জেলা পশ্চিম-বর্ধমান*

২৩তম জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা। আসানসোলের একটি জনসভা থেকে পশ্চিম বর্ধমানকে নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মিষ্টি হাব-সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি।

আসানসোল ও দুর্গাপুরকে নিয়ে তৈরি এই নতুন জেলা 'পশ্চিম বর্ধমান'। এদিন ১৯০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার ৩৪টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন এবং ৩৯৭ কোটি টাকার ৪৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অত্যাধুনিক আটতলা বিশিষ্ট নতুন প্রশাসনিক ভবনের শিলান্যাস করার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে নানা সরকারি প্রকল্পের পরিষেবাও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।



*মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে পথ চলা শুরু করল নতুন জেলা।*

এদিন তিনি বলেন, প্রতি বছর ৭ এপ্রিল 'পশ্চিম বর্ধমান' জেলার জন্মদিবস পালন করা হবে। আসানসোল, দুর্গাপুর ও বর্ধমান পশ্চিম নিয়ে এই নতুন জেলা তৈরি হল। সরকারি কাজের জন্য এখন আর মানুষকে কলকাতা ছুটে যেতে হয় না। আজ বর্ধমান 'মিষ্টি হাবের' উদ্‌বোধন করা হল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে কুলটি পুরসভাকে ৩০২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আসানসোল ও







*উপরে: আসানসোল-দুর্গাপুরের খনি অচল। নীচে: নতুন জেলায় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত*

অগ্নিবীণা টাউনশিপ এর জন্য ১৪৩.৬৫ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জল সরবরাহ প্রকল্পে ১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলার ১৫০০ একর জমিতে শিল্প তালুক তৈরি হয়েছে। এই জেলায় ১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়ন হয়েছে। ৫টি নতুন পলিটেকনিক কলেজ, ২ টি আই টি আই কলেজ তৈরি হয়েছে। আমরা কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি। তাঁর নামে অণ্ডালে বিমানবন্দর হয়েছে। এই জেলায় ক্ষুদ্র শিল্পে ১ হাজার ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২২ হাজার যুবক-যুবতীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। আসানসোলে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, এই জেলায় ১০০% ইন্সটিটিউশন ডেলিভারি হয়ে গেছে। কয়লাখনির ধসে আক্রান্তদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা আবাসন তৈরি করব। আবাসন প্রকল্পে আমাদের ৪৪,৫০০ বাড়ি তৈরি করা হবে। এই জেলার প্রায় ৯৫% মানুষের কাছে আমরা সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছি। বর্ধমান জেলায় ২৪টি এসএনএসইউ, ৫ টি এসএনসিইউ, ২টি মাল্টি সুপার হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। ৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ২টি ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরি হয়েছে। ২টি নতুন সরকারি কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মাটি তীর্থ তৈরি হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সব প্রকল্প রয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্য স্কলারশিপ, সবুজ সাথী সাইকেল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে জুতো, বই, পোশাক দেওয়া হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এখন থেকে বিনামূল্যে খাতা দেওয়া হবে। নোট বাতিলের ফলে যারা কর্মহীন হয়েছেন তাদের জন্য আমরা 'সমর্থন' প্রকল্প চালু করেছি। বাংলার সমস্ত সরকারি হাসপাতালে এখন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ৩ লক্ষ মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। 'বৈতরণী' প্রকল্পের আওতায় শশ্মান ও কবর স্থানগুলির সংস্কার করা হয়েছে। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুন্য হোক হে ভগবান।



# রাজ্যে নতুন ৩ মহকুমা

ঝালদা ● মানবাজার ● মিরিক

**৬ এপ্রিল ২০১৭**

## পুরুলিয়ার দুই নতুন মহকুমা



ঝালদা ও মানবাজারকে পুরুলিয়া জেলার নতুন মহকুমা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলকুড়ি হাটের ময়দানে একটি জনসভায় এই ঘোষণা করেন তিনি। এদিন তিনি পুরুলিয়ায় একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিলান্যাস করেন। এছাড়াও জঙ্গলমহলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে তিনি এদিন রঘুনাথপুর মহকুমা হাসপাতালে ২০ শয্যার একটি এসএনসিইউ উদ্‌বোধন করেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২২ হাজার মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এই জেলার ৯১ শতাংশ মানুষের কাছে এখন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুদের পরিবারকে আমরা সবুজশ্রী প্রকল্পের আওতায় চারাগাছ দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ চালু করেছি। এই জেলার জন্য ২৮টি চেক ড্যাম সহ ২টি বিদুতের সাব স্টেশনেরও উদ্‌বোধন করা হয় এদিন। ৩টি ব্রিজ ও ২ টি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের উদ্‌বোধন হল এদিন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরুলিয়া জেলায় ৮টি এসএনসিইউ এবং ২ টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হবে। অলচিকি ভাষাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। তপশিলি জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছি। আমরা জঙ্গলমহলের উন্নয়নের জন্য ইন্টিগ্রেটেড জঙ্গলমহল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চালু করেছি। পুরুলিয়ার জলসমস্যা মেটানোর জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুরুলিয়ায় মাহাতো-কুর্মি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন হবে। পরিবেশ আর আদিবাসী ভাই বোনেদের স্বার্থ রক্ষা করে আমরা পুরুলিয়াকে গ্রানাইট হাব হিসেবে তৈরি করব। ৮২ হাজার লোকশিল্পীদের আমরা মাসিক ভাতা দিই, দুর্গা পুজোর আগেই আরও ১ লক্ষ লোকশিল্পীর নাম নথিভুক্ত হবে। ১৬ লক্ষ কৃষককে আমরা ফসল বিমা দিচ্ছি। বিমার প্রিমিয়াম সরকার দেয়। গরীব মানুষদের সৎকারের জন্য আমরা সমব্যাথী প্রকল্প চালু করেছি। বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় আমরা শশ্মান ও কবর স্থানগুলির সংস্কার করেছি।

**৩০ মার্চ ২০১৭**

## দার্জিলিং-এ নতুন মহকুমা



মিরিককে দার্জিলিং জেলার মহকুমা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে মিরিক দার্জিলিং জেলার একটি ব্লক ছিল। মিরিক একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র এবং প্রতি বছর বহু পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে মানুষকে যেকোন সরকারি কাজের জন্য কার্শিয়াং, দার্জিলিঙে যেতে হত। এখন সেই সমস্যা মিটবে। এই দিনটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটনে জোর দিচ্ছে, হোম-টুরিজম, ইকো-টুরিজমেও জোর দেওয়া হয়েছে। লামাহাটায় পর্যটনের বিকাশ হয়েছে। টাইগার হিলে নতুন প্রকল্প শুরু হয়েছে।

***মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের সমস্ত ছবি: অশোক মজুমদার***

# জীবন নিয়ে ব্যবসা চলবে না : মুখ্যমন্ত্রী

## ঐতিহাসিক নতুন স্বাস্থ্য বিল

সরকারি হাসপাতালে এখন সময়োপযোগী নানা ধরনের নতুন নতুন বিভাগ। অনেকটাই বেড়েছে শয্যাসংখ্যা। প্রায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান এখন সারা দেশের মডেল। সরকারি হাসপাতালে এমআরআই, পেসমেকার বসানো, সিটি স্ক্যান, হার্ট সার্জারি থেকে শয্যার ভাড়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বিনামূল্যে করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিত্যদিনই প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে সরকারি হাসপাতালের ওপর।

শুধু একজন প্রান্তিক মানুষই নন, যে কেউই যদি ভর্তি হওয়া থেকে ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবাই বিনামূল্যে পান, বেসরকারি জায়গায় কেন যাবেন? ফলে ভিড় বাড়ছে সরকারি পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে। আর এই প্রবল ভিড়ের ফলে সরকারি পরিকাঠামোয় প্রচণ্ড চাপ বেড়ে যাচ্ছে। অনেকে তাই বেসরকারি জায়গার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে সরকারি পরিষেবার জন্য অপেক্ষা না করে, ইচ্ছে করেও যাচ্ছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে যাওয়া সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এঁরাই বছরের পর বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের তিক্ততম অভিজ্ঞতার কথা ও নানা অভিযোগ-অনুযোগ জানিয়ে আসছিলেন।

কী সেই অভিযোগ? লাগামছাড়া বিল, মৃতদেহ আটকে রাখা, টেস্ট না করেও টাকা নেওয়া, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট, সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসক না থাকলেও সেই ধরনের রোগী ভর্তি নেওয়া ইত্যাদি নানা অভিযোগ আসছিল বলে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. বিশ্বরঞ্জন শতপথি জানান। তাই রাজ্যের রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের স্বার্থে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি নতুন বিল আনলেন মুখ্যমন্ত্রী।






এই বিল ঐতিহাসিক এবং সারা দেশের মডেল হিসেবে স্থান পাবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ৩ মার্চ, ২০১৭ রাজ্য বিধানসভায় তিনি এই বিল পেশ করেন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি নতুন রেগুলেটরি কমিশনের কথাও ঘোষণা করেন। বিলটির নাম দেওয়া হয়েছে—'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) বিল, ২০১৭'। এই নতুন বিলে, বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নতুন স্বাস্থ্যবিল পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, এই বিল সারা দেশের মডেল হবে। এটি একটি ঐতিহাসিক আইন হতে চলেছে। জীবন নিয়ে ব্যবসা চলবে না। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সবসময় মানবিকতার রং নিয়ে দেখা উচিত। সুতরাং আর একদিনও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছি, প্রায় ছ-ঘণ্টা নিজের হাতে ধরে এই বিল তৈরি করেছি। আমি বলছি না যে, সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই খারাপ। কিন্তু অনেকেই রোগী ও তার পরিবারের কাছ থেকে যেভাবেই হোক, টাকা নিতে চায়। সুতরাং এই আইন হল তাদের ভালো হওয়ার সুযোগ। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, রাজ্যে আগে এই বিষয়ে পুরনো একটি বিল ছিল। কিন্তু তাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি প্রদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

***বিস্তর অভিযোগ। বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মুখ্যসচিব-সহ উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা।***



## নতুন আইনের সার কথা

- জরুরি ব্যবস্থায় রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেরানো যাবে না।
- রোগীর মৃত্যু হলে দেহ আটকে রাখা যাবে না।
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় আদায়ের ব্যবস্থা রাখতে পারবেন।
- সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রেই নানাবিধ খরচের তালিকা প্রকাশ্যে টাঙানো থাকবে।
- চিকিৎসক ও নার্স তথা সেবক-সেবিকাদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক।
- রোগীর ক্ষতি হলে, সেই গাফিলতিতে, হেলথ রেগুলেটরি কমিশনের নির্দেশমতো ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সর্বাধিক ৬ মাসের মধ্যে দিতে হবে।
- চিকিৎসকদের কনসালটেন্সি এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে। তবে সেখানে স্পষ্ট লিখে দিতে হবে, ডক্টরস কনসালটেন্সি।
- রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো চিকিৎসা কেন্দ্র এই রাজ্যে চলবে না।
- রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন কর্মরত বিচারপতি বা অবসরের মাত্র কয়েক মাস বাকি, এমন বিচারপতি।
- পরিবারের অনুমতি ছাড়া ভেন্টিলেশনে দেওয়া যাবে না।
- সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে 'গ্রিভ্যান্স সেল' চালু করতে হবে।
- ই-প্রেসক্রিপশন এবং ই-রেকর্ডস চালু করতে হবে।
- ১৩ জন সদস্য নিয়ে রেগুলেটরি কমিশন।
- রেকর্ড নষ্ট করলে জরিমানা।

বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি হাসপাতালে ২৭ হাজার শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর-পূর্ব ভারত, ওড়িশা, ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ এই রাজ্যে আসছেন চিকিৎসার জন্য। এখনও পর্যন্ত ১১২টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রাজ্যে খোলা হয়েছে এবং ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে ওষুধ মিলছে। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব ১৬টি, ৭০টি এসএনসিইউ (SNCU) এবং ৩০৩টি এসএনএসইউ (SNSU)-ও এভাবে তৈরি হয়েছে।



**পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন**
**৩২ বি বা দী বাগ, স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১**
**ওয়েবসাইট : www.wbcerc.gov.on**
**ফোন : (০৩৩) ২২৬২৮৪৪৭**
**ছুটির দিন বাদে, কমিশনের অফিস, প্রতি সোম-শুক্র,**
**সকাল ১০টা—বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা**
**জেলার ক্ষেত্রে, প্রতি জেলার জেলাশাসক অভিযোগ গ্রহণ করবেন।**

শিশু-মৃত্যুর হার ৩২ থেকে কমে ২৬ হয়েছে। ৭টি নতুন স্বাস্থ্য জেলা এবং ৭টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ এই রাজ্যে তৈরি হয়েছে। শিশুসাথী প্রকল্পের আওতায়, শিশুদের বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রের পরীক্ষা করানো হচ্ছে। মাতৃদুগ্ধ-ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, সরকারি আধিকারিক হিসেবে প্রথম থেকেই যেহেতু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা West Bengal Service Rule—আইনের আওতায়, তাই তাদের অন্য regulation-এর আওতায় আনা যায় না।

২২ মার্চ, ২০১৭ কমিশনের প্রথম বৈঠক হয়। কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অসীমকুমার রায়। কমিশনের অফিস করা হয়েছে বিবাদীবাগে, টেলিফোন ভবনের বিপরীতে, স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্স বিল্ডিংয়ে। কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব অনিল ভার্মা। এছাড়াও চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন সুকুমার মুখার্জি, গোপালকৃষ্ণ ঢালি, অভিজিৎ চৌধুরি,

মাখনলাল সাহা, মধুসূদন ব্যানার্জি, মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি, সংঘমিত্রা ঘোষ, বিশ্বরঞ্জন শতপথী, অনুজ শর্মা, প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী এবং মাধবী দাস।

কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের কথা অনুযায়ী, কয়েকদিনের মধ্যেই পরিকাঠামো তৈরি করে মানুষকে ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর জানানো হয়েছে। অন-লাইনেও অভিযোগ জানানো যাবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, নির্দিষ্ট করে কোনো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলে তা মেডিক্যাল কাউন্সিলে পাঠানো হবে।

ফলে একদিকে বেসরকারি হাসপাতালের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে ও মানুষকে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে নতুন স্বাস্থ্যবিল, অন্যদিকে শিশু-চুরি ঠেকাতে সিসিটিভির কড়া পাহারা—নতুন দুই সংযোজনের ফলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আগামী দিনে আরও জনমুখী হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

# শিশুচুরি! আরো কঠোর রাজ্য



*শিশুচুরি। নবান্নে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী*

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিশু চুরির ঘটনার পরেই একাধিক পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যসচিব, ডিজি এবং কলকাতার নগরপালকে নিয়ে তিন সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়া হয়েছে। ১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নবান্নে এই নিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ পার্থ চ্যাটার্জী, মুখ্যসচিব বাসুদেব ব্যানার্জি, স্বরাষ্ট্রসচিব মলয় দে, স্বাস্থ্যসচিব আর এস শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব গৌতম সান্যাল, অর্থসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ, কলকাতার নগরপাল রাজীবকুমার প্রমুখ।

শিশু-চুরি নিয়ে বৈঠকের পর ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ বলেন, কোনো কারণে অপপ্রচার বা গুজব ছড়ালে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। যেসব হাসপাতালে সিসিটিভি নেই, সেখানে নতুন করে বসানো হবে। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সমস্ত হাসপাতালে সিসিটিভি বসানো হবে। কলকাতার নগরপাল রাজীব কুমার বলেন, হাসপাতালে ভাঙচুর করা হলে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

*প্রতিবেদনের সব ছবি : অশোক মজুমদার*

## শিশু-চুরি : কঠোর রাজ্য

- সরকারি হাসপাতালে বাড়বে নিরাপত্তাকর্মী।
- বাড়ানো হবে ক্লোজ সার্কিট টিভির সংখ্যা।
- ব্লকস্তরের হাসপাতালে বসানো হবে সিসিটিভি।
- বাড়ানো হবে পুলিশি নিরাপত্তা।
- অপপ্রচার বা গুজব ছড়ালে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে।
- শিশু পাচারের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলে কড়া পদক্ষেপ নেবে রাজ্য প্রশাসন।
- হাসপাতালে আয়া রাখার সরকারি নিয়ম নেই।
- রোগীর আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ ওয়ার্ডে থাকতে পারবেন না।
- রক্তের সম্পর্কের যিনি হাসপাতালে থাকবেন, তাঁর কাছে সচিত্র পরিচয়পত্র থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলেই সেটি নিরাপত্তাকর্মীকে দেখাতে হবে।
- রোগীর সঙ্গে যিনি থাকেন, তাকে একটি কার্ড দেওয়া হয়। সেই কার্ডে ছবি বসানোর কথাও চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।
- প্রসূতি ও স্ত্রী এবং শিশু বিভাগের ওপর অতিরিক্ত নজরদারি থাকবে।

বিশেষ প্রতিবেদন

# এগিয়ে বাংলা
# পরিবর্তনের বাংলা





*গড়ে তুলতে হবে শিশুর বাসযোগ্য পৃথিবী*

পরিবর্তন আসে ধীরে। ধীরে। ধীরে ধীরে।

অদম্য ইচ্ছাশক্তিই যে কোনও ধরনের পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে। এবং ধীরে ধীরে।

কিন্তু 'ইচ্ছাশক্তি'-কে জাগাতে হয়।

জানাতে হয় যে সকলের মধ্যেই ভালো থাকার, ভালোভাবে বাঁচার 'অনন্ত ইচ্ছাশক্তি' মজুত আছে। সেই 'ইচ্ছাশক্তি'-কে ব্যবহার করেই যে কোনও মানুষের জীবন তার মতো করে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই 'ইচ্ছাশক্তি'-কে হতে হবে 'অদম্য'। কেউ কোনওভাবে বাধা দিতে পারবে না, দমাতে পারবে না।

পরিবর্তন চাই। এটা ছিল পশ্চিমঙ্গের মানুষের দাবি। সময়টা ২০১১-মে'র আগে। এই ডাকে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রায় সমস্ত মানুষ। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—রাজ্যটা যেন সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচার উপযোগী হয়ে ওঠে।

* * * * *

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।*

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও মহান।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবেই আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন। বঙ্গসংস্কৃতির মূলধারার উৎস লুকিয়ে আছে এরই মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের আজকের পরিবর্তনে এই ধারাই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।



*১০০ দিনের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বনির্ভর হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁদের কাজের নিষ্ঠায় গড়ে উঠছে বাংলা*

তাই বর্তমান সরকারের ভাবনায় 'মা' শব্দটি শুধু কাব্যময় হয়ে ওঠেনি, 'মা'—যেন জাগরণী মন্ত্র। এই মন্ত্রে দিকে দিকে জেগে উঠছে আজকের মায়েরাও, ভাবীকালের মায়েরাও। মা মানে নারী। যে কোনও বয়সের নারীই মাতৃতুল্য।

আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মায়ের স্থান অর্থাৎ নারীর স্থান সবার আগে। তবুও সমাজে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নারী নানা বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার। সেকারণেই নারীকে সুরক্ষিত রাখতে এগিয়ে আসতে হয় সরকারকে।

পৃথিবীর আলো দেখার আগে থেকেই নারীর বিপদ শুরু হয়। আজও লুকিয়েচুরিয়ে চলে কন্যাভ্রূণ হত্যা। বহু পরিবার আজও কন্যাসন্তানের জন্ম সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয় মেনে নিতে ।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর পিছনে রয়েছে নানা কারণ। কোনওটাই সহজে ফেলে দেওয়ার নয়। মেয়েদের শারীরিক গঠন এমনই যে নানা পরিস্থিতিতে তারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। মূলত দেহজ লালসার শিকার হয় তারা। রেহাই পায় না তিন মাসের কন্যাশিশুটিও। আবার ষাটোর্ধ্ব মহিলাও। এ সংকট প্রকৃত অর্থেই সভ্যতার সংকট।

সমাজে জৈবিকভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। শিক্ষা ও সভ্যতা মানুষকে আত্মসংযত হতে শিখিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত যারা তাদের কাছে অসংযত আচরণ স্বাভাবিক। এই



*উন্নয়নের চাকা ওর হাতে।* *ছবি: কাজল বিশ্বাস*

*ওদের হাতে বই-এর জগৎ। ওরা চলেছে আলোর পথে*

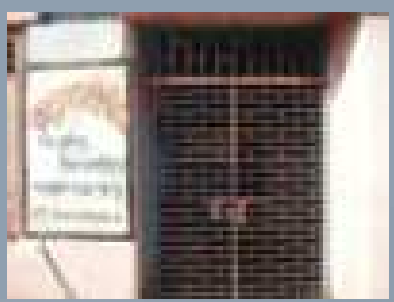




‘অসংযত আচরণ’-এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে চলছে লড়াই।

সরকারি হাসপাতালে, ব্লকে ব্লকে, চলছে অন্বেষা ক্লিনিক। কিশোর-কিশোরীদের ভিড় জমছে সেখানে। নানা বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা যাচ্ছে তাদের সমস্যার কথা জানাতে। জানতে। সমাধানের উপায় জানতে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এই ব্যবস্থায় সুফল মিলছে। মেয়েদের বিপদ যাদের দিক থেকে আসে তাদেরও মানসিক ও শারীরিক বিকাশের সঠিক পথের সন্ধান তাই জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্যার আসল জায়গাটা খুঁজে বের করে প্রকৃত সমাধানের পথ এটাই।

আজকের কিশোররা যদি ‘মা’-কে অর্থাৎ প্রত্যেক নারীকেই সম্মান করার শিক্ষার বোধ অর্জন করতে না পারে তাহলে ‘নারী উন্নয়ন’-এর ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে। ‘নারী’-কে ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে নয়, ‘মানুষ’ হিসাবে দেখার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই কিশোর-কিশোরী উভয়কেই অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবে।



মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এই প্রসঙ্গে মনে আসছে কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের কথা।

বাংলার নারীশিক্ষার উজ্জ্বল ধারায় উজ্জ্বলতম সংযোজন ‘কন্যাশ্রী’।

মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে মহাবিদ্যালয়ে (কলেজে) যাবে। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি নেবে নানা প্রশিক্ষণ। কারিগরি শিক্ষায় হবে শিক্ষিত। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন জীবন গড়বে।

আমাদের এই ‘কন্যাসম্পদ’ সমাজকে, পরিবারকে, রাজ্যকে তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রায় দশ কোটির এই পশ্চিমবঙ্গে ‘কন্যাশ্রী’ শব্দটা কে না শুনেছে। হয়তো দুধের শিশুও খেলাচ্ছলে বলে ওঠে ‘কন্যাশ্রী’।



অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েরাই এই প্রকল্প-র আওতাভুক্ত। তেরো বছর বয়স থেকে সতেরো বছর (সপ্তম থেকে দশম K-1) এবং আঠারো থেকে উনিশ (একাদশ-দ্বাদশ K-2) বছর বয়সী মেয়েরাই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পায়। বছরে ৭৫০ টাকা পায় K-1এর উপভোক্তারা। এককালীন ২৫,০০০ টাকা পায় K-2এর উপভোক্তারা। এই 'উপভোক্তা' শব্দটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যারা উপভোগ করে তাদের সাধারণভাবে উপভোক্তা বলা হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই K-1 বা K-2-র উপভোক্তারা কি উপভোগ করে?

উত্তর একটাই। জীবন উপভোগ করে।

যে জীবন তার নিজের জীবন, একান্তভাবেই নিজের, সেটাকেই সে উপভোগ করতে পারে 'কন্যাশ্রী'-র মাধ্যমে। সমাজকে সঠিকভাবে চালনার জন্য অনেক আইন আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সেসব আইনকে অনেকেই তোয়াক্কা করে না অথবা বলা যায় তোয়াক্কা করার মতো পরিস্থিতিও থাকে না।

এর অন্যতম প্রধান কারণ হয়তো দারিদ্র্য। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি আছে চিন্তার দারিদ্র্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যের দারিদ্র্য।

না হলে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু করতে হবে কেন? আজ এইখানে, এত বছর বাদে। যেখানে সূচনা হয়েছিল 'নারীশিক্ষা'-র। যে বাংলা ছিল নারীশিক্ষার অগ্রদূত, সেই বাংলায় বিগত দশকগুলিতে শিক্ষার আঙিনায় মেয়েদের ধরে রাখা যায়নি। নিয়ে আসা যায়নি। তাই ভাবতে হয়েছে 'কন্যাশ্রী'-র মতো প্রকল্পের কথা।

'কন্যাশ্রী' শব্দটার মধ্যে একটা মুগ্ধতা আছে। কন্যাসম্পদ বড়ো সম্পদ। তাই 'কন্যা সম্প্রদান' মহৎ দান হিসেবেই বিবেচিত হত। কিন্তু তার আগে কন্যাকে সু-উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কন্যাকে গড়ে তোলা, তার স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করাই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য।



*নিজের বিকাশের পথ ওরা নিজেরাই খুঁজে নিচ্ছে*

বিদ্যালয় মানুষ গড়ে। কিন্তু মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাবার অধিকার একদিনে আসেনি। অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রাম-এর ইতিহাস আছে। আছে অনেক আত্মত্যাগের কাহিনি। আছে কত চোখের জলের ধারা। তবেই আজ মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারছে এই বাংলায়।

গরিব মেয়েরা খুব সহজেই স্কুলছুট হয়ে যায়। অন্যতম কারণ হল পরিবারের লোকেরা ভাবে ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই আসল দায়। এই চিরাচরিত দায়বদ্ধতা গরিব মা-বাবাদেরও সর্বদা ভারাক্রান্ত করে রাখে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মা, পরিবার, সমাজ, অত্মীয়-স্বজন সকলেই মনে করেন প্রধান ও পবিত্র কর্তব্য। বিয়ে দেওয়া, আজও, যে কোনও সমাজে, রীতিমতো ব্যয়বহুল ব্যাপার। অন্যদিকে, মেয়েদের নিরাপদে বাড়িতে রাখার ব্যাপারটা যে কোনও মা-বাবা বা অভিভাবকের কাছে নিঃসন্দেহে সবথেকে চিন্তার বিষয়।

এছাড়া অন্য বিষয়গুলোও অস্বীকার করা যায় না। যতদিন মেয়ে ঘরে থাকবে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বাবা-মায়ের। তার অসুখ-বিসুখ, সমস্যা কোনোটাই অস্বীকার করা যায় না আবার অন্যদিকে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের একটি মেয়ে যে 'শ্রম' দেয় সেটিও বিশেষভাবে নজর কাড়ে। খুব ছোটোবেলা থেকেই ওদের বাড়ির নানা কাজ করতে হয়, কৃষি বা পরিবারিক পেশায় অংশগ্রহণ করতে হয়, যে কাজের 'আর্থিক মূল্য' নিরূপণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে, আজও অনেক মেয়েকেই নানা কাজ করে টাকাপয়সা রোজগার করে পড়াশুনা চালাতে হয়। পাশাপাশি দেখা যায়, অনেকে কাজের জন্য পড়াশুনা করতে পারে না।

একথা প্রায় সকলেই জানেন, ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের শারীরিক গঠন পরিপূর্ণতা পায় না। অর্থাৎ তাকে ওই বয়সের আগে বিয়ে দিলে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তার শরীর সঠিকভাবে গড়ে ওঠে না। আসল কথাটি হল, আমরা সবসময়ে মনে রাখতে পারি না যে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকলেই শিশু। একটি শিশু আরেকটি শিশুর জন্ম দেবে—এটা ঠিক নয়।



*মুক্তির ডানা মেলে ওরাও উড়ছে সমতালে*



*এই অমলিন হাসি যেন হারিয়ে না যায়*

গরিব পরিবারের মেয়েদের কাছে শৈশব শেষ হয়ে যায় কয়েক বছরের মধ্যেই। নানা চাপ তার উপর এসে পড়ে। নিজের মতো করে নিজেকে নিয়ে ভাবনার সুযোগ সে পায় না।

'কন্যাশ্রী' প্রকল্প তাকে এই সুযোগটা এনে দিয়েছে।

১৮ বছর পর্যন্ত সে তার 'শৈশব'-কে পাচ্ছে। অনায়াসে সে ভাবতে পারছে—আমি এখন বিয়ে করব না, নিজের পায়ে দাঁড়াবো।

হয়তো সকলেই একথা ভাবছে না। কিন্তু বেশির ভাগই ভাবছে।

আরেকটি বিষয়েও আলো ফেলা যেতে পারে। গরিব ঘরের যে মেয়েরা 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আবার 'দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম'। নানা ভাষাভাষী, নানা জাতির, নানা ধর্মের, নানা অঞ্চলের মেয়েরা এর অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন তপশিলি জাতি ও আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা যেমন আছে, অত্যান্ত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মেয়েরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আবার, উচ্চবর্ণের দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও এর সুযোগ পাচ্ছে।

বলা হয় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প বাল্যবিবাহ রোধ করতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে।

মনে হয়, শুধু তাই নয়। এর চেয়েও বেশি কিছু। মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষালয়ে আসার ও থাকার সুযোগ তাদের বিকাশের পক্ষে নিচ্ছে সদর্থক ভূমিকা। একটি বিদ্যালয়ে শুধু দরিদ্র মেয়েরাই পড়ে না। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব পরিবার থেকেই মেয়েরা/ছেলেমেয়েরা আসে। সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে তাদের জীবনে। রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, চাল-চলন, শব্দপ্রয়োগ, ভাষার ব্যবহার,



*বলরামপুরের মালিটাঁড় গ্রাম*



*এরাই আগামীর 'মা'*

চিন্তা-ভাবনা, পঠন-পাঠন কৌশল—সবচেয়ে বড়ো কথা, জীবন নিয়ে ভাবনার অভ্যাস অন্যদের থেকে তারা শিখে নিতে পারে সহজে। এইভাবে সমাজের মূলস্রোতে ভাসার উপযুক্ত হয়ে উঠছে পিছিয়ে থাকা মেয়েরা। 'কন্যাশ্রী'-র তক্‌মা তাদের যেন একটা আলাদা সম্মান দিয়েছে। 'কন্যাশ্রী'-র কল্যাণেই আজ বহু মেয়ে বিদ্যালয়ে আসতে পারছে। পড়াশুনা চালাতে পারছে। এক একটা ধাপ ডিঙিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গড়ে নিতে পারছে নিজের জীবন।

মেয়েদের যখন গড়ে তোলা হত না সঠিকভাবে, বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না তাদের। কিন্তু দিন বদলেছে। বাবা-মায়েরা দেখছে, মেয়েরা কিছু করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বিয়েই একমাত্র পথ নয়। ফলে অবিভাবকদের চিন্তাতেও পরিবর্তন এনেছে 'কন্যাশ্রী'। গরিব পরিবারের মেয়েকে দুবেলা খেতে দেওয়া কষ্টকর। এ রাজ্যে দারিদ্র্যের চিত্র আজও বড়ো ভয়ঙ্কর। না হলে সরকারকে এই হারে দুটাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করতে হয়! না খেতে পেয়ে মৃত্যুর ঘটনা যাতে না ঘটে তারই জন্য এত প্রকল্প।

গরিব মেয়েরা বিদ্যালয়ে এলে মিড-ডে-মিল খায়। ক্লাস এইট পর্যন্ত এই সুবিধা। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, দারিদ্র্য যেখানে অসম্ভব প্রকট, হয়তো সেখানে এই মধ্যাহ্নভোজন বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত হলে সুবিধা হয়। মেয়েদের অপুষ্টি তো একটা বহুল চর্চ্চিত বিষয়। অপুষ্টির মোকাবিলায় সরকারি কিছু প্রকল্প বা সুবিধাও আছে। কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে বিদ্যালয়ে আসার তাগিদটা অনেক বেশি হবে বলে মনে হয়।

বই, পোশাক, টাকা তো আছেই। তাদের 'সবুজসাথী' তাদের



*ওদের হাতে ক্ষুধার পাত্র। পেটের ক্ষিধের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনের ক্ষিধেও মেটাতে হবে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ....*

সাইকেল। তাদের প্রকৃত বন্ধু। মাইলের পর মাইল পাড়ি দিচ্ছে তারা 'সবুজসাথী' নিয়ে। দূরত্বের কারণে যাদের দিদিরা পড়তে পারেনি, সাইকেল পেয়ে সেইসব 'কন্যাশ্রী'রা এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের পর গ্রাম পাকা মসৃণ রাস্তা, 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সাফল্যের পিছনে এইসব কারণও অনেক বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। নিজস্ব একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। তাতে টাকা জমা পড়ছে। কন্যাশ্রী-র মেয়েদের অনেকেই আরও নানা প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পায়। আত্মরক্ষার জন্য তাদের নানা প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। জেলায় জেলায় চলছে প্রশিক্ষণ—ক্যারাটে, তাইকোন্ডু। চলছে জঙ্গলমহল এলাকায় কন্যাশ্রী ফুটবল কাপ। তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ।

অনেকেই ভাবেন, ওরা পড়াশুনো শিখতে আসছে। চাকরি করবে। বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে দেখতে হবে। চাকরির সুযোগ কম। পড়াশুনার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতার পথে ওদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজ চলছে তারও। সব অর্থেই 'স্ব-নির্ভর' করে গড়ে তুলতে হবে 'কন্যাশ্রী'-দের। তবেই এর সার্থকতা।

## মহিলা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী:

পাড়ায় পাড়ায় চলছে দল তৈরি। চলছে টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ। খাতা নিয়ে বসা। টাকা জমানো। যাকে বলে 'ফান্ড' করা। ফান্ডের টাকা ধার নিয়ে ছাগল কেনা, দোকান করা, মুরগি কেনা, ব্যবসা করা। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বড়ো লোন নেওয়া। লোন শোধ করা। আবার লোন। ব্যবসা করা। হয় সফল হওয়া, নয় ব্যর্থ। ধার শোধ দিতে না পারা। তারপর দলগত উদ্যেগ থেকে সরে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কখনও বা ক্লাস্টার তৈরি। একেই বলে নারী জাগরণ।

ক্ষমতা  নারীর হাতে। চলছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া।

আইসিডিএস চালায় মহিলারা। মি-ডে-মিল চালায় চালায় মহিলা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যান্টিন চালাচ্ছে মহিলা দল। সম্প্রতি জানা গেল, রান্না করা খাবার রেলে সরবরাহ করছে মহিলা স্ব-নির্ভর দল। ওঁরাই চালাচ্ছেন 'পথের সাথী'।

*স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে গ্রামে গ্রামে।  ছবি: স্বপন চক্রবর্তী*





নানা ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে ওরা আগ্রহী। ঘরে বসেই কাজ করে আয় করতে চাইছেন অল্পবয়সী বৌরা। কত স্বামীহীন বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা জোট বেঁধে দল চালাচ্ছেন, কাজ করছেন। সংসার, সন্তান সামলাচ্ছে।

এই যে নারীশক্তি-জোট, এটাই কি কিছুদিনের মধ্যে পাল্টে দেবে না পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে? গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে শোনা যাচ্ছে পুরুষেরা রোজগার করে নানা নেশায় তা অপচয় করে ফেলে। কিন্তু নারীরা সন্তান ও সংসারের জন্য খরচ করে। তাই দেখা যাচ্ছে, নারীশক্তিকে মজবুত করতেই যত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েতে ৫০% মহিলার অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ গ্রাম চালাচ্ছেন যাঁরা, সংসার চালাচ্ছেন তাঁরা।

জঙ্গলমহলের বেশ কয়েকটি ব্লক ঘুরে সম্প্রতি অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। মনে হল—সেই কথাটাই সত্যি। ওই যে বলে, যে পারে তার উপর দায় চাপে সব। ঘরে, বাইরে সর্বত্রই নারীদের উপর একটু বেশি দায় চেপে যাচ্ছে। আগে ওঁরা ঘরটা সামলাতো। এখন ওঁদের বাইরেটাও সামলাতে হচ্ছে। মেয়েদের গৃহকর্মের আজও কোনোও হিসাব হয় না। জল আনা, কাঠ আনা, গৃহপালিত প্রাণী লালনপালন, সন্তানের জন্ম ও মানুষ করা, পরিবারের সকলকে দেখা, রান্না করা, সেবা-শুশ্রূষা করা—এ সব চেনা ছকের কাজ। তারপর পরিবারিক পেশার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত হতে হয়। নচেৎ নিজেকে অর্থকরী কোনও কাজ করতে হয়।

দক্ষ বা অদক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই চাকরির সুযোগ সর্বত্রই কম। তাই স্ব-নির্ভরতার পথেই দলবদ্ধ করতে হচ্ছে মহিলাদের। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত।

পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে পিছিয়ে পড়া জনজাতির বাস। চরম দারিদ্রের পাশাপাশি তাঁদের অনেকেরই নিজস্ব জমি নেই। মাটির ঘর। চাষবাস বা পশুপালন দুটোই অসুবিধাজনক। তবু

*ছবি: স্বপন চক্রবর্তী*





*একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন উন্নয়নের ধারা* *ছবি: কাজল বিশ্বাস*

তারই মধ্যে পশুপালন-এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-নির্ভরতার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সরকারি জমিকে বা ব্যক্তিমালিকানার জমি লিজ নিয়ে চাষবাস, বাগান, বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কর্মসূচির সঙ্গে অন্যান্য দপ্তরের সম্মিলিত প্রয়াসে মহিলা স্ব-নির্ভর দল কাজ করছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা কাজেও তাঁরা অংশগ্রহণ করছেন। যে দৈহিক পরিশ্রম মহিলারা করেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

স্ব-নির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন লোনের সুবিধা পাওয়ায় তাঁদের পারিবারিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হচ্ছেন। কেউ যেমন দোকান দিচ্ছেন, কেউ বা সেলাই করছেন। কেউ বা কোনও কুটির শিল্পের কাজ করছেন। হস্তশিল্পের নানা প্রশিক্ষণ নিয়ে তৈরি করছেন নানা পণ্য। মেলায় মেলায় যাচ্ছেন বিপণনে। এইসব গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিঃশব্দে গ্রামসমাজেও ঘটে গেছে নিঃশব্দ বিপ্লব।

স্বনির্ভর দলের সদস্যরা 'স্বাস্থ্যসাথী'র সুযোগ পাচ্ছে। হাতে হাতে তাঁদের ব্যাঙ্কের বই। কথায় কথায় ছুটছে ব্লক অফিসে। কখনও জেলার অফিস। বারবার যেতে হয় একই কাজে। যতবার ফেরত আসেন ততবার যান। ওঁরা এখন মরিয়া। বুঝে নিতে চান নিজেদের অধিকার। নিজেরাই আলোচনা করেন—কোন ব্যবসা তাঁরা শুরু করবেন। কোথায় যাবেন। কি করবেন।

কত সহজে স্বাভাবিকভাবে জেগে উঠেছে নারীসমাজ। এই নারী জাগরণ-এর কথাই তো বলে গিয়েছিলেন বাংলার মনীষীরা। এই জাগরণের মধ্যে দিয়েই তৈরি হচ্ছে উন্নয়নের নানা নকশা। যার পথ ধরেই চলেছে—'এগিয়ে বাংলা'।

স্বনির্ভর মায়েরাই পারবে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওঁরাই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছেন। এরাই কন্যাভ্রূণ হত্যা করাকে অপরাধ বলে গণ্য করছেন। ওঁরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আর কটি সন্তানের মা হবেন এবং সন্তানদের পৃথিবীতে আনবেন কত বছরের ব্যবধানে। সরকারি প্রকল্পের টাকায় বাড়ি হচ্ছে ওঁদের নামে, ওঁরাই গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন শৌচালয়ের, বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবি তুলছেন ওঁরাই। ওঁদের সার্বিক চেতনা বদলে দিচ্ছে সমাজকে, পরিবারকে।

ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু সমাজ গড়নে জাগাচ্ছে প্রত্যাশা। এইভাবে মা-এরা তৈরি হচ্ছেন। জীবনযাপনের মান হচ্ছে উন্নত।

পশ্চিমবঙ্গ বৈচিত্র্যের এক নাম। বৈচিত্র্যর সঙ্গে বৈষম্যকে গুলিয়ে ফেলি কখনও কখনও। আর গোলানোর মধ্যে বা গুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে যেন কোনও গোপন খেলা কাজ করে।

ভূপ্রাকৃতিক দিক দিয়ে বৈচিত্র্য তো আছেই। কিছুটা বৈচিত্র্য তৈরি হয় পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলেও। প্রয়োজনীয়তার খাতিরেও।

তাই আমাদের 'মাটি' ভাবনায় শুধু ধানখেত বা গ্রামবাংলা নয়, সামগ্রিক বাংলার উন্নয়নকেই ফুটিয়ে তুলতে হয়।

'মাটি'র উপরই দাঁড়িয়ে আছে সব। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান-এর ব্যবস্থা সবই তো মাটির উপর ভরসা করে গড়ে উঠেছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, বন-জঙ্গল, চারণভূমি, পথ-ঘাট উন্নয়নের নানা পরিকাঠামো—সবই মাটি-কেন্দ্রিক।

কিন্তু এই সহজ সত্যটা আরও সহজ করে ধরিয়ে দিল বর্তমান সরকার। 'মাটি' পেল আলাদা স্বীকৃতি। মাটির কাছাকাছি মানুষেরা অর্জন করলেন বিশেষ মর্যাদা। মাটি-সংলগ্ন সংস্কৃতি আপন ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

এটা সম্ভব হল সার্বিক বা সামগ্রিক উন্নয়নের ভাবনায় 'প্রকৃত মানবিক মুখ' গুরুত্ব পাওয়ায়।

বিশ্বজুড়ে যে 'টেকসই' বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, তারই ফলশ্রুতিতে এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতি বা পরিবেশ ভাবনা উন্নয়নে পাচ্ছে অন্যতম প্রধান গুরুত্ব। প্রকৃতি ধ্বংস করে উন্নয়নের পথে হাঁটার দিন শেষ হয়ে গেছে। উন্নয়ন মানেই শুধু বড়ো কলকারখানা নয়। উন্নয়নের ভাবনার আরও নানা দিক আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। পরিচালিত করছে।

যদি মানুষেরই উন্নয়ন না হল, যদি তাঁদের জীবন-যাপনের মান উন্নত না হল তাহলে 'উন্নয়ন'-এ স্বাভাবিকভাবেই দেগে দেওয়া হবে ব্যর্থতার সিলমোহর।



পশ্চিমবঙ্গেও আজ তাই চলছে। আর তাই মানুষের উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বহুমুখী উদ্যোগ।

নগরোন্নয়নের পাশাপাশি চলছে গ্রামোন্নয়ন। 'সবুজায়ন'-এ জোর দেওয়া হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকা ও আয়সৃজন—সব ক্ষেত্রেই সমানতালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দুই ক্ষেত্রেই। পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতেও পৌঁছে গেছে আলো। পথগুলোও সেখানে সৌর বিদ্যুতে ঝলমল করছে। তাঁদের শিশুরাও পাচ্ছে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ। সমন্বিত উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে পথ-ঘাট, পরিকাঠামো। সহজ হচ্ছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। 'প্রত্যন্ত' অঞ্চল বলে আর যেন কিছু থাকছে না। বরং প্রান্তে পড়ে থাকা অঞ্চল আর প্রান্তিক মানুষ—তাঁরাই পাচ্ছেন সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার। তাঁদের জীবন-জীবিকা নিয়ে সবথেকে বেশি ভাবতে হচ্ছে।

মূল স্রোতে যেন সকলে আসতে পারে, ভাসতে পারে—এটাই একান্তভাবে কাম্য।

উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সকলেই যেন অংশগ্রহণ করে—শহরে, গ্রামে সর্বত্র সেই প্রয়াসই চলছে। অভিমান করে যেন কেউ দূরে সরে না থাকে, সরে না যায়। সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যেন প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব হয়—এটাই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য।

গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর হাতে উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা আছে। আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামের মানুষেরাই ঠিক করছেন কোন কাজটা আগে হবে। রাস্তা, না আলো, না জল, না বিদ্যালয়। তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের পরিকল্পনা মতো সেজে উঠছে গ্রাম। অন্যরা 'সহায়ক' মাত্র। আবার গ্রামে মহিলাদের মতামতও পাচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব।

ঠিক সেইভাবেই সেজে উঠছে শহর। নাগরিক পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি নগর-সাজানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। একটু সবুজের ছোঁয়া, একটু প্রাণের স্পন্দন, চারপাশের পরিবেশকে একটু সুন্দর করে তোলা—সচেতন নাগরিকের কাছে এটা ন্যূনতম চাহিদা। অন্যদিকে, নাগরিক সচেতনতাই পারে নগরকে সাজিয়ে রাখতে।

শুধু কি তাই, খাদ্য সুরক্ষার দিক পেয়েছে জরুরি মনোযোগ। নানা প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করার চেষ্টা চলছে। গৃহহীনদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে গৃহ, শৌচালয়, পশুপালনের ঘর, ফসলের গোলা, চাতাল। প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিচেন-গার্ডেনের। ঘরের চারপাশের জমিতে তৈরি হচ্ছে পুষ্টিবাগান, ফুলের বাগান।



পারিবারিক প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও নিয়ে আসবে যা স্ব-নির্ভরতার জন্য ব্যবহার করা যাবে গৃহ-সংলগ্ন প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। প্রতিটি পরিবার যেন সুস্থ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে সমর্থ হয়—সেটাই সরকারের লক্ষ্য।

পরিবারের সব বয়সের সদস্যদের জন্য সরকার কাজ করছে। শিশুদের জন্য শিশু-আলয়, আইসিডিএস কেন্দ্র, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তেলা হয়েছে নতুন করে। অশিক্ষা ও অপুষ্টির মোকাবিলা করা হচ্ছে এগুলির মাধ্যমে। পড়াশুনার জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা ও বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা এসেছে এসব ক্ষেত্রে। উন্নত জীবন-যাপনের স্বপ্ন দেখছে সকলেই। জঙ্গলমহল, পাহাড়, সমতল—সব এক সুরে উন্নয়নের কথা বলছে।

বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, শিল্পী ভাতা, লোকসংস্কৃতি শিল্পী ভাতা, নানা ক্ষেত্রে সামাজিক পেনশন, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বৃত্তি, ইমাম ভাতা—সকলের কল্যাণের জন্য সরকারের এই সহায়তা 'মানুষের উন্নয়ন'-কে সম্ভব করে তুলছে।

অন্যদিকে, সম্মানিত হচ্ছেন কৃতী মানুষেরা। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ক্রীড়া, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা, অভিনয়—সব ক্ষেত্রেই কৃতী ব্যক্তিদের সম্মান জানানোর যে ধারা বর্তমান সরকার শুরু করেছে, তার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে 'মানুষের সরকার' শব্দের যাথার্থ।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় যাঁদের অবস্থান তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে নেওয়া হয়েছে সরকারি উদ্যোগ। যৌন কর্মী, বিভিন্ন হোমের মেয়েরা, রূপান্তরকামী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ সকলেই মূলস্রোতে এসে নিজেদের জীবন গড়ছেন। সংশোধনাগারের মধ্যে থেকেও চলছে মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের উদ্যোগ। পরিবর্তন তো এটাই।







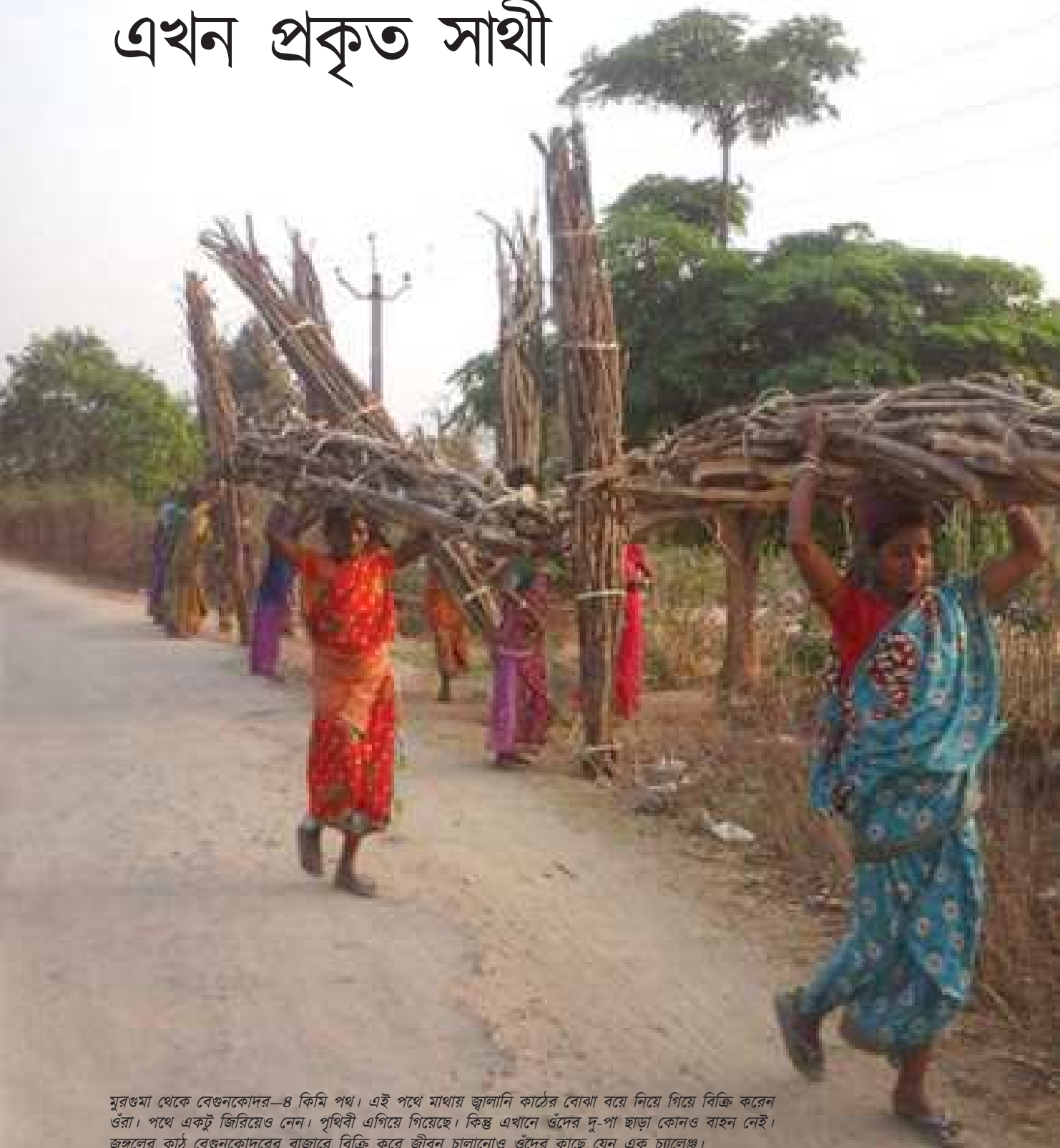
*ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ*




*ছবি : অশোক মজুমদার*

## সরকারি প্রকল্পই

# এখন প্রকৃত সাথী



*মুরগুমা থেকে বেগুনকোদর—৪ কিমি পথ। এই পথে মাথায় জ্বালানি কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন ওঁরা। পথে একটু জিরিয়েও নেন। পৃথিবী এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে ওঁদের দু-পা ছাড়া কোনও বাহন নেই। জঙ্গলের কাঠ বেগুনকোদরের বাজারে বিক্রি করে জীবন চালানোও ওঁদের কাছে যেন এক চ্যালেঞ্জ।*





এই রাজ্যে প্রায় আট কোটি মানুষকে ন্যূনতম মূল্যে (দু টাকা কেজি) চাল কিনতে হয়। তাঁদের কাছে চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয়ের কথা ভাবা দুঃস্বপ্ন বই কি!

সরকারি হাসপাতালে তাঁদের জন্য বিনি পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনও কার্যকারণ সূত্র লুকিয়ে নেই।

গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রতম মানুষের প্রয়োজন এবং ভূমিকা—দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে লোকসভা নির্বাচন, এমনকি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও পরোক্ষভাবে এই মানুষগুলোই প্রধান হয়ে ওঠেন।

এঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। এই অধিকারের আসল সত্যটা 'ভোটাধিকার' প্রয়োগের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দরিদ্রতম মানুষটিও আজ বুঝে গিয়েছেন তাঁর একটি 'ভোট'-এর মূল্য কত। যে কোনও স্তরের নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার ও ক্ষমতা তাঁর আছে, সেটা সম্পর্কে এই দরিদ্র মানুষেরা প্রায় সকলেই ইদানীং খুব ওয়াকিবহাল।

আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যে কোনও মানুষের কাছে 'দারিদ্র্য' লজ্জার কারণ। কোনও কোনও রাষ্ট্রনায়ক বলেছেন—'দারিদ্র্য অভিশাপ'।

যে কোনও গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ-সম্পন্ন দরিদ্র মানুষের কাছে তাই দারিদ্র্য থেকে মুক্তির স্বপ্নই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মনে হয়। দারিদ্র্য তাঁর কাছে সব থেকে যন্ত্রণার।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে ১৯৪৭-এ। আজ থেকে ৭০ বছর আগে। আজও রাজ্যের এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা মাথায় রেখেই উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

কিছু মানুষের মধ্যে উন্নয়নকে আটকে না রেখে, উন্নয়নের সুফলকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত করে না রেখে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভাবনাই 'জনকল্যাণ'-এর আসল পথ।

না খেয়ে কোনোও 'প্রাণ'ই বাঁচতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্য।

রাজ্যের আট কোটি মানুষের কাছে আগে খাদ্য পৌঁছে দিতে হবে। এই সহজ কথাটা সরকারকে বুঝতে হয়েছে। এই বোঝার কাজটা বোধহয় খুব সহজ ছিল না। তাহলে তো আগেই এই কাজ শুরু করা যেত। তা তো হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। আজও প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। কৃষিকাজে যুক্ত প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রামবাসী। ধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। ধানই রাজ্যবাসীর প্রধান খাদ্যদ্রব্য। সেই ধান উৎপাদনে রাজ্যের স্থান প্রথম দিকে। এই ধান থেকে প্রস্তুত চাল বাজার থেকে ন্যায্যমূল্যে কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই একের তিন ভাগ (১/৩) মানুষের। অবাক লাগে ভাবতে।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যাঁরা ধান উৎপন্ন করেন নিজের বা পরের জমিতে, একবেলা পেট ভরে ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য তাঁদের হয় না। ভাবতে অবাক লাগে বই কি!

কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।



*মুরগুমার সেই মানুষটি*

# সমব্যথী

শিশুর জন্মের আগে থেকেই শুরু হয় সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ। জন্ম গ্রহণ ও তার পর থেকে এক বছর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সহ অন্যান্য সুযোগও পাওয়া যায়। এই প্রথম চালু হল মৃত্যুর পরেও সরকারি পরিষেবার সুযোগ। দরিদ্র মানুষদের মৃত্যুর পর ২,০০০ টাকা দেওয়ার প্রকল্প চালু হয়েছে। এর নাম সমব্যথী। শহর গ্রাম সর্বত্রই গরিব মানুষেরা এই সুযোগ নিচ্ছেন।

শবদেহ নিয়ে আসা কোনও গরিব পরিবার যদি সাদা কাগজে আবেদনপত্র নিয়ে আসেন ও সঙ্গে কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা কাউন্সিলরের দেওয়া তাঁর আয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে শ্মশানঘাট বা কবরস্থানের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে জমা করেন, তাহলে তিনি হাতে পাবেন সমব্যাথী প্রকল্পের দু'হাজার টাকা। এর থেকে নিখরচায় সৎকারের কাজ তিনি করতে পারবেন। সাড়ে চারশো টাকা ফি কেটে বাকি এক হাজার ৫৫০ টাকা তিনি পারলৌকিক ক্রিয়ার অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। গরিব মানুষ এতে উপকৃত হবে।

মুরগুমার ড্যামের জলে তখন শেষ বিকেলের সিদুঁর ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমরা, 'টিম পশ্চিমবঙ্গ' চলেছি বেগুনকোদরের দিকে। মার্চের শেষ সপ্তাহ। কয়েকটা ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এক বৃদ্ধ—রবি মাহাতো। বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। বয়স সত্তরের ওপর হতে পারে। কাছে ডাকলাম। কয়েকটা কথার পর জিজ্ঞেস করলাম—এখন এখানে অশান্তি নেই তো! আপনারা সব আছেন কেমন! দু' টাকা কেজি চাল পান তো?

শেষ বেলার আলোয় মুখের প্রশান্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—পয়সা দিয়ে কিনতে তো পারতাম না, এখন পাচ্ছি। তাই খেয়েই তো এইসব টুকটাক কাজ করতে বেড়োই।

তাহলে কি খেতেন?

ওই গাছের ফল-মূল। কখনো গাছের বেল খেতাম। এটা ওটা খেতাম। জঙ্গলের শাক-পাতা খেতাম।

এই কথাই শুনেছিলাম, প্রায় একবছর আগে, অযোধ্যা পাহাড়ের থেকে যে পথটা সিরকাবাদের দিকে নেমে এসেছে, আরও কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে যে পথটা ঘাটবেড়ার দিকে চলে গিয়েছে সেই বাসস্টপের কাছেই এক বয়স্ক মানুষ, যিনি আবার কবিতা লিখতেন, সযত্নে রেখে দিয়েছেন কবিতার খাতা, সেই মানুষটিও বলেছিলেন—'একবেলা মাড়ভাত খাই'।

এখানে ভাতের ফ্যানটাও মানুষের পেট ভরানোয় অনেকটা জুড়ে আছে।

বাঁচোয়া একটাই। এখন নুন আর অত দুর্মূল্য নয়!

জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা, দরিদ্র মানুষেরা আজও দুবেলা ভালো করে খেতে পায় না। চারবার খাবার কথা ভাবাটা তো বিলাসিতা।

একবেলা বা দুবেলা মাড়ভাত খেয়ে হয়তো 'না-খেয়ে মরার' ঘটনা থেকে সরিয়ে রাখা যায় নিজেকে, কিন্তু এই কোনওরকমে বেঁচে থাকার সঙ্গে অপুষ্টির ঘটনা যুক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত, মহিলাদের ক্ষেত্রে 'অপুষ্টি' একটি বড়ো সমস্যা।

*খাদ্যের সন্ধানে*





*বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে পুষ্টিবাগানের কাজ চলছে অনেক গ্রামেই। ছবি: স্বপন চক্রবর্তী*

বাঁকুড়ার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা (বসু) এই জেলায় 'পুষ্টিবাগান' তৈরির মাধ্যমে 'অপুষ্টি' মোকাবিলায় উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছিলেন বারবার। বাড়ির চারপাশের জমিতে একটু যত্ন নিয়ে ফসল ফলাতে পারলে যেমন পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ—সব সদস্যদের পক্ষে তা ফলদায়ক হয়, অন্যদিকে দেখা যায়, অপুষ্টি মোকাবিলার পাশাপাশি পারিবারিক অর্থনীতিতেও একটা শক্তি আসে। দুর্বল পারিবারিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করে তোলা যায় এই রকম ছোটো ছোটো উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরাঞ্চলেও দরিদ্র মানুষেরা মূলত যেখানে বাস করেন, বাসস্থান সংলগ্ন জমিতে 'পুষ্টিবাগান' বা 'কিচেন গার্ডেন' তৈরির মাধ্যমে স্বাস্থ্য-অর্থনীতির একটা দিককে কিছুটা মজবুত করতে পারেন। যদিও এই ধারণাটাও একেবারে নতুন নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, নগরায়ণে চাপ এসে পড়ার ফলে শহরের বাসিন্দাদের বাসস্থান সংলগ্ন জমি কমে গিয়েছে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও মানুষ নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে 'বাগান' করার জন্য কিছুটা জমি রাখতেন। নানা ফুল, ফল ও সবজির চাষ করতেন। অনেকের বাড়িতেই গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগিও থাকত। এগুলি পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রেও 'উৎস' হিসাবে ব্যবহার হত কখনওবা। ফলে দেখা যেত, পারিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও 'অপুষ্টি'-র সমস্যা এত প্রকট ছিল না। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই প্রথাগত পুষ্টি-সচেতনতা ছিল, যা আমাদের খাদ্যসংস্কৃতির উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।



*এই গৃহপালিত প্রাণীটি একই সঙ্গে পুষ্টিকর ও অর্থকরীও বটে*

কয়েক দশকে পরিবার-ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল ঘটে গিয়েছে। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে যাওয়ায় গ্রাম-শহর সর্বত্র, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যার গভীর প্রভাব পড়েছে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসংস্কৃতিতে। যৌথ পরিবারে একসঙ্গে অনেক সদস্য থাকায় কোনও সদস্যের আর্থিক অসচ্ছলতা বা অভাব



*মাথায় বোঝা। মুখে হাসি*

থাকলেও অন্যদের মধ্যে থেকে নিজেকে বা নিজের পরিবারকে চালিয়ে নিয়ে যেতেন। পারিবারিক কাঠমোর মধ্যেই যে কোনোও ধরনের সমাধান সম্ভব হত।

আজ আর সবক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। পরিবার-বন্ধন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভেঙে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাঙনের ফলে দারিদ্র্য যেমন একটা কারণ, আবার এর ফলেও দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে। 'দরিদ্র' মানুষ 'দরিদ্রতম' মানুষে পরিণত হচ্ছেন। যৌথ পরিবারে সম্পর্কের যে মানবিক দিক ও মানবিক দায় ছিল সেটাও হারিয়ে যাওয়ায় ক্রমশ 'একক ব্যক্তি' সমাজের মধ্যে নিজের আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইছেন।

ফলে সমাজের ভূমিকা হয়ে উঠছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের দায়ের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে সমাজকল্যাণ বা মানবকল্যাণ প্রধান কথা হয়ে উঠেছে।

সরকারের সাফল্য আজ অনেকটাই নির্ভর করছে সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যের নিরিখে।

তাই অনাহারে একটি মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসা বা অবহেলায় একটি মৃত্যুও গোটা সমাজকে একজোট করে তোলে। সরকার দায় এড়াতে পারে না কোনওভাবে। তাই প্রান্তিক এলাকা ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য সরকারকে নানা প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নের কথা ভাবতে হয় বেশি করে।

খাদ্যের অভাবে যাতে একটিও প্রাণ হারিয়ে না যায়, সেটি যেমন জরুরি, চিকিৎসার অভাবেও যেন অকালে মানুষের মৃত্যু না হয় সেটা দেখাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক মানুষের কাছেই সুস্থভাবে বাঁচার জন্য কোনও না কোনও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এইসব প্রকল্পই এখন আমাদের বড়ো ভরসা, যেন বন্ধু, আত্মীয়, সাথী।

পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতিতে একক পরিবার, একক ব্যক্তি, এখন

*বান্দোয়ানের পথে। এতগুলো গরু-বাছুর-ভেড়া চড়াতে নিয়ে যান রোজই। তিন মাসে রোজগার সাড়ে পাঁচশ টাকা।*

অনেকাংশেই সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'খাদ্য সাথী' প্রকল্পটি চরম ক্ষুধার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে গরিব মানুষদের। সবচেয়ে বড়ো কথা— প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ। সরকার সফল এক্ষেত্রে। খিদের হাত থেকে মুক্তি পেতে জঙ্গলমহলের মানুষেরা একসময় ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া তৈরি করে খেয়ে পড়ে থাকতেন। এমনকি বাড়ির শিশুকেও মহুয়া খাইয়ে দিতেন। এই ঘটনাও শোনা গেছে। হাঁড়িয়া খেতে খেতে কিছু মানুষ এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে অকালে তাঁরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়েন।

সম্প্রতি জঙ্গলমহল পরিক্রমায় তাই সরকারি আধিকারিকের মুখ থেকেই জানা গেল, এখানে বার্ধক্য ভাতা নেবার লোক কম। বিধবা ভাতার আবেদন অনেক বেশি। সামাজিক দিক দিয়ে বিষয়টা চিন্তার। খাদ্য সাথী-র সঠিক রূপায়ণ এই ধারাকে ক্রমশ ক্ষীণ করবে, এই আশাই রাখি।



শুধু খাদ্য সাথী নয়, অপুষ্টির মোকাবিলায় পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (NRC)-র ভূমিকাও খুব জরুরি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে কোথাও কোথাও এই কেন্দ্র চলছে। শিশু ও মা উভয়েরই পুষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৩৩টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে।



কম ওজনের শিশুদের এইসব কেন্দ্রে রেখে বিশেষ পুষ্টিযুক্ত খাবার বিশেষভাবে তৈরি করে খাওয়ানো হয়। মাকেও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে মা শিশুকে কম খরচে যথাযথ পুষ্টিযুক্ত খাবার তৈরি করে খাওয়াতে পারেন। এমনকি, এই অপুষ্ট শিশু ও মায়ের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই মা একা সেই খাবার খেতে পারেন না। স্বামী বা অন্যরা খেয়ে নেন। মা অপুষ্টিতেই ভোগেন। এই সমস্যার সমাধানে গোটা পরিবারের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। সম্প্রতি খাদ্য দপ্তর এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এইসব পরিবারের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য কুপনের ব্যবস্থা করেছে।

শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য সরকার সদা উদ্‌গ্রীব। সন্তান মায়ের গর্ভে আসার সময় থেকেই যে মায়ের পুষ্টির কথা ভাবতে হয় সরকারকে তাই নয়, আজকের যে কিশোরী আগামীতে 'মা' হবেন, সন্তানের জন্ম দেবেন তাঁকে আগে থেকেই গড়ে তুলতে হবে। কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির জন্যও সরকারি ব্যবস্থাপনা আছে। অন্যদিকে, শরীর ঠিকমতো গঠিত হওয়ার আগে যাতে তাঁরা মা না হন সেইজন্যই 'কন্যাশ্রী'র মাধ্যমে 'বাল্যবিবাহ' বন্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আইসিডিএসের মাধ্যমে মা ও শিশুর পুষ্টিসমস্যা মোকাবিলার কাজ চলছে অনেক আগে থেকেই। প্রত্যেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিনা পয়সায় ওষুধের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

সব স্তরের সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় নানা ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার ফলে সকলেই উপকৃত হচ্ছেন। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষেরাও উপকৃত হচ্ছেন।





*মিড-ডে মিল যেন আনন্দপাঠেরই অঙ্গ পুরুলিয়ার বলরামপুরের পাঁড়দা গ্রামে।*

*ছতরাজারা প্রাথমিক বিদ্যালয়*



মিড-ডে মিলের মাধ্যমে শিশুদের পুষ্টির সঙ্গে খিদের সমস্যাকে মেটাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। গরিব পরিবারের বাবা-মায়েরা সকালে উঠেই কাজে বের হয়ে যায়। শিশুরা সঠিক সময়ে খাবার পায় না। শহুরে বিদ্যালয়ে হয়তো সকলের মিড-ডে মিলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ও আধা-মফস্বল এলাকায় মিড-ডে-মিল যে শিশুরা কত আনন্দের সঙ্গে খায় সেটাই দেখা গেল পুরুলিয়ার বলরামপুর ও বাঘমুণ্ডির অযোধ্যা পাহাড়ে। বান্দোয়ানের ওসি-র সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম—তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলেন (আইসিডিএস) কেন্দ্র দেখতে। জানালেন—দুটো কেন্দ্রে খুব সুস্বাদু খিচুড়ি রান্না হয়েছে। কি কি দেওয়া হয়েছে তাও মনে করে করে বললেন। একটি কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীরা বসেই খায়। আর একটি কেন্দ্রে বাড়িতে দিয়ে দেওয়া হয়। অন্য আরেকটি কেন্দ্রে গিয়ে দেখলেন—সবে দরজা খোলা হচ্ছে।

এইভাবে সকলের তত্ত্বাবধানে ও নজরদারিতেই সরকারি প্রকল্পগুলি যে সফল হয়ে উঠবে তাই নয়, প্রয়োজনীয় পরিষেবাটিও সঠিক সময়ে সঠিক উপভোক্তার কাছে পৌঁছায়। ক্ষুধার্ত শিশুটির কাছে সময়ে নিয়মিতভাবে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাতে যাতে কোনও গাফিলতি না থাকে সেটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে পাহাড়ের বাঁকে হঠাৎই চোখে পড়ে গেল ছতরাজারা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গাড়ি থামিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা স্কুলে। ছেলেমেয়েদের মিড-ডে মিল খাওয়ার সময় তখন। ছবি তুলতে শুরু করতেই হেসে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল তারা।

এবার এগিয়ে এলেন শিক্ষকেরা। জানা গেল, স্কুল শুরু হয়েছিল ১৯৭৫-এ। ৪৩ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে এখন। অলচিকি-তে পড়ানোর জন্য রয়েছেন দুজন পার্শ্বশিক্ষক। এছাড়াও আছেন দুজন স্থায়ী শিক্ষকও। স্কুলের দুটি শ্রেণিকক্ষ এখনই মেরামতি করা দরকার। মেরামতির অভাবে কষ্টেসৃষ্টে পড়াশোনা চলছে একটি মাত্র নতুন ঘরেই।

স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে একটু এগোতেই শ্রীমতী মাণ্ডির ঘর। হাসিমুখেই বললেন, 'আমাদের তো জমি নেই। খেটে খেতে হয়। কাঠ কেটে আনি—বলরামপুর বাজারে বিক্রি করে বেঁচে আছি।

অযোধ্যার প্রত্যন্ত এইসব গ্রামে প্রায় সকলেরই আর্থ-সামাজিক অবস্থা একই রকম। মিড-ডে মিল, দু টাকা কেজি চাল, ১০০ দিনের কাজ—একে অন্যের পরিপূরক। সরকারি এইসব প্রকল্পই বাঁচিয়ে রেখেছে ভবিষ্যৎ মানবপ্রবাহকে।

*প্রতিবেদনের ছবি: সুপ্রিয়া রায়, সর্বাণী আচার্য*

# সমবায় আন্দোলনের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি

সৌরভ দত্ত




সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বেকার ছেলে-মেয়েরা স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। ১১-১৩ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সমবায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার সূচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু বসু, তপন দাশগুপ্ত, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, স্বর্ণকমল সাহা, মলয় ঘটক, ফিরহাদ হাকিম, গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কৃতীদের সমবায় রত্ন, সমবায় ভূষণ ও সমবায়শ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৫৪ সাল থেকে সমবায়ের প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে পালন করা হয়ে আসছে সমবায় সপ্তাহ। পূর্বে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার সূচনা হত সমবায় সপ্তাহ। ১৯৭২ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর দিনটিতেই সমবায় সপ্তাহ শুরুর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়ভাবে নেওয়া হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর আমাদের দেশের সরকারি ক্যালেন্ডারে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছে সমবায় সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি। বাংলার সমবায় ভাবনার প্রথম রূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৫ সালে তাঁর ভাবনায় গুরুত্ব পায় গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে সমবায় সংগঠিত করে তোলার চিন্তাধারা। গ্রামবাংলার কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে প্রথম সমবায় শুরু তাঁরই উদ্যোগে; শ্রীনিকেতনে নিয়মিত মেলার আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনৈতিক একটা বাজার তৈরি করা। পরবর্তীতে তাঁর লেখার মধ্যে সেই ভাবনা আমরা পেয়েছি—"আমাদের ফসল ক্ষেতে কিছু বিলাতি বেগুন, কিছু আলু ফলিয়েছি। চিরকাল তাঁত চালিয়ে শতরঞ্জি বুনিয়েছি গোটাকতক।" পল্লী প্রকৃতি রচনায় সেই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর আরও দুই ছাত্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন উন্নত কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা করতে। বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন সমবায় ভাবনার আরেক অগ্রপথিক। তবে গোসাবার হ্যামিলটন সাহেব বোধহয় সমবায় ভাবনার সার্থক রূপায়ণে এক পথপ্রদর্শক।

জন্মসূত্রে স্কটিশ, স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিননান হ্যামিলটন সুন্দরবনের গোসাবায় সমবায় ঘিরে যে কর্মকাণ্ড গড়ে তোলেন তা অবশ্যই আমাদের সকলের অনুসরণযোগ্য। ১৯১৮ সালে ক্রেতা সমবায় সমিতি,



ঠিক তার পরের বছর একটি শস্য-সবজি ফলের খামার, ১৯২৩ সালে একটি বিক্রয় সমিতি, ১৯২৪ সালে গোসাবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ১৯২৭ সালে সমবায়ের মাধ্যমে তৈরি যামিনী রাইস মিল আর ১৯৩৪ সালে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট—এ সবই হ্যামিলটন সাহেবের অবদান। আর প্রয়াত ডঃ ভি জে ক্যুরিয়েনের আমূল কো-অপারেটিভ তো আজও জগৎবিখ্যাত। পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো বহুজাতিক সংস্থাগুলোও এই সমবায় সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নটির পরিচালনার কথা বলতে গেলেই প্রথমে বলি, রাজ্যের মা-মাটি-মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমবায় পরিচালনার সময় পেয়েছে বছর পাঁচেক মাত্র। এর আগে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানায় বিপুল পরিণাম দুর্নীতি, বঞ্চনার পরিবেশ চলেছিল; সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ ছিল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায়, অনুপ্রেরণায় সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ করেছে। একই সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে কাজ চলছে। আরও বেশি সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠী যাতে সমবায়ের মধ্যে আসে সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বেকার ছেলে-মেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলতে সমবায় আন্দোলনের পরিধি এবং প্রচার বাড়ানো হয়েছে। নদিয়া, বর্ধমান, দুই চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ—এইসব জায়গায় সমবায় আন্দোলন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

রাজ্যে এই মুহূর্তে মোট ৬টি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, বর্ধমানের বড়শুল, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, উত্তরপাড়া, বীরভূমের বোলপুর প্রভৃতি জায়গায় প্রায় ৮ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ হয়েছেন প্রাথমিক কৃষি মৎস্য, আবাসন ও বিভিন্ন শিল্পের অধীন বা শিল্প সমবায়গুলির কর্মী, আধিকারিক ও সদস্যরা। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আধুনিকীকরণ ও সিবিএস প্রক্রিয়া চালুর বিষয়েও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর, কাঁথি, জলপাইগুড়ি, নদিয়া সমবায় ব্যাঙ্কে এটিএম, সিবিএস চালু হয়েছে। বাংলার কর্মসংস্থান ও বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে সমবায়ই দিশা দেখাতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক আর্থিক সচ্ছলতা হয়েছে।

তালগাছাড়ি-১ সম্প্রীতি সংঘ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড, রামনগর, মেদিনীপুরে ১০জন করে ১০০টি গ্রুপ আছে। ব্যাঙ্ক থেকে তারা ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছে বলে জানান ছবিরাণী ভূইঞা।

পূর্ব মেদিনীপুর খেজুরির অজয় গ্রামে ৩টি মহিলা গোষ্ঠী আছে। অজয়া হিতকারী সমবায় গোষ্ঠী তিনটি বিভাগে বিভক্ত, বলাকা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মানসী মাইতি জানান, চলতি আর্থিক বছরে ৭৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে মিষ্টি দ্রব্য, ব্যাগ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। সরোজিনী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ৪০,০০০ হাজার ঋণ গ্রহণ করে উলের সামগ্রী ফুলদানি তৈরি করে বলে জানান নিবেদিতা ওঝা। জন্মভূমি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ৫৪,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করেন কুন্তলা বাউরি। তাদের দাবি তাদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা চালু করলে ভালো হয়। রামপুরহাটের বিনোদী দাস মহামায়া সমবায় গোষ্ঠীর ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ ব্যাগ, কাঁসার সামগ্রী, কাঁথার স্টিচের শাড়ি তৈরি করে; পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-এর নেতাজি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি মা তারা স্বসহায়কদল ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাগ, মাদুর তৈরি করছে।

উত্তর ২৪-পরগনার পুকুরিয়া ৪টি বিভাগে বিভক্ত, কালীমাতা গোষ্ঠী মাদুর তৈরি করে। লক্ষ্মীমাতা গোষ্ঠী ৬ জন ৫,০০০ টাকার ফুল তৈরি করে। দেগঙ্গা বকুল স্বনির্ভর গোষ্ঠী ১ লক্ষ টাকা নিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে বলে জানান জিন্না খাতুন। তাদের দাবি রাস্তা ভালো করার জন্য। তারা সমবায়ের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। সমবায় আন্দোলনের হাত ধরে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক সচ্ছলতা তৈরি হয়েছে এবং স্বনির্ভর হয়েছে।

# দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রথম মহিলা সমবায় সমিতি ও সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান ‘আলো’




দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮মে ২০১৫ সালে মহিলাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা হয়। সেই সঞ্চয় জমিয়ে বড়ো তহবিল তৈরি করা ও শেষ পর্যন্ত সেই তহবিল থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে তাদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ‘আলো মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড’। বংশীহারী থানা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে কোনও মহিলা যার বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি, সদস্য হওয়ার জন্য সমিতির সম্পাদকের কাছে নির্দিষ্ট ছকে ২কপি ছবি ও ঠিকানার প্রমাণপত্র দিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন গৃহীত হলে ২০ টাকা ভর্তি ফি ও কমপক্ষে ১০০ টাকা মূল্যের দুটি শেয়ার কিনতে হবে। সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে শেয়ারের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। বর্তমানে সমিতির ১০০০ সদস্য। এরা সবাই মিলে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে সমিতির তহবিল গঠন করেছেন। তহবিল শুধু শেয়ার দিয়ে গঠিত নয়। সমিতির সদস্যরা সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা জমা রেখেছেন। এছাড়া দৈনিক জমা প্রকল্প ‘আলোকধারা’-তেও বহু মহিলা প্রতিদিন সঞ্চয় করছেন। সমিতির অধীনে থাকা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির সঞ্চয়ও জমা হচ্ছে। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে ঋণযোগ্য তহবিল।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সমিতির ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার শেয়ার কিনে নেওয়ার জন্য আদেশনামা জারি করেছে। এর ফলে সমিতির প্রায় ৩৬ ভাগের মালিক হতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারই হচ্ছে ‘আলো’-র বৃহত্তম অংশীদার। এছাড়া সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে রাজ্যের সমবায় দপ্তর। ‘আলো’ সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। সদস্যরাই ‘আলো’-র মালিক।

এখন পর্যন্ত ‘আলো’-র উদ্দেশ্য সফলতা কতটা তা দেখা যাক। ব্যবসা শুরুর মাত্র ৮ মাসের মধ্যেই ‘আলো’ জেলার সর্বত্র গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সমিতির কার্যধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কুশমান্ডি ও গঙ্গারামপুর থানা এলাকার মহিলারা যথাক্রমে ‘প্রীতিলতা’ ও ‘প্রগতি’ নামে দুটি মহিলা সমবায় গঠন করে ফেলেছে। বালুরঘাট থানা এলাকাতেও মহিলা সমিতি গঠনের কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এরা সকলেই ‘আলোর’ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে ও পরামর্শ নিচ্ছে। মহিলারা নিজস্ব সঞ্চয় জমিয়ে নিজেদের মতো করে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেছে। এটা দেখেই প্রশাসন পাশে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের সমবায় দপ্তর গত বছর ১৮ নভেম্বর কলকাতায় জাতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে ‘আলো’ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। বিশেষ পুরস্কার দিয়েছে বংশীহারী জাতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন কমিটি। ‘আলো’ রাজ্যের প্রথম সমিতি যা গোড়া থেকেই কাজ শুরু করেছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সফ্টওয়্যার দিয়ে। টাকা জমা-তোলা করলে গ্রাহকরা সঙ্গে সঙ্গে এস.এম.এস. পাচ্ছেন, একেবারে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মতো। ‘আলোকধারা’ প্রকল্পে ‘আলোসাথী’ হিসাবে পরিচিত সদস্যরা গ্রাহকদের থেকে দৈনিক আমানত সংগ্রহ করেছেন অত্যাধুনিক হ্যান্ড-হোল্ড মেশিন দিয়ে। মেশিন থেকেই ছাপানো রশিদ দেওয়া হচ্ছে। এই মেশিন উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় কোনও সমবায় ব্যবহার করে না। বর্তমানে সদস্যরা সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড ও আলোকধারা জমা প্রকল্পে আমানত করতে পারেন। সদস্যদের সঞ্চয় জমিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয় ‘আলোকভাণ্ডার’। ইতিমধ্যে ধূপকাঠি, পাটজাত সামগ্রী, বিউটিশিয়ান কোর্সের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও টেলারিং ট্রেনিং শুরু হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ধূপকাঠি তৈরি করে বাজারজাত করা হয়েছে ‘আলো’ ব্র্যান্ডে এবং তা বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছে।

*ছবি ও প্রতিবেদন : সৌরভ দত্ত*

আমাদের কথা

# মুক্তির আলো





আমরা নতুন জীবনের জন্ম দিতে পারছি, 'মুক্তির আলো'–য় দূর হচ্ছে আমাদের অন্ধকার। সেই নতুন জন্মের কথাই বলতে চেয়েছি আমরা, মধ্যমগ্রামের 'নিজলয়' হোমের 'মুক্তির আলো'য় ট্রেনিং নেওয়া মেয়েরা 'আমাদের কথা' বিভাগে।

## রূপসী জয়সোয়াল, জেলা মনে নেই

আমি যখন খুব ছোটো বাবা মারা যায়। মা-ও চলে যায়। কাকা-কাকিমার কাছে থাকতাম, ওরা লোকের বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেয়। কোনো টাকা দিত না। যাকে দাদা বলে ডাকতাম তার রেনকোট ধুয়ে দিয়েছিলাম বলে বুটপায়ে লাথি মারে। ওখান থেকে পালিয়ে যাই। পুলিশ ধরে সুকন্যা হোমে দেয়। আর সেখানেই মাসিমার সাথে দেখা। মাসিমা আমার সব কথা শুনে হাতের কাজ শিখে রোজগার করার কথা বললেন। সেলাইয়ের কিছু কাজ জানতাম।

সুকন্যা হোম থেকে নিজলয় হোমে এলাম। আমার মতো অনেকেই এসেছে কাজ শেখার জন্য। কী কী কাজ হয় কয়েকদিন ধরে দেখলাম। আমি ব্লক প্রিন্টিং-এ নাম দিলাম। আমার কিছু বাজে অভ্যাস ছিল—একটুতেই রেগে যেতাম, তর্ক করতাম, কাজ করতাম না। পরে ঠিক হয়ে যেতাম। আমার কাউন্সেলিং চলত। আন্টি খুব সুন্দরভাবে আমাকে বোঝাতেন, ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম। এখন আমার কারোর সাথে ঝগড়া হয় না। অন্য কেউ অসুবিধায় পড়লে তাকে সাহায্য করি।

হোমে অনেক ভিজিটার আসেন। আমাদের সাথে কথা বলেন। একটা শাড়ি খুব সহজেই ছাপাতে পারি। খুব ভালো লাগে যখন দেখি মাসিমা আমার হাতে ছাপানো শাড়ি পরে হোমে আসেন। ছ-মাস ধরে ট্রেনিং চলেছে। তিনজন ট্রেনার দিয়েছে।



*মশলা তৈরি করছে মেয়েরা*

মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা এসেছিলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন। ছাপা খুব পছন্দ হয়েছে। এছাড়া সরকারি আন্টিরা-আঙ্কেলরা অনেকবার এসেছেন।

*নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা 'নিজলয়' হোমে 'মুক্তির আলো' প্রকল্পে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মেয়েদের তৈরি ব্লকপ্রিন্টের শাড়ি দেখছেন। পাশে সমাজসেবী অলকা মিত্র। সকলের প্রিয় 'মাসিমা'। উওমেনস ইন্টারলিঙ্ক ফাউন্ডেশনের অলকা মিত্র।*





*ব্লক প্রিন্টিং-এর প্রশিক্ষণ চলছে*

আমাদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্কের বই হয়েছে। আধার কার্ডের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে সরকারি ১৫,০০০ টাকা এসে গেছে। আমি জমাতে ভালোবাসি। টাকা না থাকলে খেতে না পেলে কি কষ্ট হয় তা আমি জানি। তবুও মাসিমাকে বলে মাঝে মাঝে কিছু শখের জিনিস কিনি।

আমার ব্যবসা করার ইচ্ছা। মনে জোর আছে, তাইতো এখন কাটিং, টেলারিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং শিখছি। নানা ধরনের ফ্যাশানেবল জিনিস তৈরি করি। এইসব কাজের জন্য টাকা পাচ্ছি এবং ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে।

আমি কলকাতায় এক মহিলার কাছে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকি। অর্ডারের কাজ করছি। মাসিমা আমাদের সবাইকে নিয়ে বাগনানে পিকিনিকে গিয়েছিলেন। খুব আনন্দ করেছি।

আমাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। বড়ো হোটেলে গিয়েছিলাম সবাই। সেখানে টি.ভি. আর সিনেমায় যাদের অভিনয় করতে দেখি তারা অনেকে ছিলেন, আমরা কথা বললাম, ছবি তুলাম, শশী আন্টিও ছিলেন।

আমি এখন খুব ভালো আছি। আরো বড়ো হতে চাই। বিয়ে করব, আগে আমি ব্যাঙ্কে আরো টাকা জমিয়ে নিই, তারপর।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা আন্টিকে শপথ নেওয়ার সময় খুব কাছ থেকে দেখেছি। উনি আমাদের কার্ড দিয়েছিলেন আসার জন্য। হোমে এলে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইব। আর আমাদের জন্য যে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার কথা সেটা পেলে খুব ভালো হয়।

*মুক্তির আলো—ওদের অন্ধকার দূর করছে*



## মধুমিতা ইন্দুয়া, জলপাইগুড়ি

গ্রামের মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু লোক আমাকে জোর করে ট্রেনে করে দিল্লি নিয়ে যায় কাজ দেবার নাম করে। আমি বাধা দিতে সবাই পালিয়ে যায়। তখন এক ভালো লোক আমায় দিল্লি হোমে দিয়ে আসে। সেখান থেকে কলকাতায় নিজলয় হোমে। আমার বাবা চা-বাগানের শ্রমিক। আমরা খুব গরিব। বোনের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় আর আমার পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করাত।

আমি মাসিমাকে খুব ভালোবাসি। উনি না থাকলে আজ আমি কোথায় হারিয়ে যেতাম। মাসিমার কাছে থাকতে থাকতে আমার আশেপাশের বাজে লোকগুলোকে চিনতে শিখেছি। কোনটা খারাপ, কোনটা ভালো আমি এখন সব বুঝতে পারি।

হোমের মাদারদের কাছে শুনলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি আমাদের মতো অসহায় মেয়েদের জন্য একটা নতুন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে এটা প্রথম হবে নিজলয় হোমে। আমি শুনে খুব খুশি হলাম। মাসিমা ও অফিসের অন্যান্য আন্টিরা আমাদের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে বসে ট্রেনিং সম্পর্কে সব ভালো করে বোঝালেন। প্রকল্পটির নাম মমতা আন্টির দেওয়া—মুক্তির আলো। কী সুন্দর, মনে হচ্ছে পাখি হয়ে আকাশে উড়ছি।

ট্রেনিং-এ আমি হ্যান্ড ব্লক প্রিন্টিংটা বেছে নিলাম। তিনজন ট্রেনার ছ-মাস ধরে আমাদের ট্রেনিং দিয়েছে। কাজটা যেহেতু আমার খুব



*বার্মিংহাম প্যালেসে যায় মধ্যমগ্রামের নিজলয় হোমের মেয়েদের তৈরি এইসব নানা পণ্য*

*প্রশিক্ষণের একটি মুহূর্ত*





*মেয়েদের তৈরি নানা দ্রব্য*

ভালো লেগেছে তাই খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিলাম। অনেক সময় আমিও বন্ধুদের কাজ দেখিয়ে দিয়েছি।

মাসিমা প্রতি সপ্তাহে দেখতে আসতেন আমরা কেমন শিখছি। এর মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের নতুন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। ট্রেনিং চলার সময় মন্ত্রী ডাঃ শশী আন্টি এসেছিলেন। কত গল্প করলেন। জানতে চাইলেন একটা শাড়ি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছাপতে কি কি করতে হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভবিষ্যতে কি করতে চাও—আমি বললাম শাড়ি ছাপার কারখানা খুলতে চাই। সেখানে সব মেয়েদেরই কাজ দেব।—শুনে উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ট্রেনিং শেষে আমাদের ব্যাঙ্কে প্রথম দু-মাসের ২,৫০০ টাকা করে মোট ৫০০০ টাকা জমা পড়েছে। আমি টাকা জমাতে ভালোবাসি। তবুও এর মধ্যে মাসিমাকে বলে আমার পছন্দের কিছু জিনিস কিনেছি। কয়েকদিন আগে বাকি চার মাসের দশ হাজার টাকা ঢুকেছে।

আমি এখন অর্ডারের কাজ পাচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করছি। রোজগার ভালোই হচ্ছে। কলকাতায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকি। নিজলয়ে এখন স্ক্রিন প্রিন্টিং, কাটিং, টেলারিং-এর কাজও শিখছি। কারণ সবগুলো শিখতে পারলে তবেই তো আমি দক্ষ কর্মী হব। এটাই আমার চ্যালেঞ্জ।

আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছে যখন আমরা মুক্তির আলোর ৫০ জন সাদা সালোয়ার আর নীল ওড়না লাগিয়ে সল্টলেকের বড়ো হোটেলে মন্ত্রীর হাত থেকে সার্টিফিকেট নিলাম। কত সিনেমা আর সিরিয়ালের অভিনেতাদের দেখলাম। তাঁদের সাথে কথা বললাম, ছবি তুললাম। আমরা মেয়েরা তাঁদের ফুল দিলাম। খুব আনন্দ হয়েছে। এইসব মন্ত্রী ডাঃ শশী আন্টি আমাদের জন্য করেছেন।

## দীপশিখা বিশ্বাস, নদিয়া

পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম। পিসি জোর করে তার পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চায়। আমি ভয়ে পালিয়ে যাই। একজন ভালো মহিলা আমাকে C.W.C.-র মাধ্যমে নিজলয় হোমে দিয়ে দেয়।

আমি মুক্তির আলো প্রশিক্ষণের ছ-মাসের ব্লক প্রিন্টিং-এর উপর ট্রেনিং নিয়েছি। যে কোনো প্রশিক্ষণ আমি খুব মনোযোগ দিয়ে নিতে পারি। তাড়াতাড়ি শিখে ফেলি। মাসিমা বলেন, এটা আমার খুব ভালো গুণ।

নিজলয় হোমে প্রত্যেকে আমাকে খুব ভালোবাসে। ওখানে আমি কাটিং, টেলারিং, টাই-ডাই, বাঁধনি, স্ক্রিন প্রিন্টিং শিখেছি। মুক্তির আলো ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমি নানা ধরনের ফ্যাশান গারমেন্টস, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করছি। আমার মনে হয় গারমেন্টের ব্যবসা করতে গেলে এই সবগুলো একসাথে শিখতে হবে। যাতে পরপর ঠিকমতো কাজগুলো চলতে থাকে। স্বনির্ভরতা একটা ব্যবসার উপর নির্ভর করলে চলবে না। তাছাড়া অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে গেলে নিজেকে সেইভাবে তৈরি রাখতে হবে।

মুক্তির আলো ট্রেনিং শেষে আমার পছন্দের ছেলের সাথে সবার উপস্থিতিতে নিজলয় হোমে বিয়ে হয়। আমার স্বামী কাটিং, টেলারিং-এর কাজ করে। আমিও যা যা শিখেছি তার উপর কাজ করছি। দুজনের রোজগারে সংসার ভালোভাবে চলছে। মুক্তির আলোর ৬ মাসের হাতখরচ বাবদ ২৫০০ টাকা করে যে ১৫,০০০ হাজার টাকা পেয়েছি তা জমি কেনার জন্য দিয়েছি। বর্তমানে অনেক অর্ডারের কাজ করে রোজগার করছি। জমির দলিলে আমাদের দুজনের নাম আছে যাতে আমাদের সমান অধিকার থাকে।

শ্বশুরবাড়িতে সবাই আমায় খুব ভালোবাসে। আমার এই স্বাধীন রোজগার, বাড়ির বাইরে এতক্ষণ থাকা সবাই মেনে নিয়েছে।



## সঞ্চিতা সাহা, জলপাইগুড়ি

আমায় জন্ম দিয়ে মা মারা যায়। বাবা আবার বিয়ে করে। এই মা আমাকে খুব মারত। ঠিকমতো খেতে দিত না। ভাই-বোনদের সব করতাম। বাড়ির সব কাজ করতে হত। আমাকে লোকের বাড়িতে কাজে দিয়ে দেয়। সেখানে কাজে ভুল হলে আমায় মারত। আমি পালিয়ে যাই। জলপাইগুড়ি পুলিশ আমায় ধরে। তারপর আমি নিজলয় হোম-এ (জলপাইগুড়ি) আসি।

মাসিমা জলপাইগুড়িতে প্রায়ই আসেন। একদিন আমাদের বললেন মধ্যমগ্রামের নিজলয় হোমের মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে শাড়ি ছাপা আর মশলা তৈরির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা আন্টি আমাদের হোমে এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। উনি নাম দিয়েছেন—মুক্তির আলো। ছ-মাসের ট্রেনিং। মাসে ২৫০০ টাকা করে হাতখরচ পাওয়া যাবে। আর ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারলে ব্যবসা করার জন্য আরও ২৫,০০০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আমার শুনে খুব ভালো লাগল। মাসিমাকে বললাম, আমি কলকাতায় যাব।

মধ্যমগ্রামে এলাম। খুব বড়ো হোম। এখানে এসে আমার অনেক বন্ধু হল। আমার কিছু অসুবিধা ছিল। কাউন্সেলিং আন্টি প্রত্যেকদিন আমার সঙ্গে বসতেন, কথা বলতেন, উত্তর দিতাম। হোমের ডাক্তারকাকু ও রামকৃষ্ণ মিশনে চিকিৎসা করে আমি ভালো হয়ে যাই। মুক্তির আলোতে আমি মশলা পেষাই, প্যাকিং ওজন করার ট্রেনিং নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শিখে গেলাম। আমরা ১৫,০০০ টাকা করে পেয়েছি। মাসিমাকে বলে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে অল্প টাকা তুলে রুপোর নূপুর কিনেছি, সাজার জিনিস কিনি আন্টিদের সঙ্গে গিয়ে। নিজের টাকায় জিনিস কিনে খুব আনন্দ পেয়েছি।

অনেকে এখান থেকে মশলা কেনেন, অর্ডার আসে, মেলায় যায়। বিক্রির টাকা থেকে এক বছরের মধ্যে আমার ব্যাঙ্কে দু-বার টাকা জমা পড়েছে।

মুক্তির আলো ট্রেনিং শেষে এখন আমি কুকিং আর বেকারির ট্রেনিং নিচ্ছি। জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে নিজলয় হোমে আমার বন্ধুদের মশলা তৈরি শেখাব। মাসিমা বলেছেন কয়েকটা মশলা পেষাই মেশিন কেনার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বিয়ে করব, তবে এখনই নয়। আরও বড়ো হব, ভালো রোজগার করব। আর আমার কাজকে যে ভালোবাসবে তাকেই বিয়ে করব।

## পূর্ণিমা উড়িয়া, ঝাড়খণ্ড

আমার বাবা-মা নেই। অনেক ছোটবেলায় মারা গেছে। দাদা আমাকে আর দুই বোনকে খেতে দিত না। পড়াশোনা করতে ভালো লাগত, হয়নি। তখন একজন আমায় ইঁটভাটায় কাজ দেয়। যে মহিলার কাছে থাকতাম সে আমাকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল বেনারসে। সেই রাতে আমি পালিয়ে আসি। পুলিশ ট্রেন থেকে আমায় ধরে তারপর চাইল্ড লাইন সংলাপে দেয়।

মাসিমা আমাদের হোমে গিয়ে আমার মতো আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেন—মুক্তির আলো ট্রেনিং-এর উপর। উনি আমাকে পছন্দ করেন।

নিজলয় হোমে এসে আমার খুব ভালো লাগল। খেলার জিনিস দিয়ে সুন্দর সাজানো পার্ক, ফল ও ফুলের বাগান, বসার সুন্দর জায়গা। তিনতলার নতুন বাড়িতে আমাদের থাকার ও ট্রেনিং নেওয়ার ব্যবস্থা। সব তলায় বড়ো টি.ভি. লাগানো। এখানে আমার অনেক বন্ধু হল।

মুক্তির আলো ট্রেনিং-এ আমি মশলা তৈরিতে নাম দিলাম। এখানে হলুদ, লঙ্কা, জিরে, ধনে, গরমমশলা ও গোলমরিচ ঝাড়া, বাছা, ওজন, পেষাই, প্যাকেট করা, হিসাব রাখা ইত্যাদি শিখতে শুরু করলাম। ছ-মাসের ট্রেনিং ছিল। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ চলত। মাঝে দুপুরে খেতে যেতাম। সন্ধেবেলায় বন্ধুদের সাথে টি.ভি. দেখতাম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সময় কোথা দিয়ে কেটে যেত বুঝতে পারতাম না।

হোমের সুপার আন্টিরা ও হাউস মাদাররা খুব ভালো। সবসময় আমাদের খেয়াল রাখেন। কেউ অসুস্থ হলে গাড়ি করে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যায়। হোমে অনেক ভিজিটার আসেন। মশলা কেনেন, মশলা বিক্রির লাভের টাকা আমাদের ব্যাঙ্কে দুবার জমা পড়েছে—এক বছরের মধ্যে। ছ-মাসের ট্রেনিং-এর ১৫,০০০ টাকা ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

মাসিমা ও অন্য আন্টিদের সাথে আমরা, মুক্তির আলোর মেয়েরা বাগনানে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। খুব মজা করেছি—নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া, এই আনন্দ জীবনে প্রথম পেলাম।

নিজলয় হোমকে খুব ভালোবাসি। আমার কেউ নেই। এখানেই কাজ করতে চাই। রোজগার একটু বেশি হলে কোনো হস্টেলে থাকব। আর এখানে কাজ করতে আসব।

ভবিষ্যতে এই মশলার ব্যবসা করতে চাই। কয়েকটা মেশিন কিনে মশলা তৈরি করে বাড়িতে ও দোকানে দিতে চাই। আমার কাছে আমার মতো মেয়েরা কাজ করবে।

নিজলয়ে নানা ট্রেনিং হয়। আমি এখন স্ক্রিন প্রিন্টিং-এর কাজ শিখছি। একটা শাড়ি একাই ছাপতে পারি।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতাদিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। মাসিমাকে বলেছি ওনাকে হোমে নিয়ে আসতে। আমরা ওনাকে ফুল দিয়ে সম্মান জানাব।

মেয়েদের নিজের রোজগার খুব দরকার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সেজন্য আমার এই সৎপথে থেকে রোজগার কখনো বন্ধ করব না।



*ছবি পাঠিয়েছেন বারাসাতের—নিজলয় হোম*



*মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল*

# স্বাস্থ্য ভাবনার অনেকটা জুড়ে প্রান্তিক মানুষ

প্রত্যেক প্রান্তিক রাজ্যবাসীর দরজায় অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। নতুন সরকারের আমলে প্রতি বছরই এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ বহুগুণ বাড়ছে। যেখানে ২০১১-১২ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮৭১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, যেখানে ২০১৬-১৭ সালে এই বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ হাজার ৯৯৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৫ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বেড়েছে ২৪৪ গুণ। ভাবা যায়! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২০১৭-১৮ সালের বাজেট বক্তৃতায় এই ব্যয় বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে ৭ হাজার ৬০৩ কোটি ৮২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আসলে যেভাবে গত কয়েক বছরে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যত বিনামূল্যে হয়ে গেছে, তাতে এই ব্যয়বরাদ্দ স্বাভাবিক।

● সরকারি হাসপাতালে ইন্‌ডোর হোক বা আউটডোর, সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রায় সমস্ত ওষুধ এখন মেলে বিনামূল্যে। আগে যেখানে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪০-৪১ কোটি, এখন সেটা ২০ গুণ বেড়ে হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। আগে ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের একটা ভূমিকা ছিল। এখন সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সরাসরি ওষুধ





কেনা হচ্ছে প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে। ফলে অতিরিক্ত অনেক টাকা বেঁচে যাচ্ছে, যে টাকায় আরও বেশি ওষুধ কেনা সম্ভব হচ্ছে। ই-টেন্ডারের ফলে সমস্তটাই হচ্ছে দ্রুত—স্বচ্ছ-অনলাইনে এবং সর্বত্র ওষুধের গুণগত মানও সমান থাকছে।

● মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'শিশুসাথী'। নাম দিয়েছেন নিজে। রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. বিশ্বরঞ্জন শতপথি জানালেন, ২০১৪ সালের ১২ অগস্ট পথ চলতে শুরু করা এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ২৯০০ জনের চিকিৎসা হয়েছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাজ্যের যে কোনও শিশু যদি হৃদয় যন্ত্রে গোলযোগ (CONGENITAL CARDIAC DEFECT) ধরা পড়ে, কিছু সরকারি হাসপাতাল সহ ৪টি বেসরকারি হাসপাতালেও সমস্ত চিকিৎসা মিলবে বিনামূল্যে। শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত চিকিৎসা এবং বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের। দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল, কলকাতার রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্সেস ও বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার এবং হাওড়ায় নারায়ণ হৃদয়ালয়ের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানে রাজ্যের যে কোনো শিশুর পরিষেবার (আয় এবং এপিএল-বিপিএল নির্বিশেষে) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করে সুস্থ অবস্থায় যেতে পারবেন। রাজ্য সরকার ওই বেসরকারি হাসপাতালকে চিকিৎসার অর্থ দিয়ে দিচ্ছে।



● সরকারি হাসপাতালে বাড়ছে শয্যাসংখ্যা। বর্তমানে শয্যাসংখ্যা ৪৯ হাজার থেকে বেড়ে ৭৭ হাজার ৮০০টি করা হয়েছে। অর্থাৎ শয্যা বেড়েছে ২৮ হাজার ৮০০টি। অন্যদিকে রাজ্যের হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে গত ৬ বছরে ৪ হাজার ৫৪৪ জন চিকিৎসক, ৬ হাজার ৫৩৫ জন নার্সিং স্টাফ ৮৩৩ জন ফার্মাসিস্ট, ১ হাজার ১ জন টেকনিশিয়ান মিলে মোট ১২ হাজার ৯১৩ জন মেডিক্যাল ও প্যারা-মেডিক্যাল কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন।





● মা ও শিশুর যত্নের ওপর নতুন রাজ্য সরকারের ভীষণ রকমের দৃষ্টি রয়েছে। ফলে কমেছে শিশুমৃত্যুর হার। IMR (INFANT MORTALITY RATE) যেখানে ২০১১ সালে, প্রতি ১০০০ জনে ছিল ৩২, সেটি বর্তমানে কমে ২৬-এ এসেছে। এর মূল কারণ, প্রসূতি ও শিশু-বিভাগগুলিরা অত্যাধুনিকীকরণ। প্রসবকক্ষ, প্রসবের জন্য অপারেশন থিয়েটার-সহ অন্যান্য মাতৃ ওয়ার্ডের উৎকর্ষতা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে বাজেট বরাদ্দও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সদ্যোজাতের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য ৭০টি SNCU (SICK NEWBORN CARE UNIT) চালু হয়েছে। সেটি, ২০১১ সালে ছিল মাত্র ৬টি। ২০১৭-র ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৮টি চালুর লক্ষ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করছে। অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৯টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব (MCH) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আবার সুন্দরবনে নদীমাতৃক ব্লকগুলিতে সরকারি হাসপাতালেই প্রসবের হার বাড়ানোর জন্য জননী সুরক্ষা ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে গোসাবা, মাধবনগর ও খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী ও পরিজনদের প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়েছে।

● রাজ্যে চলছে ১১৩টি ফেয়ার প্রাইস শপ বা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে শুরু করে একেবারে গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ধরনের উচ্চ গুণমানসম্পন্ন ওষুধ, শল্যচিকিৎসার সরঞ্জাম, চিকিৎসার সমস্ত ধরনের জিনিস, পেসমেকার, ইমপ্ল্যান্ট, স্টেন্ট ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চলছে এই দোকানগুলি। এমনকী, অনেক হাসপাতালের অনেক বিভাগও এখান থেকে প্রয়োজনে ওষুধ কিনছে, ভর্তি থাকা রোগীর স্বাস্থ্য



পরিষেবার কথা ভেবে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এইসব দোকান থেকে ১ হাজার ৩১১ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ ও চিকিৎসার জিনিস বিক্রি হয়েছে। একই সঙ্গে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ প্রেসিক্রিপসন ব্যবহার করে রোগী ও তাঁর বাড়ির পরিজনেরা ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ৮২৯ কোটি টাকার ছাড় পেয়েছেন।



*অত্যাধুনিক এসএসকেএম হাসপাতালের অভ্যন্তরে*

● একদিকে যেমন সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সমস্ত পরিষেবা ব্যয় মকুব করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যের ১৫টি জেলায় ৩০০/৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ৪২টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩টিতেই বহির্বিভাগ চালু হয়ে গেছে এবং ২০টিতে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষেবা চালু হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় ৪২তম মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির কাজ খুব শিগগিরিই শুরু হবে।

*(তথ্যসূত্র : ২০১৭-১৮ সালে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিষেবা কল্যাণ বিভাগের বাজেট ভাষণ এবং রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা, ড. বিশ্বরঞ্জন শতপথি)*



*এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল*



# স্বচ্ছতা এবং জনগণের প্রত্যাশায়

# সকলের সাথী ‘স্বাস্থ্য সাথী’



*মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ‘স্বাস্থ্য সাথী’-র যাত্রা শুরু। ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬*

স্বচ্ছতা। এবং সেটা ই-প্রযুক্তির হাত ধরে।

অন্যদিকে উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক রাজ্যবাসীর দরজায় পৌঁছে দেওয়া।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা, নয়া স্বাস্থ্য বিল এবং রেগুলেটরি কমিশনের মত “স্বাস্থ্য সাথী” আজ বাংলার মানুষের স্বপ্নের সাথী।




এত বড়ো একটা মহাপ্রকল্প চালু করে, ৩ মাসের মধ্যে ৮৭ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলা সম্ভব! এবং সম্পূর্ণ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে!

সত্যিই, বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত তা ভাবে আগামীদিন। আগেও বহুবার পথ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এবারও দেখাচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনাকে ছাপিয়ে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। কাণ্ডারি, অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৭, কিংবা আরও একটু এগিয়ে ১৬ এপ্রিল ২০১৭। কোনও মহা কর্মকাণ্ড উদ্‌বোধন করে ৮৭ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলা এবং রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের বিরাট ডেটাবেস তৈরি করা খুব সোজা কাজ কী? অবশ্য সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ২০১৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। সেইদিন রাজ্যের কয়েক লাখ আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোম গার্ড, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, অর্থ দপ্তরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে ছিল হাসির ঝিলিক।

হ্যাঁ। অন্যান্য স্মার্ট কার্ডের মতো এই কার্ড নিয়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল-সহ নানা বেসরকারি হাসপাতালে (মোট সংখ্যা ৭০০-র বেশি এবং নথিভুক্তিকরণ রোজই বাড়ছে) একবার পৌঁছতে পারলেই হল। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের সদস্য, যে কেউ চিকিৎসা পাবেন, ক্যাশলেস হিসেবে। এবং বিশেষ জটিল রোগের ক্ষেত্রে

# জেলাওয়াড়ি 'স্বাস্থ্য সাথী'-র লক্ষ্য ও সাফল্যের হার

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | নথিভুক্তি শুরুর দিন | নথিভুক্ত সংখ্যা | লক্ষ্য | সাফল্যের হার(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আলিপুরদুয়ার | ১২ জানুয়ারি ২০১৭ | ৭৭১০০ | ৯০৪৮০ | ৮৫.২১ |
| ২ | বাঁকুড়া | ৩ জানুয়ারি ২০১৭ | ২৪২৫৫১ | ২৬০১৯৫ | ৯৩.২২ |
| ৩ | বর্ধমান | ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৬১৯৮৯ | ১৯৯২১৪ | ৮১.৩১ |
| ৪ | বীরভূম | ১২ জানুয়ারি ২০১৭ | ২৩০৯৭২ | ২৪৩৬২০ | ৯৪.৮১ |
| ৫ | কোচবিহার | ২০ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৯৪২১২ | ২৫১৪৯৯ | ৭৭.২২ |
| ৬ | দক্ষিণ দিনাজপুর | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ | ৯১০৪৪ | ১১৮৭৭৭ | ৭৬.৬৫ |
| ৭ | দার্জিলিং | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ | ৫৭১৩৯ | ৬৮২৮৯ | ৮৩.৬৭ |
| ৮ | হুগলি | ৫ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৫৮৭৪৮ | ১৭৮০০০ | ৮৯.১৮ |
| ৯ | হাওড়া | ৫ জানুয়ারি ২০১৭ | ১০৭২৬৯ | ১২৫৩৩১ | ৮৫.৫৯ |
| ১০ | জলপাইগুড়ি | ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ | ১২৩৮৪০ | ১৬৫৫৫৬ | ৭৪.৮০ |
| ১১ | কলকাতা | ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ | ৮৬৩৮ | ১১৫০৯ | ৭৫.০৫ |
| ১২ | মালদা | ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৬৬৪০৪ | ২৩৩১৯৫ | ৭১.৩৬ |
| ১৩ | মুর্শিদাবাদ | ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ | ২৮৩৪৭৭ | ৩৩৩৪৯৩ | ৮৫.০০ |
| ১৪ | নদিয়া | ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৬৯৭৬৮ | ২০৮৮৭৪ | ৮১.২৮ |
| ১৫ | উত্তর ২৪-পরগনা | ১২ জানুয়ারি ২০১৭ | ২৪৭৬৪৭ | ২৮৮৩১৫ | ৮৫.৮৯ |
| ১৬ | পশ্চিম মেদিনীপুর | ৯ জানুয়ারি ২০১৭ | ৩৩৮১৫৯ | ৩৭৮১৯৭ | ৮৯.৪১ |
| ১৭ | পূর্ব মেদিনীপুর | ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ | ২৪৭৩৪১ | ২৭৩০৬৮ | ৯০.৫৮ |
| ১৮ | পুরুলিয়া | ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ | ১৫৩২০৯ | ১৮৬৫৯৯ | ৮২.১১ |
| ১৯ | দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ | ২১৬৫২৮ | ২৭৫৬৩৯ | ৭৮.৫৫ |
| ২০ | উত্তর দিনাজপুর | ১১ জানুয়ারি ২০১৭ | ১০২৪০৯ | ১৪৮৭১১ | ৬৮.৮৬ |
| **মোট** | | | **৩৩৭৮৪৪৪** | **৪০৩৮৫৬১** | **৮৩.৬৫** |

*[তথ্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী-র ওয়েবসাইট সূত্রে প্রাপ্ত। ১৮ এপ্রিল, ২০১৭। বিকেল ৪টে ১৭ মিনিটের হিসেবে।]*

**টোল ফ্রি নম্বর—১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪।**
**ই-মেল আইডি—swasthyasathiwb@gmail.com**
**ফেসবুক—swasthyasathiwb@gmail.com**
**টুইটার—@swasthyasathi**
**ওয়েবসাইট—www.swasthyasathi.gov.in**
**স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত হাসপাতালের নাম-ঠিকানা-ফোন নং-গ্রেড-পরিকাঠামো-চিকিৎসকের নাম রয়েছে ওয়েবসাইট এবং অ্যাপস-এ।**



আরও ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে।

সম্পূর্ণটাই ই-পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত। কার্ডধারী কেউ, তালিকাভুক্ত কোনও হাসপাতালে গেলেই চিপে থাকা সমস্ত তথ্য ফুটে উঠছে স্ক্রিনে। ভর্তি হলেই 'ALERT' আসছে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট নোডাল অফিসে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে ক'জন কোন হাসপাতালে কী রোগে ভর্তি—বয়স—লিঙ্গ—কোন প্যাকেজে কি চিকিৎসা হল—ছাড়া পাওয়ার পরে সমস্ত রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে অনলাইনে।




## এক নজরে

**কাদের জন্য এই প্রকল্প / কারা শামিল হতে পারেন?**

- স্বনির্ভর গোষ্ঠি, আশা কর্মী, ICDS কর্মি ও কিছু অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক, দৈনিক ও নিম্নআয় প্রাপ্ত কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারের জন্য এই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প।
- স্মার্ট কার্ডে নাম না থাকলেও ১ বছর পর্যন্ত নবজাতক শিশু এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হবে।

**পরিবারের কতজন সদস্য বিমার সুবিধা পাবেন?**

- স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পিতা-মাতা অর্থাৎ উভয়ের শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবং ১৮ বৎসর অবধি সন্তান-সন্ততি

**প্রকল্পের সুবিধা**

- স্বাস্থ্য সাথীর আওতায় প্রতি বছর ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।
- কিছু বিশেষ অসুখের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।
- রাজ্যের যে কোনও নথিভুক্ত হাসপাতালে ভর্তি হলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১৯০০-র বেশি ধরনের রোগের চিকিৎসার সুবিধা।
- হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ওষুধ ও খাবার বিনামূল্যে।
- হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় যাতায়াত ভাতা বাবদ নগদ ২০০ টাকা।
- হাসপাতালে ভর্তির এক দিন আগে ও ছাড়া পাওয়ার পরের পাঁচদিনের ওষুধ বিনামূল্যে।

**প্রকল্পের সময়সীমা**

- এই বিমার মেয়াদকাল ১ বছর, যা প্রতি বছর নবীকরণ করা হবে।

কিন্তু পরিবারের সদস্য বলতে কারা? এখানেও যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে রাজ্য সরকার। স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের প্রত্যেকের বাবা-মা অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ি বর্তমানে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সঙ্গে অবশ্যই সন্তান, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। জানা গেছে, কন্যা সন্তানকে যাতে বাবা-মা ২১ বছর পর্যন্ত এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি রাখতে পারেন, তার উদ্যোগও নিচ্ছে রাজ্য। অন্যদিকে, কোনও সন্তান শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হলে এবং উপার্জনক্ষম না হলে তাঁকে আজীবন এই প্রকল্পের বিমার আওতায় রাখা যাবে। কার্ডটি হয় পরিবার ভিত্তিক, একটি করে। এবং চেষ্টা করা হচ্ছে, কোনও পরিবারে মহিলা সদস্য থাকলে যেন তাঁর নামেই হয় কার্ডটি। এক্ষেত্রেও নারীর সশক্তিকরণের এক বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিমার আওতাভুক্তদের কোনও খরচ নেই। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাধারণ রোগ এবং ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জটিল রোগের ক্ষেত্রে পরিবার পিছু খরচের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় ২০০ টাকা পরিবহণ খরচও দেওয়া হচ্ছে।




## উপভোক্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

- চিকিৎসা পাওয়ার জন্য স্মার্ট কার্ডটি নিয়ে নথিভুক্ত হাসপাতালের হেল্প ডেস্ক-এ যোগাযোগ করতে হবে।
- হাসপাতালের তালিকার বই সযত্নে হাতের কাছে রাখুন।
- কোনও অবস্থাতেই স্মার্ট কার্ডটি পরিবারের নথিভুক্ত সদস্য ছাড়া অপর কোনও ব্যক্তিকে হস্তান্তর করবেন না।
- ভর্তি না থাকা অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর কাছে স্মার্ট কার্ডটি দেবেন না।
- হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় আপনার মোবাইল নম্বর অবশ্যই নথিভুক্ত করুন, বিভিন্ন সময়ে আপনার মোবাইলে আসা SMSগুলি যাচাই করুন।
- ছুটির সময় যাতায়াত বাবদ ২০০ টাকা নগদ চেয়ে নিন, সংশ্লিষ্ট ভাউচার রেজিস্টার খাতায় সই করুন বা টিপ ছাপ দিন।
- হাসপাতাল থেকে ছুটির সময় আপনার স্মার্ট কার্ডটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।
- কার্ডের অবশিষ্ট টাকা চিকিৎসার প্যাকেজ রেটের চেয়ে কম থাকলে বাকি টাকা রোগীকে দিতে হবে।
- চিকিৎসার জন্য কত টাকা কম্পিউটারে ব্লক হল (প্যাকেজ রেট), জেনে নিন এবং চিকিৎসার পর কার্ডের অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ জেনে নিন। ডিসচার্জ স্লিপ চেয়ে নিন।

## নথিভুক্ত হাসপাতালের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- কার্ড হোল্ডারদের যথাযথ সম্মান দিন।
- রোগীর পরিচিতি যাচাই করুন, কমপিউটার যন্ত্রে রোগীর ছবি, মোবাইল নম্বর ও আঙুলের ছবি নিন।
- কোনও পরিবার স্বাস্থ্য সাথীর অন্তর্ভুক্ত না থাকলে রোগীকে বা রোগীর পরিবারের সদস্যকে বুঝিয়ে বলুন, প্রয়োজনে ডিস্ট্রিক্ট কিয়স্ক বা টোল ফ্রি নম্বরের সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।
- রোগীকে স্বাস্থ্য সাথীর স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ভর্তির সময় নির্দিষ্ট রোগের প্যাকেজ এর টাকা ব্লক করুন এবং ONLINE-এ PRE-AUTHORIZATION-এর জন্য আবেদন করুন।
- ছুটির সময় স্বাস্থ্য সাথীর স্মার্ট কার্ড মাধ্যমে TRANSACTION সম্পূর্ণ করুন, ডিসচার্জ স্লিপ, রোগী বা রোগীর পরিবারের সদস্যকে দিন এবং আপনার কাছে রাখা DISCHARGE SLIP-এ রোগী বা রোগীর পরিবারের সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করুন।
- রোগীকে বিনামূল্যে খাবার দিন।
- ছুটির সময় রোগীকে যাতায়াত খরচা বাবদ ২০০ টাকা দিন।
- রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পরের ৫ দিনের ঔষধপত্রাদি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
- ছুটির সাথে সাথে রোগীকে বা রোগীর পরিবারের সদস্যকে স্বাস্থ্য সাথী স্মার্ট কার্ড দিয়ে দিন।
- হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথীর যথাযথ বিজ্ঞাপন টাঙান।
- রোগী বা পরিবারের সদস্যকে স্মার্ট কার্ড থেকে কেটে নেওয়া টাকার পরিমাণ আর অবশিষ্ট টাকার পরিমাণের কথা জানান।
- কোনও কারণে যান্ত্রিক গোলযোগ হলে রোগীর চিকিৎসার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট TPA-র সাথে কথা বলুন বা জেলা অথবা SNA-র সাথে যোগাযোগ করুন।
- প্রতিদিনকার চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নির্দিষ্ট SERVER-এ UPLOAD করুন।
- রোগীর বিনামূল্যে কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা সুনিশ্চিত করান।

সংখ্যা ২৬২৫

No. 2625

CPS

১৭/০২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত

# মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

FORM XIII (IV)
[Section 4(ii)]

# Decision in Cabinet

**held on February 17, 2016**

অতিরিক্ত কাঁটা

৯ বিভাগ : অর্থ

বিষয় : স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়ারস্, গ্রীন পুলিশ ভলান্টিয়ারস্, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারস্, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ারস্, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্মী, হোম গার্ড/এন.ভি.এফ্, এ.এস.এইচ্.এ. কর্মী, আই.সি.ডি.এস. কর্মী এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বৈধিক ভাতে অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক ও ক্যাজুয়াল কর্মীদের জন্য 'স্বাস্থ্য সাথী' নামে পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ ইন্সিওরেন্স স্কীম-এর প্রবর্তন।

বিষয় : ক্যাবিনেটের ২(ii) নং, ৩নং এবং ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত হল।

Outside the Agenda

9 **Department: Finance**

**Subject** : Introduction of West Bengal Group Insurance Scheme named 'Swasthya Sathi', for Self Help Groups, Civic Police Volunteers, Green Police Volunteers, Civil Defence Volunteers, Village Police Volunteers at Gram Panchayats, Disaster Management Workers, Home Guard/ NVF, ASHA Workers, ICDS Workers, and other Contractual/Casual Daily rated Workers under State Government .

**Decision** : The proposals contained in paras- 2(ii), 3 and 5 of the Cabinet Memo. were approved.

Sd/-
( Mamata Banerjee )
মুখ্যমন্ত্রী / Chief Minister / Presiding Minister

Copy forwarded for information and taking necessary action to Addl. Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Finance Department.

Joint Secretary
Cabinet Secretariat

কলিকাতা, ২৪-০২-২০১৬
Kolkata, February 24, 2016

## স্বাস্থ্য সাথী এগলো যে পথে

- ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে (ক্যাবিনেট নম্বর-২৬২৫) প্রথম গ্রুপ বিমা "স্বাস্থ্য সাথী"-র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে রাজ্য অর্থ দপ্তর প্রথম বিজ্ঞপ্তি দেয়। নোটিফিকেশন নম্বর—1104-F (P)
- রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে রাজ্যস্তরে একটি কমিটি তৈরি হয়, 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পকে সাফল্যের রূপ দেওয়ার জন্য। এজন্য ২০১৬-র ২ মার্চ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
- ৮ মার্চ, ২০১৬। রাজ্যস্তরের কমিটি (STATE LEVEL IMPLEMENTATION COMMITTEE) প্রথম বৈঠক করে নবান্নে। সেখানে ঠিক হয়, প্রতি পরিবার পিছু ১.৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা করে দেওয়া হবে। এই টাকার মধ্যে একেবারে প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তরের রোগের চিকিৎসার কভারেজ থাকবে। পরবর্তীকালে ক্যানসার, স্নায়ুশল্য, অস্থিসংক্রান্ত এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যাজনিত কারণে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও পরিবার স্বাস্থ্য সাথীর আওতায় আসবে।
- পরিবারের সদস্যের সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা কিছু নেই। যতজন সদস্য, প্রত্যেকেই এই বিমার আওতায় এসে যাবেন। স্বামী-স্ত্রী ১৮ বছর পর্যন্ত তাঁদের সন্তান-তাঁদের দুই পরিবারের বাবা মা এই স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় আসবেন। পুরনো কিছু রোগ থাকলেও তা প্রথম দিন থেকে বিমায় গ্রাহ্য হবে।



- ৫ জুলাই, ২০১৬। রাজ্যস্তরের কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে নবান্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প হবে পুরোপুরি স্বচ্ছ—ই প্রযুক্তির আওতায়—ক্যাশলেস—স্মার্ট কার্ড ব্যবহার—পেপার শূন্য।
- প্যাকেজ এবং তাদের রেট ঠিক করার জন্য রাজ্যস্তরে তৈরি হল কমিটি। বিভিন্ন রোগের জন্য ১৯০০-র বেশি প্যাকেজ, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হল।
- বিমা কোম্পানি ঠিক করার জন্য, ২০১৬-র ৯ সেপ্টেম্বর, ই-টেন্ডার করা হল। শুধুমাত্র পাবলিক সেক্টরের বিমা কোম্পানিগুলিকেই এই দরপত্রে আবেদনের অংশিদারিত্বের সুযোগ দেওয়া হল। সেটা ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। ৯টি জেলায় ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স এবং ১১টি জেলায় ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। ২ নভেম্বর তাদের প্রস্তাব পত্র (OFFER LETTER) দেওয়া হয়।
- ২০১৬-১৭ সালের জন্য মোট ১৩৬৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ধরা হয়। অর্থদপ্তর এতে সম্মতি দেয়।
- স্বাস্থ্য সাথী সমিতি নামে একটি সোসাইটি তৈরি হয়। ১৫ নভেম্বর এর রেজিস্ট্রেশন হয়। ৮ ডিসেম্বর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সমিতির।
- পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা—২.৫ কোটি জনসংখ্যা—৪৫ লক্ষ পরিবারকে স্বাস্থ্য সাথী বিমা যোজনার আওতায় আনা হবে এবং প্রত্যেকে উপকৃত হবেন বলে ঠিক হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী-আশা-আইসিডিএস-সিভিল ভলান্টিয়ার্স-সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স-অর্থ দপ্তরের অধীনে থাকা সমস্ত কনট্র্যাকচুয়াল এবং ক্যাজুয়াল কর্মীরা এর সুযোগ পাচ্ছেন।
- টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪ সহ ২৪ ঘণ্টার কলসেন্টার এবং অ্যান্ড্রয়েড নির্ভর মোবাইল অ্যাপ চালু হল। সরকারি-সহ ৫০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমকে, A-B-C ক্যাটাগরিতে ভাগ করে এই মহাপ্রকল্পে সংযুক্ত করা হল।
- ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ছোঁয়ায় লাখো মানুষের স্বপ্নের প্রকল্প "স্বাস্থ্য সাথী", পথ চলা শুরু করল।

# স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপকদের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

(১৮ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত হিসেবে)

| যাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত | রাজ্য | | | আলিপুরদুয়ার | | | বাঁকুড়া | | | বীরভূম | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) |
| সিভিক ভলান্টিয়ার্স | ৬৬,৯৫৫ | ৫৯,৬৪২ | ৮৯.০৮ | ১,১০৭ | ৯৮৫ | ৮৮.৯৮ | ৩,১৯৪ | ৩,১৩৫ | ৯৮.১৫ | ৩,৭২৫ | ৩,৫৭৬ | ৯৬.০০ |
| গ্রিন ভলান্টিয়ার্স | ২২৩ | ১৭৯ | ৮০.২৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩ | ৩ | ১০০.০০ | ২ | ২ | ১০০.০০ |
| ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স | ২,০৯২ | ১,৫৩৮ | ৭৩.৫২ | ৫৮ | ৫১ | ৮৭.৯৩ | ৬৫ | ৫৯ | ৯০.৭৭ | ৬৭ | ৬৬ | ৯৮.৫১ |
| সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স | ১৫,০৭৬ | ১১,৯৩৮ | ৭৯.১৯ | ৩৯৬ | ৩৪০ | ৮৫.৮৬ | ৯২২ | ৮৮২ | ৯৫.৬৬ | ১,২১১ | ১,১১৫ | ৯২.০৭ |
| বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী | ১৩০ | ৯৮ | ৭৫.৩৮ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩ | ৩ | ১০০.০০ | ২ | ২ | ১০০.০০ |
| জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ) | ৩,৮৭২ | ২,৮৩২ | ৭৩.১৪ | ২৭ | ২৪ | ৮৮.৮৯ | ৮ | ৮ | ১০০.০০ | ৩৬৪ | ৩০৯ | ৮৪.৮৯ |
| হোম গার্ড | ২,৯৩০ | ১,৭৫২ | ৫৯.৮০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৪ | ২ | ৫০.০০ | ৯৩ | ৭৬ | ৮১.৭২ |
| আইসিডিএস কর্মী | ৯৫,৬৮৭ | ৭৯,৯৮১ | ৮৩.৫৯ | ২,৪১৯ | ১,৯৪৮ | ৮০.৫৩ | ৫,১৫৪ | ৪,৮৯৫ | ৯৪.৯৭ | ৩,৮৭৮ | ৩,৫৬৫ | ৯১.৯৩ |
| আইসিডিএস সহকারী | ৭১,৪১২ | ৫৮,৩৮৮ | ৮১.৭৬ | ২,১৬৯ | ১,৫৭৬ | ৭২.৬৬ | ৩,৪৫৪ | ৩,২৪০ | ৯৩.৮০ | ৩,২৯২ | ৩,০৫৩ | ৯২.৭৪ |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ৩,৪৮৩,৫৮২ | ৩,০৬৫,৩০২ | ৮৭.৯৯ | ৮৩,০২৭ | ৭১,৯৩২ | ৮৬.৬৪ | ২৩৯,৭৫৫ | ২২৭,৯২৫ | ৯৫.০৭ | ২১৩,৬৩১ | ২০৫,০৬০ | ৯৫.৯৯ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ২,১৬৭ | ১,৮২৫ | ৮৪.২২ | ১ | ১ | ১০০.০০ | ৭০ | ৬৩ | ৯০.০০ | ২৩০ | ২১৬ | ৯৩.৯১ |
| পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ২৩৬,৯৩৭ | ১৮৮,৪২৫ | ৭৯.৫৩ | ৫৫৫ | ৫০৪ | ৯০.৮১ | ৫,৩০৪ | ৫,০৬৮ | ৯৫.৫৫ | ১৪,৫৩৬ | ১৩,৮৪৭ | ৯৫.২৬ |
| অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স/আশাকর্মী | ৬,৬৫৯ | ৫,৬০৬ | ৮৪.১৯ | ৩৯ | ৩৬ | ৯২.৩১ | ৮৩ | ৮০ | ৯৬.৩৯ | ১৬৪ | ১৬১ | ৯৮.১৭ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পুর স্থানীয় এলাকার চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৩,৩১০ | ২,৭৮৪ | ৮৪.১১ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৮৭ | ৮১ | ৯৩.১০ | ৮৪ | ৭৫ | ৮৯.২৯ |
| আশা কর্মী | ৪৪,৮৭৪ | ৩৮,৪৭৩ | ৮৫.৭৪ | ৬৮১ | ৬১৯ | ৯০.৯০ | ২,০৭৮ | ২,০১০ | ৯৬.৭৩ | ২,২৫৮ | ২,১৬৪ | ৯৫.৮৪ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ১,২৯৮ | ৮৯৫ | ৬৮.৯৫ | ১ | ১ | ১০০.০০ | ৪ | ২ | ৫০.০০ | ৫০ | ৪৫ | ৯০.০০ |
| গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন ধরণের অসংগঠিত শ্রমিক | ৯৩৫ | ৫৪৯ | ৫৮.৭২ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৭ | ৬ | ৮৫.৭১ | ৩৩ | ২৬ | ৭৮.৭৯ |
| **মোট** | **৪,০৩৮,১৩৯** | **৩,৫২০,২০৭** | **৮৭.১৭** | **৯০,৪৮০** | **৭৮,০১৭** | **৮৬.২৩** | **২৬০,১৯৫** | **২৪৭,৪৬২** | **৯৫.১১** | **২৪৩,৬২০** | **২৩৩,৩৫৮** | **৯৫.৭৯** |

| যাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত | বর্ধমান | | | কোচবিহার | | | দক্ষিণ দিনাজপুর | | | দার্জিলিং | | | হুগলি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) |
| সিভিক ভল্যান্টিয়ার্স | ৭,৯৩০ | ৭,১৪৮ | ৯০.১৪ | ২,২৫২ | ১,৯৭৯ | ৮৭.৮৮ | ২,০৪৮ | ১,৬৬৮ | ৮১.৪৫ | ৮২৫ | ৬২৮ | ৭৬.১২ | ৫,১০৭ | ৪,৭৪৭ | ৯২.৯৫ |
| গ্রিন ভল্যান্টিয়ার্স | ২৯ | ১৮ | ৬২.০৭ | ৫ | ৪ | ৮০.০০ | ১ | ১ | ১০০.০০ | ১৫ | ১৩ | ৮৬.৬৭ | ১০ | ৮ | ৮০.০০ |
| ভিলেজ ভল্যান্টিয়ার্স | ১৮৯ | ১৭৬ | ৯৩.১২ | ৬১ | ৪৬ | ৭৫.৪১ | ২০ | ১৩ | ৬৫.০০ | ৩৪ | ২০ | ৫৮.৮২ | ১২৯ | ১১৪ | ৮৮.৩৭ |
| সিভিল ডিফেন্স ভল্যান্টিয়ার্স | ৩৩১ | ২৩১ | ৬৯.৭৯ | ১,২৭১ | ৯১৩ | ৭১.৮৩ | ৭২১ | ৫৬৫ | ৭৮.৩৬ | ২৭৫ | ২১৩ | ৭৭.৪৫ | ৯৩৪ | ৭০৯ | ৭৫.৯১ |
| বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী | ৩ | ১ | ৩৩.৩৩ | ২ | ১ | ৫০.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১ | ১ | ১০০.০০ | ২৫ | ২২ | ৮৮.০০ |
| জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ) | ১৫১ | ১০৮ | ৭১.৫২ | ৫১ | ১৮ | ৩৫.২৯ | ৫৭ | ৩৮ | ৬৬.৬৭ | ৪০ | ১৬ | ৪০.০০ | ৯২ | ৭১ | ৭৭.১৭ |
| হোম গার্ড | ৩৪৯ | ১৭৭ | ৫০.৭২ | ১১৩ | ৫১ | ৪৫.১৩ | ১৩৩ | ৭৭ | ৫৭.৮৯ | ১৫৬ | ৭৫ | ৪৮.০৮ | ৪৪ | ৩৪ | ৭৭.২৭ |
| আইসিডিএস কর্মী | ৭,৪৬৭ | ৬,৩৭৭ | ৮৫.৪০ | ৩,০৩২ | ২,৩২৩ | ৭৬.৬২ | ২,০৪৬ | ১,৫১৪ | ৭৪.০০ | ২,৫৮৩ | ২,২১৬ | ৮৫.৭৯ | ৫,৫৭১ | ৪,৮২৫ | ৮৬.৬১ |
| আইসিডিএস সহকারী | ৬,৬৮৭ | ৫,৭৮৬ | ৮৬.৫৩ | ২,৬৭৮ | ১,৬৭১ | ৬২.৪০ | ১,৫৯৩ | ১,১৭৬ | ৭৩.৮২ | ২,২৪৬ | ১,৮৪১ | ৮১.৯৭ | ৪,০০৫ | ৩,৪৭১ | ৮৬.৬৭ |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১৫৬,০১০ | ১৩৫,৪৭১ | ৮৬.৮৩ | ২৩৭,৭৫৮ | ১৮৭,২৫৩ | ৭৮.৭৬ | ১০৩,৬৭৪ | ৯৩,৩১০ | ৯০.০০ | ৫৫,৩২০ | ৪৭,৫৮৩ | ৮৬.০১ | ১৩৪,৬৩৮ | ১২২,৩২৪ | ৯০.৮৫ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৬২১ | ৫৬৬ | ৯১.১৪ |
| পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১৫,২৮৫ | ১১,৬৫৭ | ৭৬.২৬ | ২,৮৯৩ | ২,৪৮৯ | ৮৬.০৪ | ৬,৫৯৯ | ৪,৩২৭ | ৬৫.৫৭ | ৫,১১১ | ৪,৩৮৮ | ৮৫.৮৫ | ২২,৩২৮ | ২০,০৫৪ | ৮৯.৮২ |
| অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স/আশাকর্মী | ৪৮৮ | ৪০৩ | ৮২.৫৮ | ১০২ | ৯৬ | ৯৪.১২ | ৯৬ | ৬৬ | ৬৮.৭৫ | ২৭১ | ২৩৪ | ৮৬.৩৫ | ৮৩৩ | ৭৪২ | ৮৯.০৮ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পুর স্থানীয় এলাকার চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৬৩ | ৪৬ | ৭৩.০২ | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৭৯৯ | ৭৩৩ | ৯১.৭৪ |
| আশা কর্মী | ৪,১৮৯ | ৩,৮২০ | ৯১.১৯ | ১,১১৭ | ৯৬৮ | ৮৬.৬৬ | ১,৭৪৯ | ১,৪০২ | ৮০.১৬ | ৬৬ | ৫৬ | ৮৪.৮৫ | ২,৭৭৪ | ২,৫১৬ | ৯০.৭০ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৯৪ | ৭৩ | ৭৭.৬৬ | ৯৮ | ৩৬ | ৩৬.৭৩ | ৩৯ | ২১ | ৫৩.৮৫ | ২৫২ | ১৭৮ | ৭০.৬৩ | ৮৬ | ৭২ | ৮৩.৭২ |
| গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন ধরণের অসংগঠিত শ্রমিক | ১২ | ৭ | ৫৮.৩৩ | ৩ | ১ | ৩৩.৩৩ | ১ | ১ | ১০০.০০ | ৬৭১ | ৩৮৬ | ৫৭.৫৩ | ৪ | ২ | ৫০.০০ |
| **মোট** | **১৯৯,২১৪** | **১৭১,৪৫৩** | **৮৬.০৬** | **২৫১,৪৯৯** | **১৯৭,৮৯৫** | **৭৮.৬৯** | **১১৮,৭৭৭** | **১০৪,১৭৯** | **৮৭.৭১** | **৬৭,৮৬৬** | **৫৭,৮৪৮** | **১১** | **১৭৮,০০০** | **১৬১,০১০** | **৯০.৪৬** |

| যাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত | হাওড়া | | | জলপাইগুড়ি | | | কলকাতা | | | মালদা | | | মুর্শিদাবাদ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) |
| সিভিক ভল্যান্টিয়ার্স | ৪,৬৫৪ | ৪,৩৮৩ | ৯৪.১৮ | ১,৬৭৭ | ১,৫০৬ | ৮৯.৮০ | ৬৮৪ | ৫৫১ | ৮০.৫৬ | ৪,৫৪৩ | ৩,৫৪৭ | ৭৮.০৮ | ৩,৫৮৮ | ৩,২৭১ | ৯১.১৬ |
| গ্রিন ভল্যান্টিয়ার্স | ১৩ | ৬ | ৪৬.১৫ | ১ | ১ | ১০০.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১১ | ৭ | ৬৩.৬৪ | ৩ | ৩ | ১০০.০০ |
| ভিলেজ ভল্যান্টিয়ার্স | ১২২ | ১০১ | ৮২.৭৯ | ১৬ | ৮ | ৫০.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩৫ | ২৬ | ৭৪.২৯ | ১০০ | ৭৮ | ৭৮.০০ |
| সিভিল ডিফেন্স ভল্যান্টিয়ার্স | ১৩০ | ১১৪ | ৮৭.৬৯ | ১৯৮ | ১০১ | ৫১.০১ | ১,১২৩ | ৮৬৮ | ৭৭.২৯ | ১৮৫ | ১৩১ | ৭০.৮১ | ১,০১৪ | ৮৮৩ | ৮৭.০৮ |
| বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১ | ১ | ১০০.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১ | ১ | ১০০.০০ | ৪৩ | ২৮ | ৬৫.১২ |
| জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ) | ৫ | ৪ | ৮০.০০ | ১০০ | ৪৪ | ৪৪.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৬৬৭ | ৪৯৩ | ৭৩.৯১ | ২১৫ | ১১৮ | ৫৪.৮৮ |
| হোম গার্ড | ২৩১ | ১৭৬ | ৭৬.১৯ | ৩১১ | ১৩৫ | ৪৩.৪১ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১৬৩ | ৭৪ | ৪৫.৪০ | ১৬৮ | ১১৩ | ৬৭.২৬ |
| আইসিডিএস কর্মী | ৩,৫৬০ | ৩,৩৭৭ | ৯৪.৮৬ | ২,৮১৮ | ২,১৮৫ | ৭৭.৫৪ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৫,৬১৬ | ৪,২৪২ | ৭৫.৫৩ | ৭,০৪৫ | ৬,০৯৯ | ৮৬.৫৭ |
| আইসিডিএস সহকারী | ৩,১২১ | ২,৯৮০ | ৯৫.৪৮ | ২,৪০১ | ১,৯৬১ | ৮১.৬৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩,৪৫৬ | ২,২৪৯ | ৬৫.০৮ | ৫,৮৯১ | ৪,৬৪৩ | ৭৮.৮২ |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১০৭,৪৪৮ | ১০০,৮২৯ | ৯৩.৮৪ | ১৪১,৫০৬ | ১১২,৪৮৮ | ৭৯.৫ | ১ | ১ | ১০০ | ২১৩,১১৪ | ১৫৭,৪২০ | ৭৩.৮৭ | ৩০০,২৯৭ | ২৭২,৮৬৮ | ৯০.৮৭ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৭৬ | ৬৮ | ৮৯.৪৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় |
| পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ৩,৪১৯ | ৩,০৩৯ | ৮৮.৮৯ | ১৫,২০৭ | ১৩,৪৪৪ | ৮৮.৪১ | ৯,৩২৭ | ৬,৯১১ | ৭৪.১০ | ২,৪৪২ | ১,৯৩৬ | ৭৯.২৮ | ১০,৩৫৬ | ৯,৫৭৭ | ৯২.৪৮ |
| অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স/আশাকর্মী | ৪৮২ | ৪৩৩ | ৮৯.৮৩ | ২২৭ | ১৯৪ | ৮৫.৪৬ | ৩৭৩ | ৩০৭ | ৮২.৩১ | ৩০৪ | ১৮৫ | ৬০.৮৬ | ২৭৯ | ২৫৭ | ৯২.১১ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পুর স্থানীয় এলাকার চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ১ | ১ | ১০০.০০ | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১৭ | ১৩ | ৭৬.৪৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
| আশা কর্মী | ২,০৪৬ | ১,৯৮৪ | ৯৬.৯৭ | ১,০৮৮ | ১,০০৭ | ৯২.৫৬ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ২,৬০৮ | ১,৬৮৫ | ৬৪.৬১ | ৪,৩৪৪ | ৩,৫৮২ | ৮২.৪৬ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ২৩ | ২০ | ৮৬.৯৬ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১ | - | ০.০০ | ৩৩ | ২৮ | ৮৪.৮৫ | ১৪৫ | ১১৭ | ৮০.৬৯ |
| গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন ধরণের অসংগঠিত শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৯ | ২ | ২২.২২ | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৫ | ২ | ৪০.০০ |
| **মোট** | **১২৫,৩৩১** | **১১৭,৫১৫** | **৯৩.৭৬** | **১৬৫,৫৫৬** | **১৩৩,০৭৭** | **৮০.৩৮** | **১১,৫০৯** | **৮,৬৩৮** | **৭৫.০৫** | **২৩৩,১৯৫** | **১৭২,০৩৭** | **৭৩.৭৭** | **৩৩৩,৪৯৩** | **৩০১,৬৩৯** | **৯০.৪৫** |

| যাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত | নদিয়া | | | উত্তর ২৪-পরগনা | | | পশ্চিম মেদিনীপুর | | | পূর্ব মেদিনীপুর | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) |
| সিভিক ভল্যান্টিয়ার্স | ২,৭৫২ | ১,৭৯৬ | ৬৫.২৬ | ৩,৯৬৫ | ৩,৫৮০ | ৯০.২৯ | ৬,৭১২ | ৬,৩২০ | ৯৪.১৬ | ৩,৭৮৬ | ৩,৫৬০ | ৯৪.০৩ |
| গ্রিন ভল্যান্টিয়ার্স | ১ | - | ০.০০ | ৭ | ৬ | ৮৫.৭১ | ১৫ | ১৪ | ৯৩.৩৩ | ৯২ | ৮৫ | ৯২.৩৯ |
| ভিলেজ ভল্যান্টিয়ার্স | ৬৫২ | ৩২৪ | ৪৯.৬৯ | ৩১ | ২১ | ৬৭.৭৪ | ১৭২ | ১৫১ | ৮৭.৭৯ | ১১৬ | ১১১ | ৯৫.৬৯ |
| সিভিল ডিফেন্স ভল্যান্টিয়ার্স | ৯৯২ | ৪৪২ | ৪৪.৫৬ | ১,১৫৩ | ১,০২৩ | ৮৮.৭৩ | ১,৮৮৮ | ১,৬৮৫ | ৮৯.২৫ | ৪০৫ | ৩৫০ | ৮৬.৪২ |
| বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী | ২ | ২ | ১০০.০০ | ১ | ১ | ১০০.০০ | ৯ | ৭ | ৭৭.৭৮ | ১ | ১ | ১০০.০০ |
| জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ) | ৮ | ১ | ১২.৫০ | ৮২ | ৬৯ | ৮৪.১৫ | ১,১৫৩ | ৯১৯ | ৭৯.৭১ | ১৪ | ১০ | ৭১.৪৩ |
| হোম গার্ড | ৩০ | ১০ | ৩৩.৩৩ | ৪৪ | ৩১ | ৭০.৪৫ | ৩৮৫ | ২৯৫ | ৭৬.৬২ | ৪০ | ৩১ | ৭৭.৫০ |
| আইসিডিএস কর্মী | ৯,৬২৮ | ৬,৬৪৫ | ৬৯.০২ | ৯,০৪১ | ৭,৯২৬ | ৮৭.৬৭ | ৭,৯৬১ | ৭,০০১ | ৮৭.৯৪ | ৪,৩৫০ | ৪,০০৪ | ৯২.০৫ |
| আইসিডিএস সহকারী | ৫,৪৬১ | ৩.৮১২ | ৬৯.৮০ | ৫,৬৫৮ | ৪,৯৮৬ | ৮৮.১২ | ৬,১৪৫ | ৫,২৬৪ | ৮৫.৬৬ | ৩,৩১৫ | ৩,০১০ | ৯০.৮০ |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১৬৭,৫০১ | ১৪৭,১৩৪ | ৮৭.৮৪ | ২০৯,৮৮৪ | ১৮৫,৩১৮ | ৮৮.৩০ | ৩৩৫,৯৫৩ | ৩১৪,৫৯৫ | ৯৩.৬৪ | ২৪৩,৬০০ | ২২৩,৮৩৯ | ৯৪.৩৫ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৬৪ | ৫৭ | ৮৯.০৬ | ৮০০ | ৬৯৬ | ৮৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
| পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১৯,৫৯২ | ১০,৬৩৬ | ৫৪.২৯ | ৫১,১১৮ | ৩৮,৫১২ | ৭৫.৩৪ | ১৩,২০৮ | ১০,১৭৪ | ৭৭.০৩ | ১৩,৫৯১ | ১১,৮৮৬ | ৮৭.৪৫ |
| অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স/আশাকর্মী | ২৮৯ | ১৩৯ | ৪৮.১০ | ১,৯৩১ | ১,৬৬০ | ৮৫.৯৭ | ১৯১ | ১৫০ | ৭৮.৫৩ | ১৪৫ | ১৪৪ | ৯৯.৩১ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পুর স্থানীয় এলাকার চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | ২,০৬৪ | ১,৭৩৩ | ৮৩.৯৬ | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় |
| আশা কর্মী | ১,৯৬১ | ১,১৬৮ | ৫৯.৫৬ | ৩,১৬২ | ২,৯৯০ | ৯৪.৫৬ | ৩,৪৮২ | ৩,২১৫ | ৯২.৩৩ | ৩,৬০৭ | ৩,৪০৩ | ৯৪.৩৪ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৫ | - | ০.০০ | ৩৭ | ২৯ | ৭৮.৩৮ | ১২৩ | ৯৪ | ৭৬.৪২ | ৩ | ৩ | ১০০.০০ |
| গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন ধরণের অসংগঠিত শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৭৪ | ৫২ | ৭০.২৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩ | ২ | ৬৬.৬৭ |
| **মোট** | **২০৮,৮৭৪** | **১৭২,১০৯** | **৮২.৪০** | **২৮৮,৩১৬** | **২৪৭,৯৯৪** | **৮৬.০১** | **৩৭৮,১৯৭** | **৩৫০,৫৮০** | **৯২.৭০** | **২৭৩,০৬৮** | **২৫৬,৪৩৯** | **৯৩.৯১** |

| যাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত | পুরুলিয়া | | | দক্ষিণ ২৪-পরগনা | | | উত্তর দিনাজপুর | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) | লক্ষ্য | নথিভুক্ত | সাফল্যের হার (%) |
| সিভিক ভল্যান্টিয়ার্স | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৫,০২৩ | ৪,৬৯৬ | ৯৩.৪৯ | ৩,৩৮৩ | ২,৫৬৬ | ৭৫.৮৫ |
| গ্রিন ভল্যান্টিয়ার্স | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৮ | ৩ | ৭৫.০০ | ১১ | ৫ | ৪৫.৪৫ |
| ভিলেজ ভল্যান্টিয়ার্স | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১১৩ | ১০৬ | ৯৩.৮১ | ১১২ | ৬৭ | ৫৯.৮২ |
| সিভিল ডিফেন্স ভল্যান্টিয়ার্স | ৪৭ | ৩৪ | ৭২.৩৪ | ১,২০৭ | ৯৯১ | ৮২.১০ | ৬৭৩ | ৩৪৮ | ৫১.৭১ |
| বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী | - | - | প্রযোজ্য নয় | ৩২ | ২৪ | ৭৫.০০ | ৪ | ৩ | ৭৫.০০ |
| জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ) | ৬৯০ | ৫০৯ | ৭৩.৭৭ | ৩ | ৩ | ১০০.০০ | ১৪৫ | ৭০ | ৪৮.২৮ |
| হোম গার্ড | ৩৮৮ | ২৭৮ | ৭১.৬৫ | ১১৫ | ৬৪ | ৫৫.৬৫ | ১৬৩ | ৫৩ | ৩২.৫২ |
| আইসিডিএস কর্মী | ৩,০৯৭ | ২,৪৩৮ | ৭৮.৭২ | ৭,৬৯৪ | ৬,৮১৯ | ৮৮.৬৩ | ২,৭২৭ | ১,৫৮২ | ৫৮.০১ |
| আইসিডিএস সহকারী | ২,০৬৪ | ১,৬১১ | ৭৮.০৫ | ৫,৬৫০ | ৪,৯১৯ | ৮৭.০৬ | ২,১২৬ | ১,১৩৯ | ৫৩.৫৭ |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ১৭৮,৩০৫ | ১৬০,০১৯ | ৮৯.৭৪ | ২৩৮,৬৩৮ | ২০৫,০৭২ | ৮৫.৯৩ | ১২৩,৫২৬ | ৮৮,৮৬১ | ৭১.৯৪ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৬ | ৪ | ৬৬.৬৭ | - | - | প্রযোজ্য নয় | ২৯৯ | ১৫৪ | ৫১.৫১ |
| পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী | ৬৯৯ | ৪১৫ | ৫৯.৩৭ | ১২,৬৬৭ | ১০,৪৮৭ | ৮২.৭৯ | ১২,৭০০ | ৯,০৭৪ | ৭১.৪৫ |
| অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স/আশাকর্মী | ১৬ | ১৩ | ৮১.২৫ | ২৫৯ | ২৪২ | ৯৩.৪৪ | ৮৭ | ৬৪ | ৭৩.৫৬ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে পুর স্থানীয় এলাকার চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | - | - | প্রযোজ্য নয় | - | - | প্রযোজ্য নয় | ১৯৫ | ১০২ | ৫২.৩১ |
| আশা কর্মী | ১,২০০ | ১,০০০ | ৮৩.৩৩ | ৪,১১৩ | ৩,৭৬৬ | ৯১.৫৬ | ২,৩৫১ | ১,১১৮ | ৪৭.৫৫ |
| অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক/ ঠিকে শ্রমিক | ৮৪ | ৬২ | ৭৩.৮১ | ৫২ | ৪২ | ৮০.৭৭ | ১৬৮ | ৭২ | ৪২.৮৬ |
| গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন ধরণের অসংগঠিত শ্রমিক | ৩ | - | ০.০০ | ৭৯ | ৪৯ | ৭১.০১ | ৪১ | ১৯ | ৩১.৭১ |
| **মোট** | **১৮৬,৫৯৯** | **১৬৬,৩৮৩** | **৮৯.১৭** | **২৭৫,৬৩৯** | **২৩৭,২৮৩** | **৮৬.০৮** | **১৪৮,৭১১** | **১০৫,২৯১** | **৭০.৮০** |

# সাফল্যের পরিসংখ্যান

*(১৮ এপ্রিল ২০১৭-র সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে)*

- ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৫টি পরিবারের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে, যা ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার ৮৭.২৪ শতাংশ। সমস্ত জেলাতেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৮০টি পরিবার) যা জেলার লক্ষ্যমাত্রার ৯২.৭ শতাংশ) এবং কলকাতায় সবচেয়ে কম সংখ্যক (৮ হাজার ৬৩৮টি পরিবার, যা জেলার লক্ষ্যমাত্রার ৭৫.০৫ শতাংশ) নথিভুক্তিকরণ সম্ভব হয়েছে।
- ৩৭৩টি সরকারি হাসপাতাল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ২৩টি গ্রেড-এ, ৭৮টি গ্রেড-বি এবং ২৭২টি গ্রেড-সি।
- ২৬৩টি বেসরকারি হাসপাতাল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ৯টি গ্রেড-এ, ৫২টি গ্রেড-বি।
- ৯,৯৬৬ জন, এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য সাথী স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ক্যাশলেস পরিষেবা পেয়েছেন।
- ৪,৫২৭ জন (মোট রোগীর ৪৫ শতাংশ), এখনও পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন এবং এর ফলে বিমা কোম্পানি থেকে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ১১৫ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে (যা মোট বিমা অর্থের ১৯.৪৮ শতাংশ)।
- ৫,৪৩৯ জন (মোট রোগীর ৫৫ শতাংশ) এখনও পর্যন্ত বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন এবং এর ফলে বিমা কোম্পানি থেকে ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৪৪ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে (যা মোট বিমা অর্থের ৮০.৫২ শতাংশ)।
- সবচেয়ে বেশি মূল্যের যে প্যাকেজটি ব্লক করা এবং ভর্তি করে রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি পার্মানেন্ট পেসিং ডবল চেম্বার (DDD) এবং এর অর্থমূল্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।
- ২ দিন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং ছাড়া পেয়েছেন এমন রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- ৪০-৪৯ বছরের মধ্যে রোগী সবচেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছেন এবং এটির হার শতকরা ২১.৪৮ শতাংশ।
- ২০-২৯ বছরের মধ্যে রোগী সবচেয়ে বেশি যে রোগের জন্য ভর্তি হয়েছেন, সেটি অ্যাপেনডেকটমি এবং এটির হার, এই রোগের মোট হারের ২৭.৩৪ শতাংশ।
- ৪০-৪৯ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোগী জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন এবং এই বয়সের মধ্যে এই হার, মোট হারের ২২.৩৩ শতাংশ।
- সরকারি হাসপাতালে সমস্ত ধরনের ভর্তির মধ্যে জেনারেল ওয়ার্ডে, নানা কারণে ভর্তির হার সবচেয়ে বেশি, ৯২.৩৯ শতাংশ।

## বিভিন্ন বিমা কোম্পানির পরিসংখ্যান

| বিমা কোম্পানি | ঘটনা | | | ইতিমধ্যেই প্রদত্ত অর্থ | | | যে অর্থ দিতে হবে | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সরকারি | বেসরকারি | মোট | সরকারি | বেসরকারি | মোট | সরকারি | বেসরকারি | মোট |
| ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ৭১৬ | ১,৩১৪ | ২,০৩০ | ১৫,৯১,৮৩৩ | ১,০৫,৭২,১৬৫ | ১,২১,৬৩,৯৯৮ | ২৩,৫৬,৭৮৩ | ১,৪২,৩০,০৯০ | ১,৬৫,৮৬,৮৭৩ |
| ইউনাইটেড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১,২৫৪ | ১,০৮৩ | ২,৩৩৭ | ৩৪,৮৮,৬৮৫ | ৯৯,১৫,৬৫৭ | ১,৩৪,০৪,৩৪২ | ৪৩,৭০,৩২০ | ১,১৫,৭০,০০৩ | 2,৫৯,৪০,৩২৩ |
| মোট | ১,৯৭০ | ২,৩৯৭ | ৪,৩৬৭ | ৫০,৮০,৫১৮ | ২,০৪,৮৭,৮২২ | ২,৫৫,৬৮,৩৪০ | ৬৭,২৭,১০৩ | ২,৫৮,০০,০৯৩ | ৩,২৫,২৭,১৯৬ |

*[৩১ মার্চ, ২০১৭-র হিসেবে]*

## রাজ্যের বিভিন্ন জেলাজুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালের পরিসংখ্যান

*(৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত পরিষেবাপ্রাপ্তির ঘটনা ও প্রদত্ত অর্থের হিসেবে)*

| জেলা | মোট ঘটনা | | | (ইতিমধ্যেই) প্রদত্ত অর্থ | | | যে অর্থ দিতে হবে | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সরকারি | বেসরকারি | মোট | সরকারি | বেসরকারি | মোট | সরকারি | বেসরকারি | মোট |
| আলিপুরদুয়ার | ১৫০ | - | ১৫০ | ৪,৮২,৬৬০ | - | ৪,৮২,৬৬০ | ৫,৯৮,১৬০ | - | ৫,৯৮,১৬০ |
| বাঁকুড়া | ৩০৩ | ৪৫৩ | ৭৫৬ | ৮,১৫,১৪০ | ৪২,৮৩,৯৮৩ | ৫০,৯৯,১২৩ | ৯,১৩,৬৪০ | ৪৪,১২,৬৪৭ | ৫৩,২৬,২৮৭ |
| বীরভূম | ৭১ | ৩৭৮ | ৪৪৯ | ১,১৩,২৫০ | ২৮,৬৩,৯৪৮ | ২৯,৭৭,১৯৮ | ১,৭৭,২১০ | ৪৭,৯৮,২৯৮ | ৪৯,৭৫,৫০৮ |
| বর্ধমান | ৭৬ | ৫৭৭ | ৬৫৩ | ২,৯০,২৭০ | ৩৮,৬৪,৭৪৩ | ৪১,৫৫,০১৩ | ৩,৯৮,৪২০ | ৫১,৩৭,৮১০ | ৫৫,৩৬,২৩০ |
| কোচবিহার | ৯৭ | ৪০ | ১৪৭ | ১,৭৫,৫০০ | ৫,১৬,৫৫০ | ৬,৯২,০৫০ | ২,১৯,৭৫০ | ৬,৩৩,৭১০ | ৮,৫৩,৪৬০ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ৮২ | - | ৮২ | ১,৩৭,২৫০ | - | ১,৩৭,২৫০ | ১,৫৭,৫০০ | - | ১,৫৭,৫০০ |
| দার্জিলিং | ৭৯ | ২ | ৮১ | ১,৯২,৭৫০ | ৮,২৫০ | ২,০১,০০০ | ২,৩৩,২৫০ | ৮,২৫০ | ২,৪১,৫০০ |
| হুগলি | ১৩৮ | ৩৫ | ১৭৩ | ৩,১১,৭২৩ | ২,৯২,৯৪৪ | ৬,০৪,৬৬৭ | ৩,৬১,১৮৩ | ৩,৩৬,৩৯৬ | ৬,৯৭,৫৭৯ |
| হাওড়া | ২৮ | ১০৯ | ১৩৭ | ৬৫,২৫০ | ১৪,১০,৮৪৪ | ১৪,৭৬,০৯৪ | ৮৯,২৫০ | ১৪,৪৭,১৪০ | ১৫,৩৬,৩৯০ |
| জলপাইগুড়ি | ৩৬ | ৮ | ৪৪ | ৭৬,৭৫০ | ৬৪,১৫২ | ১,৪০,৯০২ | ৮০,৫০০ | ৬৪,১৫২ | ১,৪৪,৬৫২ |
| কলকাতা | ৪৩ | ৬৮ | ১১১ | ৩,৯২,৫৫০ | ৯,০০,৭৮৫ | ১২,৯৩,৩৩৫ | ৭,৪৬,৩৫০ | ১৪,১৯,৬৮৫ | ২১,৬৬,০৩৫ |
| মালদা | ৮৪ | ১৩ | ৯৭ | ২,৭১,৫০০ | ১,০৯,০৫৪ | ৩,৮০,৫৫৪ | ৪,৭৫,৫০০ | ১,১১,৫৫৪ | ৫,৮৭,০৫৪ |
| মুর্শিদাবাদ | - | ৯১ | ৯১ | - | ৪,০৯,৭৯২ | ৪,০৯,৭৯২ | - | ৮,৭৬,৬০৪ | ৮,৭৬,৬০৪ |
| নদিয়া | ৬৬ | ২১২ | ২৭৮ | ৮৯,২৫০ | ২০,৪৫,২৭৮ | ২১,৩৪,৫২৮ | ১,০০,৫০০ | ২৩,২৫,০৪৮ | ২৪,২৫,৫৪৮ |
| উত্তর ২৪-পরগনা | ১২৯ | ১৮০ | ৩০৯ | ৩,৯০,০৮০ | ২৭,৫০,৩৬০ | ৩১,৪০,৪৪০ | ৪,৫২,০৬০ | ৩০,৫২,৬৬০ | ৩৫,০৪,৭২০ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ২৬৮ | ৬৪ | ৩৩২ | ৭,৭০,২৬৫ | ৩,৬৪,৫২৭ | ১১,৩৪,৭৯২ | ৯,৩৯,২৫০ | ৪,৮১,৭৭৭ | ১৪,২১,০২৭ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | ১৭৬ | ৯৩ | ২৬৯ | ২,৭৭,২৫০ | ৩,৬৭,৭৮২ | ৬,৪৫,০৩২ | ৩,৫৬,০০০ | ৪,৩৯,৭৮২ | ৭,৯৫,৭৮২ |
| পুরুলিয়া | ৩৫ | ৪৬ | ৮১ | ৮৯,৫৮০ | ১,৪৫,৮৮০ | ২,৩৫,৪৬০ | ৯১,০৮০ | ১,৫২,১৩০ | ২,৪৩,২১০ |
| দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ৩৫ | ১৮ | ৫৩ | ৪১,২৫০ | ৮৮,৯৫০ | ১,৩০,২০০ | ৭১,২৫০ | ১,০২,৪৫০ | ১,৭৩,৭০০ |
| উত্তর দিনাজপুর | ৭৪ | - | ৭৪ | ৯৮,২৫০ | - | ৯৮,২৫০ | ২,৬৬,২৫০ | - | ২,৬৬,২৫০ |
| **মোট** | **১,৯৭০** | **২,৩৯৭** | **৪,৩৬৭** | **৫০,৮০,৫১৮** | **২,০৪,৮৭,৮২২** | **২,৫৫,৬৮,৩৪০** | **৬৭,২৭,১০৩** | **২,৫৮,০০,০৯৩** | **৩,২৫,২৭,১৯৬** |

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে চালু হয়ে গেছে মোবাইল অ্যাপস! রয়েছে ফেসবুক, টুইটার! কিন্তু কেন এই অ্যাপস? স্বাস্থ্যভবনের এই বিষয়ে নোডাল অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে, একদম প্রান্তিক এলাকাতেও বাড়ির সামনে কোন কোন হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, চিকিৎসকদের নাম, নিকটস্থ কোন হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি রয়েছে, কোন হাসপাতালে আইসিইউ বা অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য—যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। ২০১৬-র শারদোৎসবের ছুটির মধ্যেও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলেছে। যার ফল, এই সাফল্য।

কীভাবে চলেছে এই বিপুল কর্মকাণ্ড? একেবারে প্রান্তিক মানুষটির দরজায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতি জেলার জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সর্বোচ্চ পদে রেখে জেলাস্তরে কমিটি করা হয়েছে। রয়েছেন আই-টি ম্যানেজার এবং হসপিটাল এমপ্যানেলমেন্ট অফিসারও। প্রথমেই আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মী, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নিযুক্ত ঠিকা কর্মীদের চিহ্নিত করা হয়। এভাবে সারা রাজ্য জুড়ে, ৪০ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৩টি পরিবারকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের উপযুক্ত বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। (২০১৭-র ১৬ এপ্রিলের হিসেবে।) এক বিশাল ডেটাবেস তৈরি হতে থাকে, যেখানে মাউসে ক্লিক করলেই প্রত্যেকের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকরা প্রত্যেক পরিবারকে স্লিপ পৌঁছে দিয়ে জানান, অমুক

দিন কার্ড দেওয়া হবে। সেইদিন নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্যরা হাজির হলে প্রত্যেকের ছবি এবং আঙুলের ছাপ তোলা হয়। তারপর একজন নির্দিষ্ট আধিকারিক সেগুলির সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করে দিলেই কার্ড তৈরি। সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে একটি ছোট বই, যার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য মজুত থাকছে। রাজ্য স্তরে 'স্টেট লেভেল রিড্রেসাল কমিটি' এবং জেলাস্তরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রিড্রেসাল কমিটি তৈরি হয়েছে, সমস্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য।

বেসরকারি সমস্ত হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন হাসপাতালকে 'A', 'B' এবং 'C' ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। ২টি বিমা সংস্থার সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে প্রায় ১৯০০-র বেশি প্যাকেজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় থাকা প্রত্যেক সদস্য এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের সমস্ত ঠিকে কর্মীদেরও এই কর্মযজ্ঞে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ২০১৭-র মে মাসের মধ্যে আরও ২-৩ লক্ষ পরিবার স্বাস্থ্য সাথীর আওতায় চলে আসবে।

স্বাস্থ্য সাথী আজ সকলের সাথী।

## স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হওয়া রাজ্যের ১০ সরকারি হাসপাতাল

*(৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত)*

| ক্রমিক সংখ্যা | হাসপাতাল | মোট ঘটনা | অর্থমূল্য ব্লক | প্রদত্ত অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল | ১১৬ | ৫,২২,৮৬০ | ৪,০৭,৩৬০ |
| ২ | তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতাল | ৬০ | ১,৯১,৪০০ | ১,৪০,৪১৫ |
| ৩ | মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল | ৫২ | ৪,১৫,৫০০ | ২,৩১,০০০ |
| ৪ | জেলা হাসপাতাল, নদিয়া | ৪৯ | ৬৮,২৫০ | ৬০,০০০ |
| ৫ | উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল | ৪৬ | ১,৭৩,২৫০ | ১,৩৩,৫০০ |
| ৬ | ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ৪৫ | ১,০৫,০০০ | ৫৬,২৫০ |
| ৭ | চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল | ৩৮ | ১,০৫,৬৯৬ | ৮৬,৯১৬ |
| ৮ | কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল | ৩৭ | ২,৯৫,০১০ | ২,০৮,৬১০ |
| ৯ | হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল | ৩৬ | ৮২,৫০০ | ৮২,৫০০ |
| ১০ | খাতরা মহকুমা হাসপাতাল | ৩৬ | ৮৯,৫০০ | ৪৫,৭৫০ |
| **মোট** | | **৫১৫** | **২০,৪৮,৯৬৬** | **১৪,৫২,৩০১** |

## গ্রেডেশন অনুসারে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা

| কোন ধরণের হাসপাতাল | কী হাসপাতাল | গ্রেড | হাসপাতাল সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, অন্যান্য (টিচিং) হাসপাতাল | সরকারি | এ | ২৩ |
| জেলা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, বিশেষ হাসপাতাল, সিসিইউ-সহ মহকুমা হাসপাতাল, সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ), অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার | সরকারি | বি | ৭৮ |
| অন্যান্য সরকারি হাসপাতাল, অর্থাৎ গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র | সরকারি | সি | ২৭২ |
| **মোট** | | | **৩৭৩** |
| এনএবিএইচ স্বীকৃত/মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল | বেসরকারি | এ | ৮ |
| কমিটি দ্বারা গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে | বেসরকারি | বি | ৫২ |
| কমিটি দ্বারা গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে/গ্রেডেশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত | বেসরকারি | | ২০৩ |
| **মোট** | | | **২৬৩** |

*(১৮ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত হিসেব)*

*তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সহযোগিতা: সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, কমিশনার এবং ডা. বিশ্বরঞ্জন শতপথি, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ*
*তথ্যসূত্র: তুষারকান্তি পাঠক, রাজ্যের অতিরিক্ত নোডাল অফিসার, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প*
*প্রতিবেদন: রাতুল দত্ত, অবর সম্পাদক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ*

# আশ্রয়

রাতুল দত্ত

অন্ন এবং বস্ত্রের পরেই মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক চাহিদা হল মাথার ওপর ছাদ। অর্থাৎ বাসস্থান। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলার গরিব-গুর্বো এই হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষের মাথার ওপর নিরাপদ ছাদ ছিল না। কোনওমতে ছিল মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই। বেড়া বা মাটির ঘর। খড়ের, টালির কিংবা টিনের চাল। কালের নিয়মে একদিকে জনবিস্ফোরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সব ঠাঁই ভেঙে পড়েছে বা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন নগরায়ণের কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরেছে। ভিন রাজ্য থেকে জীবিকার প্রয়োজনেও আসছে প্রচুর মানুষ। এদের প্রত্যেকের মাথার ওপর স্থায়ী ছাদ অর্থাৎ আশ্রয় তৈরি করে দিতে না পারলে রাজ্য সরকার তার দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। কারণ এটি অন্যতম প্রধান মৌলিক পরিষেবা।

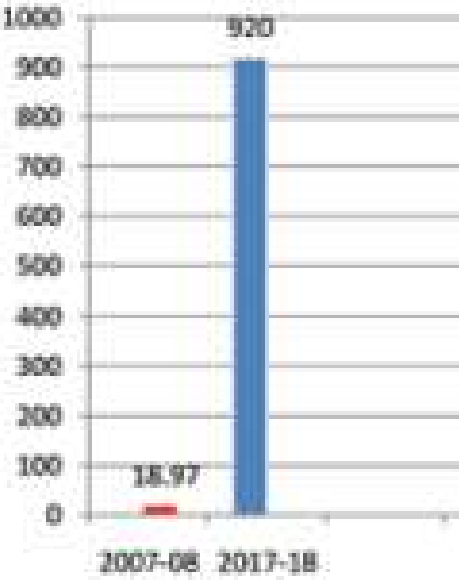
আর এই আশ্রয় তৈরি করে দিচ্ছে আবাসন দপ্তর এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।





সঠিক সময়ে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, বিপুল কাজ হয়েছে। গত ৫-৬ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহর ও শহরতলির গরিব মানুষ—যাঁদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাঁদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে আবাসন দপ্তর। মূল প্রকল্প 'গীতাঞ্জলি'। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছর থেকে যার সঙ্গে 'আমার ঠিকানা' প্রকল্পটি সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছে এবং প্রত্যেক জেলাশাসকের মাধ্যমে সারা রাজ্যে তা রূপায়িত হচ্ছে। আর পরিসংখ্যান বলছে ২০১৭-১৮ সালে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আবাসন দপ্তর ৯২০ কোটি টাকা, পরিকল্পনাখাতে ব্যয়ের প্রস্তাব করেছে, যার মধ্যে শুধু ৮০১ কোটি টাকাই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS—Economically Weaker Section)-র মানুষের মাথায় ছাদ তৈরির জন্য 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে! এর মধ্যে ৭০১ কোটি টাকা শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় মানুষের জন্য এবং ১০০ কোটি টাকা শহর এলাকায় আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্য বাড়ি তৈরির বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মাত্র ১০ বছরে শুধুমাত্র নানা ধরনের পরিকল্পনাখাতে, আবাসন দপ্তরে বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে যেখানে ছিল ১৮.৯৭ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৭-১৮ সালে ওই বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৯২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ নতুন রাজ্য সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে যেভাবে প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের মাথার ওপর ছাদ বানানোর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা আজ ঝড়ের বেগে বাস্তবায়নের পথে। আর আবাসন দপ্তর স্বচ্ছতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর।




*লেখচিত্র ১ : বাজেট বরাদ্দের তুলনা। রাজ্য আবাসন দপ্তর*

একদিকে যেমন প্রান্তিক গ্রামীণ এলাকায় 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে দরিদ্র মানুষের মাথার ওপর ছাদ তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে গরিব শহরবাসীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এছাড়াও রয়েছে 'নিজগৃহ' প্রকল্প।

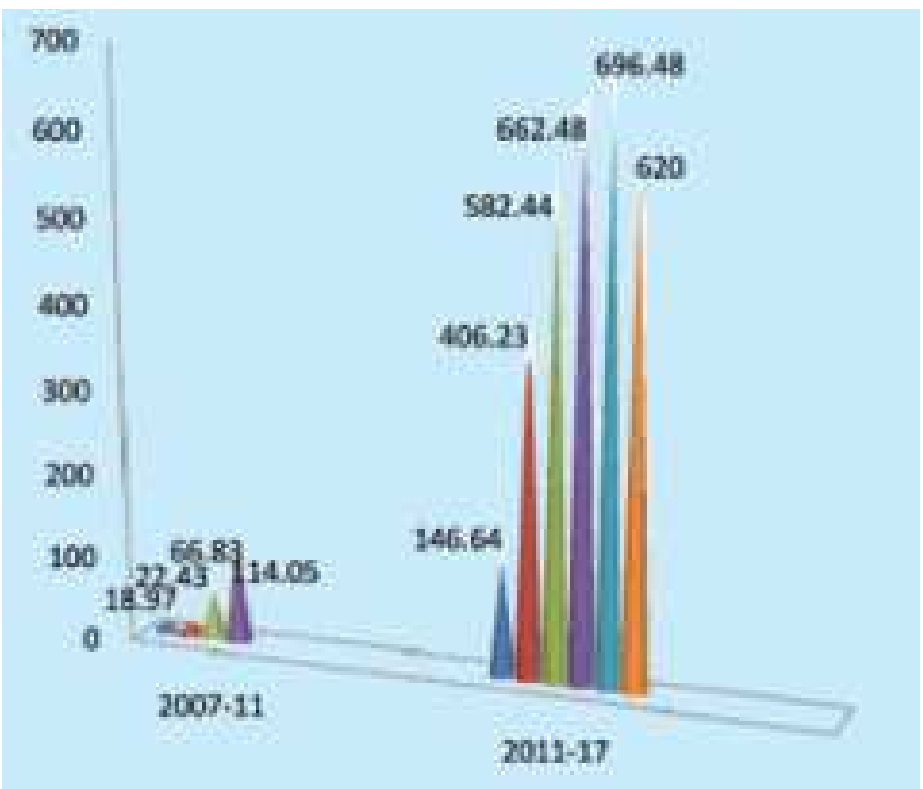
কিন্তু কেন এই প্রকল্প? নগরায়ণের দ্রুত প্রসার এবং বিস্তার যে ভাবে ঘটছে তাতে দরিদ্র শহরবাসীর শহরে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কি পিছিয়ে থাকতে পারে? ফলে নগর ও পুর এলাকায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় তৈরি হচ্ছে ঘর, দরিদ্র মানুষের জন্য।

## ৬ বছরে ১৪ গুণ!

২০০৭-০৮ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আবাসন দপ্তরের বাজেট এবং কাজের খতিয়ান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিগত সরকার তাদের শেষ ৪ বছরে পরিকল্পনাখাতে ২২২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছিল। অন্যদিকে নতুন রাজ্য সরকার তাদের ৬ বছরে, শুধুমাত্র আবাসন দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ১৪ গুণ বাড়িয়ে ৩০৯১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা করেছে।

| আর্থিক বছর | খরচ (কোটিতে |
|---|---|
| ২০০৭-০৮ | ১৮.৯৭ |
| ২০০৮-০৯ | ২২.৪৩ |
| ২০০৯-১০ | ৬৬.৮৩ |
| ২০১০-১১ | ১১৪.০৫ |
| **মোট** | **২২২.২৮** |

| আর্থিক বছর | খরচ (কোটিতে) |
|---|---|
| ২০১১-১২ | ১৪৬.৬৪ |
| ২০১২-১৩ | ৪০৬.২৩ |
| ২০১৩-১৪ | ৫৮২.৪৪ |
| ২০১৪-১৫ | ৬৬২.৪৮ |
| ২০১৫-১৬ | ৬৯৬.৪৮ |
| ২০১৬-১৭ ১৫/২/১৭ পর্যন্ত | ৫৯৭.৪৮ |
| **মোট** | **৩০৯১.৭৫** |




*লেখচিত্র ২ : বিগত সরকারের তুলনায় নতুন সরকারের আমলে আবাসন দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি।*



*পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপদ পট্টনায়ক*

## গীতাঞ্জলি

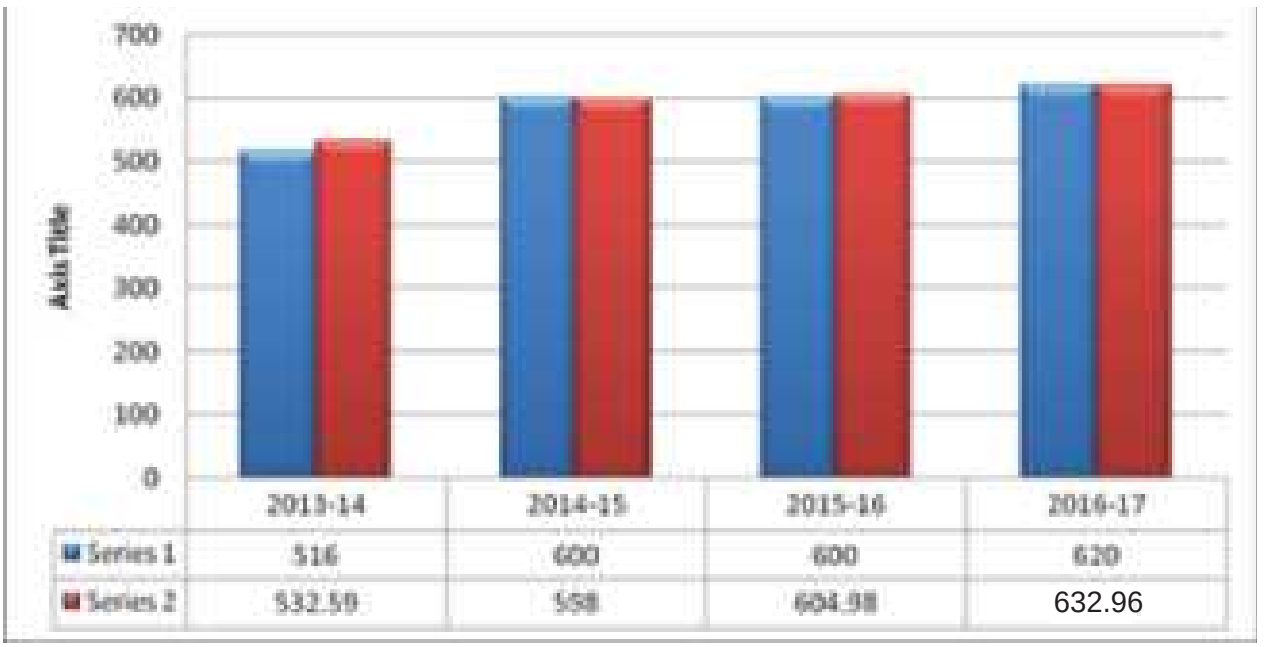
গৃহহীনতার সমস্যা, এই রাজ্যে, এত গভীরে কেন? আসলে জনবিস্ফোরণের ফলে রাজ্যে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দ্রুত কমে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন নগরায়ণ যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরাচ্ছে। নদী ভাঙন এবং বন্যা একের পর এক ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে—গর্ভে চলে যাচ্ছে বহু জমি। অন্যদিকে, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত জমি লাগছে। আর এখানেই 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পের চরম সাফল্য। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে এই প্রকল্পে একক প্রতি খরচ, সমতল এলাকায় ৭০ হাজার এবং পাহাড়ি দুর্গম-সুন্দরবন এলাকায় ৭৫ হাজার টাকা। বর্তমানে অবশ্য উপভোক্তা তার নিজের বাড়ি নিজেই তৈরি করে নেন এবং জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রথমে ৭০ শতাংশ এবং পরে ৩০ শতাংশ টাকা উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, রাজ্যে মোট ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১২৯টি বাড়ির মধ্যে ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪০৩টি হল কাঁচা বাড়ি বা মাটির বাড়ি। এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আবাসন দপ্তর ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮১১টি পাকাবাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে, আরও ৮০ হাজার, এই বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল এবং সাফল্যের সঙ্গে ৮৬ হাজার ৫৪১টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান রাজ্য সরকারের এই ৬ বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭-র ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) মোট ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১১৪টি বাড়ি তৈরি হয়েছে।

বর্তমান রাজ্য সরকার স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাথায় ছাদ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই ভাবনা নিয়ে ২০১৭-১৮ সালে সারা রাজ্যে আবাসন দপ্তরের 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে ৯০ হাজার গৃহ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরপর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর ১ লক্ষ করে মোট ৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি হবে। এরপর ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা অতিরিক্ত ৬ লক্ষ বাড়িতে, অর্থাৎ প্রতি বছর ১ লক্ষ ২০ হাজার



*পূর্ব মেদিনীপুরের বোমকেশ মণ্ডল*

| বছর | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| EWS প্রকল্পে যত বাড়ি তৈরি হয়েছে | ৩৪,২১৯ | ৪২,৫৩২ | ৬৫,৩৯৪ | ৮৬,৫৪১ |
| বরাদ্দ বাজেট (কোটিতে) | ৫১৬ | ৬০০ | ৬০০ | ৬২০ |
| খরচ (কোটিতে) | ৫৩২.৫৯ | ৫৯৮ | ৬০৪.৯৮ | ৬৩২.৯৬ |
| **বরাদ্দের নিরিখে খরচের হার (%)** | **১০৩** | **১০০** | **১০১** | **১০২** |




*লেখচিত্র ৩ : বরাদ্দ বাজেট ও খরচের তুলনা (কোটিতে)। রাজ্য আবাসন দপ্তর।*

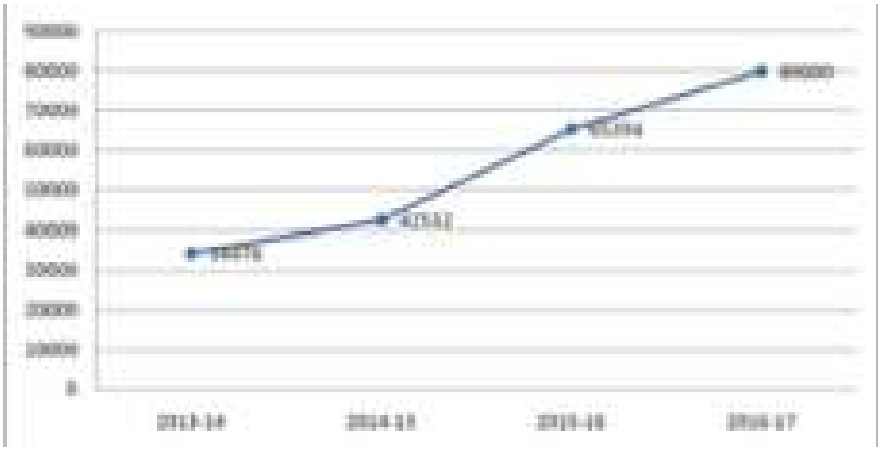
## ‘গীতাঞ্জলি’ আবাসন প্রকল্পের (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭) সাফল্যের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

| জেলা | ২০১৪-১৫ | | ২০১৫-১৬ | | ২০১৬-১৭ | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | অনুমোদিত | সমাপ্ত | অনুমোদিত | সমাপ্ত | অনুমোদিত | সমাপ্ত | অনুমোদিত | সমাপ্ত |
| আলিপুরদুয়ার | ৭৮৫ | ৭৮৫ | ১১১৬ | ১১১৬ | ১৪৪৫ | ৯১৫ | ৩৩৪৬ | ২৮১৬ |
| বাঁকুড়া | ১৬৫৫ | ১৫৮৭ | ৪১৬৮ | ৪১৬৮ | ৪১৭২ | ১৫৫৭ | ৯৯৯৫ | ৭৩১২ |
| বীরভূম | ১৬৯৫ | ১৬৯৩ | ২৩৯৯ | ২৩৯৯ | ৩৮৮৩ | ০ | ৭৯৭৭ | ৪০৯২ |
| বর্ধমান | ৩৫৫৩ | ৩৫৫৩ | ৪৭৪৮ | ৩৯৪৬ | ৬৫৯৪ | ০ | ১৪৮৯৫ | ৭৪৯৯ |
| কোচবিহার | ১৩৯৮ | ১৩৯৮ | ১৯৯৮ | ১৯৬৭ | ২৬৩৬ | ১৬১০ | ৬০৩২ | ৪৯৭৫ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ১০০০ | ১০০০ | ১১৪০ | ১১২৮ | ২৪৯৫ | ১৫৩১ | ৪৬৩৫ | ৩৬৫৯ |
| দার্জিলিং | ৯৭১ | ৯১৮ | ১৪১০ | ১১৬৭ | ১৫০২ | ৪৬৯ | ৩৮৮৩ | ২৫৫৪ |
| হাওড়া | ২৩৪৬ | ২৩৪৬ | ৩০৬৭ | ৩০৬৭ | ৪২৩৮ | ৩৩৪৮ | ৯৬৫১ | ৮৭৬১ |
| হুগলি | ২৬৩১ | ২৬২৭ | ৩০৭৬ | ৩০৪৫ | ৩৮৯৮ | ২১৫৬ | ৯৬০৫ | ৭৮২৮ |
| জলপাইগুড়ি | ১১৫৯ | ১১৪৬ | ১৫৭৩ | ১৩৬৫ | ২০৮৮ | ৪১১ | ৪৮২০ | ২৯২২ |
| মালদা | ১৯৩৮ | ১৮৫৮ | ২৭৫৭ | ২২৬৭ | ১০০৩ | ০ | ৫৬৯৮ | ৪১২৫ |
| মুর্শিদাবাদ | ৩৩৬৭ | ৩৩৬৭ | ৩৮০৬ | ৩৭৫২ | ২৪১৫ | ৭৪৫ | ৯৫৮৮ | ৭৮৬৪ |
| নদিয়া | ২৪৭৭ | ২৪৭৬ | ৩৪৫৪ | ৩৩২৮ | ৫২৫৪ | ৯৮ | ১১১৮৫ | ৫৯০২ |
| উত্তর ২৪-পরগনা | ৪৩৪৪ | ৪৩৩৯ | ৭৪৪৮ | ৭০৮৫ | ৯৪৫৮ | ১২৫৭ | ২১২৫০ | ১২৬৮১ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ২৯০৫ | ২৮৯০ | ৬৮৭৮ | ৬৫৮০ | ৭৯০২ | ৫০০৩ | ১৭৬৮৫ | ১৪৪৭৩ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | ২৪৬১ | ২৪৫০ | ৩৭৬৫ | ৩৪৬৩ | ৪৫১৪ | ০ | ১০৭৪০ | ৫৯১৩ |
| পুরুলিয়া | ২৫২৩ | ২৫২৩ | ৪৬১৭ | ৪৫২৮ | ৫২১৬ | ১৭২৩ | ১২৩৫৬ | ৮৭৭৪ |
| দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ৩৮৫২ | ৩৮৫২ | ৬০৫৬ | ৫৫৬৫ | ১১৮৬১ | ৫৮৫২ | ২১৭৬৯ | ১৫২৬৯ |
| উত্তর দিনাজপুর | ১৪৭২ | ১৪১৭ | ১৯১৮ | ১২৩৪ | ২৯৬২ | ০ | ৬৩৫২ | ২৬৫১ |
| কলকাতা | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩০০৫ | ০ | ৩০০৫ | ০ |
| **মোট** | **৪২৫৩২** | **৪২২২৫** | **৬৫৩৯৪** | **৬১১৭০** | **৮৬৫৪১** | **২৬৬৭৫** | **১৯৪৪৬৭** | **১৩০০৭০** |

*[তথ্যসূত্র: আবাসন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত হিসেবে]*

গৃহ তৈরি করে দেওয়ার 'ভিশন' নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গৃহহীনদের জন্য ১৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮১১টি বাড়ি তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার।

শহর ও শহরতলির প্রান্তিক গৃহহীন মানুষের কথা ভেবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রকল্পে বর্তমানে সমস্ত পৌর এলাকাও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক যোগ্যতার মাপকাঠি একই। পরিবারের মাসিক আয় ৬ হাজার বা তারও কম হতে হবে। ২০১৬-১৭ সাল থেকে কলকাতা পৌর নিগম এলাকাকেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে, নিউটাউন এলাকায় তৈরি হওয়া ৭২০টি ফ্ল্যাট সেখানকার গৃহহীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য হিডকো (HIDCO)-কে হস্তান্তর করা হয়েছে।



*লেখচিত্র ৪ : গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির সংখ্যাবৃদ্ধির হার*



*পূর্ব মেদিনীপুরের বিকামা দে*





## পথসাথী

১৯৪৭-২০১৭। স্বাধীনতার প্রায় ৭০ বছর পার হতে চলল। অথচ রাজ্য সরকার ভাবতে পারেনি, রাজ্য জুড়ে এত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রয়েছে, যার কোনওটিতেই একটিও পথচলতি মানুষের জন্য বিশ্রামাগার বা শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। বিশেষত মহিলাদের জন্য স্নানাগার এবং শৌচালয় তো সভ্য সমাজের ন্যূনতম চাহিদা। ভাবল নতুন রাজ্য সরকার। শুধু ভাবা নয়, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ওপর প্রতি ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে, তৈরি শুরু হল পথের বন্ধু, পথের সাথী, 'পথসাথী'।

কী থাকছে এই 'পথসাথী'-তে? নাম দেওয়া হয়েছে রোড-সাইড মোটেল। জমি, রাজ্য সরকারের নিজস্ব। মূল দায়িত্বে থাকছেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা। স্নানাগার, শৌচালয়, বিশ্রামাগার, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, নৈশ আবাস এবং রেস্তোরাঁ থাকছে এইসব 'পথসাথী'তে। দাম অবশ্যই নাগালের মধ্যে। উদ্দেশ্য একটাই। লাভ নয়, বরং গাড়িতে লম্বা পথযাত্রীদের জন্য ন্যূনতম চাহিদার যোগানের ব্যবস্থা করা—এটাই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য। এজন্য ২০১৭-১৮ সালে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আবাসন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১২টি স্থানে 'পথসাথী' তৈরি হয়ে গেছে। এই ১২টি জায়গা হল—রঘুনাথপুর, কর্জনা, হরিণঘাটা, কৃষ্ণনগর, ডায়মন্ড হারবার, পৈলান, বহরমপুর, বাগডোগরা, চালসা, নন্দকুমার, শান্তিপুর এবং জামালদহ। এছাড়া আরও ১৮টি 'পথসাথী', ইতিমধ্যেই আবাসন দপ্তর নিজে তৈরি করে দিয়েছে। এগুলি হল—ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, মেথাপুকুর, নারায়ণগড়, তারকেশ্বর, পাতিরাম, হিলি, ডেবরা, তপন, পেট্রাপোল, গাইঘাটা, মেচেদা, বোলপুর, ফরাক্কা, ওল্ড মালদা, পাংখাবাড়ি, অশোকগড় এবং ফুলবাড়ি। এছাড়াও পূর্ত দপ্তর তাদের নিজেদের বাজেট বরাদ্দ থেকে আরও ৩৭টি 'পথসাথী' নির্মাণ করেছে এবং আবাসন দপ্তরের কাছে হস্তান্তর হয়েছে।



পথের বন্ধু, পথের সাথী আজ 'পথসাথী।

# হাসপাতালে নৈশাবাস

কলকাতা তো বটেই, জেলার এক্কেবারে প্রান্তিক এলাকা থেকে নিত্যদিন লাখো মানুষ আসেন বিভিন্ন হাসপাতালে। রোগী তো শয্যাশায়ী। কিন্তু পরিবারের নিকটাত্মীয়রা? এতদিন রাস্তায় ও ফুটপাতে কিংবা হাসপাতালেই চাদর, পলিথিন, খবরের কাগজ পেতে দিনের পর দিন চলে যেত তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেই দীর্ঘদিন তাঁদের কথা ভেবেছেন মমতা ব্যানার্জী এবং তিনি তা বলেনও। এবার রাজ্যপাটের দায়িত্ব নিয়েই নির্দেশ দিলেন, হাসপাতালে নৈশাবাস তৈরি করতে হবে। শুধু কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে নয়, বরং বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার সরকারি হাসপাতালে নৈশাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল রাজ্য আবাসন দপ্তর। রোদ-ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এতদিন হাজার হাজার মানুষ রাতের পর রাত কাটাতেন হাসপাতালের কোনও না কোনও বিভাগের বাইরে, দরজায় অথবা রাস্তায়। নৈশ আবাস পেয়ে তাদের মুখে এবার হাসির ঝিলিক। ২০১৭-১৮ সালে এই খাতে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ১০০ শয্যা, ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে ৯০ শয্যা এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৭২ শয্যার নৈশ আবাস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালেও এই নৈশ আবাস তৈরির কাজ শেষ এবং এখানে ৯০টি শয্যা থাকছে। আবাসন দপ্তর সূত্রে খবর, এরকমভাবে রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালগুলিতেই প্রয়োজনীয় জমি পাওয়ার সাপেক্ষে এই ধরনের নৈশাবাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ১০টি জেলা এবং পরে ১০টি মহকুমা হাসপাতালের প্রতিটিতে এই ধরনের নৈশ আবাস তৈরি হবে। পরবর্তী পর্যায়ে, ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে বাকি প্রতিটি জেলা হাসপাতাল এবং ১০টি করে নতুন মহকুমা হাসপাতালেও রোগীর আত্মীয়দের জন্য নৈশ আবাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।




*কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের যাত্রীনিবাস*

# কর্মরতা মহিলাদের হস্টেল

কর্মরতা মহিলাদের জন্য হস্টেল কেন? কারণ, বাড়ছে কাজের চাহিদা ও সুযোগ। বহু মহিলা এখন কর্মসংস্থানের জন্য চলে আসছেন কলকাতায় বা শহরাঞ্চলে। কিন্তু স্বল্প আয়ের একাকী মহিলারা থাকবেন কোথায়? তাঁদের নিরপত্তার বিষয়টি তো রাজ্য সরকারকেই ভাবতে হবে।



*দুর্গাপুরে নির্মীয়মাণ লেডিস হস্টেল*

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেণায়, অল্প ভাড়ায়, এইসব মহিলাদের জন্য, নিরাপদ আশ্রয় দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে লেডিস হস্টেল নির্মাণের। নতুন রাজ্য সরকারের আমলে ৬ বছরে ৫টি নতুন হস্টেল তৈরি হয়েছে, কর্মরতা মহিলাদের জন্য। ৪০ শয্যাবিশিষ্ট দুর্গাপুরের অনন্যা, ৪৪ শয্যাবিশিষ্ট সল্টলেকের স্বয়ংসিদ্ধা, ৭৬ শয্যাবিশিষ্ট যাদবপুরের ইব্রাহিমপুর রোড, ৩৪ শয্যাবিশিষ্ট কলকাতার বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিট এবং ৬১ শয্যাবিশিষ্ট কলকাতায় বনমালি নস্কর রোডের লেডিস হস্টেল ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে কলকাতার রিজেন্ট পার্কে ৩৪ শয্যাবিশিষ্ট, জলপাইগুড়ির মালবাজারে ৬১ শয্যাবিশিষ্ট, কলকাতার সিঁথি এলাকায় হরেকৃষ্ণ শেঠ রোডে ৭৬ শয্যাবিশিষ্ট এবং কলকাতার সি এন রায় রোডে ১২৩ শয্যাবিশিষ্ট মহিলাদের হস্টেল তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে।



*সল্টলেকের স্বয়ংসিদ্ধা*

## আকাঙ্ক্ষা

রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাসস্থানের কথা ভেবে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রথম পর্যায়ে কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাট-নিউটাউন উপনগরীতে, অ্যাকশন এরিয়া-১ডি, ব্লক-ডিবি-তে মালিকানা ভিত্তিক ফ্ল্যাট তৈরি এবং বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ৫.০৫৯৯ একর জমিতে মাথা তুলছে ১৩টি টাওয়ার, যাতে মোট ৫৭৬টি ফ্ল্যাট থাকবে। নোডাল ডিপার্টমেন্ট, আবাসন দপ্তর।



সরকারি কর্মীদের জন্য, জমির মূল্য ছাড়াই, শুধুমাত্র নির্মাণ খরচের ভিত্তিতে, এ ধরনের আবাসন তৈরি করে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিক্রি, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম। প্রথম পর্যায়ে ৪১৪ জন আবেদনকারীর হাতে চূড়ান্ত বণ্টনপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়াতেও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ চলছে। মোট ৫০ হাজার ফ্ল্যাট এভাবে তৈরি হবে।

ইতিমধ্যে নির্মিত ৯৬টি ফ্ল্যাটকে 'আকাঙ্ক্ষা' প্রকল্পের স্ট্যান্ডার্ড এবং ইকনমি শ্রেণিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ক্লাসিক শ্রেণিতে ২৪০টি, প্রিমিয়াম শ্রেণিতে ১৮০টি এবং এলিগ্যান্ট শ্রেণিতে ৬০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে।

| নম্বর | ফ্ল্যাটের ধরন | বিল্ড-আপ এরিয়া (বর্গফুট) | যোগ্যতার মাপকাঠি গ্রেড পে | ফ্ল্যাটের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | এলিগ্যান্ট | ১৪৩৪ | ৮৯০০ টাকা এবং তার উর্ধ্বে | ৬০ |
| ২ | প্রিমিয়াম | ১২৭৩ | ৭৬০১-৮৮৯৯ টাকা | ১৮০ |
| ৩ | ক্লাসিক | ৯২৪ | ৪৮০১-৭৬০০ টাকা | ২৪০ |
| ৪ | ইকনমি | ৭১০ | ২৯০১-৪৮০০ টাকা | ৪৮ |
| ৫ | স্ট্যান্ডার্ড | ৪৬৪ | ২৯০০ টাকা পর্যন্ত | ৪৮ |



# মাসিক ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট (RHE)

কলকাতা ও জেলা অঞ্চলে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মীদের বাসস্থানের জন্য মাসিক ভাড়া ভিত্তিক নতুন আবাসন প্রকল্প তৈরির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তার করা হয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, নতুন জেলাতেও শীঘ্রই RHE তৈরির কাজ শুরু হবে। অন্যদিকে, যে ৩৪ হাজার ফ্ল্যাট রাজ্যজুড়ে রয়েছে, সেগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব রয়েছে নতুর বাজেটে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ১৬ টি, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ১২টি এবং কোচবিহারের ওল্ড রাইস মিলে ২৪টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শেস পর্যায়ে। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে ২৪টি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে ৪৮টি, কলকাতার লেক গার্ডেন্সে ৮টি, ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবায় ২৪টি, বাঁকুড়ার খাতড়াতে ৬০টি, দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে ৩০টি, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গাঁরামপুরে ৩০টি, কোচবিহার ওল্ড রাইস মিলে ৮৮টি, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ৩২টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বড়পাখারে ৯৬টি, আসনসোলের শীতলায় ৪৮টি এবং সল্টলেকের স্বয়ম্বরাতে ২৪টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ চলছে।

ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় এই দপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, অনলাইনে মাসিক ভাড়া গ্রহণ। সেটা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড-এর মাধ্যমে বা অনলাইনে চালান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যাচ্ছে। এর ফলে ভাড়া সংগ্রহের স্বচ্ছতা এসেছে, গতি বেড়েছে, সকলে ডেটাবেসের আওতায় চলে এসেছেন এবং অবশ্যই আয় বেড়েছে। জমা দেওয়ার সফ্‌টওয়ার হল GRIPS এবং এর দেখাশোনার জন্য চলতি আর্থিক বছরে ১কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে রাজ্য আবাসন দপ্তর।

***[ তথ্যসূত্র: রাজ্য আবাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শোভন চ্যাটার্জীর ২০১৭-১৮ সালের বাজেট ভাষণ। দপ্তরের যুগ্ম সচিব ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর চক্রবর্তী আবাসন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও ছবি দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।]***



*কোচবিহারে ওল্ড রাইস মিল এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন আবাসন।*

# নিজগৃহ

২৫ বর্গমিটার কার্পেট এলাকায় বসবাসযোগ্য বাড়ি তৈরিতে বৈদ্যুতিকীকরণ-সহ নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এবার ৫ লক্ষ জনসংখ্যার নীচে শহরের জন্য উপভোক্তার অংশ ধরা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা এবং ৫ লক্ষ জনসংখ্যার উপরে শহরের জন্য ৩৫ হাজার টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব অংশ হিসেবে, ইউনিট প্রতি, শতকরা ৫ ভাগ অর্থাৎ ১৮,৪০০ টাকা বহন করবে।

এখনো পর্যন্ত রাজ্যের ১২৫টি পুরসভার মধ্যে ১২১টিতেই 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের হিসেবে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট ভাষণ দেওয়া পর্যন্ত ১৫০টি প্রকল্পে মোট ৫৮০৭ কোটি টাকা খরচে পরিকাঠামো উন্নয়নসহ ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৪৪টি নতুন গৃহ তৈরির অনুমোদন মিলেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৪২টি প্রকল্পে মোট ২৭৭৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা খরচে পরিকাঠামো উন্নয়নসহ ৬৮ হাজার ৬৬৪টি নতুন গৃহ তৈরির অনুমোদনও মিলেছে। রাজ্যের অনুদান যেখানে ৬৩৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ৪৪৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। ১০৮টি প্রকল্পের জন্য সুডা ও এসএলএনএ-কে দেওয়া হয়েছে। ৩৫ হাজার ২২৬টি গৃহ ইউনিটের মধ্যে ৩০৩৫টি গৃহ ইউনিট নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ।

কিন্তু কারা এই প্রকল্পে অর্থ পাচ্ছেন? তাঁকে বা এই পরিবারকে অবশ্যই শহরতলি-পুর এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। নিজস্ব জমি থাকলেও গৃহ থাকবে না। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকা হতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসব বাড়িগুলি ভূমিকম্প প্রতিরোধী হিসেবেই তৈরি করছে রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

# গরিব শহরবাসীর জন্য বাসগৃহ

গরিব শহরবাসীর জন্য আবাসনগৃহ তৈরি করে দেওয়ার প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানপুষ্ট প্রকল্প। ২০১৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে চালু হওয়া পূর্ত এলাকার তালিকা অনুসারে ২০১৭-এর ১ এপ্রিল থেকে প্রতিটি নতুন আবাস গৃহ নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, ১০টি পুরসভার জন্য এবং বাকি পুরসভাগুলির জন্য ২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা আগে ছিল ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, প্রতিটি আবাস গৃহের জন্য। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বাজেট ভাষণ দেওয়া পর্যন্ত অনুমোদিত মোট ১০ হাজার ৮৫৮টি নতুন বাড়ির মধ্যে ৬ হাজার ৭৫টি বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং ২ হাজার ৪৬২টি নতুন বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে।



*[তথ্যসূত্র: রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ণ মন্ত্রী ফিরাদ হাকিমের ২০১৭-১৮ সালের বাজেট ভাষণ]*



# আলোর পথে

৪২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে প্রান্তে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির কাজ জোরকদমে চলছিল শিক্ষা-পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে। সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতেও নেওয়া হয়েছে সমন্বিত উদ্যোগ।

রাজ্যে আইসিডিএস-এর গৃহ নির্মাণের পাশাপাশি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আইটিআই, বেসরকারি ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি কলেজ যেমন গড়ে উঠেছে, প্রান্তিক অঞ্চলেও গড়ে উঠছে বেসরকারি নার্সারি স্কুল।

এসএসকে, এমএসকে, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চলছে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে। জনশিক্ষা প্রসারেও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মানবসম্পদকে পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধী অর্থাৎ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, অনাথ শিশু, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু এবং যে কোনও বয়সের মানুষকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার কাজ চলছে।

শিক্ষার পাশাপাশি যে কোনও কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের 'দক্ষতা' বৃদ্ধিকে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত গুরুত্ব। জঙ্গলমহল জুড়ে চলছে জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যানের টাকায় প্রশিক্ষণের কাজ।





*সিধো কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তর গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে রাজ্যের জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে সাধারণ জীবনমুখী উন্নয়নের কাজেও সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে।

বই আমাদের 'প্রকৃত বন্ধু', বই আমাদের 'প্রকৃত শক্তি'। সাক্ষরতা ও জনশিক্ষার মাধ্যমে সকলের জীবনের সঙ্গে বইকে যুক্ত করতে হবে। এই 'প্রকৃত বন্ধু' ও 'প্রকৃত শক্তি'-কে সকলের কাছে সুলভ ও সহজপ্রাপ্যও করে তুলতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে 'গ্রন্থাগার'-কে পৌঁছে দিতে হবে সকলের ঘরে। অন্যদিকে, গ্রন্থাগারগুলি হয়ে উঠবে সকলের 'মিলন ক্ষেত্র'।

বছরে ৫২টি স্মরণীয় দিনকে পালনের মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার' হয়ে উঠছে জ্ঞান-উৎসবের প্রকৃত আঙিনা, তেমনি প্রত্যেক মানুষের জানার চাহিদা অনুযায়ী সেজে উঠবে গ্রন্থাগার। হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থেই তথ্যভাণ্ডার।

বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের নতুন উদ্যোগ সারা রাজ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

সমন্বিত উদ্যোগে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে চলুক আলোর উৎসব। মানুষ এগিয়ে চলুক, বাংলা এগিয়ে চলুক 'আলোর পথে'। এই পথেই সম্ভব প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ। রাজ্য তথা দেশের সার্বিক বিকাশ।



*অযোধ্যা পাহাড়ে হেদেলবেড়া শিশুআলয়*



# নতুন উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিষেবা

মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। মানুষের এই চাহিদাপূরণের প্রশ্নে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ বিগত ৬ বছরের বেশি সময় ধরে নতুন আঙ্গিকে কাজ করে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার মুখ উদ্দেশ্যই হলো প্রান্তিক মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া।



জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে ২৪৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি সুসংবদ্ধ নেটওয়ার্ক আছে। যার মধ্যে ১৩টি সরকারি গ্রন্থাগার, ২৪৬০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার ও ৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার আছে।

সরকারি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হল শীর্ষস্থানীয়। এছাড়া ৭টি জেলা গ্রন্থাগার, ৪টি শহর মহকুমা গ্রন্থাগার ও ১টি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থাগার, যার নাম উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার।

এ রাজ্যে যে ২৪৬০টি সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার আছে, তার মধ্যে ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার, ২৩২টি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, ২২০৯টি গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট/এলাকা গ্রন্থাগার। যার মধ্যে অনুমোদিত কর্মী সংখ্যা ৫৯০০, মোট বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১.৮০ কোটি এবং পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ (৩১.০৩.২০১৫ হিসাব অনুযায়ী)।



## আগামীর কর্ম-পরিকল্পনা

(১) রাজ্যের জঙ্গলমহল, তপশিলি জাতি ও উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা, সুন্দরবন, পাহাড়ি এলাকা, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এলাকাতে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(২) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকার-পোষিত জেলা গ্রন্থাগার, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারে অবস্থিত বৃত্তিসহায়ক কেন্দ্রগুলির পরিবর্ধন ও সেগুলিতে কেরিয়ার কাউন্সেলিং কেন্দ্র চালু করার উপর জোর দেওয়া হবে, যাতে চাকুরিপ্রার্থী যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা পায় ও লাভবান হয়।

(৩) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকার-পোষিত জেলা গ্রন্থাগার, শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যাতে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পাঠক্রমের পাঠ্যপুস্তক এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে পায় ও লাভবান হয়।

(৪) রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও সরকারপোষিত জেলা/শহর/মহকুমা গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট/এলাকা গ্রন্থাগারগুলিতে একটি তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা

হবে, যাতে সাধারণ মানুষ এই কেন্দ্র থেকে তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য পায়। সাধারণ মানুষকে যাতে বিভিন্ন স্ব-নির্ভর কাজ, যেমন—মাছ চাষ, ফুল চাষ, কৃষি, কাঠের কাজ, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তথ্য, গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৫) ভার্চুয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে সাম্প্রতিক তথ্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সরবরাহ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানকেও ভার্চুয়াল লাইব্রেরির আঙিনায় নিয়ে আসা হবে।

(৬) রাজ্যের সরকারি, সরকার-পোষিত শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে একটি নেটওয়ার্ক (ওয়্যান) গড়ে উঠেছে ও একটি পোর্টাল তৈরির কার্যক্রম চলছে, তার কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। আরও বহু পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলিকে ডিজিটাল আকারে পরিণত করা হবে এবং এগুলি পোর্টালের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এই সময় আরো বেশি রেট্রোকনভারসানেরও কাজ হবে।



(৭) সরকারি বিভিন্ন জনহিতকর তথ্যমূলক প্রকল্পগুলি সফ্‌ট ও হার্ড কপির মাধ্যমে যাতে জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ওয়েবসাইট-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার ফল হিসেবে সরকারি সমস্ত তথ্যই এক ছাতার তলায় পাওয়া যায়, তার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

(৮) গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন মুদ্রণ ও গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও জনপ্রিয়তা গড়ে তোলার জন্য জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের বর্তমান যে সমস্ত কর্মসূচি রয়েছে সেগুলি লিফলেট, পত্রিকা, প্রচারযানের মাধ্যমে জনসমক্ষে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত ই-বস্তা প্রকল্প ব্যবহার করা হবে।

(৯) সরকারি, সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারগুলিতে পানীয় জল, বৈদ্যুতিকরণ, শৌচালয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আন্তঃসরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে যৌথ প্রয়াস চালানোর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

(১০) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পরিষেবা কেন্দ্র তথ্যকেন্দ্র চালু করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ১১০টি সহজ তথ্যমিত্র কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

(১১) বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সরকারি কার্যালয়ে নানা ধরনের শূন্য পদ পূরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

## অতিরিক্ত উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা

(১) গ্রন্থাগারের কার্যসময়ের পরে চা বাগান, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় কিছু উন্মুক্ত পাঠকক্ষ পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(২) যে সমস্ত এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার নেই, সেইসব এলাকায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যসময়ের পরে সেগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৩) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যাতে পরিষেবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে তার জন্য সবরকমের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(৪) বৃহত্তর জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৫) ওয়েবসাইটের CHAT PLATFORM-এর মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, কলকাতা ও আমেরিকান লাইব্রেরি, কলকাতার সহায়তায় আমাদের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(৬) আরো কিছু নতুন ভাবনা আনার জন্য স্বামীনাথন ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু, আইএমআরবি, আইআইটি, খড়গপুর, ইউনিসেফ, রিড ইন্ডিয়া গ্রুপ, ফিকি, আইসিসি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব।

(৭) কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত দুর্বলতাগুলি আমরা চিহ্নিত করব এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব।

(৮) যেহেতু কিছু মানুষ গ্রন্থাগার-বিমুখ, সেইজন্য গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বৈদ্যুতিন মাধ্যম দিয়ে ওয়েবসাইটের সাহায্যে মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য RFID ব্যবস্থা চালু করা হবে।

(৯) RRRLF কর্তৃপক্ষকে NATIONAL KNOWLEDGE NETWORK-এর পাশাপাশি NIC-NET LINE দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে।

(১০) সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সরকারিভাবে কোনো শুল্ক ধার্য করা যায় কিনা তা দেখা হবে।



## রাজ্য সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিভাগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

গ্রন্থাগারের সম্পদ সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিভাগের সঙ্গেও যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনেও যেহেতু বেশ কিছু গ্রন্থাগার আছে। সুতরাং এই সকল বিভাগের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে এই বিভাগের কার্যপদ্ধতির সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এনে তাদের সম্পদ বণ্টনেরও পরিকল্পনা আছে। যে সমস্ত গ্রামে কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার নেই সেখানকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়া ও এগুলিকে তথ্যকেন্দ্র বা কার্যক্রম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।



*আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করছেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।*

RRRLF-এর যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। মানব সম্পদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাহায্য নেওয়া হবে। এই সমস্ত তথ্যকেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে—যে ক্ষেত্রে NATIONAL MISSION ON LIBRARIES-এর সম্পদ ব্যবহার করা হবে।

এই ধরনের তথ্যকেন্দ্র বা কার্যক্রম কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত, সম্পদ গঠন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন—বিল গেট্‌স ফাউন্ডেশন, রিড ইন্ডিয়া, সহজ, প্রথম, ডেলনেট প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হবে।

বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলকাতা ও আমেরিকান গ্রন্থাগার, কলকাতার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।



# ভার্চুয়াল গ্রন্থাগার

## ও অন্যান্য উদ্যোগ

গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার



অতীতকে পড়ি, ভবিষ্যৎকে লিখি

# সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বেলে

১৯৬৫ সালে তেহরানে আয়োজিত হয় বিশ্ব শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন। ওই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—১৯৬৬ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালন করা হবে। সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনে সবার দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই সাক্ষরতা দিবস পালনের সূচনা হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা সম্প্রতি, ২০১৬ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছি। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কো সাক্ষরতা দিবসে একটি বিশেষ শপথ গ্রহণ করে। এ বছরের শপথ হল—**'অতীতকে পড়ি, ভবিষ্যৎকে লিখি'** (READ THE PAST, WRITE THE FUTURE)।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে নানাভাবে সাক্ষরতার কাজ রূপায়িত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রথম 'জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি' (NAEP)—এর মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আকারে সাক্ষরতার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে 'জাতীয় সাক্ষরতা মিশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে সাক্ষরতার আন্দোলন শুরু হয়। 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন', 'সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি', 'প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি' ইত্যাদি নামে ধাপে ধাপে সাক্ষরতার কাজ চলতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৯০ সালে। মেদিনীপুর জেলায় এই কর্মসূচি প্রথম শুরু হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য জেলাতেও সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। কলকাতা বাদে বাকি সব জেলাই সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের আওতায় আসে। সাক্ষর হয়ে ওঠেন অনেক মানুষ।





*বয়স কোনো বাধা নয়। এসো শিখি লেখাপড়া।*



তবুও অনেক মানুষ নিরক্ষর থেকে যান। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র লেখা-পড়া ও হিসেব শেখাই সাক্ষরতার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজের সার্বিক মানোন্নয়ন। এই জন্য দরকার কার্যকরী সাক্ষরতার পাশাপাশি সমমান শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রবহমান শিক্ষা প্রভৃতি একসঙ্গে রূপায়ণ করা। এই উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে 'সাক্ষর-ভারত' কর্মসূচি রূপায়িত হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের যেসব জেলায় ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী নারী সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ-এর নীচে, সেইসব জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলে সাক্ষর-ভারত কর্মসূচির কাজ শুরু হয়। কর্মসূচির রূপায়ণের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার উপর।

কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যস্তরে রাজ্য সাক্ষরতা মিশনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে যথাক্রমে গঠিত হয় জেলা লোকশিক্ষা সমিতি, ব্লক লোকশিক্ষা সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত লোকশিক্ষা সমিতি। প্রতি গ্রাম-পঞ্চায়েতের ১টি করে লোকশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পঠন-পাঠন সহ নানা কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয় দুজন করে প্রেরককে। কর্মসূচির শুরুতে সমীক্ষা করে জেলাভিত্তিক নিরক্ষরের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এবং তার নিরিখে ১০/১২ জন নিরক্ষর পিছু একজন ভিটি মানোন্নয়ন করা হয়।

এই কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—বছরে দুবার মূল্যায়নের (মার্চ ও আগস্ট মাসে) ব্যবস্থা ও মূল্যায়নে সফল নব-সাক্ষরদের শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা। শংসাপত্র প্রদান করে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় সংস্থান ও জাতীয় সাক্ষরতা মিশন, যৌথভাবে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, এই কর্মসূচি রূপায়ণ করছে এবং তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাক্ষরতা মিশন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে যে জেলাগুলিতে নারী সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ বা তার নীচে ছিল, সেগুলি হল— বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া। এই ১৪৪টি ব্লকে এবং ১৩৬৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সাক্ষর-ভারত কর্মসূচির কাজ চলেছে। এই কর্মসূচির আর্থিক দায়ভার বহন করছে কেন্দ্র ও রাজ্য। কর্মসূচিতে গতির সঞ্চার করতে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতি বছর নবসাক্ষরদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত, প্রশাসন ও সাক্ষরতাপ্রেমী মানুষজনের সক্রিয় উদ্যোগে এবং সদিচ্ছায় আজ পর্যন্ত বহু মানুষ প্রাথমিক সাক্ষরতার মানে উত্তীর্ণ হয়ে শংসাপত্র পেয়েছেন।

## মূল্যায়নে রাজ্যের পড়ুয়াদের সাফল্যের খতিয়ান :

| সাল | জাতীয় মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা |
|---|---|
| ২০১০ | ৪০৮৬৬ |
| ২০১১ | ১৩২৪৭৫ |
| ২০১২ | ৬৭৬৬২২ |
| ২০১৩ | ৩৫৮৮৮৬ |
| ২০১৪ | ৩৯৯১৫১ |
| ২০১৫ | ১১,১১৫০৬ |
| **মোট** | **২৭,১৯৫০৬** |





কাজ অনেক হয়েছে, তবে শেষ হয়নি। আজও রাজ্যে বহু মানুষ নিরক্ষর রয়েছেন। তাদের অবশ্যই সাক্ষর করে তুলতে হবে। একই সাথে নিরন্তর চর্চার লক্ষ্যে আগ্রহী নবসাক্ষরদের জন্য সমমান শিক্ষার আয়োজন করতে হবে এবং প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচিকে আরো মজবুত ও গতিশীল করতে হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা মিশন রাজ্যস্তরে শিক্ষণ-শিখন এর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরামর্শের ও সহায়তার ভার দিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্টেট রিসোর্স সেন্টারগুলিকে। জেলাস্তরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জনশিক্ষণ সংস্থানগুলিকে।

মনে রাখা দরকার, সাক্ষর-ভারত কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য মানব সম্পদের পূর্ণবিকাশ। এই পথ সুদূরপ্রসারী। তাই আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে রাজ্যবাসীকে শপথ নিতে হবে— অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলব। নতুন ভবিষ্যৎ আমরা রচনা করব। আমাদের রাজ্যের কেউ নিরক্ষর থাকবে না। মানব সম্পদের পূর্ণ বিকাশের দিকে আমরা এগিয়ে যাব।

## পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্যের জেলাগুলিতে ৭ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার-২০১১

| রাজ্য / জেলার নাম | মোট সাক্ষরতা (শতাংশ) | পুরুষ সাক্ষরতা (শতাংশ) | মহিলা সাক্ষরতা (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| **পশ্চিমবঙ্গ** | **৭৬.২৬** | **৮১.৬৯** | **৭০.৫৪** |
| দার্জিলিং | ৭৯.৫৬ | ৮৫.৬১ | ৭৩.৩৩ |
| জলপাইগুড়ি | ৭৩.২৫ | ৭৯.৯৫ | ৬৬.২৩ |
| কোচবিহার | ৭৪.৭৮ | ৮০.৭১ | ৬৮.৪৯ |
| উত্তর দিনাজপুর | ৫৯.০৭ | ৬৫.৫২ | ৫২.১৭ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ৭২.৮২ | ৭৮.৩৭ | ৬৭.০১ |
| মালদা | ৬১.৭৩ | ৬৬.২৪ | ৫৬.৯৬ |
| মুর্শিদাবাদ | ৬৬.৫৯ | ৬৯.৯৫ | ৬৩.০৯ |
| বীরভূম | ৭০.৬৮ | ৭৬.৯২ | ৬৪.১৪ |
| বর্ধমান | ৭৬.২১ | ৮২.৪২ | ৬৯.৬৩ |
| নদিয়া | ৭৪.৯৭ | ৭৮.৭৫ | ৭০.৯৮ |
| উত্তর ২৪-পরগনা | ৮৪.০৬ | ৮৭.৬১ | ৮০.৩৪ |
| হুগলি | ৮১.৮০ | ৮৭.০৩ | ৭৬.৩৬ |
| বাঁকুড়া | ৭০.২৬ | ৮২.০৫ | ৬০.০৫ |
| পুরুলিয়া | ৬৪.৪৮ | ৭৭.৮৬ | ৫০.৫২ |
| হাওড়া | ৮৩.৩১ | ৮৬.৯৫ | ৭৯.৪৩ |
| কলকাতা | ৮৬.৩১ | ৮৮.৩৪ | ৮৪.০৬ |
| দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ৭৭.৫১ | ৮৩.৩৫ | ৭১.৪০ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ৭৮.০০ | ৮৫.২৫ | ৭০.৫০ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | ৮৭.০২ | ৯২.৩২ | ৮১.৩৭ |

## ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার-২০১১

| ক্রমিক | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মোট শিক্ষার হার (%) | পুরুষ শিক্ষার হার (%) | মহিলা শিক্ষার হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| | **ভারত** | **৬৯.২৮** | **৭৮.৮৪** | **৫৯.২৬** |
| ১ | অন্ধ্রপ্রদেশ/তেলেঙ্গানা | ৬২.২৫ | ৭১.৪৮ | ৫৩.১১ |
| ২ | অরুণাচল প্রদেশ | ৬২.০৪ | ৭০.৯৭ | ৫২.৩২ |
| ৩ | আসাম | ৬৮.৯৫ | ৭৬.০৭ | ৬১.৫১ |
| ৪ | বিহার | ৫৫.৪১ | ৬৭.৪৫ | ৪২.২৪ |
| ৫ | ছত্তিশগড় | ৬৫.৩৪ | ৭৭.৭০ | ৫২.৯৭ |
| ৬ | গোয়া | ৮৭.৭২ | ৯২.২৩ | ৮৩.১৪ |
| ৭ | গুজরাত | ৭৪.৯৮ | ৮৪.১৫ | ৬৫.১৭ |
| ৮ | হরিয়ানা | ৭১.৯৮ | ৮২.০৯ | ৬০.৭৭ |
| ৯ | হিমাচল প্রদেশ | ৮০.৩৭ | ৮৮.৩০ | ৭২.৪২ |
| ১০ | জম্মু ও কাশ্মীর | ৬২.৭২ | ৭৪.৩০ | ৪৯.৭৫ |
| ১১ | ঝাড়খণ্ড | ৬০.৩৭ | ৭৩.৫৭ | ৪৬.৪৬ |
| ১২ | কর্ণাটক | ৭১.৮৮ | ৮০.২২ | ৬৩.৩৯ |
| ১৩ | কেরালা | ৯৩.৪৬ | ৯৫.৯৩ | ৯১.২৭ |
| ১৪ | মধ্যপ্রদেশ | ৬৩.৯৪ | ৭৫.৮২ | ৫১.২২ |
| ১৫ | মহারাষ্ট্র | ৮০.২৩ | ৮৭.৩৯ | ৭২.৬২ |
| ১৬ | মণিপুর | ৭৫.৭৩ | ৮৩.৮১ | ৬৭.৬৯ |
| ১৭ | মেঘালয় | ৭২.৮৩ | ৭৫.৩৬ | ৭০.৩০ |
| ১৮ | মিজোরাম | ৯১.৩২ | ৯৩.৬৫ | ৮৮.৯৩ |
| ১৯ | নাগাল্যান্ড | ৭৮.৮৭ | ৮২.৯৪ | ৭৪.৪৯ |
| ২০ | ওড়িশা | ৬৯.৩৯ | ৭৯.৮৪ | ৫৮.৮০ |
| ২১ | পাঞ্জাব | ৭৩.০২ | ৭৮.২৯ | ৬৭.৩২ |
| ২২ | রাজস্থান | ৬০.২৭ | ৭৬.১২ | ৪৩.৫৬ |
| ২৩ | সিকিম | ৭৮.৯৯ | ৮৫.৩৭ | ৭১.৬০ |
| ২৪ | তামিলনাড়ু | ৭৭.৪৬ | ৮৫.২১ | ৬৯.৮১ |
| ২৫ | ত্রিপুরা | ৮৫.৭৭ | ৯০.৯১ | ৮০.৪২ |
| ২৬ | উত্তরপ্রদেশ | ৬২.৪৪ | ৭৪.৬০ | ৪৯.২৩ |
| ২৭ | উত্তরাখণ্ড | ৭৫.৪৬ | ৮৬.০৬ | ৬৪.৮২ |
| ২৮ | পশ্চিমবঙ্গ | ৭৩.২৭ | ৭৯.৮৮ | ৬৬.২৯ |
| ২৯ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৮৫.০৪ | ৮৯.৩৯ | ৭৯.৯২ |
| ৩০ | চণ্ডীগড় | ৮৪.৮৪ | ৮৪.৪০ | ৭৯.২১ |
| ৩১ | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৭২.০৪ | ৮৩.০৭ | ৫৫.৬৬ |
| ৩২ | দমন ও দিউ | ৮৬.০৬ | ৯১.২১ | ৭৬.৭৮ |
| ৩৩ | লাক্ষাদ্বীপ | ৯১.৬১ | ৯৬.০১ | ৮৬.৮৯ |
| ৩৪ | দিল্লি (এন.সি.টি) | ৮৪.৮০ | ৯০.৪৬ | ৭৮.৩২ |
| ৩৫ | পণ্ডিচেরী | ৮৪.৪০ | ৯০.৭৩ | ৭৮.৪৪ |

# পৃথিবীর সাক্ষরতার হার (১৫ ও তার বেশি বয়সি)
## (ইউনেস্কো প্রকাশিত-২০১৫)

| পৃথিবী | ৮৬.৩ শতাংশ (মোট সাক্ষরতা) | ৯০.০ শতাংশ (পুরুষ সাক্ষরতা) | ৮২.৭ শতাংশ (মহিলা সাক্ষরতা) |
|---|---|---|---|
| এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাক্ষরতার হার (১৫ ও তার বেশি বয়সি) | | | |
| দেশের নাম | মোট সাক্ষরতা (শতাংশ) | পুরুষ সাক্ষরতা (শতাংশ) | মহিলা সাক্ষরতা (শতাংশ) |
| আফগানিস্তান | ৩৮.২ | ৫১.০ | ২৪.২ |
| আর্মেনিয়া | ৯৯.৮ | ৯৯.৮ | ৯৯.৭ |
| আজারবাইজান | ৯৯.৮ | ৯৯.৯ | ৯৯.৭ |
| বাহারিন | ৯৫.৭ | ৯৬.৯ | ৯৩.৫ |
| বাংলাদেশ | ৬১.৫ | ৬৪.৬ | ৫৮.৫ |
| ভুটান | ৬৪.৯ | ৭৩.১ | ৫৫.০ |
| ব্রুনেই দার এস সালাম | ৯৬.৪ | ৯৭.৭ | ৯৫.১ |
| কম্বোডিয়া | ৭৭.২ | ৮৪.৫ | ৭০.৫ |
| চিন | ৯৬.৪ | ৯৮.২ | ৯৪.৫ |
| সাইপ্রাস | ৯৯.১ | ৯৯.৫ | ৯৮.৭ |
| জর্জিয়া | ৯৯.৮ | ৯৯.৮ | ৯৯.৭ |
| **ভারত** | **৭২.১** | **৮০.৯** | **৬২.৮** |
| ইন্দোনেশিয়া | ৯৩.৯ | ৯৬.৩ | ৯১.৫ |
| ইরান | ৮৬.৮ | ৯১.২ | ৮২.৫ |
| ইরাক | ৭৯.৭ | ৮৫.৭ | ৭৩.৭ |
| জর্ডন | ৯৬.৭ | ৯৮.১ | ৯৫.২ |
| কাজাখস্তান | ৯৯.৮ | ৯৯.৮ | ৯৯.৮ |
| উত্তর কোরিয়া | ১০০.০ | ১০০.০ | ১০০.০ |
| কুয়েত | ৯৬.২ | ৯৬.৯ | ৯৫.০ |
| কিরঘিজিস্তান | ৯৯.৫ | ৯৯.৬ | ৯৯.৪ |
| লাওস | ৭৯.৯ | ৮৭.১ | ৭২.৮ |
| লেবানন | ৯৩.৯ | ৯৬.০ | ৯১.৮ |
| মালয়েশিয়া | ৯৪.৬ | ৯৬.২ | ৯৩.২ |
| মালদ্বীপ | ৯৯.৩ | ৯৯.৮ | ৯৮.৮ |
| মঙ্গোলিয়া | ৯৮.৪ | ৯৮.২ | ৯৮.৬ |
| মায়ানমার | ৯৩.১ | ৯৫.২ | ৯১.২ |
| নেপাল | ৬৪.৭ | ৭৫.৬ | ৫৫.১ |

| পৃথিবী | ৮৬.৩ শতাংশ (মোট সাক্ষরতা) | ৯০.০ শতাংশ (পুরুষ সাক্ষরতা) | ৮২.৭ শতাংশ (মহিলা সাক্ষরতা) |
|---|---|---|---|
| এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাক্ষরতার হার (১৫ ও তার বেশি বয়সি) | | | |
| দেশের নাম | মোট সাক্ষরতা (শতাংশ) | পুরুষ সাক্ষরতা (শতাংশ) | মহিলা সাক্ষরতা (শতাংশ) |
| ওমান | ৯৪.৮ | ৯৬.৯ | ৯০.০ |
| পাকিস্তান | ৫৬.৪ | ৬৯.৬ | ৪২.৭ |
| ফিলিপিন্‌স | ৯৬.৩ | ৯৫.৮ | ৯৬.৮ |
| কাতার | ৯৭.৮ | ৯৭.৯ | ৯৭.৩ |
| সৌদি আরব | ৯৪.৭ | ৯৭.০ | ৯১.১ |
| সিঙ্গাপুর | ৯৬.৮ | ৯৮.৭ | ৯৫.১ |
| শ্রীলঙ্কা | ৯২.৬ | ৯৩.৬ | ৯১.৭ |
| সিরিয়া | ৮৬.৪ | ৯১.৭ | ৮১.০ |
| তাজিকিস্তান | ৯৯.৮ | ৯৯.৮ | ৯৯.৭ |
| থাইল্যান্ড | ৯৬.৭ | ৯৬.৬ | ৯৬.৭ |
| তুরস্ক | ৯৫.০ | ৯৮.৪ | ৯১.৮ |
| তুর্কমেনিস্তান | ৯৯.৭ | ৯৯.৮ | ৯৯.৬ |
| সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | ৯৩.৮ | ৯৩.১ | ৯৫.৮ |
| উজবেকিস্তান | ৯৯.৬ | ৯৯.৭ | ৯৯.৫ |
| ভিয়েতনাম | ৯৪.৫ | ৯৬.৩ | ৯২.৮ |
| ইয়েমেন | ৭০.১ | ৮৫.১ | ৫৫.০ |



বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

# ওরাও পিছিয়ে থাকবে না

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের যে সকল কর্মকাণ্ড রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা। ১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬১-ইডিএন (এমইই) মোতাবেক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি কারিগরি শিক্ষা অধিকার থেকে জনশিক্ষা প্রসার অধিকারে স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু যথা দৃষ্টিজনিত, শ্রবণজনিত এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ৭৪টি সরকার পোষিত বিশেষ বিদ্যালয় এবং ৭৪টি সরকার অনুমোদিত বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে এই সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

নিম্নে জেলাভিত্তিক সরকার পোষিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলির তালিকা দেওয়া হল।

*কলকাতার মুকুন্দপুরের হেলেন কেলার বধির বিদ্যালয়*



# সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের তালিকা

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ |
|---|---|---|---|
| (১) | কোচবিহার | নর্থ ইভানজুলিক্যাল লুথার্ন চার্চ স্কুল ফর দি ব্লাইন্ড | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী |
| (২) | | জ্ঞানদ্বীপ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৩) | | আকরাহাট দিশারী হ্যান্ডিক্যাপড স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৪) | জলপাইগুড়ি | সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী |
| (৫) | | প্রেরণা এডুকেশনাল সেন্টার | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৬) | | সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৭) | দার্জিলিং | নর্থ বেঙ্গল ইন্সটিটিউট অফ হেয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৮) | | সেলভেশন আর্মি | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৯) | দক্ষিণ দিনাজপুর | সুচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (১০) | মালদা | সুবোধ কুমার মিশ্র মেমোরিয়াল ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী |
| (১১) | | পিপলা রেসিডেন্সিয়াল ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (১২) | | আরপি রায় মেমোরিয়াল ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী |
| (১৩) | | নারী কল্যাণ সমিতি | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (১৪) | বীরভূম | সিউড়ি ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (১৫) | | শ্রী অরবিন্দ ইন্সটিটিউট ফর দি সাইটলেস | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (১৬) | | রামকৃষ্ণ সত্যানন্দ দৃষ্টিদীপ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (১৭) | বাঁকুড়া | ডিসায়ার্ড ইন্সটিটিউট | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (১৮) | | বাঁকুড়া সম্মিলনী ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (১৯) | | জ্যোতি প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (২০) | পুরুলিয়া | মানভূম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষায়তন | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (২১) | | মানভূম মূক ও বধির বিদ্যাপীঠ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (২২) | পূর্ব মেদিনীপুর | বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম ফর দি ব্লাইন্ড | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (২৩) | | কন্টাই ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (২৪) | | বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন | মানসিক প্রতিবন্ধী। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (২৫) | | ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, চৈতন্যপুর | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (২৬) | | শ্রুতি | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (২৭) | | ময়না রামকৃষ্ণায়ন অ্যাসোসিয়েশন | মানসিক প্রতিবন্ধী। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (২৮) | | নিমতৌড়ি পল্লী উন্নয়ন সমিতি | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (২৯) | পশ্চিম মেদিনীপুর | সাথী | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৩০) | | নিমবার্ক মঠ প্রতিবন্ধী শিক্ষা নিকেতন | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৩১) | | বরাগর শশাঙ্ক শেখর বোধ নিকেতন | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৩২) | | প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র | মানসিক প্রতিবন্ধী মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ |
|---|---|---|---|
| (৩৩) | মুর্শিদাবাদ | মহারানি নীলিমা প্রভা ইন্সটিটিউট ফর ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৩৪) | | ঝুনকা প্রতিবন্ধী আলোক নিকেতন | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৩৫) | নদিয়া | নবদ্বীপ এপিসি ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৩৬) | হুগলি | লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ফর দা সাইটলেস | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৩৭) | | আনিসুলেবান স্কুর ফর দি মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৩৮) | | প্রবর্তক ইন্সটিটিউট ফর দি মেন্টালি রিটার্ডেড | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৩৯) | | তারকেশ্বর প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৪০) | | বিজয়কৃষ্ণ মোদক স্কুল ফর দি হ্যান্ডিক্যাপড | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৪১) | | শ্রীরামপুর চাইল্ড গাইডেন্স সেন্টার | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৪২) | হাওড়া | আনন্দ ভবন ডেফ্ অ্যান্ড ব্লাইন্ড স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৪৩) | | রাঘবেন্দ্র ব্যানার্জি ইন্সিটিটিউট ফর এম.আর চিল্ড্রেন্স | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৪৪) | | হাওড়া ভাষা বিকাশ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৪৫) | উত্তর ২৪-পরগনা | নৈহাটি অ্যাপেক্স ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৪৬) | | ইছাপুর ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৪৭) | | মহাদেব দাস ইন্সটিটিউট ফর হ্যান্ডিক্যাপড চিল্ড্রেন্স | দৃষ্টিহীন ও মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৪৮) | | মূক ও বধির বিদ্যামন্দির | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৪৯) | | বসিরহাট রি-লাইফ হ্যান্ডিক্যাপড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৫০) | | রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ইন্সটিটিউট ফর ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব অ্যান্ড ব্লাইন্ড, সূর্যপুর | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |



| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিভাগ |
|---|---|---|---|
| (৫১) | দক্ষিণ ২৪-পরগনা | রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমি, নরেন্দ্রপুর | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৫২) | | ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৫৩) | | ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর দ্য সাইটসলেস | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৫৪) | | হেলেন কেলার বধির বিদ্যালয় | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৫৫) | | অন্তরঙ্গ মানসিক মহিলা প্রতিবন্ধী বিদ্যানিকেতন | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৫৬) | | সাউথ সুন্দরবন এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল ইন্সটিটিউট | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৫৭) | বর্ধমান | বৈদ্যপুর বিকাশভারতী প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৫৮) | | বিধানচন্দ্র প্রতিবন্ধী কর্মকেন্দ্র | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৫৯) | | বর্ধমান ব্লাইন্ড আকাদেমি | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৬০) | | স্বয়ম্ভর | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৬১) | | দত্ত দারিয়াটন স্বামী বিবেকানন্দ মনন কল্যাণ কেন্দ্র | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৬২) | | ইন্সটিটিউট অব হেয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৩) | | কুসুমগ্রাম নেতাজি মূক বধির বিদ্যাপীঠ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৪) | | শ্রীমা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৫) | কলকাতা | ক্যালকাটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৬) | | ক্যালকাটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল (মর্নিং সেকশন) | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৭) | | ট্রেনিং কলেজ ফর দ্য টিচার্স অফ দ্য ডেফ্ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৬৮) | | আশুতোষ ইন্সটিটিউশন | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৬৯) | | বোধীপীঠ (স্কুল সেকশন) | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৭০) | | লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |
| (৭১) | | আইডিয়াল স্কুল ফর দ্য ডেফ্ | মূক ও বধির প্রতিবন্ধী |
| (৭২) | | নোবেল মিশন, সাউথ ক্যালকাটা | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৭৩) | | বেহালা বোধায়ন | মানসিক প্রতিবন্ধী |
| (৭৪) | | ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ড | দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী |



জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠনের গুনগত মান এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলির সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণ শিখন সামগ্রী, শ্রবণ যন্ত্র, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র, খেলার সামগ্রী ও বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা-সহ নানা প্রকার আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালের ৭টি সরকার পোষিত বিশেষ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল।

## নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

| ক্রমিক সংখ্যা | বিদ্যালয়ের নাম | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | সফল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রথম বিভাগ | স্টার মার্কস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ আকাদেমি, নরেন্দ্রপুর দঃ চব্বিশ পরগনা | ১৬ | ১৬ | - | ১৬ | ১৬ | ১৬ |
| (২) | ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল, কলকাতা | ১৫ | ৯ | ৬ | ১৫ | ০৬ | - |
| (৩) | হেলেন কেলার বধির বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ২৬ | ১১ | ৭ | ২৬ | - | - |
| (৪) | ক্যালকাটা ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল, কলকাতা | ৩০ | ১৯ | ১১ | ৩০ | - | - |
| (৫) | লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড, কলকাতা | ১৪ | ১৩ | ১ | ১৪ | - | - |
| (৬) | বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড, পূর্ব মেদিনীপুর | ৯ | ৮ | ১ | ৯ | ৯ | ৯ |
| (৭) | লুইস ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ফর দ্য সাইটলেস, হুগলি | ৯ | ৫ | ৪ | ৯ | ৭ | - |

*নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ আকাদেমির কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র*



## ২০১৬ সালের সরকার পোষিত বিশেষ বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল

| ক্রমিক সংখ্যা | বিদ্যালয়ের নাম | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | সফল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ আকাদেমি, নরেন্দ্রপুর দঃ চব্বিশ পরগণা | ১০ | ১০ | - | ১০ | ১০ |
| (২) | ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল, কলকাতা | ৭ | - | ৭ | ৭ | ৭ |
| (৩) | লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড, কলকাতা | ১১ | ৮ | ৩ | ১১ | ৯ |
| (৪) | বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড, পূর্ব মেদিনীপুর | ১৫ | ১৩ | ২ | ১৫ | ১৫ |



## বিধানচন্দ্র প্রতিবন্ধী কর্মকেন্দ্র বিদ্যালয়

এই সকল বিশেষ বিদ্যালয়ের দ্বারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



## সাফল্যগাথা :

### বিশ্বকবিতা উৎসবে দৃষ্টিহীন ছাত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি

সুবোধ সেন দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের আবাসিক দৃষ্টিহীন ছাত্র অভিজিৎ সাহা বিশ্বকবিতা উৎসবে উজ্জ্বল উপস্থিতি দিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণিতে থাকাকালীন জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যস্তরে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার ছিনিয়ে নেন। এরপর তার যোগাযোগ হয় কলকাতার 'স্পর্শনন্দন' পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে। বিশ্বের প্রথম ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি এই



পত্রিকাতে অভিজিতের কবিতা জায়গা পায়। কলকাতার এই মেলায় পত্রিকার পাঠকদের নজরে আসে তাঁর কবিতা। প্রশংসা করেন জয় গোস্বামী, শঙ্ঘ ঘোষের মতো কবিরা। ওই পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত স্বরচিত কবিতার প্রতিযোগিতায় গোটা রাজ্যের সপ্তম স্থান লাভ করেন অভিজিৎ। সেই সুবাদেই এবার বিশ্বকবিতার উৎসবে ডাক পড়েছে তাঁর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দৃষ্টিহীন কবিরা স্পর্শনন্দন পত্রিকায় লেখেন। তাঁদের মধ্যে থেকে ২০১৬ সালে কলকাতার গোলপার্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বকবিতা উৎসবে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য মোট ৫ জন ডাক পেয়েছিলেন, অভিজিৎ তাঁদের মধ্য একজন। ডুয়ার্সের প্রান্তিক জনপদ কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দারাও গর্বিত অভিজিতের এই সাফল্যে।

## মূক-বধির ছাত্রের জাতীয় পুরস্কার লাভ

কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র স্বরূপ নস্কর ২০১৩ সালে এই শতাব্দীপ্রাচীন বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মূক-বধিরতার বাধা পার করে স্বরূপ নিজের মনের ভাব প্রকাশের ভঙ্গিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান মূকাভিনয়ের মাধ্যমে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল মহাশয়ার কাছ থেকে মূকাভিনয়ের জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করেন। স্বরূপ নস্করের এই উজ্জ্বল কৃতিত্বে তাঁর পরিবার সহ বিদ্যালয়ের সকল মূক-বধির ছাত্র-ছাত্রীরা গর্বিত। তাঁর সাফল্য সকল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে চলেছে।






জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ-এর
হাত ধরে
রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা
সরকার ও জনগণের একমাত্র সেতু

সুদৃশ্য, তথ্যসমৃদ্ধ 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা
পড়তে, দেখতে, তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে গ্রন্থাগারে

রাজ্যের ২৪৬০টি গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে নতুন, পুরনো সব সংখ্যা

এছাড়া 'এগিয়ে বাংলা'—সরকারি
পোর্টালে 'পশ্চিমবঙ্গ' এখন পড়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার গ্রাহক
হওয়ার বিষয়েও তথ্য জানা যাবে।

ঘরে বসে মাত্র ১০০ টাকায় পশ্চিমবঙ্গ পান সারা বছর।

**ব্লকে ব্লকে এজেন্ট নেওয়া হবে**

বর্তমান প্রাপ্তিস্থান

**১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০০১০, দূরভাষ্ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪**
**বইঘর - রবীন্দ্রসদন**

# রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস



উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের সময় বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে সমাজ সংস্কার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সাথে নিরাশ্রয় ও অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়, যাতে অংশগ্রহণ করেন তৎকালীন দেশীয় জমিদার, সমাজসেবী ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।



*ধান্যকুড়িয়া বালিকা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস*

১৯৪৩ সালে বাংলায় রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ওই বছর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) সমগ্র বাংলা জুড়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের করাল ছায়া গ্রাস করলে ত্রাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব বিভাগই একাধিক নিরাশ্রয় আবাস ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে ওই সব আশ্রমের শিশুদের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে, ১৯৪৪ সালে শিক্ষা বিভাগের অধীনে আনা হয়।

১৯৮৯ সালে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং তার অধীনে আসে জনশিক্ষা প্রসার অধিকার। বর্তমানে জনশিক্ষা প্রসার অধিকার রাজ্যের ১০টি রাষ্ট্রীয়, ১টি পোষিত আবাসের প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব ছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে আরও ৩৫টি কল্যাণ আবাসের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে।

বর্তমানে ১০টি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসের মধ্যে চারটি উত্তর চব্বিশ পরগনার বাণীপুরে অবস্থিত। বাণীপুর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস এবং অন্যান্য আরও ছয়টি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসের বিবরণী নিম্নরূপ –

## বাণীপুর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাণীপুরে অবস্থিত বাণীপুর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসসমূহ এক ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত ২৪ পরগনার বাইগাছির (অধুনা বাণীপুর) সেনা নিবাসে প্রথমে এই আবাসের ক্যাম্প-১ স্থাপিত হয়। এরপর নরসিংহ দাস কোঠারির দানের টাকায় ১৯৬০ সালে নরসিংহদাস কোঠারি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসের উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়। পরে আরও দুটি, মোট চারটি হোম নিয়ে তৈরি হয় যেটি জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের সর্ববৃহৎ হোম। এই আবাসসমূহে ৮৭০ জন আবাসিকের থাকার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এখানে ২৫৫ জন আবাসিক আছে।

১৯৬৮ সালে এখানকার বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীনে আবাসসমূহের মধ্যে এখানেই মাধ্যমিক স্কুল আছে।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্য সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় যেমন – দেওয়াল পত্রিকা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসে আঁকো, জিমনাস্টিক, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা, অঙ্কন প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। আবাসিকদের স্বহস্তে ঝুলন ও সরস্বতী পূজা এই আবাসের ঐতিহ্য। উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ, পুষ্টি ও চিকিৎসার বিষয়েও এই ভবন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

এই আবাস থেকে বহু ছাত্রই আজ দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাদের মধ্যে -

১) অশোক নাথ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট।

২) মানিক রায় ঘটক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা ভবনের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি।

৩) মন্টু রায়, অ্যাডভোকেট, বারাসাত জেলা কোর্ট।

এছাড়া বায়ুসেনা, নৌসেনা, কাস্টমস, পুলিশ, স্কুল এবং খেলার জগতে বর্তমানে অনেকে নিযুক্ত আছেন।



*বাণীপুর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস*

## কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অন্যতম আবাস হল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস।

১৯৪৩ সালের ৩ জানুয়ারি এই আবাসের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এই আবাসে আবাসিকের সংখ্যা ১৩০ জন। এই আবাসের একটি প্রাথমিক ও একটি জুনিয়র হাই স্কুল আছে, যেখানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আবাসিক ছাত্ররা পঠন-পাঠন করে।

বিদ্যালয় শিক্ষা ছাড়াও ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সারা বছর ধরে খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## কাঁথি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে অবস্থিত জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনস্থ কাঁথি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসটি এক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১৯৪৩ সাল হলেও ১৯৪৫ সালেই অবিভক্ত মেদিনীপুরের বালিসাইতে সরকারিভাবে এই আলয়টির সফল কার্যকলাপ শুরু হয়। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী পাল ও বসন্ত কুমার দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান ঠিকানায় ভাড়া বাড়িতে আলয়টি স্থাপিত হয়। আসন সংখ্যা ১৫০ হলেও বর্তমানে আবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা ৭২ জন। আলয়ের নিজস্ব জুনিয়র বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির পঠন-পাঠনের জন্য স্থানীয় চন্দ্রামনী ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা আছে।

পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। মানসিক, শারীরিক ও শৈল্পিক বিকাশের জন্য খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে এই আবাসের জন্য নিজস্ব ভবন তৈরির কাজ চলছে।



*ধান্যকুড়িয়া গাইন গার্ডেনের প্রবেশদ্বার*

## বাঁকুড়া রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

বাঁকুড়া সদর শহরের পশ্চিম প্রান্তে জেলা সদর হাসপাতালের পাশে ৫২ বিঘা জায়গা ব্যাপী বাঁকুড়া রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসটি ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনাথ, দুস্থ শিশু কন্যারা এখানে সরকারি খরচে থাকা, খাওয়া ও পড়াশুনার সুযোগ পায়।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ১৫০ জন আবাসিক বালিকার প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ে করা হয়। খোলামেলা, ঘরোয়া, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ আবাসিকদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সাহায্য করে। শৈল্পিক ও নান্দনিকতা বিকাশের জন্য খেলাধূলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## ধান্যকুড়িয়া বালিকা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ধান্যকুড়িয়ায় অবস্থিত ধান্যকুড়িয়া বালিকা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আলয়টি জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অন্যতম আবাস। ১৯৪৮ সালে এটি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। টাকি রোডের পাশে ৯ একর এলাকা জুড়ে সুবিশাল ও সুসজ্জিত এই প্রাচীন জমিদার বাড়ি রোমান শিল্প-স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। স্থানীয় জমিদার গাইনদের মালিকানাধীন থাকায় এটি 'গাইন গার্ডেন' নামে সর্বাধিক পরিচিত। সুরম্য এই অট্টালিকাটি সত্যি দৃষ্টিনন্দন।

এই আলয়ে ২০০ জন আবাসিকের মধ্যে বর্তমানে ৮৫ জন আছে। এখানে একটি জুনিয়ার হাই

স্কুল আছে, যেখানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে এবং নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীরা বাইরের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে।

এছাড়া শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাইরের বহু অনুষ্ঠানে আবাসিকরা অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছে।

## সিউড়ি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

লালমাটি আর আউল-বাউলের প্রাণের বীরভূম জেলায় জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সিউড়ি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাসটি ১৯৬৮ সালের ১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনাথ, দুস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বালকদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য এই আবাসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই কল্যাণ আবাসে ১০০ জন আবাসিকের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তবে বর্তমানে ৯৬ জন আবাসিক ছাত্র এখানে আছে। কল্যাণ আবাসের নিজস্ব বিদ্যালয় না থাকলেও পার্শ্ববর্তী বেলপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাণীমন্দির অমিতরঞ্জন শিক্ষা নিকেতন (হাই স্কুল) থেকে আবাসিক ছাত্ররা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে।

আবাসিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টির দিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন। মানসিক ও শৈল্পিক বিকাশের জন্য খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজিত হয়।

## দুধকুণ্ডি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের অধীন সর্বকনিষ্ঠ আবাস হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার রাজবাসায় অবস্থিত মহুয়া, শাল, সেগুন ঘেরা দুধকুণ্ডি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আবাস। ২০১৩ সালের ১২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী জনাব আবদুল করিম চৌধুরী এবং বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই আবাসটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ১০০ জন আবাসিকের মধ্যে বর্তমানে ৯৯ জন পঠন-পাঠনরত। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের নিজ কল্যাণ আবাসে পড়াশুনার সুযোগ আছে।



# দারিদ্র্য-জয়ী দুই লড়াকু আবাসিকের কাহিনি

## সমীর পাত্র



বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব সাতগাছিয়ার হিন্দু মিশন বয়েজ ওয়েলফেয়ার হোম (গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড) এর এক আবাসিক ছাত্র, নাম— সমীর পাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার অধিকার কর্তৃক ১৪-৯-২০০১ তারিখের ৭৩৮। ১ (৩) এস ডব্লিউ পত্রাংকের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য তাকে আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি করানো হয়।

তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা হল — গ্রাম - পূর্ব গোবিন্দপুর, পোঃ প্রাসাদপুর, থানা— জাঙ্গীপাড়া, জেলা হুগলী, পিন কোড—৭১২৪০৪।

তার পিতার নাম শ্রীযুক্ত কেনারাম পাত্র এবং মাতার নাম শ্রীমতী চায়না পাত্র। সে অত্যন্ত দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সন্তান হয়েও তার ভদ্রতা, সততা, নম্রতা, বিনয়ীস্বভাব, শিষ্টাচার এবং সর্বোপরি সমস্ত শিক্ষক এবং কর্মচারীদের প্রতি বাধ্য আচরণ, সকলের মনে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল।

২০০৬ সালে সে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৬৭৪ নম্বর (৮৪.২৫%) পেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। এরপর ২০০৮ সালে কালনা মহারাজা হাইস্কুল থেকে ৩৩৫ নম্বর (৬৭%) পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে। সরকারি নিয়মানুযায়ী একজন

*বর্ধমানের হিন্দু মিশন বয়েজ*



ছাত্র হোমে মাধ্যমিক পরীক্ষা অথবা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত থাকার অনুমতি পায়। কিন্তু এই ছাত্রের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রামের কথা চিন্তা করে হোমের সুপারিন্টেন্ডেট এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ তাদের ন্যূনতম সামর্থ্যের ভিতরেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করার পর সে বাড়ি ফিরে যায় এবং অনেক উচ্চাশা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বি.এস.সি (অনার্স) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালে ৪৯৪ নম্বর (৬১.৭৫%) পায়।

সে এই পর্যায়ে এসেও নিজেকে থামিয়ে না রেখে পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশুনো চালিয়ে যায়। আই.আই.টি কানপুর থেকে ২০১৩ সালে রসায়নে ৭২% নম্বর পেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কানপুর আই.আই.টি-এর মতো উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মানুষ তৈরির কারিগর হিসাবে সে নিজেকে প্রাথমিক শিক্ষার কাজে যুক্ত করেছে। বর্তমানে সে হুগলী জেলার রাজবলহাট-এর বাদুরচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সে প্রতিনিয়ত হোমের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং আবাসিক ছাত্রদের বড়ভাইয়ের মতো উৎসাহ, উপদেশ প্রদান করে থাকে।

কেবলমাত্র সমীর পাত্র-ই নয়, এখানকার অন্যান্য অনেক আবাসিকই উচ্চ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকে আবার সময়ের কালগহ্বরে হারিয়ে গেছে। সমীর পাত্র আমাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিরাজ করছে।

## সোমা সিংহ



কাঁথি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ আলয়ে গত ৮-৮-২০০৫ তারিখে বিধবা মা শ্রীমতি সন্ধ্যা সিংহ তার মেয়ে সোমা সিংহকে আবাসিক হিসাবে ভর্তি করান। তখন তার বয়স মাত্র ৭ বছর (জন্ম তারিখ ৩০-৮-১৯৯৮)। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে তার বাবা দীপক সিংহ, গ্রাম–ঘোড়াবেড়িয়া, পোস্ট–পশ্চিম নইছনপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা, গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান এবং তার মা তিন মেয়েকে নিয়ে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু করেন। আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য পাননি। এইরূপ পরিস্থিতিতে তিনি তার বড় মেয়ে সুষমা সিংহকে এই আলয়ে আগেই ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু তিনি লোকের বাড়িতে কাজ করার জন্য অন্য দুটি মেয়েকে দেখাশুনা করার কেউ থাকত না। সেইজন্য তিনি তার মেজ মেয়ে সোমা সিংহকে এই আলয়ে ভর্তি করেন এবং ছোট মেয়েকে অন্যত্র বেসরকারি আলয়ে ভর্তি করেন।

সোমা সিংহ এই আলয়ের অন্তর্গত জুনিয়র বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে। তারপর সে কাঁথি চন্দ্রামনী ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণি থেকে পড়াশুনা করে। সোমা ছোটবেলা থেকে খুবই চুপচাপ ও মিষ্টি স্বভাবের ছিল এবং পড়াশুনাতে খুবই আগ্রহ ছিল। বিদ্যালয়ে বরাবরই পরীক্ষার ফল খুব ভালো করত। সে পড়াশুনার বিষয়ে কোনরূপ শৈথিল্য দেখাত না। সব বিষয়ে জানার আগ্রহ ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি আলয়ের তত্ত্বাবধানে কমপিউটারের বেসিক কোর্স সম্পূর্ণ করে। আলয়ের আবাসিকদের কোনরূপ প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য আলয়ের অধিক্ষীকা অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সাথে তাকেও কীভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, কীভাবে পড়া তৈরি করতে হবে ইত্যাদি সেই বিষয়ে সাহায্য করতেন। সোমা সেইটুকু সম্বল করে নিজ অধ্যবসায় এবং লক্ষ্য স্থির রেখে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৭০.১৪% নম্বর পেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়, যা কিনা তার নিজস্ব পরিশ্রমের ফল।

## বাঁকুড়া, পুরুলিয়া

# উন্নয়নের সফরনামা

পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলো দীর্ঘ বঞ্চনা আর অবহেলার ধারাবাহিক ইতিহাস বহন করে চলছিল। গত ছয় বছরে সেখানে এসেছে পরিবর্তন। ব্যাপক পরিবর্তন। ‘খাদ্য নিরাপত্তা’ আজ এই অঞ্চলকে ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। তৈরি হচ্ছে উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো।

মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘটে চলেছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে আসছেন মহিলারা। সার্বিক উন্নয়নের ধ্বজা আজ তাঁদের হাতে।

পাঁচটি ভাষায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার পক্ষ থেকে ‘টিম পশ্চিমবঙ্গ’ গিয়েছিল বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া, এই দুই জেলায়—প্রান্তিক মানুষের জীবনে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের ছোঁয়া লেগেছে কীভাবে সেটাই চাক্ষুষ করতে।

পাতায় পাতায় তারই অনুভব, অভিজ্ঞতা, আশা, হতাশা, বেদনা, যন্ত্রণার সঙ্গে তথ্য, ছবি, পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। এভাবেই হয়েছে সরকারের সঙ্গে রাজ্যের মানুষের ‘সেতু বন্ধন’-এর কাজ।

সরকারের সর্বোচ্চ তল থেকে শুরু করে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের প্রতিটি স্তর, সাধারণ মানুষ সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি হয়েছে নানা প্রতিবেদনের মালা।

ছবি : কাজল বিশ্বাস



# একনজরে বাঁকুড়া




## প্রশাসনিক তথ্য

| | |
|---|---|
| মহকুমা | ৩ |
| পুরসভা (২০১১) | ৩ |
| পৌর নিগম (২০১১) | — |
| ব্লক | ২২ |
| থানা (২০১৩) | ২৩ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত | ১৯০ |
| বসতিগ্রাম (২০১১) | ৩৫৮৫ |
| এলাকা (বর্গ কিমি) | ৬৮৮২ |

## জনপরিসংখ্যান

| | | |
|---|---|---|
| **জনসংখ্যা (২০১১)** | **মোট** | **৩৫,৯৬,৬৭৪** |
| | পুরুষ | ১৮,৩৮,০৯৫ |
| | নারী | ১৭,৫৮,৫৭৯ |
| **রাজ্যের জনসংখ্যার কত শতাংশ** | | **৩.৯৪** |
| শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা, শতাংশে (রাজ্য) | | ৮.৩৩ (৩১.৮৭) |
| গ্রামের বসবাসকারীর সংখ্যা, শতাংশে (রাজ্য) | | ৯১.৬৭ (৬৮.৮৫) |
| তপশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যা (রাজ্য) | | ৩২.৬৫ (২৩.৫১) |
| তপশিলি আদিবাসীভুক্ত জনসংখ্যা (রাজ্য) | | ১০.২৫ (৫.৮০) |
| ০-৬ বছর বয়স্ক শিশুর সংখ্যার হার, শতাংশে (রাজ্য) | | ১১.৬৪ (১১.৫৯) |
| **লিঙ্গ অনুপাত (রাজ্য)** | **সমস্ত** | **৯৫৭ (৯৫০)** |
| | তপশিলি জাতি | ৯৭৯ (৯৫১) |
| | তপশিলি আদিবাসী | ১০১০ (৯৯৯) |
| | (০-৬) বয়স্ক শিশু | ৯৪৯ (৯৫৬) |
| **প্রতি বর্গ কিমিতে জনঘনত্ব (রাজ্য)** | | **৫২৩ (১০২৮)** |
| প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার শতাংশে (রাজ্য) | | ১২.৬৫ (১৩.৮৪) |



*মুকুটমণিপুর*

# মহুয়ামাতাল সগরভাঙা :
# উন্নয়নের স্বপ্নে বুঁদ





বসন্তের প্রায় শেষ লগ্ন। চৈত্রের খরা শুরু হয়ে গিয়েছে। শবরদের বসতি সগরভাঙায় যখন দুপুর রোদে পৌঁছলাম মহুয়ার গন্ধে মাতাল হওয়ার উপক্রম।

জঙ্গলমহল জুড়ে বসন্তের নানা রূপের খেলা দেখতে দেখতে আমাদের রোজনামচা বর্ণময় হয়েই আছে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির ছন্নছাড়া মেজাজটা এখানে ধরা দেয় সাধারণ চোখেই। কষ্টকল্পনার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। আর বসন্তের যে গন্ধ তাকেও জানতে গেলে যেতে হবে জঙ্গলমহল, সেটাও টের পেলাম।

ট্রেনে আসার পথে গোদাপিয়াশাল স্টেশনে ঢোকার আগেই অন্ধকারে বাতাসে বাতাসে ভেসে এসেছিল শালফুলের গন্ধ। মনটা উড়ু উড়ু হয়ে উঠেছিল তখন থেকেই।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছোটাছুটি। অনেক সময় প্রকৃতির এক এক রূপ, এক এক রকম অচেনা নির্যাস বারবারই মনে করিয়ে দিচ্ছিল—এলেম নতুন দেশে।



রাইপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম সগরভাঙা। কানে বারবারই ভুল শুনছিলাম আর মনে মনে বলছিলাম—শবরডাঙা। নামটা আসলে 'শবরডাঙা' হলেই ঠিক ছিল। কেন যে এর নাম সগরভাঙা। অথবা স্বর্গভাঙাও তো হতে পারত। যেমন একটা জায়গার নাম আছে 'স্বর্গছেঁড়া'। এমন সুন্দর নাম কারা যে রাখেন?

যাক্, আপাতত সগরভাঙাতেই ঢোকা যাক।

'ওরে, তোরা কোথায়। আয়, আয়'—হাঁকডাক শুরু করে দিলেন সুব্রতবাবু। রাইপুরের বিডিও আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন সুব্রতবাবুকে। ব্লকের উন্নয়ন নিয়ে সরকারি প্রতিবেদন লেখা হবে। সাফল্যের কাহিনি রচনা হবে।

এগিয়ে এলেন দু-একজন শবর ছেলে। তাঁরাই জড়ো করলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। শালপাতার থালা বানাবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। ওয়ার্কশেড তৈরি হয়েছে, মেশিনও আসছে, কাজ শুরু হবে। জঙ্গলে গাছে গাছে নতুন শালপাতা।

হবে। হয়নি তেমন কিছুই। কে জানে কবে হবে? মনে হল—সগরভাঙায় কি এমন হয়েছে যে আমাদের নিয়ে আসা হল।

গ্রামটা সুন্দর। মহুয়াগাছের তলা ঝরেপড়া মহুয়ায় মাখনবর্ণ হয়ে আছে। ঝুড়িতে দুই বৃদ্ধা দু-দিকে মহুয়া তুলছেন। আর আমরা ক্রমশ মাতাল হচ্ছি। তাঁদেরই একজন মঙ্গলী শবর। দুই মেয়ে এক ছেলে তাঁর। জানালেন ওই মহুয়ার ফল বিক্রি হবে পাইকারের কাছে। কিন্তু কত দাম পাবেন?

জবাব এল, 'জানি না কত দাম উঠবে এবার। ব্যাঙ্কে বই খুলেছি। টাকা আসবে।'—কীসের টাকা গো?

*শালপাতার থালা তৈরির ওয়ার্কশেড*









—'কেন? বিধবা ভাতা।'

আমাদের বসানোর জন্য বেঞ্চ আনা হচ্ছিল। বললাম, না থাক। বসতে হবে না। আপনারা আসুন। একটু কথা বলি।

সুব্রতবাবু বললেন, 'ওঁরা আসলে খুব লাজুক জানেন। গুটি গুটি পায়ে দু-একজন এগিয়ে এলে মনে হল, মোটেই ওঁরা ততটা লাজুক নয়।

ওঁরা প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। কবে বানাবেন শালপাতার থালা, বাটি। বাংলা নাটক ডট কম ওঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জঙ্গলমহল জুড়েই এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটা ওরা করে চলেছে।

কথা হল সুমন্ত শবরের সঙ্গে। ঢ্যাঙ্গাআম হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সে। ছোটোভাই শ্রীকান্ত পড়ে প্রথম শ্রেণিতে। পাশেই এক বাড়িতে দেখা হল বিশাখা শবরের সঙ্গে। বিশাখাদেবী বললেন, 'রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ করে এলাম। খাওয়া হয়নি এখনও।' ঘড়িতে তখন বেলা একটা।

শবরগ্রাম সগরভাঙায় ৭২টি শবর পরিবার থাকে। ২০১৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করেছে সগরভাঙার জীবনযাপন চিত্র। সরকারের মৌলিক পরিষেবাগুলো নিয়ে আলোর পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রশাসনিক স্তরে।

জঙ্গলনির্ভর জীবনে ওরা ছিল অভ্যস্ত। পাথুরে, খরাপ্রবণ এইসব জঙ্গলঅধ্যুষিত শবরগ্রামে জীবনের ছন্দটাই আলাদা তালে চলে। জুটলে খায়, না জুটলে না খেয়ে পড়ে থাকে। প্রকৃতির থেকে যা পাওয়া যায় তাই ভরসা। ফল, মূল, শাক, পাতা—পাখ-পাখালি।

বাইরের জগতের সঙ্গে তেমন নিবিড়তা তো নেই। প্রকৃতিময় জীবনবিলাসে নিমগ্ন। সভ্যজগতের চাওয়া-পাওয়ার তালিকাটা আজ পড়তে শিখছে। এতদিন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল যেন।

এখন ঘুম ভাঙছে।

জানা গেল, সাতটি স্বনির্ভর দলকেই প্রশক্ষিণের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু মাত্র একটি প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এপ্রিল-মে নাগাদ মেশিন বসে যাবে।



সুমন্ত শবর





বনজঙ্গলের মাঝে বনজসম্পদ সংগ্রহ করে, বিক্রি করে সামান্য কিছু আয় হত। কোনওরকমে দিন গুজরান। কাজ নেই, আহার নেই। দিন-রাত হাঁড়িয়াতেই ডুবে থাকা। আর ছিল বিনি পয়সার মহুয়া।

২০১৪ সাল থেকে ওদের জীবনযাপনকে পাল্টাবার কাজ শুরু হয় সগরভাঙায়। ঘর তৈরি করে দেওয়া হল। 'গীতাঞ্জলি'। ২০১৫-তে ঘরের চারপাশে 'পুষ্টিবাগান' তৈরি করানো হল। এইভাবে ওদের চাষবাসের কাজ শেখানো হতে লাগল।

বাঁকুড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে এল। তাঁরাই ওঁদের সু-অভ্যাসগুলো গড়তে সাহায্য করলেন। ওঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন। প্রায় এক বছর রাত-দিন ওঁদের সঙ্গে থাকতেন। এইভাবেই চুক্তি হয়েছিল প্রশাসনের সঙ্গে।

জানা গেল, তাঁদের সদস্য শংকর মণ্ডল সকাল-সন্ধে প্রার্থনার অভ্যেস গড়ে তোলেন ওঁদের মধ্যে। জীবনের নানা দিকের বিকাশের জন্যও ওঁদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করা হয়। খরাপ্রবণ এলাকা। জলের জন্য চাষবাস করা সম্ভব নয়। তবু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করে আদা ও অন্যান্য সবজি চাষ হতে থাকে। এইভাবে 'কিচেন গার্ডেন' তৈরি করতে শিখেছেন ওঁরা।

পানীয় জলের জন্য একটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ২০১৪-তে। আই সি ডি এস কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ঢালাই রাস্তা হয়েছে। বর্তমানে পানীয় জলের আরও একটি টিউবয়েল বসানো হয়েছে।

১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে রাজ্য তপশিলি জাতি-উপজাতি অর্থ কমিশনের কাছ থেকে। জানালেন রাইপুরের বিডিও।

এই টাকা দিয়ে ওই অঞ্চলে জলসেচের জন্য ২টি চেকড্যাম, ২টি বড়ো পুকুর খনন ও ২টি সাব-মার্সিবল পাম্প বসানোর কথা।

৭ একর জায়গা জুড়ে একটি ফলের বাগান তৈরি করা হবে। বর্ষায় গাছ লাগানো হবে। ১০টি পোল্ট্রি শেড হবে। শালপাতার থালা-বাটি তৈরির জন্য ২টি ওয়ার্কশেড হবে। এর মধ্যে ৪ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে প্রশিক্ষণ বাবদ। খনন করা পুকুরগুলোয় মাছ চাষ হবে। মাছ চাষ, পোলট্রি ও ফলের বাগানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি মহিলা স্বনির্ভর দল আছে।



কোনও প্রাইমারি বিদ্যালয় নেই। বিদ্যালয়ের জন্য অনিল শবর, অশোক শবর ১০ কাঠা জমি দিয়েছেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এখানে অনেকেই লোকপ্রসার প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত।

# পিছনপানে চেয়ে



*গাছ ভরে আছে থোকা থোকা মহুয়া ফলে*

এইটুকু শুনেই মন থামতে চায়নি। ফিরে আসার পরেও বারবার যোগাযোগ করেছিলাম। সুব্রতবাবুর সঙ্গে। রাইপুরের বিডিও-র সঙ্গে। বিডিও দীপঙ্কর দাস বললেন, যাঁরা ওঁদের সঙ্গে এক বছর থেকে ওঁদের মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দিলেন স্বপন চক্রবর্তীর ফোন নম্বর। ফোনে ফোনেই শুনলাম পর্যায়ক্রমিকভাবে কিভাবে তিনি ওঁদের মধ্যে পরিবর্তন আনলেন। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু উৎসাহজনক তো বটেই।

বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ার ছোট্ট গ্রাম গোঁসাইডিহি। গ্রামের নামেই একটি ক্লাব গড়ে ওঠে। সেই ক্লাব ২০০৮-এ রেজিস্ট্রেশন করা হয়। নাম পরিবর্তন করে হয় গোঁসাইডিহি আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এই গ্রামেরই স্বপন চক্রবর্তী বাঁকুড়ার গান্ধি বিচার পরিষদের সঙ্গে বহুদিনই যুক্ত ছিলেন ১৯৯৬ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধাতে Institute of Gandhian thought-এর ওপর এক বছরের একটি কোর্স করেন। ফিরে এসে পার্শ্ববর্তী বাউরি পাড়া, সাঁওতাল পাড়ায় পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করেন।

রাইপুরের বিডিওর সঙ্গে দেখা করে জানান—এই ব্লকের অন্তত একটি গ্রামকেও উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে চান। তিনি সোনাগাড়া পঞ্চায়েতের সগরভাঙা গ্রামটি ঘুরে আসতে বলেন। স্বপনবাবুরা যান শবরগ্রাম সগরভাঙায়। সিদ্ধান্ত নিলেন, সুযোগ এলে এই গ্রামটিকেই উন্নয়নের দায়িত্ব নেবেন। বিডিওকে গিয়ে জানালেন সেকথা। বিডিও রাজি হলে স্বপনবাবু প্রস্তাব দিলেন এক মাস ওখানে গিয়ে থাকতে চান। ওঁদের সঙ্গে থেকে ওঁদের বুঝতে হবে। তারপর দেখতে হবে ওঁদের কি প্রয়োজন। অল্প সময়ে অল্প খরচে কি ধরনের কাজ করানো যায় বুঝতে গেলেও খুব কাছ থেকে ওদের জীবনচর্যা বোঝা দরকার।

ঠিক হল গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রে থাকবেন। ২০১৫-র আগস্ট মাসে বিডিওর সঙ্গে কথা বলার পর ২০১৫-এর সেপ্টেম্বর থেকেই থাকতে লাগলেন সগরভাঙায়। ষাটোর্ধ্ব শংকর মণ্ডল থেকে গেলেন প্রায় চোদ্দ মাস। শুরু হল পরিবর্তনের কাজ।



আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন বাচ্চারা সকলেই সাদা ভাত খায়। নুনও খায় না। ঘরে ঘরে এই একই চিত্র। পুরুষরা সকাল থেকে মত্ত হয়ে থাকে। বাচ্চারা স্নান করে না। তাদের পোশাক নেই। ভাতের সঙ্গে কি খেতো? ওরা চাষবাস জানত না। জঙ্গল থেকে খামালু অর্থাৎ মেটে আলু এনে সিদ্ধ করে খেতো। কয়েকজন মহিলা বেশ তৎপর ছিলেন। তাঁদেরই বোঝাতে লাগলাম। বললেন স্বপনবাবু।

বর্তমানে সক্রিয় স্বনির্ভর দরে নেত্রী অলকা শবরের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। সেই অলকাদের জড়ো করে ধীরে ধীরে বোঝাতে লাগলেন চাষবাস করলে ওঁরা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারবেন। ছেলেদের সঙ্গে তো কথা বলাই যেত না। ওঁরা কথা বলার মতো অবস্থাতেই থাকতেন না।

অলকাদের নিয়েই শুরু করলেন জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ। ধীরে ধীরে জমি তৈরি হল। মাটি খোঁড়ানো হল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে শুরু হল লাল খাড়া অর্থাৎ লাল শাকের বীজ বোনা। একে একে গাজর, বেগুন, বরবটি, লংকা, কুমড়োর বীজ বোনা হল। এইভাবে তৈরি হতে লাগল 'পুষ্টিবাগান' বা 'কিচেন গার্ডেন'। বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'পুষ্টিবাগান' তৈরি করার নিয়ম হল পূর্বদিকে ছোটো ছোটো চারা থাকবে। চারা বড়ো হতে থাকবে যত পশ্চিমে যাবে। তাহলে পর্যাপ্ত রোদ পাবে। রোগ কম হবে। সার সম্পর্কেও ওঁদের কোনও ধারণা ছিল না। শেখানো হল





সার তৈরি করা। ১ মগ গোবর, ১ মগ থেঁতো নিশিন্দা ইত্যাদি নরম পাতা বা ঘাস, ১ মগ চিটাগুঁড় ১০ লিটার জলে মিশিয়ে ২১ দিন রাখতে হবে। এইভাবে তৈরি হল তরল সার।

মাহাতো পাড়া থেকে গোচনা অর্থাৎ গোমূত্র আনানো হল। কারণ ওঁরা গোরু পালন করতে জানতেন না। ১ মগ গোচনা, ১ মগ গোবর, ১০ লিটার জলে ৬ দিন রেখে তৈরি হল 'অমৃতপানি'। সার প্রয়োগের পদ্ধতিও তাঁদের শেখানো হল।

ব্যাপক ফলন হল। সুস্বাদু তো বটেই। কিন্তু সমস্যা হল এসব তো খায়নি কখনও। রান্না করতেই জানতেন না ওঁরা।

মানে?

হ্যাঁ, ওঁরা এসব খাননি কখনও। রান্না করবে কি করে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

গাজর, বীন তো না হয় খায়নি। বেগুন? স্বপনবাবু বললেন, মনে হল, ওঁরা আগে খায়নি।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। শুনলাম, খিচুড়িও ওঁরা কখনও খাননি। তাই একদিন 'গণখিচুড়ি' রান্না করে সব গ্রামবাসীকে খাওয়ালেন শংকর মণ্ডলরা।

ক্রমশ আরও অবাক হতে লাগলাম। আবার ফিরে গেলাম পুরোনো স্মৃতিতে। প্রশ্ন করলাম, বাচ্চারা তো নুন খেতো না বললেন, বড়োরা কি খেতেন? বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে স্পষ্ট উত্তরটা কানে এসে ঢুকল—হয়তো খেতেন।

শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে একটা উথালপাথাল হচ্ছিল। টের পেলাম নিঃশ্বাস উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। 'ভাতের সঙ্গে ঘাটো জোটে না' বলে যে ছেলেটা





*আইসিডিএস*

রাগ করতো, কতকাল আগে সে 'উলগুলান'-এর ডাক দিয়েছিল। তারপর। এতদিন বাদেও এমন অবস্থায় পড়ে আছে সগরভাঙা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু ওদের উঠোন ভর্তি সতেজ শাক, গাজর, বীনস, বেগুন—ওরা খাবে না? তাই হয়?

গোঁসাইডিহির সদস্যরাই শেখালেন সবজি রান্না করানো, খাওয়ানো। বাচ্চাদের কিভাবে স্নান করাতে হয়, পরিষ্কার রাখতে হয়—এসবের পাশাপাশি শেখালেন আইসিডিএসে নিয়মিত যাওয়ার আদত। বিডিও দীপঙ্কর দাস ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সুব্রত পালও নিয়মিতভাবে যাওয়া, সভা করা, নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন।

মেয়েদের নিয়ে তৈরি হল 'আনন্দধারা' প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। প্রসাশনিক স্তরে সগরভাঙার পুষ্টিবাগানের সাফল্য পৌঁছে গেল মুখে মুখে। ভিড় জমে গেল প্রশাসনের আধিকারিকদের। একের পর এক সরকারি প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ হতে লাগল। আজকের সগরভাঙা উন্নয়নের যে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে, তার শুরুয়াৎটা হয়েছিল এই সেদিন। এখনও দু'বছর হয়নি। কিন্তু একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। মেয়াদ শেষে ফিরে গেলেন শংকর মণ্ডলরা। এবার চৈত্রের শেষে গিয়ে দেখলাম—বাগানের কোনও চিহ্ন নেই। শবর গ্রামবাসীরা বললেন—বীজ ছিল না।





এখন যাঁরা কাজ করছেন ওখানে তাঁরা অনেক বড়ো ঠিকাদার। অনেক টাকার বাজেট তাঁদের।

কথা ফুরিয়ে গেল ওদিক থেকে।

কিন্তু এবার ওদের পুষ্টি বাগান ফাঁকা পড়ে আছে। বীজ নেই। বীজ সংরক্ষণের কৌশল ওঁদের শেখানোর আগেই মেয়াদ ফুরিয়ে চলে গিয়েছিলেন গোঁসাইডিহির সদস্যরা। এই ধরনের কাজ মোটামুটি তিন বছর একটানা লেগে থেকে করালে তবেই স্থায়ী সাফল্য আসে। জানালেন স্বপন চক্রবর্তী।

ওঁরা স্কুলের জন্য জমি দিয়েছেন। এই প্রসেঙ্গই স্বপনবাবু বললেন—ওই তো সমস্যা, ওদের কত করে বোঝালাম—বাচ্চাদের ঠিকমতো আইসিডিএসে পাঠাও। আর পাশে মাহাতোদের গ্রামেই তো আছে স্কুল। ওখানে পাঠাও। এখানে স্কুল করে কি হবে। কত খরচ। ওঁরা এসব বোঝেন না। ওদের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল চাই।

এই চাওয়াটাই তো বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কতটা ঢুকে গেছে।

গ্রামে একটা স্কুলের জন্য ওঁদের এই মরিয়া ভাবটাই জরুরি ছিল। একেই বলে— আলোর খিদে। হাঁড়িয়া বা মহুয়া ছেড়ে এভাবেই ক্রমশ ওঁরা উন্নয়নের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছেন।



*এগিয়ে চলেছেন সগরভাঙার শবর-রা*

# বিড়াই বাঁচাও—
# স্বস্তির আশে রামসাগর

সর্বাণী আচার্য

যেদিকে দু'চোখ যায়—সার সার পুকুর। আর মাঝে ছোটো ছোটো চৌবাচ্চা। অদূরে বইছে ক্ষীণকায়া বিড়াই নদী। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনীতির প্রাণভোমরা। মার্চ মাসের শেষ লগ্নে পত্রিকার হয়ে দলবল নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম রামসাগরের ধূলাপুর মৌজায়। উদ্দেশ্য, এলাকার উন্নয়নের খোঁজখবর নেওয়া—জেনে নেওয়া, ঘুরে দেখা—মানুষ সত্যিই কেমন আছেন।





*মাছের ডিম*

রামসাগর এলাকার ১৩০ একর জায়গায় মাছের ডিমপোনা উৎপাদন করেন ১৩০ জন মাছচাষি। জানা গেল, গোটা দেশে চাহিদার ৭০ শতাংশ ডিমপোনা তাঁরা সরবরাহ করেন এখান থেকেই। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই—এই ছ'মাস ধরে চলে মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং ডিমপোনা উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

ঠিক কবে থেকে চলছে এই বিশাল কর্মকাণ্ড? 'আমরা জন্ম থেকেই দেখে আসছি—এখানে নদী-নালা আর অল্প কিছু পুকুরে স্বাভাবিক নিয়মেই মাছের ডিমপোনা তৈরি হত। কিন্তু সেগুলি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে একদিকে যেমন ৮০ শতাংশ ডিমপোনা আমরা পেতামই না—তেমনই যা পাওয়া যেত তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যেত। আর আজ, আধুনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি ডিমপোনার ৯০ শতাংশই আমরা সংগ্রহ করতে পারি।' বলছিলেন এলাকার বেশ কয়েকজন ডিমপোনা প্রস্তুতকারী।

বিড়াই নদীর বাঁদিকের পাড়বর্তী এলাকা প্রকৃতির আপন খেয়ালেই ছিল অনুর্বর। অধিকাংশই ল্যাটেরাইট জমি। ভূমিক্ষয় গ্রাস করেছে গোটা অঞ্চল—পূবদিকের তুলনায় ক্ষয়ের হার আবার বেশি পশ্চিমদিকে।



*ডিম পোনা*

কিন্তু প্রকৃতির এই অভিশাপকেই আশীর্বাদে পরিণত করে ফেলেছেন এলাকাবাসী। সরকারি সহায়তায় ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন—হেতেমোয়া, ছিনপুর, সিংহাটি, সিংগারগেরিয়া, জামডোবা-সহ ১৮টি মৌজার মানুষ।

কীভাবে হল এই অসাধ্য সাধন? ফিরে যেতে হবে অতীতে—সময়টা ১৯৫০-এর আশপাশ। এলাকার মানুষজন তখন থেকেই ডিমপোনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু তার পরিধি ছিল নিতান্তই অল্প। তার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশও প্রতিকূল হয়ে উঠত যখন-তখন।

বিকল্পের খোঁজে ছিলেন ডিমপোনা প্রস্তুতকারীরা। এরপর '৯০-এর দশকে শুরু হল মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি। ছোটো ছোটো পুকুর খনন করতে শুরু করলেন তাঁরা, যেখানে ডিমপোনা তৈরি ও তাদের প্রতিপালন সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল রামসাগর এলাকায়। ডিমপোনা উৎপাদনকারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একের পর এক পুকুর কাটিয়ে দিল স্থানীয় প্রশাসন। সরকারি হিসেবে প্রায় দেড়শোটি। ফলে একদিকে যেমন উপকৃত হলেন ডিমপোনা উৎপাদনকারীরা, তেমনই অন্যদিকে '১০০ দিনের' প্রকল্পে কাজ পেলেন এলাকাবাসী। রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে গেল বেশ কিছুটা।

সব মিলিয়ে পুকুরের সংখ্যা আজ প্রায় ৪০০। সেইসব পুকুরে তৈরি করা ডিমপোনা আজ শুধু স্থানীয় বাজারগুলিতেই নয়—পৌঁছে যায় ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশেও। সড়ক, রেল আর বিমানযোগে ছড়িয়ে পড়ে দেশের নানা প্রান্তে। রামসাগর মৎস্য প্রকল্প—আজ তাই 'সাফল্যের কাহিনি'—SUCCESS STORY.

এর সঙ্গেই গত চার বছর ধরে ৩০টি পুকুরে শুরু হয়েছে গলদা চিংড়ির চাষও। বর্তমানে ডিমপোনা উৎপাদনের জন্য





এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে INDUCED BREEDING পদ্ধতি। মাছের পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন সংগ্রহ করে তা দেওয়া হচ্ছে পরিপূর্ণ মাছের দেহে—ঘটানো হচ্ছে মাছের কৃত্রিম প্রজনন।

রুই, মৃগেল, কাতলা, বাটা, জাপানি পুঁটি, সর পুঁটি, GRASS CARP, সিলভার কার্প, দেশি মাগুর—কী নেই সেই তালিকায়?

কিন্তু কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয় ভালো জাতের মাছ? রামসাগর অঞ্চল মাছ ডিমপোনা উৎপাদক প্রাথমিক সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বিজয়কুমার দে জানালেন, ডিমপোনা উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত মাছ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি তাঁরা সংগ্রহ করেন হুগলি, পুরুলিয়া ও আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে। এমনকি ডিমপোনার গুণমান ঠিক রাখতে ৫-৬ বছরের বেশি কোনও মাছকেই তাঁরা প্রজননের জন্য ব্যবহার করেন না।

ফলও পেয়েছেন, হাতেনাতে। বিজয়বাবু দাবি, ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৫ প্রায় কোটি টাকার ব্যবসা করেছেন তাঁরা। শুধু, ডিমপোনা উৎপাদনকারীরাই নন। রামসাগর মৎস্য প্রকল্পের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে লাভবান হয়েছেন যাঁরা—তাঁদের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়।

সরকারি হিসেব বলছে, রামসাগর প্রকল্প ও তার অর্থনৈতিক বিকাশে সরাসরি লাভবান হয়েছে এখানকার ৮৫০ পরিবার। আর পরোক্ষ লাভ? রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮৫ শতাংশ মানুষেরই বেঁচে থাকার রসদ যোগায় এই মৎস্যচাষ প্রকল্প।



*মাছের কৃত্রিম প্রজনন।*







কেউ ডিমপোনা রপ্তানির জন্য প্যাকেট প্রস্তুত করেন, কেউ মাছের খাবার সরবরাহ করেন, কেউ বা জোগান দেন হরমোন। কেউ ভ্যান চালিয়ে পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছে দেন ডিমপোনা। আবার, স্থানীয়দের মধ্যে অনেকে কাজ করেন সহযোগী হিসাবেও। ৬ মাসের জন্য চুক্তিতে নিয়োগ করা হয় তাঁদের—পারিশ্রমিক হিসাবে পান ৫০-৫৫ হাজার টাকা।

কিন্তু কোথা থেকে আসে এই পুকুরের জল? ডিমপোনা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় মানুষজন জানালেন, মূলত বিড়াই আর কংসাবতীর জলই কাজে লাগান তাঁরা। বিশদে জানা গেল ব্লক প্রশাসনের কাছ থেকে। কংসাবতীর বাঁধ থেকে সময়ে সময়ে জল ছাড়া হয়—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। আবার, স্থানীয় বিধায়ক বা ব্লক অফিস থেকে চিঠি দিয়েও মানুষের প্রয়োজনের কথা জানানো হয় কংসাবতী প্রকল্প আধিকারিকদের। এরপর পূর্বনির্দিষ্ট দিনেই ছাড়া হয় জল। সেই জল চ্যানেলের মাধ্যমে এসে ভরাট করে দেয় রামসাগর প্রকল্পের পুকুরগুলি। এছাড়া বিড়াই নদীতেও সারা বছরই অল্পবিস্তর জল থাকে। একান্ত সমস্যায় পড়লে মাটির নীচ থেকে সাব-মার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে জল তুলতে হয়।

# বিড়াই পুনরুজ্জীবন প্রকল্প

নদীর নাম বিড়াবতী। লোকমুখে আজ তা সোজাসাপ্টা বিড়াই।

ওন্দা ব্লকের রতনপুর থেকে বেরিয়ে বিষ্ণুপুরের দ্বারিকা গোঁসাইপুর এলাকায় মিশেছে দ্বারকেশ্বরে। রামসাগর মৎস্য প্রকল্পের সঙ্গে বিড়াই নদীর যেন প্রাণের যোগ।

রামসাগর এলাকায় মাছের ডিমপোনা উৎপাদনের কাজে বা ব্যবসায় জড়িত অনেকেই জানালেন ব্রজদুর্লভ হাজরার কথা। সেটা ১৯৩৭ সাল। ইংরেজ আমলের শেষ দিক। বাঙালি আইসিএস ব্রজদুর্লভ হাজরা স্ব-জেলায় জেলাশাসক হয়েছিলেন। বিড়াই নদীর গুরুত্ব বুঝতেন তিনি। নদীর দু'পাশে বাঁধন দেওয়ার কথা ভাবেন। সেই কাজ হলে উপকৃত হত এলাকার বহু মৌজা। কিন্তু হয়নি। তাঁর ছেলে করুণাকুমার হাজরাও ছিলেন প্রশাসনের উচ্চপদে। বিধানচন্দ্র রায় যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, করুণাবাবুর তদ্বিরেই রামসাগর এলাকায় এসেছিলেন তিনি।

এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। আজ এতদিন পর নতুন করে শুরু হয়েছে বিড়াই নদী পুনরুজ্জীবনের কাজ। প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ায় গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খাতায়-কলমে প্রায় ১৫০০ মিলিমিটার। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, এখানকার মাটির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম হওয়ায়। ফলে বৃষ্টির জল বয়ে যায় এবং নষ্ট হয়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জল যদি কোনওভাবে আটকে রাখা সম্ভব হত তাহলে একদিকে যেমন সুবিধা হত জলসেচের—তেমনই অন্যদিকে মিটত ভূমিক্ষয় ও মাটির জলস্তর কমে যাওয়ার সমস্যা।

বিড়াই পুনরুজ্জীবনে মূলত তিন-চার রকম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বিডিও শুভঙ্কর ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম বিডিও শিষোতোষ পরামানিক-এর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সেসব তথ্য। তৈরি করা হচ্ছে রিজার্ভার-সহ চেকড্যাম। এছাড়া, বিড়াই নদীর অববাহিকায় নদীর দুই তীরেই এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকার মধ্যে তৈরি হচ্ছে ২০ মিটার/২০ মিটার/৩ মিটার মাপের 'ফার্ম পন্ড'। এই পুকুরগুলিতে ধরে রাখা হবে বৃষ্টির জল যা সারা বছর ধরে বিড়াই নদীকে একটু একটু করে জলের জোগান দেবে।

দক্ষিণ ভারতে বেদবতী নদীর ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে প্রশাসন। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে বেদবতী প্রবাহিত হয়



কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে। বছর তিনেক ধরে এই নদীর পুনরুজ্জীবনের কাজ চলছে সেখানে। হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে প্রশাসন, স্থানীয় মানুষজন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হওয়ায় বাঁকুড়া থেকে আধিকারিক পাঠানো হয় সেখানে। এরপরেই বাঁকুড়ায় শুরু হয়েছে ঊষরমুক্তির কাজ।

তৃতীয়ত, চলছে 'গালি প্লাগিং' প্রক্রিয়ার ব্যবহার। কী এই গালি প্লাগিং? বনাঞ্চল বা খরাপ্রবণ ঢালু জায়গায় বৃষ্টির জল বইতে বইতে নালার আকার নেয় অনেক সময়। সেই জলেই বোল্ডার ফেলে চেষ্টা হচ্ছে জল আটকানোর।



*এই ঢিবি-র মাটি থেকেই বোঝা যায়, পুকুরের জন্য ঠিক কতটা মাটি কাটা হল।*

সাধারণ মানুষকেও পাশে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন। বলা হচ্ছে, যার যতটা জমি আছে তার ৫ শতাংশ জায়গায় কমপক্ষে ১০ ফুট গভীরতায় জলাশয় তৈরি করা হোক। সেই জল মাটির জলস্তর বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে। ২০১৫ সালে রামসাগর মৎস্য প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন বিশিষ্ট উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ। তিনিও জোর দিয়েছিলেন বিড়াই-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের উপর।

ভাবনাচিন্তা ছিল অনেকদিন ধরেই মূলত ২০১১ সালের পর থেকেই বিড়াইকে বাঁচানোর সংকল্প নিয়ে ফেলে জেলা প্রশাসন। অবশেষে ২০১৭-র ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় কাজ।



*জঁ দ্রেজ*

## রামসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মৎস্য চাষের পরিসংখ্যান (শুরু থেকে)

| পুকুর (খনন ও পুনঃ খনন) | শ্রমদিবস তৈরি | ডিমপোনার চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | মাছ চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | গলদা চিংড়ির চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | উপকৃত পরিবার | আনুমানিক মোট আয় (লাখে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫০ | ৪,৫৬,০৩৮ | ১৫০ | ১৫০ | ৩০ | ৮৫০ | ১৪০ |

*মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে*

## পরিসংখ্যান (২০১৫–১৬)

| পুকুর (খনন ও পুনঃ খনন) | শ্রমদিবস তৈরি | ডিমপোনার চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | মাছ চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | গলদা চিংড়ির চাষ (পুকুরের সংখ্যা) | উপকৃত পরিবার | আনুমানিক মোট আয় (লাখে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ৫৫,৬০৮ | ২৮ | ২৮ | ৫ | ১৯৬ | ৩০ |

*তথ্যসূত্র : ওন্দা ব্লক প্রশাসন, বাঁকুড়া*



## পর্যটন সম্ভাবনা

রামসাগর মৎস্য প্রকল্প ঘুরে দেখতে চান? বুঝে নিতে চান এলাকার আর্থ-সামাজিক চালচিত্র? তাহলে আর দেরি কেন?

ডিমপোনা উৎপাদনের কাজ প্রত্যক্ষ করতে হলে চলে আসুন ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাসের মধ্যে।

মৎস্য দপ্তরের ৮০ একর জায়গার মধ্যে ১০ একর নিয়ে তৈরি হয়েছে সিংহাটি ফিশ সিড মার্কেট অর্থাৎ, ডিমপোনা কেনাবেচার বাজার।

৫৪টি স্টল রয়েছে সেখানে। সম্প্রতি চালু হয়েছে একটি হ্যাচারি। আরও একটির নির্মাণকাজ চলছে। ২০১৩ সালে এই বাজার হাতে পেয়েছেন রামসাগর মাছ ডিমপোনা উৎপাদক সমবায় সমিতি।

বাজার সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় ২০-২২টি পুকুর কাটানো হয়েছে। লাগানো হয়েছে নানা জাতের গাছ। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় বেশ মায়াবি হয়ে ওঠে গোটা চত্বর। দিন দুয়েকের জন্য ঘুরে যাওয়া যেতেই পারে রামসাগর থেকে।

*কোথায় থাকবেন—*

৪টি বাতানুকূল এবং ২টি সাধারণ ঘর আছে সিংহাটির গেস্ট হাউসে। মৎস্য দপ্তরের ৮০ একর জায়গার মধ্যেই এই গেস্ট হাউস। এসি ঘর মিলবে ৬০০ টাকায় আর ৫০০ টাকায়—সাধারণ ঘর। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ ৮০০১৮৯২৮৮৫।

*যাতায়াত—*

বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। স্টেশনে নেমে টোটো ভাড়া করে পৌঁছতে হবে গন্তব্যে। এছাড়াও, রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস এবং কিছু লোকাল ট্রেন থামে নিকটবর্তী রামসাগর স্টেশনেও।



*গেস্ট হাউস*

*ছবি: ওন্দা ব্লক প্রশাসন, সুচরিতা দাস সরকার, সর্বাণী আচার্য*



নাকাইজুড়ির টুনকা গ্রাম

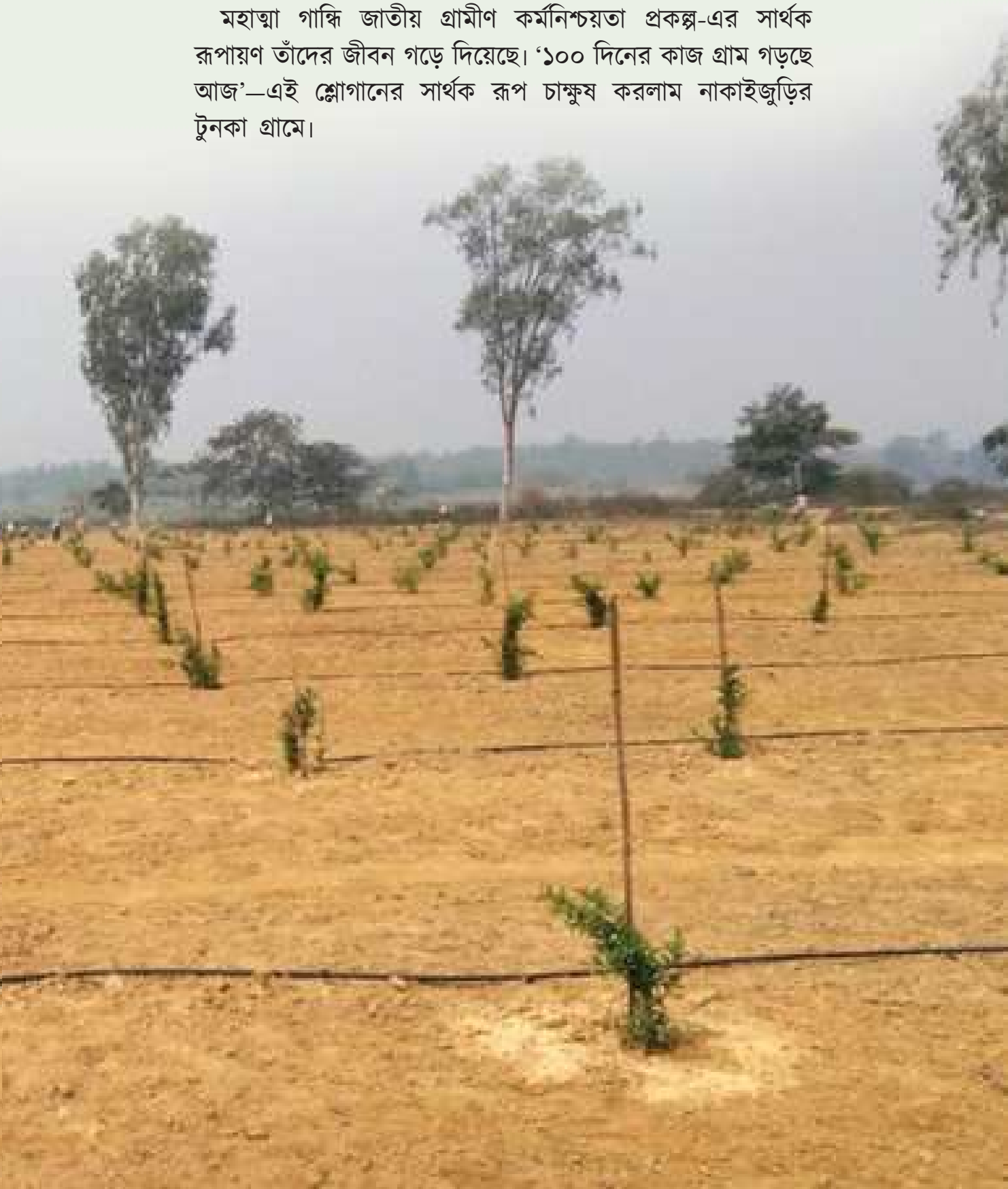
# পুবে যাওয়া বন্ধ হয়েছে আমাদের

ওন্দা ব্লকের শেষ প্রান্তে নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের টুনকা গ্রাম, চারপাশে অরণ্য। ল্যাটেরাইট মিশ্রিত লাল মাটি। ৮৭ ঘরের গ্রামটিতে ২টি ঘর ছাড়া সকলেই আদিবাসী। সাঁওতাল। ২টি ঘর তপশিলি জাতির মানুষের। গ্রামে বসে সংসার চলত না। পুবে নাবাল খাটতে যেত। জানতো, ওটা ওদের ভবিতব্য।



কিন্তু আজ ওঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিয়েছেন। ভাগ্য গড়ছেন পরবর্তী প্রজন্মেরও।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প-এর সার্থক রূপায়ণ তাঁদের জীবন গড়ে দিয়েছে। '১০০ দিনের কাজ গ্রাম গড়ছে আজ'—এই শ্লোগানের সার্থক রূপ চাক্ষুষ করলাম নাকাইজুড়ির টুনকা গ্রামে।





গরিব মানুষদের আয়ের নিশ্চয়তা দিতে ২০০৫-এ NREGA ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে কম করে ১০০ দিনের কাজের সুযোগ দিতে চেয়েছিল গ্রামের গরিব মানুষদের, প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন করে যেন এই সুযোগ পায়। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২০০ জেলায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেশের সব জেলায় ২০০৮-এ এই কর্মসূচি প্রসারিত হয়।

'কাজের অধিকার' আইন এইভাবে গরিব মানুষদের বাঁচার অধিকারের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'১০০ দিনের কাজ' নামে যা সকলের কাছে পরিচিত সেই প্রকল্প-র সঠিক রূপায়ণ কিভাবে মানুষের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে নাকাইজুড়ির টুনকা গ্রাম তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন করে স্থায়ীভাবে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করাই '১০০ দিনের কর্মপ্রকল্প'-র মূল উদ্দেশ্য।

বন্যা, খরা, অনুৎপাদক ভূমি, জলের অভাব এইসব নানা কারণে জীবনধারণের জন্য আয়সৃজন কোনও কাজই স্থায়ীভাবে করা সম্ভব হয় না এই ধরনের গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবারেরই। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসঙ্গী, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে যায় তাঁদের জীবন। এইভাবে শেষ হয়ে যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন মানুষগুলো বুঝে উঠতে পারেন না—মানুষের জীবনে বাঁচার অধিকার কি?



অসম্মানিত, অপমানিত, বুভুক্ষু জীবনে যদি আসে স্থিতি, যদি আসে আরাম, যদি আসে স্বাচ্ছন্দ্য তবে তাঁদের মুখগুলো অন্ধকারেও যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেটা অনুভব করলাম। মানসচক্ষে দেখতে পেলাম।

নাকাইজুড়ির টুনকা গ্রামে 'বাগান' দেখতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধে নেমে এসেছে। সঙ্গে ছিলেন ওন্দা ব্লক অফিসের আধিকারিক ও কর্মীরা। মাঠের কাজ সেরে সবে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছেন গ্রামের মানুষেরা।

প্রত্যন্ত এই গ্রামটি সাঁওতালদের গ্রাম। ঘন অরণ্য দিয়ে ঘেরা। বাঁকুড়া সদর শহর থেকে ৩৫ কিমি দূরে। ওন্দা ব্লক অফিস থেকে দূরত্ব ১৫ কিমি।

৩৩৮ জনের গ্রামটিতে ৮৭টি পরিবারের মধ্যে ৮৫টি তপশিলি উপজাতির।

২০১৬-১৭-তে তাঁদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কম্যুনিটি হলে একট আলোচনা হয়। কিভাবে সম্ভব তাঁদের জীবনের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এই কথাই ছিল আলোচনা সভার মূল বিষয়।

আলোচনার পর আলোচনা চলতেই থাকে। অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু 'টুনকা' গ্রামের মানুষেরা তখন মরিয়া। তাঁদের ভাবনায় লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। তাঁরা





রাজি হলেন গ্রামের জমিতে 'বাগান' বানাতে। ১০০ বিঘার মতো জমির মধ্যে ৫০ বিঘা জমিতেই এখন বাগান হয়েছে। আম, বেদানা, পেয়ারা, আপেলকুল, মৌসম্বী ও পাতিলেবুর গাছ লাগানো হয়েছে। বাকি পঞ্চাশ বিঘাতে আরবিয়ান খেজুর, ড্রাগন ফ্রুটস-এর চাষ করার তোড়জোড় চলছে। এই অ্যান্টি-এজিং, অ্যান্টি-ক্যানসার ড্রাগন ফ্রুটস ওন্দার নিকুঞ্জপুরে চাষ হচ্ছে।

সন্ধে নেমে এসেছে তখন। ওন্দা ব্লকের নানা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছলাম টুনকা গ্রামে। কাজ সেরে তাঁরা তখন ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আর একটু আলো থাকলে আমরা তাঁদের বাগান দেখতে পারতাম—আপশোশ ঝরে পড়ছে তাঁদের গলায়।

এক কথায় একে বলে 'স্থিতি'। ঘর-বাড়ি, জমি-বাগান, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা—সব নিয়ে তাঁরা এখন সুখে আছেন। সঙ্গে আছে তাঁদের সাঁওতালি সংস্কৃতির চর্চার অবসর। এই জীবন তাঁদের বড়ো স্বপ্নের জীবন।

দলবেঁধে সব বলে উঠলেন—দিদি, আজ আমরা আর পুবে যাই না। গ্রামেই সবাই কাজ করি। তাই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছি। দেখভাল করতে পারছি।

পুরুষোত্তম হাইস্কুলে যাচ্ছে টুনকা গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজও এমন কিছু দূর নয়। খাদ্য সুরক্ষার কার্ড পেয়েছে প্রতিটি পরিবারই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর হচ্ছে।

**ড্রাগন ফ্রুটস:**

টুনকা গ্রামেও চাষ হবে ড্রাগন ফ্রুটস।

মেক্সিকোর গাছ। সম্ভবত ইউরোপিওদের মাধ্যমে মধ্য আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আমেরিকা, ইজরায়েল, অস্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাস-সহ নানা দেশে এর চাষ হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম হাইলোসেরেয়াস।

লাল, গোলাপি আর হলুদ— এই তিনরঙা ফল দেখা যায়। ফলের ওজন হয় ১৫০ থেকে ৬০০ গ্রাম। তবে কখনও কখনও একটি ফলেরই ওজন ১ কেজি হয়ে যেতে পারে।

মূলত ক্যাকটাসধর্মী গাছ। কিছু একটা আশ্রয়কে নির্ভর করে বেড়ে ওঠে। মোটামুটি ১০ পাউন্ড ওজন হলে গাছে ফুল ধরতে পারে। রাতে ফুটে সকালে শুকিয়ে যায় ফুল। তাই নিকেষের জন্য মথ বা বাদুরের উপর নির্ভরশীল। বছরে ৩-৬ বার গাছে ফুল ধরতে পারে।

উপমহাদেশীয়, শুষ্ক জলবায়ুতে এই গাছ ভালো হয়। দরকার মাঝারি বৃষ্টিপাত। ফুল হওয়ার ৩০-৫০ দিন পরে গাছে ফল ধরতে পারে।







# চোখে দিন বদলের স্বপ্ন, বেদানার অপেক্ষায় বামুনপাথরি

সর্বাণী আচার্য

বাগানে ঢোকার মুখে একটা লম্বা খাত। গভীরতা প্রায় ৩ ফুট। শহুরে অনভ্যস্ত পায়ে বেশ কসরত করেই পার হতে হল সেই খাত। জানা গেল, গরু-ছাগলের হাত থেকে গাছ বাঁচাতেই এই ব্যবস্থা।

গ্রামের নাম বামুনপাথরি। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল ব্লকে মণ্ডলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। এখানেই প্রায় এক হেক্টর জমিতে তৈরি হয়েছে বেদানা বাগান।

গ্রামের মানুষজন ৯০ শতাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। টুকটাক চাষের কাজ আর দিনমজুরিই ভরসা। কিন্তু এলাকায় বা আশপাশে প্রতিদিন এত কাজ পাওয়া দায়। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য জেলায় জীবিকার খোঁজে যেতে হত তাঁদের। পরিচিত শব্দে যাকে বলে পূব-খাটতে যাওয়া—মাসের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ দিন। কখনও বা তারও বেশি সময়ের জন্য। ‘বছর দশেক আগে তো পুরো পরিবার নিয়েই মানুষ অন্য জেলায় কাজ করতে চলে যেত। এখন আস্তে আস্তে কমছে এটা। পুরুষেরা এখনও যায় অনেকেই। হয়তো, এই বাগানে বেদানা হলে ওঁদের আর যেতে হবে না। এই আশাতেই কাজ করছেন সবাই।’ —বলছিলেন, ওখানকার মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সুপারভাইজার সঞ্জয় কর্মকার।





মহাজনের কাছে ঋণ, জমি-বন্ধক, ফসল আর নানা সামগ্রীর অভাবী বিক্রি—এসবই চক্রাকারে ঘিরে ধরেছিল মানুষগুলোকে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হত না। কারণ, ৮-১০ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গেই বাইরে যেত তারা, পরের দিকে কোনও প্রাথমিক স্কুলে পড়ার মতো বয়স আর থাকতো না তাদের। সামাজিক জীবন বলেও কিছু ছিল না মানুষগুলোর। ফলে অনিশ্চয়তা, মানসিক চাপ, রাগ-দুঃখ—এসবই ছিল তাঁদের কাছে চেনা শব্দ। শুধু বামুনপাথরি নয়। বাঁকুড়ার নানা গ্রামের পরিচিত ছবি ছিল এটাই।

২০১৫—বামুনপাথরির ১০টা পরিবারের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর বছর। 'বামুনপাথরি ছাগল পালন স্বরোজগারি দল' নামে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী শুরু করে দিল কাজ—



নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা পাল্টে ফেলার কাজ—বলা ভালো, অবস্থা পাল্টে ফেলার একজোট লড়াই।

এদেশে বেদানার ফলন বাড়ানো এবং এই সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০০৫ সালে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, নাম—ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন পমগ্রেনেট।

বর্তমানে একটি উচ্চ-অর্থকরী ফসল হিসাবে বেদানার বাজার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাজা ফল নয়, বেদানা থেকে তৈরি রস, আরটিএস পানীয়, ঔষধীয় গুণযুক্ত বেদানার গাঁজানো রস, বেদানার বীজের তেল, ছাড়ানো দানা এবং শুকনো দানার চাহিদাও বিশ্ব বাজারে এখন তুঙ্গে। বহু প্রাচীন সময় থেকেই ডায়েরিয়া, হাইপার অ্যাসিডিটি, টিউবারকিউলোসিস, কুষ্ঠ, পেটব্যথা ও জ্বর সারাতে বেদানার ব্যবহার চলে আসছে। বাজারে চড়া দামে বিক্রি না হওয়া পঞ্চাশ কেজি ফল থেকে এক কেজি বেদানার বীজের তেল পাওয়া সম্ভব। ওই এক কেজি তেলের আন্তর্রাষ্ট্রীয় বর্তমান বাজারমূল্য ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। বেদানা বীজের তেলে যে ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, সম্প্রতি প্রমাণ মিলেছে তার। কলকাতার সিএসআইআর-এর অধীনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আনার গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।





প্রতি হেক্টর জমিতে বেদানা চাষ থেকে বছরে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করেছেন এমন নজির এদেশে কিছু কম নয়। শুষ্ক জমি এই গাছের জন্য আদর্শ। আবার জলের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বামুনপাথরির মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবেই বেদানা চাষকে হাতিয়ার করে প্রশাসন।

শোলাপুরের কৃষি-বিজ্ঞানীদের সাহায্য চাওয়া হয়। কেমনভাবে হয়েছিল প্রশিক্ষণ? সে এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। বাঁকুড়ার তৎকালীন এক আধিকারিক ড. বাবুলাল মাহাতোর আহ্বানে সংস্থার ডিরেক্টর ড. রামকৃষ্ণ পাল জেলায় এসে বেদানা চাষের উপযোগী অবস্থা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে যান। এরপর দফায় দফায় চলে মেল চালাচালি, ভাবনার আদানপ্রদান। প্রকল্পের আনুমানিক খরচের খসড়া তৈরি হয়। শুরু হয় গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া। গাছও দেওয়া হয়েছিল শোলাপুরের ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকেই। এর কিছুদিন পরে বাগানের অগ্রগতি চাক্ষুষ দেখে আরও নানা কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এসেছিলেন বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানী আশিস মাইতিও। সাড়ে সাত বিঘায় বসানো হয়েছে মোট ৭৪০টি গাছ।



ড. রামকৃষ্ণ পাল

সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত কাজ করে দৈনিক ১৭৬ টাকা মজুরি যেমন নিশ্চিত করা গিয়েছে এই দশজনের ক্ষেত্রে, তেমনই এই বাগানে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে আরও মানুষকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে, বলা যায়, ওই দলের ওই দশজন শুধু নয়, আর্থিক বিকাশের ছোঁয়া পাচ্ছেন গ্রামের অন্যরাও।



এর পরে, ফলন ঠিকমতো হলে ভালো রকম লাভের সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। সেই শুভদিনের আশায় দিন গুনছেন বামুনপাথরির মানুষ। এই দশজনের কাজ হয়তো পথ দেখাবে আরও দশজনকে।

বেদানা গাছের জমিতে তাঁরা অন্য ফসলের চাষও শুরু করেছেন। করেন টম্যাটোর চাষ। কিন্তু শোলাপুরের কৃষি-বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দেন—ওই জমিতে টম্যাটো ফলালে তা বেদানা গাছের ক্ষতি করবে। এরপরেই টম্যাটো গাছ তুলে ফেলতে হয় তাঁদের। তবে কৃষি-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই জমিতে ডাল-চাষ করা যেতে পারে। শিখিয়ে দেন জলসেচের পদ্ধতি—ড্রিপ ইরিগেশন।



মালতী সোরেন—বামুনপাথরির বাসিন্দা আর এই দশজনের দলের মাথা। এই বাগান ঘিরে তাঁর বড়ো আশা। স্বামী মারা গিয়েছেন, আজ ৩ বছর হল। চাষের কাজ করেই সংসার চালাতেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে মালতীর। কী করবেন? দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন? কোথাও যাননি মালতী। দাঁতে দাঁত চেপে মাটি কামড়ে পড়ে আছেন বামুনপাথরিতেই। ছেলেমেয়েরা তাই আজ স্কুলে যেতে পারছে। মালতীর কথায়, ''লেখাপড়ার যুগ—না শেখালে হবে কেন!''

লক্ষ্মীমণি হাঁসদা তাঁর মেয়েকে পড়ান পাঁচমুড়ার একটি স্কুলে। গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে—যাতায়াত সাইকেলে। লক্ষ্মীমণির স্বামীও এই বাগানে কাজ করেন প্রয়োজনমতো।

লক্ষ্মীমণি বলছিলেন তাঁর স্বামীর গল্প। অরণ্য দপ্তরে কাজ করে বাগান করা শিখেছিলেন তিনি। অনেকটা তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ২ বছর হল, গ্রামে নার্সারি তৈরি করেছেন ওই দলের সদস্যরা। গত বছর প্রায় ৩ লক্ষ চারা হয়েছিল—আম, জাম, কাঁঠাল, মেহগনি, সেগুন। 'পঞ্চায়েত আর ব্লক অফিস কিছু চারা নিয়েছে আমাদের



কাছ থেকে'—জানালেন লক্ষ্মীমণি। এছাড়া নার্সারি থেকে সাধারণ মানুষের কাছে গত বছর বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকার চারা।

কেন করছেন বেদানার চাষ? মালতী, লক্ষ্মীমণির সোজাসাপ্টা জবাব, 'ভালো লাগে—জোর পাই মনে।'

এই বাগানের জন্য জঙ্গলপাট্টা পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু জলের সমস্যা ভাবিয়ে তুলেছে তাঁদের। বাগান থেকে বেশ অনেকটা দূরে একটা বড়ো পুকুর আছে। দুটো মেশিন জুড়ে সেখান থেকে জল তুলে এতদিন দেওয়া হয়েছে বাগানে। তবে, সম্প্রতি একটি সাব-মার্সিবল পাম্প পেয়েছেন তাঁরা।



শোলাপুরের বাগানে বাংলার আধিকারিকরা।

পরের দফায় বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া থেকে ১৮ জনকে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় শোলাপুর। সেখানে চার দিন ধরে চলে পড়াশোনা আর হাতে-কলমে শিক্ষা। এলাকার চারজন সফল কৃষক, যাঁরা বেদানার চাষ করে উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের বাগান ঘুরিয়ে দেখানো হয় শিক্ষানবিশদের।

মালতী, লক্ষ্মীমণি শুধু নয়। সুমিত্রা হাঁসদা, মিনতি সোরেন, পদ্মিনী সোরেন সবারই স্বপ্ন তিল তিল করে রূপ পাচ্ছে—এই বাগানেই।

সামনে আরও কঠিন লড়াই। কারণ, দেড় মাস বাগানে জল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পঁয়তাল্লিশ দিনের সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে শীঘ্রই। শুষ্ক সময়ের অবসানে গাছগুলির সব পাতা ঝরে যাবে। কিন্তু পাতা যদি না ঝরে? তখন দিতে হবে ওষুধ।

পাতা ঝরে গেলে গাছে নতুন করে দিতে হবে জল আর সার। গাছপিছু ২০ কেজি করে গোবর সার। বছরে ৩-৪ বার এই পরিমাণ সারই দিতে হয় তাঁদের। পঞ্চায়েত থেকে এই সব খরচখরচা বাবদ বছরে মেলে ৩০-৪০ হাজার টাকা। নতুন পাতা গজালে সরু ডালগুলি সব ছেঁটে ফেলতে হবে। এরপর গাছে আসবে স্ত্রী ফুল আর পুরুষ ফুল, আর সব শেষ ধরবে ফল। ফল পরিপুষ্ট হওয়ার জন্য পাঁচ-ছয় মাস সময় দিতে হয়। ফলে পুজোর পরেই ফলন ঘরে তুলতে পারবেন—এমনটাই আশা প্রত্যেকের।

ড. আশিস মাইতি বলেন, 'উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষকে কৃষিমুখী করতে এবং তাঁদের





জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেদানার চাষ শুরু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে টিসু কালচার করা ৩৫০০ চারা দেওয়া হয়েছে সিমলাপাল, বাঁকুড়া-১, রানিবাঁধ ও ওন্দায়। বেদানা নতুন অর্থকরী ফসল। এর চাহিদা বাড়ছে ক্রমেই। ২০১৬-১৭-য় বাঁকুড়ার ওন্দা, সোনামুখি, ইঁদপুর, ছাতনা এবং পুরুলিয়ার পুঞ্চা, কাশীপুর ও বলরামপুরে দেওয়া হয়েছে আরও ১৫ হাজার চারা।'

সিমলাপাল ব্লক থেকে শোলাপুরে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলেন ব্লকের জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের প্রযুক্তি সহায়ক তাপস সামন্ত। তাপসবাবুই জানালেন, গাছের বয়স চার বছর হলে কলমের মাধ্যমে ওই গাছ থেকেই নতুন চারা তৈরি করা যাবে। সেই পদ্ধতিও শিখে এসেছেন তাঁরা।

কতটা লাভের আশা করছেন এই বাগান থেকে?

খানিক ভেবে-চিন্তে জবাব দিলেন মালতী, মিনতিরা—'সবাই তো বলছে, এই মাপের জমি থেকে ১০-১২ লাখ টাকা লাভ হয়েছে অনেকের। এখন আমাদের ফল কত বড় হয়, কোথায়, কতটা আমরা বিক্রি করতে পারি—তারপরে তো লাভ বুঝতে পারব।'

'ফল হলে আসিস আবার'—নির্মল হাসিমুখে চলে এল আপন করে নেওয়া নিমন্ত্রণ।

কেমন করে ঘুরে দাঁড়ানো যায়—কেমন করে লড়াইয়ে ফিরে আসতে হয়—জানতে হলে সত্যিই আবার আসতে হবে বামুনপাথরি।

*ছবি: সিমলাপাল ব্লক প্রশাসন, বাঁকুড়া*
*শোলাপুরের ছবি সৌজন্য: ড. আশিস মাইতি*





## ভূতশহরে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প

১৯১৯-এ সিমলাপালের এই ভূতশহরে সমবায় গঠন করা হয়েছিল। সদস্য ছিলেন ১৫০-এর উপরে। এখানকার গামছা ছিল বাংলা-বিখ্যাত। গ্রাম জুড়ে চলত গামছা বোনা। ১০৭টা তাঁতের খটাখট শব্দে জেগে থাকত গ্রাম। আজ সে কথা ইতিহাস। তবুও বেশ কিছু তাঁতি এই কাজ ছেড়ে যেতে পারেননি। সরকারি প্রকল্পের টাকায় ৫২,০০০ টাকার লোহার তাঁত দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। অনেকেরই সেই তাঁত



বসানোর জায়গা নেই। তাঁরা জানালেন, তাঁরা মেশিন সেট করতে শেখেননি। ব্যবহার করতেও জানেন না।

তাঁদের সমবায়ে নতুন ফেসিলিটি সেন্টার হয়েছে, মেশিন বসবে। তামিলনাড়ু থেকে আনা হয়েছে প্যাটেললুম। ৪৪০ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাগবে। ঘরের সংস্কার হয়েছে। কাজ শুরু হবে।



বিআরজিএফ থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এক মাসের ট্রেনিং। পাঁচজনকে পাঠানো হয়েছিল। একজন ছিলেন হেল্পার। প্রতি মাসে তাঁতিদের ৬০০০ এবং হেল্পারকে ৪০০০ টাকা দেওয়া হয়। ফুলিয়া থেকে সুতো আনা হচ্ছে। নতুন ডিজাইনের নানা জিনিস তৈরি হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে।

বাঁকুড়া

# গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনি

## ‘নেগেটিভ’ রাজেন রায়-রা গড়ছেন বাগান

*১০০ দিনের কাজ*
*জীবন গড়ছে আজ*

২০ বছর আগে ‘নেগেটিভ’ হয়ে গেছি—বললেন রাজেন রায়। গৌরীপুরের ‘মঙ্গলচণ্ডী’ কলোনিতে স্ত্রী অন্নমিতা রায় (মুখার্জ্জী) আর ১৯ বছরের ছেলে আবীরকে নিয়ে সুখের সংসার। আবীর কমপিউটারও শিখছে। পারবেলিয়ার কোলিয়ারিতে চাকরি করেন একমাত্র মেয়ের বর। মেয়ের বয়স ২৫-২৬, দুই নাতি। মেয়ে-জামাই, নাতিরা এলে ঘর আনন্দে ভরে ওঠে।

রাজেন ও অন্নমিতা রায় দুজনেই আজও ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েন—বাঁকুড়া, ওন্দা, রামসাগর, ভৈরবস্থান মন্দির। বললেন—ট্রেনে তো পয়সা লাগে না। কুষ্ঠরোগীর চিরাচরিত পেশা ভিক্ষে করা। গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনির ‘নেগেটিভ’ কুষ্ঠরোগীরাও এটাকেই প্রধান পেশা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।





*রাজেন রায়*

রাজেনবাবুর মতো কুষ্ঠরোগ সেরে যাওয়ার পরেও অনেকে ফিরে যেতে পারেননি 'সমাজ'-এ। থেকে গিয়েছেন গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালের পাশে। ঘর বেঁধে আছেন। গড়ে নিয়েছেন নিজেদের সমাজ। ভিক্ষে করেই ছেলে-মেয়েদের মানুষ করছেন। বিয়ে দিচ্ছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের সন্তানরা ঠাঁই পাচ্ছেন সমাজে। সমাদরে। সমাজের হৃদয় পরিবর্তনের এ এক বড়ো দৃষ্টান্ত।

তবু যখন রাজেনবাবু বলতে শুরু করলেন—ইঁদপুরে, যখন সমাজে ছিলাম.....তাঁকে থামিয়েই প্রশ্ন করে বসেছিলাম—কোন সমাজে থাকতেন? বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন। কিছুটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন! কথা হচ্ছিল কুষ্ঠ কলোনির আমবাগান চত্বরে শেডের নিচে বসে। অন্যরা বলে উঠলেন—মানে কুষ্ঠরোগ হওয়ার আগের কথা বলছেন। পরিবারের কথা, সমাজের কথা বলছেন।

বুকে যেন একটা তির এসে লাগল। 'সমাজ' শব্দটা এইভাবে কাউকে ব্যবহার করতে শুনিনি আগে। বুঝতে পারলাম—রাজেনবাবুদের মনের ক্ষতটা কত গভীর। 'সমাজ' তাঁদের কাছে কত দূরত্ব নিয়ে অবস্থান করছে।

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলেন রাজেনবাবু। ফিরে গেলেন অতীতে, মনে হল, ব্যথায় ব্যথায় হৃদয় যেন অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু না, সবটাই সাড়হীন নয়।

ছ'ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর মামা ইঁদপুর থেকে এনে বাঁকুড়ার দোক্তা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মাসে ২০ টাকা রোজগার। তার মধ্যেই বন্ধুর শালীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বামুনের মেয়ে।

এরই মধ্যে একদিন শরীরে 'দাগ' দেখা গেল। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বললেন—বাড়ি চলে যান। কারখানার কাজ বন্ধ করে চলে এলেন বাড়িতে।

একদিন অসহ্য যন্ত্রণায় আর থাকতে পারছেন না, মোষের গাড়ি করে গৌরীপুর কুষ্ঠাশ্রমে নিয়ে আসা হল। ভর্তি হলেন ওখানে। স্ত্রীকে নিয়ে গেল তাঁর বাপের বাড়ির লোকেরা। আর রাজেনবাবু তিন বছর থেকে





## গৌরীপুরে কুষ্ঠ হাসপাতাল

বাঁকুড়ার গৌরীপুরে আঞ্চলিক কুষ্ঠ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (রিজিওনাল লেপ্রসি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট) পথ চলা শুরু করে ১৯৮৪ সালে। প্রথম থেকেই এখানে ১০০টি অনুমোদিত পদ। ৫০ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে প্রতিষ্ঠানে। সপ্তাহে ৩ দিন দেওয়া হয় আউটডোর পরিষেবাও। এক্সরে, ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এছাড়াও জটিল রোগীদের জন্য ৩টি শয্যা রাখা হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের ফিল্ড এরিয়া প্রায় ২ লক্ষাধিক জনসংখ্যার স্বাস্থ্যশিক্ষার কাজে জড়িত। রোগীরা যাতে পঙ্গুত্বের শিকার না হন সেদিকে নজর রাখে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি কুষ্ঠরোগকে একটি সাধারণ রোগ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

গেলেন গৌরিপুরে। চিকিৎসা চলল।

শরীরে নানা বিকৃতি তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে চিকিৎসায় 'নেগেটিভ' হয়ে উঠলেন। কিন্তু শরীরের অঙ্গ বিকৃতিই বলে দেয় যে রাজেন রায় কুষ্ঠরোগী। তার আর ঠাঁই হয় না বাঁকুড়ার দোক্তা কারখানায়। ঠাঁই হয় না ইঁদপুরের বাবার বাড়িতে। স্ত্রী অন্নমিতা তখন বাপের বাড়ি।

ভাগ্যের সন্ধানে রাজেনবাবু দেশান্তরী হওয়ার কথা ভাবেন। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? কেউ তো নেই আপন করে বুকে টেনে নেওয়ার।

সিদ্ধান্ত নিয়ে পাড়ি দিলেন সুদূর পাঞ্জাবে। শুনেছিলেন, কুষ্ঠরোগীদের দিয়ে 'ভিক্ষে করানো'র বড়ো ব্যবসা হয় সেখানে। ভাবলেন—সেখানে যদি একবার ঠাঁই করে নিতে পারেন তাহলে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবেন।

কিন্তু রাজেনবাবুর ভাগ্যদেবী মুচকি হাসলেন। তিনি তো অন্য ছক কেটে বসে আছেন। জীবনে জীবন যোগ করে রেখেছেন তিনি। লিখে রেখেছেন অন্য চিত্রনাট্য।

রাজেনবাবুর ঠাঁই হল না পাঞ্জাবের ওই কুষ্ঠরোগী ব্যবসা কেন্দ্রে। কেন? 'ওখানে ঢুকতে গেলে অনেক টাকা দিতে হয়। আমার তো অতো টাকা নেই। তাই জায়গা হল না। ফিরে এলাম'।

ফিরে এলেন গৌরীপুরেই। পুরোনো আস্তানায়।

অপেক্ষায় ছিলেন অন্নমিতা। অন্নমিতা মুখার্জি। বাপের বাড়ির লোকেরা যাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজেন রায়ের স্ত্রী। ফিরলেন স্বামীর কাছে অন্নমিতা।

হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ। জীবনে জীবনের যোগ। অন্নমিতা



*গড়ে তুলছেন আমবাগান*



মুখার্জি—এই সমাজেরই একজন যে সমাজ ঠাঁই দেয় না NEGATIVE হওয়া কুষ্ঠরোগীদের। যে সমাজে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারে না ছেলে-মেয়েরা, ভাইয়ের কাছে দিদি, বোনের কাছে দাদা। চিরকালের জন্য 'পিতৃগৃহ'-এর দরজা যাঁদের কাছে বন্ধ হয়ে যায় 'কুষ্ঠ' রোগ হওয়ার কারণে।

অথচ সমাজে যাঁদের ঠাঁই হয় না, 'সমাজ' ছেড়েও কেউ কেউ ফিরে আসেন তাঁদের কাছে। তাঁদেরই একজন অন্নমিতা মুখার্জি। রাজেন রায়ের মতো মানুষের জীবনে নেগেটিভ শব্দটা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের জীবনে পজিটিভ শক্তি হয়ে ওঠে অন্নমিতারা।

শাবাস অন্নমিতা! শাবাস!



দেখা হল না অন্নমিতার সঙ্গে। রবিবারের সকালে স্বামীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ভিক্ষে করতে। ফিরে এসে ব্যস্ত ঘরকন্নার কাজে। আসতে পারেননি দুপুরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। ওঁরা 'ইন্দিরা আবাস'-এর ঘর পেয়েছেন 'মঙ্গলচণ্ডী' কলোনিতে। ১০০ দিনের কাজ করছেন এই আমবাগানে। স্বপ্ন দেখছেন—একদিন আম্রপালি, মল্লিকা, আলফানসো, কমলালেবুর এই বাগানে ফল ধরবে। ফল বিক্রি করে টাকা আসবে অনেক। ওদিকে ছেলে আবীরও কিছু চাকর-বাকরি করবে।

সেদিনও কী ভিক্ষে করবেন?

মুচকি হেসে উঠলেন রাজেনবাবু। বললেন—ভিক্ষে তো করতেই হবে। এখন কাজ করে কিছু টাকা পাচ্ছি। বাকিটা ভিক্ষে করেই চালাতে হয়।

কত টাকা পান দিনে?

রোজ তো বেরোই না। কখনও ৫০-৬০-ও হয়। আবার কখনও ১০০-র ওপরও হয়। ইদের সময় ভালোই হয়। অনেক বেশি। তবে... বলতে বলতে থেমে যান রাজেনবাবু। মাথাটা নিচু হয়ে যায়।

বলি—তবে...

বলতে থাকেন—'তবে ছেলে কিছু করলে আর ভিক্ষে করতে দেবে না। কারণ ও পড়াশুনা করছে। কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা। ও তো চাইবে না যে বাবা-মা ভিক্ষে করুক।'

মনে পড়ে গেল, কথার মাঝে বেশ কয়েকবারই বলেছিলেন—'ওই দোক্তা





কারখানায় থাকলে এখন অনেক ওপরে উঠে যেতাম।'

ওই 'দাগ'টা দেখা না গেলে অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগ না হলে, অঙ্গ বিকৃতি না ঘটলে, কারখানার চাকরিটা তো ছাড়তে হত না। এত বছরে অনেক মাইনে বেড়ে যেত। পদোন্নতিও হত।

কোথাও একটা জমে থাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস, হয়তো একেবারেই নিজের গোপনতম স্থানে বন্দি হয়ে থাকা আফসোস বেরিয়ে আসছিল বারবার—ওখানে থাকলে এখন...

দুপুর রোদে, বাঁকুড়ার ৪০° সেলসিয়াস গরমে যখন ভিক্ষে করতে যেতে হয় রাজেনবাবুকে, হয়তো বা ওই দোক্তা কারখানার আশপাশের সেই চেনা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। গরম বাতাসে মিশে যায়। একা একা মানুষটি হয়তো ডুকরে ওঠেন আজও। সঙ্গিনী অন্নমিতা হয়তো কিছুই টের পান না। অথবা তাঁরও একই রকম অব্যক্ত যন্ত্রণা।

'সমাজ' একদিন যাকে গ্রহণ করেনি, আজ কিন্তু তিনি সমাজেরই একজন। আজ তিনি মাঝে মাঝেই পুরনো বাড়িতেও যান। সন্তান, স্ত্রী নিয়ে ঘরোয়া মানুষ।

* * * *



জন্মেজয় মাহাতো। বাড়ি ছিল সিংভূমের চাকুলিয়ায়। ২৪ বছর বয়সে হঠাৎ গায়ে 'দাগ' দেখা গেল। ওখানেই চিকিৎসা চলল। চালমুগরা মাখাতো, খাওয়াতো। তারপর এলেন গৌরীপুরে। চিকিৎসা চলল। কিন্তু দেরিতে আসায় শরীরের নানা অঙ্গে বিকৃতি এসে গিয়েছে। হাত-পা স্বাভাবিক নেই।

৩০ বছর আগে 'নেগেটিভ' হয়ে যাওয়া জন্মেজয়বাবু জানালেন—এখনো বছরে ১ মাস তাঁকে গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়। চিকিৎসা চলে। কেন? উত্তরে বললেন—খুব যন্ত্রণা হয়, কষ্ট হয়।

জন্মেজয়বাবু এই গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনির আমবাগানের ওয়াচম্যান। ১০০ দিনের প্রকল্পেই কাজ করেন।

কথায় কথায় বলছিলেন সেই দিনগুলোর কথা, যখন তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন 'কুষ্ঠরোগী' হিসেবে। বললেন, 'গ্রামে তো কারও কুষ্ঠ হলে একঘরে করে দেওয়া হত। গোয়ালে, জঙ্গলে রেখে দেওয়া হত।'

জন্মেজয়বাবুদের তো ভাগ্য ভালো, গৌরীপুরে এসে চিকিৎসা করাতে পেরেছেন। নেগেটিভ হওয়ার পর বাড়িতে ঠাঁই হয়নি। ট্রেনিং নিয়েছেন বিষ্ণুপুরে একটি সংস্থায়। সংস্থার নাম ছিল—আশার আলো। সেই সময়টাও মনে করলেন—সাতের দশক। লণ্ঠন তৈরি, টেলারিং নানান কাজই শিখেছেন। কিন্তু যন্ত্রপাতি জোগাড় করতে না পারায় কাজ করতে পারেননি। পরে চলে আসেন গৌরীপুরেই। রোগীদের সেবা করতে থাকেন।

২৩-২৪ বছর হল বিয়ে করেছেন। স্ত্রী প্রতিমা মাহাতো। তিন ছেলে। চণ্ডীচরণ, শশীকান্ত, রথীকান্ত।



চণ্ডীচরণ ভর্তি হয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজে। শশীকান্ত ছাতনার চণ্ডীদাস স্কুলে পড়ে, উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। রথীকান্ত সোনামুখীতে আশ্রমে থাকে। দশম শ্রেণিতে পড়ে।

জন্মেজয় মাহাতোও স্বপ্ন দেখেন—একদিন ছেলেরা টাকা রোজগার করবে, বাগানের গাছে গাছে ফল ফলবে, তাঁদের সুদিন আসবে।

তবুও বছরে একমাস তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে নিয়ম করে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। রোগের যন্ত্রণা এক জিনিস। আর মানসিক যন্ত্রণা আরেক জিনিস। আজ এই আমবাগান, কমলাবাগান ওঁদের জীবনে হাসি ফুটিয়েছে। সন্তানস্নেহে তাঁরা লালন-পালন করছেন বাগানের গাছগুলোকে। গরু, ছাগলের হাত থেকে গাছ বাঁচাতে তাঁদের দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। বছরে ১০০ দিন তো কাজ থাকেই। দিনে তখন পান ১৭৬ টাকা করে।

হিসেব করলে দেখা যাবে, ভিক্ষে করে সারাদিনে রাজেন রায়-রা যা পান, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা। তবু বাকি ২৬৫ যে কর্মহীন। তখন সকলেরই ভরসা—ভিক্ষের ঝুলি।

দুর্গাপুরের বেনাচিতির লক্ষ্মী ধর ১২ বছর বয়সে এসেছিল এই গৌরীপুরে, হাতে-পায়ে তখন রোগ ছড়িয়ে গেছে। এখানেই বড়ো হয়ে উঠেছেন। ২০ বছরে বিয়ে হয়েছে এখানেরই ওড়িশা থেকে আসা বাদল ধরের সঙ্গে। মঙ্গলচণ্ডী-তে ইন্দিরা আবাসে গুছিয়ে নিয়েছে সংসার। সোমনাথ, সুমিত্রা আর বাসন্তী তিনজনেই পড়াশুনা করছে। একজন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ছে। বাকি দুজন ব্যারাকপুরের উদয় হোমে।

লক্ষ্মীরাও এখানে কাজের সুবাদে আর্থিক স্বাবলম্বনের পথে কিছুটা এগিয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা সকলেই সস্তায় চাল পাচ্ছেন। পাচ্ছেন অন্যান্য সরকারি পরিষেবাও।

এই কলোনির রাজেনবাবুদের মতো ২২টি পরিবারের মোট ৯৩ জন সদস্য উদ্যানপালনের



সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা সরাসরি এর প্রত্যক্ষ সুবিধা পাবেন। ৯ হেক্টরের এই বাগানে প্রথম বছর ঋতুকালীন সবজি লাগিয়ে প্রতি হেক্টরে ১ লাখ টাকা আয়ের হিসেবে প্রায় ৯ লাখ টাকা আয় হবে আশা করা যায়। ১৩২০টি 'আম্রপালী' ও ৩৩০টি 'মল্লিকা' প্রজাতির আমগাছ লাগানো হয়েছে। সবকটি গাছ ঠিকঠাকমতো বেড়ে উঠলে ও ঠিক সময়ে ফল দিলে বছরে হিসেব অনুযায়ী ১১৫.৫ মেট্রিক টন আম দেবে আশা করা যায়। এই হিসেব ধরলে বছরে প্রায় ২৩ লাখ টাকা পাওয়া যাবে যদি, এই আম বাজারে ২০ টাকা কেজিতে বিক্রি করা হয়।



# কুষ্ঠ দূরীকরণে নতুন উদ্যোগ

কুষ্ঠ হল সবথেকে প্রাচীন সংক্রামক রোগ। ১৮৭৩ সালে জানা যায় 'মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপা' নামে একটি বিশেষ জীবাণু এই রোগের কারণ। এটি মূল ত্বক ও স্নায়ুর ওপর কাজ করে। ত্বক আক্রান্ত হলে দেহের বিভিন্ন স্থানে দাগ দেখা যায়। স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বকের স্পর্শানুভূতি হারিয়ে যায়। পেশি দুর্বল এবং কখনও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় শরীর থেকে ঘাম বেরোনো। স্নায়ুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শরীর অক্ষম ও বিকৃত হয়ে যায় অনেক সময়।

হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এই রোগের চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ পেতে গড়ে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে।

যে রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাঁর থেকে রোগ ছড়ায় না। স্পর্শের মাধ্যমেও ছড়ায় না।

রোগের উপসর্গ দেখা মাত্র চিকিৎসা শুরু হলে রোগ নির্মূল করা সহজ হয়। বিবিধ ভেষজ প্রয়োগের মাধ্যমে রোগটির চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। একে এমডিটি বলে।

২০১৫-১৬ সালে সারা দেশে ১,২৭,৩৩৪ জন নতুন কুষ্ঠরোগীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে ৮১৭০ জন পশ্চিমবঙ্গে। ২০১৪-১৫ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১০,৩১৫। সারা দেশের নতুন রোগীর এক-চতুর্থাংশ বাস করে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড-এ। বিশ্বের নতুন রোগীর ৬০ শতাংশ ভারতে থাকে।

বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রতি দশ হাজারে এই রোগের প্রকোপের হার একের বেশি। এই হার একের কম হলে কুষ্ঠ দূর করা গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

২০১৫-১৬ সালে শারীরিকভাবে অক্ষম দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত নতুন রোগীর সংখ্যা ৩৭৭। ২০১৪-১৫ বর্ষে ছিল ৪৬৬।

অনেক সময় দেখা যায় এই রোগ ধরা পড়লে অনেকে লুকিয়ে রাখেন। তাঁদের থেকে অন্যদের মধ্যে হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে যায়।

সেজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ-চিকিৎসিত রোগীকে খুঁজে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। গুপ্ত কুষ্ঠ রোগীর খোঁজে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। একে বলে কুষ্ঠরোগ নির্ধারণ অভিযান (এলসিডিসি)। ২০১৬ সালে এই অভিযানে ২৭৫২ জনের সন্ধান মিলেছে। এই নতুন রোগীদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ দৈহিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে রোগ ধরা পড়ায় শারীরিক অক্ষমতার হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কুষ্ঠ এমন একটি ব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তি মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৬ থেকে ২০২০—এই কয়েক বছরের জন্য নতুন বিশ্ব কুষ্ঠ কর্মকৌশল নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক বিষয়গুলোর উপর নজর রাখার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য সামাজিক বৈষম্য দূর করে রোগীদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা। এই জন্য 'স্পর্শ কুষ্ঠ সচেতনতা প্রচারাভিযান' সারা দেশে চালু হয়েছে। এই প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পঞ্চায়েতিরাজ পরিকাঠামোকে ব্যবহার করা হচ্ছে।



৫৫০টি 'আলফানসো' প্রজাতির গাছও লাগানো হয়েছে। প্রায় ৯-১০ বছর পরে এই গাছে ফল হবে। ৩১.৫ মেট্রিক টন আম পাওয়া যাবে আশা করা যায়। ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলে আনুমানিক ৩১.৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ৪৫০টি কমলালেবু গাছও লাগানো হয়েছে। তবে, একথা বলা দরকার, বাস্তব পরিস্থিতি নানা প্রাকৃতিক কারণের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি সবদিক থেকে সহায় হলে তবেই এই হিসেব মিলবে। এই হিসেবের উপর নির্ভর করেই স্বপ্ন দেখছেন এই কলোনির বাসিন্দারা, যাঁরা মঙ্গলচণ্ডী মায়ের নামে তাঁদের কলোনির নামকরণ করেছেন। তিনিই তাঁদের সহায়।

এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৪৩ টাকা। অদক্ষ শ্রম বাবদ ব্যয়—৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮০৪ টাকা। সাবমার্শিবল পাম্প—৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা (BRGF+PUP)। সাবমার্শিবল পাম্পের বিদ্যুৎ ব্যয়ের বরাদ্দ অর্থ—PUP এবং SFC থেকে পাওয়া যাবে। নিরাপত্তা রক্ষী ও বিশ্রাম শেড-এর ব্যয় বাবদ অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল থেকে পাওয়া যাবে।

স্থানীয় বৃদ্ধ অজিত কুণ্ডু। বয়স ৭৬। বাড়ি বড়কুড়িয়া। এই বাগানে 'রাখালী' করেন। সপ্তাহে ২/৩ দিন কাজ পান। স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। এখানে যখন কুষ্ঠ হাসপাতাল তৈরি হয় গরুর গাড়িতে করে ইট বইতেন।

এই বাগান হওয়ায় তাঁরও আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

ফেরার পথে পড়ল আঁচুড়ী স্টেশন। এখানে নেমেই যেতে হয় গৌরীপুর। দুপুরের নির্জনতা খান খান করে চলে গেল ট্রেন।

মনে পড়ে গেল ওঁদেরই কথা— ট্রেনেই আমরা যাতায়াত করি। পয়সা লাগে না তো।

আঁচুড়ী থেকে ট্রেন ধরে ওঁরা ছড়িয়ে পড়েন ভিক্ষে করতে।

ওদের বাগান ফলন্ত হোক। ট্রেনে ট্রেনে ওঁদের আর বেরোতে হবে না। পাল্টে যাবে ওদের জীবন।

সকলের সমবেত প্রয়াস ওঁদের জীবনযাপনকে মসৃণ করে তুলবে।

আঁচুড়ি স্টেশনে কবে বন্ধ হবে কুষ্ঠ রোগীদের আসা!

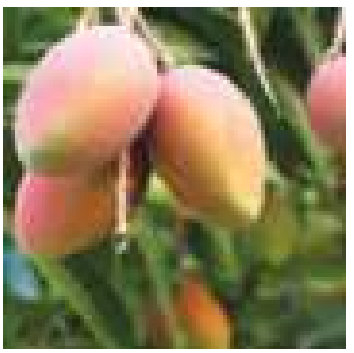
পাতার শন শন আওয়াজে যেন শোনা গেল দীর্ঘশ্বাস—বিশ্ব হোক কুষ্ঠমুক্ত।



রানিবাঁধ

# অম্বিকানগরের শবরপল্লি : এক চিরায়ত শবরগাথা







অম্বিকানগর থেকে চললাম রানিবাঁধের ব্লক অফিস। মার্চের শেষ সপ্তাহ। প্রখর রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি বাঁকুড়ার একের পর এক ব্লক। বাঁকুড়া সদর থেকে বেরিয়ে খাতড়া। মহকুমা শাসকের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে তাঁরই নির্দেশ মতো খাতরা ব্লকের নানা কাজ সেরে চলেছে রানিবাঁধের উদ্দেশে। মুকুটমণিপুরের বাঁধের পাশ দিয়ে অম্বিকানগরের পথ ধরে চললাম। মনটা একটু ভারাক্রান্ত লাগছিল। সূর্যাস্তের মুকুটমণিপুর দেখা হল না বলে। ওদিকে JAP-র ট্রেনিং চলছে রানিবাঁধের ব্লক অফিসে। ওঁদের সঙ্গে কথা বলব—আগের দিনই জেলাশাসকের ঘরে বসেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তবু সময়ে পৌঁছনো গেল না। ট্রেনিং শেষ করে ওঁরা চলে গেছেন। বনের পথে অনেক দূর যেতে হবে ওঁদের।

এখানে মহিলাদের আমবাগান নিয়ে একটা ভালো SUCCESS STORY হবে সেটাও ডি.এম. ম্যাডামের ঘরে বসেই বুঝে গিয়েছিলাম। শুনলাম, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যাঁরা আমবাগান করেছেন তাঁরাও বাড়ি চলে গিয়েছেন। বনের পথে যেতে হবে। বললাম, আমরা আমবাগানের ছবি তুলে তারপর ওঁদের বাড়িতে চলে যাব। আমাদের তো গাড়ি আছে। সন্ধে হলেও গিয়ে কথা বলে নেব।

বিডিও বললেন, আমবাগানটা দেখে আসুন। কোথায় আমবাগান? অম্বিকানগর। সেকি, আমরা তো ওখান দিয়েই এলাম। এবার চললাম অন্যপথে। আবার অম্বিকানগরে।

বিডিও অফিসের সঙ্গী জানালেন—আলফানসো আমের গাছ লাগানো হয়েছে। একটু চমকে উঠলাম বৈকি! আলফানসো! আম্রপালী, মল্লিকাই সাধারণত লাগানো হয়। আলফানসো! গাড়ি এসে থামলো গলির মুখে। বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে বললেন—শান্তি শবরের সঙ্গে দেখা হবে না। বাড়িতে অনুষ্ঠান। কে শান্তি শবর? যে মহিলা স্বনির্ভর দল এই আমবাগান করে পুরস্কার পেয়েছে তার দলনেত্রী।



গাড়ি থেকে নেমেই ছুটলাম আমবাগানের ছবি তুলতে। আলো তো কমে আসছে! যে আমবাগানের জন্য এত পুরস্কার তার ছবিটা সকলকে দেখাতে হবে বৈকি!

কিন্তু শান্তি শবরের সঙ্গে দেখা তো করতেই হবে। কিসের অনুষ্ঠান?

ছেলের বিয়ের আশীর্বাদ।

ও, ঠিক আছে। আমরা এগোতে লাগলাম বাগান ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে।

শবরপল্লি। দু-একটা বাড়ি ছাড়াতেই সুসজ্জিত একদল মহিলা বেরিয়ে এলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন শান্তি শবর। দু-হাতে দুটি সার্টিফিকেট। পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিলারা, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। ছবি তোলা হয়ে গেল পটাপট। এত রিহার্সড! ভাবাই যায় না। দাওয়ায় বসে গল্প করতে লাগলাম মহিলাদের সঙ্গে।

২০১১ সালে স্বনির্ভর দল তৈরি হয়েছে।



শবরপাড়ার শান্তি, উলাসী, বিলাসী, জবা, কাজলী, গোলাপী, আরতী, বিনতি, পুতুল, শিবানী, বুধনী, মন্দিরা, কল্পনা—যাঁদের প্রত্যেকের পদবীই শবর তাঁরা দল গড়লেন। সকলের মুখ দেখে দেখে খাতায় নাম লিখলাম। ওই গ্রামের 'পাত্রবাড়ি' বোঝা গেল বেশ অবস্থাসম্পন্ন। শবরদের ভরসার স্থলও বটে। কথায় কথায় বারবারই পাত্রদের কথা বললেন তাঁরা। এই পাত্রদের থেকেই ২৫ বিঘা জমি ২৫ বছরের জন্য লিজ নিয়ে শুরু হয় আমবাগানের কাজ। আট বছর হয়ে গেছে। ওদের যখন প্রশ্ন করতে শুরু করলাম—কিভাবে ওরা এই আমবাগান গড়ে তুললেন যার জন্য দিল্লি থেকে পুরস্কার পেলেন, মহিলারা তখন সংকোচ বোধ করছেন। এগিয়ে এলেন একজন। তিনি দিলীপ মাহাতো। ২০১৩ পর্যন্ত যিনি ছিলেন প্রধান। তাঁরই উদ্যোগে শুরু হয় দল গঠন, বাগানের কাজ।

২০১৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত আসনটি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় আর দাঁড়াতে পারেন না দিলীপবাবু। কিন্তু যে সময় তিনি ওখানে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন, তখন তৃণমূলের কাজ করা খুব সহজ ছিল না। প্রথম কয়েকটা বছর অন্তত। ২০১১-তে মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসে। তাই দিলীপবাবুর দুঃখ যে, তৃণমূলের সেই দুঃসময়ে যেভাবে তিনি এখানে কাজ করেছেন আজ তা কল্পনা করাই যায় না। কিন্তু আজ যখন কাজের এত সুযোগ তিনি এক ডজন ভেড়া চরিয়ে কোনও রকমে স্ত্রী ও সাড়ে তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে দিন গুজরান করছেন।

আমবাগানটার ওপর দিলীপ মাহাতোর খুব মায়া। কথায় কথায় বলেই ফেললেন। স্বাভাবিক। অনেক কষ্ট করে একটা একটা চারাগাছকে বড়ো করিয়েছেন। এদের শিখিয়েছেন কেমনভাবে বাগান করতে হয়। বারবার মহিলাদের বলে চলেছেন—বলতে হবে তোমাদের। তোমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। সব কথা জানাও। উনারাতো জানতে এসেছেন।

তাঁরা কখনো হাসছেন, কখনো লজ্জায় ঘোমটা টানছেন। আবার কখনো সপাটে বলে ফেলছেন দু-চারটে কথা। মনে হল, এসব কথাও এই প্রথম তাঁরা বলছেন তা নয়। এমন কথা তাঁরা বলতে অভ্যস্ত, আমরাই শুধু প্রকাশে অক্ষম।

আমবাগান ঠিকমতো পরিচর্যা হয় না বলে জানালেন কেউ কেউ। গাছ বড়ো হয়ে যাওয়ায় হয়তো ততটা প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এ কথাতো অস্বীকার করা যায় না পরিচর্যা যে কোনো গাছের ফলনকে বাড়ায়। শান্তি শবর ছবি তুলেই চলে গেলেন। আর পাওয়া গেল না তাঁকে।



বাকিটুকু জানানোর বকলমা যেন দেওয়া ছিল দিলীপ মাহাতো ও দলের অন্যদের। অথবা দিলীপ মাহাতোকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো কারো ছিল না।

তিনি বলে গেলেন অনেক কথাই। হয়তো এই আমবাগান গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অবদান বা কৃতিত্ব আজ কেউ স্বীকার



করেন না অথবা কেউ বেশি কৃতিত্ব দাবি করে ফেলেছেন। পুরো আলোটাই পড়ছে অন্য কারো ওপর। ক্ষোভের হয়তো এমনই কোনো কারণ আছে দিলীপবাবুর। এমন কত ঘটনাই তো অহরহ ঘটে চলেছে। এই সত্যটাই তিনি হয়তো মানতে পারছেন না।

কিন্তু বাগানের প্রতি, শবর মহিলাদের প্রতি কোনো বঞ্চনা তিনি যে মেনে নেবেন না সেটা জানাতে তিনি কসুর করলেন না। সারা দেশের কাছে শবর মহিলাগোষ্ঠীর এই আমবাগানকে সাফল্যের সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সূর্যাস্তের আলোয় তাঁদের মুখ দেখে বুঝে নিলাম প্রদীপের ওপরে যতটা আলো নীচে ততটাই অন্ধকার।

তাঁরা যা বললেন, যা বললেন না সবটা নিয়ে লেখার চেয়ে না লেখার উপাদান-ভাণ্ডারটা যেন উপচে পড়ল।

এই সেই শবর গ্রাম—'দারিদ্র্য যেখানে নিত্যসঙ্গী'। চর্যাপদে যে শবরদের কথা বলা আছে তাঁদের জীবনচর্যাপদ আজও অপরিবর্তিত। গাছতলায় ওদের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়িতে পড়ে। যার ডাক নাম—খিচুড়ি স্কুল। প্রাইমারি স্কুল দূরে থাকায় বাচ্চাদের স্কুল পাঠান না। রাস্তায় কুকুররা তাড়া করে। এখানে যদি ভুসুকপাদ বা কাহ্নপাদরা চলে আসতেন তাহলে এই আমবাগান, এই শিক্ষার আলো বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে, স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী নিয়ে কালজয়ী পদ রচনা করতেন। আমরা নিরুপায়। ওদের জন্য একরাশ দুঃখ নিয়ে 'মুসাফিরআনা'র সামনের মুকুটমণিপুরের জলাধারের উঁচু পাড়ে বসে ভাবতে লাগলাম—ওই শিশুগুলোর বাড়ি থেকে স্কুল এত আলোকবর্ষ দূরে কেন? গ্রামের একমাত্র মাধ্যমিক পাশ শান্তি শবরের ছেলে। মুকুটমণিপুর থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে এই গ্রাম আলো-আঁধারির গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়!

মুসাফিরআনার সাজানো পার্ক যেন চোখ টানল না। কানে বাজছিল ওই কথাটা—'রাস্তায় কুকুর, গরু, ছাগল বলে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাই না।' মনে হল—এই জন্যই তো সর্বশিক্ষা মিশন। এর জন্যই তো উন্নয়নের যে কোনো উপকরণকে নিয়ে যেতে হবে দোরে দোরে। তারই জন্য এত পরিকল্পনা, এত অর্থব্যয়, এত ই-গভর্ন্যান্স-এর আয়োজন।




দরিদ্রতম শিশুটির কাছে কে নিয়ে যাবে আলোর প্রদীপটা? দরিদ্রতম মা-এর (নারীটির) কাছে কে এনে দেবে সম্মানের সঙ্গে শাক-ভাতের ব্যবস্থা করার সুযোগটা? এদের যাঁরা বঞ্চিত করেছেন তাদের জন্য কেউ তো এগিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই।

গলা বুজে আসে। কানের কাছে কেউ যেন বিড়বিড় করে বলে চলে—বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। পিছন ফিরে দেখি, আমারই সহকর্মী।





ছবি : সুচরিতা দাস সরকার, সর্বাণী আচার্য

বাঁকুড়া



# একলব্য মডেল স্কুল

মুকুটমণিপুর ড্যামের ঢিলছোঁড়া দূরত্ব হয়তো নয়। তবে অতিরঞ্জনে তেমনিই দাঁড়ায়, আর সেটাই বাঁকুড়া-র ‘একলব্য মডেল স্কুল’-এর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শম্পা সাহানার সঙ্গে কথা বলে সেটাই জানা গেল।



প্রায় সারা বছরই কম-বেশি পর্যটকের আনাগোনা মুকুটমণিপুরে। স্কুলের ছাত্রদের আটকে রাখা মুশকিল। সমস্যা তাদের আবাসিক হস্টেলের রুমগুলোর ডিজাইনেরও। যে কোনও জানলা দিয়ে তারা সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। দামাল ছেলেদের আটকানো বড়ো শক্ত। মেয়েরা শান্ত, কথা শোনে।

আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ দিতেই সারা রাজ্যে ৭টি 'একলব্য মডেল স্কুল' গড়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর, বর্ধমানের কাঁকসা, বোলপুরের রাইপুর (দশম শ্রেণি পর্যন্ত), পুরুলিয়ার মানবাজার-১, জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ও পশ্চিম দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর (দশম শ্রেণি পর্যন্ত)।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এগুলি আবাসিক বিদ্যালয়।





মুকুটমণিপুরের একলব্য মডেল স্কুলটি ২০০২ সাল থেকে চালু হয়। প্রথমে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বাংলা মাধ্যমে শুরু হয়। ২০০৬ সালে প্রথম ব্যাচের মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২৪ জন ছাত্র ও ২৭ জন ছাত্রী ছিল। মোট ৬০টি আসন আছে। ৩০টি করে ছাত্র ও ছাত্রী। অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরাই কেবলমাত্র ভর্তি হতে পারে। পরে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো শুরু হলে ২০১৪ সালে প্রথম মাধ্যমিকের ব্যাচ এবং ২০১৬ সালে প্রথম উচ্চমাধ্যমিকের ব্যাচ বেরোয়।

বাঁকুড়ার পোয়াবাগান, সোনাগাড়া ও রানিবাঁধ— এই তিনটি জায়গায় তিনটি ফিডার স্কুল ছিল। ২০১৬ সালে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে যারা এখানে ভর্তি হচ্ছে, এই ধরনের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ছোটো থেকে যে প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে গড়া দরকার সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, মূলত পিছিয়ে পড়া পরিবার ও এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে আসে। সেখানে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা খুব কম। প্রায় নেই বললেই চলে। যা আছে সেখানেও পড়ানোর সামর্থ্য নেই পরিবারের। ফলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে যখন তারা ভর্তি হয়, দেখা যায় অনেকেরই ইংরেজির অক্ষর জ্ঞানটাও সঠিকভাবে হয়নি। ফলত তারা এতটাই পিছিয়ে থাকে যে তাদের টেনে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

যারা এখানে পড়তে আসে তাদের মাতৃভাষা বাংলা বা ইংরেজি নয়, সাঁওতালি। তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি ও হরফ অলচিকি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি ভাষা শিক্ষার চাপ বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ছোটো থেকে ইংরেজি মাধ্যমে না পড়লে পরবর্তী সময়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া এমনিতেই





কঠিন। ফলে পঠন-পাঠনের মান উন্নত হয় না। তাছাড়া, যাঁরা এখানে পড়ান, তাঁরাও কেউ স্থায়ী নন। তাঁদের বেশির ভাগই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করেননি। তাঁরাও সেই মানের পড়াতে পারেন না সবসময়। তাঁদের মধ্যেও সমস্যা আছে—একথা জানালেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা।

বর্তমানে ১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। অশিক্ষক কর্মচারী ও হস্টেলের কর্মী যথাক্রমে ৪ ও ১৪। এ বছর মাধ্যমিক দিয়েছে ৩৯ জন মাত্র।

উঁচু ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কমতে থাকছে। এটা একটা বড়ো সমস্যা। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ২৭ জন। তার মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রী যথাক্রমে ৪ ও ২৩ জন। একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে ১৯ জন। ছাত্রসংখ্যা ১২।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন ৩/৪ জন। সি আর পি এফ-এও চাকরি পেয়েছেন ৪/৫ জন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শম্পা সাহানা জানালেন, আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইলের সিম কদিন পরপরই চেঞ্জ হয়ে যায়। ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখান থকে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে, বেশিদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাচ্ছে না। ২০১৬ সালে মেডিকেলে চান্স পেয়েছে শম্ভু হাঁসদা। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো সাফল্য।

পুরুলিয়ার মানবাজার, পুঞ্চা, বান্দোয়ান, পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়, বিনপুর, শিলদা, বাঁকুড়ার খাতড়া, রানিবাঁধ এইসব অঞ্চল থেকে মূলত ছাত্র-ছাত্রীরা আসে উচ্চমাধ্যমিকে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও নানা কারণে শিক্ষায় বেশিদূর এগোতে পারে না। তারা নানা কারণে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারছে না। উন্নত মানের শিক্ষার যে সুযোগ এই ‘একলব্য মডেল স্কুল’-এর





মাধ্যমে দেওয়ার আয়োজন করেছে, তার সঠিক সুযোগ নিতে পারছে না ছেলে-মেয়েরা।

নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে চলেছে ‘একলব্য’।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে। যেটুকু পরিকাঠামো আছে তাকে কাজে লাগিয়েই অনগ্রসর আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত পালন করে চলেছে মুকুটমণিপুরের ‘একলব্য মডেল স্কুল’-এর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।

সমস্যার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করলেন শম্পা সাহানা। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা হিসেবে তিনিও আবাসিক। সর্বক্ষণই ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে থাকেন। তাদের ভালো-মন্দের চিন্তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা। মাতৃস্নেহেই তিনি তাদের বড়ো করে তুলছেন। জানালেন যে, এমন অনেক অভিভাবক আছেন ভর্তির সময়ই যাঁরা একবার আসেন, আর কোনোদিনই আসেন না। ছেলে-মেয়েদের খোঁজখবর করেন না। তারা একা-একাই বাড়ি যাতায়াত করে। দুর্গম অঞ্চলে তাদের বাড়ি হওয়ায় অনেক সময়ই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটা দূরত্ব যেমন থেকে যাচ্ছে, স্কুল কর্তৃপক্ষও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের বেড়ে ওঠার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ভাবনার আলাপ-আলোচনা করে উঠতে পারছে না।

ছেলে-মেয়েরা এখানে যেভাবে বড়ো হয়ে উঠছে অনেক বাবা-মায়েরাই সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। ভালো ঘরবাড়ি, আলো, হাওয়া, জল, শৌচালয়, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, পড়াশুনা ও খেলাধুলার সুযোগ পেয়ে বেড়ে উঠছে এখানের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁদের জীবনচর্যা হয়ে উঠছে অন্যরকম। বাড়িতে এগুলির অধিকাংশই



অনুপস্থিত। তাই ছুটির সময়েও ছাত্র-ছাত্রীরা হস্টেলেই থাকা বেশি পছন্দ করে, অভিভাবকেরাও।

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের বয়স ২০-২১ বছরও হয়ে যাচ্ছে। এই সময়টায়, বিশেষ করে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যে কৈশোরজনিত স্বাভাবিক স্ফুরণ দেখা যায়, সেগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হয়। হস্টেলে









নানা বয়সের ছেলে-মেয়েরা থাকে। সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রতি মুহূর্তে তাদের নজরে রাখতে হয়। কাউন্সেলিং করাতে হয়।

তাদের প্রচণ্ড এনার্জি। দরকার তার সঠিক প্রয়োগ। আরও বেশি করে তাদের খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে রাখতে পারলে ভালো হয়। প্রতি শনি-রবিবার দাবা শেখানো হয়। কমপিউটারের ক্লাস হয় প্রতিদিন। নানা মডেল তৈরিতেও তারা আগ্রহী। ছবি আঁকা এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় যদি কোনো সংগঠন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাহলে তারা খুবই উপকৃত হবেন বলে জানালেন শম্পা সাহানা।

এখানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষা শেখানো হয়।

অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা মাসে ১৩০০ টাকা ভাতা পায়। স্কুলের অ্যাকাউন্টেই টাকা জমা পড়ে। এই ভাতা খাওয়া-বাবদ খরচ করা হয়। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, আদিবাসী কল্যাণ ও শিক্ষা পর্ষৎ-এর সহায়তায় বাকি ব্যয় চালানো হয়।





অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর ও (আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর) সব রকমের বই, স্কুল ড্রেস, ব্যাগ, চটি, জুতো (স্কুলের জুতো, চটি), বেডিংস (প্রতি বছর চাদর, শীতে কম্বল, কভার) সবই দেয়।

প্রতিদিন চারবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল সাতটায় কলা, বিস্কুট ও ডিম দেওয়া হয়। রবিবার মুড়ি, চানাচুর। সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে দুপুরের খাবার। ২ দিন মাছ, রবিবার চিকেন, অন্যদিন ডিম। দুপুরে ১.৪০-এ ১ প্যাকেট বিস্কুট, সাড়ে ৪টের সময় মুড়িসহ কিছু। রাত ৯টায় নিরামিষ খাবার।

‘একলব্য মডেল স্কুল’-এর ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন চিন্তা-ভাবনা করছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাজ্য সরকারও তাদের জন্য ভাবনার বাতাবরণ তৈরি করতে উদ্যোগী। তারই ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ে কর্মরত সকলকেই ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন থেকে EPF-এ টাকাও কাটা শুরু হয়েছে। একজন বাদে সকলেই স্নাতকোত্তর ও প্রশিক্ষিত।



*ছবি: একলব্য মডেল স্কুল ও সবার্ণী* ***আচার্য***



বাঁকুড়া জেলা

# সুকন্যা
# স্বনির্ভরতার স্বপ্নে কন্যাশ্রীরা



বাঁকুড়া জেলায় কন্যাশ্রী সংঘ তৈরি হয়েছে। চলছে ক্যারাটে ও আর্চারির প্রশিক্ষণ। খাতড়া ব্লকে বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে 'প্রাকৃতিক তন্তু'-কে নিয়ে মেলা হয় রথের সময়। কন্যাশ্রীর মেয়েরা 'স্টল' দেয়। সেখানে বানানো ও বিক্রিও হয়। পাঁচ দিনের এই মেলায় ভালোই বিক্রি হয়েছে।

খাতড়া ব্লকের মুকুটমণিপুর ড্যাম-এর পাশে জেলা পরিষদের যে স্থায়ী বিপণির ব্যবস্থা করা তার একটি দেওয়া হয়েছে 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিসের বিক্রির জন্য। নাম – সুকন্যা। পর্যটকের ভিড় থাকলে ভালোই বিক্রি হয়।

বিষ্ণুপুরের কন্যাশ্রী-রা তৈরি করেছে বাটিক প্রিন্টের জিনিস। ২০১৬ সালে রাইপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে ওদের তৈরি উত্তরীয় দিয়েছেন।



সুকন্যা— পদ্মা দুলে। গোয়ালাডাঙার রঞ্জিত দুলের মেয়ে। কাঁকড়াদাঁড়া শিবানন্দ স্মৃতি বিদ্যালয় থেকে এবছর মাধ্যমিক দিয়েছে। জীবনটাকে গতানুগতিকতার বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাবতে শিখে গেছে পদ্মা। নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে — খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জানালো সে কথা। রঞ্জিত দুলের পাঁচ মেয়ে আর দুই ছেলে নিয়ে অভাবের সংসার। চাষবাস আর দিনমজুরিই ভরসা। পদ্মার মা সংসারটা সামলান। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ফলে বিয়ের পরের জীবনটাও পদ্মার চেনা হয়ে গেছে। পদ্মা ঠিক করেছে — আগে নিজের মতো দাঁড়াবে, তারপর বিয়ে। দেখলাম প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।

পদ্মার সঙ্গে ছিল কল্যাণী মাঝি। একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে ওরা। গোপালপুরের কল্যাণীর বাবা অবলা মাঝি। ওরও একই কথা। 'স্বনির্ভর হব'—ছোট্ট উত্তর।

পদ্মাদের সঙ্গে আছে মোট প্রায় পঁচিশ জন। খাতড়া গার্লস-এর প্রায় দশ জন। বাকি পনেরো কাঁকড়াদাঁড়া স্কুলের। পদ্মার থেকে জানা গেল, দুটো স্কুলেই ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সেলাই-এর কাজ। নানা রকমের কাজই শেখানো হয়েছে। পদ্মাদের স্কুলে ত্রিশ জন মেয়েকে এক মাস ধরে ট্রেনিং দেওয়া হয়। ২০১৬-র শেষ দিকে এই ট্রেনিং চলে। সকলেই দশম শ্রেণির ছাত্রী। পরীক্ষার পর প্রায় এক মাস হল ওরা সেলাই করছে। 'সুকন্যা'-তে বসছে প্রতিদিন দুজন করে। ওদের স্কুলের পনেরো জন মাত্র এই কাজে যুক্ত হয়েছে। বাকিদের তেমন আগ্রহ নেই।

মহম্মদ শামিম আলিই দুটো স্কুলে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

রীণা মাহাতো, জয়শ্রী মাহাতো, মিঠু গড়াই, শিখা গড়াই, সুমনা মণ্ডল, শ্যামলী মুদি, সুকিমণি মুদি, প্রিয়াঙ্কা দুলে ও অন্যান্যরা পালা করে প্রতিদিন দুজন 'সুকন্যা' চালায়। নানা জিনিসও তৈরি করছে ওরা।

পদ্মা দুলের যাতায়াতে কুড়ি টাকা লাগে। বাড়ি থেকেই নেয় বাসভাড়ার টাকা। একমাসে এখনও পর্যন্ত চারদিন গিয়েছে। সাইকেলে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া যায় না। তাই বাস। পদ্মার মতো অনেকেরই বাসের পথ।

মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন 'সুকন্যা'-য়। খাতড়া গার্লস-এর মেয়েরা ছিল সেদিন—জানাল পদ্মা।



# রাইপুরের খয়েরবনি

রাইপুরের ঢেকো গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়েরবনি গ্রাম। প্রায় ৫০টি মুসলিম পরিবারের বাস। গীতাঞ্জলি প্রকল্পে প্রায় ২০টির বেশি বাড়ি হয়েছে। শৌচালয়ও কিছু বানানো হয়েছে। একেবারে ঘর লাগোয়া। জলের খুব সমস্যা। অনেকেই তাই শৌচালয় ব্যবহার করতে পারছেন না। ঘর-লাগোয়া হওয়ায় জলের দরকার বেশি। গ্রামবাসীরা জানালেন, মিনি পাম্প বসালে ভালো হয়। এই গ্রামে একটি মসজিদ আছে। দূর থেকে লোক আসে। জলের সমস্যায় তাঁদেরও অসুবিধা হয়।

এই গ্রামে মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা সকলেই কিছু করতে চান। বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে কথা হল।



এলাহি ভরসা। টেলারিং-এর কাজ করেন। রেডিমেড শায়া তৈরি করেন। খাঁদড়া থেকে থান কিনে আনেন। মুক্তবা বিবি, আশিয়া, আজমীরা, রোজিনা, জারিনা, সুলতানা, সাবানা খাতুন, রেশমা, রোহনা, রাহান, পরী — এগারো জনের দল। গোষ্ঠী শুরু হয়েছে এক বছর চার মাস আগে।



কাজ শুরু হয়েছে চার মাস হল। সিসি লিমিট থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা ঋণও নিয়েছেন তাঁরা।

পশুপালনে অনেকেই আগ্রহী। তাঁরা ঋণের টাকা নিয়ে গাই-গরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস কিনছেন। যাঁদের জমি আছে অনেকে বাগান করতে আগ্রহী। পুকুর পাড়ে-ও বাগান করতে ইচ্ছুক। কিন্তু জল সমস্যা খুব বেশি।

সকলের বাড়িতে মেশিন নেই। দু-একজনের বাড়িতে আছে। তাঁরা শায়া সেলাই করে বিক্রি করছেন।

খয়েরবনি ৭৮৬। দশ জলের দল। রাহিমা বিবি, শবনুর, রেশমা, সাদেকা, নাশু, আশেকা, রেহানা, নাজিরা, সুলতানা, তামান্না।

সাদেকা বিবি স্টেশনারি দোকান করেছেন দশ হাজার টাকা নিয়ে। নাশু ও তামান্না — দুজনেই বাছুর কিনেছেন বিনপুরের হাট থেকে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে। এগিয়ে চলেছেন ওঁরা।

# রাইপুরে শীরষার কলাবাগান ও বৃক্ষপাট্টা



জেলা পরিষদ থেকে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে পুকুর কাটা হয়েছে। পুকুরের পাড়ের জমিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কলাবাগান ও অড়হর চাষ করেছেন। ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমেই এই কাজ চলছে। শীরষা শিবশক্তি ও শীরষা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই কাজ করছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ১৬০০ চারা এনে বসানো হয়েছে আট মাস আগে। এক বছরে ফল দেবে। বৃক্ষপাট্টাও দেওয়া হয়েছে। ফুলকুসমাতে মহিলাদের দল পোলট্রি করেছে।

# বাঁকুড়া–১–এ ভেটিভার চাষ



বাঁকুড়া-১। ছুটির দিনের সকাল। 'টিম পশ্চিমবঙ্গ' হাজির ব্লক পরিক্রমায়। অফিস খুলিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন জয়েন্ট বিডিও অর্জুন দাশগুপ্ত।

অর্থনীতির ছাত্র। অর্থনীতির ভাষাতেই ব্লক তথা বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছিলেন।

'এখানে ছেলেরা একেবারে অকর্মণ্য, কিছুই করতে চায় না। চাহিদা কম ওদের। যা আয় করে নেশা করে উড়িয়ে দেয়। নগদ পয়সা ছাড়া কাজ করতে চায় না।'

—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন অর্জুনবাবু। কথায় কিছুটা বিরক্তির ঝাঁঝ।

অন্যদিকে, মেয়েদের সম্পর্কে খুব সদর্থক মন্তব্য করে গেলেন। 'মেয়েদের বোঝানো সহজ। পরিশ্রমও করতে চান। যেটুকু আয় করেন সংসারের কাজেই লাগান। তাই টাকা পরে পেলেও কাজে আপত্তি নেই। ১০০ দিনের কাজে প্রায় ৫৫ শতাংশই মহিলা। তাঁরা হাঁপা কাটা, জলতীর্থ তৈরি, ঊষরমুক্তির কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।' মেয়েরা কাজে আসেন বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা অপুষ্টিতে ভোগে। এই পুষ্টিহীনতার শিকার শিশু ও মহিলাদের জন্য নানা ভাবনা ভাবতে থাকেন তিনি।

এই মহিলাদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি করে ভেটিভার ঘাস চাষের ব্যবস্থা হয়। ভেটিভার ঘাস ভূমিক্ষয় রোধ করে। পশুর খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গরু, ছাগল খায়। গোয়ালারা গরুর খাবার হিসেবে কেনে। আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতে নার্সারিতে চাষ হচ্ছে। কেঞ্জাকুরায় দ্বারকেশ্বরে নদীর ধারে চাষ হচ্ছে। আসাম থেকে দুবছর আগে ৩০০০ চারা আনা হয়। নার্সারিতে চারা তৈরি হচ্ছে। জেলার অন্যান্য ব্লকেও সরবরাহ করা হচ্ছে। মাটি ভাঙন রোধে ভেটিভার ঘাসের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ মহিলা স্বনির্ভর দলগুলোর মধ্যে ভেটিভার চাষের প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা আছে।



# আনন্দধারা-র মামনিরা
## পথ চলছে সাহসে

ছাতনার প্রত্যন্ত গ্রাম। বাড়িতে বসে কাপড়ের ব্যবসা করে মামনি ভট্টাচার্য। শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, অসুস্থ স্বামী আর বছর আটেকের একমাত্র ছেলে নিয়ে মামনির সংসার। সব দায় দায়িত্ব ২৫ বছরের মামনির।

কাপড় কিনে আনতে হয় দূরদূরান্ত থেকে। কখনও পুরুলিয়া, কখনও দুর্গাপুর। ভারি বোঝা নিয়ে বাড়ি ফেরাই মুশকিল হয়ে যায়। শুশুনিয়া থেকে ছাতনায় আসার শেষ বাস চলে যায় অনেক সময়। হা পিত্যেশ করে বসে থাকা। যদি কোনও গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স বা অন্য কিছু পাওয়া যায়। বর্ষাকালে আর এক সমস্যা। জল থেকে নতুন কাপড় বাঁচাতে হিমশিম খেতে হয়। অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ রাত বাড়ে। শেষে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অচেনা লোকের গাড়িতেও আসতে হয়। সঙ্গে থাকে ব্যবসার কাপড়।

এইভাবেই বেঁচে আছে মামনি। মাথায় অনেক বোঝা নিয়ে। দুঃখের কথা বলতে বলতে গলা বুজে আসে বারবার। যে সব আতঙ্কের রাত ওঁকে পেরোতে হয় সেই স্মৃতি থেকে মুক্তি পায় না। সামনে এমন আরও কত রাত অপেক্ষা করছে কে জানে!

'বনের পথ, বড়ো ভয় করে।' আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার কথাই বারবার বলে চলে।

সংসার সামলানো, অসুস্থ স্বামীর সেবা, ছেলেকে পড়ানো এসব করেই ব্যবসাটা চালায়। পাঁচটা মানুষের দায় নিয়েছে ও।

সহায়তা করেন বৃদ্ধা শ্বাশুড়ি। মামনি বাইরে গেলে ঘর সামলানো, ছেলে সামলানো, ব্যাবসা সামলানো সবই শ্বাশুড়ি করেন। ওইটুকুই ওর ভরসার জায়গা।

এই মেয়েটাই নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে 'আনন্দধারা'-র অনুষ্ঠানে ২০১৫-র নভেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে সংবর্ধিত হয়।

স্ব-নির্ভরতার পথে ওর এই লড়াই স্বীকৃতি পায়। এটা নিঃসন্দেহে ওর মনের

জোর বাড়িয়েছে। হয়তো আরও পাঁচজনকে অনুপ্রেরণাও দেয়। কিন্তু ওর সমস্যার সমাধান হয় না।

বুকের ভিতর সেই আতঙ্ক পুষে রেখে, বিপদ মাথায় নিয়েই ওকে ব্যাবসার কাপড় আনতে হবে দূর দূরান্ত থেকে। যানবাহনের অপ্রতুলতা একদিনে ঘুচবে না। ভালো ভালো রাস্তা হয়েছে। কিন্তু পরিবহণের সমস্যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে পঙ্গু করে রেখেছে। মামনিদের চোখের জল ঝরতেই থাকবে যতদিন না এর সুরাহা হবে।

প্রশ্ন করলাম, তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে যায় না কেন? বলল — 'স্বামী অসুস্থ। কয়েকটা অপারেশন হয়েছে। তাছাড়া, আগে থেকেই স্বাভাবিক নয়। মানসিক রোগী।'

সব জেনেশুনেই বিয়ে দিয়েছিল মামনির সঙ্গে। বাপের বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। ওর নিজের এক ভাইও মানসিক রোগী। ফলে ওকে সাহায্য করার কেউ নেই।

বারবারই বলতে লাগল — যদি একটা ছোটোখাটো কাজও পেতাম। জানতে চাইলাম, মাসে কত রোজগার হয়। গড়ে আড়াই হাজার টাকার মতো আয় হয়—জানালো মামনি।

একে 'আয়' বলে হয়তো। কিন্তু 'লাভ' বলা যায় না হিসেব মতো। সংসারের সকলের মুখ চেয়ে, চারটে অসহায় মানুষের কথা ভেবে মামনিকে জীবন বাজি রেখে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অচেনা মানুষের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হবে সন্ধ্যা নামার পর। দিনের পর দিন।

তবু যে একটা সামান্য চাকরি জোটানো অসম্ভব তা বুঝতে বাকি থাকে না। বাঁকুড়ার জেলা সভাধিপতির বাড়িতে বসেই শুনেছিলাম মামনির কথা। জেলা সভাধিপতি নিজেই বারবার ওর কথা বলছিলেন। ওর লড়াই-র ব্যাপারটাও উঠে আসছিল। যদিও এতটা স্পষ্টভাবে নয়।

সব শুনে মনে হল, মামনি কি একটা সামান্য চাকরির আবেদন জানায়নি জেলা সভাধিপতির কাছে? কে জানে?

আজও মামনির শ্বশুরবাড়িতে সাবেকি দুর্গাপুজো হয়। জমির থেকে যা আয় হয় সেখান থেকেই পুজোর জন্য খরচ হয়। বনেদিয়ানার ক্ষীণ রেখাটুকু আজও মুছে ফেলতে পারেনি মামনির পরিবার। সেই পরিবারের বধূ মামনিও পারেনি কাকুতি-মিনতি করে কোনওরকমে দুটো রোজগারের ব্যবস্থা করতে। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন মঞ্চে ওকে বলেছিলেন — 'এগিয়ে যাও'।

মামনির ওটাই প্রেরণা। ওটাই শক্তি।

*প্রতিবেদনের ছবি: সবার্ণী* ***আচার্য***



*ছবি: অশোক মজুমদার*

পর্যটন

# জঙ্গলমহলের সবুজদ্বীপ

## সমন্বিত উদ্যোগের সফল মাইলফলক



ব্লকের নাম রাইপুর। কংসাবতীর প্রবাহে একমাত্র দ্বীপটিকে পর্যটনের জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পাথুরে এই দ্বীপটির চারপাশে কাঁসাই-এর জলস্রোত। ওপাশে সবুজ বনানি, একপাশে সারেঙ্গার বরদি পাহাড়। নির্জনতাই এখানে কবিতা।



রাইপুরের আখুটা মোড় থেকে পথের ধারে ‘সবুজ দ্বীপ’-এর সাইনেজ বুঝিয়ে দেয় সবুজ বাংলা গড়ার ডাক আজ রূপ পেয়েছে বাংলার প্রান্তে প্রান্তে।

ব্যস্ত জীবনের হাজারো সমস্যা। আর সমস্যাগুলোই তো বুঝিয়ে দেয় ‘বেঁচে আছি।’ ‘বেঁচে আছি’ অনুভবের বা উপলব্ধির আর একটা মেরুও যে আছে সেটা বুঝিয়ে দিতেই গড়ে ওঠে ‘সবুজ দ্বীপ’-এর মতো পর্যটন কেন্দ্র। তিলে তিলে। হৃদয় দিয়ে। ভালবাসা আর ভাবনার হাত মেলানো কাজে।

দ্বীপ তো ছিলই। বহু বছর ধরে পড়েছিল। এইরকম নির্জন, গোপন স্বভাবের একটা দ্বীপ কেমন ছিল! কে আসত এখানে? কি হত? প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম সহকর্মী অজিত কিস্কুকে। বাঁকুড়ারই ভূমিপুত্র। কিছু শোনা কথা, কিছু অভিজ্ঞতার মিশেলে রোমাঞ্চকর তথ্য উঠে এল ওঁর







নম্র উচ্চারণে।

ভোরের কুয়াশায় তখন জাগছে সবুজ দ্বীপ ও তার আশপাশ। চিরকালের বাংলা গানের মন ভোলানো কথা ও সুর-মূর্ছনায় মনটা অন্যমনস্ক ছিলই। অজিতের কথাগুলোর সত্যতার গভীরে ডুব দিলাম। ভাবলাম, মানুষই মানুষের বড়ো শত্রু। ক্ষমতা দখলের লড়াই চিরকালই পৃথিবীর শান্তি কেড়ে নিয়েছে। আদর্শের 'বুলি'-ও সভ্যতার এক দান। কিন্তু 'বুলি' না কপচে যারা চিরায়ত আদর্শের কাদা-ডোবা পথে মানুষ হয়, বড়ো হয়, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ তাঁদের হাতেই হয়। সার্থক হয়ে ওঠে 'কর্মযজ্ঞ' শব্দটা। 'সবুজ দ্বীপ' তাই আজ এক সফল কর্মযজ্ঞ।

একদিন এই অঞ্চল যে 'সন্ত্রাস' সৃষ্টির কেন্দ্রভূমি হিসেবে কাজ করেছে, এটুকু বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হবে না। 'লাল করিডোর'-এর এই জল-জঙ্গল-পাহাড়-ঘেরা মনুষ্যহীন প্রান্তর, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠবে কিছু সুযোগ-সন্ধানী মানুষের কাছে—এটাই স্বাভাবিক।

জঙ্গলমহলের এই অঞ্চলটি সব দিক থেকেই সুবিধাজনক। ওপারে সারেঙ্গার বরদি পাহাড়। মাঝখানে নদীর জলরেখা। কখনও উচ্ছল। কখনও স্রোতহীন। অনায়াসে হেঁটে চলে আসা যায় যেদিকে খুশি। এই ক্ষীণস্রোতা নদীকেও ব্যবহার করা হত নাকি সন্ত্রাসের কাজে। জল আটকে, বালিতে গর্ত করে অনায়াসে পুঁতে দেওয়া যায় অপছন্দের যা কিছু।

তারপর গর্ত বুজিয়ে বইয়ে দাও জলধারা।

স্রষ্টার অপার করুণা। অশুভ কর্মের জন্য 'বুদ্ধি'ও জোগান তিনি। যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় দিয়ে এই ধরনের কাজ হয় তাও তো স্রষ্টাদত্ত। ভাবতে অবাক লাগে।

ভাবতে অবাক লাগে, এমন কত সৌন্দর্য নিয়ে, সোহাগ নিয়ে পড়ে আছে প্রকৃতি। জীবনের 'প্রদাহ' থেকে বাঁচতে, বাঁচাতে এখানেই তো যেতে হবে। কিন্তু যাওয়ার পথ থাকে না সভ্য সমাজের মানুষের। তাঁদের চাহিদা অনেক।

পথ হবে মসৃণ। ঘর হবে আলোকিত ও শীতল। থাকবে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন শৌচালয়। ফরমায়েশ করামাত্র নানা স্বাদের খাবার। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য বিনোদনের আয়োজন। প্রাত ও সান্ধ্য ভ্রমণের ব্যবস্থা। আর এইসব নিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগের জন্য সাজিয়ে তুলতে হয় 'সবুজ দ্বীপ'-কেও।

একেবারে সরকারি উদ্যোগ। কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেজে উঠেছে 'সবুজ দ্বীপ'। এপ্রিলের ১৩ তারিখে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ১৫ বছরের লিজের ভিত্তিতে।

একেবারে বাণিজ্যিক উদ্যোগ। কিন্তু গভীর সত্যটাকে মানতে হবে। জানতেও হবে। সেই জানার টানেই ছুটে গিয়েছি সদ্য গড়ে ওঠা এই দ্বীপে।

এই একলা পড়ে থাকা দ্বীপটিকে যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য গড়ে তুললেন সেই মূল উদ্যোক্তারা সরকারের আধিকারিক ও কর্মী। বিভিন্ন বিভাগ ও পর্ষদের সমন্বয়ে খুব অল্প সময়ে 'একটি নিটোল কবিতা' হয়ে ওঠা একটা অঞ্চলের গল্প শুনতেই ছুটে







যাই দ্বীপে।

'সবুজ দ্বীপ'—একটা সাফল্যের কাহিনি নয়। সাফল্যের কাব্য। এই 'কাব্য'-এর রূপকার তরুণ বিডিও দীপঙ্কর ঘোষ। আদতে একজন কবি। সুন্দরবন-এর প্রত্যন্ততম অঞ্চলের ভূমিপুত্র এই মানুষটি। প্রান্তে প্রান্তে উন্নয়ন-এর যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এই কর্মযজ্ঞকে সার্থক করতে যে নিবেদিতপ্রাণ সরকারি আধিকারিক ও কর্মীরা ছড়িয়ে রয়েছেন রাজ্যজুড়ে, তাঁদেরই একজন যেন এই দীপঙ্করবাবু।

আখুটি মোড় থেকে গাড়িতে চলেছি। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার ক্রমশ ঘন হচ্ছে। জমাটি বাজার ছাড়িয়ে অন্ধকার পথ। আবার কিছুটা যেতে ঘরবাড়ি, আবার জঙ্গল। দু-একটা দোকান, বাঁদিকে ঢুকে পড়ে মনে হল এই বোধহয় পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। না। আবার লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করা। আবার ছুটছে গাড়ি। ঘন জঙ্গল। জঙ্গল শেষে গ্রাম। হরিমন্দির ঘিরে লোকজন। আবার জঙ্গল। মনে হল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেন পৌঁছে গেছি। ভাবছি—পথ হারাইনি তো! আবার বাড়ি-ঘর, লোকজন। বিদ্যুতের ঝলমলানি। পৌঁছে গেলাম 'ইন্দ্রজোড়'। এত সুন্দর নামের একটা গ্রাম। ভয় কেটে গেল। মনে হল—পথ হারিয়ে যদি এমন গ্রামে এসে পৌঁছনো যায় তবে মন্দ কী!

গ্রামের ভিতর দিয়ে, যেন উঠোন পেরিয়ে গাড়ি চলে গেল





নদীর ধার। ধার দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। দূরে দ্বীপটা। ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িতেই উঠে গেলাম ব্রিজে।

সারাদিনের রোদে পোড়া মনটা ভিজে গেল বাংলা সংগীতের সুর ঝরনায়। সাজানো বাগান আলোয় মোহময়ী। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণভোমরা পুরোনো বাংলা গান, রবীন্দ্রসংগীতের সুরে তালে উঁচু-নিচু পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে 'একলা' করে একটু খুঁজে নিতে চাইলাম। সরকারি কাজে ক্লান্তিহীন জেলা পরিক্রমায় প্রান্তবাসীর দ্বারে দ্বারে হাজির হয়েছি। হয়েছি তাদের সুখ-দুঃখের, পাওয়া-না-পাওয়ার বারমাস্যার সঙ্গী। মনের কোণে কোণে জমে গেছে অনেক দুঃখজল। তাই এখানে পা রাখতেই মন বেপরোয়া হয়ে উঠল মুক্তির আনন্দে।

সুন্দর একটা ছবির মধ্যে যেন আমরা অংশ নিলাম। 'আমরা একঝাঁক পায়রা সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে ঘুরতে লাগলাম। আসলে তখন কিন্তু গভীর সন্ধ্যা, ভাবটা ওই পায়রাদের মতো আমাদের। শুধু আমাদেরই নয়,







ওখানে যাঁরা ছিলেন সেই পর্যটকদেরও যাঁরা যাবেন তাঁদেরও যে এমন হবে সেটাও বলে দিতে পারি থুড়ি লিখে দিতে পারি।

বাংলার 'জঙ্গলমহল' গত কয়েক বছরে পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই শুরু হয়েছিল উদ্যোগটা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরানো। 'শান্তি চাই' বললেই শান্তি আসে না। যেমন, 'পরিবর্তন চাই' বলেই পরিবর্তন আসেনি, আসে না। পরিবর্তন একটা প্রক্রিয়া। শান্তিও একটা প্রক্রিয়া। শান্তি ও পরিবর্তন—দুটি প্রক্রিয়া মিলেমিশে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জঙ্গলমহলে তাই হয়েছে।

জঙ্গলমহলের শান্ত মানুষগুলো মাঝে মাঝেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কয়েক শতকের এই ইতিহাস সকলের জানা। কিন্তু এই ক্ষোভের আসল কারণ নিরসন হয়নি আজও। সিধু-কানু-বীরসা, তারও আগে তিলকা মাঝি, এদের প্রতিবাদের ধারা আজও সুপ্তভাবে চলছে।

প্রয়োজন ওদের সামান্য। দু'মুঠো ভাত। তাও জোটে না, আর তাই তো এত আন্দোলন।

সরকারি উদ্যোগে ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবাগুলো তাঁদের কাছে এখন পৌঁছে



দেওয়া যাচ্ছে। জঙ্গলমহল তাই শান্ত, জঙ্গলমহলের মানুষেরা নিজেরাই এগিয়ে আসছেন জঙ্গলমহলকে উন্নত করতে।

তাঁরা বুঝতে পেরেছেন বাইরের পর্যটকরা এলে তাঁদেরই মঙ্গল। তাঁদের এই প্রকৃতিদত্ত সম্পদ শুধু তাঁদের একার নয়। বিশ্বের মানুষের কাছেও তা সমান আকর্ষণের।

'জঙ্গলমহল' প্রকৃত অর্থেই 'বিশ্ববাংলার জঙ্গলমহল' হয়ে উঠছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমেই এই স্বপ্ন বাস্তবে অনুবাদ হবে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীর সবথেকে বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষ





ও অদক্ষ সব ধরনের মানুষই নানাভাবে যুক্ত থাকায় পর্যটনকে কেন্দ্র করে ঘটে আঞ্চলিক উন্নয়ন।

পর্যটনের জন্য প্রয়োজন সুগম্য পথ-ঘাট ও নিরাপত্তা, সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

জঙ্গলমহলকে প্রকৃতি নিজের মতো করে সাজায়। ঋতুতে ঋতুতে তার সাজ বদল। তারই টানে প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের ভিড় জমে। তৈরি হচ্ছে রাস্তাঘাট। প্রতি ৫০ কিমি অন্তর হচ্ছে 'পথসাথী' বা 'পথের সাথী'। থাকা-খাওয়া-বিশ্রামের জায়গা। এগুলিকে মোটেল বলা হয়। একসময় পথের ধারে ধারে রাজা বা সম্রাটরা 'সরাইখানা' তৈরি করতেন। তখন পথ-নিরাপত্তার বিষয়টাও ছিল খুবই চিন্তার। মোটামুটি পদব্রজ-এ অর্থাৎ হাঁটাপথেই তখন মানুষজন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতেন। কয়েকদিন ধরে টানা তাঁদের হাঁটতে হত। বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জনমানবহীন। ভয়ংকর পশুদের স্বর্গরাজ্য। সন্ধের অন্ধকার নামার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হত সকলকে। পথচারীরাও নিরাপদ স্থানে সরাইখানায় আশ্রয় নিতেন।

আজ সেই পরিস্থিতি পাল্টেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'জঙ্গলমহল' মানে 'জঙ্গল'। হাতিদেরও বসতি এ অঞ্চলে। তাছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থা আজও ততটা উন্নত হতে পারেনি। পর্যটকের সংখ্যাধিক্য না ঘটলে পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে না।

তবুও, তারই মধ্যে একের পর এক 'পথের সাথী' চালু হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যেও তৈরি হচ্ছে ঢালাই পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সেটাকে 'উল্লেখযোগ্য' বললেই সবটা বলা হয় না।



চরমপন্থার ‘লাল করিডোর’-কে উন্নয়নের ‘কর্মযজ্ঞ’ সম্পাদনের ‘পথ’ হিসাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন দিশায় জেগে উঠছে ‘জঙ্গলমহল’। আর সেই দিশার সফল কাব্য ‘সবুজ দ্বীপ’। সামান্য একটা ‘সাঁকো’ বা সেতু দিয়ে সুগম করা হয়েছে সবুজ দ্বীপকে।

‘সবুজ দ্বীপ’-এর বিপরীতে বরদি পাহাড়। কংসাবতীর প্রবাহের ওপারে সারেঙ্গা ব্লক। রাইপুরের ‘সবুজ দ্বীপ’ আর সারেঙ্গার বরদি পাহাড়—দুটো ব্লকের দুটি পর্যটন কেন্দ্রকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে একটা সার্কিট। বারবারই যে কথা মনে হচ্ছিল আমাদের। অবহেলায় পড়ে থাকা বরদি পাহাড়কে দেখে মনে হচ্ছিল—এখানেও তো সবুজ দ্বীপের মতো যত্নে কিছু গড়ে তোলা যেতে পারে। ওখানে থাকার একটা বাংলোও আছে। সেই কথাই আলোচনা করছিলাম সারেঙ্গার বিডিও অফিসে। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল—প্রশাসনিক স্তরে এ ব্যাপারে উদ্যোগ



*ওপারে সবুজদ্বীপ। সারেঙ্গার বরদি পাহাড় থেকে তোলা ছবি।*



নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন বাঁকুড়া। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, স্থানীয় বিধায়ক এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করে জেলাশাসকের কাছে পাঠানোও হয়েছে।

## সবুজ দ্বীপ—সমন্বিত উদ্যোগের সফল মাইলফলক

'CONVERGENE' আর 'LINE DEPARTMENT'—শব্দ দুটো গ্রাম-গঞ্জে আজ খুব পরিচিত শব্দ। সরকারি আধিকারিক ও কর্মীরাই শুধু নয়, উন্নয়নের নানা কাজে যে সাধারণ মানুষেরা যুক্ত বা যাঁদের জন্য উন্নয়নের কাজ চলছে তাঁরাও এই শব্দ দুটোর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

'সমন্বিত উদ্যোগ'-এর মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ চলছে। 'CONVERGENCE' শব্দটার







অর্থ ‘সমন্বয়’।

‘LINE DEPARTMENT’ বলতে মূলত সেইসব ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগকে বোঝায়, উন্নয়নের কাজে যেগুলি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত।

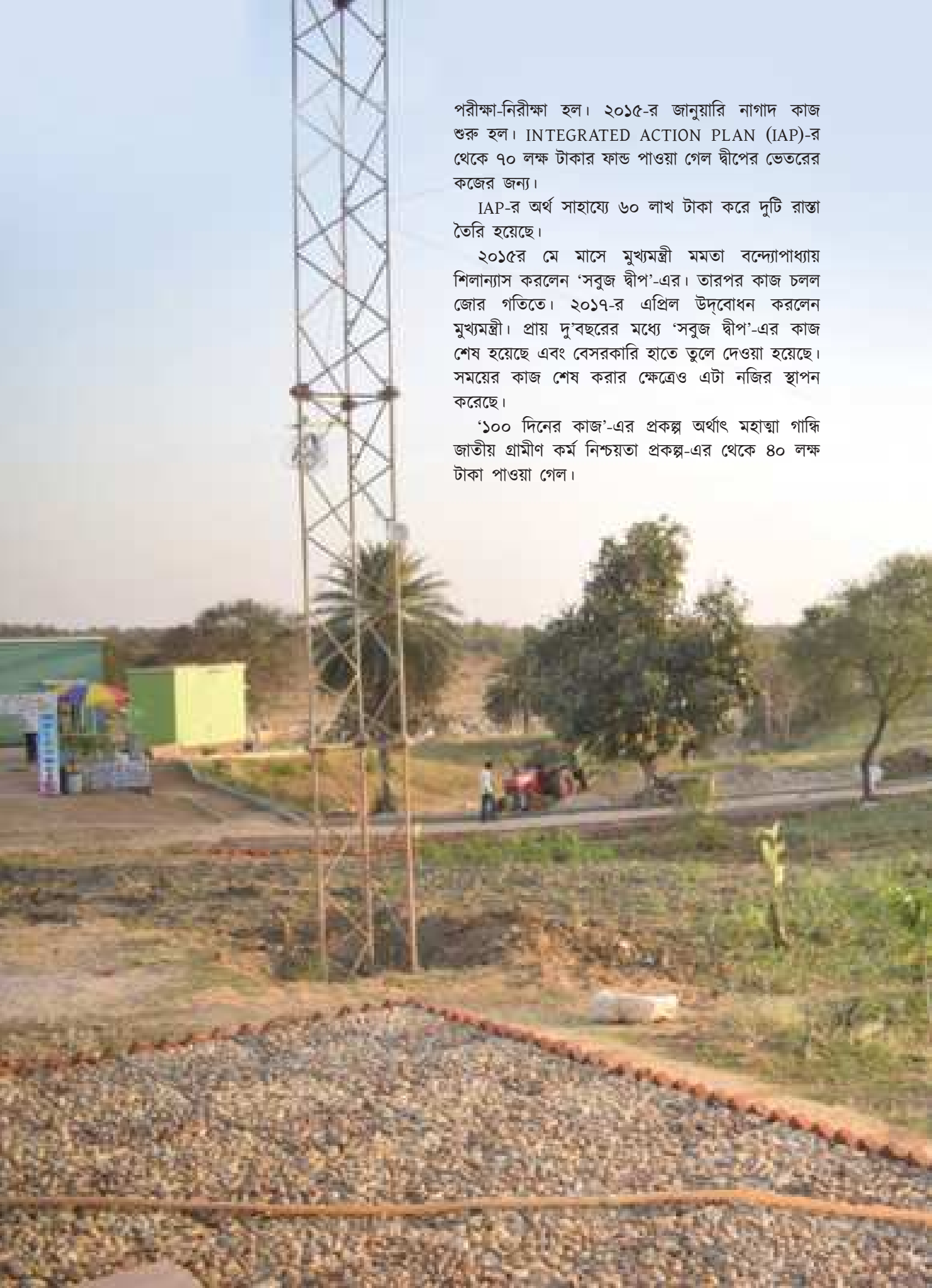
‘সবুজ দ্বীপ’ গড়ে তোলার গল্পের মধ্যে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে এর একটি ছবি।

‘সবুজ দ্বীপ’টি সরকারের— বিভাগের অধীন। নদীর ধার দিয়ে জঙ্গল কেটে, বালি ফেলে রাস্তা তৈরি হয়েছে। ২ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে দুটি ভাগে, অর্থাৎ ১ কিমি করে। কারণ ছোটো ছোটো বাজেটে কাজ সহজে হয়। বড়ো দৈর্ঘ্যের রাস্তার ক্ষেত্রে স্টেট থেকে ভেটিং করাতে হয়।

নদীর পাড় থেকে দ্বীপে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে ‘সেতু’। বড়ো গাড়ি অনায়াসে উঠে যায়। এইরকম শক্তপোক্ত একটি সেতু নির্মাণের খরচও যথেষ্ট।

২০১৩ সালে বিডিও দীপঙ্কর ঘোষ জায়গাটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। ভাবতে থাকেন কী করে এটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটানো যায়। সময়-সুযোগ পেলেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে আসতেন। সংলগ্ন গ্রামের মানুষদের সঙ্গেও কথা বলতেন। ওরাও হয়ে উঠল এই ভাবনার শরিক।

জেলাস্তরে আলোচনা হল বিষয়টি। জমি



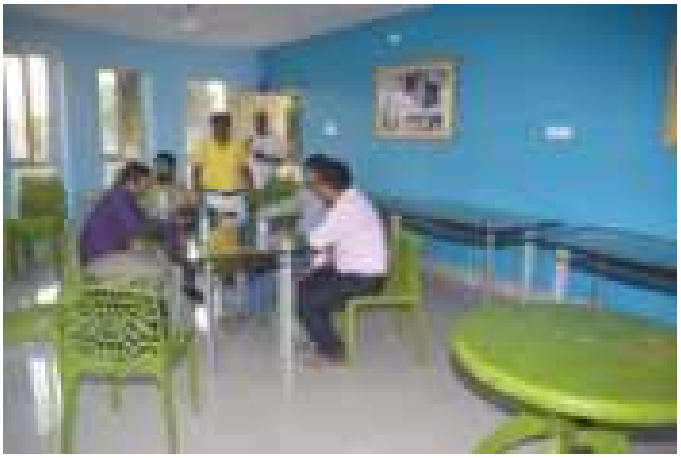
পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। ২০১৫-র জানুয়ারি নাগাদ কাজ শুরু হল। INTEGRATED ACTION PLAN (IAP)-র থেকে ৭০ লক্ষ টাকার ফান্ড পাওয়া গেল দ্বীপের ভেতরের কজের জন্য।

IAP-র অর্থ সাহায্যে ৬০ লাখ টাকা করে দুটি রাস্তা তৈরি হয়েছে।

২০১৫র মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলান্যাস করলেন 'সবুজ দ্বীপ'-এর। তারপর কাজ চলল জোর গতিতে। ২০১৭-র এপ্রিল উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় দু'বছরের মধ্যে 'সবুজ দ্বীপ'-এর কাজ শেষ হয়েছে এবং বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সময়ের কাজ শেষ করার ক্ষেত্রেও এটা নজির স্থাপন করেছে।

'১০০ দিনের কাজ'-এর প্রকল্প অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প-এর থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল।


WELCOME
WELCOME





এই টাকা থেকে শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হয় এবং ঢালাই রাস্তার উপকরণ বাবদ খরচ হয়। মাটি সমান করা, রাস্তার দু'পাশের কাজ হয়, দ্বীপটাকে ঘেরা হয়। তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি কমিশন ৭ লাখ টাকা দিয়েছে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন দিয়েছে ৯ লাখ টাকা।

পরিকল্পনা পাঠালে, মঞ্জুর হলে অর্থ পাওয়া যায়। তাই একের পর এক পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে। এইভাবেই 'সবুজ দ্বীপ'-এর কাজ এগোতে থাকে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে পাওয়া যায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ওই টাকায় সরাসরি কাজ হয়। নদীর পাড় দিয়ে রাস্তায় গার্ডওয়াল তৈরি হয় ২৫ লাখ টাকায়। PEVER ব্লকও তৈরি হয়। বাংলোর ঘরের মেঝের টাইলসের জন্যও খরচ হয় এই টাকা থেকে।

সবুজকে সম্পূর্ণ করার কাজটিও কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না।

জঙ্গলমহল অ্যাকশান প্ল্যান (JAP)-এর থেকে প্রকল্প বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতে। তার আগেই কাজ শেষের প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে রাখা হয়েছিল।

অন্দরসজ্জা, বিদ্যুৎ, ৩টে হাইমাস্ট আলো, অনুষ্ঠানকক্ষের অন্দরসজ্জা, বাগানের আলো, শিশুউদ্যান,





WI-FI কানেকশান, ঘরে ঘরে জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় নির্মাণ, এইসব কাজ অতি দ্রুত করা হয়। তাছাড়া রান্নাঘরের জন্য বিভিন্ন বাসনকোসন ও ফ্রিজ, ঘরের জন্য এসি, টিভি, আসবাব কেনা হয়।

'সবুজ দ্বীপ বর্তমানে বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ১৩ এপ্রিল থেকে রানিবাঁধের বিশ্বরূপ দাস এই 'সবুজ দ্বীপ'-এর মালিক। ১৫ বছরের জন্য তিনি লিজ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি ইতিমধ্যেই এই দ্বীপকে কেন্দ্র করে নানা পরিকল্পনা করে ফেলেছেন।

শীতকালই এখানে পর্যটনের সেরা সময়। তারই জন্য প্রস্তুতি চলছে। শীতে কংসাবতীর জলে বোটিং করা এবং বোটেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পিকনিক করার ব্যবস্থা হবে। 'ফিশিং টুরিজম'-কে ওখানে বিশেষভাবে গড়ে তোলা হবে। নদীর জলে নানারকমের মাছ। পর্যটকরা এখনও মাছ ধরেন। মাছ খাওয়ারও নানা আয়োজন করা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষ মাছ ধরেন নদী থেকে। খাদ্যরসিক পর্যটকরা তাঁদের থেকে মাছ কিনে আনেন। এখানে রান্না করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

১০টি কটেজ আছে। ৬টির ভাড়া ১০০০-১৫০০ টাকা। ৪টির ভাড়া ২০০০ টাকা। কনফারেন্স হলে প্রায় ২০০ জনের ব্যবস্থা করা যাবে। ১৬,০০০ টাকা ভাড়া। অফ সিজিনে ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। সবই এসি। গিজার আছে। স্থানীয় ৩ জন মানুষ এখানে কর্মরত। স্থানীয় মানুষদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ—বিশ্বরূপ দাস (মালিক) ৯৮০০৭৮৫৭৬২, ৯৬৪৭১২৮৬০০

প্রশান্ত দে (বুকিং ম্যানেজার)—৯৪৭৫৩৬৯৩১০, ৯৯৩৩৪৮২৮৮৮

জঙ্গলমহল ট্যুর প্যাকেজের জন্য গাড়ি ভাড়া ও হোটেলেরও ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানালেন বিশ্বরূপ দাস। ৮-১০ জনের জন্য বড়ো গাড়ির ভাড়ার রেটও জানালেন।

- ঝিলিমিলি-তালবেড়িয়া—সুতান-মুকুটমণিপুর—গাড়ি ভাড়া ১৫০০ + ৫০০ টাকা
- বিষ্ণুপুর-শুশুনিয়া—১৭০০ + ৮০০ টাকা
- ঝাড়গ্রাম-চিলকিগড়-কাঁকড়াঝোড়—১৭০০ টাকা
- পুরুলিয়ার অযোধ্যাপাহাড়, বান্দোয়ান সহ—৩০০০ টাকা।

*ছবি সৌজন্য: রাইপুর ব্লক*
*অন্যান্য ছবি: সর্বাণী আচার্য*



# মেজিয়ার তারাপুর ঝিল পরিবেশ পর্যটনের নতুন উদ্যোগ

মেজিয়া ব্লকের তারাপুর ঝিলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নতুন পর্যটন কেন্দ্র। ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ঝিলের বিস্তার প্রায় ৩৭.২৫ হেক্টর।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ আমলে এই ঝিলটি খনন করা হয়। গোপালগঞ্জ, শ্যামপুর, মেজিয়া, জেমুয়া, চৌবেড়িয়া, তেলেন্ডা, পূর্ণিয়া এবং ভাড়া—এই ৮টি গ্রামের নিকাশি-ব্যবস্থা হিসেবে এটি মূলত খনন করা হয়। বর্ষায় এই ঝিলে জল জমা হয়। এই জমা জলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে চাষবাস হওয়ার পাশাপাশি মাছ চাষ হয়। বর্ষার অতিরিক্ত জল দামোদর নদীতে পড়ে।

এই ঝিলটি পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের তালিকায় A-ক্যাটেগরিতে অবস্থিত। বন্যার পলি জমে জমে ঝিলের জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। জল কমে গিয়ে অনেক অংশই জলাভূমিতে পরিণত হয়। কোথাও কোথাও বড়ো বড়ো গাছের ঘন জঙ্গল তৈরি হয়।

২০১২-২০১৩ সালের গ্রীষ্মের সময় দেখা যায় ঝিলের ৮৭ শতাংশই শুকিয়ে গিয়েছে। ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ঝিল ৪১৮ মিটার দৈর্ঘ্য নিয়ে অস্তিত্বময়। মাত্র ৫ হেক্টর অংশে ০.৪-০.৫ মি. গভীরতায় জল আছে। অর্থাৎ মাত্র ১৩ শতাংশ অংশে জল আছে। এই জলটুকুই ব্যক্তিগত ব্যবহার, মাছ চাষ ও জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। চাষবাস ও বৈজ্ঞানিকভাবে মৎস্য চাষের পক্ষে এই জল অপ্রতুল।



মাছ চাষের ক্ষেত্রে এই ঝিলটি এই অঞ্চলে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেজন্য এই ঝিলের জলের গুণগত মান বজায় রাখা জরুরি।

এক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যা আছে। এই ঝিলে সরাসরি নিকাশি (বর্জ্য) জল এসে পড়ে, কখনও বা দূষিত জলও পতিত হয়। ফলে ঝিলের জলে লিটার-পিছু দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্তর বা পরিমাণ কমে যাওয়ায় জলের PH মাত্রা কমে যায়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য প্রতি লিটার জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৪ থেকে ৭ মিগ্রা থাকা দরকার। এই মাত্রা কোনও কারণেই প্রতি লিটার জল-পিছু ২ মিগ্রার কম হল চলবে না। অন্যদিকে PH মাত্রা ৫.৫ থেকে ৯.০ থাকা দরকার।

জল কমে যাওয়ায় ঝোপঝাড় তৈরি হওয়ায় আরবুলান-এর মতো নানারকম পরজীবী জন্মায়, যা মাছ চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাছাড়া এই ঝিলের জলে গ্রামবাসীরা কাচাকাচি করে। লিনেন অথবা পাটজাতীয় জিনিস ধোওয়ার ফলে ঝিলের জল দূষিত হয়। এই দুটি ব্যাপারেই সতর্ক হওয়া দরকার।

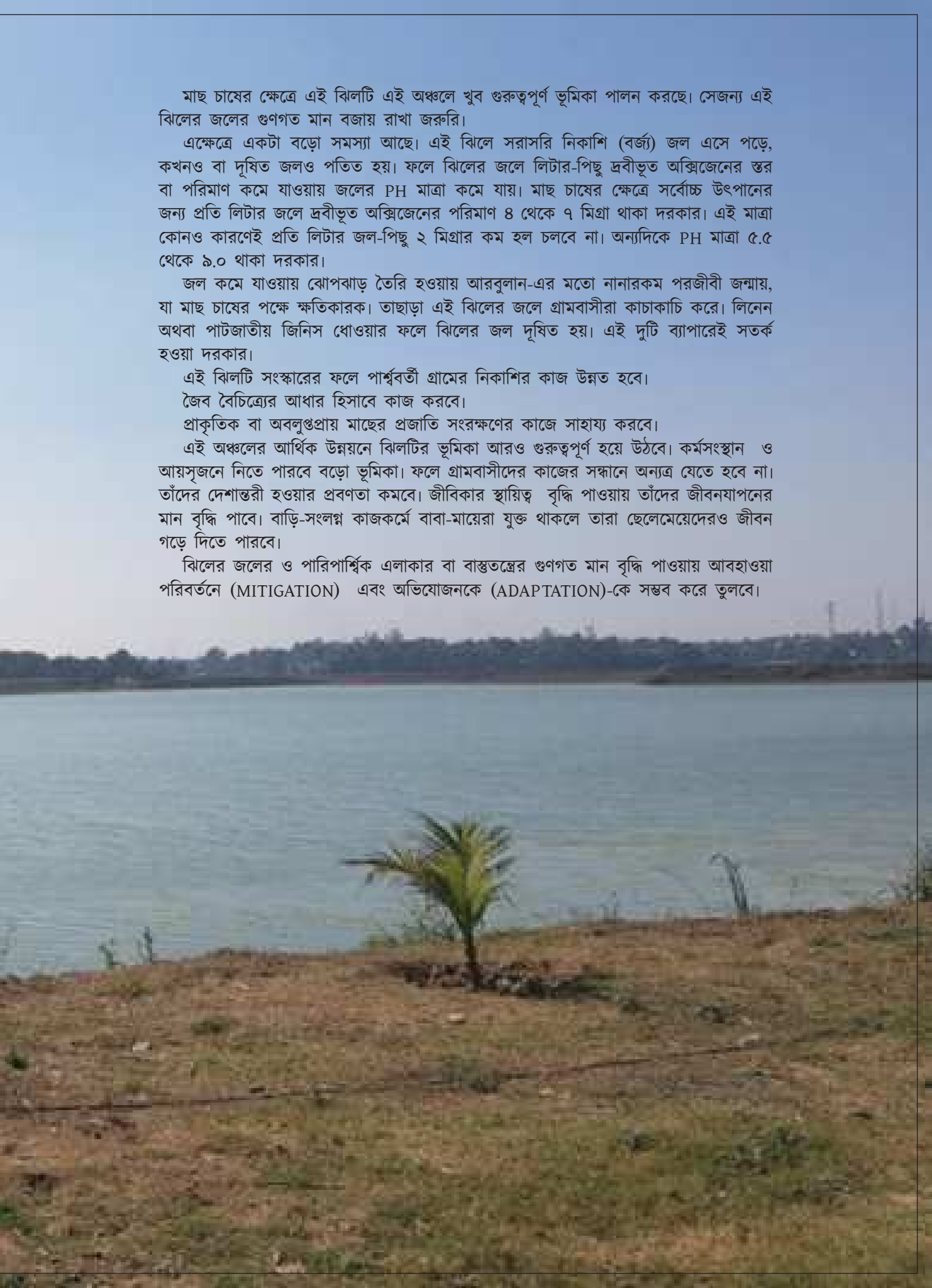
এই ঝিলটি সংস্কারের ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের নিকাশির কাজ উন্নত হবে।

জৈব বৈচিত্র্যের আধার হিসাবে কাজ করবে।

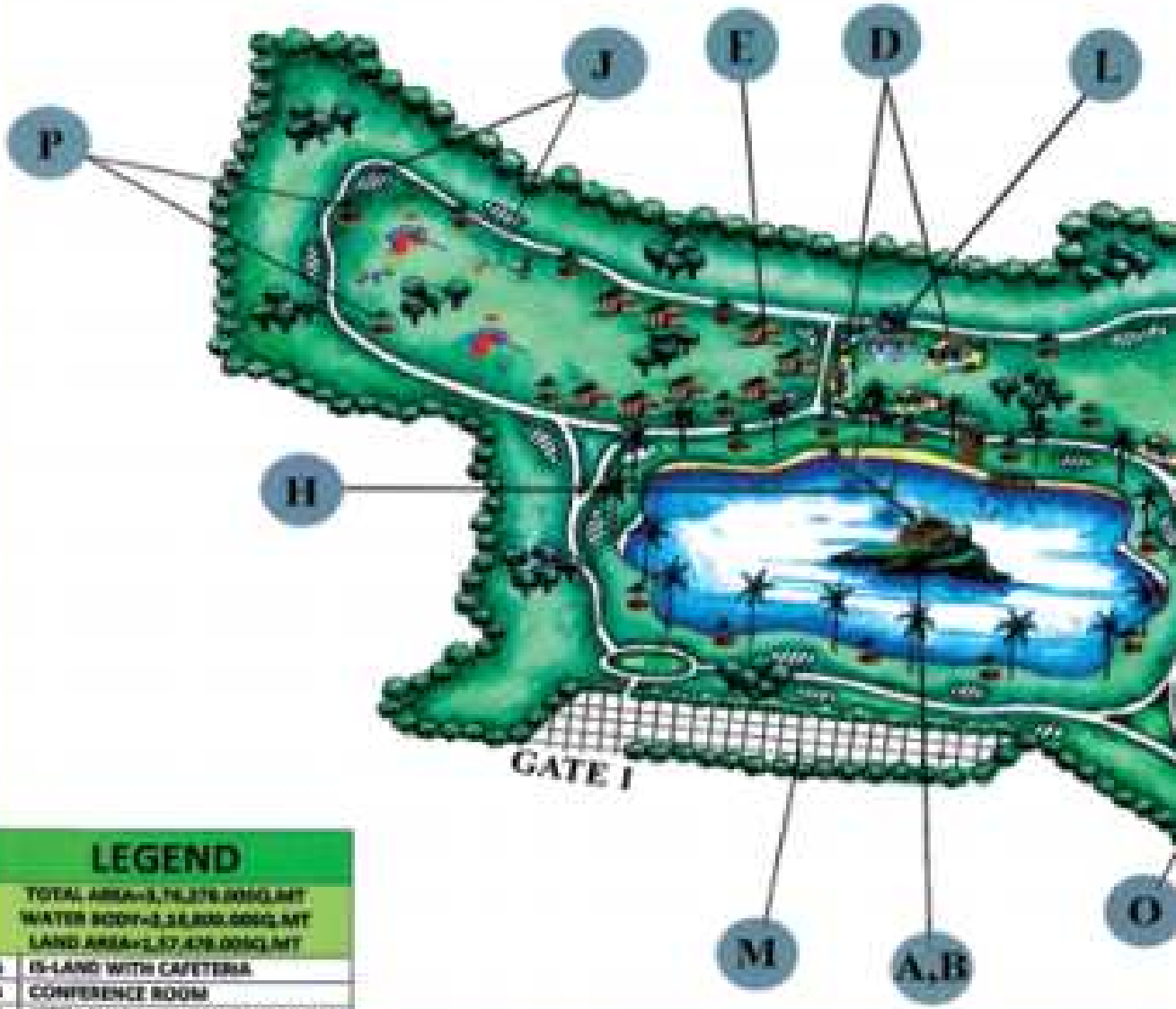
প্রাকৃতিক বা অবলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের কাজে সাহায্য করবে।

এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে ঝিলটির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কর্মসংস্থান ও আয়সৃজনে নিতে পারবে বড়ো ভূমিকা। ফলে গ্রামবাসীদের কাজের সন্ধানে অন্যত্র যেতে হবে না। তাঁদের দেশান্তরী হওয়ার প্রবণতা কমবে। জীবিকার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়ি-সংলগ্ন কাজকর্মে বাবা-মায়েরা যুক্ত থাকলে তারা ছেলেমেয়েদেরও জীবন গড়ে দিতে পারবে।

ঝিলের জলের ও পারিপার্শ্বিক এলাকার বা বাস্তুতন্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়ায় আবহাওয়া পরিবর্তনে (MITIGATION) এবং অভিযোজনকে (ADAPTATION)-কে সম্ভব করে তুলবে।



# PROPOSED LAYOUT DESIGN FOR
# ECO-TOURISM ACTIVITIES AT TAR

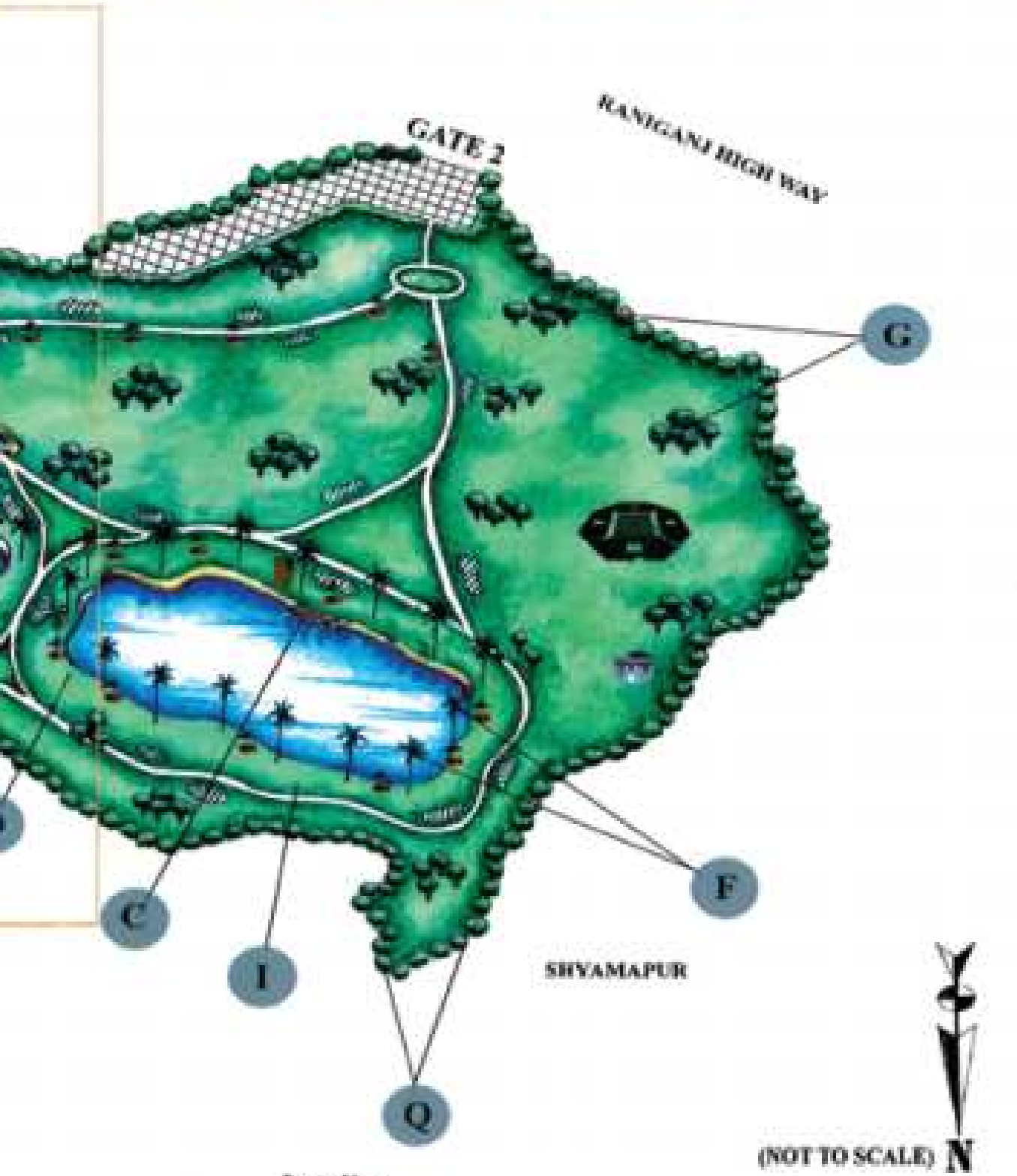



## LEGEND

TOTAL AREA=3,76,375.000SQ.MT
WATER BODY=2,58,800.000SQ.MT
LAND AREA=1,17,475.000SQ.MT

| | |
|---|---|
| A | (5-LAND WITH CAFETERIA |
| B | CONFERENCE ROOM |
| C | JETTY GHAT WITH TICKET COUNTER |
| D | COTTAGE (CLASS-1) |
| E | COTTAGE (CLASS-2) |
| F | FOXTAIL PALM PLANTATION |
| G | GROUP OF TREE PLANTATION |
| H | SUSPENSION BRIDGE |
| I | PERGOLA |
| J | RAISED BED |
| K | CHILDRENS PARK |
| L | KITCHEN ROOM |
| M | PARKING AREA |
| N | WALKING PATH |
| O | HERBACEOUS BORDER |
| P | SITTING ARRANGMENT |
| Q | BOUNDARY PLANTATION |

# R LANDSCAPING, BEAUTIFICATION & RAPUR JHIL (RABINDRA SAROBAR)




Prepared by :-
WEST BENGAL WASTELAND DEVELOPMENT CORPORATION LTD

ভূগর্ভস্থ জলের RECHARGING-এর ফলে ঝিল সংলগ্ন কম্যান্ড এলাকার স্থির জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

এইসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটি সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুখা মরশুমে স্বাভাবিক কারণেই যখন জলতল কমে যাবে তখন কৃষক ও মাছচাষীদের মধ্যে জলের ব্যবহার নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। মাছচাষীরা চাইবে ঝিলের জল ঝিলে থাকুক। অন্যদিকে, কৃষকরা চাইবেন ওই জল তুলে চাষের কাজে ব্যবহার করতে। সেই কারণে JHILL USERS ASSOCIATION (JUA) গড়ার কথাও ভাবা হয়।

তারাপুর ঝিলের সংস্কারের জন্য একটি প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করা হয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই মূল লক্ষ্য।

এই ঝিলটির পুনরায় খনন এবং পাড় বাঁধানোর কাজটি প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্ব পায়।

বর্ষার সময়ে বা বন্যার সময়ে একটি ট্যাঙ্কে জল জমা করার ব্যবস্থা হবে। ক্যাচমেন্ট এরিয়া থেকে জল এসে প্রথমে এখানে জমা হবে এবং এখানেই জল পলিমুক্ত করে ট্যাঙ্কে-১-এ পাঠানো হচ্ছে। ট্যাঙ্ক-১ থেকে জল জমা হবে ট্যাঙ্ক-২-এ। অতিরিক্ত জল ৩ কিমি দীর্ঘ 'ঝিল নব জোড়'-এ একটা পিলওয়ের মাধ্যমে এসে পড়বে এবং সেখান থেকে দামোদর নদে পড়বে। স্থানীয় মাছ চাষের জন্য ওই ট্যাঙ্কগুলোর তলের নীচের লেভেলে ১৮টি পিট তৈরি করা হবে। এই ধরনের মাছের চাহিদা আছে বাজারে। দামও ভালো। মাছচাষীরা উপকৃত হবেন আর্থিকভাবে। প্রথমদিকে এই ঝিলে বার্ষিক ২০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হত। পরে সেটা কমে ১৫ মেট্রিক টন হয়। জল শুকিয়ে যাওয়ায় মাত্র ৫ মেট্রিক টনে এসে দাঁড়ায়।

এই ঝিলকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ জীবন-জীবিকার সমস্যায় জেরবার হয়ে যায়। অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তারাপুর ঝিলটিকে নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে।

ঝিল-সংলগ্ন অঞ্চলে জলের অভাবে চাষবাস মূলত বোরো চাষের উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে, বর্ষায় জল দীর্ঘদিন জমে থাকায় খরিফ ও রবি চাষও ব্যাহত হয়।

জলের গভীরতা কম থাকায়, মাছের উৎপাদন যেমন কম হয়, মাছের গুণগত মানও খারাপ হতে থাকে। এর ফলে মৎস্যচাষীরা অর্থ-সংকটে পড়েন। আবার, অন্যদিকে দেখা যায় এই কম-জলে এমন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যা চাষীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটায়।



এই ঝিলকে সংস্কার করে জল ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে (৩২০ হেক্টর এলাকা জুড়ে) নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অবলুপ্তপ্রায় মাছের সুরক্ষা ও চাষের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে। ছোটো মাছ যেন মরে না যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অন্য যেসব উদ্দেশ্য আছে তার অন্যতম হল আগুন লাগলে জলের ব্যবস্থা করা। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো কিছুটা শুখা প্রকৃতির। আগুন নেভানোর কাজে এই ঝিলই ভরসা।

প্রকল্প রূপায়ণের পর OPERATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE (OMM)-এর কাজ বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে ঝিল ব্যবহারকারীদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে তাদের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

তারাপুর ঝিল থেকে মাত্র ৭ কিমি দূরে বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ ব্লক। ফলে কৃষিজ পণ্য ও মাছের পাইকারি বাজার পেতে অসুবিধা হবে না।

সঞ্চিত জলের গভীরতা ১ মিটার থাকলে লিফ্‌ট ইরিগেশন-এর মাধ্যাম খরিফ শস্য চাষ করা সহজ হবে। ৩৬ হেক্টর জমিতে খরিফ শস্য (ধান) চাষ সম্ভব হবে।

শুখা মরশুমে ১.৮০ মিটার জলের গভীরতা থাকলে ২৪ হেক্টর রবিশস্য ও ১২ হেক্টর বোরো শস্য চাষ করা যাবে।

১.২ মি. জল-গভীরতা থাকলে ৩৩ হেক্টর এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ২০০ শতাংশ। বছরে দুবার ভালো গুণমানের মাছ পাওয়া যাবে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন—এই পাঁচ মাসে ৮ বার এবং নভেম্বর থেকে জানুয়ারি ৪ বার মাছ ধরা যাবে।

ঝিলের জলের ধারণ-ক্ষমতা বাড়ার ফলে পার্শ্ববর্তী ৮টি গ্রামের (বাঁকুড়ার) নিকাশি জল দ্রুত নেমে যাওয়ায় ৩২০ হেক্টর জমির চাষের কাজে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না।

সব মিলিয়ে ৩ খন্দে ৭২ হেক্টর কৃষিজমি জলসেচের আওতায় আসবে।

প্রায় ৪২৫ হেক্টর এলাকা এর ফলে উপকৃত হবে।

এর ফলে তারাপুর-সহ ৯টি গ্রামের ৩,১৭৫ জন মানুষের জীবনযাপনে ব্যাপক পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের সুবিধা এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আরও সুফল পাওয়া সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।



এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণে আঞ্চলিকভাবে কৃষি ও মাছ চাষের উন্নতি হবে। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পাশাপাশি জীবনযাপনের মান উন্নয়নের সুযোগ ঘটবে। মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল ভূমিকা নেবে এই প্রকল্প।

তারাপুর ঝিলের সংস্কারের কাজের পাশাপাশি ৩০০ বিঘা জমিতে ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়।

২০১৪ সালে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী ইকো-টুরিজম প্রকল্পটি ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালের ৫ মে, তারাপুরে ১০০ বিঘার জমিতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্‌বোধন করেন।

বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী WBWDC (WEST BENGAL WASTELAND DEVELOPMENT CORPORATION LTD.)-র কাছে ইকো-ট্যুরিজমের বিভিন্ন দিককে খতিয়ে দেখে একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প-খসড়া প্রস্তুতের কথা জানান।

WBWDC এর আগে এই ধরনের অনেক প্রকল্পের কাজ করেছে। তাদের সাফল্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে।

প্রথম পর্বের (ফেস-১) কাজের জন্য ১১ কোটি ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ছবি ও তথ্য : বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সামসউদ্দিন খান





বাঁকুড়া

# মুকুটমণিপুর

## উন্নয়নের ডানায়

এশিয়ার বৃহত্তম মাটির বাঁধ—মুকুটমণিপুর। চাঁদনি রাতে মোহময় পরিবেশ রচনা করে এই জলাধার। ছোট্ট ছুটির ফাঁকে ঘুরে আসার অসাধারণ জায়গা। নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে মন টেনে নেওয়া একটা সুর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থা (ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) তৈরির কথা ঘোষণা করেন।

বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমার মুকুটমণিপুর এবং সংলগ্ন এলাকার সুসংহত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই উন্নয়ন সংস্থা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়।

সমগ্র বাঁকুড়া জেলাই যেন এক বিস্তৃত পর্যটন কেন্দ্র। অজস্র পর্যটন-সম্ভাব্য স্থান বাঁকুড়াকে নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে। সেই কারণে বাঁকুড়াতে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে সবদিক দিয়ে উন্নত করা হচ্ছে। সেই উদ্যোগের ফলেই বহুল পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমণিপুরকে কেন্দ্র করে চারপাশের পর্যটনক্ষেত্রকে জুড়ে পর্যটনমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২০১৭-সালের ১৯ জানুয়ারি নগর উন্নয়ন এবং পৌর সংক্রান্ত দপ্তর মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প এলাকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই ঘোষণার ভিত্তিতে মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থার প্রথম বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব হন যথাক্রমে বাঁকুড়ার জেলাশাসক এবং খাতড়ার মহকুমা শাসক; এছাড়া আরও ১৩ জন সদস্য রাখা হয় এই বোর্ডে।



হিড়বাঁধ ব্লকের ১০টি মৌজা, খাতড়া ব্লকের ১৯টি মৌজা, রানিবাঁধ ব্লকের ২৭টি মৌজা অর্থাৎ খাতড়া মহকুমার তিনটি, ব্লকের ৫৬টি মৌজা এই উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। কংসাবতী নদীর উপর যে মুকুটমণিপুর বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধ এবং তার চারপাশের কিছু এলাকা নিয়ে অর্থাৎ মোট ৮৭৪৯.৬৫ হেক্টর (৮৭.৫০ বর্গ কিমি) জায়গা এই সংস্থার অধীনে আসে।

এই উন্নয়ন সংস্থার অধীনে যে পর্যটনস্থলগুলি আছে সেগুলি হল—মুকুটমণিপুর, পরেশনাথ মন্দির, মুসাফিরানা, বনপুকুরিয়া ডিয়ার পার্ক, ঝিলমিলি, তালবেড়িয়া, সুতান, অম্বিকানগর রাজবাড়ি।

ছোট্ট ছুটির ফাঁকে ঘুরে আসার অসাধারণ জায়গা—মুকুটমণিপুর। নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে মন টেনে নেওয়া একটা সুর। মনের মণিপুরে যেন দোলা লাগিয়ে দেয়। চারপাশে টিলা টিলা পাহাড়ের উদাসী অবস্থান, মাঝে মাঝে প্রান্তহীন নীল জলরাশি, চারপাশে সবুজের সমারোহ। একাই বলুন অথবা সবান্ধবে বা সপরিবারে ঘুরতে যাবার আদর্শ জায়গা।





এশিয়ার বৃহত্তম মাটির বাঁধ— মুকুটমণিপুর। পর্যটকদের এই কথাটাও জেনে রাখা দরকার। ১৯৭০ সাল নাগাদ এই বাঁধটি তৈরি করা হয়। ধীরে ধীরে এই বাঁধকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মাঝে প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকেরা ভিড় জমাতে থাকেন। পর্যটক সমাগমের ফলে দুটি-একটি করে হোটেল গড়ে ওঠে।

সাপ্তাহান্তিক ভ্রমণের জন্য মুকুটমণিপুর আদর্শ। চাঁদনি রাতে মোহময় পরিবেশ রচনা করে এই জলাধার। ফলে এর চারপাশে বিভিন্ন বিভাগ পর্যটন আবাস আবাস গড়ে তোলে।

মুকুটমণিপুরের জলাধারটি দৈর্ঘ্যে ১১কিমি দৈঘ্যে এবং উচ্চতায় ৩৮ কিমি। চওড়া PAVEMENT সহ কংক্রিটের রাস্তা। STROLL?-জলের ধারে বসে সৌন্দর্য উপভোগের জন্য চমৎকার ব্যাবস্থা। কখনও বা মাথা তুলে আছে ছোটো পাথুরে টিলা। দিগন্ত বিস্তৃত জল আর সবুজের মাঝে উপরি পাওনা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।









মুকুটমণিপুর থেকে ২ কিমি দূরে বনপুকুরিয়া হরিণ পার্ক। নৌকা করে জলাধারের ওপারে যেতে হবে। তারপর হেঁটে বা রিকশা করে হরিণপার্ক। আর একটু এগোলেই পুরুলিয়া। দলে দলে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেড়ার ধারেও চলে আসে অনায়াসে। ছবি তোলে দর্শনার্থীরা। কিন্তু এদের কিছু খেতে দেওয়া বারণ। পর্যটকদের এটা মনে রাখা দরকার।

 মৃগদাব থেকে ৩ কিমি গিয়ে পুরুলিয়া। ১৮ কিমি দূরে মানবাজার।







কিছু দূরে পরেশনাথ টিলা। টিলার উপরে ওঠার জন্য তৈরি হয়েছে সিঁড়ি। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত খোলা প্রান্তরে। জৈনগুরু পরেশনাথ স্বামীর মূর্তি আজও পুজা হচ্ছে। পাথরের ষাঁড় বসানো হয়েছে। যেটি বাঁধ খোঁড়ার সময় মাটি থেকে পাওয়া যায়। খননকার্যের সময় দুটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া যায়। এগুলিও টিলার ওপরে প্রতিষ্টিত হয়েছে। প্রতিদিন পুরোহিত পুজো করছেন। দর্শনার্থী ও পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে।

এই অঞ্চটিতে একসময় জৈনধর্মের লোকেদের বসতি ছিল—সেই কথাই অনুমান করা হয়। প্রাচীন এইসব অঞ্চলের ইতিহাস  না জানলে এইসব স্থান দর্শনের আসল মজাটা থাকে না। হিন্দু ও জৈন—দুই ধর্মের লোকেদের কাছেই এই স্থান পবিত্র। বাঁধের থেকে চার কিমি দূরে অম্বিকানগর। একসময়ে এটি ছিল









জৈনদের একটি পীঠস্থান-সাংস্কৃতিক প্রাচীনকালে এর নাম ছিল আমাইনগর। অনন্ত ধবলদেব বলে একজন রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এই জায়গাটিতে জৈনদের সংস্কৃদতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৮৯৮-এর এক বিধ্বংসী বন্যায় এই শহরটি একটি বিধ্বস্ত হয়ে HAMLET-এ পরিণত হয়। এখানে আজও ভাঙা রাজাবাড়ির অংশ দেখা যায়। রাজা রাইচরণ ধবলদের এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাটি পুষ্ট করে তোলেন এখান থেকেই। ক্ষুদিরাম বসু ও তরুণ বিপ্লবীদের তিনি বিপ্লব চর্চার সুযোগ করে দেন এখানেই। ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী অম্বিকানগর রাজবাড়ি সংলগ্ন মাঠ-প্রান্তর। আজও সযত্নে রাখা আছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র। পুরোনো রাজকর্মচারীদের থেকে শোনা যায় বহুশ্রুত নানা কাহিনি। বংশপরম্পরায় আজও তারা সেকথা শোনান কৌতূহলী পর্যটকদের।













বাঁধের পাশে টিলার উপর তৈরি হয়েছে মুসাফিরানা। একদিকে বিস্তৃত জলরাশি অন্যদিকে সবুজ উপত্যকা। উপরে খোলা নীল আকাশ—এই নিয়েই মুসাফিরানা।

এখান থেকে প্রকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ নিতে চাইবে সকলেই। মুকুটমণিপুরের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে চাইলে এখানে আসতেই হবে।

*ছবি: সর্বাণী আচার্য*

মুকুটমণিপুরকে কেন্দ্র করে আশেপাশের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে ঘুরে আসা যায়। রাইপুরের ব্লকের ঝিলিমিলি, রানিবাঁধ ব্লকের সুতান, তালবেড়িয়া যেমন আছে তেমনি আছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, ঝাড়গ্রাম জেলা।

বাঁধের পাড় দিয়ে পথ চলেছে অম্বিকানগর হয়ে। দুপাশে গভীর জঙ্গল ও জঙ্গল-গ্রাম। মাঝে মাঝে দোকান-বাজার। পথ চলেছে রানিবাঁধ, রায়পুর।

অম্বিকানগরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদিরাম, নরেন গোঁসাই, প্রফুল্ল চাকীরা অস্ত্র কারখানা ও অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলেন ছেন্দাপাথর-এ। ঝিলিমিলি থেকে ১৯ কিমি দূরে ছেন্দাপাথর। অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্য। খাতরা-ঝিলিমিলি পথের রানিবাঁধ থেকে বারিকুল হয়ে যাওয়া যায়। বারিকুল থেকে ৮-১০ কিমি। ২০ কিমি দূরে ঝিলিমিলির রিমিল পর্যটক আবাস।

রানিবাঁধ বাঁকুড়া থেকে ৪০ কিমি। ঝিলিমিলি যাওয়ার পথে পড়ে। বারো মাইল হয়ে তালবেড়িয়া যাওয়া যায়। তালবেড়িয়া ঝিলিমিলি থেকে ৩ কিমি দূরে। জেলা পরিষদের বাংলো, পঞ্চায়েত সমিতির বলাকা পর্যটক নিবাস, রানিবাঁধ ফরেস্ট রেস্ট হাউস।

রানিবাঁধ থেকে ঝিলিমিলি হয়ে বাঁশপাহাড়ি-তামাজুড়ি-শিয়ারবেদা-ভোলাবেদা-বেলপাহাড়ি-শিলদা-ঝাড়গ্রাম চলে যাওয়া যায়। শিয়ারবেদা বা ভোলাবেদা থেকে কাঁকড়াঝোড়।

সুতান মুকুটমণিপুর থেকে ৩২ কিমি।

সুতান লেকটি মনোরম। অরণ্যের মধ্যে ট্রেকার্স হাট ছিল। পাহাড়-চুড়োয় ছিল বনবাংলো। দলমার দামাল হাতিদেরও দেখা মেলে। রানিবাঁধ—ঝিলিমিলি সড়কে ৮ কিমি গিয়ে ৬ কিমি অরণ্যের পথ যেতে হবে। ঝাড়গ্রাম থেকে ৬৯ কিমি পুরুলিয়াগামী বাসে গিয়ে 'পারাডি' মোড়ে নামতে হবে।





রাইপুরের 'ঝিলিমিলি' প্রকৃতি ও পাখিপ্রেমীদের পুরনো পর্যটনকেন্দ্র। জীববৈচিত্র্য নিয়ে কাজের নেশায় যাঁরা যখন তখন বেড়িয়ে পড়েন তাঁদের প্রিয় জায়গা এই ঝিলিমিলি, তালবেড়িয়া।

ঝিলিমিলি থেকে ১০ কিমি দূরে কুইলাপাল-বান্দোয়ান

ব্লকের মানচিত্র এখানে মুছে যায়। ভুল করে আপনার বাহন যে পথেই চলে যাক না কেন, আপনি আপনারই গন্তব্যে পৌছবেন। বিচিত্র প্রজাপ্রতি আর পাখি। আর অপূর্ব প্রকৃতির জীবন্ত ছবি হয়ে সেজে আছে।

এই অঞ্চলের খ্যাতি এর নিরিবিলি ও নির্জনতার জন্য। আর আছে আদিবাসী মানুষের নিঃশব্দ আনাগোনা।

প্রকৃতিপূজারীদের জন্য প্রকৃতি এখানে উন্মুখ।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সবুজদ্বীপ। যুক্ত হবে বরদি পাহাড়কে কেন্দ্র করে অচিরেই তৈরি হওয়া পর্যটনকেন্দ্র।

টিলা টিলা পাহাড়, পাথুরে জমি, সবুজ অরণ্য, কংসাবতীর এলোমেলো বয়ে চলা—রাজ্যের পর্যটন-অর্থনীতির স্বর্ণখনি বই কি।

কোথায় থাকবেন- মুকুটমণিপুরে সেচ দপ্তরের বাংলো, যুব আবাস, বন উন্নয়ন দপ্তরের আবাস, পঞ্চায়েতের কটেজ। আম্রপালি ও অন্যান্য হোটেল ও ঝিলিমিলিতে রিমিল পর্যটক আবাস আছে।

মুকুটমণিপুর

যাতায়াত —

- হাওড়া থেকে রূপসীবাংলা বাঁকুড়া স্টেশন
- খড়গপুর স্টেশন হয়ে ৫ ঘন্টায় বাঁকুড়া
- বাঁকুড়া থেকে বাসে ৫৬ কিমি
- বিষ্ণুপুর থেকে ৮২ কিমি।
- হাওড়া থেকে দুর্গাপুর হয়ে বাসে।

কলকাতার শহিদ মিনার থেকে CSTC সাত ঘন্টায় বাসে। দূরত্ব ২৮৮ কিমি।

- SBSTC-র বাস

থাকার জায়গা

- পিয়ারলেস হোটেল
- গোরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন
- হোটেল মালঞ্চ (পঞ্চায়েত)

রিমিল পর্যটক

নিবাস এ কে দাস

শ্যামা বস্ত্রালয়

- ০৩২৪৩-২৪০২১৭
- ৯৭৪৮১১৪৬৬৭

*মুকুটমণিপুর ও অম্বিকানগরের ছবিগুলি তুলেছেন কাজল বিশ্বাস*



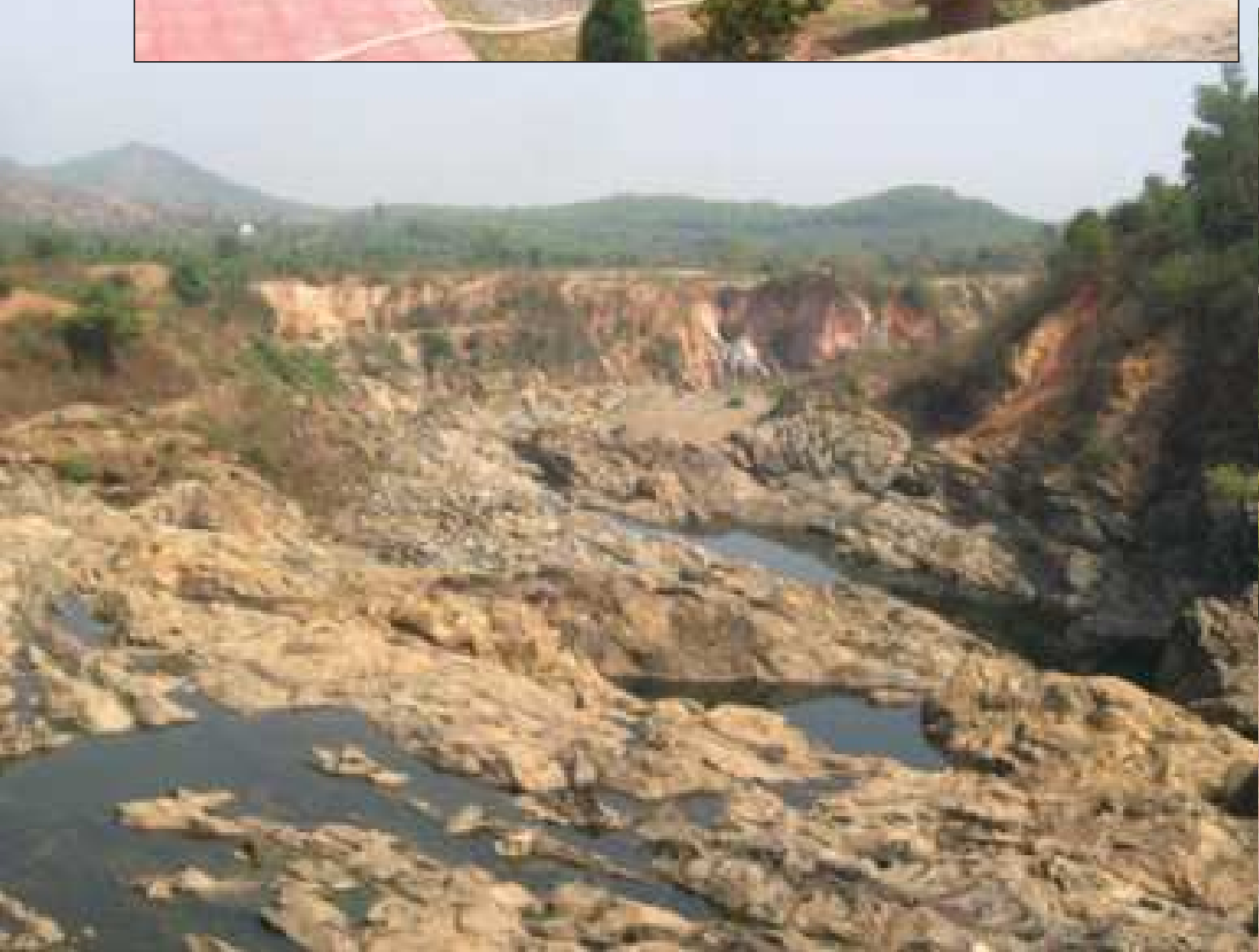
নতুন সাজে মুকুটমণিপুর















শুলুক
পাহাড়ির
আকাঙ্ক্ষা





# বারোঘুটু

বারেটি টিলা। তাই নাম বারোঘুটু। ছোটো ছোটো টিলা—উচ্চতায় খুব বেশি হলে ২০০ মিটার। বারোঘুটু, জামবেডা, কুমোরবহাল, ধাগোরা ও মুকুটমণিপুর—ঘিরে রয়েছে পাহাড়গুলিকে।

এই বারোঘুটুতে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে পঞ্চপল্লি পর্যটক আবাস। ঢোকার মুখেই চমক। তির-ধনুক হাতে প্রহরায় দ্বাররক্ষক।

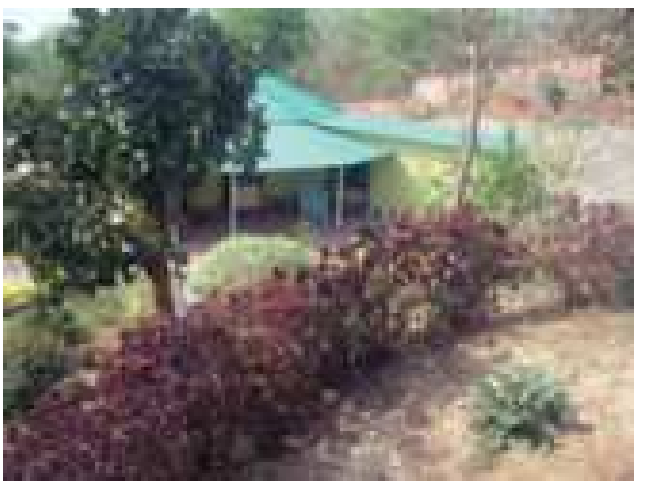
ভিতরে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেই মুকুটমণিপুরের বিশাল জলাধার যেন কাছে এসে ধরা দেয়। পাহাড়, জঙ্গলের হাতছানি এড়ানো দায়। আছে কুমারী আর কাঁসাই নদী। ২টি ঘর তৈরি হয়েছে পর্যটন খাতে। বুকিং হয় জেলাশাসক এবং খাতড়ার মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে।

এছাড়াও পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের টাকায় তৈরি হয়েছে ৪টি ঘর। বর্তমানে পঞ্চপল্লি পর্যটক আবাস পরিচালনা করে চারুলতা ইকো রিসর্ট।











অনলাইন বুকিং হয় www.charulataresorts.com-এ। এছাড়াও যোগাযোগ করা যেতে পারে—৯৬০৯৪৭৭০৭০, ৯৬৪৭৬৭৭০৭০, ৮১৪৫৬৮৮০৮০ নম্বরে।

নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। হাওড়া থেকে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে চেপে বাঁকুড়া পৌঁছনো যায়। সেখান থেকে বাস বা গাড়িতে মুকুটমণিপুর মাত্র ৪৫ কিলোমিটার।

সোনাঝুরি থেকে বারোঘুটু—রোপওয়ে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে।

বারোঘুটুর চুড়োয় পঞ্চপল্লি পর্যটক আবাসেই মিলবে আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা।



# মরুৎবাহা: নতুন সাজে শুশুনিয়া পাহাড়



হিমালয়ের থেকে প্রাচীন। ওপরে পপিন্স পিক। নিচে গন্ধেশ্বরী। জানা যায়, চতুর্থ শতকে রাজস্থানের যোধপুর জেলার পুস্করণ (বোখরান)-এর রাজা চন্দ্রবর্মা তৎকালীন 'বঙ্গ' জয় করে শুশুনিয়া দুর্গ নির্মাণ করেন। ওই শতকের শেষে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। চন্দ্রবর্মার শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নানা উপাদান পাওয়া গিয়েছে। ওই অঞ্চলে।

আরণ্যক পাহাড়-এ রক ক্লাইম্বিং কোর্স চলে শীতকাল জুড়ে।

বসন্তে আগুনে-পলাশে প্রকৃতি নিজের উৎসবে মাতে।

পাহাড়ের পাদদেশে অবিরত পড়ে চলেছে ঝরনার জল। ওষধিগুণসম্পন্ন। জ্যারিকেনে করে নিয়ে গিয়ে বিক্রিও হচ্ছে সেই জল।

*মরুৎবাহা ইকো-টুরিজম পার্ক*



৫ ফুট উচুঁতে সিঁদুর মাখিয়ে নৃসিংহদেবরূপে যে শিলামূর্তিকে পুজো করেন স্থানীয়রা— কারো কারো মতে সেটা বীরস্তম্ভ।

একটি কালীমন্দিরও আছে। বারুণী স্নানের মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন।

পথে-ঘাটে পড়ে আছে পাথর। পাথর দিয়ে তাতে নানা জিনিস তৈরি হয়। পাহাড়ের নীচে মন্দির লাগোয়া সারি সারি দোকান। সকলেই স্থানীয় হস্তশিল্পী। দূরদূরান্তের মেলায় পাথরের পসরা নিয়ে পাড়ি দেন তাঁরা। তবে বর্তমানে ব্যবসা ভালো বসছে না। আসল পাথরের তৈরি জিনিসের সঠিক মূল্য অনেকেই দিতে চান না। তাই পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কম দামের পসরা রাখতে হয়। দাম কম। বিক্রি বেশি। কিন্তু শিল্পীমন আপস জানে না। মনের আনন্দে শিল্পকর্ম করে চলেছেন তাঁরা। ক্রেতা কম। বিক্রি কম।





তবু, তাঁরা তো শুধু ব্যবসায়ী নন। শিল্পী যে! তাঁদের জন্য আরও সহযোগিতা করো নয়তো অচিরেই হারিয়ে যাবে এই শিল্প ও শিল্পী। ছাতনায় বাসুলী দেবীর প্রাচীন মন্দির। সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনায় এই মন্দিরের পূজারি ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। মূল দেবী বীরভূমের দুবরাজপুর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একখণ্ড শিলাই পূজিত হচ্ছে। সিঁদুরে মাখানো।

পশ্চিমদিকের পুকুরের পাড়ে বীরস্তম্ভ।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, খড়্গপুর, দুর্গাপুর থেকে বাস আসছে।

শুশুনিয়ায় গড়ে তোলা হয়েছে ইকো-পার্ক।

থাকার ব্যবস্থা আছে।

যুব আবাস, পঞ্চায়েত রেস্ট হাউস ছাড়াও নানান হোটেল আছে।











*ছবি: সর্বাণী আচার্য*

পশ্চি

# খাতড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি
# খড়িডুংরি স্টেডিয়াম



খাতড়া ব্লকের খড়িডুংরি-তে তৈরি হচ্ছে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। প্রায় ১৫ কোটির প্রকল্প, স্পোর্টস কমপ্লেক্সে থাকছে ২টি বাস্কেটবল কোর্ট, ২টি ভলিবল কোর্ট, একটি লন টেনিস কোর্ট, একটি কাবাডি কোর্ট এবং ২টি খোখো খেলার কোর্ট। ২০১১-১২ থেকেই প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়। বর্তমানে চলছে দ্বিতীয় দফার কাজ। জানা গিয়েছে, উপরের খেলাগুলি ছাড়াও থাকবে টেবিল টেনিস এবং ফুটবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বিশাল ফুটবল মাঠের চারদিকে তৈরি হয়েছে গ্যালারি। ছেলে ও মেয়েদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে শেষ হবে কাজ—এমনটাই আশা।




WATER SPORTS ACADEMY









পাহাড়ের কোলে হস্টেল বাড়ি

*ছবি: সর্বাণী আচার্য*

বাঁকুড়া জেলা

# স্বাস্থ্য পরিষেবা

জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার ওন্দা ও ছাতনায় নবনির্মিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দুটি দেখতে গিয়েছিলাম। ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল দেখে মন ভরে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গুণমানের হাসপাতাল সত্যিই এতদিন অভাবনীয় ছিল। স্থানীয় প্রান্তিক মানুষ প্রতীক্ষায় রয়েছেন, কবে এগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ সব ধরনের পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন তাঁরা।





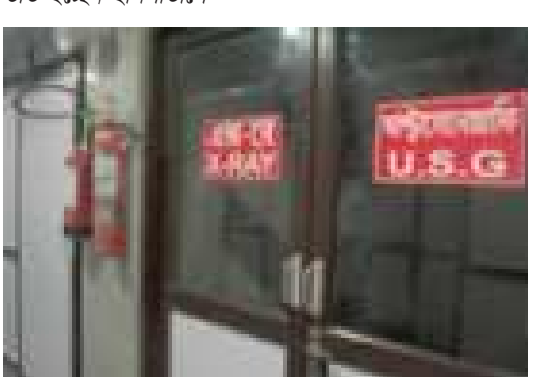
*ছাতনায় হাসপাতালের অন্দরে*



ওন্দার হাসপাতালটি হাই রোডের ধারে একটু নির্জন জায়গায় হওয়াতে সকলেরই যাতায়াতের অসুবিধা। ডাক্তার বা নার্সদের হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় থাকার জায়গার ব্যবস্থা না থাকায় দূর থেকেই তাঁদের যাতায়াত করতে হয়। বাসই একমাত্র ভরসা। অনেক পরপর বাস চলে। সন্ধে ৭টার পর বাস পাওয়া যায় না। যানবাহনের এই অসুবিধা হয়তো দূর হয়ে যাবে। সকালের দিকে আউটডোরে পাঁচ-ছশো রোগী আসেন বলে জানা গেল। RTA-বাস থামলেও STA বাস থামে না। বাস মালিকদের সঙ্গে জেলাশাসকের আলোচনা হলেও কাজ হয়নি। সেদিন ছিল চোখ দেখাবারও দিন। উপস্থিত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল নানা ধরনের চক্ষু সংক্রমণ নিয়ে রোগীরা আসেন। কারণ হিসেবে জানালেন—একই পুকুর নানা কাজে সকলে ব্যবহার করার জন্য এই সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়।



*স্থানীয় মানুষেরা ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে*



বর্তমানে প্রসূতি বিভাগ চালু আছে। জরুরি পরিষেবা বিভাগও চলে। ব্লাড ব্যাঙ্কও চালুর মুখে। অপারেশন থিয়েটারে ফলস্ সিলিং চলবে না। তাই ওটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে। ডাক্তার ১৮ জন, নার্স ২২ জন, ফার্মাসিস্ট ১ জন, জিডিএ ৩ জন, লেবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ২ জন। ১১ জন নিরাপত্তাকর্মীও আছেন। আশা কর্মীরা এখানে প্রসূতিদের নিয়ে আসেন।

বাঁকুড়াতে ওন্দা, ছাতনা, বড়জোড়া ও বিষ্ণুপুরে চারটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।





*ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভেতরে।*

ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্‌বোধন হয় ২০১৬-র জানুয়ারিতে। চালু হয়েছে মাইনর ওটি, প্রসূতি বিভাগ। শিবানী মাজি, শিল্পা বাউড়ি, চন্দ্রাণী মান্ডি—সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছেন সবাই।

*ছবি: সর্বাণী আচার্য*



# প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা

| ব্লক | নম্বর (ব্লক) | সংখ্যা | নম্বর (পিএইচসি) | পিএইচসি-র নাম |
|---|---|---|---|---|
| **রানিবাঁধ** | ২৪৬ | ১ | ৬৫২ | ঝিলিমিলি পিএইচসি |
| | | ২ | ৬৫৩ | বারিকুল পিএইচসি |
| | | ৩ | ৬৫৪ | হলুদকানালি পিএইচসি |
| | | ৪ | ৬৫৫ | খেজুরিয়া পিএইচসি |
| **গঙ্গাজলঘাটি** | ২৪৭ | ৫ | ৬৫৬ | গঙ্গাজলঘাটি পিএইচসি |
| | | ৬ | ৬৫৭ | রামহরিপুর পিএইচসি |
| | | ৭ | ৬৫৮ | শ্রীচন্দ্রপুর পিএইচসি |
| **বড়জোড়া** | ২৪৮ | ৮ | ৬৫৯ | বেলিয়াতোড় পিএইচসি |
| | | ৯ | ৬৬০ | ছান্দার পিএইচসি |
| | | ১০ | ৬৬১ | জগন্নাথপুর পিএইচসি |
| | | ১১ | ৬৬২ | পাখান্যা পিএইচসি |
| **শালতোড়া** | ২৪৯ | ১২ | ৬৬৩ | গোগরা পিএইচসি |
| | | ১৩ | ৬৬৪ | ইতুরি পিএইচসি |
| | | ১৪ | ৬৬৫ | কাশতোড়া পিএইচসি |
| **ওন্দা** | ২৫০ | ১৫ | ৬৬৬ | রতনপুর পিএইচসি |
| | | ১৬ | ৬৬৭ | নাকাইজুড়ি পিএইচসি |
| | | ১৭ | ৬৬৮ | রামসাগর পিএইচসি |
| | | ১৮ | ৬৬৯ | সান্তোর পিএইচসি |
| | | ১৯ | ৬৭০ | নিকুঞ্জপুর পিএইচসি |
| **তালডাঙরা** | ২৫১ | ২০ | ৬৭১ | হার্মার্সা পিএইচসি |
| | | ২১ | ৬৭২ | আমডাংরা পিএইচসি |
| | | ২২ | ৬৭৩ | পাঁচমুরা পিএইচসি |
| | | ২৩ | ৬৭৪ | বিবরদহ পিএইচসি |
| **সিমলাপাল** | ২৫২ | ২৪ | ৬৭৫ | হাতিবাড়ি পিএইচসি |
| | | ২৫ | ৬৭৬ | লক্ষ্মীসাগর পিএইচসি |
| | | ২৬ | ৬৭৭ | আরা পিএইচসি |
| **মেজিয়া** | ২৫৩ | ২৭ | ৬৭৮ | রামচন্দ্রপুর পিএইচসি |
| | | ২৮ | ৬৭৯ | পায়রাশোল পিএইচসি |
| **রায়পুর-১** | ২৫৪ | ২৯ | ৬৮০ | মাথগোদা পিএইচসি |
| | | ৩০ | ৬৮১ | ফুলকুসমা পিএইচসি |
| **রায়পুর-২** | ২৫৫ | ৩১ | ৬৮২ | কৃষ্ণপুর পিএইচসি |
| | | ৩২ | ৬৮৩ | ডুমুরতোড় পিএইচসি |

| ব্লক | নম্বর (ব্লক) | সংখ্যা | নম্বর (পিএইচসি) | পিএইচসি-র নাম |
|---|---|---|---|---|
| **ছাতনা** | ২৫৬ | ৩৩ | ৬৮৪ | জোড়হীরা পিএইচসি |
| | | ৩৪ | ৬৮৫ | সালচুরা পিএইচসি |
| | | ৩৫ | ৬৮৬ | ঝাঁটিপাহাড়ি পিএইচসি |
| | | ৩৬ | ৬৮৭ | ভগবানপুর পিএইচসি |
| **ইন্দপুর** | ২৫৭ | ৩৭ | ৬৮৮ | হাতাগ্রাম পিএইচসি |
| | | ৩৮ | ৬৮৯ | গুন্নাথ পিএইচসি |
| | | ৩৯ | ৬৯০ | শালডিহা পিএইচসি |
| **বাঁকুড়া-১** | ২৫৮ | ৪০ | ৬৯১ | হেলনাশুশুনিয়া পিএইচসি |
| | | ৪১ | ৬৯২ | কেঞ্জাখুড়া পিএইচসি |
| **বাঁকুড়া-২** | ২৫৯ | ৪২ | ৬৯৩ | মানকানালি পিএইচসি |
| | | ৪৩ | ৬৯৪ | নারাহ পিএইচসি |
| **খাতরা-১** | ২৬০ | ৪৪ | ৬৯৫ | বেনিয়াবাদ পিএইচসি |
| **খাতরা-২** | ২৬১ | ৪৫ | ৬৯৬ | মোশিয়ারা পিএইচসি |
| | | ৪৬ | ৬৯৭ | মোলিয়ান পিএইচসি |
| **সোনামুখী** | ২৬২ | ৪৭ | ৬৯৮ | ধুলাই পিএইচসি |
| | | ৪৮ | ৬৯৯ | পাঞ্চাল পিএইচসি |
| | | ৪৯ | ৭০০ | কুণ্ডপুষ্করিণী পিএইচসি |
| | | ৫০ | ৭০১ | শীতলঝোর পিএইচসি |
| **পাত্রসায়র** | ২৬৩ | ৫১ | ৭০২ | পূর্ব নালডাঙা পিএইচসি |
| | | ৫২ | ৭০৩ | পাণ্ডুয়া (কুশদ্বীপ) পিএইচসি |
| | | ৫৩ | ৭০৪ | বালসি পিএইচসি |
| **কোতুলপুর** | ২৬৪ | ৫৪ | ৭০৫ | গোপীনাথপুর পিএইচসি |
| | | ৫৫ | ৭০৬ | লেগো পিএইচসি |
| | | ৫৬ | ৭০৭ | লাউগ্রাম পিএইচসি |
| | | ৫৭ | ৭০৮ | শিহর পিএইচসি |
| | | ৫৮ | ৭০৯ | মির্জাপুর পিএইচসি |
| | | ৫৯ | ৭১০ | দেশড়া পিএইচসি |
| **ইন্দাস** | ২৬৫ | ৬০ | ৭১১ | আকুই পিএইচসি |
| | | ৬১ | ৭১২ | কেনেটি পিএইচসি |
| | | ৬২ | ৭১৩ | দিঘলগ্রাম পিএইচসি |
| **জয়পুর** | ২৬৬ | ৬৩ | ৭১৪ | হিজলডিহা পিএইচসি |
| | | ৬৪ | ৭১৫ | উত্তরবাড় পিএইচসি |
| | | ৬৫ | ৭১৬ | হেতিয়া পিএইচসি |
| | | ৬৬ | ৭১৭ | জগন্নাথপুর পিএইচসি |

| ব্লক | নম্বর (ব্লক) | সংখ্যা | নম্বর (পিএইচসি) | পিএইচসি-র নাম |
|---|---|---|---|---|
| **বিষ্ণুপুর** | ২৬৭ | ৬৭ | ৭১৮ | অযোধ্যা পিএইচসি |
| | | ৬৮ | ৭১৯ | কানকিলা পিএইচসি |
| | | ৬৯ | ৭২০ | ভোরা পিএইচসি |

# ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা

| মোট সংখ্যা | ব্লক | নাম |
|---|---|---|
| ৫৯ | মেজিয়া | মেজিয়া বিপিএইচসি |
| ৬০ | বাঁকুড়া-২ | কাঞ্চনপুর বিপিএইচসি |
| ৬১ | খাতরা-১ | সিমলা বিপিএইচসি |
| ৬২ | জয়পুর | জয়পুর বিপিএইচসি |

# গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

| মোট সংখ্যা | ব্লক | নাম |
|---|---|---|
| ১৯৫ | রানিবাঁধ | রানিবাঁধ আরএইচ |
| ১৯৬ | বড়জোড়া | বড়জোড়া আরএইচ |
| ১৯৭ | শালতোড়া | শালতোড়া আরএইচ |
| ১৯৮ | ওন্দা | ওন্দা আরএইচ |
| ১৯৯ | সিমলাপাল | সিমলাপাল আরএইচ |
| ২০০ | রায়পুর-১ | রায়পুর আরএইচ |
| ২০১ | রায়পুর-২ | সারেঙ্গা আরএইচ |
| ২০২ | গঙ্গাজলঘাটি | অমরকানন আরএইচ |
| ২০৩ | তালডাঙরা | তালডাংরা আরএইচ |
| ২০৪ | কোতুলপুর | কোতুলপুর আরএইচ |
| ২০৫ | সোনামুখী | সোনামুখী আরএইচ |
| ২০৬ | ছাতনা | কাঁটাশোল (ছাতনা) আরএইচ |
| ২০৭ | ইন্দপুর | ইন্দপুর আরএইচ |
| ২০৮ | বাঁকুড়া-১ | আঁচুড়ি আরএইচ |
| ২০৯ | খাতরা-২ | হীরাবাঁধ (আমঝুরি) আরএইচ |
| ২১০ | পাত্রসায়ের | পাত্রসায়ের আরএইচ |
| ২১১ | ইন্দাস | ইন্দাস আরএইচ |
| ২১২ | বিষ্ণুপুর | রাধানগর আরএইচ |





*ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে।*



# একনজরে পুরুলিয়া




## প্রশাসনিক তথ্য

| | |
|---|---|
| মহকুমা | ৩* |
| পুরসভা (২০১১) | ৩ |
| পৌর নিগম (২০১১) | — |
| ব্লক | ২০ |
| থানা (২০১৩) | ২১ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত | ১৭০ |
| বসতিগ্রাম (২০১১) | ২৪৫৯ |
| এলাকা (বর্গ কিমি) | ৬২৫৯ |

***সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঝালদা-১ ও ঝালদা-২ ব্লক নিয়ে ঝালদা মহকুমা এবং মানবাজার-১ ও মানবাজার-২ ব্লক নিয়ে মানবাজার মহকুমা ঘোষণা করেছেন।**

## জনপরিসংখ্যান

| | | |
|---|---|---|
| **জনসংখ্যা (২০১১)** | **মোট** | **২৯,৩০,১১৫** |
| | পুরুষ | ১৪,৯৬,৯৯৬ |
| | নারী | ১৪,৩৩,১১৯ |
| **রাজ্যের জনসংখ্যার কত শতাংশ** | | **৩.২১** |
| শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা, শতাংশে (রাজ্য) | | ১২.৭৪ (৩১.৮৭) |
| গ্রামের বসবাসকারীর সংখ্যা, শতাংশে (রাজ্য) | | ৮৭.২৬ (৬৮.১৩) |
| তপশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যা (রাজ্য) | | ১৯.৩৮ (২৩.৫১) |
| তপশিলি উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যা (রাজ্য) | | ১৮.৪৫ (৫.৮০) |
| ০-৬ বছর বয়স্ক শিশুর সংখ্যার হার, শতাংশে (রাজ্য) | | ১৪ (১১.৫৯) |
| **লিঙ্গ অনুপাত (রাজ্য)** | **সমস্ত** | **৯৫৭ (৯৫০)** |
| | তপশিলি জাতি | ৯৫৩ (৯৫১) |
| | তপশিলি উপজাতি | ৯৮৯ (৯৯৯) |
| | (০-৬) বয়স্ক শিশু | ৯৫৩ (৯৫৬) |
| **প্রতি বর্গ কিমিতে জনঘনত্ব (রাজ্য)** | | **৪৬৮ (১০২৮)** |
| প্রতি দশকে বৃদ্ধির হার শতাংশে (রাজ্য) | | ১৫.৪৩ (১৩.৮৪) |



*কুমারীকানন থেকে অযোধ্যা পাহাড়*

কলাবেড়া

# পাহাড় থেকে ভূমে



পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁদের
নামিয়ে আনা হয়েছে। নামিয়ে
আনা হয়েছে একটা গোটা গ্রাম।
গ্রামের নাম কলাবেড়া।



অযোধ্যা পাহাড়ের প্রান্তসীমার ওই পাহাড়ে গ্রামের মানুষ ঠাঁই পেয়েছেন পাহাড়তলিতে। রাস্তার দু-পাশে সারি সারি তাঁদের ঘর। রাস্তা চলে গিয়েছে পাহাড়ের টং-এ।

'পাহাড়িয়া' ওঁদের পদবি। সকলের ঘরের সামনে নাম-পদবি লেখা আছে। সরকারি আবাসে এখন ওদের দিন গুজরান।

বহু শতাব্দীর ইতিহাসের ধারাকে বহন করে চলেছেন ওঁরা। বিশুদ্ধ প্রকৃতির মাঝে ওঁদের জীবনবিলাস। পাহাড়ের চুড়োয় ওঁদের ঘর-গেরস্থালি। পশুপালনই ছিল মূল জীবিকা। আর আছে অরণ্য-সম্পদ।

পাহাড়টা মন কাড়ে। যে ওর কাছে যাবে তারই। আর ওই পাহাড় যাঁদের জন্মজন্মের বসতভিটে তাঁদের মন তো ওখানেই পড়ে আছে।

বাংলার উন্নয়নের মূলস্রোতে ফেরাতে সরকারি উদ্যোগে ওঁদের নামিয়ে আনা হয়েছে।

ওঁদের গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ছে। প্রচণ্ড দাবদাহে গাছপালাহীন পথের ধারে টিনের চালের তলায় ওঁরা ভাপিয়ে যাচ্ছেন। বারবার এই কথাই বলতে লাগলেন সকলে।





পাহাড়ের ওপরে গাছপালার হাওয়ায় বাতাসে ওঁরা এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন।

২০১৪ সালে ওঁদের নামিয়ে আনা হল পাহাড়ের নীচে। কারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ ওঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পাহাড়ের ওপরে ছিল কলাবেড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়টা। পাহাড়ে শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিশুদেরও যাতায়াতে অসুবিধা হত। স্কুলটাকে নামিয়ে আনার জন্যই ওঁদেরও নেমে আসতে হল। তাছাড়া, অসুখ-বিসুখ করলে খুবই সমস্যা হত। পাহাড় থেকে হাঁটাপথে অসুস্থ মানুষকে নামিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া ছিল যেন দুঃস্বপ্ন। তাছাড়া, তখন পাহাড়ের বুক চিরে এমন মসৃণ রাস্তাও ছিল না।

ওঁরাও বুঝেছেন এখানে আসায় শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, পাশাপাশি গ্রামের শিশুদের সঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন।

তাই অনেক অসুবিধা সহ্য করেও ওঁরা কলাবেড়ার এই কলোনিতে থাকছেন।

প্রথম শ্রেণিতে পড়ে বলদেব পাহাড়িয়া।

—কোন গ্রামটা বেশি ভালো রে?

স্পষ্ট জবাব, ‘উপরেরটা’।







প্রতি পরিবারের জন্য একটি করে ঘর। মোট ৩১টি পরিবার। গৃহপালিত প্রাণি ও পশুদের নিয়ে ওঁদের বড়োই সমস্যা। ওদের রাখার জন্য কোনও জায়গা নেই। পাশের জমি অন্য গ্রামের লোকদের চাষের খেত। গরু-ছাগল ঢুকে পড়লে ওঁদের সঙ্গে অশান্তি হয়।

শৌচালয়েরও কোনও ব্যবস্থা না থাকায় আশপাশের জমিই ভরসা—সেই নিয়েও অশান্তি। জমিতে যখন ফসল ফলে ওঁদের অশান্তি আরও বাড়ে। সবসময়ই ওঁরা আতঙ্কে থাকেন। প্রাণি, পশু ও বাচ্চাদের তো সামলানো মুশকিল।

জীবিকা সমস্যাও আছে। তেমন কিছু কাজ ওঁরা করতে পারছেন না। পশু-পাখি পালনের জন্য চারণভূমি দরকার। পাহাড়ের ওপর যে চারণভূমি ছিল তা এখন অনেক দূরে। এখনও যদিও কিছু গরু-বাছুর পাহাড়েই রয়ে গিয়েছে, কিছু আছে ওঁদের ঘরের পাশের ছাউনিতে। গরু, ছাগল, মুরগি, মানুষ—সব একসঙ্গে বসবাস যেন।











ওঁদের গোষ্ঠীসম্পর্কও খুব জমাট। সোমবারি পাহাড়িয়ার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই দু-একজন এসে হাজির হলেন। ঘর থেকে যিনি বেরোচ্ছিলেন তাঁকে বললাম—একটু কাজ করুন। ছবি তুলব।

উনুনের উপর কড়াইটা চাপিয়ে রাঁধতে লাগলেন। ছবি তোলা হয়ে গেলে কড়াইটা নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন?

আমার ঘরে—

এটা আপনার ঘর নয়?

না, ওটা আমার ঘর—বলে ওদিকে আঙুল তুললেন।

সেকি, অন্যের ঘরে ঢুকে রান্নায় হাত দিলেন!

হেসে ফেললেন।

—এমনই অটুট বন্ধন ওঁদের। এমনই বিশ্বাস।

এই সমাজবন্ধন ওঁদের শক্তি।

ফাঁকা ঘরে ঢুকে গেল একঝাঁক মুরগির বাচ্চা। বাসন-কোসনের উপর চরে খেতে লাগল।

—কী নাম আপনার? স্বামী কী করেন?

—'আমি নিয়তি। স্বামী ধন্দ পাহাড়িয়া কাঠ কেটে এনে বলরামপুরের বাজারে বিক্রি করেন।'





ওঁদের ঘরের সামনে গাছ কেটে রাখা আছে। জঙ্গল কেটে নিয়ে যাচ্ছে লোকে। ভোররাতে এসে জঙ্গল কাটে। তারপর নিয়ে যায়। কখনও বা ওঁদের ঘরের সামনে জড়ো করে রেখে দিয়ে যায়। এমন কথাই ওঁরা বললেন।

প্রান্তে পড়ে থাকা এই মানুষগুলোর সঙ্গে পাশের গ্রামবাসীদের যে তেমন সম্পর্ক নেই আসার পথেই টের পেলাম। বলরামপুর থেকে ঘাটবেড়া হয়ে আসার পথে কেরুয়া গ্রামের গণেশ মাহাতোকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম—ঘাটবেড়ার এদিকে 'পাহাড়িয়া'দের গ্রামটা কোথায়?

বললেন—ওই তো, পাহাড়ের তলে। আমরা ও গ্রামে যাই না।

মাঝে পড়ল মালিটাঁড়। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। খুব সুন্দর সাজানো মাটির বাড়ি। সারি সারি। সর্বত্রই একটা পরিপাটি ভাব। সৌন্দর্যের ছোঁয়া। ওরা জানাল—বাচ্চারা কলাবেড়ে স্কুলেই পড়ে। কিন্তু 'পাহাড়িয়া'দের সঙ্গে ওঁদের তেমন সখ্যতা নেই। ওঁরা সাঁওতাল। সমাজের এক প্রান্তে পড়ে আছে 'পাহাড়িয়া'-রা।

পাহাড়তল পর্যন্ত চাষজমি কেরুয়া ও মালিয়াটাঁড়ের লোকদের। পাহাড়িয়াদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই বিরোধ বাঁধে সেকথা জানালেন পাহাড়িয়ারাই। ওঁদের অসুবিধার কথা প্রসঙ্গেই উঠল এ কথা।











লক্ষ্মী পাহাড়িয়া, সোমবারি পাহাড়িয়া, ভারতী পাহাড়িয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল—নিজস্ব বাঁচার ছন্দ ওঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

ভারতী পাহাড়িয়া, এই প্রখর রোদেও যাঁর গৌরবর্ণ চোখ টানে, গোটা চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। এই দুঃখ-কষ্টেও উজ্জ্বল চোখ দুটোতে হার-না-মানা জেহাদ তাঁকে সকলের থেকে আলাদা করে দেয়।

একটু আলাদা করে ওকে ডেকে নিই। জিজ্ঞেস করি এর রহস্য।

বারবারই বলতে থাকেন—ভাপিয়ে মরে যাচ্ছি। এখানে কোনও সুখ নেই। বাঁধের জলে ডুবে থাকছে মানুষ, গরু সব। একটু গাছের ছাওয়া নেই। ঘরের বাইরে দাঁড়াব কোথায়, ওদিকে রোজ বাগান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেল।

জানা গেল, উন্মুক্ত পাহাড়ভূমে ছিল ওঁদের রাজত্ব। প্রায় ৫০টির মতো মোষ ছিল একসময় ভারতী দেবীর। স্বামী দুধ বেচতে নামত পাহাড় থেকে। এখন ওঠানামার ঝামেলা নেই। অসুখ-বিসুখ হলে চিন্তা নেই। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। শুধু এই জন্যই মুখ বুজে বাকি কষ্ট সহ্য করছেন ওঁরা।

জলের ব্যবস্থা আছে। ১টা টিউবয়েল। আর ১টা স্কুলে। আলোও আছে। কিন্তু স্বাধীনতা নেই। পাশের জায়গা যাঁদের তারা ওঁদের মেনে নিতে পারেন না। ওঁদের জীবনচর্যার নানা অভ্যেসের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে।



আধুনিক জীবনের কিছু সুবিধা ওঁরা পাচ্ছেন। বাকিটুকুও ওঁদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে অচিরেই। শৌচালয়ের ব্যবস্থাটা খুবই জরুরি।

ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেখানোটা যে প্রথম কাজ সেটা ওঁরা শুধু বোঝেনইনি, জীবন দিয়ে মূল্য দিচ্ছেন তার। স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণেও ওঁরা আগ্রহী তাও জানা গেল।

কথা হচ্ছিল,

২ ছেলে, ৩ মেয়ের মা ঝুমি পাহাড়িয়ার সঙ্গে। তাঁর বাপের বাড়ি ঝালদায়। বিয়ের পর বহুদিন ছিলেন উপরের গ্রামেই। আজও মন পড়ে আছে সেই ঘরের উঠোনেই।

তাহলে এখানে পড়ে আছেন কেন?

—'কী করব। সবাই এখানে। একা একা তো আর উপরে থাকতে পারব না। ভালোও লাগবে না।' ঝুমি-র বড়ো ছেলে চামুক পড়ে একলব্য স্কুলে।

পুরুলিয়ার একলব্য স্কুলে পড়ে বুদ্ধেশ্বর আর লক্ষ্মী পাহাড়িয়ার বড়ো ছেলে গুরুপদ-ও।

'আমাদের এখানে একজন কুটুম এলেও খুব অসুবিধা'—বলে উঠেছিলেন গ্রামেরই এক পুরুষ। তাঁকে প্রায় দাবড়ে চুপ করিয়ে দিয়ে জনা দুই মহিলা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন। 'থেকে যাও এখানে। খাবার খেয়ে যাও।'

বাংলা ভাষায় কথা বলা এই 'পাহাড়িয়া'-দের ছোট্ট গ্রামটা শুধু তাঁদের জন্যই নয়, পর্যটকদের জন্যও যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা যায়—সেই কথা বারবারই মনে হচ্ছিল।

ওঁদের জন্য উন্নয়ন ভাবনায় সবুজ অর্থনীতির মূল কথাগুলোকে আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিকল্প অর্থনীতির মাধ্যমে ওঁদের উন্নয়ন ঘটানো জরুরি। তেমনি জরুরি জঙ্গল বাঁচানো।









*একটু ছায়ার আশ্রয়ে—সকলের সঙ্গে 'টিম পশ্চিমবঙ্গ'ও*

ওঁদের অসুবিধাগুলো আরও আন্তরিকভাবে বোঝা দরকার। শান্তি বজায় রাখার অন্যতম শর্তই হল—দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন।

জেলা সভাধিপতি সৃষ্টিধর মাহাতোর ঘরে বসে 'টিম পশ্চিমবঙ্গ'-র সঙ্গে উন্নয়নের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় 'শিক্ষা' প্রসঙ্গেই উঠে এসেছিল 'কলাবেড়া'-র কথা। শুধু একটা স্কুলের জন্য একটা গ্রামকে নামিয়ে আনার কথায় আগ্রহী হয়েছিলাম আমরা। জেলা সভাধিপতি বারবারই বলেছিলেন গিয়ে দেখে আসতে।

সারি সারি বাড়িগুলোর গায়ে কত-না-নাম লেখা। হাবু, লুসু, রূপসিং, ধনসিং, সুরেন্দ্র, রমনি, রহিন, তিলকা, সোমবারি, ধীরেন, মলিন্দ, হলধর, বুন্দি, অজয়, শিবু, রাজেন, খিরি.... সকলেরই পদবি 'পাহাড়িয়া'।

অনেকের সঙ্গেই দেখা হল না। কথা হল না। নানা কাজে ওঁরা গ্রামের বাইরে। ওঁদের সকলেরই একই ভাবনা, একই সমস্যা।

তবু ওঁরা সরকারের উন্নয়নের শরিক। সরকারি নানা পরিষেবার উপভোক্তা। ওঁদেরই একটি শিশু পুরুলিয়া 'একলব্য' স্কুলে পড়ে।

ধীরে ধীরে 'একলব্য'-র সাধনায় ওঁরাও সমাজের সামনের সারিতে উঠে আসবে—এই আশা নিয়েই আমরা ফেরার জন্য গাড়িতে উঠলাম।

গাড়ির বন্ধ কাচের সামনে হাসিমুখটা এনে নিয়তি পাহাড়িয়া তাঁর অভিজাত চোখ মেলে বলতে লাগলেন—আবার আসবে তো?

ওঁদের মতো আমরাও মনটাকে পাহাড়ে রেখে ফিরলাম। আর বারবার আমাদের 'টিম পশ্চিমবঙ্গ'-এর আলোচনায় উঠে আসছে 'কলাবেড়ে'-র নাম।

*ছবি: সুপ্রিয়া রায়, সর্বাণী আচার্য।*







# উন্নয়নের ‘পথের সাথী’ ওরাই

ভাবনার ছোট্টো ডিঙিটাকে নিয়ে ওঁরা ভেসে পড়েছেন। ভেসে পড়ছেন কোথায় সে ওঁরা নিজেরাই জানেন না। খাল, বিল, নদী, সাগরের ধারণাও ওঁদের তেমন নেই হয়তো। নিজস্ব একটা ‘স্বপ্ন ডিঙা’ এখন ওঁদের আছে। একটু নিজের মতো ভালো থাকার ইচ্ছে, ছোট্টো সংসারটিকে গুছিয়ে নিয়ে চলা—এই তো! তেমন বেশি কিছু চাহিদা নয়। কারো বা একক মুক্তির জীবন। তাই ওঁদের এখন সবচেয়ে প্রিয় শব্দ—‘স্ব-নির্ভরতা’।



*পুরুলিয়ার চাষ মোড়-এ*



*চলছে প্রশিক্ষণ*



পদুমি



চাষ মোড় পথের সাথী-র অন্দরে

ওরা দল বাঁধছেন। 'স্ব-নির্ভর দল'। বাংলার গ্রাম-শহর জুড়ে মহিলারা এখন দলবদ্ধ। একসঙ্গে পায়ে পায়ে চলার ইচ্ছেটুকুই ওঁদের অনেক ভাবতে শিখিয়েছে। জঙ্গলমহল-এর গ্রামে গ্রামেও ওঁরা 'দল' তৈরি করেছেন। দল-এর বাইরে হয়তো খুবই স্বল্প সংখ্যক মহিলারা আছেন।

দল বা গোষ্ঠী গঠনের নিয়মকানুনও আজ ওঁরা রপ্ত করে ফেলেছেন। নিজেরাই আসছেন বিডিও-র অফিসে। নিজেরাই ছুটছেন ট্রেনিং নিতে। ট্রেনিং-এর পর কাজের সন্ধানে নিরন্তর লেগে থাকছেন। আর তারই ফলশ্রুতি—'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'।

সত্যিই বৈপ্লবিক। পুরুলিয়ার জয়পুর ব্লকের চাষমোড়। 'পথের সাথী' চালাচ্ছেন সম্পূর্ণা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। জেলার সদর শহরের বা ব্লকে প্রশাসনিক এরিয়ার মধ্যে ক্যান্টিন চালানো আর 'পথের সাথী' চালানো কোনো ভাবেই এক কথা নয়। 'পথের সাথী' ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। এইগুলি 'মোটেল' প্রকৃতির। মূলত গাড়ি করে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরাই খাওয়া ও থাকার জন্য আসেন 'পথের সাথী'-তে। এইগুলিতে গাড়ি রাখার পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। চাষমোড়ের 'পথের সাথী' যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাঁরা কয়েক মাস বিভিন্ন খাওয়ার তৈরির ট্রেনিং নিয়েছেন। কেউ বা ফাইভ, কেউ বা এইট পাশ। হিসেব-নিকেশও শিখে গিয়েছেন তাঁরা।

'পথের সাথী' পুরুলিয়ার হুড়া ও ছাপড়াতেও চালু হয়েছে। নিপাট সাদাসিধে মহিলারা রীতিমতো দুঃসাহসের সঙ্গেই চালাচ্ছেন এই মোটেলগুলি। যদিও সামনেই লেখা রয়েছে—'মদ্যপ অবস্থায় এখানে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ', কিন্তু এধরনের ব্যক্তিদের হঠাৎ ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু পদুমি, সাবিত্রী,

হুরায় রাজ্যের প্রথম পথের সাথীর উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৬-র ৩ আগস্ট।





শীতলা—ওদের চোখেমুখে কোনো ভয়ের ছাপ নেই। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে লাগলেন আসামে বড়ো হওয়া, বিয়ে হওয়া দুই ছেলেমেয়ের মা, পদুমি নাথ—আমরা ট্রেনিং নিয়ে বসেছিলাম। রোজ পুরুলিয়ায় গিয়ে বলতাম, আমাদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিন। তারপর এখানেই আমাদের গ্রুপকে কাজ দেওয়া হল। আমাদের বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরির মেশিনও দেওয়া হয়েছে। জল তৈরি করে ২০ লিটারের জারে ভরে বিক্রি করা হবে। দাম পড়বে ১৫ টাকা করে। আমরা এখন খুব ভালো আছি। ওই তো ওঁর স্বামী মারা গেছেন। দুই ছেলেমেয়ে। এই করেই সংসার চালাচ্ছেন। আমার স্বামী স্কুলে রান্না করেন। আমিও কাজ করছি। দিব্যি চলে যাচ্ছে।

কথায় কথায় আমাদের জন্য রান্নাও করে ফেললেন ওঁরা। রাতের খাবার। ভাত, ডাল আলুভাজা, আলু-ফুলকপির তরকারি, পাঁপড় ভাজা। সঙ্গে চাটনিও। মাত্র ৩৫ টাকা। চিকেনচাউ আর চিকেন স্যুপও করে দিলেন। বানালেন চা-ও। ঘরোয়া ডাল-ভাত-তরকারি-ভাজা নিঃসন্দেহে সুস্বাদু। মনে হবে ঘরের খাবার। কিন্তু চিকেন চাউতে অতিরিক্ত মশলা যেন মনে করিয়ে দিল রাস্তার ধারের দোকান থেকে আনা। চিকেন স্যুপেও আনাড়িত্বের ছোঁয়া। কিন্তু এত স্মার্টলি ওঁরা হাসিমুখে সব বানিয়ে দিলেন সেখানেই ওঁরা বাহবা পাওয়ার যোগ্য। তবে 'মোটেল' চালাতে গেলে সব অর্থেই ওঁদের আরো দক্ষ হতে হবে। মোটেলে যে ক্লাসের পর্যটকরা আসবেন তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে ওঁদের আরও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বড়ো হোটেল, রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ওঁদের আরও পরিচয় ঘটানো প্রয়োজন। কেমন ধরনের ফুড সেখানে বানানো হয়, না খেলে ওঁরা তার স্বাদ বুঝবেন না, বানাতে পারবেন না। মনে হল, ওঁদের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ওঁরা যখন সমাজ-পরিবারের নানা বাধা পেরিয়ে এতটা এগিয়ে আসতে পেরেছেন, ওঁরাই পারবেন জঙ্গলমহল-এর উন্নয়নের প্রকৃত 'পথের সাথী' হতে। ওঁদের জন্য আমরাও এক বুক আশা পোষণ করতে লাগলাম।



*পানীয় জল তৈরির যন্ত্র*



চাষমোড়ের এই 'পথের সাথী' যে কোনও পর্যটকের কাছেই আদর্শ স্থান হয়ে উঠতে পারে। চাষমোড় থেকে সিরকাবাদের দূরত্ব—৩০ কিলোমিটার, বাঘমুন্ডি—৬৫ কিলোমিটার, অযোধ্যা পাহাড়—৫০ কিলোমিটার, পুরুলিয়া সদর—১৫ কিলোমিটার। ঘরভাড়া ৪০০ (নন-এসি), ৫০০ (এসি), খাওয়া-দাওয়াও সাধ্যের মধ্যে। উপরি পাওনা 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী'-র আন্তরিকতা।

বিশেষ করে আজ দলবেঁধে মেয়েরাও বেরিয়ে পড়েন পর্যটনে। তাঁদের জন্য 'পথের সাথী' অপেক্ষা করে আছে। সপরিবারে যাঁরা বেরিয়ে পড়েন, শিশু বা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁদের কাছেও 'পথের সাথী' নিশ্চিন্ত নিরাপদ জায়গা।



চলছে প্রশিক্ষণ। ঘরকন্নার কাজ ওঁরা শিখেছেন আপনাআপনি। এখন একজোট হয়ে শিখছেন নানা রকমের খাবার তৈরির পদ্ধতি। পর্যটকদের রুচি-পছন্দ অনুযায়ী নানা স্বাদের খাবার বানাতে হবে ‘পথের সাথী’-তে। জেলাস্তরে ওঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার পথের সাথী-র সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের জেলাস্তরে প্রশিক্ষণ চলে।

*প্রশিক্ষণের ছবিগুলো পাঠানো হয়েছে জেলা DRDC থেকে।*







*ঝাপরা মোড়-এ পথের সাথী*




*পুরুলিয়ার কাশীপুরে ক্যাটারিং ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট-এর প্রশিক্ষণে মহিলারা*

# আড়ষা ব্লক

## নারী সাক্ষরতায় পিছিয়েও দল গঠনে এগিয়ে

হেডগুগুই। অযোধ্যা পাহাড়ের নিচের দিকের লাগোয়া গ্রাম। নারী উন্নয়ন মহিলা সংঘ সেখানে মহিলা স্বনির্ভর দলগুলোকে দিয়ে ছাগল পালন করাচ্ছে। হেডগুগুই-এর পাশাপাশি গ্রামগুলির মহিলারাও এই কাজে যুক্ত। জারি, জসিডি, তারি, সীতারামপুর, গোয়ালিকোচা, বামনি—পশুপালনই মহিলাদের মূলজীবিকা হয়ে উঠেছে। এইভাবেই স্বনির্ভরতার পথে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। আড়ষা ব্লকের এই গ্রামগুলিতে আদিবাসীরাই মূলত থাকেন।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এই গ্রাম ও পিছিয়ে থাকা গ্রামবাসীদের জন্য সকলেরই ভাবনা। ওদের এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে 'এগিয়ে বাংলা'-র স্বপ্নপূরণ হবে না।

আড়ষার বিডিও অফিসে বসে কথা হচ্ছিল নতুন বিডিও ফরহানাজ খানম্-র সঙ্গে। মনে হল স্বনির্ভর দলের সাফল্যের কাহিনি যেন এখানেই সারি সারি মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরকাবাদ থেকে যে পথটা অপরূপ সৌন্দর্য-সুষমা নিয়ে অযোধ্যা-পাহাড়ের হিলটপে পৌঁছে দিচ্ছে যাত্রী ও পর্যটকদের সেই মোড়টাতেই বিডিও অফিস। বিডিও অফিস লাগোয়া ক্যান্টিনটা চালাচ্ছেন মেয়েরাই—স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে। প্রায় ৩৭৫ বর্গ কিলোমিটারের একটা ব্লক—আড়ষা। মহকুমা পুরুলিয়া সদর পশ্চিম। জেলা পুরুলিয়া। ২০১১-র জনগণনা অনুসারে জনসংখ্যা ১,৫৪,৭৩৬। সাক্ষরতার হার ৫৪.৭৪%।

ভারতবর্ষের ১০টি রাজ্যের ১০৬টি জেলায় LWE (LEFT WING EXTREMISM)-র কার্যকলাপ চলত। এই অঞ্চলকে বলে RED CORRIDOR. পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমের কিছু অংশ এই RED CORRIDOR-র অন্তর্ভুক্ত। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১, ঝালদা-২, আড়ষা, বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, বরাবাজার, মানবাজার-২, বান্দোয়ান—এই আটটি ব্লক এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও মাঝেমাঝেই মানবাজার-১ এবং জয়পুর ব্লকেও এই ধরনের কার্যকলাপ ছড়িয়ে যেত।

আড়ষা ব্লকের উত্তরে জয়পুর ব্লক, উত্তর ও পূর্বে পুরুলিয়া-১, দক্ষিণে বরাবাজার, বলরামপুর ও বাঘমুণ্ডি ব্লক এবং পশ্চিমে ঝালদা-২ ব্লক। জেলাসদর পুরুলিয়া থেকে ৩০ কিমি দূরত্বে সিরকাবাদে আড়ষা ব্লকের প্রধান কার্যালয়। এই ব্লকে নারী সাক্ষরতার হার অস্বাভাবিক কম। পিছিয়ে থাকার এটা একটা বড়ো কারণ ছিল। বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রান্তিক অঞ্চলে নারী শিক্ষার বিস্তার, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথীর মতো প্রকল্পগুলির সুফল নারী-সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করছে।

জেলার ঠিক মাঝখানে যেন আড়ষা ব্লক। কংসাবতী নদী বয়ে গিয়েছে। একদিকে আড়ষা, অন্যদিকে জয়পুর ও পুরুলিয়া-১, পশ্চিম থেকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ঢাল।






**আড়ষা ব্লক**

| | সংখ্যা | |
|---|---|---|
| পঞ্চায়েত সমিতি | ১ | |
| গ্রাম পঞ্চায়েত | ৮ | আড়ষা, বেলদিন, চাটুহাঁসা, হেঁসলা, হেডগুগুই, মানকিয়ারি, পুয়ারা, সিরকাবাদ |
| গ্রাম সংসদ (ভিলেজ কাউন্সিল) | ১০১ | |
| মৌজা | ৯৬ | |
| গ্রাম | ৯৫ | |
| থানা | ১ | |

২০১১—জনগণনা অনুসারে ৫১% পুরুষ ও ৪৯% মহিলা। ৬ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা ২৬,২০৮। তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি মানুষের বাস যথাক্রমে ১১.৮২% (১৮,২৯৪) এবং ২১.৬৯% (৩৩,৫৬৮), ১৯৯১-২০০১—এই দশ বছরে ১৫.৩৬% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় এই হার ছিল ১৩.৯৬%, পশ্চিমবঙ্গে ১৭.৮৪%।

৪০০০-এর বেশি জনসংখ্যার গ্রামগুলো (জনগণনা অনুসারে) আড়ষা (৫,৯৫৮), পলপল (৫,৫১১), রাঙামাটি (৪,৩৬৫), সিরকাবাদ (৬,২৮৮) চাটুহাঁসা (৪,৩৮৮), হেঁসলা (৪৫৭৪), সাতরা (৫,৮৫৭)।

৪০০০-এর কম জনসংখ্যার গ্রামগুলোর উপরের দিকে আছে—পুয়ারা (৩,৯০০), বেলদি (৩৩৩৭), হেডগুগুই (৩০২৯), মানকিয়ারি (১৭৮৪)।

সাক্ষরতার দিক দিয়ে এই ব্লকের মহিলারা অনেক পিছিয়ে আছেন। ২০১১-র জনগণনার নিরিখে দেখা যাচ্ছে, ৬ বছর বয়সের ওপরে ৭০,৪১৩ জন সাক্ষর অর্থাৎ সাক্ষরতার হার ৫৪.৭৮%। এর মধ্যে ৪৫,৮৭৬ জন পুরুষ ও ২৪,৫৩৭ জন নারী। সাক্ষরতার দিক দিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য (লিঙ্গ বৈষম্য) চোখে পড়ার মতো।



*পুরুলিয়া জেলার আড়ষা ব্লক অফিসে বিডিও-র হাত থেকে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা নিচ্ছেন ভবানী কুইরি। তাঁর স্বামী মহানন্দ কুইরি ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ৮২ বছর বয়সে মারা যান। তিনি বয়স্কভাতা পেতেন মাসে ৪০০ টাকা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে।*



পুরুলিয়া

# সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিগন্ত—
# মহিলা স্বনির্ভর দল ও জৈব সার



খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের গুণগতমান নিয়ে এখন আমরা সচেতন। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে, নানারকমভাবে রাসানিক প্রয়োগ করে অতি অল্প সময়ে সবজি ফলানো হচ্ছে। আমাদের শরীরে সেইসব রাসায়নিকের বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে দুরারোগ্য রোগ। ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে শরীরে। দৈনন্দিন কাজকর্ম হচ্ছে ব্যাহত। জীবনযাপন হয়ে পড়ছে ক্রমশ অসুবিধাজনক। ক্ষতি হচ্ছে আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনেরও।

এর থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। আমাদের চাষবাসের কাজ চলে গ্রামে গ্রামে। একদল অবিবেচক, মুনাফাখোর, অসাধু ব্যবসায়ীর হাত থেকে আমাদের জীবন বাঁচাতে উদ্যোগী হতে পারে গ্রামের মহিলা স্বনির্ভর দলগুলোই। এইসব দল এখন 'ক্লাস্টার' তৈরি করে কাজ করছে। কয়েকটা দল মিলে ক্লাস্টার তৈরি করছে। এইভাবেই তৈরি হচ্ছে সংঘ, মহাসংঘ।

## বাজার নেই
# জমে যাচ্ছে আল্পনাদের জৈবসার

মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী—এই নামেই তিনটি মহিলা স্বনির্ভরদল সিরকাবাদ গ্রামে জমিয়ে কেঁচো সার উৎপাদন করে চলেছে। পুরুলিয়া সদর ছেড়ে গাড়ি চলেছে বড়ো উরমার দিকে। যেখান থেকে সাগমা গ্রাম ছুঁয়ে সিরকাবাদ। বাচ্চা কোলে নিয়েই বেরিয়ে এলেন আল্পনা মাহাতো, মা লক্ষ্মী মহিলা স্বনির্ভরদলের নেত্রী। ২০১১-তে দলগঠন। ২০১৪-তে কেঁচো সার তৈরির কাজ শুরু। কোলে বাচ্চা, মাথায় ঘোমটা। বলে চলেছেন আল্পনা ওঁদের কথা। সার উৎপাদন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ওঁদের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসটা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল 'এগিয়ে বাংলা'র সাফল্যের কাহিনি যদি এমন গ্রামে গ্রামে পেয়ে যেতাম তাহলে এই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এভাবে আমাদের পুড়তে হত না।

১১ জনের দল আল্পনাদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫,০০০ টাকা তুলে শুরু করেছিল জৈব সার তৈরির কাজ। ইট, সিমেন্ট, টিন কিনেছিল ধারে। মিস্ত্রির টাকাও ছিল বাকি।

কেঁচো সার তৈরি করতে কতগুলো চৌবাচ্চা পা পিট বানাতে হয়। ইট, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি চৌবাচ্চাগুলো প্লাস্টারিং করে সিমেন্ট দিয়ে ভালো করে মেজে নিতে হয়। ওপরে থাকে টিনের শক্তপোক্ত শেড। যাতে ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে ভেঙে না পড়ে। কিছু দূরে আল্পনার প্রথম তৈরি করা শেডটা ভেঙে পড়ে আছে। ২০১৪ সালে ৩০,০০০ টাকা পায় এই দলটি। ২০১৫ সালে পেল ৫০,০০০ টাকা।

কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় গোবর, খড়, পাতা পচা, সবজির খোসা, কচুরিপানা, শুকনো গাছের পাতা পচানো। আর এই সারের সঙ্গে মেশানো হয় কেঁচো। পুরুলিয়ার জয়পুর থেকে ২টাকা পিস ৬০০ কেঁচো প্রথমে আনা হয়। এখন এঁরাই কেঁচো বিক্রি করছে।

সার তৈরি হয়ে গেলে চা-পাতার মতো হয়ে যায়। সেগুলি ভালো করে চেলে বস্তায় পুরে বিক্রি করা হয়।

দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর সঙ্গে রয়েছে অগ্রগতির মহিলা স্বনির্ভরদলও। সিএডিসি এবং বনদপ্তরকে সার বিক্রি করেছে এই দলগুলো। কিন্তু এখন বিক্রি নেই। মাল জমে গেছে। মাল রাখার জায়গাও নেই।

আল্পনাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে ওরা এখন অন্য গ্রামে গিয়ে ট্রেনিং দিতে পারবেন কিনা। সমস্বরে ওঁরা বলে উঠলেন 'হ্যাঁ'। দেখলাম ওঁরা বেশ তৈরি হয়ে আছেন। জৈব সারের ব্যবসাটা বেশ ভালোই বুঝে নিয়েছেন। ওঁদের গ্রামে অনেক জায়গা আছে। এদিকে ওদিকে আরও বেশ কয়েকটা পিট চোখে পড়ল। একে একে অন্যান্য দলের সদস্যরাও এসে হাজির হলেন। ওঁদের সমস্যা এখন একটাই—বাজার নেই।

বাজারের সমস্যাটা সব স্বনির্ভরদলের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জৈব সারের যথেষ্ট চাহিদা তবু কেন বিক্রি হচ্ছে না? এখন তো দেখলাম বাঁকুড়া-পুরুলিয়াতে চাষের কাজ প্রায় নেই। জলের সমস্যা। সেই কারণেই হয়তো ৪টি স্বনির্ভর দলের প্রায় ৮০ কুইন্টাল সার জমে আছে।



পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয়েছে 'মহিলা স্বনির্ভর দল'। ওদের চোখ এড়িয়ে কোনো কাজই এখন সম্ভব নয়। রাসায়নিক প্রয়োগ করে চাষ ধীরে ধীরে কমানোর কথা ভাবতে শুরু করতে হবে এখনই কারণ 'জৈব সার' তৈরির ক্ষেত্র ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। উদ্যোগ নিলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। বাণিজ্যিকভাবে এই সার তৈরি করা যেতে পারে।

আল্পনাদের মতো যাঁরা ঘর-সংসার সামলিয়ে জৈব সার তৈরি করে চলছেন, ওঁদেরই মতো দলগুলিকে দিয়ে, বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার উৎপাদনের দিকে এগোনো যেতে পারে। প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে সিএডিসি। বেগুনকোদরে সিএডিসি-র কার্যালয়ে বসে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় আল্পনাদের কথা বলছিলাম। জানা গেল ওঁদের কাছেও জৈব সারের প্রশিক্ষণ নিতে এগিয়ে আসছেন মহিলারা।



গ্রাম জুড়ে চলছে গাছ লাগানোর হিড়িক। ১০০ দিনের কাজ-এর মাধ্যমে যে শ্রম তৈরি হচ্ছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে চলছে সবুজায়নের কাজ, চলছে বাগান তৈরির কাজ, চাষবাসের কাজ।

সেজন্য গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে একটাই কথা—১০০ দিনের কাজ, গ্রাম গড়েছে আজ। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তরে, স্বল্প জলের সর্বাধিক প্রয়োগের মাধ্যমে একরের পর একর জুড়ে তৈরি হচ্ছে আমবাগান, বেদানাবাগান, কলাবাগান। নতুন নতুন ফলফুলের বাগানও তৈরি হচ্ছে। জেলার 'উদ্যানপালন' বিভাগ রয়েছে সঙ্গে।





মহিলা স্বনির্ভরদলগুলি দিয়ে ‘বাগিচা’ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে বড়ো বড়ো বাগিচা তৈরির কাজ চলছে একের পর এক। এইসব বাগিচার জন্য ‘জৈবসার’-এর চাহিদাও আরো বাড়বে।

যে জৈব সার ঘরের মেয়ে-বউরা উৎপাদন করছে সেই জৈব সারের ব্যাপক প্রয়োগ পাল্টে দিতে পারে আমাদের স্বাস্থ্য-অর্থনীতিকেও। হয়তো জৈবসার উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে এক ‘বিকল্প কুটির শিল্প’ গড়ে উঠবে। এই উন্নতমানের জৈবসার ‘প্যাকেজিং’ হয়ে সারা রাজ্য তথা রাজ্যের বাইরের বাজারেও চলে যাবে।

হাজার হাজার স্বনির্ভরদল তৈরি হচ্ছে। অনেক দলই সক্রিয়ভাবে কিছু করতে পারছে না। অসহায় মুখ করে অনেকেই তাঁদের দলের ইতিহাসের কথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু সে-ইতিহাসে ‘উত্তরণ’-এর কোনো অধ্যায় নেই। টাকার গল্প আছে। কখনো নিজেদের সঞ্চয়ের থেকে টাকা নিয়েই কেউ ছাগল কিনছেন, মুরগি কিনছেন। ব্যাঙ্কলোন পেলে সেই টাকা পর্যায়ক্রমে ভাগ করে নিয়ে কখনো দিচ্ছেন দোকান, কখনো বা পরিবারের কোনো সদস্য হকারি করছেন সেই টাকায়। কিন্তু মহিলা সদস্যরা নিজেরা হয়তো দলগতভাবে কোনো কাজ করতে পারছেন না। আড়শায় এমন একটি দলের সঙ্গে কথা হল। যাঁদের ছোট্ট বাসস্থান, অল্প জায়গা। চাষের বা বাগানের জন্য কোনো জমি নেই। ঘর-সংসার ফেলে দূরে দূরে ছোটাছুটিও করতে পারবে না সে কথা বারবারই জানালেন তাঁরা। তাঁদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দিয়েই তাঁদের নানা কাজ করাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা কাজ করতে চান ঘরে বসেই। এমনই কোনো প্রকল্পের খোঁজ চাইছেন তাঁরা। ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা গেল সিরকাবাদ গ্রামে। দলগতভাবে তাঁরা জৈব সারের ব্যবসা করছেন। কেঁচো বিক্রি করেও তাঁদের আয় হচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতেও তাঁরা আগ্রহী। কিন্তু বাজার দখলের ভাবনাটায় তাঁরা কিছুটা পিছিয়ে আছেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা পেলে তাঁরা অচিরেই ‘মডেল’ হয়ে উঠতে পারেন। এমন সম্ভাবনাই তাঁদের মধ্যে দেখলাম।

*ছবি: সর্বাণী আচার্য, সুপ্রিয়া রায়*

*সিএডিসি-র কুমারীকানন*

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান

# পুলিশ যখন বন্ধু

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া আর পশ্চিম মেদিনীপুর—এই তিন জেলার প্রান্তসীমার মিলন ঘটেছে যেখানে তার কাছাকাছি স্থানগুলো জঙ্গলমহল পর্যটনে নিয়েছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পশ্চিমে আবার আছে ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা, গালুডি, ধলভূমগড়। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি, সুতান। পশ্চিম মেদিনীপুরের বাঁশপাহাড়ি, বেলপাহাড়ি, কাকরাঝোড়, আমঝরনা, ঘাঘরা, তারাফেনি, প্রকৃতি সুন্দরী ঝাড়গ্রাম। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, ভালোপাহাড়। জঙ্গলমহল ট্যুর সার্কিটের যেন প্রাণকেন্দ্র।







জঙ্গল এখানে কাব্যময়। প্রকৃতি এখানে রহস্যের আঁচলে জড়ানো, আদিমতার ঘ্রাণ নিয়ে বয়ে চলে বসন্ত বাতাস। এলোমেলো হয়ে যায় মন। এক অপার্থিব অলসতায় ভারী হয়ে ওঠে জীবনের পাপড়ি-মেলা ভোর। দ্রিমি দ্রিমি মাদলের তালে সাঁঝবেলার মহুয়ামাতাল জঙ্গলমহল আস্বাদনের সুযোগ দিতে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এই ট্যুর সার্কিটকে।

বাংলার এই অঞ্চলের পর্যটন মানচিত্রকে ঢেলে সাজিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে। সেই ২০১১-তেই। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল চটজলদি।

একুশ শতকের প্রথম দশকটা ক্রমশ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল এই জঙ্গলমহলকে। জঙ্গলমহলের লালমাটি আরও লাল হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল দীর্ঘদিনের অনুন্নয়ন, ছিল শোষণ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্য। 'অভাব' শব্দটা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা টের পেয়েছিলেন ওখানকার মানুষেরা।

আজ পাল্টে গিয়েছে চিত্রটা। বান্দোয়ানে ১৩৬টি ক্লাব আছে। ফুটবল ওদের প্রিয় খেলা। প্রতি বছর এই ক্লাবগুলোকে ২৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। মহিলা ফুটবল টিম আছে প্রায় ২৫টা।

খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এই অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের। দরজায় দরজায় যেতে হয়েছে উর্দিধারী পুলিশকে।

বুঝে নিতে হয়েছে ঠিক কেন এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বুঝে নিতে হয়েছে এই পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

সরল, সাদাসিদে, বুভুক্ষু মানুষগুলোকে আর ঠকানো যাবে না। ওদের যা প্রাপ্য তাই তুলে দিতে হবে ওদের হাতে।

বন্ধুত্বের হাত ধরেই পুলিশ ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—পুলিশ, প্রশাসন, সরকার ওদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

হাজার হাজার বছরের বঞ্চনার কারণ এই ভয়াবহ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। গোটা জঙ্গলমহল সম্পর্কেই এ কথা সত্য। তাই বান্দোয়ানকেও দারিদ্র্য ও অশিক্ষার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে।

এই পাল্টে যাওয়া চিত্রটাকে দেখতেই আমাদের বান্দোয়ান যাওয়া।

বান্দোয়ান—জঙ্গলমহলের এমন একটা ব্লক যার ৫৮ কিমি সীমান্ত জুড়ে ঝাড়খণ্ড। মাওবাদী আন্দোলনের অশান্ত দিনগুলোয় দলমা পাহাড়ে ঘেরা বান্দোয়ান ছিল শিরোনামে। সেই বান্দোয়ান এখন উন্নয়নের গতিতে ছুটছে।







রাস্তা বানাচ্ছেন মহিলারা, সেই গতিছন্দের মূছর্নায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। পরিশ্রমী এই মানুষগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। আসনপানি, দুয়ারসিনি থেকে ফেরার পথে নজর পড়ল মহিলারা মাথায় করে বড়ো বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে আসছে পাহাড়তলের দূর মাঠ থেকে। রাস্তা পেরিয়ে 'ঘাটিহুলি'র দিকে চলেছে। পানীয় জল নয়, ঝরনা থেকে জল এনে রাস্তা তৈরির কাজ করছে তারা।





হয়তো দূরের পর্যটকরা আসবেন। বান্দোয়ানের শিশুরাও 'সবুজ সাথী' চালিয়ে সার বেঁধে বিদ্যালয়ে যাবে। অসুস্থ মানুষেরা যাবেন হাসপাতালে, কিংবা দু-টাকা কেজি চাল আনতে এই পথ দিয়েই। তারা হয়তো মনেও রাখবেন না এই পথ কারা বানালেন। সরকারি পরিসংখ্যানের ইতিহাসে লেখা থাকবে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় এই রাস্তার জন্য কত বরাদ্দ ছিল, কত শ্রমিক দিবস লেগেছে, কত জন কাজ করেছে।

কিন্তু ওদের কথা লেখা হবে না কোথাও, এত প্রাণচঞ্চল, কর্মময় উচ্ছ্বাসমুখর ওরা। ওরা নানা বয়সের মহিলা। নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাদের শ্রম।







কথা হচ্ছিল বান্দোয়ান থানায় বসে বর্তমান ওসি-র সঙ্গে। ওসির তালিকা দেওয়ালে টাঙানো, জ্বলজ্বল করছে ওসি নীলমাধব দাসের নাম, যিনি ২০ সালের তারিখে মাওবাদীদের আক্রমণে নিহত হন। এক সময় মাওবাদী আন্দোলন, বান্দোয়ান আর নীলমাধব দাসের মৃত্যু এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হত।

সারা অঞ্চল জুড়ে ছিল আতঙ্ক। এই আতঙ্ক, অশান্তি দূর করতে পুলিশ ও প্রশাসন নিয়েছিল নজিরবিহীন ভূমিকা।



শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা, অনাহার দূর হয়েছে। দু টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছে সকলে। পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে, নানা প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে, বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে সর্বত্র। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী, অবিবাহিত স্কুল ছাত্রীরা (১৩ থেকে ১৮), বিধবারা, বয়স্করা পাচ্ছেন ভাতা। যুবক-যুবতীরা 'যুবশ্রী'-র ভাতা, লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীরা ভাতা পাচ্ছেন। তাছাড়া, নানা সময়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কম্বল, বস্ত্র, লণ্ঠন, ছাতা, বইখাতা দেওয়া হচ্ছে। আয়োজন করা হচ্ছে নানা ক্যাম্প। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু অপারেশন শিবির। শুধু শিবিরের আয়োজনই নয়, গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে যাঁদের চিকিৎসার, চোখ অপারেশনের দরকার তাঁদের। অপারেশন করিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়ে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তাদের। গাড়ি করে আনা-নেওয়ার কাজও করছেন পুলিশ। শোনা গেল, ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তাররাও অনেক ওষুধ পাঠান। যেগুলি থেকে বাছাই করে স্বাস্থ্য শিবিরের ডাক্তারদের নির্দেশ মতো দেওয়া হয়।

ফলে 'প্রকট অভাব'-এর সেই ছবিটা আর নেই। কিন্তু এখনো তাঁদের মধ্যে নানা কুসংস্কার মারাত্মকভাবে রয়ে গিয়েছে। 'ডাইনিবিদ্যা'র ভ্রান্ত চর্চায় আজও সামাজিক



পরিবেশ বিপন্মুক্ত নয়। প্রায়ই এর বলি হতে হয় নিষ্পাপ মানুষকে। পুলিশ ও প্রশাসন একযোগে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাই পারে এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে 'যুক্তিবোধ'-এর প্রসার ঘটাতে।

প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষা। সচেতনতার প্রসার। আরও বেশি করে এজন্য শিক্ষিত সমাজ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে শামিল করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে।

১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের কাজ ও অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

যে কোনও ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার ঘটনা বন্ধ করতে প্রতিটি স্তরেই নিতে হবে সতর্ক পদক্ষেপ। নেওয়া হচ্ছেও।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রচিত হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা। এখানে মহিলাদের সম্মানজনক অবস্থান দিতে হবে। তাঁদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানোর ধারাবাহিকতার ইতি টানা জরুরি। বাংলার গ্রামে গ্রামে 'নারীশক্তি'-র বিকাশ ও বিস্তার ঘটে চলেছে। সেই ধারা জঙ্গলমহলকে দিয়েছে উন্নয়নের গতি। এই গতিতেই পরিবর্তন ঘটে চলেছে বান্দোয়ানের নানা গ্রামেও। আদিবাসী-অধ্যুষিত এই গ্রামগুলোর উন্নয়নের অনুঘটকের ভূমিকায় পুলিশ।



শান্তি বজায় রাখার পবিত্র কর্তব্যই পুলিশকে এখানে পালন করতে হয়। এ কাজ যথেষ্ট কঠিন। অন্তত বান্দোয়ানের মতো প্রত্যন্ত এলাকায়।

কম্যুনিটি পুলিশের ভূমিকা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েরা যেন এখানে 'শক্তিবাহিনী'। উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সচেতনতার পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে তারা। নিজেরাও সচেতন হচ্ছে। তাদের সক্রিয়তা আগামীর বান্দোয়ান রচনা করছে।

*ছবি সৌজন্য: বান্দোয়ান থানা*
*ঘাটিহুলির রাস্তা তৈরির ছবি: সুপ্রিয়া রায়*



# কুচিয়ার কন্যারা



কাটাপাহাড়ের রাস্তায়

# বান্দোয়ান



*কুচিয়া হাইস্কুল*



‘ফুটবল ওদের রক্তে। মাঠে নামলে সত্যি চেনা যায় না ওদের। চলুন, আমাদের স্কুলে—দেখবেন কী অদ্ভুত ছন্দ ওদের পায়ে....’

বান্দোয়ান-এর বিডিও অফিসে হঠাৎই দেখা প্রবীরবাবুর সঙ্গে। প্রবীর কর। ২০১০ থেকে কুচিয়া হাইস্কুল-এর করণিক। ওঁর মুখে কিছুটা শোনার পরই বেশ আগ্রহী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। উদ্দেশ্য, কুচিয়ার ওই স্কুলে পৌঁছে যাওয়া। ফলে বিডিও অফিসের কাজ অসমাপ্তই রয়ে গেল প্রবীরবাবুর। খানিকটা বাধ্য হয়েই আমাদের সঙ্গ নিলেন তিনিও। কাটাপাহাড়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গাড়ি।

পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে রাস্তা, তাই নাম কাটাপাহাড়। বান্দোয়ান থেকে শুরু হয়ে একেবারে ঝাড়খণ্ডের গালুডি পর্যন্ত। বান্দোয়ান থেকে কুচিয়া—এই ১২ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে স্কুলে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় আড়াইটে।

সেখানে পৌঁছতেই অদ্ভুত এক ভালো লাগা যেন ঘিরে ধরল আমাদের। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপপর্ব সারতে সারতেই দেখলাম প্রধান শিক্ষকের ঘরে ভিড় করে ঢুকে পড়েছে মেয়েদের ফুটবল টিম।



*বাবার সঙ্গে চন্দনা*

—চন্দনা টুডু। বাড়ি পচাপানি গ্রামে। স্কুলের ফুটবল টিমের মেরুদণ্ড সে। খেলে সেন্টার বা ব্যাক পজিশনে। তাকে ঘিরে শিক্ষক-অশিক্ষক সবার ভারী আশা। নবম শ্রেণির মেয়েটি হয়তো নিজেও বোঝে সেসব। আর তাই হেলায় মাঠে নেমে পড়ে নিজের রোগ-বালাই ভুলে। সেদিনই সকালে স্কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ফুটবলের নামে এককথায় চাঙ্গা। চাষের কাজ, দিনমজুরি করে সংসার চালান বাবা ঢাঙ্গা টুডু। দুই ভাই, আর দুই বোনের ছোটো চন্দনা। খেলতে চায়—আরও পড়তে চায়—জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় সে।

সাইড ডিফেন্সে খেলে নবম শ্রেণিরই কাজলি টুডু। বাবা পঞ্চু টুডু চাষের কাজ করে বড়ো দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কাজলিকে নিয়ে আরও দুই মেয়ে আছে তাঁর। দুই ছেলেও। দিদিদের তেমন পড়াশোনা হয়নি। তাই যেন আরও বেশি করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় কাজলি। এই কাজলির দিদি সরলাই ফুটবল খেলার জন্য ঝাড়গ্রামের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে স্কুটি পেয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল একদিন। সেই থেকে সরলাই ছিল এখানকার মেয়েদের কাছে রোল মডেল। কিন্তু তারও তো নিজের পায়ে দাঁড়ানো হল না! অষ্টম শ্রেণিতে পড়তে পড়তেই বিয়ে করে নেয় সে। তবে আজ আর সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে কেউ করবে না—এমনটাই একবাক্যে জানিয়ে দিল স্কুলের মেয়েরা।

কোথায় পেল তারা এই মনের জোর? ‘সবাই এতো চেষ্টা করছে—স্যারেরা এতো করে বলছেন—আমরাও বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি—ঠিকমতো বড়ো না হয়ে বিয়ে করব না—নার্স হতে চাই আমি—নিজের জোরেই দাঁড়াতে হবে আমাকে।’

—ছুটুর ঝলমলে হাসি মুখে প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ। ভারী ভারী শোনাল না কথাগুলো একটুও। মানিয়ে গেল বেশ।



*ছুটু*

ছুটু তন্তুবায়। পড়ে নবম শ্রেণিতে। কন্যাশ্রীর টাকা পেলে সেই টাকায় বই কিনবে ছুটু।

কন্যাশ্রীর সাড়ে সাতশো টাকা বাবা-মায়ের হাতেও তুলে দিয়েছে অনেকে। কিছুটা হলেও অবদান তাদেরও থাকছে সংসারে। এও তো একটা জোরের জায়গা। ১৮-র আগে তাই আর বিয়ে নয়। কিছুদিন আগে সচেতনতা শিবিরও হয়ে গেল স্কুলে। অষ্টম শ্রেণির বিনতি হেমব্রম—ফুটবলের সঙ্গে অন্য খেলাধুলোতেও পটু। জেলাস্তরে ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম আবার লঙ জাম্পেও সে প্রথম। তার আন্তরিক ইচ্ছা জোর গলায় জানিয়ে দিল বিনতি—‘ফুটবলও খেলব আবার দৌড়াবও’। মাস্টারমশাইরা জানালেন—বল যেখানে, মাঠে বিনতি সেখানে।

সারাদিন এতো খেলা, বাড়িতে তো কাজকর্মও করতে হয়?

‘জল আনা, ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা—আবার মা কাজে বেরোলে রান্নাও করি কখনও সখনও।’





পচাপানির রাসমণি সরেন, সঞ্চলা মুর্মু, কুচিয়ার নির্মলা সরেন—ঘরে ঘরে একই গল্প সবার।

'জল আনতে গেলে তো অনেকটা সময় নষ্ট হয়। যখন নদীতে জল থাকে না—বালির স্তর সরিয়ে সরিয়ে জল তুলে আনতে হয়। ঝরনা থেকে জল আনতে হয়—টিউবওয়েলেও তো লম্বা লাইন।'

খেলা, পড়াশোনা, বাড়ির কাজ সব সামলাতে সামলাতে ছোট্ট মেয়েগুলোর তো প্রাণান্তকর দশা।

—খিদে পায় না? রোজ ঠিকমতো খাবার পাও?

পুষ্পরানি মাহাতো, সালন্তি সরেন—ততক্ষণে একটু একটু করে আড়াল খুলে বেরিয়ে আসছিল মেয়েগুলো।

'রোজ তো অত খাবার থাকে না বাড়িতে। সকালে উঠে চা-রুটি খেয়ে কাজে লেগে পড়ি। তারপর একটু নুন-পান্তা যা থাকে খেয়ে স্কুলে চলে আসি।'

পেটে খিদে নিয়ে কী করে বল পায়ে দৌড়োবে ওরা?

—প্রশ্নের সামনে অসহায় দেখাচ্ছিল মাস্টারমশাইদের। ‘প্র্যাকটিসের পর ছোলা-গুড় দেওয়া হয়—অনেক সময়—কিন্তু সে রকম নিয়মিতভাবে কিছু ব্যবস্থা নেই। হয়তো, কোনও স্যার টাকা দিয়ে আনালেন একদিন।’

ভালো ব্যবস্থা করা যায়নি প্রাথমিক চিকিৎসারও।

মেয়েদের জুতো, জার্সি, বল—সবই দেওয়া হয়েছে স্কুলের কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে। চাঁদা দিয়েছেন মাস্টারমশাই থেকে কর্মচারী সবাই।

অদ্ভুত এই দরদ তাঁদের। স্কুলের জন্য—স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য। একজন মানুষের জন্য আর একজন মানুষের দরদ। স্কুলে ঢুকেই যে ভালো লাগায় মনটা ভরে গিয়েছিল—সেই ভালো লাগাটা কখন যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল!

১৯৬৬-তে অনুমোদন পায় স্কুল। পথ চলা শুরু তারও কিছু আগে।

এখন যিনি প্রধান শিক্ষক, সেই শিবশংকর সিং-এর বাবা কর্ণ সিং স্কুলের জন্য জমি দিয়েছিলেন ১৬ বিঘা। এলাকায় তখন স্কুল ছিল না কোনও। রাজগ্রাম হাইস্কুল তো হয়েছে এই সেদিন। তার আগে পর্যন্ত আশপাশের বহু গ্রামের আশা-ভরসা ছিল এই কুচিয়া হাইস্কুল ঘিরেই। কাটাগড়া, রশিদনগর, মধুবন, ঘোড়াটিকা থেকে ঝাড়খণ্ড সীমান্তের আসনপানি, ঠড়কাদহ, পোড়াডি, বালিডি নানা গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা আজও পড়তে আসে স্কুলে। সংখ্যায় তারা তেরোশোর বেশি।

যে খেলা জড়িয়ে ধরে মেয়েদের মনের জোর বেড়েছে আজ, সেই খেলার জন্য স্কুলে কোনও প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায়নি। খেলাধুলোর শিক্ষক-পদ ফাঁকা আজ বহুদিন।

—তাহলে?

স্কুলের গ্রন্থাগারিক তুহিন শুভ্র পাত্র আর একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী আদিত্য সহিস। মূলত মেয়েদের ফুটবলের প্রশিক্ষণ সামলান এঁরাই। প্রেরণা জোগান প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে বাকি সবাই।





এই নেই-নেই-এর সংসারে বড়ো হয়েও স্কুলের মুখ রেখেছে মেয়েগুলো। ২০১৫ আর ২০১৬-র খেলার ফল বলছে সেই কথাই। গত দু'বছর ব্লকের স্কুলগুলির মধ্যে খেলায় প্রথম ওরা। ৪টি ব্লক নিয়ে হয় জোন-এর খেলা। বান্দোয়ান, মানবাজার ১ ও ২ এবং পুঞ্চা। এই জোন বা অঞ্চল স্তরের খেলাতেও জয়ী ওরা।

২০টা ব্লক অর্থাৎ ৫টা জোন থেকে ৫টি দল উঠবে জেলাস্তর পর্যায়ে। এত দূর তো পৌঁছেই গিয়েছে কুচিয়া হাইস্কুলের মেয়েগুলো। আর কতদূর যেতে পারবে বলবে ভবিষ্যৎ।

বাধা বিপত্তি তো কম নয়।

স্কুলের মেয়ে অঞ্জলি হাঁসদা। বাড়ি ডাঙ্গোরজুড়িতে। পাড়ার ক্লাব থেকে ফুটবল খেলতে গিয়ে কোমরে মারাত্মক চোট পেয়েছিল অঞ্জলি। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ২ মাস ধরে যমে-মানুষে টানাটানি। এগিয়ে এসেছিলেন স্কুলের সবাই। আজ সে অনেকটাই সুস্থ। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে।

যে স্কুলে বসে গল্প করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল—সেখান থেকে ৫-৭ কিলোমিটার দূরে কাটাগোড়া আর মধুবনের জঙ্গলের মাঝে এক মোরামের রাস্তায় খুন হয়েছিলেন বান্দোয়ান থানার তৎকালীন ওসি নীলমাধব দাস। ২০০৩ সালের ১১ অক্টোবর। খবর এল, গ্রামের মানুষের সাথে বৈঠক করছে চরমপন্থীরা। নীলমাধববাবু তড়িঘড়ি গাড়ি নিয়ে থানা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যান। এরপর সেই







সভাকক্ষ

মোরামের রাস্তায় ফাটে ল্যান্ডমাইন। উল্টে যায় তাঁর গাড়ি। কোনওমতে সেই অবস্থাতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকা চরমপন্থীদের গুলি কেড়ে নেয় তাঁর প্রাণ।

সেই শুরু। এরপর গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে চলল আতঙ্কের শাসন—চলল একের এক হত্যা। ত্রাসের জীবন—ওলটপালট করে দিল সরল সাদাসিধে মানুষগুলোর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ।

কী প্রভাব পড়েছিল স্কুলে তখন? ২০০৩ থেকেই স্কুলে রয়েছেন দর্শনের শিক্ষক উৎপল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'মাওবাদীরা যখন শহিদ সপ্তাহ পালন করত তখন স্কুল বন্ধ রাখতে হত। আবার কোনও কারণে ওরা বন্‌ধ ডাকলেও স্কুল খোলা যেত না।'

আর কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে? তখন তো বেশ কয়েকদিন ধরেই ছেলেমেয়েদের উপস্থিতির হার কমে যেতে অনেকটাই। সে সব উপদ্রব আজ অতীত। ছুটুরা আজ সন্ত্রাসমুক্ত।

ছুটুদের কচি মনে তবু রয়ে গিয়েছে সেদিনের ক্ষীণ ছায়াচিত্র। 'আমি তখন পড়ি প্রাইমারিতে। ভোমড়াগড়ে কী যেন হয়েছিল—তখন ২-৩ দিন স্কুল বন্ধ ছিল আমাদের।'

কী হয়েছিল ভোমড়াগড়ে?

২০০৫-এর বর্ষশেষের রাতে সেখানেই খুন হন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের তৎকালীন সভাধিপতি রবীন্দ্রনাথ কর (৬২) ও তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী।

'বাবাকে তো আগলে রেখেছিল মা। তাই মায়ের শরীরে ৩৫টা গুলি লাগে আর বাবার লাগে ২টো। তারপরে ওরা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে পাহারা দিচ্ছিল। আমি ছিলাম না,' বলছিলেন প্রবীরবাবু। সেই প্রবীরবাবু—যাঁর সঙ্গে কুচিয়া হাইস্কুলে আসা আমাদের। ভাবছিলাম, কত ছোটো এই পৃথিবীর পরিধি!



কথায় কথায় নিভে এল দিনের আলো। ছেলেমেয়েগুলো এখন সাইকেল নিয়ে সবাই বাড়ির পথে। সত্যিই আরও অনেকটা রাস্তা যেতে হবে ওদের। একসময় কুচিয়া হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে আর পড়াই হত না। আজ কিন্তু আশপাশে বেশ কয়েকটা কলেজ, সরকারি পলিটেকনিক।

এলাকার ছেলেমেয়েদের উন্নতি হবে—পড়াশোনার সুবিধা হবে—এই ভাবনায় স্কুল থেকে চাঁদা তুলে বান্দোয়ান কলেজের জন্য ২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন কুচিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক ও কর্মীরা। এগিয়ে এসেছিলেন এলাকার অন্যান্য

শিক্ষানুরাগী মানুষজনও।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় স্কুলে একটি সভাকক্ষ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

একেই কি বলে সার্বিক উন্নতি?

সেদিন রাতে বান্দোয়ান থানায় বসেই কথা হচ্ছিল ওসি রজত চৌধুরীর সঙ্গে। বন্দোয়ান থানায় রজতবাবুর এটি দ্বিতীয় দফার পোস্টিং।



*ঘাঁটিহুলিতে চলছে রাস্তা তৈরির কাজ*

বলছিলেন, দিন পরিবর্তনের কথা। বলছিলেন—দিন পরিবর্তনের পরে মানুষের মনের কথা। বলছিলেন, 'কাজ না পেয়ে—উন্নয়নের অভাবে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ আজ আবার মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। কিন্তু সরকার যত সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে তা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেসব সুযোগ কতটা বেশি করে নিজের স্বার্থে, নিজের উন্নতির স্বার্থে ব্যবহার করা যায়—তা বোঝার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কোথাও একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। ঘাঁটিহুলিতে রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে সরকার। এবার এলাকার একটা ছেলে বা মেয়েকে তো সেই রাস্তার সুবিধাটাকে তার নিজের জন্য ব্যবহার করতে শিখতে হবে। আর এখানে আমরা কেউই কিন্তু আমাদের দায় অস্বীকার করতে পারি না।'

সত্যি

ভালো হোক ওদের। ভালো হোক সবার। পেট পুরে খেতে পাক ওরা—হাতে হাত ধরে ওরাই গড়ে তুলুক নতুন বান্দোয়ান।

*প্রতিবেদন ও ছবি: সর্বাণী আচার্য*



## পুরুলিয়া জেলা

# মহিলারা দল গড়ছেন : স্বপ্ন স্বনির্ভরতা

দারিদ্র্য থেকে নিজেকে ও পরিবারকে মুক্ত করতে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন পুরুলিয়ার ২ লক্ষ ৬০ হাজার মহিলা। পুরুলিয়ার প্রশাসনিক ভবনে ডিআরডিসি-র জেলা অধিকর্তা সুভাষচন্দ্র বিশ্বাসের ঘরে জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে যাই ২৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই গোষ্ঠী গঠন যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছে।

২৬ হাজার দল তৈরি হয়েছে। প্রতি দলে ১০ জন করে।

জেলায় নারীর সংখ্যা—১৪,৩৩,১১৯।

এত বৈচিত্র্যময় কাজের ক্ষেত্র!

মহিলারা প্রথাগত কাজের বাইরে এগোচ্ছেন।

পথের সাথী বা পথসাথী চালানোর মতো চ্যালেঞ্জিং কাজের পাশাপাশি অতি প্রয়োজনীয় স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রশিক্ষণ চলছে ব্লকে ব্লকে। তৈরি হয়েছে ক্লাস্টার। তৈরি হচ্ছে স্কুলের ইউনিফর্ম। সরবরাহ করা হচ্ছে, স্কুলে স্কুলে। বিপিএইচসি-তে রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে কোথাও কোথাও। দূরপাল্লার ট্রেনে IRCTC-র সঙ্গে যোগাযোগ করে যাত্রীদের খাবার সরবরাহ করছেন দলের সদস্যরা। জেলার ২০টি ব্লকে তৈরি হয়েছে আইসিডিএস-এর বাচ্চাদের জন্য রেডি টু ইট ফুড-এর প্যাকেট।

মহিলা ক্যানটিন, ই-গ্রামীণ হাট, ধূপকাঠির কারখানা, লাক্ষার দ্রব্য তৈরি, জৈব আবীর তৈরির পাশাপাশি কৃষিকাজ, পশুপালন, উদ্যানপালনেও এগিয়েছেন সদস্যারা। মালবাজার-২ এ অল্প জলে ধান চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষিকাজ করছেন মহিলারা।

মুক্তিধারা প্রকল্পের মাধ্যমে অযোধ্যা পাহাড়ে চা-বাগিচার কাজ করছেন।

মাচায় ফসল তৈরি হচ্ছে বলরামপুর ও পুঞ্চা ব্লকে। জয়পুর, রুদড়াতে বাঁশের কাজ করছেন মহিলারা। বাগমুণ্ডিতে বাগান করছেন কেউ কেউ।



ইলেকশনের ব্যাগ ও জল সরবরাহ করে থাকেন গোষ্ঠীর মহিলারা।

আড়শা ব্লকের অনেক অঞ্চলই পিছিয়ে-পড়া গ্রাম। বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মহিলারা বাস করেন। মাহালি সম্প্রদায়ের মহিলারা বাঁশের কাজ করেন—ঝুড়ি, চুপড়ি তৈরি করেন।

১৪১টি গ্রাম। ৯২টি মৌজা। চাটুহাসা গ্রামপঞ্চায়েতের ধাদকিরি গ্রামের মহিলারা ঢেঁকি থেকে চাল তৈরি করে বিক্রি করতেন।

তাঁদের দিয়ে কোম্পানি তৈরি করে প্যাকেটে ভরে বাইরে বিক্রির বিষয় ভাবা হচ্ছে—জানালেন বিডিও।

বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতে ক্লাস্টার তৈরি করে স্কুল ড্রেস তৈরি হচ্ছে। ৮টা জিপিতে ৮টা ক্লাস্টার তৈরি করে ৩০০টির মতো দল তৈরি হয়েছে।

হাঁসলা জিপিতে ১৪৫টি গোষ্ঠী 'জীবনসাথী' মহিলা সংঘ তৈরি করে আইসিডিএসের প্যাকেট খাবার তৈরি করেছে। শালপাতার থালা সেলাই হচ্ছে গন্ধবাজারে।

ময়ূরী স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করছে। হাঁসলা জিপির ঝুটকা গ্রামে হচ্ছে ধূপকাঠি তৈরি।

আড়শার বিডিও জানালেন সব দলই মিড-ডে-মিল করতে চায়। প্রায় ১৪০০ দল আছে। ১২১০টি দলের এন্ট্রি আছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেয়েছেন তাঁরা।

তিনি আরও জানালেন, অ্যাকটিভিটি ক্লাস্টারের মাধ্যমে অনেক কাজই হচ্ছে। এছাড়া ১০০ দিনের কাজ যাঁদের দেওয়া হয়েছে তাঁদের নানা গাছ, বীজ, পালনের জন্য মুরগি দেওয়া হয়েছে।

জয়পুর-এ দলগঠন হলেও সাফল্য তেমন পাওয়া যায়নি।

# ধূপকাঠি তৈরি করছেন মহিলারা

## সাগমা গ্রাম



সাগমা গ্রামের মা ভবানী স্বনির্ভর দলের সহ-দল নেত্রী ঝর্ণা ঘোষ। ২৫,০০০ টাকা ঋণ পান ২০১২-১৩ সালে। মুক্তিধারা প্রকল্পে ৯৬,০০০ টাকা ঋণ পেল দল। ২০১৪ সালে।

বলরামপুরের হাট থেকে ৩/৪ টে করে ছাগল কিনলো বারোজন। বিমাও করা হয় ছাগলগুলোর। বেশ কয়েকটা ছাগল মারা যায়। কিন্তু বিমার টাকা না পাওয়ায় অনেকের পক্ষেই ঋণ শোধ করা সম্ভব হয় না। প্রায় ৫১,০০০ টাকা বাকি থেকে যায়। বিমার টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ জমতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দল চালানো সমস্যা হয়ে যায়।

ঝর্ণা ঘোষের মতো কেউ কেউ আলাদা ভাবে ঋণ নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু করতে চান। ঝর্ণা দেবীও এক্সচেঞ্জ অফিসের মারফৎ ৫০,০০০ টাকার ব্যাঙ্কলোন নিয়ে নতুন করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাবসা শুরু করেছেন।

ধূপকাঠি তৈরি করছেন বাড়িতে। বান্দোয়ানের অমরেশ মাহাতোর থেকে মেশিন কিনেছেন ১৯,৫০০ টাকা দিয়ে। ২৮০ টাকা দিয়ে নিয়েছেন চালুনি। গুঁড়ো মশলা ও কাঠি কিনতে খরচ পড়েছে প্রায় ১৪,০০০ টাকা। লেবেল প্যাকেট আর সুগন্ধি কিনতে খরচ পড়েছে ৬,০০০ টাকা। মাসে বিক্রিও করছেন ৬ থেকে ৮ হাজার টাকার ধূপকাঠি। ধারও শোধ করেছেন । নিজের নামে লাইসেন্স এখনও পাননি। অন্য কোম্পানির হয়েই কাজ করছেন।

ঘরে বসে কাজ। পরিশ্রমও তেমন হয় না। মুহূর্তের মধ্যে মশলা নিয়ে বেরিয়ে আসছে ধূপকাঠি।



ছোট্ট জায়গায়, কম পরিশ্রমে আয়ের ব্যবস্থা। সঙ্গে আছেন স্বামী ও ছেলে। তাঁদেরও সাহায্য পান। ঝর্ণাদেবীকে বেশ প্রশান্ত মনে হল। ছাগল পালনের ঝক্কি থেকে ধূপকাঠি তৈরি বেশ স্বস্তির। হয়তো অনেকেই ঝর্ণাদেবীর থেকে প্রেরণা পাবে।

## পারদ্দা

সাগমা থেকে পারদ্দা গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। এখানে ২৫০ টি স্বনির্ভর দল নিয়ে তৈরি হয়েছে জঙ্গমহল সংঘ। সংঘ নেত্রী কাকলি মাঝির ঘরে গিয়েও দেখা গেল তাঁদের সমাজকল্যাণ মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা ধূপকাঠি বানাচ্ছেন। দলের সদস্যরা মিড-ডে-মিলের কাজও করেন। সংঘের নেত্রী হিসাবে বেশি সময় দিতে পারেন না কাকলি দেবী।

১ প্যাকেট ধূপকাঠিতে মজুরি ২ টাকা। ৫ টাকার প্যাকেটে ১৫টা কাঠি থাকে। ১২ প্যাকেটের বান্ডিলের দাম ৬০ টাকা। পাইকারি দাম ৪৫ টাকা।

কাকলিদেবীর কাছ থেকে সংঘের অন্যদলগুলি সম্পর্কেও স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল।

লায়াডি গ্রামে 'সহিস' পদবীর মহিলারা শুয়োর পালন করছেন। সবজি চাষও করছেন। ডুমোরির চারটে দলের সদস্যরা নিজেদের জায়গায় গাছ লাগাচ্ছেন। এইভাবেই গ্রামে গ্রামে চলছে 'সবুজায়ন'। ২০০টি করে গাছ লাগাচ্ছেন। পলাশ, সেগুন, শিশু নানা ধরনের গাছ। গাছ কিনছেন ৫.৫০ টাকা করে। গর্ত খুঁড়ে গাছ লাগানোর জন্য প্রায় ২৭,০০০ টাকা পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চায়েত থেকে। ১০০ দিনের কাজের মধ্যে এটা যুক্ত হয়ে যায়। তাই এইসব কাজ দলের যে সদস্যরা করেন তাঁদের 'জাত কাজ' দেওয়া হয়। নামশোলে ৫টি দল, ছোটো উরমায় ২টি দল, লায়াডিতে একটি দলের ৩ জন সদস্যা এক হাজার পিস গাছ লাগিয়েছেন। লায়ড়ির ১৩টি দলের মধ্যে ৯টি দল মিড-ডে-মিলের কাজ করছে।



# ওঁরা রাঁধেন, ওঁরা ক্যানটিন করেন



*ই-গ্রামীণ হাট-এর বিপণিতে বীণাপাণি*



শক্তসমর্থ দোহারা চেহারা। মজবুত চোয়াল। হাবভাবেই জানান দিচ্ছিল লড়াই করার ক্ষমতা কতকটা যেন তাঁর সহজাত। পুরুলিয়ার ডিআরডিসি ভবনে বারবারই চোখে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি।—বীণাপাণি প্রধান। বয়স, পঞ্চাশখানেক। বাড়ি, পুরুলিয়ার সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শীমনপুর গ্রাম।

৫টি স্বনির্ভর দল থেকে আরও ১৩ জন মহিলাকে নিয়ে তৈরি করেছেন নিবেদিতা মহিলা পরিষেবা সমবায় সমিতি।

ডিআরডিসি ভবনে একটি সফল ক্যানটিন চালাচ্ছেন আজ পাঁচ বছর। বীণাপাণির পিছন পিছন ঢুকেই পড়লাম সেই কর্মযজ্ঞে।

সামনেই ভিড় সামলে বিল করতে হিমশিম খাচ্ছেন অল্পবয়সী এক সদস্য।

রান্নাঘরে, একদিকে হচ্ছে ডিমের ওমলেট। আর একজন ব্যস্ত দিস্তা দিস্তা রুটি তৈরিতে।

উপচে পড়া ভিড়ে মিশে গেলাম আমরাও। দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম ওখানেই।

'এই ক্যানটিন-ই আজ আমার ভরসা'- গরম তেলে আলুভাজা ছাড়তে ছাড়তে বলছিলেন রেখা মাহাতো। শীমনপুর গ্রামেই বাড়ি তাঁরও। জামশেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে কাজ করতেন স্বামী। সংসার চলত ওঁর রোজগারেই। কিন্তু ২০১২-য় সব কিছু পালটে গেল যেন। চেনা সবকিছু দেখা দিল অচেনা হয়ে। ফুসফুসে ক্যানসার সংক্রমণ ধরা পড়ে স্বামীর। সবার সাহায্যে স্বামীকে ভালো করতে ভেলোরেও নিয়ে গিয়েছিলেন রেখা। কিন্তু স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি।

বাচ্চাদের একজনের বয়স তখন সাত বছর আর একজনের দশ। 'সংসার চালাতে সেলাই করতাম। তারপর এই ক্যানটিন শুরু হবে জানতে পেরে যোগ দিই আমিও।'

সেই শুরু। রেখাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

বলছিলেন, 'নিজের খরচ, মাথা উঁচু করে নিজেই রোজগার করছি। আত্মীয়স্বজন আর ক'দিন দেখবে? চার মাস হল শাশুড়ি মারা গিয়েছেন। যতদিন বেঁচেছিলেন আমিই দেখাশোনা করেছি এই ক্যানটিনের আয় থেকেই—ক্যানটিন বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের।'

আজ তাঁর ছেলে আদ্রায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। পঞ্চম শ্রেণিতে। মেয়ে দশম শ্রেণি।

সুমিতা, তাপসী মাহাতোরাও বেঁচে থাকার নতুন মানে খুঁজে পেয়েছেন—রসদ জুগিয়েছে এই ক্যানটিন।

বাঘমুণ্ডিতে ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাপসীর। ৪-৫ বছর সংসারও করেন সেখানে। কিন্তু 'মা হতে পারেননি'—এই অজুহাতে আবার বিয়ে করেন তাঁর স্বামী।

নিজের বাপের বাড়িতে বসেই এই খবর কানে এসেছিল তাঁর। আর ফিরে যাননি তাপসী।

এই অপমানকেই আজ নিজের অস্ত্র করে নিয়েছেন। ক্যানটিন ঘিরে তাঁর বহু আশা। বললেন, 'খুব চিন্তায় থাকতাম প্রথম প্রথম। অত ছোটোতে বিয়ে হয়ে যায়। পড়াশোনাও তো হয়নি আমার। তাই ক্যানটিন আমার জোরের জায়গা। বাবা-মা-দাদা-বৌদিদের সংসারে আমারও একটা ভূমিকা আছে আজ। ক্যানটিন ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।'



*তাপসী*

খুব সকাল সকাল-ই ক্যানটিন চলে আসেন মহিলারা। সাড়ে সাতটা থেকে পৌনে আটটা। সব সারতে সারতে রাত আটটা হয়ে যায় হামেশাই।

'অর্ডার বেশি হলে বা হয়তো কোথাও কোনও ট্রেনিং চলছে আর সেখানে আমাদের খাবার পৌঁছে দিতে হবে—তখন আরও বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করি আমরা,' জানালেন বীণাপাণি।

শুধু এই ক্যানটিন নয়, দশভুজার মতো আরও দশ কাজ একই সঙ্গে সামলাচ্ছেন বীণাপাণিরা।



'১২৬ টি আইসিডিএস-এ চাল সরবরাহ করি—নানা দপ্তরে স্টেশনারি সামগ্রী পৌঁছে দিই। আবার ২০১৫-র জানুয়ারি থেকে শুরু করেছি ই-গ্রামীণ হাট।' জেলার একান্ত নিজস্ব হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী বিক্রির 'ই-মাধ্যম'। ১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে বিক্রি হয়েছে এক লক্ষ টাকারও বেশি।

জানা গেল, প্রতিদিন ৩০০-৪০০ লোক খায় ওই ক্যানটিনে। দৈনিক বিক্রি ৬-৭ হাজার টাকা।

বীণাপাণি বিয়ে করেননি। মা, দাদা-বৌদির সঙ্গেই থাকেন। স্বল্প পরিসরে জানালেন তাঁর বেড়ে ওঠার গল্প। —

'বাঁকুড়ায় মিশনারি স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছি। তখন থেকেই কিছু একটা করার ইচ্ছা তৈরি হয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। সমাজসেবা করতে চাইতাম। অনেককে নিয়ে কিছু একটা করব এমনটাই ভেবেছিলাম।'

মনের জোর অটুট ছিল। তাই হয়তো আজ সফল—বীণাপাণি।

কী মনে হয়—এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরি—ক্লাস্টার তৈরি, একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা—লাভ হচ্ছে কিছু? জানতে চাইলাম অভিজ্ঞ মানুষটির কাছেই।

উত্তর দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না বীণাপাণি। জবাব এল—'অবশ্যই লাভ হচ্ছে। আগে তো হাঁড়ির ভিতর টাকা রাখত মেয়েরা। তাও

যে যখন দেখত নিয়ে নিত। বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতেই পারত না। আজ তো তবু পয়সা জমা করার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে। ব্যাংকে, পোস্ট অফিসে গিয়ে মেয়েরা নিজেরা কথা বলে কাজ করে আসতে পারছে। এই অভ্যাসটা কি কম পাওয়া? পাঁচটা দলের মধ্যে অন্তত দুটো দল তো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে! দশটা মেয়ে তো নিজের আর সংসারের মান বাড়াতে পারছে! সবাই তো আর পড়াশোনা শেখার সুযোগ পায়নি।'

ভিতরে রান্নাঘর তখনও জমজমাট। নতুন করে ভাত বসল আবার। ক্যান্টিনে খেতে আসা সবার সামনে খাবারের থালা এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যে তাঁদেরই।



# বলরামপুরে লাক্ষা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মেয়েরা

বলরামপুরের মসজিদ রোডে লাক্ষার সামগ্রী তৈরি করছেন সুলতানারা। ২০১০-এ দল গঠন করেন। দলের নাম চাঁদনী স্বনির্ভর গোষ্ঠী। বলরামপুর ব্লক অফিস থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৩ মাসের। শেখানো হয় চুড়ি বানানো। ১ লক্ষ টাকা করে তাঁরা ঋণ পেয়েছেন ৩ বার। একই কাজ করছেন জিনৎ গোষ্ঠীর শ্যামলী কুণ্ডুরাও। প্রতি বছর ২৫ মে ওড়িশার সর্বত্র পালিত হয় সাবিত্রী পুজো। ওই দিন সবাই সবাইকে উপহার দেন লাক্ষার চুড়ি। এই পুজোই অনেকটা বাঁচিয়ে রেখেছে সুলতানাদের।







*লাক্ষার তৈরি সামগ্রী*

*ছবি : সর্বাণী আচার্য*

## স্বনির্ভরগোষ্ঠীর

# স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির কারখানা

কল্পনা কুহরী

সাথী প্রোডাকসন সেন্টার। পুরুলিয়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা পরিচালিত একটি স্যানিটারি ন্যাপকিন ইউনিট। আমাদের পথ চলা শুরু হয় ২০০৬ সালে। ৫টি দল থেকে ৫ জন সদস্যা মিলে UNICEF-এর উদ্যোগে এবং DRDC পুরুলিয়ার প্রেরণায় স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা আমরা বুঝতে পারি। জেলার মহিলা সদস্যাদের এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করি।








ইউনিসেফের সহযোগিতায় আমাদের এই ৫ জন সদস্যা স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চেন্নাই-এর 'PUNAMALLI PUBLIC HEALTH CENTER'-উন্নত মানের প্রশিক্ষণ নিয়ে আসি।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমরা স্থানীয় ন্যাপকিন তৈরির কাজ শুরু করি। আমরা এই ৫ সদস্যা ছাড়া আরও ১০ জন মিলে নিজেরা কিছু অর্থ বিনিয়োগ করি। DRDC থেকেও আর্থিক সাহায্য পাই। স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির মেশিনপত্র, কাঁচামাল, PACKET ইত্যাদি কলকাতার বাজার থেকে কিনে আনি। পুরুলিয়া শহরে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আমাদের কারখানা শুরু করি। আমাদের তৈরি স্যানিটারি ন্যাপকিন এক বছরের মধ্যেই বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া শুরু করি।

প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এই ১৫ জন সদস্যা স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার সম্পর্কে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু করি। তার মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, হস্টেলে প্রচার করি। ফলে, আমাদের উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিনের একটি বিরাট বাজার তৈরি হয়। আমাদের তৈরি ন্যাপকিন আমাদের বিভিন্ন স্বনির্ভর  দলের মেয়েদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিক্রি শুরু করি। এছাড়া, সরকারি হাসপাতাল, মহিলা হস্টেল, বিদ্যালয়, কলেজে আমরা বেশি পরিমাণে ন্যাপকিন সরবরাহ করা শুরু করি।

বর্তমানে DRDC-র সহায়তায় পুরুলিয়া শহরের কাছে বোঙ্গাবাড়িতে সাত কাঠা জমির উপরে আমাদের নিজস্ব কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাতে আমাদের BINDING MACHINE, PRESSING MACHINE, WEIGHT MACHINE, SEALING MACHINE, CUTTING MACHINE, AUTO CALF MACHINE এসব আছে।

ন্যাপকিন তৈরির জন্য কাঁচামালও মজুত আছে। কারখানাতে আমরা ২৭ জন মহিলা নিয়মিতভাবে উৎপাদনের কাজে যুক্ত। উৎপাদিত ন্যাপকিন খোলা বাজারে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত এক বড়ো সংখ্যক মহিলা। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কলেজ, হস্টেলে নিয়মিতভাবে আমরা ন্যাপকিন সরবরাহ করি।

সরকারি সহায়তায় ২০টি ব্লকে ২০টি VENDING MACHINE স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে গ্রামের মেয়েরা সহজে দুই থেকে পাঁচ টাকা দামে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারছে এবং আমাদেরও বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের কারখানায় বর্তমান মাসিক উৎপাদন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার প্যাকেট। যার বিক্রয়মূল্য প্রায় পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমরা এই কাজে যুক্ত মহিলারা মাসিক পারিশ্রমিক এবং লাভ বাবদ দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা পাই। এই কাজটি করে আমরা প্রত্যেকে স্বনির্ভর হয়েছি এবং গ্রামের মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং পুরুলিয়া DRDC-র উদ্যোগ, অনুপ্রেরণা ও সহায়তা আমাদের একমাত্র মূলধন।

পরিশেষে আমরা গর্বের সঙ্গে বলছি যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মহিলাদের দ্বারা স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরিতে আমরাই প্রথম এবং এ ব্যাপারে আমরাই অগ্রদূত। আমাদের প্রশিক্ষিত সদস্যারা রাজ্যের অন্য নয়টি জেলাতে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরও ন্যাপকিন তৈরি করতে শিখিয়ে সচেতন ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে সহযোগিতা করেছে।






ছবি : লেখিকা

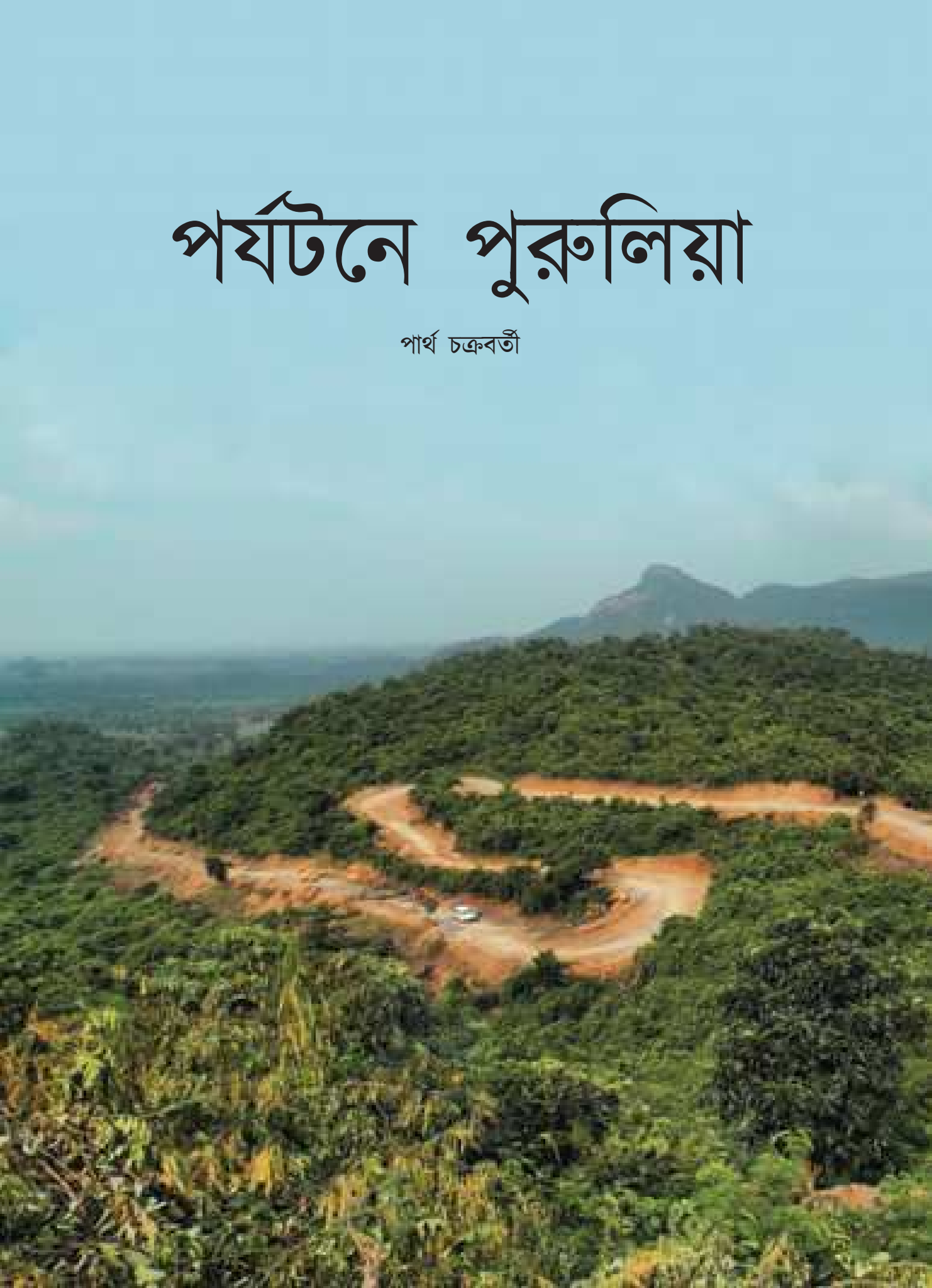


# পুরুলিয়ার পর্যটন



# পর্যটনে পুরুলিয়া

পার্থ চক্রবর্তী



ঊষর মাটি আর অরণ্যানীর দেশ পুরুলিয়া। হঠাৎ যেমন ছুটির হাওয়া ঘরের বন্ধ দরজা খুলে দেয় ঠিক তেমনিই এই জেলার পর্যটন। পর্যটন মানেই পথ আর সেই পথ ধরেই ভ্রমণ। জানা–অজানা পথ নিয়েই পর্যটকদের পথচলা। দুর্গমের প্রতি ও সুন্দরের প্রতি অভিযাত্রীদের আকর্ষণ সহজাত। পর্যটন একদিকে যেমম শিক্ষা দেয়, অন্যদিকে অফুরন্ত তথ্যের সন্ধান দেয়। পুরুলিয়ার পর্যটনও অনন্য। এই জেলার সদর শহর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি গ্রাম অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী।

পুরুলিয়া পর্যটন বলতে সব থেকে প্রথমেই আসে দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা অযোধ্যা পাহাড়ের নাম। পাহাড়ের একদিকে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড। ছোটো ছোটো অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে আর ছোটো ছোটো ডুংরি নিয়ে সম্পুর্ণ অযোধ্যা জুড়ে আদিবাসীদের বসতি। ঢেউ খেলান পাহাড়ের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গোরগাবুরু শৃঙ্গ। শাল, পলাশ, সেগুন, গামার বনে বর্ষা নামে প্রবলবেগে। তখনই নববধূ সাজে সেজে ওঠে অযোধ্যা। গ্রীষ্মের প্রবল দবদাহে যেখানে পশু পাখি স্তব্ধ সেখানেই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মাদলের আওয়াজে তালে তালে শুরু হয় নৃত্য, গীত। অযোধ্যা

*অযোধ্যা পাহাড়*





এতটাই বিস্তৃত যে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করার জন্য পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের ছোটো উরমা গ্রামের থেকে শুরু করে বাগমুন্ডি খয়রাবেড়া পর্যন্ত ঘুরতে হবে। ছোটো উরমায় অবস্থিত কুমারীকানন থেকে গোরগাবুরুর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন দৃষ্টিনন্দন ঠিক সেই রকম ভাবেই খয়রাবেড়ায় স্থিত খয়রাবেড়া ড্যাম নির্জনতাকে আরেকটু যেন প্রশ্রয় দিয়ে পর্যটকদের নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। তৈরি হয়েছে বর্তমানের রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সরকারি আবাসন। সাধারণ গ্রাম্য জীবনে এর প্রভাব অফুরন্ত যা এই সব কর্মহীন মানুষদের স্ব-নির্ভর করে তুলেছে। পাহাড়ের উপরে আপার ড্যাম এবং লোয়ার ড্যাম মন জুড়ানো



*মুরগুমা ড্যাম*

একজায়গা। সঙ্গে রয়েছে দুটি জলপ্রপাত—বামনি ও টুর্গা। দূর্গাবেড়া ড্যামের নীরবতা এবং প্রতিধ্বনি মানুষের সহচরী হয়ে যায়। বর্তমান ময়ুর পাহাড় ও উসুল ডুংরিকে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করছে সরকার। তার অন্যতম উদাহরণ হল পাহাড়ের উপর প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করে গ্রাম্যজীবনকে সাবলীল ও যোগাযোগসম্পন্ন করে তোলা।

অযোধ্যার অন্য দিকের একটি পথ হল ঝালদা। এখানেও নৈসর্গিক এক দৃশ্য পাওয়া যায়। পলাশ বনের মাঝে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভানসা পাহাড়, কুকি ড্যাম, মুরগুমা ড্যাম, যেমন পাখি পাহাড় ট্রেকিংয়ের আনন্দ দেয় ঠিক তেমনি করেই– ঝালদার এই পাহাড়গুলিও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষজনকে বিশেষ করে টানে।

পুরুলিয়া পর্যটনে আরেক অনুপম অঞ্চল হল আদ্রা-রঘুনাথপুর অঞ্চল। পঞ্চকোট রাজাদের কীর্তিকলাপ এই অঞ্চলকে ছাপিয়ে রেখেছে। রাজাদের পুরোনো গড় এবং মন্দিরের ভগ্ন অংশ আজও পর্যটকদের টানে। এই রাজবংশের স্বাধীনচেতা, জনপ্রিয় রাজা নীলমণি সিংদেও এক সময় বিপ্লবীদের সহযোগী ছিলেন।



*লোয়ার ড্যাম*

রঘুনাথপুর বন দপ্তরের সহযোগিতা এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এইখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর আবাসন। যা এই ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডারকে এক আলোর দিশা এনে দিয়েছে। পাঞ্চেৎ পাহাড়ের গভীর বনভুমি এবং বনজ সম্পদ মানুষকে চির আকর্ষিত করে আসছে। ২২০০ ফুট উচ্চ এবং ২ কিমি বিস্তৃত উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মহুয়া, পলাশের ঘনজঙ্গলঘেরা পাহাড় তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বনবাংলোগুলি। পাখিদের কলকাকলি, রকমারি প্রজাপতিদের উড়ে বেরানো আর মায়াবী পরিবেশে পঞ্চকোট বনবাংলোয় নির্জন রাত কাটানো নিঃসন্দেহে জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে ভরিয়ে তুলবে।

*গড়পঞ্চকোট*



এর সন্নিকটে আছে মুরাডি নামে একটি ছোটো গ্রাম যার সামনেও গড়ে উঠেছে অধুনা নির্মিত সরকারি আবাসন। এইখানের পলাশের জঙ্গলে আদিবাসীদের নৃত্যগীতি মানুষকে নিয়ে আসছে প্রত্যহ। বড়ন্তি ড্যামে সূর্যাস্ত আর নির্জনতা এক আলাদা মাত্রা দান করে।

জয়চণ্ডী পাহাড় যা ভারত ভুখণ্ডের একমাত্র সুপ্ত আগ্নেয়গিরি তা অবশ্যই দর্শনীয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'হীরক রাজার দেশে'-এর শুটিং এই পাহাড়ে করেছিলেন। এখানে পর্বতারোহণের ট্রেনিং-এর জন্য বহু শিক্ষার্থী আসেন। সরকারি প্রচেষ্টায় এখানে পথের সাথী, ইউথ হস্টেল এবং ইকো টুরিজম পার্ক নির্মিত হয়েছে। যা সাধারণ মানুষকে পর্যটনে বের হতে বাধ্য করবে। ক্যামেরা বন্দি করার মতো এমন সব ঐতিহাসিক সংস্কৃতি পাওয়া যাবে এই জেলায় যা পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম মৌলিক জেলার আবেদন রাখবেই।





*জয়চণ্ডী ইকো-টুরিজম পার্ক*



রঘুনাথপুরেই অবস্থিত অনেকগুলি ঐতিহাসিক স্থান যা পর্যটনদের নিয়মিত আসতে বাধ্য করে। একদিকে জৈন সময়ের বান্দার দেউল ও তেলকুপি, অন্য দিকে কাশী পুর রাজার সুখ্যাত রাজ মহল।

পুরুলিয়ার অন্যতম আকর্ষণ হল বান্দোয়ানের কুইলাপাল, দুয়ারসিনি, কুচিয়া। এইগুলি বিখ্যাত পর্যটন ক্ষেত্র। সারা বাংলা থেকে পর্যটকেরা আসেন প্রকৃতির নিবিরতায় বসবাসে জন্য। পাহাড়ের কোল ঘেষে সাতগুরুং নদীর আঁকে বাঁকে পথ চলা এবং নদীর পাড়ে পাড়ে থাকা আদিবাসীদের ছোটো ছোটো রঙিন গ্রাম যার দেওয়ালে চিত্র আপনার মনকে আরো রাঙিয়ে দেবে। সব ঋতুতেই দুয়ারসিনি, কুইলাপাল পর্যটনের রানী। বর্তমান রাজ্য সরকারের চেষ্টায় আজ এখানে বারুদের গন্ধ নেই। আছে মহুলের এক অদ্ভুত গন্ধ যা এর মৌলিকত্বকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। সন্ধ্যের সময় এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চলে যাওয়া ময়ুর-ময়ুরীর দল বিশেষ ভাবে





*তেলকুপী*





*বান্দার দেউল*

নজর কাড়ে। বন্য প্রাণীদের এই প্রাকৃতিক আবাসস্থল যা গভীর জঙ্গলের একাকিত্বের সঙ্গী হয়। বন বিভাগের তৎপরতায় গড়ে উঠেছে যেমন সরকারি আবাসন ঠিক তেমনি করেই গড়ে উঠেছে ছোটো পার্ক। যা পর্যটকদের পথ চলা সঙ্গীর সাক্ষী হয়ে থাকবে।

মনমুগ্ধকর পুরুলিয়ার পর্যটনে শহরও কোনো অংশেই কম নয়। সাহেব বাঁধের পরযায়ী পাখি আর সন্ধ্যের সময় বনবিভাগের প্রস্তুত ডিয়ার পার্ক হয়েছে যাত্রীদের বিশেষ আকর্ষণ, সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ও মহাদেব বেড়ার মত ঐতিহাসিক জৈন মন্দিরও আপনার মনকে আকর্ষণ করবে।

*ছবি: লেখক*

*খয়রাবেড়া*







# পাহাড়ঘেরা পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় 'দ্বিতীয় শৈলশহর' হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই পাহাড়কে। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী দলমা পাহাড়ের অংশ। সিরকাবাদ থেকে শুরু পাহাড়-অরণ্যের রহস্যের হাতছানি। পুরুলিয়া থেকে সিরকাবাদ হয়ে বাস চলেছে। পুরুলিয়া থেকে বলরামপুর (৩১ কিমি), মাঠা (১৯ কিমি), বাঘমুণ্ডি (৬ কিমি) হয়ে ৫৬ কিমি পথ বাসে গিয়ে ৯ কিমি পথ ট্রেক করে চলে যাওয়া যেত। এখন সুন্দর রাস্তা। পথ চলেছে দিকে দিকে।

অভিযানের টানে যাঁরা বেরিয়ে পড়বেন অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশে, তাঁরা হাওড়া-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেনে 'বরাভূম' স্টেশনে নামবেন। বলরামপুরের বরাভূম থেকে বা সুইসা থেকে বাঘমুণ্ডি হয়েও পাহাড়ে যাওয়া যায়। নৈসর্গিক এই পথে হাঁটতেই ভালো লাগবে।

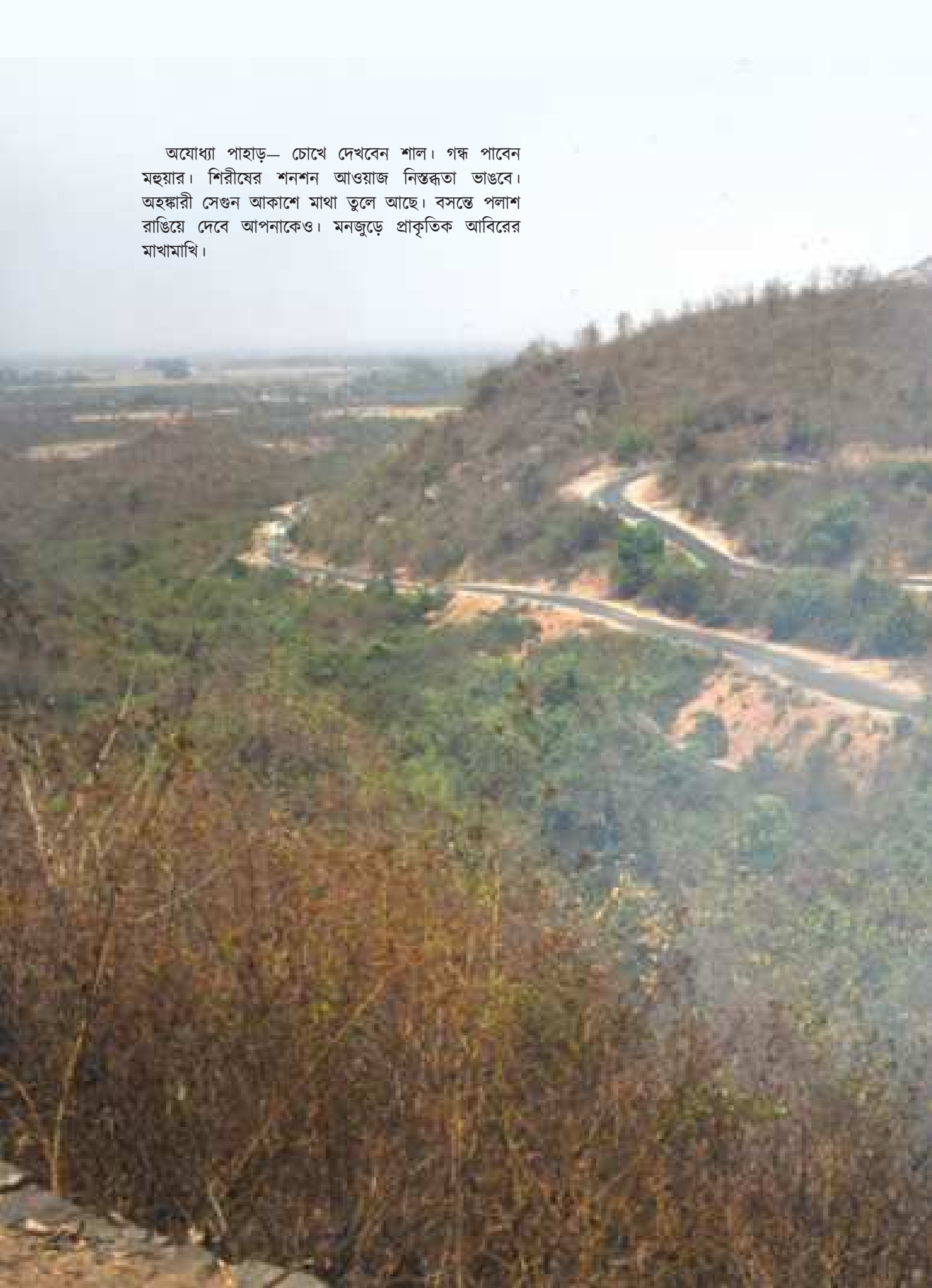
বাঘমুণ্ডি থেকে ১৬ কিমি দূরে অযোধ্যা।

*সিরকাবাদ থেকে অযোধ্যা পাহাড়*





অযোধ্যা পাহাড়— চোখে দেখবেন শাল। গন্ধ পাবেন মহুয়ার। শিরীষের শনশন আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভাঙবে। অহঙ্কারী সেগুন আকাশে মাথা তুলে আছে। বসন্তে পলাশ রাঙিয়ে দেবে আপনাকেও। মনজুড়ে প্রাকৃতিক আবিরের মাখামাখি।





*অযোধ্যা পাহাড়। ছবি: কাজল বিশ্বাস*



*পলাশ পাহাড় অযোধ্যা। ছবি: কাজল বিশ্বাস*

ছয় ঋতুর স্বাদ নিতে ছবার যেতে হবে অযোধ্যা পাহাড়। অরণ্য এখানে রূপসী নারী যেন।

২৮৫০ ফুটের গোরগা-বুরু শিখর। ৩৪৫১৭ একরজুড়ে আরণ্যক এই পাহাড়ে হাতি, হরিণ, নেকড়ে, চিতাবাঘের বসতি ছিল একসময়। আজ হয়তো কেবল হাতি আর হরিণ। তাও ভাগ্য ভালো হলে। আর আছে ২৯টি গ্রাম।

বুদ্ধ-পূর্ণিমার 'শিকার উৎসব' আজ কেবল প্রথা-পালন। ছেলেদের উৎসব। একসময় ছিল বীরত্ব-প্রতিযোগিতা। আজও নাকি চলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রমের শিক্ষাদান। দূরদূরান্ত থেকে আদিবাসী যুবকরা আসেন আজও। ঝরনায় স্নান করে সীতাকুঞ্জের জল পান করে শিকারে মাতে। সীতা চাতালে সীতার চরণচিহ্নও আছে। পাহাড়ের নাম অযোধ্যা, মিলিয়ে-মিশিয়ে কল্পকথা গড়ে ওঠে।





পাহাড় টপ থেকে নীচে যেতে ময়ূরী পাহাড়। যোগিনীও বলে। বনদপ্তরের পর্যটক আবাস ছিল।

মুরগুমা বেগুনকোদর—সিরকাবাদ থেকে ১৫ কিমি। ঝালদা থেকে ১২ কিমি। পুরুলিয়া থেকে ৫৭ কিমি। বেগুনকোদর থেকে ৪ কিমি গেলে মুরগুমা। বাঁধ দেওয়া হয়েছে সবারজোড় নদীতে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে দূরত্ব...

বাঘমুণ্ডি থেকে ৩ কিমি সুহমার দিকে যেতে চড়িদা।

মুখোশ শিল্পের গ্রাম। সম্প্রতি কয়েক বছরে পাল্টে গিয়েছে গ্রামের ছবি। ছৌ শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার গ্রাম চড়িদা ছৌ ও মুখোশের জন্য বিখ্যাত। ছৌ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে লহরিয়া বাবার গাজন মেলার ছৌ-দলগুলির শুভারম্ভ হয়। বহুদিন ধরেই এই রীতি চলে আসছে। সারাদিন উপোস করে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে চলে দুদিন ধরে গাজন উৎসব। ধর্ম ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক অসাধারণ উদাহরণ।

দূরদূরান্ত থেকে, মূলত আদিবাসী মানুষজন আসেন এই উৎসবে। রাতভর ছৌ-এর আসরেই থাকেন। কখনো ঘুমিয়ে পড়েন। আবার উঠে দেখতে থাকেন ছৌ-পালার প্রতিযোগিতা।





*ছৌ ও মুখোশ। ছবি: কাজল বিশ্বাস*



এক অবর্ণনীয় মেঠো আমেজে মন ভরে যায়।

দেউলঘাটা— জয়পুর থেকে ৪ মাইল দূরে, কাঁসাই-এর তীরে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন তীর্থের মিলন কেন্দ্র দেউলঘাটা। মহর্ষি দেবল-এর সাধনক্ষেত্রে আজও কয়েকটি ভাঙা দেউল দৃশ্যমান। টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। টুসু পরবের মেলা আজ দেউলঘাটায়ও অন্য মাত্রা দিচ্ছে।

ঝিলিমিলি থেকে বলরামপুর চার ঘণ্টা

বাঘমুণ্ডি থেকে ১১ কিমি দূরে কয়রা নদীর ধারে কয়রাবেড়া — নতুন পর্যটন কেন্দ্র। পলাশ উৎসবের আসর বসছে এখন।

বাঘমুণ্ডি থেকে ঝালদার পথে মুইমা ও দেউলির মন্দির।

পুরুলিয়া থেকে বলরামপুর পথে NH-32-র ধারে বড় উরমা থেকে বাঁদিকে চার কিমি গেলে কুমারী কানন। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে আসাধারণ পাহাড়তলি। WBCADC-র কাজ চলে এখানে। থাকার ব্যবস্থা আছে। [২২৩৭৭০৪১-৪৫ ফোন]

বাঘমুণ্ডি থেকে ৬ কিমি দূরে মাঠাবুরু। পাহাড় চড়ার শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত নাম। প্রাকৃতিক পরিবেশও আসাধারণ। চারপাশে অসংখ্য পাহাড়। টিলার চুড়োয় মন্দির। নিচে কুদলুং নদী। পাহাড়-পুজোও মাঠার বৈশিষ্ট্য। ১লা মাঘের মেলাও আকর্ষণ করে পর্যটককে।

পাখি পাহাড় — মাঠা ছাড়িয়ে বরাভূম যেতে ৩ কিমি দূরে ভুচুংদি মোড় থেকে ১ কিমি গেলে পাখি পাহাড়। উচ্চতা হাজারখানেক ফুট। পাথর কুঁদে পাখি এঁকে চলেছেন শিল্পীরা। ১৯৯২ থেকে শুরু। 'ফ্লাই টু হারমনি'।





*দেউলঘাটা টুসু পরব। ছবি: কাজল বিশ্বাস*
*প্রতিবেদনের বাকি ছবি: সর্বাণী আচার্য*



# দুয়ারসিনি

শান্তি যে ফিরেছে বান্দোয়ানে তার প্রমাণ পুড়ে যাওয়া দুয়ারসিনির প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র সারানো হচ্ছে।

মনটা ভীষণ ভালো লাগায় ভরে গেল। পাহাড়-নদী-অরণ্যের এমন মিশেল তো সহজে চোখে পড়ে না। দুয়ারসিনি পেয়েছে এই তিনটেকেই একসঙ্গে।

বান্দোয়ান থেকে দুয়ারসিনি আসার পথটার দুপাশে দলমার রেঞ্জ। ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে মসৃণ পথ। চারপাশে শান্তির ফুরফুরে হাওয়া।

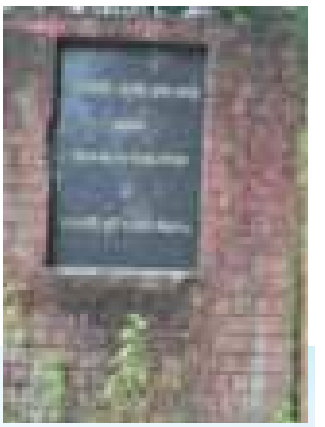




সিনি পর্যায়ের দেবী দুয়ারসিনির মাতার মন্দির। সিঁদুর মাখানো পাথর। সাতগুড়ুং নদীর জলে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা দুষ্কর। উপরে আকাশ। চারপাশে পাহাড়। নাম কাটাপাহাড়। পাহাড় কেটে কেটে পথ তৈরি হয়ে চলেছে আজও। দলমার এই রেঞ্জ বন্যপ্রাণের আস্তানা। ১৫৫ মিটারের পাহাড় চুড়োর নিচে বনবাংলো।



পর্যটকদের সুবিধার্থে দুয়ারসিনি-তে তৈরি হচ্ছিল বিশাল পর্যটক আবাস। ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই আবাস নির্মাণের কাজ করানো হচ্ছিল জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প হিসাবে ওই বাড়িটি ব্যবহার করা হবে—এই আশংকায় বিস্ফোরক দিয়ে বাড়িটি উড়িয়ে দেয় চরমপন্থীরা। ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি।





*বিধ্বস্ত পর্যটন আবাস আজও দাঁড়িয়ে আছে*





*২০১৪-র দুয়ারসিনি। ছবি: কাজল বিশ্বাস*



*নতুন করে দুয়ারসিনির কটেজ গড়ার কাজ করছেন সুনিয়া, লুগুমণিরা।*

আসনপানির সুনিয়া মুর্মু, লুগুমণি মুর্মুরা নতুন করে গড়ে তুলছেন দুয়ারসিনি পর্যটক আবাস। বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল এই পর্যটক আবাসের ছাদ। পাশেই ইটের তৈরি বড় কমপ্লেক্স আজও পড়ে ভাঙাচোড়া হয়ে। এসব স্মৃতি নয়, এখনও সত্যি। একসময় জমেওঠা এই পর্যটন স্থল একসময় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর... এই আসনপানির গ্রামের মানুষজন এখানে আসা পর্যটকদের সঙ্গে মিলেমিশে গড়ে নিচ্ছিল জীবনছন্দ। হঠাৎ তালভঙ্গ হল। প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যটনের অন্য এক মাত্রা ধরা পড়ত এখানে। সাতগুড়ুং-এর মাছ ধরে খেতেন পর্যটকরা। চাঁদনী রাঁতে সাঁওতালী নাচে আর মাদলে জমে উঠত পর্যটক আবাসের চাতাল। আবার ফিরে আসছে সেইসব দিন। বাংলার পর্যটনে শিগগির-ই শিরোনামে উঠে আসবে দুয়ারসিনি।





আসনপানি গ্রামের রাস্তায় হঠাৎ দেখা সারথি মুর্মু-র সঙ্গে। এক ছেলে, দুই মেয়ের মা সারথি তখন মাঠে গরু চড়াচ্ছিলেন। হাত নেড়ে ডাকতেই কাছে চলে এলেন সলাজ বধূ। প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, ২ টাকা কেজি দরে চাল পান তাঁরা।



*লুগুমণি মুর্মু—কাজের ফাঁকে দুয়ারসিনির পুরোনো আনন্দের দিনগুলোর কথা ভাবছেন।*



পুরুলিয়া থেকে ৮২ কিমি দূরের দুয়ারসিনি যেতে সময় লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা। বান্দোয়ান ১৪ কিমি দূরে। ঘাটশিলা থেকেও আসা যায়। ৮ কিমি দূরে গালুডি। গালুডি থেকে ২০ কিমি দূরে নরসিংহপুর। আর তিন কিমি গিয়ে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত শেষ করে ঢুকতে হবে দুয়ারসিনি। পথ চলেছে বান্দোয়ান। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক হয়ে উঠছে বলে জানা গেল। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া, শবরদের বাস।



**দুয়ারসিনি থেকে দূরত্ব**

ঝিলিমিলি ৩৬ কিমি
গালুডি ১৩ কিমি
ঘাটশিলা ২১ কিমি
বান্দোয়ান ১৪ কিমি
কুইলাপাল
ভালোপাহাড় ৩ কিমি
পুরুলিয়া ৮২ কিমি



*ছবি: সর্বাণী আচার্য, সুচরিতা দাস সরকার, সুপ্রিয়া রায়*



পুরুলিয়া জেলা

# স্বাস্থ্য পরিষেবা

পুরুলিয়া জেলায় দেবেন মাহাতো হাসপাতালের ওপর দীর্ঘদিন ধরেই ওই অঞ্চলের মানুষদের একটা আস্থার জায়গা ছিল। কম ওজনের সদ্যোজাত শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। নানা কারণেই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এই অঞ্চলে এতটাই খারাপ ছিল যে শিশুমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। এই মৃত্যুহার গোটা রাজ্যের শিশু মৃত্যুহারকে বাড়িয়ে দিত। ফলে এই হার কমানোটা ছিল অগ্রাধিকারের বিষয়। এই উদ্বেগজনক মৃত্যুহার কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

জেলায় নানা প্রকল্পের মাধ্যমে নারী, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিগত উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

বর্তমানে অপুষ্টি মোকাবিলায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও পুষ্টিহীনতা গর্ভবতী ও সদ্যোজাত—দু'জনের ক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনে। তাই পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরি করতে হয়। বর্তমানে রাজ্যে ৩৩টি এই ধরনের কেন্দ্র আছে।

পুরুলিয়ার হাতুয়াড়ায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট এবং রঘুনাথপুরে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট ২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।। হাতুয়াড়া-র হাসপাতালটি রাজ্য সরকারের মেডিক্যাল কলেজ-এ উন্নীত করা হবে বলে স্বাস্থ্য ভবনে এক সাক্ষাৎকারে স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানালেন।

দেবেন মাহাতো হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১০০।

পুরুলিয়া ও রঘুনাথপুরে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। এপিএল, বিপিএল সকলের জন্যই বিনা পয়সায় রক্ত দেওয়া হচ্ছে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের সরবরাহ সবক্ষেত্রেই বাড়ানো হচ্ছে।

জেলায় 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৯৯ জন।



# প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা

| ব্লক | নম্বর (ব্লক) | সংখ্যা | নম্বর (পিএইচসি) | পিএইচসি-র নাম |
|---|---|---|---|---|
| হুড়া | ২৬৮ | ১ | ৭২১ | চাতুমাদার পিএইচসি |
| | | ২ | ৭২২ | খাইরিপিহিরা পিএইচসি |
| | | ৩ | ৭২৩ | লাধুরা পিএইচসি |
| পুঞ্চা | ২৬৯ | ৪ | ৭২৪ | বাগদা পিএইচসি |
| | | ৫ | ৭২৫ | নোয়াগড় পিএইচসি |
| | | ৬ | ৭২৬ | আনন্দদ্বীপ পিএইচসি |
| মানবাজার-১ | ২৭০ | ৭ | ৭২৭ | কুদা পিএইচসি |
| | | ৮ | ৭২৮ | পায়রাচালি পিএইচসি |
| মানবাজার-২ | ২৭১ | ৯ | ৭২৯ | আঁকরো পিএইচসি |
| | | ১০ | ৭৩০ | দিঘি পিএইচসি |
| | | ১১ | ৭৩১ | জামতোরিয়া পিএইচসি |
| | | ১২ | ৭৩২ | বসন্তপুর পিএইচসি |
| রঘুনাথপুর-১ | ২৭২ | ১৩ | ৭৩৩ | বাবুদেরগ্রাম পিএইচসি |
| রঘুনাথপুর-২ | ২৭৩ | ১৪ | ৭৩৪ | বোগরা পিএইচসি |
| | | ১৫ | ৭৩৫ | নীলডিহি পিএইচসি |
| বাঘমুণ্ডি | ২৭৪ | ১৬ | ৭৩৬ | কারাং পিএইচসি |
| | | ১৭ | ৭৩৭ | তুনতুরি পিএইচসি |
| | | ১৮ | ৭৩৮ | অযোধ্যা পাহাড় পিএইচসি |
| আরষা | ২৭৫ | ১৯ | ৭৩৯ | কাঁটাডিহি পিএইচসি |
| | | ২০ | ৭৪০ | আরষা পিএইচসি |
| বান্দোয়ান | ২৭৬ | ২১ | ৭৪১ | চিরুডি পিএইচসি |
| | | ২২ | ৭৪২ | লাতাপারা পিএইচসি |
| | | ২৩ | ৭৪৩ | গুড়পুর পিএইচসি |
| ঝালদা-১ | ২৭৭ | ২৪ | ৭৪৪ | ইলু পিএইচসি |
| | | ২৫ | ৭৪৫ | মোহনতোমারা পিএইচসি |
| ঝালদা-২ | ২৭৮ | ২৬ | ৭৪৬ | বেগুনকোদর পিএইচসি |
| | | ২৭ | ৭৪৭ | খাটাঙ্গা পিএইচসি |
| নিতুরিয়া | ২৭৯ | ২৮ | ৭৪৮ | ভামুরিয়া পিএইচসি |
| | | ২৯ | ৭৪৯ | বারতোরিয়া পিএইচসি |
| | | ৩০ | ৭৫০ | রায়বাঁধ পিএইচসি |
| কাশীপুর | ২৮০ | ৩১ | ৭৫১ | তালাজুড়ি পিএইচসি |
| | | ৩২ | ৭৫২ | ক্রোশজুড়ি পিএইচসি |
| | | ৩৩ | ৭৫৩ | আগারডি পিএইচসি |
| | | ৩৪ | ৭৫৪ | কান্তারঙ্গিনী পিএইচসি |

| ব্লক | নম্বর ব্লক | সংখ্যা | নম্বর (পিএইচসি) | পিএইচসি-র নাম |
|---|---|---|---|---|
| সাঁতুড়ি | ২৮১ | ৩৫ | ৭৫৫ | সাঁতুড়ি পিএইচসি |
| | | ৩৬ | ৭৫৬ | বেলিতোড়া পিএইচসি |
| পারা | ২৮২ | ৩৭ | ৭৫৭ | নডিহা পিএইচসি |
| | | ৩৮ | ৭৫৮ | আসারবাঁধ পিএইচসি |
| | | ৩৯ | ৭৫৯ | ফুরসুরাবাদ পিএইচসি |
| পুরুলিয়া-১ | ২৮৩ | ৪০ | ৭৬০ | পিচাশি পিএইচসি |
| | | ৪১ | ৭৬১ | বেলকুড়ি পিএইচসি |
| | | ৪২ | ৭৬২ | লাগদা পিএইচসি |
| পুরুলিয়া-২ | ২৮৪ | ৪৩ | ৭৬৩ | হাতমুড়া পিএইচসি |
| | | ৪৪ | ৭৬৪ | চয়নপুর পিএইচসি |
| বলরামপুর | ২৮৫ | ৪৫ | ৭৬৫ | কেরোয়া পিএইচসি |
| | | ৪৬ | ৭৬৬ | নেকড়ে পিএইচসি |
| | | ৪৭ | ৭৬৭ | মালতি পিএইচসি |
| জয়পুর | ২৮৬ | ৪৮ | ৭৬৮ | বড়োগ্রাম পিএইচসি |
| | | ৪৯ | ৭৬৯ | সিধি পিএইচসি |
| | | ৫০ | ৭৭০ | দ্বারিকুরি পিএইচসি |
| বড়বাজার | ২৮৭ | ৫১ | ৭৭১ | সিক্কি পিএইচসি |
| | | ৫২ | ৭৭২ | বামুনডিহা পিএইচসি |

# ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তালিকা

| মোট সংখ্যা | ব্লক | নাম (বিপিএইচসি) |
|---|---|---|
| ৬৩ | মানবাজার-২ | বাড়ি বিপিএইচসি |
| ৬৪ | রঘুনাথপুর-১ | বিলতোড়া বিপিএইচসি |



# গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

| মোট সংখ্যা | ব্লক | নাম |
|---|---|---|
| ২১৩ | পুঞ্চা | পুঞ্চা আরএইচ |
| ২১৪ | রঘুনাথপুর-২ | বান্দা আরএইচ |
| ২১৫ | বাঘমুণ্ডি | পাথরডিহি আরএইচ |
| ২১৬ | আরষা | সিরকাবাদ আরএইচ |
| ২১৭ | বান্দোয়ান | বান্দোয়ান আরএইচ |
| ২১৮ | মানবাজার-১ | মানবাজার আরএইচ |
| ২১৯ | হুড়া | হুড়া আরএইচ |
| ২২০ | বলরামপুর | বাঁশগড় আরএইচ |
| ২২১ | ঝালদা-১ | ঝালদা আরএইচ |
| ২২২ | ঝালদা-২ | কোটশিলা আরএইচ |
| ২২৩ | নিতুড়িয়া | হারমাডি আরএইচ |
| ২২৪ | কাশীপুর | কল্লোলি আরএইচ |
| ২২৫ | সাঁতুড়ি | মুরারডিহ আরএইচ |
| ২২৬ | পুরুলিয়া-১ | চাকালতোড় আরএইচ |
| ২২৭ | পুরুলিয়া-২ | কুশতোড় আরএইচ |
| ২২৮ | জয়পুর | জয়পুর আরএইচ |
| ২২৯ | বড়োবাজার | বড়োবাজার আরএইচ |
| ২৩০ | পাড়া | পাড়া আরএইচ |




অযোধ্যা পাহাড় ট্যুরিজিয়াম হেল্প সেন্টার
আমাবাঁধা পাহাড়ের দর্শনীয় স্থান
(১৫ কিমি সার্কে দর্শনীয় স্থান)
BUS TIME TABLE






Mehogani
Mehogani
Mehogani



# পশ্চিমবঙ্গ

মে-জুলাই, ২০১৭

বিশেষ সংখ্যা



## ছয় বছরে

# উন্নয়নের পথে


কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী

বিশেষ সংখ্যা


# পশ্চিমবঙ্গ

**রাজ্য সরকারের মুখপত্র**

বর্ষ—৫০, সংখ্যা—১-৩

মে-জুলাই, ২০১৭

**মূল্য : ১০০ টাকা**


## ছয় বছরে

# উন্নয়নের পথে



ছবি : অশোক মজুমদার


উপদেষ্টা সম্পাদক **প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**

প্রধান সম্পাদক **আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহ-সম্পাদক **রাতুল দত্ত, সর্বাণী আচার্য**

চারটি প্রচ্ছদের ছবি **অশোক মজুমদার**

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ **সুরজিৎ পাল**

প্রচ্ছদ পরিচিতি **কন্যাশ্রী**

**সম্পাদকীয় শাখা**, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা- ৭০০ ০০১

দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com

বিতরণ শাখা, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং**

**বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড** (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত

# সূ.চি.প.ত্র


প্রাক্‌কথন . I
ফটোফিচার . XIV

| | | |
|---|---|---|
| ১. | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ | ১-১১ |
| ২. | সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা | ১২-১৯ |
| ৩. | শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ (বাণিজ্য ও শিল্প শাখা) | ২০-৩৫ |
| ৪. | স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক | ৩৬-৪৫ |
| ৫. | অর্থ | ৪৬-৫৫ |
| ৬. | কৃষি | ৫৬-৬৫ |






| | | |
|---|---|---|
| ৭. | কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্ন্যান্স | ৬৬-৬৯ |
| ৮. | নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ | ৭০-৭৯ |
| ৯. | অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ | ৮০-৮৭ |
| ১০. | আদিবাসী উন্নয়ন | ৮৮-৯৫ |
| ১১. | তথ্য ও সংস্কৃতি | ৯৬-১০৫ |
| ১২. | ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন | ১০৬-১১৫ |
| ১৩. | প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন | ১১৬-১২১ |
| ১৪. | জনস্বাস্থ্য কারিগরি | ১২২-১৩১ |
| ১৫. | পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন | ১৩২-১৪৭ |
| ১৬. | উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি | ১৪৮-১৫৫ |






ছবি : পিন্টুপ্রধান






| | | |
|---|---|---|
| ১৭. | বিদ্যালয় শিক্ষা | ১৫৬-১৬১ |
| ১৮. | কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন | ১৬২-১৬৯ |
| ১৯. | খাদ্য ও সরবরাহ | ১৭০-১৮৩ |
| ২০. | জলসেচ ও জলপথ | ১৮৪-১৮৯ |
| ২১. | নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক | ১৯০-২০১ |
| ২২. | বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি উৎস | ২০২-২১১ |
| ২৩. | পূর্ত | ২১২-২২১ |
| ২৪. | পর্যটন | ২২২-২২৯ |
| ২৫. | তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন | ২৩০-২৩৯ |
| ২৬. | যুবকল্যাণ এবং ক্রীড়া | ২৪০-২৪৯ |
| ২৭. | পরিবহণ | ২৫০-২৫৫ |
| ২৮. | কৃষি বিপণন | ২৫৬-২৬১ |




২৯. বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা ২৬২-২৬৭
৩০. উপভোক্তা বিষয়ক ২৬৮-২৭৩
৩১. সমবায় ২৭৪-২৭৯
৩২. সংশোধন প্রশাসন ২৮০-২৮৫
৩৩. পরিবেশ ২৮৬-২৯১
৩৪. অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা ২৯২-২৯৭
৩৫. মৎস্য ২৯৮-৩০৫
৩৬. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন ৩০৬-৩১৭
৩৭. বন ৩১৮-৩২৩
৩৮. আবাসন ৩২৪-৩৩১













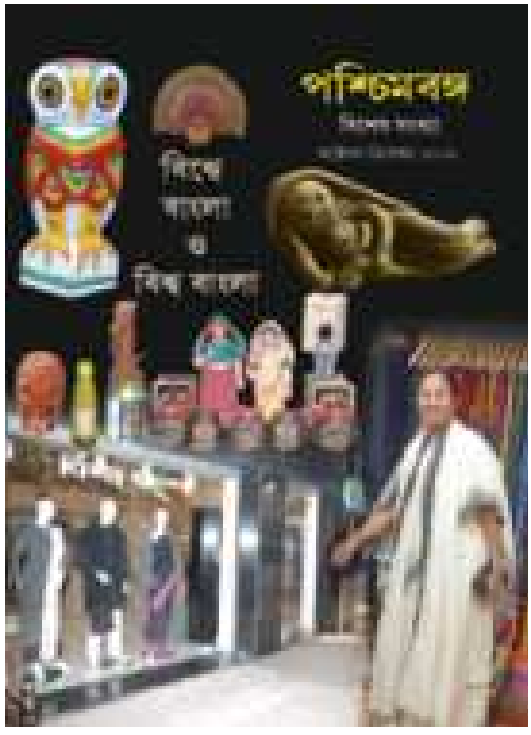
৩৯. বিচার ৩৩২-৩৩৩
৪০. শ্রম ৩৩৪-৩৩৯
৪১. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা ৩৪০-৩৫১
৪২. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ৩৫২-৩৬৩
৪৩. পরিষদীয় বিষয়ক ৩৬৪-৩৬৭
৪৪. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ ৩৬৮-৩৭৩
৪৫. পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ৩৭৪-৩৭৯
৪৬. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি ৩৮০-৩৮৭
৪৭. সুন্দরবন বিষয়ক ৩৮৮-৩৯১
৪৮. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ৩৯২-৪০০


সূচিপত্রে ব্যবহৃত ছবিগুলি তুলেছেন অশোক মজুমদার

# মাত্র ১০০ টাকায় সারা বছরের জন্য গ্রাহক হোন

**যোগাযোগ**—১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০, দূরাভাষ-(০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪









# স · ম্পা · দ · কী · য়

## সার্বিক উন্নয়নের ছয় বছর

বর্তমান সরকার ছয় বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সাফল্যের রূপরেখা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য এই পুস্তিকাটি ইংরেজি ও বাংলা —দুই ভাষাতেই প্রকাশিত। পুস্তিকায় প্রকাশিত তথ্য, পরিসংখ্যান ও চিত্র রাজ্যের উন্নয়নের গতিময় ধারাকে তুলে ধরেছে। রাজ্য সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদিতভাবে সেইসব উন্নয়ন-সংক্রান্ত তথ্য রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করা হল।

প্রান্তিক মানুষের জীবনেও উন্নয়নের ছোঁয়া এনে দিয়েছে পরিবর্তন। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনে সুস্থভাবে বাঁচার স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠছে। এর প্রেক্ষাপটটিকে ভালো করে বুঝতে গেলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দরকার। এই বিশেষ সংখ্যায় যে-সব তথ্য ও পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি থেকে খুব সহজেই সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে নেওয়া যাবে।

অনিচ্ছাকৃত যে কোনো ত্রুটির জন্য দুঃখিত।



ছবি : অশোক মজুমদার




ছবি : অশোক মজুমদার

# প্রাক্‌কথন



প্রথমেই বাংলার মানুষকে আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের উপর আবার বিশ্বাস রাখার জন্য।

৬ বছর আমরা টানা ক্ষমতায় রয়েছি। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকারের জন্য সুহানা সফর চলছেই। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছি আমরা।

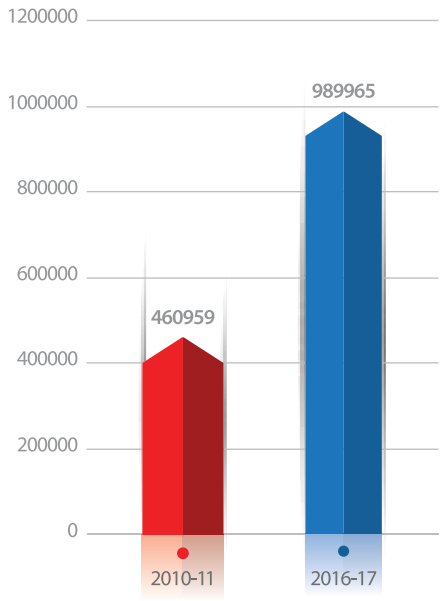
দীর্ঘ বাম অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১-য় আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন আমাদের রাজ্যকে কেউ গুরুত্ব দিত না বললেই চলে। তাই শুরুতেই আমাদের চ্যালেঞ্জটা ছিল, বাংলার অতীতের সুনাম আর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

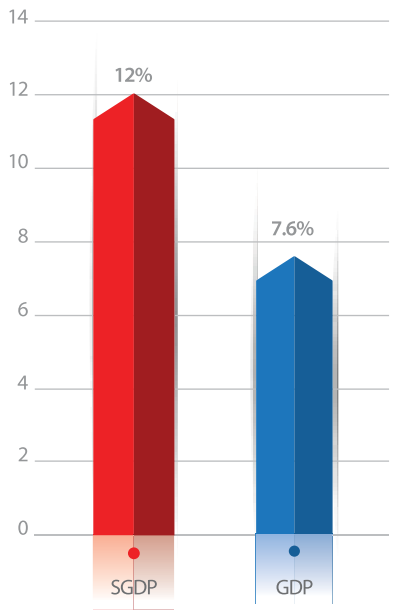
২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬-র মধ্যবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারকে তার আগের জমানার প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ সুদে-আসলে শোধ করতে হয়েছে। তার পর বিমুদ্রাকরণের আচমকা এবং হঠকারী কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে এই আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার কুপ্রভাব এখনও জারি রয়েছে। গরিব মানুষের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি। তার মধ্যে রয়েছেন বিড়ি শ্রমিক, পাট এবং চা-বাগান শ্রমিক, দোকানি, ব্যবসায়ী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বোঝা বহন করতে হচ্ছে কৃষকদেরও। এই আর্থিক বছরে, বিমুদ্রাকরণের জেরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমার আশঙ্কা রয়েছে রাজ্য সরকারেরও।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজারে হাজারে দক্ষ শ্রমিক ফিরে আসছেন বাংলায়। এই সংকটের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়াতে 'সমর্থন' প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ এমন শ্রমিককে এককালীন ৫০,০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। নীতি হিসেবে বিমুদ্রাকরণের বিরোধিতা করেছি আমরা। দরিদ্র এবং দৈনিক শ্রমজীবীদের জন্য এই নীতি যে ভাবে দুর্দশা ও কষ্টের কারণ হয়েছে, আমরা তার নিন্দা করছি।

প্রতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আমাদের লাগাতার দায়বদ্ধতা এখন সাফল্যের মুখ দেখছে। আমরা এখন ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০১০-১১-য় যা ছিল মাত্র ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-য় সেটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ঈর্ষণীয় ৯,৮৯,৯৬৫ কোটি টাকায়।

## জিএসডিপি (কোটি টাকায়)

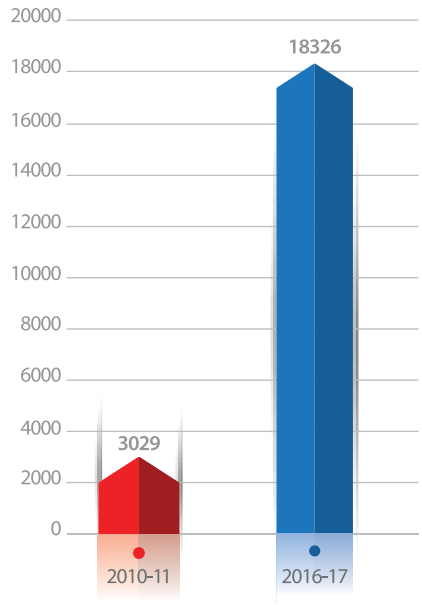


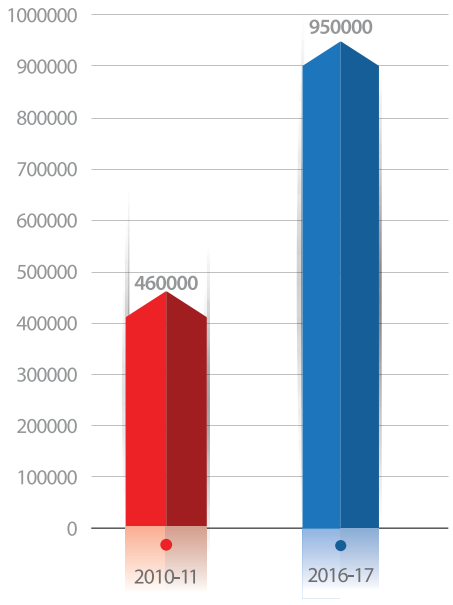

অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ারের সাক্ষী থেকেছে বাংলা

- দেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) যেখানে মাত্র ৭.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে, সেখানে ওই একই সময়ে স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (এসডিপি) উল্লেখযোগ্যভাবে ১২ শতাংশ হারে বেড়েছে।
- রাজ্যে মাথাপিছু উপার্জনও জাতীয় হারের দ্বিগুণ-এরও বেশি বেড়েছে।

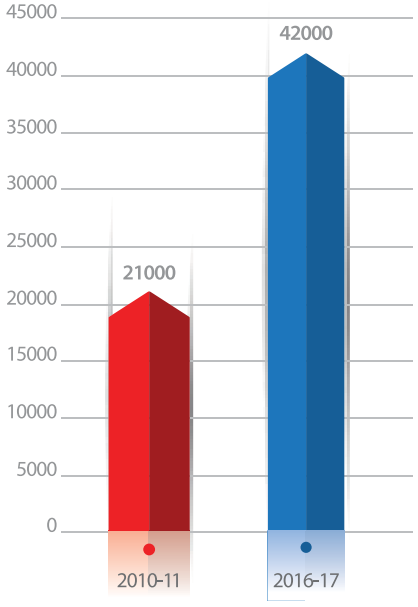
## কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন-সহ কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (কোটি টাকায়)




## গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (কোটি টাকায়)




## অনলাইন কর সংগ্রহ (কোটি টাকায়)




- কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ বেড়েছে সাড়ে ৫ গুণ, পরিকল্পিত খাতে ব্যয় বেড়েছে ৪ গুণ, পরিকাঠামো বেড়েছে সাড়ে ৩ গুণ এবং স্থায়ী সম্পদ নির্মাণে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে ৭ গুণ।
- গত কয়েক বছরে অনলাইনে কর আদায়ের পরিমাণ ২১,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২,০০০ কোটি টাকায়।

**জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি**

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাজ্যকে দেশ ও দুনিয়ার সামনে পরিচিতি দিয়েছে, যা প্রশস্ত করেছে উন্নততর আগামীর পথ।

**কন্যাশ্রী :** রাজ্য সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ '**কন্যাশ্রী**'। রাজ্যে ৪০ লক্ষেরও বেশি মেয়েকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। লন্ডনে আন্তর্জাতিক কন্যা সম্মেলনে ডিএফআইডি এবং ইউনিসেফ দুই সংস্থাই এই প্রয়াসের অসাধারণত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এশিয়া প্যাসিফিক এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ই-গভর্ন্যান্সের জন্য মন্থন পুরস্কারও জিতে নিয়েছে এই প্রকল্প। ২০১৪-১৫-য় জিতেছে জাতীয় রৌপ্য পদক।

**মাটি তীর্থ এবং কৃষি তীর্থ :** বর্ধমানের মাটি তীর্থ এবং কৃষি তীর্থ উভয়কেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন।

**মিশন নির্মল বাংলা :** মিশন নির্মল বাংলা অভিযান নদিয়াকে দেশের প্রথম 'খোলা শৌচ-মুক্ত' জেলায় উন্নীত করেছে। জনপরিষেবার জন্য পুরস্কার দিয়ে এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দান করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। রাজ্যে ৫টি জেলা ইতিমধ্যেই এই কৃতিত্বের অংশীদার হয়েছে।

**ইউনেস্কোর সহায়তাপ্রাপ্ত গ্রামীণ শিল্প হাব :** গ্রামীণ শিল্প হাব প্রকল্পের আওতায় ১৫টি জেলার হস্তশিল্পীদের করা নানা ধরনের কারুশিল্প বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছে। প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে তাঁদের শিল্প প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে শিল্পীদের।

জাতীয় স্তরেও আমাদের প্রকল্প এবং কৃতিত্ব নানা সম্মানজনক পুরস্কার ও উল্লেখ পেয়েছে। তারই কয়েকটি হল :

- **নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি পেয়েছে কন্যাশ্রী :**
  - ডিজিট্যাল ইনক্লুশন ফর ডেভেলপমেন্ট ২০১৪-য় ই-উইমেন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট ক্যাটেগরিতে দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য মন্থন পুরস্কার
  - ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের দেওয়া জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০১৪-১৫
  - স্মার্ট গভর্ন্যান্সের জন্য স্কচ উইনার পুরস্কার এবং অর্ডার অব মেরিট ২০১৫
  - ই-গভর্ন্যান্সের জন্য সিএসআই-নিহিলেন্ট পুরস্কার, ২০১৪-১৫
  - ই-গভর্নমেন্ট ক্যাটেগরিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের ডব্লিউএসআইএস প্রাইজ ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন (ডব্লিউএসআইএস অ্যাকশন লাইন সি৭)
  - ইউএন উইমেন এবং আইটিইউ-এর উদ্যোগে ২০১৬-র জেমটেক পুরস্কারের ফাইনালিস্ট
- **ডব্লিউএফটিএস (ওয়ার্কফ্লো বেসড ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম)** ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগের জন্য পেয়েছে ২০১৩-১৪-র সিএসআই-নিহিলেন্ট পুরস্কার
- **বাণিজ্যিক করে ই-উদ্যোগ** গান্ধীনগরে ই-গভর্ন্যান্সের উপর জাতীয় সম্মেলনে পেয়েছে সর্বোচ্চ জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার, ২০১৪-১৫
- **ই-আবগারি প্রকল্প** দেশের অন্যতম সেরা প্রকল্প হিসেবে পেয়েছে সর্বোচ্চ স্কচ প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড অব এক্সেলেন্স ২০১৪
- **করে ই-সার্ভিসের** জন্য ২০১৬-য় স্বর্ণময়ূর

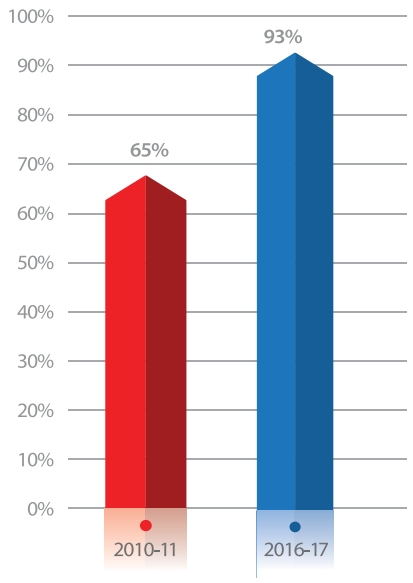
**ফলপ্রসূ ও দায়িত্বশীল প্রশাসন**

- প্রশাসনিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে জেলাস্তরে ১৫৩টি উন্নয়ন পর্যালোচনা বৈঠকে চলতি সরকারি প্রকল্পগুলির ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের সুফল মানুষের কাছে যাতে পৌঁছোয়, তা নিশ্চিত করা।
- ২০১৪ থেকে নিয়ম মেনে প্রকাশিত হয়ে আসছে সরকারের প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার। নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে বিভিন্ন বিভাগের লক্ষ্য পূরণই এই ক্যালেন্ডারের উদ্দেশ্য, নজরদারির হাতিয়ার হিসেবে যা খুবই কার্যকর হয়েছে। সরকারের বহু বিভাগেই চালু হয়েছে স্ব-স্বাক্ষর বা সেল্ফ-অ্যাটেস্টেশন ব্যবস্থা।
- যে কোনও উন্নয়নমুখী সরকারের উচিত জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে কাজ করা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের উন্নত মানের পরিষেবা দেওয়া। এ কথা মাথায় রেখেই গঠন করা হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলা। এখন গঠন করা হয়েছে আরও তিনটি নতুন জেলা — কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান। নতুন ডিভিশন হিসেবে গঠিত হয়েছে মালদহ এবং মেদিনীপুরও। প্রশাসন এবং সরকারি পরিষেবাকে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিতে গড়ে তোলা হয়েছে ৩টি নতুন সাব-ডিভিশন — মিরিক (দার্জিলিং), ঝালদা এবং মানবাজার (পুরুলিয়া)।
- প্রশাসনিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকারের বিভাগের সংখ্যা ৬৩ থেকে ৫০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। কর্মদক্ষতার সুফল পেতে রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা ৯০ থেকে পুনর্বিন্যাস করে ৪৭ করা হয়েছে।

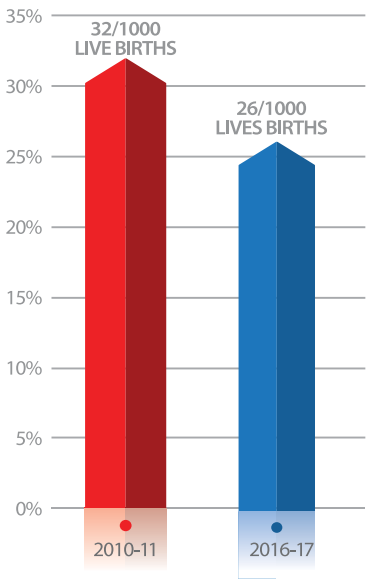
**সবার জন্য স্বাস্থ্য**

- সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে আমাদের জমানায় রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় সরকারি এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মানুষ এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পেতে পারেন।
- সরকারি হাসপাতালগুলিতে স্থাপিত হয়েছে ১১২টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ও ৯৫টি ন্যায্যমূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে ওষুধ, কৃত্রিম অঙ্গ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবাকে। ৪২টির মধ্যে ৩৪টি নতুন মাল্টি-স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল রাজ্যজুড়ে মানুষের সেবা করছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা মোট ২৭,০০০ বাড়ানো হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে মানুষ মহকুমাস্তরেও পেতে পারেন সিসিইউ/এইচডিইউ চিকিৎসার সুবিধা।
- রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রিটিকাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টে যোগ হয়েছে ৭০টিরও বেশি সিসিইউ/এইচডিইউ/আইসিসিইউ পরিষেবা। ২০১১-র আগে কোনও জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে সিসিইউ/এইচডিইউ পরিষেবা ছিলই না।
- চালু হয়েছে ৩০৭টি এসএনএসইউ। ২০১১-র আগে কোনও সরকারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এসএনএসইউ ছিলই না।
- রাজ্যে ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে ৬৫টি এসএনসিইউ। ২০১৭-১৮য় চালু হবে আরও ৫টি এসএনসিইউ। ২০১১-র আগে এসএনসিইউ-এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি।
- প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধা ও পরিষেবা নিয়ে চালু হয়েছে ৬টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব। ২০১৭-র ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে আরও ৩টি হাব। এখনও পর্যন্ত প্রস্তাবিত মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের মোট সংখ্যাটা ১৬।

### প্রাতিষ্ঠানিক (হাসপাতাল/নার্সিংহোমে) প্রসবের সংখ্যা বেড়েছে




### সদ্যোজাত মৃত্যুর হার কমেছে




- হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের মতো প্রতিষ্ঠানে প্রসবের সংখ্যাটা ২০১০-এ ছিল মাত্র ৬৫ শতাংশ। ২০১৬-য় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩ শতাংশে, যে উন্নতি অভাবনীয়।
- সদ্যোজাত মৃত্যুর হার ২০১১-য় ছিল প্রতি ১০০০-এ ৩২। ২০১৫-য় তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে দাঁড়িয়েছে ২৬-এ।
- চিকিৎসকদের অবসরের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ করা হয়েছে, যাতে চিকিৎসা পরিষেবায় প্রতিভার পরশ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।

**বিশ্বের দরবারে অগ্রণী বাংলা**

পশ্চিমবঙ্গ এখন বিনিয়োগকারীদের প্রিয় গন্তব্য। রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে গত তিন বছর ধরে আমাদের সরকার বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের (বিজিবিএস) আয়োজন করে চলেছে।

৪ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়ে ২০১৫ এবং ১৬-র বিজিবিএস ছিল চূড়ান্ত সফল। সেই সব প্রকল্প এখন রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। ২৯টি দেশের প্রতিনিধিদের যোগদানের মাধ্যমে অনবদ্য সাফল্য লাভ করেছে বিজিবিএস-২০১৭-ও। সেখানে গৃহীত প্রায় ২ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাবও এখন রূপায়ণের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে খ্যাতনামা শিল্পপতিদের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ভুটান, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেন সফর করেছে। এই সফরগুলিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অভাবনীয় সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। ২০১৭-র মে মাসে বেঙ্গল বিজনেস সামিটের উত্তরবঙ্গ সংস্করণ হয়, যেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি লগ্নিপ্রস্তাব জমা পড়েছে।

গত ৬ বছরে রাজ্যে ধর্মঘটের জন্য একটিও কর্মদিবস নষ্ট হয়নি। উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে কর্মসংস্কৃতির, যার ফলে শিল্প সংস্থাগুলির জন্য মসৃণভাবে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে অনবদ্য বৃদ্ধির সাক্ষী থেকেছে বাংলা। এই ক্ষেত্রগুলিতে গত ৫ বছরে ঋণদানের পরিমাণ ১ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রশিল্প-ভিত্তিক তৎপরতা, হস্তশিল্পীদের দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং তাঁদের উৎপাদন ও পণ্য বাজারজাত করার জন্য সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ক্লাস্টার গড়ে তোলায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য ৩০০-রও বেশি ক্লাস্টার গড়ে তুলেছে আমাদের সরকার।

সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনতে ২০১২-য় সক্রিয়ভাবে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছি আমরা।

দেশের মধ্যে আমরাই প্রথম রাজ্য, যা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ই-কুবের ব্যবস্থা চালু করেছি। করে ই-পরিষেবার জন্য ২০১৬-র স্বর্ণময়ূর পুরস্কার পেয়ে রাজ্য গর্বিত।

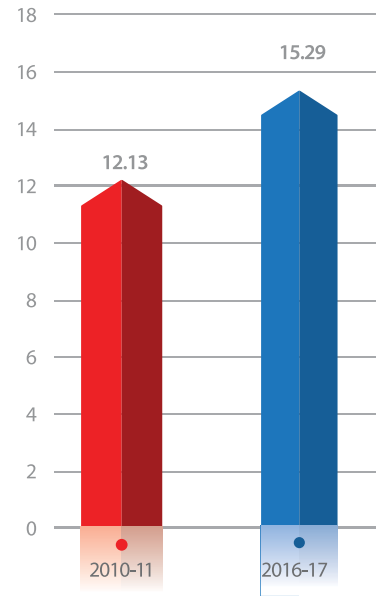
এই উদ্যোগেরই পথ ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য অনলাইন ই-পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে রাজ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ যার সুবিধা পাবেন। এখন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের হাতে হাতে ভেরিফিকেশন হয় বলে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার পেতে কখনও কখনও ২-৩ বছরও লেগে যায়। আমাদের নতুন ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাটিই হবে অনলাইনে, কাগজহীনভাবে। তাতে সময় যেমন কমবে, তেমন পুরোপুরি স্বচ্ছও থাকবে প্রক্রিয়া।

অবসরের দিনেই দিয়ে দেওয়া হবে গ্র্যাচুইটি। অবসরের পরে এক মাস সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে পেনশন।

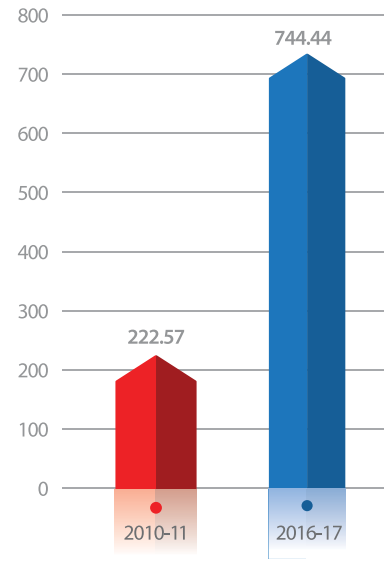
ই-গভর্ন্যান্সে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দপ্তরের অধীনে আমরা গড়ে তুলেছি সক্রিয় ই-গভর্ন্যান্স শাখা, যার নেতৃত্বে রয়েছেন এক মন্ত্রী।

আমাদের সরকারের আমলে বাংলার পর্যটন ক্ষেত্রের অভাবনীয় বিকাশ হয়েছে। দেশের মধ্যে থেকে তো বটেই, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক গুণ।

আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা (লক্ষ)




আগত অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা (লক্ষ)



## নজরকাড়া নীতি ও প্রকল্প

- বিনিয়োগ ও শিল্পনীতি, প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল নীতি, এমএসএমই ও বয়নশিল্প নীতি, ডিজাইন নীতি, রপ্তানি নীতি ও অন্যান্য লগ্নিবান্ধব নীতির প্রসার ঘটিয়েছে রাজ্য সরকার। লাইসেন্স এবং অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় 'শিল্পসাথী' নামে এক-জানালা ব্যবস্থাও শুরু করা হয়েছে।

- ল্যান্ড ব্যাংক এবং ল্যান্ড ইউজ নীতি রয়েছে আমাদের। ল্যান্ড ব্যাংক এবং নানা শিল্প পার্কের আওতায় যথেষ্ট পরিমাণে জমি রয়েছে, যা শিল্প গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

### জন্ম থেকে মৃত্যু — সরকার আপনার সাথে, আপনার পাশে

সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি তার সুপ্রভাব ফেলেছে প্রতিটি রাজ্যবাসীর জীবনে। একটি মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে।

- শিশু জন্মালেই তাকে একটি মূল্যবান গাছের চারা উপহার দেওয়া হচ্ছে। তার ২০ বছর বয়স হওয়ার পর শিক্ষা ও অন্যান্য নানা খরচ এই গাছ বিক্রির টাকা থেকে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। সরকারের এই নতুন উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে '**সবুজশ্রী**'।

- '**সবুজসাথী**' প্রকল্পের আওতায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলপড়ুয়াদের ৭০ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের মাধ্যমে পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে সুবিধা করে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ যেমন সুনিশ্চিত করে তুলতে সাহায্য করা হচ্ছে, তেমনই কমানো যাচ্ছে স্কুলছুটের সংখ্যাও। পাঠ্যপুস্তক এবং জুতোও দেওয়া হচ্ছে স্কুলপড়ুয়াদের।

- শিক্ষা, হস্টেল খরচ এবং অন্যান্য খরচ বহনের জন্য সব তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত স্কুলপড়ুয়াকে '**শিক্ষাশ্রী**' প্রকল্পের আওতায় ভাতা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আদিবাসীদের জন্য ভাতার পরিমাণ বছরে ৮০০ টাকা, তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য বছরে ৭৫০-৮০০ টাকা। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ৩৮ লক্ষ পড়ুয়াকে।

- আর্থসামাজিকভাবে অনগ্রসর পড়ুয়াদের শিক্ষার সাহায্যার্থে চালু করা হয়েছে '**স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ**'।

- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই খাতে রাজ্য সরকার ব্যয় করেছে ২০০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ ৪০ কোটির পাঁচ গুণ বেশি।

- এখন রাজ্যে ৪০ লক্ষেরও বেশি ' কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুবিধাভোগী রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩-১৮ বছরের সব অবিবাহিত স্কুল ছাত্রীকে বছরে ৭৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। বয়স ১৮ হলে এবং সে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তাকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়।

- '**যুবশ্রী**' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নথিভুক্ত যুবদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক। রাজ্যে বর্তমানে 'যুবশ্রী' প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যাটা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার।

- পরিবহণ ক্ষেত্রে যুবকদের স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার এনেছে 'গতিধারা' প্রকল্প। বিভিন্ন ধরনের গাড়ি কিনে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে এই প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষকে আর্থিক সহায়তা ও ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে।

- রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ এখন **'খাদ্যসাথী'** প্রকল্পের আওতায় ভরতুকিতে ২ টাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য পায়। খাদ্যশস্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কার পেয়েছে টানা ৫ বার।

- রাজ্যে সবার জন্য চিকিৎসা, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা এবং ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর নির্ভর করছেন ৭০ শতাংশেরও বেশি রাজ্যবাসী। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি, চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ এবং সবার জন্য গুণমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বরাবরই আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় থেকেছে।

- পঞ্চায়েত কর্মী, আশা ও আইসিডিএস কর্মী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্বাস্থ্যবিমা দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে **'স্বাস্থ্যসাথী'** প্রকল্প। আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের মাসিক বেতন বাড়ানো হয়েছে ৫০০ টাকা করে।

- **'বৈতরণী'** প্রকল্পের আওতায় পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হচ্ছে রাজ্যের শ্মশানগুলির। তৈরি করা হচ্ছে নতুন শ্মশানও। সারা রাজ্যে প্রায় ৩,৫০০ কবরস্থানের বাইরে নতুন দেওয়াল দেওয়া হচ্ছে। প্রিয়জনের শেষকৃত্যে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারগুলিকে এককালীন ২০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা করতে আমাদের সরকার চালু করেছে **'সমব্যথী'** প্রকল্প।

**উত্থানের পথে বাংলা**

প্রস্ফুটিত হচ্ছে বাংলা। বিকাশের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে নতুন উচ্চতায় উঠছে রাজ্য। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে মূল চালিকাশক্তির কাজ করেছে আমাদের সমর্থন। গত ৬টি উজ্জ্বল বছর সাক্ষী থেকেছে এমন একাধিক ছোট ছোট পদক্ষেপের, যা ধীর-স্থির কিন্তু নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাকে।

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের নিরিখে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গই। বিভিন্ন বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু পড়ুয়াকে।

রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় যোগ হয়েছে ১৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৭টি নতুন কলেজ। ৯টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ার কাজ চলছে। প্রস্তাবনায় রয়েছে আরও ২টি মেডিক্যাল কলেজ। ৬ বছরেরও কম সময়ে এতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ রাজ্যে উচ্চশিক্ষা এবং মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

দক্ষতা বৃদ্ধির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের এক নম্বর রাজ্য। নিখিল ভারতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতায় টানা দু'বছর শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন' এবং 'পশ্চিম বাংলা সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট' গড়ে তুলেছে আমাদের সরকার। উদ্দেশ্য, দক্ষ ছাত্রদের জন্য 'সুসংহত কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত দক্ষতার বিকাশ' নিশ্চিত করা, যাতে তারা কর্মসংস্থানের বাজারে সুবিধা পায়।

শিল্পায়নের দ্রুত গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ মানবসম্পদের বিপুল ভাণ্ডার। প্রতিটি ব্লকে একটি আইটিআই এবং প্রতিটি মহকুমায় একটি পলিটেকনিক গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলি চালুও হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত। এখনও পর্যন্ত ১৫৫টি সরকারি আইটিআই এবং ৮১টি নতুন পলিটেকনিক রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ হয়েছে। দ্রুত গতিতে কাজ চলছে বাকিগুলিরও।

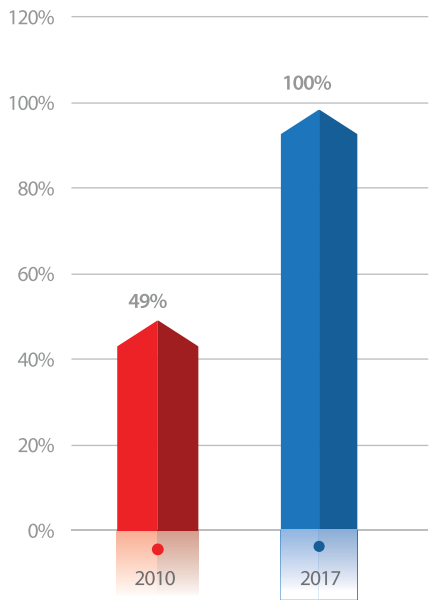
সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে। অসংখ্য পড়ুয়ার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সত্যি বলতে কী, ৬ বছরেরও কম সময়ে যে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব।

গ্রামীণ মানুষের উপার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ১০০ দিনের কাজ। এ ক্ষেত্রেও সরকারের কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। এই প্রকল্পের আওতায় শ্রম বরাদ্দের ১২৮ শতাংশ খরচ করতে সমর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। এই খাতে ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা খরচও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সরকারের শিরস্ত্রাণে আরও একটি পালক 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্প। নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহারকে 'খোলা শৌচ-মুক্ত' জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের নানা প্রান্তে ১৬,০০০ গ্রামকেও তাই ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১১-র মে থেকে সারা রাজ্যে গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ শৌচালয়।

রাজ্যের সব স্কুলে শৌচালয় তৈরির কাজও সম্পূর্ণ। ২০১১-য় এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যের মাত্র ৪৯ শতাংশ স্কুলে শৌচালয়ের সুবিধা ছিল।

## শৌচাগার নির্মাণ



রাজ্যে ৮১ লক্ষেরও বেশি মানুষের জন্য চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গত ৬ বছরে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি কর্মদিবস। রাজ্যজুড়ে চাকরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে তত বাড়ছে সংখ্যাটাও।

রাজ্যের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন ও তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে 'লোকপ্রসার' প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮৫ হাজার লোকসংস্কৃতিশিল্পীকে। আরও ১ লক্ষ ১৫ হাজার শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কাজ দ্রুত শুরু হবে।

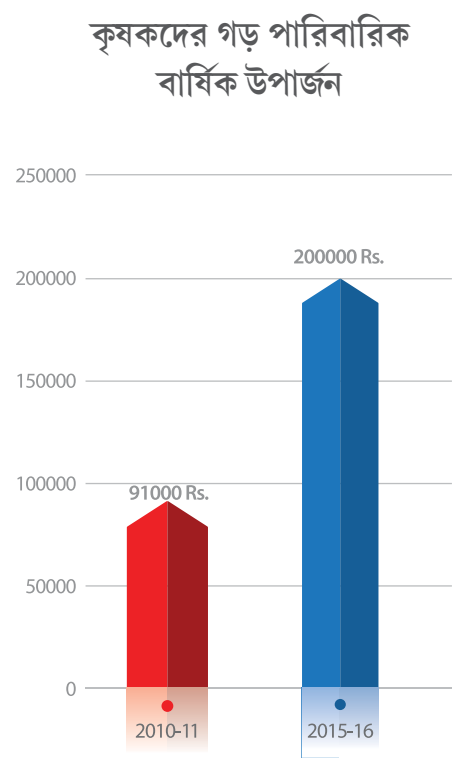
রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এর পাশাপাশি 'বঙ্গভূষণ', 'সঙ্গীত মহাসম্মান', 'সঙ্গীত সম্মান'-এর মতো পুরস্কারগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কৃতী ও প্রতিভাবানদের সম্মান জানাচ্ছে রাজ্য সরকার।

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, জনসেবা থেকে সাংবাদিকতা, ক্রীড়া থেকে বিনোদন, কৃষি থেকে মৎস্যচাষ-সহ অসংখ্য ক্ষেত্রে গুণীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের সম্মান জানিয়েছে আমাদের সরকার।

সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে বয়সের ঊর্ধ্বসীমাও। গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি চাকরির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই ৪০ বছর করা হয়েছে। গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি চাকরির ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে যথাক্রমে ৩৬ এবং ৩৯ বছর করা হয়েছে। তপশিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীরা বয়সের এই ঊর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে যথাক্রমে আরও ৫ ও ৩ বছর ছাড় পাবেন। তপশিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত চাকরির শূন্যপদ নিয়ম মেনে পূরণের জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘু-সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তরুণ প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরির সুযোগ করে দিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। বর্ধিত করা হয়েছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাও, যার ফলে রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়গুলির প্রায় ৯৭ শতাংশ এখন উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন। জেনারেল প্রার্থীদের কোনও অসুবিধা না-করে, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ক্রমবর্ধমান প্রার্থীসংখ্যাকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে আগামী ৬ বছরে পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

কৃষকদের গড় পারিবারিক বার্ষিক রোজগারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১০-১১-য় যা ছিল মাত্র ৯১,০০০ টাকা, তা ২০১৫-১৬-য় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকায়।

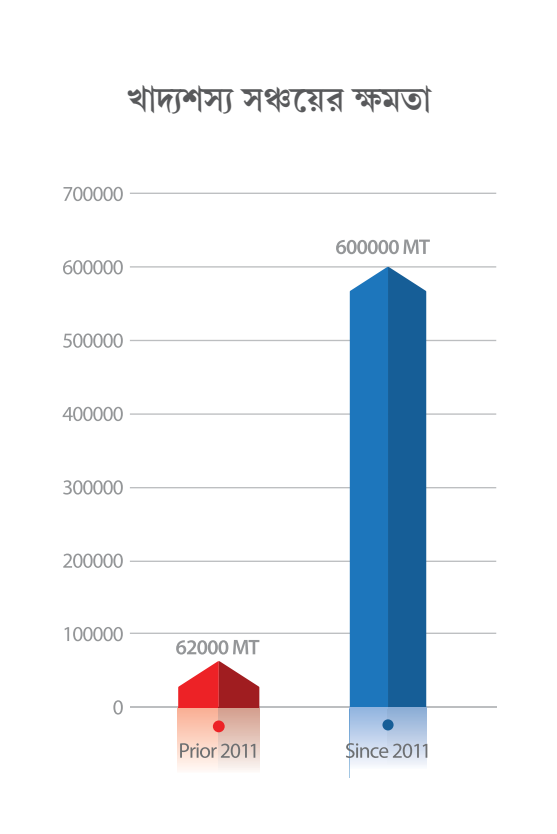


ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক স্থিতি জোগাতে তাঁদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে বেশি দরে ধান কিনছে রাজ্য সরকার, যাব ্যবহৃতহ চ্ছেবি ভিন্নস রকারিঅ নুষ্ঠানেই।২ ০১৫-১৬-য়এ ভাবে মোট ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন ধান সরাসরি সংগৃহীত হয়েছে, যা একটি রেকর্ড।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জন্য ধান সংগ্রহের কাজও পুরোদমে চলছে। রাজ্যবাসীর কাছে যে চাল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তার পুরোটা এ রাজ্যেরই কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত। পাশাপাশি, বিভিন্ন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধান সংগ্রহের বিনিময়মূল্য সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

২০১১-র মে মাসের আগে পুরো রাজ্যে খাদ্যশস্য সঞ্চয়ের ক্ষমতা ছিল মাত্র ৬২ হাজার মেট্রিক টন। সেটাই এখন বাড়িয়ে প্রায় ৬ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়েছে, যা রেকর্ড। এই ক্ষমতা আরও ৩ লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন বাড়ানোর কাজ চলছে জোরকদমে।

গত ৬ বছরে অভাবনীয় উন্নয়ন ও বৃদ্ধির সাক্ষী থেকেছে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্র। ১২,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি গ্রামীণ সড়ক, ১২,৪০০ কিলোমিটার হাইওয়ে এবং অন্যান্য সড়ক সংযুক্ত হয়েছে রাজ্যের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায়। এর মধ্যে রয়েছে সড়কের উন্নীতকরণও।




গত কয়েক বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভাবনীয় উন্নতির সাক্ষী থেকেছে রাজ্য। এরাজ্যে আগের জমানায় সংঘটিত অপরাধের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিগত বছরগুলিতে সংঘটিত অপরাধ কমেছে বহুলভাবে। অন্যান্য রাজ্যে সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে তুলনা করলেও আইনশৃঙ্খলা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড দুরন্ত। নারীদের উপর অপরাধ, ডাকাতি, খুনের মতো অপরাধ ক্রমেই কমছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধের নিরিখে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতাই।

হাওড়া, ব্যারাকপুর, আসানসোল-দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি এবং বিধাননগরে গড়ে তোলা হয়েছে ৫টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট। অপরাধদমন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা আরও সুচারু করে তুলতে গড়া হয়েছে ৭টি নতুন পুলিশ জেলা, ১০৮টি নতুন থানা, পরিকল্পিত ৭৩টির মধ্যে ৪৮টি নতুন মহিলা থানা এবং ৪৪টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট।

আবার হাসছে দার্জিলিং। আগের জমানায় যে শত্রুতা ও ঘৃণার পরিবেশ সেখানে ছিল, তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জোয়ার বইছে। প্রতি বছর 'উত্তরবঙ্গ উৎসব' এবং 'হিমল-তরাই-ডুয়ার্স স্পোর্টস'-এর আয়োজন করছে সরকার। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী-সহ নানা অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত হচ্ছে।

লেপচা, তামাং, শেরপা, ভুটিয়া, লিম্বু, মাঙ্গার, খম্বু রাই, ভুজেল, দামাই, কামি, সার্কি, নেওয়ার, গুরুং, গোর্খা, খাস এবং পাহাড়িয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ আদিবাসী জনজাতিগুলির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশে এবং জাতিগুলির সদস্যদের উন্নয়নে গড়ে তোলা হয়েছে ১৬টি নতুন উন্নয়ন বোর্ড। গৃহনির্মাণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির মতো নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য ইতিমধ্যেই বোর্ডগুলির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩২০ কোটি টাকারও বেশি।

শান্তি আর স্বাভাবিকত্ব ফিরেছে জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতেও। হিংসা আর হত্যা এখন দূর অতীত। জঙ্গলমহলে সব মানুষের উন্নয়নে আমাদের সরকার সেখানে বিপুল উন্নয়নী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। স্থানীয় প্রতিভা তুলে আনতে নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে জঙ্গলমহল ক্রীড়া এবং জঙ্গলমহল উৎসব। পুলিশের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়েছে এই অঞ্চলের ৩৩,০০০-এরও বেশি ছেলেমেয়েকে।

দার্জিলিং ও জঙ্গলমহল এখন সারা দেশের সামনে শান্তি ও উন্নয়নের মডেল।

সিঙ্গুরের মানুষের অদম্য মনোবলকে কুর্নিশ জানায় আমাদের সরকার। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, বেঁধে দেওয়া সময়সীমার অনেক আগেই গাড়ি কারখানার জন্য সংগৃহীত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গুরের কৃষকদের। ওই জমিকে ফের কৃষিযোগ্য করে তোলা হয়েছে, সেখানে আবার চাষের কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে বেশ কিছু বিকাশমুখী কর্মসূচি।

আমরা সবার জন্য ঐক্য, দায়বদ্ধতা, সংহতি, শান্তি ও উন্নয়নে বিশ্বাসী। বাংলাকে এক নম্বর করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করলে উন্নতির নতুন শিখরে উঠতে না পারার কোনও কারণ নেই। রাজ্য সরকারের কঠোর শ্রম আর রাজ্যবাসীর আশীর্বাদ বদলে দিয়েছে বাংলাকে। 'বাংলা' এখন 'বিশ্ব বাংলা'। এ রাজ্য এখন সম্ভাবনার রাজ্য, সারা দেশের বিনিয়োগকারীদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য। মুছে গেছে অন্ধকার আর হতাশার দিন। অতি দ্রুত গতিতে চলছে উন্নয়ন। বিশ্ব মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নেওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলা।

নতুন প্রজন্মের স্বার্থরক্ষায় আর বাংলার হৃত গৌরব ফেরাতে আমরা সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের মাথায় ঋণের বিপুল বোঝা থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যকে বিশ্বসেরা করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এবং সেটাই থাকবে আমাদের বরাবরের অগ্রাধিকার।

চলুন, সবাই মিলে উজ্জ্বল আগামীর শপথ নিই। সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল দিশা দেখি। একসঙ্গে হেঁটে যাই তার দিকে।

সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

আপনাদের
মমতা

# উন্নয়নের বন্ধনে



ছবি : অশোক মজুমদার











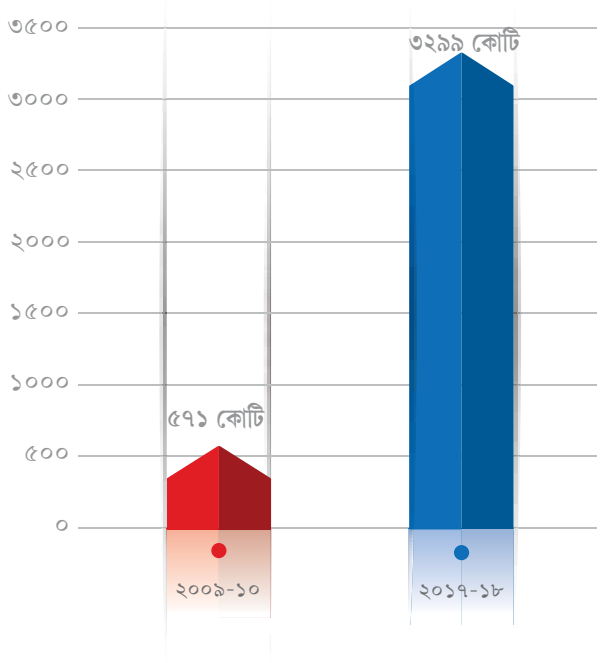






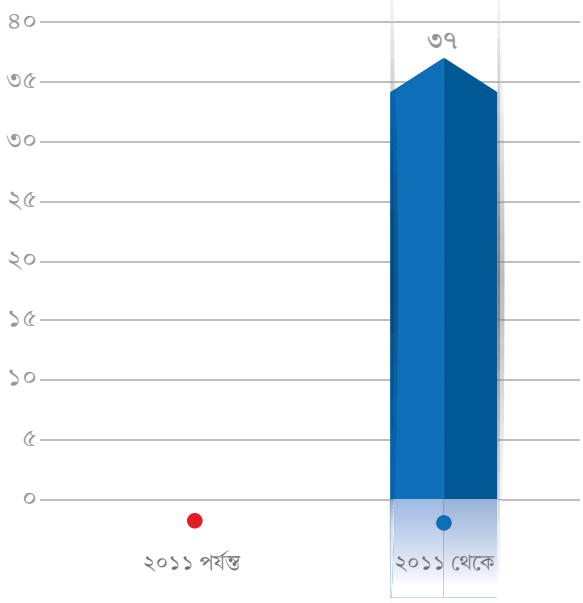
# স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

# লেখচিত্র



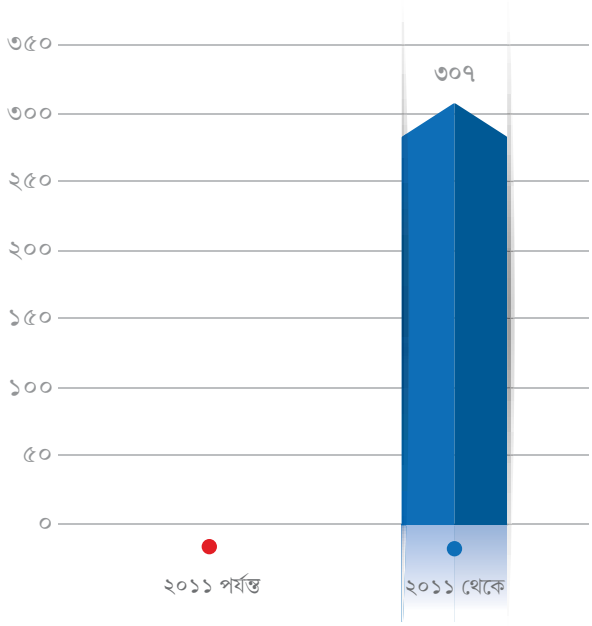

- বিস্ময়করভাবে প্রায় ৬ গুণ উন্নতি
- উন্নয়নের জন্য প্রচুর সম্পদ

যোজনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)



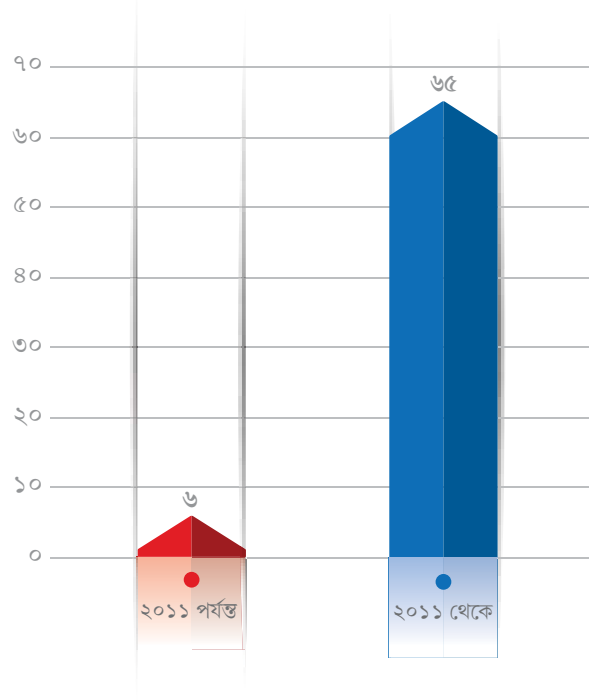

- জরুরি পরিষেবার ওপর জোর
- মার্চ, ২০১৮-র মধ্যে ৫১ প্রত্যাশিত

জেলা/মহকুমা হাসপাতালে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ)



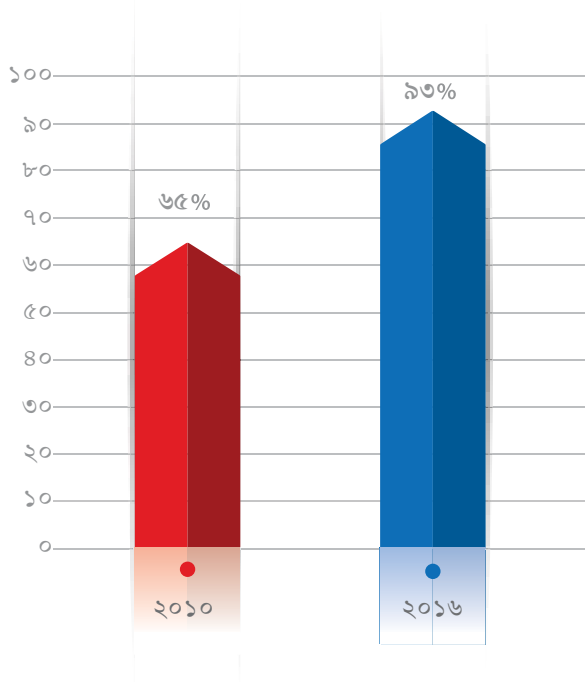

- সুসংহত নবজাতক পরিচর্যার (সিএনসি) ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ও ৩০৭টি নতুন এসএনএসইউ ব্যবস্থা
- হ্রাসমান শিশুমৃত্যুর হারে প্রতিফলিত ফলাফল

**অসুস্থ নবজাতক স্থিতিস্থাপন ইউনিট (এসএনএসইউ)**



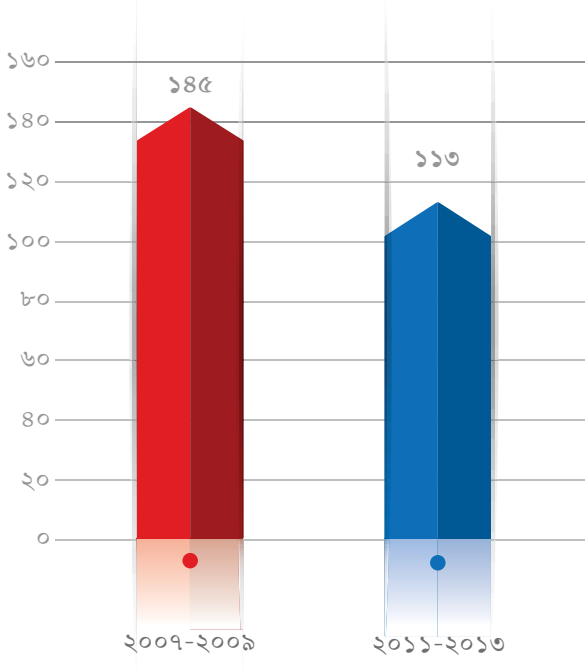

- সদ্যোজাতের বিশেষ যত্নের ওপর অধিকতর মাত্রায় জোর
- মার্চ, ২০১৮-র মধ্যে ৭০টি ইউনিট প্রত্যাশিত

**অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট (এসএনসিইউ)**



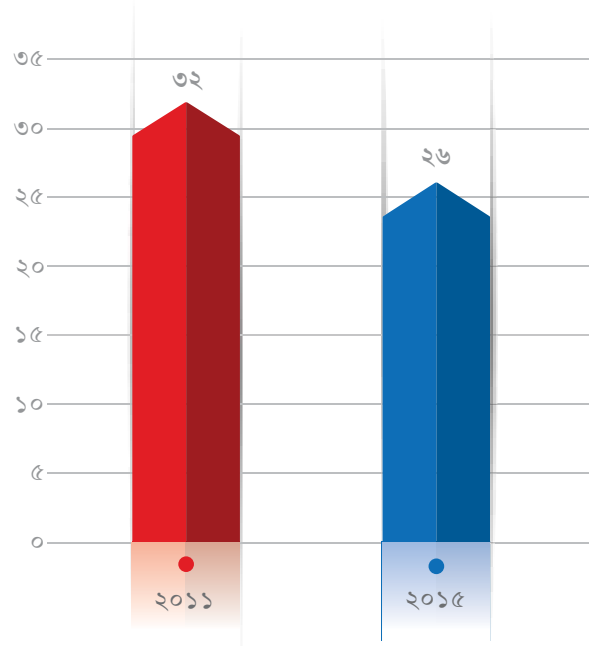

- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে লক্ষ্যণীয় উন্নতি, যার ফলে শিশুমৃত্যুর হারে ব্যাপক হ্রাস
- জননী ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি

## প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব



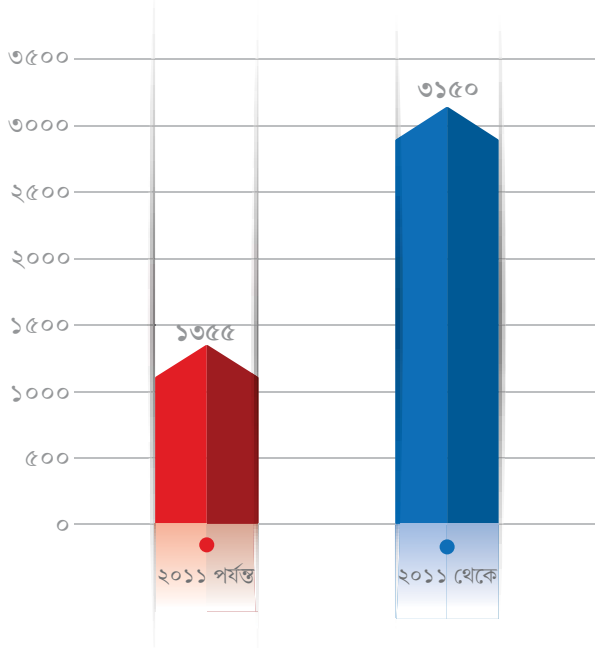

- প্রসূতিমৃত্যুর হারে লক্ষ্যণীয় হ্রাস
- সরকার দ্বারা পরিগৃহীত জননী ও শিশুর যত্নে সদর্থক প্রভাব

## প্রসূতিমৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবিত প্রসবের ক্ষেত্রে)




- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে লক্ষ্যণীয় উন্নতি
- রাজ্যের মানব সম্পদ বৃদ্ধি

শিশুমৃত্যুর হার
(প্রতি হাজার প্রসবের ক্ষেত্রে)




- চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় আসন সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি
- স্বাস্থ্য পরিষেবায় অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি

এমবিবিএস/ বিডিএস পাঠ্যক্রমের আসনসংখ্যা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## বাজেট বরাদ্দ :

- ২০০৯-১০ বর্ষে যোজনাখাতে ৫৭১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮-তে দাঁড়িয়েছে ৩২৯৯ কোটি টাকায়, যা স্বল্প সময়ে প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধির সমান।

## স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতার সুনিশ্চিতকরণ :

- ৭ই মার্চ, ২০১৭ থেকে একটি অভিনব এবং অন্যতম কার্যকরী আইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) অ্যাক্ট, ২০১৭ বলবৎ হয়েছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনাই এই আইনের লক্ষ্য।
- তত্ত্বাবধান, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা-সহ ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং স্ট্যান্ডার্ড ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৩২ বিবাদি-বাগ, কলকাতা ৭০০০০১-এর দপ্তর থেকে কাজ শুরু করেছে। এর শীর্ষে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অসীমকুমার রায়।

## যে কোনও বিক্ষুব্ধ মানুষ অভিযোগ দায়ের করতে পারেন :

- কমিশনের অফিসে ব্যক্তিগতভাবে এসে
- ২২৬২ ৮৪৪৭ নম্বরে টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে
- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কমিশনের ওয়েবসাইট www.wbcerc.gov.in-এ অভিযোগ জানিয়ে অথবা wbcerc@wb.gov.in-এ মেল পাঠিয়ে।

## প্রত্যেকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা :

- একটি সাহসী ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসাবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সহ বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ-এর পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

## ন্যায্যমূল্যে ওষুধের দোকান/ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র :

- সঠিক গুণমানের ওষুধ, সার্জিকাল সরঞ্জাম, কনজিউমেবল ইমপ্ল্যান্ট, পেসমেকার, কার্ডিয়াক স্টেন্ট ইত্যাদি এমআরপি-র ওপর ৪৮-৭৮% ছাড়ে সরবরাহ করার জন্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল, বিভিন্ন জায়গায় ১১২টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে।

- ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ১৩৯৯ কোটি টাকার বিক্রি নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং সর্বমোট প্রায় ৮৭৩ কোটি টাকা ছাড় পেয়ে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
- সুলভ মূল্যে ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য ৯৫টি  ন্যায্যমূল্যের ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৩৩টি হিমো-ডায়ালিসিস কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

## মা ও শিশুর যত্নে বিশেষ জোর :

- সদ্যোজাত শিশুর বিশেষ যত্নের জন্য ৩০৭টি এসএনএসইউ (সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট) খোলা হয়েছে। ২০১১ সালের আগে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোনও এসএনএসইউ-এর অস্তিত্ব ছিল না।
- সদ্যোজাত ও শিশুর মৃত্যুহার কমানোর জন্যে সদ্যোজাতদের বিশেষ যত্ন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০৬৩টি শয্যাবিশিষ্ট ৬৫টি এসএনসিইউ (সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট) কার্যকর আছে। এই বছরের মধ্যেই আরো ৫টি এসএনসিইউ খোলা হবে। ২০১১-র আগে এই রাজ্যে মাত্র ৬টি এসএনসিইউ ছিল।
- প্রস্তাবিত ১৬টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব (এমসিএইচ)-এর মধ্যে মা ও শিশুর যত্নের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধা-সহ ৬টি এমসিএইচ সক্রিয় হয়েছে। আরও ৩টি এমসিএইচ এই বছরেই খুলে যাবে।
- রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের সময়মতো প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানের জন্য ওয়েটিং হাট বা প্রতীক্ষা গৃহ নামে একটি অভিনব প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। ৩টি এমন প্রতীক্ষা গৃহ ইতিমধ্যেই কাজ করতে শুরু করেছে।
- এইসব ব্যবস্থা চালু করার ফলে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের পরিসংখ্যান ২০১০-এ ৬৫% থেকে বেড়ে ২০১৬-এ ৯৩%-এরও বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যা প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও এই অল্প কয়েক বছরে বিস্ময়কর অগ্রগতি হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- প্রসূতি মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ২০১১-১৩-য় ১১৩-তে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৯-এ এই সংখ্যা ছিল ১৪৫।
- শিশুমৃত্যুর হার ২০১১-এ ছিল ৩২ এবং ২০১৫-তে  তা অনেকটাই নেমে হয়েছে ২৬।

## স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি :

- সাতটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ (৪টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি) খোলা হয়েছে এবং মেডিক্যাল পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কোচবিহার (২), রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া, রামপুরহাট, ডায়মন্ড হারবার, ভাঙড়, নদিয়া ও কার্সিয়াঙে আরও ৯টি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হচ্ছে।
- প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে ৩০০/৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ৪২টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। ৩৪টি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই বহির্বিভাগ কাজ করছে এবং ২৪টি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

- দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে ৩৭টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) এবং ২১টি হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) খোলা হয়েছে। এই বছরে আরও ১৪টি সিসিইউ/এইচডিইউ-এর কাজ শুরু হবে। ২০১১-র আগে কোনও জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে কোনও সিসিইউ ছিল না।
- সর্বস্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় প্রভূত উন্নতির ফলে, বর্তমান ও নতুন সরকারি হাসপাতালগুলিতে ২৭,০০০-এর বেশি শয্যা যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে মোট শয্যা সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

## স্বাস্থ্য পরিষেবায় পেশাদার কর্মী ও দক্ষতাবৃদ্ধি ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণ :

- বর্তমান মেডিক্যাল অফিসারদের ধরে রাখার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা কৃত্যক এবং পশ্চিমবঙ্গ জন্যস্বাস্থ্য তথা প্রশাসনিক কৃত্যকে অবসর গ্রহণের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করা হয়েছে।
- জিডিএমও (জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার) পদের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত এমবিবিএস চিকিৎসকদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের বাইরে থেকে চিকিৎসা করতে আসা যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক পেয়ে উপকৃত হবে রাজ্য। সম্প্রতি হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দ্বারা সুপারিশ করা ৮৯৭ জন মেডিক্যাল অফিসারের মধ্যে দেখা গিয়েছে ১৪৩জন জিডিএম ও রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত।
- একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপস্বরূপ বিগত ৬ বছরে এখনও পর্যন্ত ১৫,০০০ মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করেছে হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।
- ১০টি জেলা হাসপাতালে ৮০টি আসনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমেট ন্যাশনাল বোর্ড (ডিএনবি) পাঠক্রম চালু হয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় এধরনের উদ্যোগ একেবারে প্রথম এবং তা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করবে। এটি ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে।
- বর্তমান মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ৩১৭টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও ৩১টি পোস্ট ডক্টরাল আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বর্তমান ও নতুন মেডিক্যাল কলেজে ১৭৯৫টি আসন (এমবিবিএস ও ডেন্টাল) বাড়ানো হয়েছে, যার ফলস্বরূপ মোট আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৫০।
- শিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৯টি নতুন নার্সিং ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়েছে। আরও ৫টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল এই বছরেই কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- ইতিমধ্যেই ৩৬৫টি নার্সিং আসন বাড়ানো হয়েছে এবং এই বছরের মধ্যেই আরও ৯৬০টি আসন যোগ করা হবে।
- নার্সিং কলেজ/নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে এখনও পর্যন্ত ২০টি দক্ষতা-বর্ধক ল্যাবরেটরি খোলা হয়েছে যা কর্মরত নার্সিং কর্মীদের দক্ষতা বাড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো। ২০১১ সালের আগে এই ধরনের দক্ষতাবৃদ্ধিকারী ল্যাবরেটরি ছিল না।

- জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সিঙ্গহেল্‌থ-র (সিঙ্গাপুর সরকার) কারিগরি সহায়তায় বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রায় ২৫০জন মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীকে অ্যাডভান্সড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

## স্বাস্থ্য বিমা প্রদান :

- 'স্বাস্থ্য সাথী' - পঞ্চায়েত কর্মী এবং আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ারকে এই অভিনব ক্যাশলেস গ্রুপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ৩৫ লক্ষেরও বেশি উপকৃতের নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং ১৩০০০-এরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন।

- ২০১১-১২-র ৪৫ লক্ষ থেকে আরএসবিওয়াই স্মার্ট কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা ২০১৬-১৭-তে ৬২ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে। বার্ন আউট রেশিও (বিমা কোম্পানির কাছে পেশ করা টাকার দাবি বনাম প্রদত্ত প্রিমিয়াম রাশি) ২০১১-১২-তে যা ৪৫ ছিল, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে ২৫২-তে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম, পরিবারে প্রধান হিসাবে মহিলাদের নামে আরএসবিওয়াই কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে।

## উদ্ভাবনী উদ্যোগ :

- ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের কনজেনিট্যাল কার্ডিয়াক ডিজিজেস, ক্লেফ্‌ট লিপ/প্যালেট ও ক্লাব ফুট সমস্যার জন্য বিনামূল্যে শল্য চিকিৎসার উদ্দেশ্যে 'শিশুসাথী' নামে একটি অভিনব কর্মসূচি চালু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১২০০০ শিশু এই পরিকল্পের অধীনে চিকিৎসা পেয়েছে।

- 'মধুরস্নেহ'— এসএসকেএম হাসপাতালে পূর্ব ভারতের প্রথম মানবদুগ্ধ ব্যাংক খোলা হয়েছে।

- স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংকও খোলা হয়েছে।

- কল্যাণীতে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। মাস্টার অব পাবলিক হেলথ-এ প্রথম ব্যাচ-এর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে২০১৬-য়।

- ৫টি মেডিক্যাল কলেজে (বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ, কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল ও এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ) টেলিমেডিসিন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক ও টেলিহেলথ পরিষেবার জন্য রাজ্যের এই বাজেট হাসপাতালগুলিকে লখনউ সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (SGPGIMS)-এর সঙ্গে টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয়েছে।

## স্বাস্থ্য প্রশাসন ঢেলে সাজা :

- জেলাস্তরে স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাজকে নিবিড়তর ও শক্তিশালী করে তুলতে ৮টি নতুন স্বাস্থ্য জেলা (৩টি নতুন প্রশাসনিক জেলাসহ) গড়ে তোলা হয়েছে কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, নন্দীগ্রাম, বিষ্ণুপুর, রামপুরহাট, ডায়মন্ড হারবার এবং বসিরহাটে।
- ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট লাইসেন্সিং-এর জন্য নতুন লাইসেন্সিং সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এটি অন্য কিছুর সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কযুক্ত নয় এবং সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন। ওয়েবসাইট থেকে ডিমেটিরিয়ালাইজ লাইসেন্স ডাউনলোডও করা যায়।
- ড্রাগ ইনডেন্টিং প্রোকিওরমেন্ট এবং ওষুধ সরবরাহকে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন করার জন্য নতুন স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এসএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে লেজার ও রেজিস্টার বই রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা এড়ানো যাবে।
- দপ্তরের সব বিভাগে অনাবশ্যক বিলম্ব এড়াতে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হয়েছে।

## অবদানের স্বীকৃতি :

- সরকারি মন্ত্রকে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাস্থ্যসম্মান পুরস্কার চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তর থেকে এখনও পর্যন্ত ৫০জন চিকিৎসক ও ৫০জন স্টাফ নার্স এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

# চিত্রপঞ্জি


ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ১
ফেয়ার প্রাইস ডায়ালিসিস ইউনিট ২
ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ ৩
মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব ৪
ওয়েটিং হাট ৫

# ছবি



১



২



৩



৪

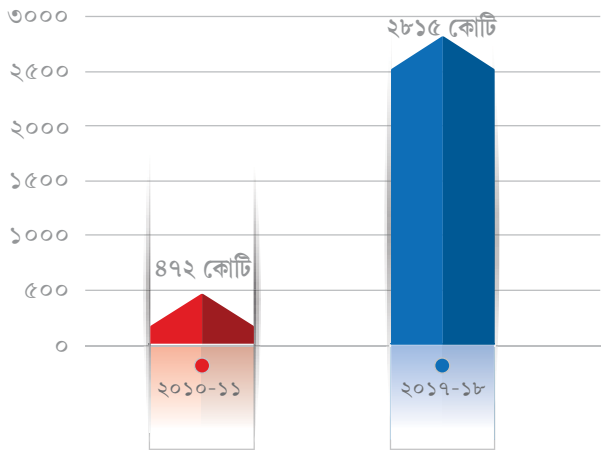


৫



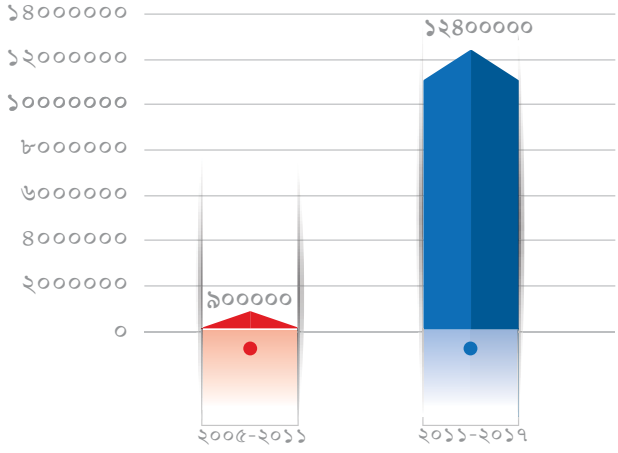
# সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

# লেখচিত্র



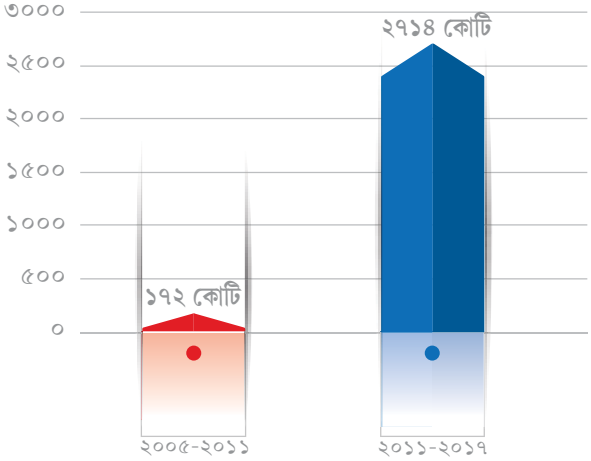

- প্রায় ৬ গুণ অভূতপূর্ব বৃদ্ধি
- উন্নয়নের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি

**পরিকল্পিত বাজেটের পরিমাণ (টাকায়)**



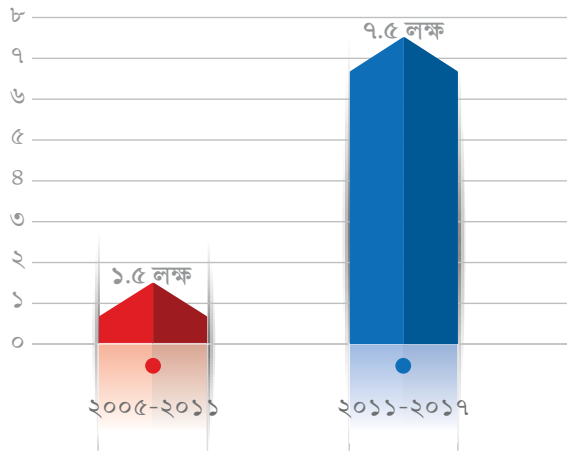

- প্রদত্ত বৃত্তির সাপেক্ষে দেশে শীর্ষস্থান
- ১৪ গুণেরও বেশি বিস্ময়কর বৃদ্ধি

**প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা**



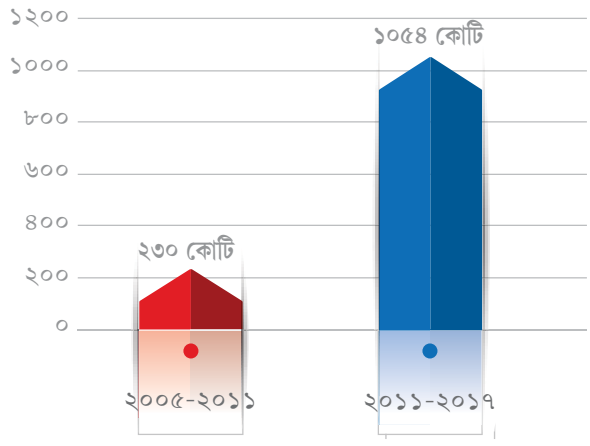

- মোট প্রদত্ত বৃত্তির সাপেক্ষে দেশে শীর্ষস্থান
- ১৫ গুণের বেশি বিস্ময়কর বৃদ্ধি

**প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ (টাকায়)**



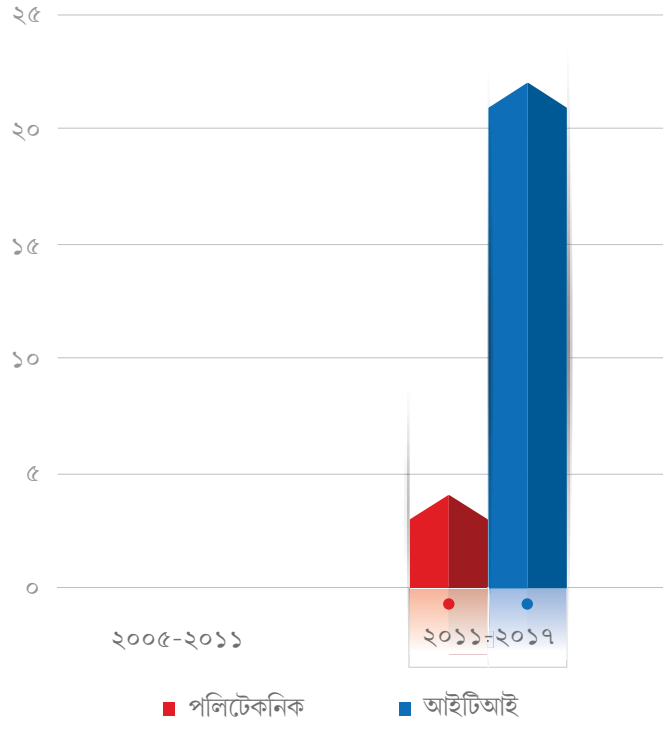

- ঋণ প্রদানের সংখ্যার সাপেক্ষে দেশে শীর্ষস্থান
- প্রায় ৫ গুণ সর্বকালীন রেকর্ড বৃদ্ধি

## ঋণ ও মাইক্রো ক্রেডিটের বিতরণের সংখ্যা




- প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের সাপেক্ষে দেশে শীর্ষস্থান
- প্রায় ৫ গুণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

## প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)




- কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর
- চাকরির সুযোগের ওপর গুরুত্ব

## নির্মিত পলিটেকনিক ও আইটিআই-এর সংখ্যা (সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## বাজেট বরাদ্দ ও সম্পদ সৃষ্টি :

- পরিকল্পিত বাজেট ২০১০-১১ তে ৪৭২ কোটি থেকে রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে ২০১৭-১৮ তে ২৮১৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।
- ৩১টি আইএমডিপি ব্লকে জরুরি পরিকাঠামোগত ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে আইএমডিপি (ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)-এর আওতায় ২০০ কোটিরও বেশি অর্থ ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- দ্বাদশ পরিকল্পনা কালে, এমএসডিপি (মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) তহবিল কাজে লাগানোর সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ২০১১-২০১৭ সময়কালে ১৫১টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় জরুরি পরিকাঠামোগত ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে ২৪০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- এই পরিকল্পনার আওতায় গ্রামীণ এলাকার জরুরি পরিকাঠামো বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১২,০০০-এর বেশি শ্রেণিকক্ষ, ১২,০০০-এর বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ১০০০-এরও বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৮০০০-এর বেশি পানীয় জল পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

## সরকারি ক্ষেত্রে ও উচ্চ শিক্ষায় সংরক্ষণ :

- নতুন আইন প্রণয়ন করে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা সম্প্রসারিত করে অতিরিক্ত ১০৭টি মুসলিম সম্প্রদায়কে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার ৯৭%-এর বেশি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
- সাধারণের জন্য আসন সংখ্যা না কমিয়েই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষায় সংরক্ষণ) আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৭% সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হয়েছে।
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষদের জন্য রাজ্য সরকারি চাকরিতেও ১৭% সংরক্ষণ প্রথা চালু হয়েছে।

## উন্নয়ন পর্ষদ :

- পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে আরও গুরুত্ব আরোপ করতে পশ্চিমবঙ্গ পাহাড়িয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১০ কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ হয়েছে।

## বৃত্তি ও ঋণ :

- ২০১১-২০১৭ সময়কালে ১ কোটি ২৪ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে (সর্বকালীন রেকর্ড), যা ২০০৫-২০১১ সময়কালের ৯ লক্ষ বৃত্তির তুলনায় অনেক বেশি।
- ২০০৫-২০১১ সময়কালের ১৭২ কোটি টাকার বৃত্তির তুলনায় ২০১১-২০১৭ সময়কালে ২৭১৪ কোটি টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

- ২০০৫-২০১১ সময়কালের ১.৫ লক্ষের তুলনায় ২০১১-১৭ সময়কালে প্রায় ৭.৫ লক্ষ সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থানের জন্য মেয়াদি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ পেয়েছে।
- ২০০৫-২০১১ সালের ২৩০ কোটির তুলনায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০৫৪ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়েছে।

## শিক্ষাগত উন্নতি:

- পার্ক সার্কাসে অতিরিক্ত ক্যাম্পাস-সহ নিউ টাউনে অত্যাধুনিক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার প্রকল্প ব্যয় ৫১৭ কোটি টাকা।
- যুবক-যুবতীদের কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও চাকরির সুযোগ তৈরির জন্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ৮টি নতুন পলিটেকনিক ও ৩৯টি নতুন আইটিআই নির্মিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৪টি নতুন পলিটেকনিক ও ২২টি নতুন আইটিআই তৈরি হয়েছে।
- নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যে ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এমন ৯টি মাদ্রাসা কাজ শুরু করেছে।
- সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বৈদ্যুতিন সাক্ষরতা প্রদানের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ দেশের কতিপয় রাজ্যের অন্যতম। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে রাজ্য জুড়ে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪১৯টি হস্টেল তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১৪৭টি হস্টেল চালু হয়ে গেছে।

## দক্ষতা উন্নয়ন ও নিয়োগ :

- বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষণ প্রকল্পকে ঢেলে সাজা হয়েছে। মডিউলার এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল (এমইএস)-এর অনুসরণে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১.৫ লক্ষ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৩০০০০ যুবক-যুবতীর আর একটি দল বর্তমানে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরির জন্য ৭৫০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৩০২ টি কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) তৈরি করা হয়েছে।

## আবাসন :

- পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য এবং রাজ্য সরকারের 'সবার জন্য আশ্রয়' অঙ্গীকার পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের আওতায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখনও পর্যন্ত ১.৫ লক্ষ আবাসন গৃহ গড়ে তোলা হয়েছে।

## ভাষার উন্নতি :

- সেইসব এলাকায় যেখানে ১০%-এর বেশি মানুষ উর্দু, নেপালি, গুরুমুখি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলেন, সেখানে এই ভাষাগুলিকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের ফলে এইসব ভাষায় কথা বলা মানুষের সরকারি দপ্তরে নিজেদের মাতৃভাষায় আদানপ্রদানের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ হয়েছে।

- গত ছয় বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু আকাদেমির বরাদ্দ ৫ গুণ বাড়ানো হয়েছে।

## সংখ্যালঘু ভবন :

- সংখ্যালঘু কল্যাণ কার্যাবলি একীভূত করার জন্য প্রতিটি জেলা সদর দপ্তরে সংখ্যালঘু ভবন খোলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এমন ১৯টি ভবন কাজ করছে।

## হজ তীর্থযাত্রা :

- ১০০ কোটি টাকা খরচে নিউ টাউনে 'মদিনাতুল হুজ্জাজ' নামে নতুন অত্যাধুনিক হজ ভবন নির্মিত হয়েছে।

- গত ছয় বছরে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহায়তায় প্রায় ৬০,০০০ হজযাত্রী তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেছেন। এটি একটি রেকর্ড।

## কবরখানার সীমানা প্রাচীর :

- মৃতদের মর্যাদা রক্ষার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৫০০ কবরখানার চতুর্দিকে সীমানা পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য ৩০০ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়েছে। এখনওপর্যন্ত প্রায় ১৭০০ কবরখানার প্রাচীর সম্পূর্ণ হয়েছে।

## ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সামাজিক কার্যকলাপ :

- স্কুল ও মাদ্রাসাছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানো, টীকাকরণ, শৌচ ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরিতে সরকারকে সাহায্য করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব ওয়াকফ এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৫,০০০ ইমাম ও মোয়াজ্জিনকে কাজে লাগিয়েছে। তাঁরা ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যও বোর্ড অব ওয়াকফকে সাহায্য করছেন।

# চিত্রপঞ্জি


আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহ ১
মাদ্রাসায় বৈদ্যুতিন সাক্ষরতা ২
ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা ৩
আইএমডিপি —পানীয় জল ৪
আইটিআই ৫
আইটিআই —কুশমুণ্ডি ৬
আইটিআই ৭
কর্মতীর্থ ৮
কেটিএস - ২ ৯
কেটিএস - ৩ ১০
কেটিএস - ৪ ১১

# ছবি


১


২


৩


৪


৫


৬


৭


৮


৯

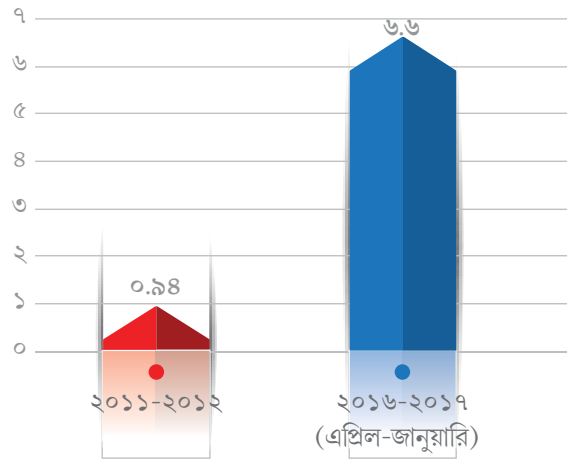

১০


১১

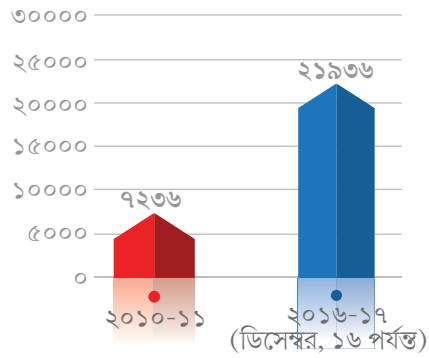


# শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ
# (বাণিজ্য ও শিল্প শাখা)

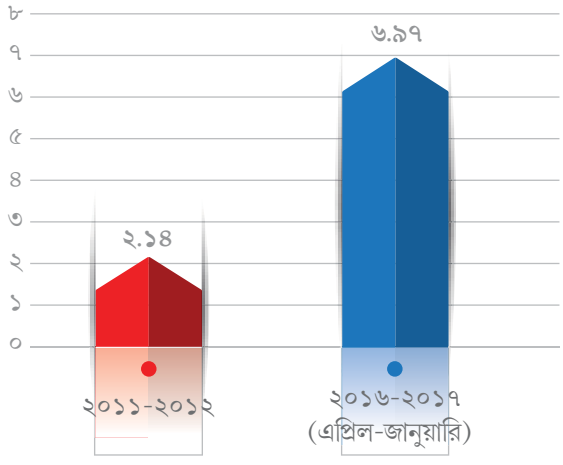
### পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উৎপাদনের (উৎপাদন) সূচক বৃদ্ধি



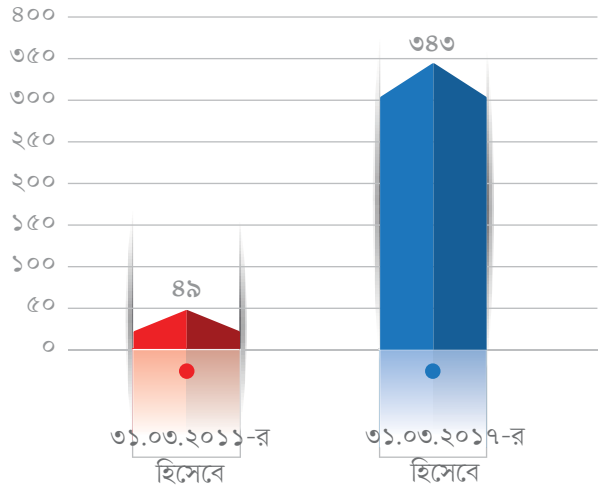

### মাঝারি, ছোটো এবং ক্ষুদ্র শিল্প (কোটি টাকায়)



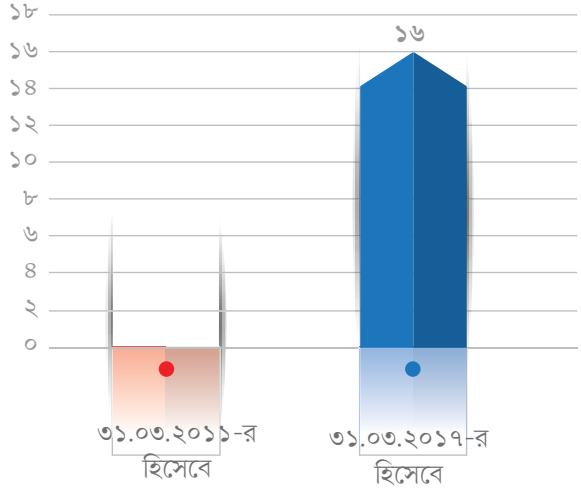

### পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উৎপাদনের (সাধারণ) সূচক বৃদ্ধি



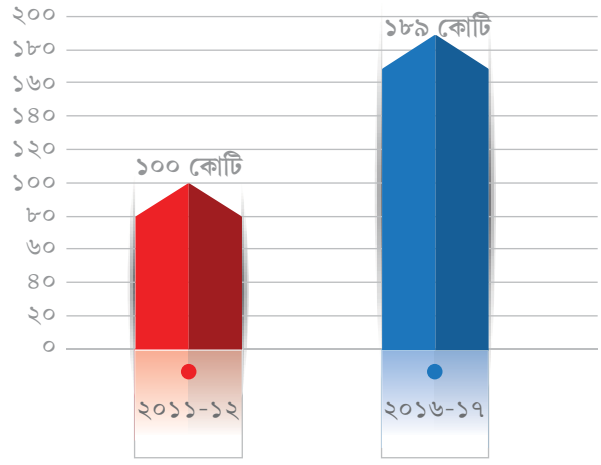
## শিল্পতালুক-এর সংখ্যা



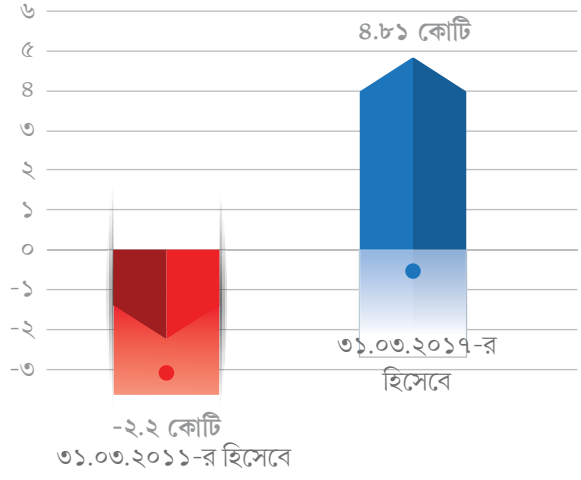

## চালু হওয়া গ্রামীণ হাট/শহুরে হাট/কর্মতীর্থের সংখ্যা



## মেলা এবং প্রদর্শনীতে ব্যবসার পরিমাণ (টাকায়)




## মঞ্জুষা চালাতে লাভ/ক্ষতি



## পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সাফল্য

- **পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবৃদ্ধির প্রধান সূচক : ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭**

রাজ্যে একটি **শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধির মুখ্য সূচক** হচ্ছে শিল্প উৎপাদনের সূচক বা **ইনডেক্স অব ইনডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন (আইআইপি)**। এই ছয় বছরে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি ২১ পৃষ্ঠার লেখচিত্রে লক্ষ করা যায়।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বের দূরদর্শিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- বাংলায় শিল্পবৃদ্ধির হার জাতীয় শিল্পবৃদ্ধির থেকে অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে, ২০১৫-১৬ সালে যেখানে ভারতে শিল্পবৃদ্ধির হার ৭.৩%, বাংলায় সেখানে শিল্পবৃদ্ধির হার ১০.৬%।
- শিল্প এবং শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য নীচে দেওয়া হল :

- **শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন;**
- **গত ছয় বছরে শুরু হওয়া নতুন শিল্প পার্ক ও উন্নয়ন কেন্দ্র :**
  - জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক, অঙ্কুরহাটি, হাওড়া
  - গারমেন্ট পার্ক, বজবজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
  - গোয়ালতোড় ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গোয়ালতোড়, পশ্চিম মেদিনীপুর
  - হরিণঘাটা ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হরিণঘাটা, নদিয়া
  - ফুড পার্ক (ফেজ-তিন), সাঁকরাইল, হাওড়া
  - কোচবিহার গ্রোথ সেন্টার, চকচকা, কোচবিহার
  - ফলতা ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফলতা
- **বিগত ছয় বছরে পুনর্গঠিত/উন্নীত শিল্প পার্ক/উন্নয়ন কেন্দ্র :**

**উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সাহায্যে পার্কগুলির পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক পরিকাঠামো সংস্কার করে এগুলিকে বিশ্বমানের করে তোলা হয়েছে**। ফলে, বেশ কিছু শিল্পোদ্যোগী গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগে উৎসাহী হয়েছেন। একটি ছোটো কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হল — শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির রাস্তায় সৌরচালিত আলোর ব্যবস্থা। এর আওতায় আসা প্রযুক্তি পার্ক ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি হল —

- ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যান, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বিদ্যাসাগর ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
- পানাগড় ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বর্ধমান
- প্লাস্টো স্টিল পার্ক, বরজোড়া, বাঁকুড়া
- উলুবেড়িয়া ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, হাওড়া
- খড়গপুর ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, পশ্চিম মেদিনীপুর
- ডাবগ্রাম ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, শিলিগুড়ি
- রানিনগর ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, জলপাইগুড়ি
- **গত ছয় বছরে ভারত এবং বিদেশের যে সমস্ত শীর্ষ সংস্থাগুলি রাজ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে বা শীঘ্রই করবে সেগুলি হল :**
  - বিএএসএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জার্মানি)
  - মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা
  - শাপুরজি পালোনজি
  - পেপসিকো ইন্ডিয়া (সম্প্রসারণ)
  - টাটা হিতাচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
  - ম্যাট্রিক্স ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড
  - বিএপিএল — অন্ডালে এয়ারপোর্ট
  - ওসিএল সিমেন্টস
  - জেএসডব্লিউ সিমেন্টস
  - শ্রী সিমেন্টস
  - আমুল ডেয়ারি
  - শ্রীরাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার
  - আদিত্য বিড়লা গ্রুপ (জয়শ্রী টেক্সটাইল) (সম্প্রসারণ)
  - এল অ্যান্ড টি
  - ফরিদা গ্রুপ (ভারতে বৃহত্তম জুতো রপ্তানিকারী সংস্থা)

- ফিউচার গ্রুপ (কিশোর বিয়ানি)
- সেইল — আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ
- আইটিসি — ইন্টিগ্রেটেড ফুড পার্ক
- আইটিসি — ইনফোটেক পার্ক
- সিইএসসি (আরপিজি গ্রুপ)
- এক্সাইড ইনডাস্ট্রিস
- বিআরজি গ্রুপ
- গ্লোবাস স্পিরিট
- সিপিএফ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
- আইনক্স এয়ার প্রোডাক্টস
- ব্রহম এনার্জি
- এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড
- আইআরসিটিসি
- রিলায়েন্স সিমেন্ট কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
- এইচ অ্যান্ড আর জনসন লিমিটেড
- টিআইএল লিমিটেড
- ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
- টিটাগড় ওয়াগন্স লিমিটেড
- টেক্সম্যাকো (অ্যাডভেঞ্জ গ্রুপ)
- হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ইত্যাদি।

- **অমৃতসর-কলকাতা শিল্প সড়ক প্রকল্প :** ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (ইডিএফসি) ধরে অমৃতসর কলকাতা শিল্প সড়ক (একেআইসি) তৈরির কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। **পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি** পর্যন্ত এই সড়কের দৈর্ঘ্য ১৮৩৯ কিমি.।
- পুরুলিয়ায় **রঘুনাথপুর ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক** প্রস্তাবিত **২৪৮৩ একর ব্যাপী ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার (আইএমসি)** গড়ে তোলার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

- **নতুন পদক্ষেপ : পেট্রোকেমিক্যালস এবং প্লাস্টিক শিল্পক্ষেত্র**

- ক্ষমতায় আসার পরে বর্তমান সরকার বিআইএফআর-এর অধীনে চলে যাওয়া হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডকে ক্ষতির মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। বর্তমানে এখানে পুরোদমে কাজ চলছে, নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতার ৯৭% ব্যবহৃত হয়েছে, **৩০০০-এর বেশি** মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।
- এর ফলে **২৫০০ অনুসারী প্লাস্টিক শিল্প ক্ষেত্রে কাঁচামালের জোগান** সম্ভব হয়েছে এবং **৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান** হয়েছে।
- পূর্বতন মিতসুবিসি কেমিক্যালস ঢেলে সাজা হয়েছে , **২৫০০ মানুষের কর্মসংস্থান** হয়েছে।

- **খনিজ শিল্পক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ :**

**রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি**

**ক) লঘু খনিজ (কোটি টাকায়)**

| বর্ষ | রয়্যালটি এবং সেস | বিড মানি | মোট |
|---|---|---|---|
| ২০১০-১১ | ৮৮.৬৬ | ০ | ৮৮.৬৬ |
| ২০১১-১২ | ১২১.৯৮ | ০ | ১২১.৯৮ |
| ২০১২-১৩ | ১৭৭.৪৪ | ০ | ১৭৭.৪৪ |
| ২০১৩-১৪ | ১৫৭.১ | ০ | ১৫৭.১ |
| ২০১৪-১৫ | ১০৭.১৯ | ০ | ১০৭.১৯ |
| ২০১৫-১৬ | ১৮০.৩৯ | ০ | ১৮০.৩৯ |
| ২০১৬-১৭ | ৩০২.৭৫ | ২২৫.৫ | ৫২৮.২৫ |

**খ) মুখ্য খনিজ (কোটি টাকায়)**

| বর্ষ | কয়লা | সিবিএম | মোট |
|---|---|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ১৬৪৩.৫৭ | ২২.০৪ | ১৬৬৫.৬১ |
| ২০১৫-১৬ | ১৬৬২.৪৭ | ২৩.৫৪ | ১৬৮৬.০১ |
| ২০১৬-১৭ | ১৭৭১.২১ | ২৪.০৬ | ১৭৯৫.২৭ |

- ২১০২ মিলিয়ন টন কয়লার মজুত ভাণ্ডার-সহ বীরভূমের **দেওচা পঞ্চমী হরিণসিংহ** কয়লাখনি অঞ্চলটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে আগামী পঞ্চাশ বছরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। এখানে খননের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে, এর জন্য ইতিমধ্যেই যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি গঠন করা হয়েছে।
- **কেআইওসিএল লিমিটেড** (একটি জাতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা)-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি সংস্থা গঠন করে **পশ্চিমবঙ্গে লৌহ আকরিক অন্বেষণ ও নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে** চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- নতুন নীতি বিধিবদ্ধ করে, পূর্বতন বিধির সংস্কার করে খনন সংক্রান্ত কাজকে আরও স্বচ্ছ, পরিবেশবান্ধব, সংহত ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা হচ্ছে।
- ২০১৬-১৭ সালে ১৯টি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন (ডিএমএফ) অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় শুরু হয়েছে। এই আদায়ীকৃত রাজস্ব খনিঅঞ্চলের সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগানো হচ্ছে।
- ২০১৫-১৬ সালে **সাতটি কয়লা খনি অঞ্চলের (কোল ব্লক) ইজারা দেওয়া হয়েছে** — ডব্লিউবিপিডিসিএল-এ ৪ টি, ডিপিএল-এ ১টি, ডিভিসি-তে ১টি এবং সিইএসসি-তে ১টি ব্লক।

- **নতুন পদক্ষেপ — কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে গ্যাস বণ্টন :**
- এই প্রকল্পের জন্য দ্য গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড পিএনজিআরবি-র অনুমোদন পেয়েছে। জিএআইএল এবং **জিসিজিএসসিএল-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি সংস্থা (JVC) এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করবে।**
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে **কলকাতা** এবং সংলগ্ন পাঁচটি জেলা **উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া** বিশেষ উপকৃত হবে। এর ফলে শুধুমাত্র গার্হস্থ্যক্ষেত্রেই নয় **পরিবহণ, বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রেও** এর সুফল পাওয়া যাবে।
- **বাংলাকে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা :**
- **বিশ্ববঙ্গ শীর্ষ বাণিজ্য সম্মেলন :**

  এই বিভাগ মিলন মেলা প্রাঙ্গণে তিনটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে :
- **বিজিবিএস ২০১৫ :** প্রথম সম্মেলনটি ২০১৫ সালের ৮ ও ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের কুড়িটি দেশ থেকে **২,৪৩,১০০ কোটি টাকা** বিনিয়োগের প্রস্তাব আসে
- **বিজিবিএস ২০১৬ :** দ্বিতীয় সম্মেলনটি ২০১৬ সালের ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ২৬টি দেশ থেকে **২,৫০,২৫৩.৭৪ কোটি টাকা** বিনিয়োগের প্রস্তাব আসে।

  **২০১৫-এর সম্মেলনে** প্রস্তাবিত **১,০৮,৮৩৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ** এবং **২০১৬-এ সম্মেলনে** প্রস্তাবিত **৭৮,৬০৪.৬৩ কোটি টাকার** বিনিয়োগ **রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে** আছে।

**বিজিবিএস ২০১৭ :** বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন-এর তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭ সালের ২০ ও ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল সুরটি ছিল — 'বাংলায় আসুন এবং উন্নয়নের সওয়ার হন', এই সম্মেলনে ভারত-সহ **২৯টি দেশের** বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করেন।

- কেন্দ্রীয় সরকারের বিমুদ্রাকরণের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তা সত্ত্বেও **২,৩৫,২৯০.০৩ কোটি টাকার** বাণিজ্যিক ঘোষণা, ব্যাবসায়িক তথ্যাদি আদান-প্রদান, আগ্রহের প্রকাশ ও বিনিয়োগের প্রস্তাব দুদিনের সম্মেলন থেকে উঠে এসেছে।
- আকর্ষণীয় বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্যকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রগতিশীল নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।
- **বিজিবিএস ২০১৭ সালে অংশগ্রহণকারী দেশ :**
  - জাপান
  - ইতালি
  - পোল্যান্ড
  - জার্মানি
- **এছাড়াও যে সমস্ত দেশের থেকে বিরাট সংখ্যক বাণিজ্য-প্রতিনিধিরা এসেছেন —**
  - রাশিয়া
  - দক্ষিণ কোরিয়া
  - চিন
- **সম্মেলনের নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য :**

**ভেন্ডর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম— পরিবেশ ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজা এবং তার মাধ্যমে উৎপাদন-শিল্পকে আকৃষ্ট করার জন্য মাহিন্দ্রা এবং ফিউচার গ্রুপের** নেতৃত্বে ভেন্ডর উন্নয়ন কর্মসূচি পালিত হয়।

**এএসইএএন ব্যবসায়িক উন্নয়ন বৈঠক** — 'রাইজিং বেঙ্গল ইন এমার্জিং এশিয়া' শীর্ষক একটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। শিক্ষাব্রতী এবং ব্যবসায়ীরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

**পোশাক এবং সজ্জা** — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একটি বৈঠক আয়োজিত হয়।

- **বন্দর এবং জাহাজ শিল্পে নতুন পদক্ষেপ :**
- **তাজপুর বন্দর :** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুরে একটি গভীর সামুদ্রিক বন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য। প্রথম পর্বে আনুমানিক **৪৮০০ কোটি টাকা** ব্যয়ে প্রস্তাবিত বন্দরটি ১৭৮ হেক্টর অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হবে।

- **ভোরসাগর বন্দর :** রাজ্য সরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরদ্বীপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের কাছে সাগরদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করতে দ্রুত একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছে। পূর্ব ভারতের বার্ষিক কুম্ভমেলা ক্ষেত্র হিসেবে সাগরদ্বীপ২০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী এবং পর্যটককে আকর্ষণ করে।
- **ব্যবসা করার সুবিধা এবং অনলাইন পরিষেবা :**
- সরকার রাজ্যে শিল্পস্থাপনের প্রক্রিয়া সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কিছু বিশেষ পরিষেবা চালু করেছে যেমন — অনলাইনে নিবন্ধীকরণ, ভ্যাট, সিএসটি, পিটি-র আদান-প্রদান, বিনোদন কর এবং প্রবেশ কর, বৃহৎ শিল্পগুলির জন্য এক জানালা (শিল্পসাথী) প্রকল্প।
- রাজ্য সরকার গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি হল বিদ্যুৎ, জল এবং পয়ঃপ্রণালী সংযোগ ব্যবস্থা, সরকার নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ সংযোগ, সম্পত্তি নথিভুক্তকরণ এবং টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালু করেছে।
- সরকার ব্যবসা শুরু করার পূর্বশর্ত হিসাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়া থেকে ৪৯টি শিল্পক্ষেত্রকে অব্যাহতি দিয়েছে।
- বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলির সুবিধার্থে অনলাইন 'সিঙ্গল উইনডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' নামে একটি ইন্টারনেটভিত্তিক সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য জরুরি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ১১টি বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।
- **শিল্পসাথী সিঙ্গল উইনডো পরিষেবার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া নিশ্চিত করা গিয়েছে —**
  - জমির মিউটেশনের ছাড়পত্র পাওয়ায় সময়সীমা ২১ দিন।
  - জমির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পাওয়ার সময়সীমা ৩০ দিন।
  - নতুন কিছু স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (ডব্লিউবিপিসিবি)-এর অনুমোদন পাওয়ার সময়সীমা —
    - রেড ক্যাটেগরি — ৬০ দিন
    - অরেঞ্জ ক্যাটেগরি — ৩০ দিন
    - গ্রিন ক্যাটেগরি — ১৫ দিন
  - নতুন কিছু পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন পাওয়ার সময়সীমা —
    - রেড ক্যাটেগরি — ৬০ দিন
    - অরেঞ্জ ক্যাটেগরি — ৩০ দিন
    - গ্রিন ক্যাটেগরি — ১৫ দিন
  - ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টের অধীনে নথিভুক্ত করে লাইসেন্স পাওয়া এবং তার নবীকরণের সময়সীমা ৬৫ দিন ধার্য করা হয়েছে।

- ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ছাড়পত্র পাওয়ার সময়সীমা ১৫-৩০ দিন।
- ভূতলস্থ জল ব্যবহারের ছাড়পত্র পাওয়ার সময়সীমা ২১ দিন।
- ১২৫ কে ভি এ পর্যন্ত বৃহৎ বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার সময়সীমা ১৫ দিন।
- ফায়ার লাইসেন্স পাওয়ার সময়সীমা ৬০ দিন।

- **চা বাগানগুলির পুনরুজ্জীবন :**

- এই দপ্তরের অধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের আওতাভুক্ত ৫টি চা বাগান নির্বাচিত নিলামকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন ক্রেতাদের এই বাগানের ইজারা দেওয়া হচ্ছে যাতে বাগানগুলির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। মালিকানা বদলের সময় কোনও কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়নি।

- **প্রশংসনীয় কাজ :** ২০১৫-১৬ সালের অডিট পর্যবেক্ষণ করে সিঅ্যান্ডএজি কর্পোরেশনের কাজের উৎকর্ষের প্রশংসা করে বলেছে যে 'এই সংস্থা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে চা বাগান বিক্রির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, উন্নততর মূল্যায়ন নির্ধারণ এবং কর্মচারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বিধি মেনে চলেছে'।

**ক. গৃহীত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি :**

১. **গুচ্ছ উন্নয়ন :** পাশাপাশি এলাকায় একই ধরনের ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পগুলির উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগী মনোভাব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

২. **সর্বাঙ্গীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্প উন্নয়ন স্কিম :** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১১,১৫৩ জন তাঁতিকে ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে।

৩. **গ্রামীণ হস্তশিল্প কেন্দ্র (আরসিএইচ) এবং গ্রামীণ হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আরসিসিএইচ)** — বিশ্বের দরবারে বাংলার হস্তশিল্পকে তুলে ধরতে এবং কারিগরদের স্থায়ী জীবিকার বন্দোবস্ত করতে ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ইউনেস্কোর সঙ্গে কাজ শুরু হয়েছে। নয়টি জেলার দশটি হস্তশিল্প এবং ৩,০০০ কারিগরকে এর আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করে **গ্রামীণ হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আরসিসিএইচ)** গড়ে তোলা হয়েছে। এর আওতায় রাজ্যের ১৫টি অঞ্চলের লোকগীতি ও লোকনৃত্য অন্তর্ভুক্ত করে অঞ্চলগুলিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

৪. **মসলিন প্রকল্প :** মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং মালদহ জেলার **৩,০০০ তাঁতিকে** এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ **৬২ কোটি টাকা**।

৫. **বালুচরি প্রকল্প :** বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যশালী বালুচরি শাড়ি প্রস্তুতকারী ২০০০ তাঁতশিল্পীকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটে বালুচরি শাড়ির বিপণি খোলা হয়েছে।

৬. **মাদুর প্রকল্প :** পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের **২৫০০ কারিগরকে** এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। তাঁদের উপযুক্ত পরিকাঠামো, প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ এবং বিপণনে সহায়তা প্রদান করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

৭. **কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের পুনরুজ্জীবন :** একটি বৃহৎ চর্ম শিল্পতালুক হিসাবে এটিকে গড়ে তোলা হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে চামড়ার জুতোর পার্ক। বর্তমান সিইটিপি গুলির উন্নয়ন ছাড়াও দুটি নতুন সিইটিপি গঠন করার প্রক্রিয়া চলছে।

৮. **বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প পার্ক গঠনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রকল্প :** ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক অ্যান্ড টেক্সপ্রো অনুমোদিত প্রকল্পগুলির অধীনে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এমন ৩০টি পার্ক গঠন করা হয়েছে।

৯. **পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প মূলধন তহবিল :** এই শিল্পক্ষেত্রের সহায়তার উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে।

১০. **তাঁতি সাথী :** তাঁতযন্ত্র নেই এমন তাঁতিদের তাঁতযন্ত্র ও সহযোগী সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁতিদের জীবিকা অর্জন সুনিশ্চিত হয়েছে।

১১. **কর্মতীর্থ :** কারিগর, তাঁতি ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পে নিযুক্ত মানুষদের বিপণন এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তাদানের জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৪২টি কর্মতীর্থের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যে ৫৪টি আইসিঅ্যান্ডই বিভাগের অধীনে।

১২. **শহুরে/গ্রামীণ হাট :** সারাবছর বিপণনের সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রামীণ কারিগর এবং তাঁতিদের জন্য এই হাটগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের পরিকাঠামো-সহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

১৩. **পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডলুম সার্কিট উন্নয়ন প্রকল্প :** কারিগর ও তাঁতশিল্পীদের সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য টিইঅ্যান্ডটি বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে।

১৪. হাওড়া জেলায় ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি শিল্পতালুক গড়ে তোলা হয়েছে। এই কেন্দ্র সম্প্রসারণের পরিকল্পনাটি তৈরি করেছে ক্রাইসিল। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় কয়েকটি অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৫. জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়ক সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ করিডোর (আই জি সি) তৈরির কাজ চলছে।

১৬. সিনার্জি এমএসএমই একটি অনন্য পরিষেবা প্রদানকারী উদ্যোগ। এক ছাতার তলায় ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত সকল রকমের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সাল থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত রাজ্যস্তরের একটি সিনার্জি ও আঞ্চলিক স্তরের ১১টি সিনার্জি অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

**খ. বিগত ছয় বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের একঝলক**

১. ২০১৩ সালে এমএসএমই নীতি, বয়ন সংক্রান্ত নীতি (২০১৩-১৮) সূচনা হয়েছে

২. ২০১৬ সালে 'স্টার্ট আপ পলিসি' (নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার নীতি) গৃহীত হয়েছে

৩. রাজ্যে মাঝারি, ছোটো ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ব্যাংক ঋণ **১,২২,৮৭৫ কোটি টাকা** (ডিসেম্বর ২০১৬ অবধি)

৪. হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে ৪৫৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে

৫. **২৯৪টি** (এম এস এম ই — ১৭৫, হ্যান্ডলুম — ৭৭, খাদি — ৪২) নতুন গুচ্ছ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

৬. **৮টি** শহুরে ও গ্রামীণ হাট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, ৭টির কাজ শেষ হয়েছে।

৭. এমএসএমই গুলি **৬০০ কোটি** টাকার উৎসাহ ভাতা লাভ করেছে।

৮. ৫৪টি কর্মতীর্থ (বিপণন পরিকাঠামো) গড়ে তোলা হচ্ছে। গত এক বছরে ১০টির কাজ শেষ হয়েছে।

৯. বিভিন্ন মেলা এবং প্রদর্শনীগুলিতে **৭১৭ কোটি টাকার** বাণিজ্য হয়েছে।

১০. গত তিন বছর ধরে তন্তুজ এবং মঞ্জুষা লাভের মুখ দেখেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তন্তুজ এবং মঞ্জুষা ৬.১৯ কোটি ও ৪.৮১ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

১১. ৮টি বিশ্ববাংলা শোরুম গড়ে তোলা হয়েছে এবং চালু হয়ে গেছে।

১২. ইউনেস্কোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ১০টি গ্রামীণ হস্তশিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

১৩. স্কিম অব অ্যাপ্রুভড ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং টেক্সপ্রোর যৌথ সহায়তায় ২৯৩৫ একর এলাকা জুড়ে **মোট ৩০টি** ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এই এলাকায় সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৭২,৬০০ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ৯,৮৭,০০০ জনের।

১৪. ২০১৫ সালে এমএসএমই মূলধন তহবিলের সূচনা করা হয়। এই তহবিলের বরাদ্দ অর্থ **২০০ কোটি টাকা**। ৩৯টি প্রস্তাব আসে, ১৯টি প্রস্তাব বিবেচিত হয়, ১০টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে ৩টি-কে ইতিমধ্যেই অর্থপ্রদান করা হয়েছে।

১৫. **প্রায় ৪০০০ উদ্যোগপতি ফিনান্স ক্লিনিকের** সহায়তায় গত দেড় বছরে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ পেয়েছেন।

১৬. সিএসআইআর, কলকাতার সহায়তায় **প্রযুক্তি সহায়তা কেন্দ্র (টিএফসি)** গড়ে তোলা হয়েছে। এই কেন্দ্র ১৮৩টি শিল্পতালুক এবং ১০টি গ্রামীণ হস্তশিল্প তালুককে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে।

১৭. তাঁতি সাথী প্রকল্পের অধীনে **৬২,২০০ জনের বেশি** তাঁতিকে তাঁতযন্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে।

১৮. **৫,৩১,৭৭২** জন কারিগরকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

১৯. **৫,৩১,০৭৫** জন তাঁতশিল্পীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

২০. **www.myenterprisewb.in** নামে একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টাল ব্যবহার করে '**সিঙ্গল অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে**'-এর মাধ্যমে অনলাইন আবেদন নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়েছে।

২১. গত দেড় বছরে **২৩টি ইনডাস্ট্রি ফেসিলিটেশন সেন্টারের** (আইএফসি) মাধ্যমে **৭৬০০টিরও বেশি** ছাড়পত্র এবং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই আইএফসি গুলি জেলাস্তরে এক ছাতার নীচে সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা।

২২. **রাজ্যস্তরের একটি সিনার্জি এবং আঞ্চলিক স্তরে ১১টি সিনার্জি অনুষ্ঠানের** মাধ্যমে **৪৮,৫০০** জনের বেশি ব্যবসায়ী উপকৃত হয়েছেন।

২৩. **এমএসএমই ফিনান্স পোর্টালের (www.msmebengalinvest.in)** মাধ্যমে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট পেশার লোকেদের যোগাযোগের পথ সুগম হয়েছে। প্রতিটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য অনলাইন ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন ২০১৭

২ বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন ২০১৬

৩ বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন ২০১৫

৪ সিনার্জি এমএসএমই ২০১৩

৫ সিনার্জি হুগলি ২০১৭

৬ সিনার্জি বাঁকুড়া ২০১৭

৭ কল্যাণী ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, প্রথম দফা, গয়েসপুর, নদিয়া

৮ কর্মতীর্থ; বামনগোলা, মালদা

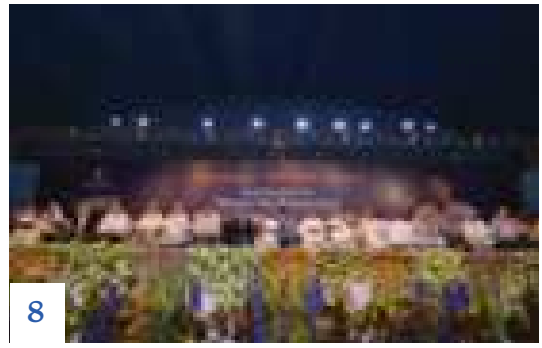
# ছবি


১


২



৩


৪


৫


৬

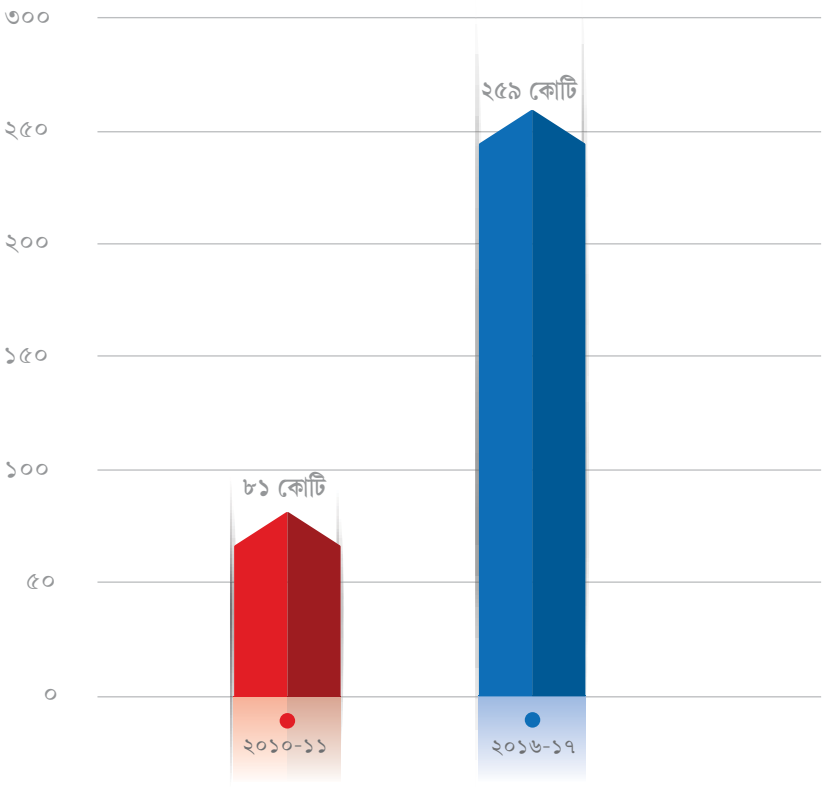

৭


৮



# স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক

# লেখচিত্র




- বিপুল পরিমাণ— প্রায় তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি
- শান্তি ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বজায় রাখার দিকে বাড়তি নজর

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) খাতে বরাদ্দ অর্থ (টাকায়)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## আইন-শৃঙ্খলা :

- রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ। কোনও বড় ধরনের হিংসা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটেনি।
- জঙ্গলমহল এবং দার্জিলিঙের পরিস্থিতি স্বাভাবিকই আছে।
- খুন, চুরি, ডাকাতি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা কমছে।
- এনসিআরবি (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো)-র সদ্য প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী কলকাতায় মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের সংখ্যা সবচেয়ে কম।
- মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সরকার কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।
- এইসব উন্নয়নগুলি প্রতিফলিত হয়েছে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)-এর পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে, এই পরিমাণ ২০১০-১১ সালে ছিল ৮১ কোটি, ২০১৬-১৭ সালে বেড়ে হয়েছে ২৫৯ কোটি টাকা।

## সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও :

- রাজ্যজুড়ে শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখার পাশাপাশি সরকার পথনিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ। পথদুর্ঘটনা কমানোর জন্য সরকার 'সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও'— প্রচার অভিযান শুরু করেছে।
- এই উদ্যোগের অধীনে নাগরিকদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে সরকার নিবিড় প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। এজন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ির ড্রাইভার, অটো ড্রাইভার এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পৃথক ভাবে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
- কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা এলাকার ব্যস্ত মোড়গুলিতে ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ১১০০টি সিসি টিভি ক্যামেরা, ১৬টি এলইডি স্ক্রিন, ১০টি স্পিড লেজার গান, স্পিড এনফোর্সার ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আওতায় থাকা নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ এলাকায় টহলদারির জন্য ২৫টি ভ্যান রাখা হয়েছে।
- এছাড়াও, গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত রাস্তা ও মোড়গুলিতে ড্রাইভারদের সচেতন করার জন্য গাড়ির গতিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিরাতে এই সমস্ত ব্যস্ত মোড়গুলিতে বেপরোয়া গতির গাড়ি আটকানোর জন্য লোহার রেলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

## স্থলসীমান্ত চুক্তি :

- ১৯৭৪-এর ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত চুক্তি সর্বশেষ সংশোধন করে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে।
- ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহলকে কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই এলাকার আয়তন ৭,০০০ একর এবং জনসংখ্যা ১৫,০০০।

- পূর্বতন ছিটমহলের এইসব বাসিন্দাদের মূল স্রোতে যেভাবে আহ্বান করা হয়েছে—
  - খাদ্য সাথী পরিকল্পের আওতায় এসেছে ১০০ শতাংশ
  - জব কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড পেয়েছে ১০০ শতাংশ।
  - জমি জরিপ-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ভূমিলেখ্য সংশোধনের কাজ চলছে।
- রাজ্য সরকার পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেচ এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছে।
- স্থায়ী নিয়োগের লক্ষ্যে এঁদের ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছে। এঁদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ৬০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।
- এছাড়াও পূর্বতন বাংলাদেশি ভূখণ্ডে থাকা পূর্বতন ভারতীয় ছিটমহলের ২০০ পরিবারভুক্ত ১০০০ জন ভারতীয়কে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
- তাঁদের মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, দিনহাটা এই ৩টি পুনর্বাসন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।
- এক মাস ধরে তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্যাম্পেই।
- রাজ্য সরকার পরিবার পিছু ৩০ কেজি চাল, ৫ কেজি ডাল, ৫ লিটার কেরোসিন, ১ কেজি গুঁড়ো দুধ, ৫ লিটার সরষের তেল, ১.৫ কেজি আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

## কমিউনিটি পুলিশের কাজ :

- স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতী ও স্থানীয় ক্লাবগুলিকে নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
  - পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জন্য  জঙ্গলমহল কাপ
  - পার্বত্য জেলাগুলিতে হিমল-তরাই-ডুয়ার্স কাপ
  - সুন্দরবন এলাকায় সুন্দরবন কাপ
  - কোচবিহার জেলায় কোচবিহার কাপ
- কলকাতা পুলিশের আওতায় তিনটি নতুন কমিউনিটি পুলিশ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে :
  - দুঃস্থ যুবক যুবতীদের জন্য 'গোলজ্' এবং 'সম্পর্ক'
  - স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের আত্মরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য 'সুকন্যা' প্রকল্প

## আত্মসমর্পণকারী বাম চরমপন্থীদের কল্যাণের জন্য গৃহীত প্রকল্প :

- ২০১১-১৭ সালের মধ্যে আত্মসমর্পণকারী ২২০ জন বাম চরমপন্থীকে সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে যাতে তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারেন। আরও ১০০ জন আত্মসমর্পণকারী বাম চরমপন্থীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।
- আত্মসমর্পণকারী ২০৫ জন বাম চরমপন্থীকে বিভিন্ন জেলায় বিশেষ হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছে। আরও ২০ জনকে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

## পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজা :

- শিলিগুড়ি, বারাকপুর, বিধাননগর, আসানসোল-দুর্গাপুর এবং হাওড়ায় ৫টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট গঠন করা হয়েছে।
- ৭টি নতুন পুলিশ জেলা গঠনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে— ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, সুন্দরবন, ডায়মন্ড হারবার ও বারুইপুর।
- ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে ১০৮টি নতুন থানা, উপকূলবর্তী থানা এবং সাইবার থানা গড়ে তোলা হচ্ছে।
- প্রস্তাবিত ৭৩টি মহিলা থানার মধ্যে ৪৮টি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।
- ২০১৫ সালের 'জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট'-কে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের সব থানাগুলিকেই 'শিশুবান্ধব' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

## কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি :

- ২০১১-২০১৭ সালে পুলিশ বাহিনীতে ৪০,০০০ পদ তৈরি হয়েছে এবং তার মধ্যে ২৪,০০০ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।
- এই একই সময়কালের মধ্যে ১,৫০,০০০ সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়ার ও ৪,০০০ ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে।

## পুলিশ পরিকাঠামোর উন্নয়ন :

- বাম চরমপন্থী প্রভাবিত ৩টি জেলায় ১৮টি সুরক্ষিত থানা গঠন করা হয়েছে।
- হরিদেবপুর, বাঁশদ্রোণী, পাটুলি থানার নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে। ওয়াটগঞ্জ এবং পার্ক স্ট্রিট থানার নতুন বাড়ি হয়েছে এবং সেখানে আবাসনও হয়েছে।
- পাটুলি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, ওয়াটগঞ্জ, টালিগঞ্জ মহিলা থানার ভবন খুব কম সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছে।
- বারাকপুরে স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পুলিশ অ্যাকাডেমিতে একটি বিশ্বমানের সুইমিং পুল এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

## পুলিশ পরিকাঠামো উন্নয়নের যে কাজগুলি চলছে :

- হাওড়ার কামারডাঙা এসটিপি এলাকায় কলকাতা পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।
- সালুয়ায় একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে।
- তিনটি বাম চরমপন্থী প্রভাবিত জেলাতে নিরাপত্তা বাহিনীর বসবাসের জন্য একটি বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইএস) নেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে ৬৪টি নতুন থানার ভবন তৈরির কাজ চলছে।

- বিধানগর পুলিশ লাইন, ব্যারাক এবং পূর্ব বিধাননগর থানার নির্মাণ কার্য চলছে।
- ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুলিশ পরিকাঠামোর নানাভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় পরিকাঠামো উন্নয়ন অনুমোদন লাভ করেছে, কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।
- নিউ মার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, শ্যামপুকুর, নারকেলডাঙা, বেহালা, লেক এবং কালীঘাট থানার বাহ্যিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।

### বিচার সহায়ক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার :

- নিষ্পত্তি না হওয়া কেসের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সব বিভাগে নিষ্পত্তি না হওয়া কেসের সংখ্যা শূন্য (বায়োলজি ও বিস্ফোরক সংক্রান্ত কেস ব্যতীত)।

### পার্বত্য বিষয়ক :

- ২০১২ সালে জিটিএ অ্যাক্টের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫টি দপ্তর জিটিএ অ্যাক্টের অধীনে নিজেদের অফিস তৈরির কথা ঘোষণা করেছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ গত ছয় বছরে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য ৩৯২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।
- সরকারের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলে দার্জিলিং জেলা ও ডুয়ার্স অঞ্চলের পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। উন্নয়নমুখী নানা প্রকল্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হয়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র অঞ্চলে বর্তমানে শান্তির পরিবেশ বজায় রয়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে কালিম্পং-কে একটি পৃথক জেলা ও মিরিক-কে পৃথক মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ১৬টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ-সহ অন্যান্য উন্নয়নমুখী প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ৩২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- পার্বত্য এলাকায় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত তিনধরিয়া এবং পাগলাঝোরার মধ্যবর্তী ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক, সেবক ও সিকিমের মধ্যবর্তী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সংস্কার চলছে। এএইচ-২ এবং এএইচ-৪৮-এর নির্মাণের কাজ চলছে। এই দুটি সড়ক চালু হলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সিকিম, নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভূটানের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে।
- পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করে চলেছে। কালিম্পং-এ মর্গ্যান টুরিস্ট সংলগ্ন এলাকায় ৮টি কটেজ গড়ে তোলা হয়েছে। লেপচা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে কালিম্পঙ-১ এবং সুখিয়াপোখরি ব্লকে ২টি সাংস্কৃতিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। কালিম্পং-এ ১০০টি আসনসম্পন্ন একটি ইয়ুথ হস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে ইতিমধ্যেই ২৯.৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২ কোটি টাকা খরচ করে বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে ৪টি একজিকিউটিভ শ্রেণির বাস এবং স্থানীয় জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য ৪টি ছোটো গাড়ি কেনা হয়েছে। দার্জিলিঙের টাইগার হিলে একটি পরিবেশবান্ধব টুরিস্ট লজ গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম টাইগার সাফারি হিসাবে শিলিগুড়ি রয়্যাল টাইগার সাফারি গড়ে উঠেছে।

- সুকনাও ে মাঙ্গরজঙেম ডেলস্কুল,দ ার্জিলিং-এঅ ারকেএসপি গ ড়ে তোলাহ য়েছে।২ ০১৭-১৮'রশি ক্ষাবর্ষেম ডেলস্কুলগুলিতে পঠন-পাঠন চালু হবে। পেডং এবং গরুবাথানে দুটি ডিগ্রি কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। কালিম্পং-এ একটি নতুন আইটিআই এবং একটি পলিটেকনিক কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। গরুবাথানে আরও একটি আইটিআই তৈরির কাজ চলছে। কার্শিয়াং-এর ডাওহিলকে একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমালয়ান সেন্টার গড়ে তোলার কাজ চলছে।
- পার্বত্য এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কালিম্পং-এ একটি হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (HDU) গড়ে তোলা হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় ৮টি এসএনএসইউ গড়ে তোলা হয়েছে। শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ ২টি সিসিইউ গড়ে তোলা হয়েছে। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং এবং নকশালবাড়িতে ৪টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করা হয়েছে। কার্শিয়াং-এ একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি ১০০ বেডের ইএসআই হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে শিলিগুড়িতে। এছাড়াও ৪টি উপকেন্দ্র কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।
- পরিবেশবান্ধব এবং গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে, নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে, কৃষি এবং উদ্যানপালন ক্ষেত্রে, এছাড়া আতিথেয়তা ও নিরাপত্তা পরিষেবা (নিরস্ত্র) বয়নশিল্প ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সরকার প্রস্তাব রেখেছে। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য হিমল-তরাই-ডুয়ার্স ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ বারাকপুরে জি + ৩ ব্যারাক - ৩৮০৫ কোটি টাকা

২ গোপীবল্লভপুরে (বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকায়) সুরক্ষিত থানা - ২ কোটি টাকা

৩ হরিদেবপুর থানা (কলকাতা) - ৪.৫০ কোটি টাকা

৪ লালগড়ে (বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকায়) সুরক্ষিত থানা - ২ কোটি টাকা

৫ সারেঙ্গা (বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকায়) সুরক্ষিত থানা - ২ কোটি টাকা

৬ টালা (কলকাতায়) ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুল - ২.৬২ কোটি টাকা

৭ কোটশিলা (বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকায়) সুরক্ষিত থানা - ২ কোটি টাকা

৮ জলপাইগুড়িতে মহিলা থানা - ১ কোটি টাকা

৯ কোটশিলা (বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত এলাকায়) সুরক্ষিত থানা - ২ কোটি টাকা



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯



## অর্থ

## সমষ্টিগত অর্থনীতির সূচক সমূহ

ক. ২০১৬-১৭-তে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি স্থিরমূল্যে ৯.২৭% যেখানে একই সময়ে তুলনামূলকভাবে সারা ভারতে বৃদ্ধি ৭.১%।

খ. ২০১৬-১৭-তে উপাদান মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের মোট মূল্যযুক্ত বৃদ্ধি (জিভিএ) ৮.৯৯%, যেখানে সারা ভারতের ক্ষেত্রে তা স্থিরমূল্যে ৭%।

গ. শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উৎসাহব্যঞ্জক বৃদ্ধি ৭.২৪% যেখানে সারা ভারতের ক্ষেত্রে মোট যুক্তমূল্যের নিরিখে সেটি ৫.২%।

ঘ. পশ্চিমবঙ্গে পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ১১.১৯%, সারা ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তমূল্যের নিরিখে সেটি ৮.৮%।

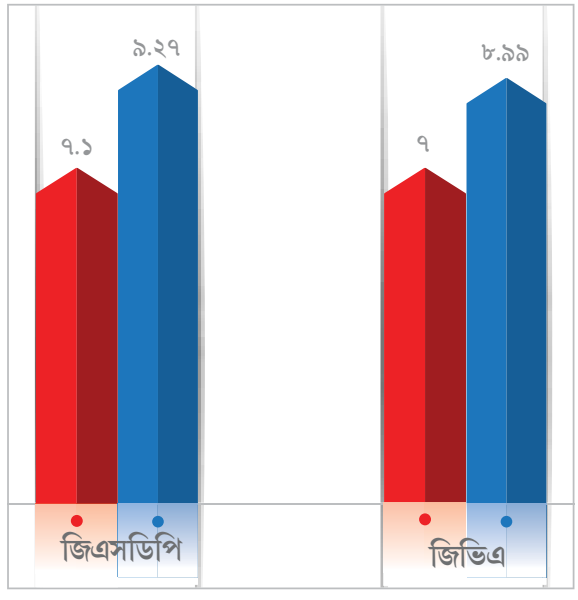
ঙ. রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (২০০৪-০৫ ভিত্তিবর্ষ) সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

| | ২০১০-২০১১ | ২০১৬-২০১৭ |
|---|---|---|
| রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকায়) | ৪,৬০,৯৫৯ | ৯,৮৯,৯৬৫ |

রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকায়)




২০১৫-১৬-তে বৃদ্ধির হার (%)



## রাজস্ব পরিচালন

### ১. ঋণ পরিচালন

বার্ষিক ঋণ রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ থেকেছে। গত ৬ বছরে ঋণ এবং রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত নিরবচ্ছিন্নভাবে হ্রাস পেয়েছে।

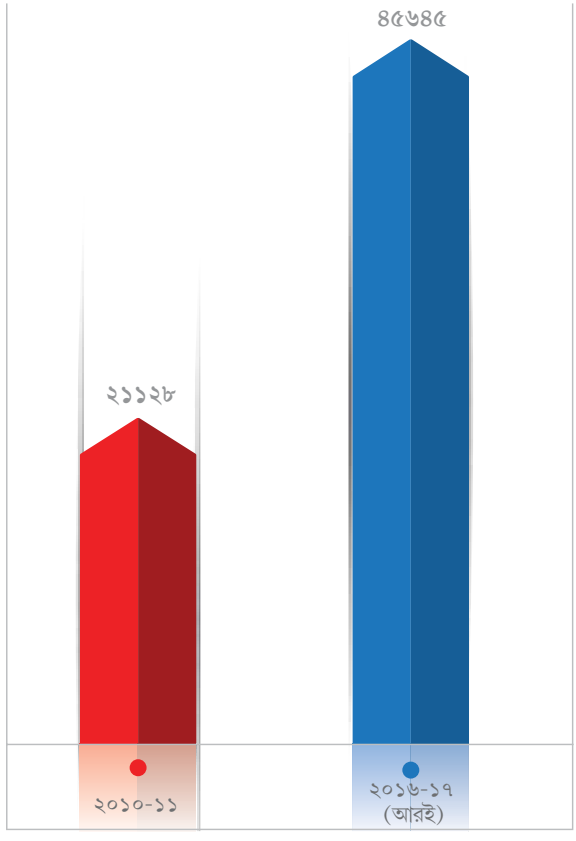
### ২. রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্ব

ক. ই-গভর্ন্যান্স কর বিধির সরলীকরণ, বাধ্যতামূলক মূল্যযুক্ত কর রিটার্ন দাখিল, ই-রেজিস্ট্রেশন, করের ক্ষেত্রে ই-প্রদান, ই-স্ট্যাম্পিং, বৈদ্যুতিন ফেরতলাভ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার।

খ. বাণিজ্য কর, আবগারি ও মুদ্রাঙ্ক ও নিবন্ধন অধিকারের ব্যাপক পুনর্গঠন।

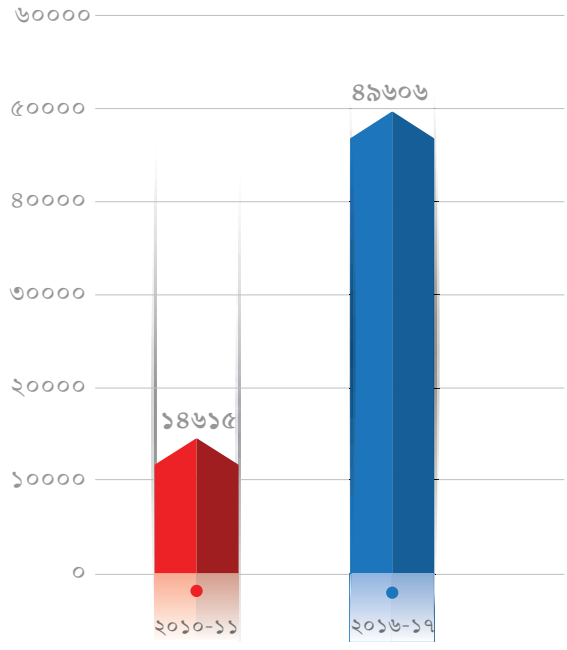
গ. পরিপূরক পণ্য-প্রবেশ কর প্রবর্তনের মাধ্যমে কর ভিত্তির বৃদ্ধি, মূল্যযুক্ত করের হার বৃদ্ধি, বাজারের হারের সঙ্গে চক্র-হারের সামঞ্জস্য বিধান, প্রথম দফার আবগারি কর আদায় দেশি ও বিদেশি মদের অতিরিক্ত লাইসেন্স, দেশি মদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিক্রয়মূল্য ভিত্তিক আবগারি কর আদায় ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি।

ঘ. রাজ্যের **নিজস্ব কর রাজস্বের মোট আদায় দ্বিগুণেরও বেশি** হয়েছে। ২০১০-১১ সালে যা ছিল ২১,১২৮ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫,৬৪৬ কোটি টাকায়।



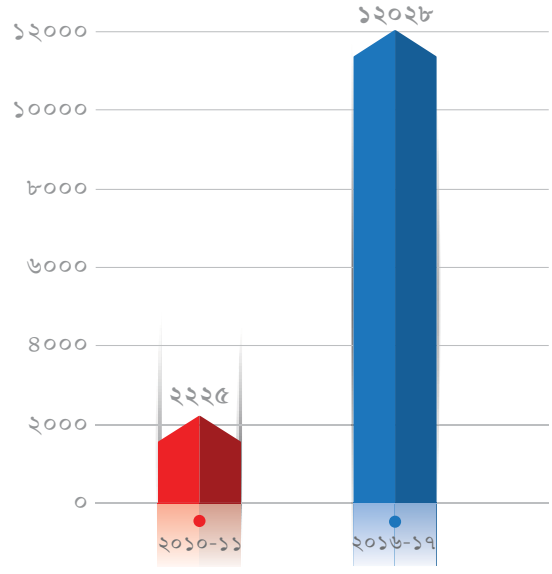
## ৩. যোজনা খাতে ব্যয়

রাজ্য যোজনার মোট ব্যয় ৩.৫ গুণ বেড়েছে। ২০১০-১১-তে যা ছিল ১৪,৬১৫ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯,৬০৬ কোটি টাকা।




## ৪. মূলধনী ব্যয়

মূলধনী ব্যয় বেড়েছে ৫.৫ গুণ। ২০১০-১১-তে যা ছিল ২,২২৫ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,০২৮ কোটি টাকা।

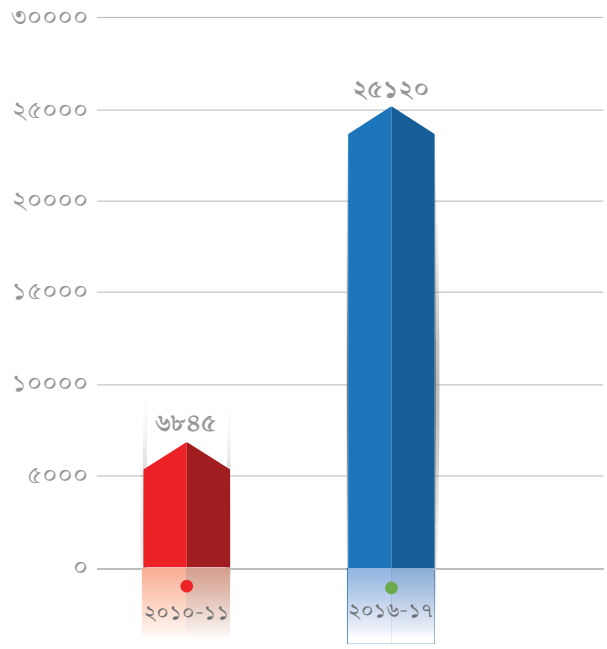


## ক্ষেত্র-ওয়ারি ব্যয়

### ১. সামাজিক পরিকাঠামো :

(শিক্ষা, ক্রীড়া, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান, আবাসন, তথ্য ও সম্প্রচার, শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ, তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ ও পুষ্টি)।

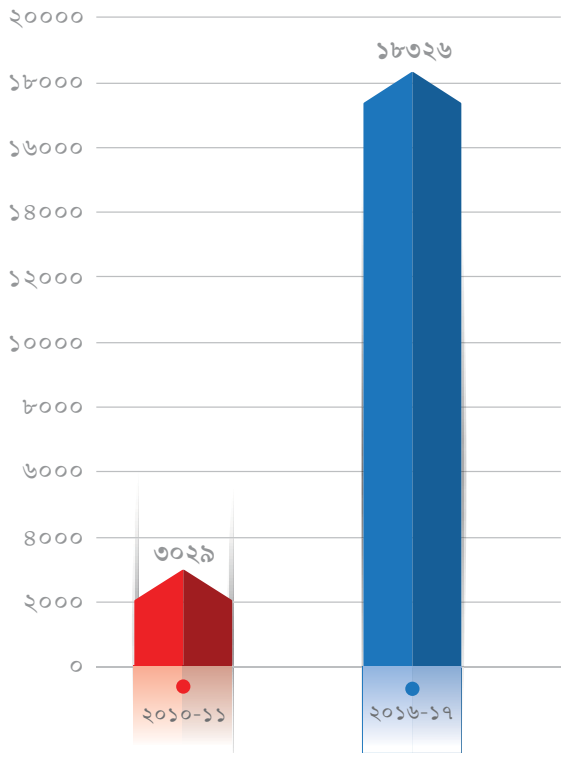
**সামাজিক পরিকাঠামো খাতে ব্যয় বেড়েছে ৩.৫ গুণ**। ২০১০-১১-তে যা ছিল ৬,৮৪৫ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫,১২০ কোটি টাকা।



## ২. কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র তৎসহ গ্রামোন্নয়ন :

(কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ, গ্রামোন্নয়ন, বিশেষ এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি এবং সেচ ও বন্যা এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত)।

**কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে ৬ গুণেরও বেশি**। ২০১০-১১-তে যা ছিল ৩,০২৯ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩২৬ কোটি টাকা।

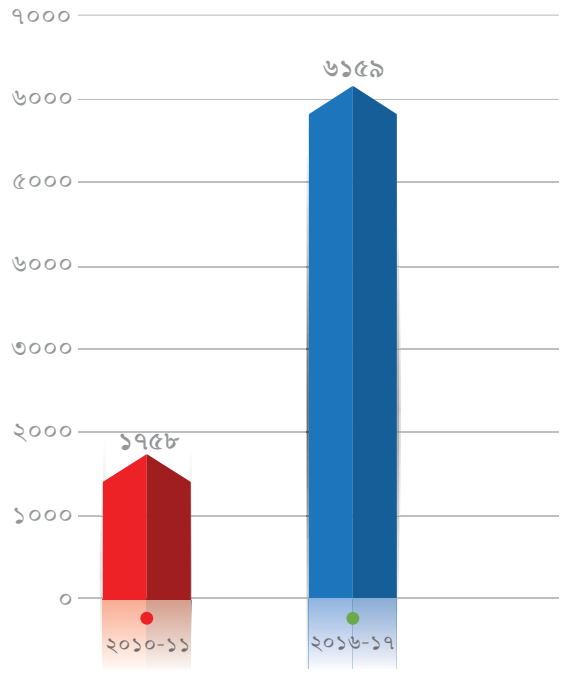


### ৩. বাহ্যিক পরিকাঠামো :

(শক্তি, শিল্প ও খনিজ, পরিবহণ, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ, সাধারণ অর্থনৈতিক পরিষেবা এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত)।

**বাহ্যিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় ৩.৫ গুণ বেড়েছে**। ২০১০-১১-তে যা ছিল ১,৭৫৮ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,১৫৯ কোটি টাকা।

বাহ্যিক পরিকাঠামো (কোটি টাকায়)




## অর্থবিষয়ক পরিচালন

১. রাজ্য সরকারের উন্নততর অর্থবিষয়ক ও আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থার জন্য ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন **ইনটিগ্রেটেড ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএফএমএস) প্রবর্তিত হয়েছে**। কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৩.৩২ কোটি সুবিধা প্রাপক যথাক্রমে তাঁদের বেতন, পেনশন, বৃত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই অনলাইনে পাচ্ছেন। আইএফএমএস দেশের মধ্যে বৃহত্তম G2G ও G2C ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্প।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পোর্টাল **ই-কুবের**-এর সঙ্গে ট্রেজারিগুলোকে সরাসরি সমন্বিত করে **সুবিধা প্রাপকদের অনলাইন আদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম।**

**IFMS ব্যবস্থাকে কম্পিউটার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া**-নিহিলেন্ট ই-গর্ভন্যান্স অ্যাওয়ার্ড, ২০১৫ **সেরা সম্মানে ভূষিত** করেছে।

২. **সরকারি প্রাপ্তি বিষয়ক পোর্টাল ব্যবস্থার প্রবর্তন (Government Receipts Portal System GRIPS) :** কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব/সরকারি ফি অনলাইন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা সমন্বিত পোর্টাল প্রবর্তিত হয়েছে। সরকারের প্রায় ৯০% রাজস্ব অনলাইনে জমা পড়েছে।

৩. **ই-পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে** ৬ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয় শিক্ষক এবং পঞ্চায়েত/পৌর সভার কর্মচারীদের সুবিধার জন্য **অনলাইন** দরখাস্ত গ্রহণ, দরখাস্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং সময় মতো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন সংক্রান্ত পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. ২০১২ থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তর, স্থানীয় শাসনমূলক সংস্থা ও আধাসরকারি ধাঁচের (Parastatal) সংস্থায় ৫ লক্ষ টাকার বেশি টেন্ডারের ক্ষেত্রে **ই-টেন্ডারিং** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

## কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি

### নিবন্ধন অধিকার

১. **ই-নথিকরণ** ব্যবস্থা রূপায়ণের মাধ্যমে সমস্ত রেজিস্ট্রেশন অফিসে সম্পত্তি নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

২. নাগরিকদের নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাবলি অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে www.wbregistration.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নাগরিকদের **অনলাইন পরিষেবা** দেওয়া হচ্ছে :

   ক. স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্যের নির্ধারণ

   খ. অনলাইন স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান

   গ. নিবন্ধীকৃত দলিলের ক্ষেত্রে অনলাইন সার্চিং ব্যবস্থা

   ঘ. নিবন্ধীকৃত দলিলের স্ক্যান করা কপি অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা

   ঙ. দীর্ঘ অপেক্ষমানতা ও অস্বাভাবিক বিলম্ব পরিহার করার জন্য কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

   চ. দলিল নিবন্ধনের পর একই সঙ্গে নামপত্তন।

৩. অনলাইন সার্চিং ও পুরনো নথিপত্র যাচাইয়ের সুবিধার্থে পুরনো হাতে লেখা রেকর্ড ডিজিটাইজ করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে।

৪. নিবন্ধকারী জনসাধারণকে দ্রুত ও বাধাহীন পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন অফিসে ৫১টি সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৫. **রাজস্ব সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছে।** ২০১০-১১-তে যা ছিল ২,৪১৮ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা হয়েছে ৪,৩২৮ কোটি টাকা।

### বাণিজ্য কর অধিকার

১. ২০১১-১২ সালে বৃত্তিকর-সহ বাণিজ্য কর ব্যবস্থার সর্বজনীন কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। **বাণিজ্য কর অধিকারে ই-গভর্ন্যান্স**

**ব্যবস্থা জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার, স্বর্ণ ময়ূর পুরস্কার, জাতীয় রৌপ্য পুরস্কার, স্কচ পুরস্কার ও সিআইআই অ্যাপ্রিসিয়েশন-সহ ৯টি জাতীয় পুরস্কার ও প্রশংসা অর্জন করেছে।**

**গত ছয় বছরে রাজস্ব সংগ্রহ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে,** আগে যা ছিল ১৮,৩৬৭ কোটি টাকা, সেটি বর্তমানে হয়েছে ৩১,৮৯৮ কোটি টাকা।

২. **কর প্রশাসনের সংস্কার :**

ক. ২০১৫-১৬ সাল থেকে কর প্রদান ও ফেরতলাভের ব্যবস্থা অনলাইন করা হয়েছে।

খ. নিবন্ধন, নিবন্ধন সংশোধন, রিটার্ন দাখিল, বিধিবদ্ধ ফরম প্রস্তুতি এবং আপিল দাখিল করার ব্যবস্থা অনলাইন করা হয়েছে। এই কাজগুলো এখন কাগজহীন এবং বাহ্যিক হস্তক্ষেপমুক্ত।

গ. ২৪ ঘণ্টা কাজের সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধভাবে নিবন্ধন অনুমোদিত হচ্ছে। হাতে হাতে কপি জমা দেওয়া ও প্রাক্-নিবন্ধন যাচাই প্রক্রিয়ার বিলোপ সাধন করা হয়েছে।

ঘ. ছোটো ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে নিবন্ধনের সীমাক্ষেত্র ৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ করা হয়েছে।

ঙ. ফেরতলাভের প্রক্রিয়ার সরলীকরণ হয়েছে।

চ. আধিকারিকদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে কর নির্ধারণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ''ঝুঁকি ভিত্তিক বাছাই'' ব্যবস্থার প্রবর্তন করে করদাতাদের অবাঞ্ছিত হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কর নির্ধারণের সংখ্যায় হ্রাস।

ছ. অপেক্ষাকৃত উত্তম টিডিএস ও টিসিএস সংগ্রহের জন্য আইএফএমএস ব্যবস্থার সঙ্গে টিডিএস-কে যুক্ত করা হয়েছে। **টিডিএস সংগ্রহে চার (৪) গুণ বৃদ্ধি হয়েছে।** ২০১১-১২ সালে টিডিএস সংগ্রহ ছিল যেখানে ৩৩৫.৩৪ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৩৫.৫৮ কোটি টাকা।

## আবগারি অধিকার

১. **সম্পদ সংগ্রহ :**

২০১০-১১ সালে সংগৃহীত **আবগারি রাজস্বের পরিমাণ** ছিল ১,৭৬৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ সালে **তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে** ৫,১৯৯ কোটি টাকা হয়েছে।

২. **সহজসাধ্য ব্যবসাবাণিজ্য এবং স্বচ্ছতা :**

ক. **লাইসেন্স প্রথার সংস্কার :**

বিদেশি মদের পানশালা থেকে বে-আইনিভাবে মদের বোতল বিক্রয় বন্ধ করার জন্য বিদেশি মদের পানশালায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলা, দেশি মদের দোকানকে বিদেশি মদ বিক্রয়ের ও বিদেশি মদের দোকানকে দেশি মদ বিক্রয়ের অতিরিক্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা নতুন কোনও দোকান না খুলেও বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়েছে।

খ. **ই-গভর্ন্যান্স :**

ই-আবগারি নামে একটি সর্বাঙ্গীন ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিভাগের বেশিরভাগ কাজের জন্য আবেদন জমা করা, সেগুলোকে

প্রক্রিয়াবদ্ধ করা ও সরবরাহের কাজ অনলাইন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। এর দ্বারা স্বচ্ছতা ও দক্ষতার উচ্চ মানে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে পরিষেবা-প্রার্থীদের আবগারি বিভাগের দপ্তরে আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। ২০১৫ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের একটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের আবগারি বিভাগ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

### গ. কিউআর কোড ভিত্তিক হলোগ্রাফিক সুরক্ষা লেবেল :

পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ও বোতলজাত প্রত্যেক মদের বোতলের গায়ে **কিউআর কোড ভিত্তিক হলোগ্রাফিক সুরক্ষা লেবেল** সাঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিউআর কোড প্রতিটি মদের বোতলের মদ বিশিষ্ট উপায়ে চিহ্নিত করতে পারে। এটি ইলেকট্রনিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে উক্ত পণ্যের নির্ভেজালত্বকে যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

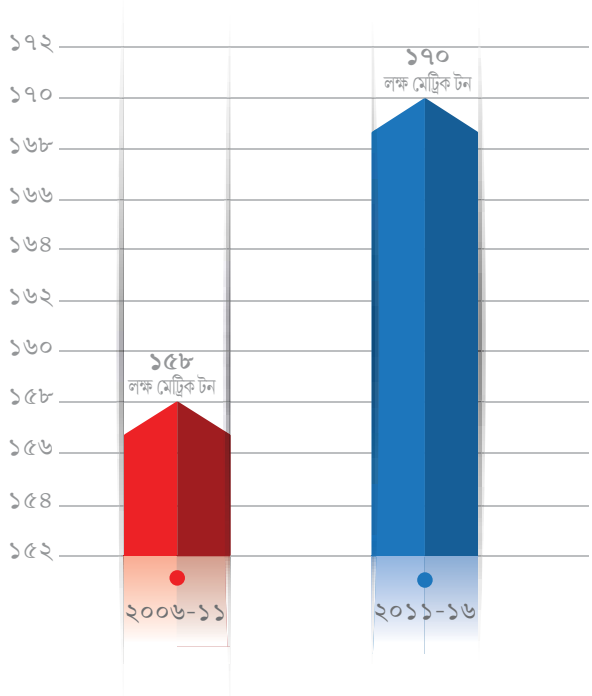
### ৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড (ডব্লিউবিএসবিসিএল) প্রতিষ্ঠা :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বিভারেজেস কর্পোরেশন লিমিটেড) নামে একটি নতুন পানীয় নিগম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র রাজ্যে মদের বিতরণ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ যাতে অবৈধ/নকল/ভেজাল মদ বাজারে আসা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।



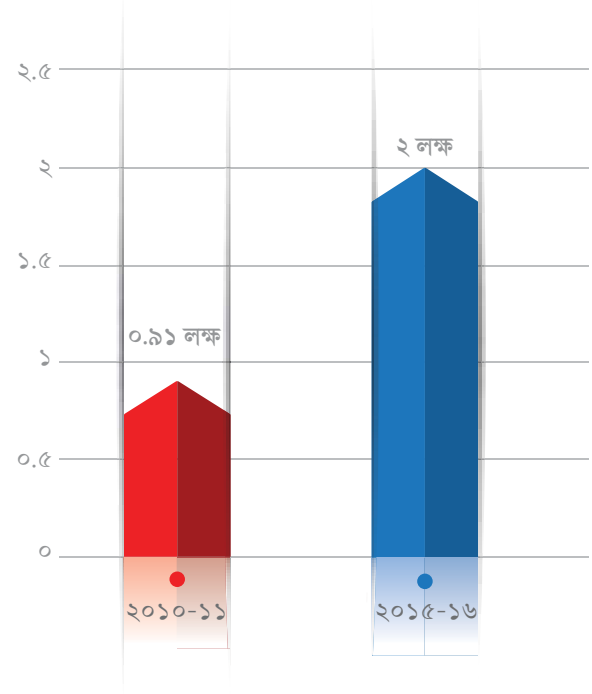
# কৃষি

# লেখচিত্র



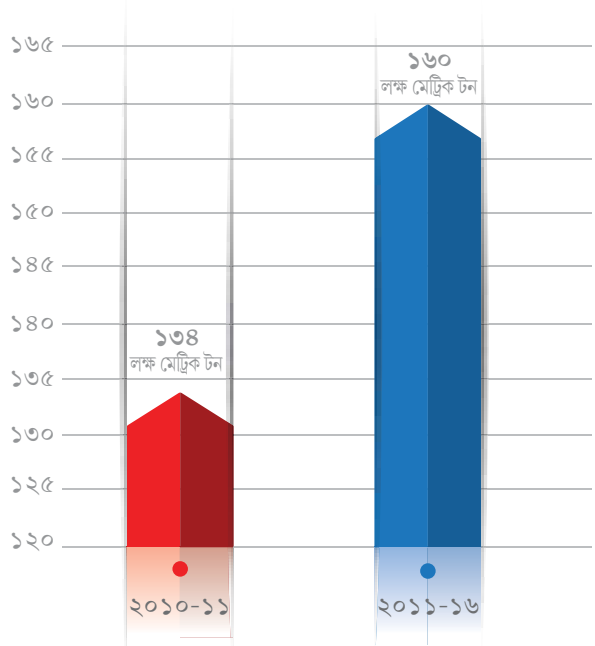

- খাদ্যশস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি
- পরপর পাঁচ বার 'কৃষি কর্মন' পুরস্কার

**বার্ষিক গড় খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)**



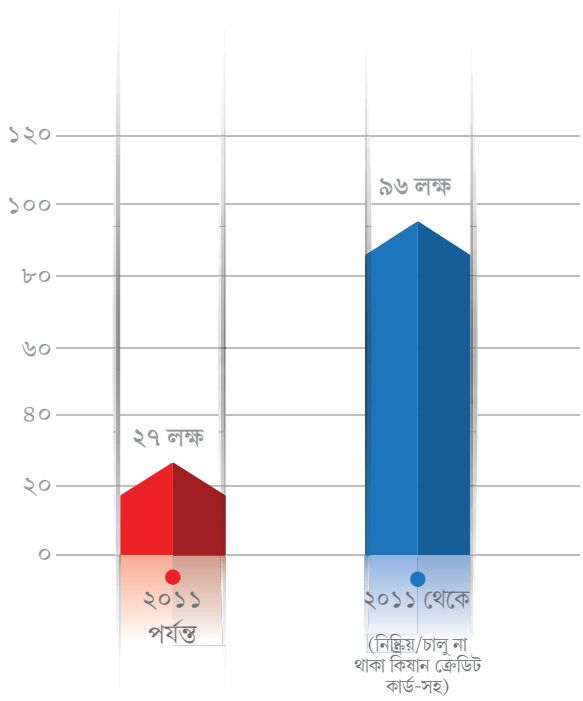

- কৃষকের পারিবারিক আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি
- কৃষক ও তার পরিবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি

**কৃষকের পারিবারিক আয় (টাকায়)**




- চাল উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধি
- দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রাখা

**চাল উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)**




- এখনো পর্যন্ত ৬৯ লাখের বেশি কিষান ক্রেডিট কার্ড বণ্টন
- কৃষকের পরিশোধসাধ্য ঋণ প্রদান

**কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) বণ্টন**

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- কৃষি কর্মন পুরস্কার (ভারত সরকারের) পরপর পাঁচ বছর রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে ::
  - ২০১১-১২ সালে ডাল উৎপাদন
  - ২০১২-১৩ সালে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন
  - ২০১৩-১৪ সালে মোট দানাশস্য উৎপাদন
  - ২০১৪-১৫ সালে তৈলবীজ উৎপাদন
  - ২০১৫-১৬ সালে ডাল উৎপাদন

  খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির নিরিখে।

- গত ছয় বছরে কৃষি থেকে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। সাম্প্রতিকতম তথ্য অনুযায়ী, কৃষকের বার্ষিক পারিবারিক আয় ২০১০-১১-তে ৯১০০০ টাকা থেকে একলাফে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে ২,০০,০০০ টাকায় পৌঁছে গেছে।

- এক সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্য সরকার কৃষিজমিতে কর মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে শুধু কৃষকদের সমস্যা কমবে তাই নয়, ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন এবং আয় বাড়াতেও সাহায্য করবে।

- কৃষকদের জমি হস্তান্তরের আগে 'সিঙ্গুর প্রকল্প এলাকা' কৃষির উপযুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য শস্য ছাড়াও ইতিমধ্যেই ২৩০ একর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে।

- মানবজাতিকে খাদ্য সরবরাহ ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণে মাটির গুরুত্ব এবং কৃষকদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতে এই প্রথম ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর 'মাটি উৎসব' পালিত হয়ে আসছে। বর্ধমানে 'মাটি তীর্থ-কৃষি কথা' নামে একটি স্থায়ী প্রদর্শন চত্বর তৈরি করা হয়েছে। এই অভিনব অনুষ্ঠানটি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রশংসা পেয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেই কতিপয় রাজ্যগুলির অন্যতম যারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে সাধ্যের মধ্যে থাকা ভাড়ায় আধুনিক বৃহৎ কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কাস্টম হায়ারিং সেন্টার তৈরি করেছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে প্রায় ৬০০টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার তৈরির জন্যে গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের ৪০ কোটি টাকার ওপর ভরতুকি দেওয়া হয়েছে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যাতে দরিদ্র কৃষকদের শস্যের ক্ষতি না হয়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফলভাবে ও সময়মতো 'বাংলা ফসল বিমা যোজনা' রূপায়িত করেছে। নিজের দেয় অর্থরাশির সঙ্গে কৃষকদের ১০০ শতাংশ প্রিমিয়াম-ও সরকার দিয়ে দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এর আওতায় এসেছেন ৩১ লক্ষ কৃষক।

- ২০১৫-১৬ সালে একটি অভিনব সয়েল হেলথ কার্ড (এসএইচসি) পরিকল্প চালু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা ও বিভিন্ন শস্যের জন্যে সার ও অণু-সারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পরামর্শ সহ এসএইচসি বণ্টন। এখনো পর্যন্ত কৃষকদের প্রায় ৩১ লাখ এসএইচসি প্রদান করা হয়েছে।

- তিনটি নতুন কৃষি মহাবিদ্যালয় খোলা হয়েছে সাধনপুরে, ছাতনায় (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে) এবং তপনে (উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে)।

উৎপাদন ও অধীনস্থ এলাকার বৃদ্ধি :

- বার্ষিক গড় খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০০৬-২০১১-তে ১৫৮ লক্ষ মেট্রিক টনের জায়গায় বেড়ে ২০১১-২০১৬-তে ১৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে (লক্ষ মেট্রিক টন) এসে দাঁড়িয়েছে।
- ২০১৫-১৬-তে প্রায় ১৬০ লাখ মেট্রিক টন লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে চাল উৎপাদনে তার শীর্ষস্থান স্থান ধরে রেখেছে। প্রবল বন্যা সত্ত্বেও যা ২০১০-১১-র উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি।
- গত ছয় বছরে, বিভিন্ন শস্য উৎপাদনকারী এলাকার প্রসার ও উৎপাদিত শস্য যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে।

নীচে পরিসংখ্যান দেওয়া হল —

- ভুট্টা উৎপাদন, যথাক্রমে প্রায় ৭৩% ও ৮৮%
- ডাল উৎপাদন, যথাক্রমে প্রায় ৩৫% ও ৪৭%
- খাদ্যশস্য উৎপাদন, যথাক্রমে প্রায় ১৪% ও ২০%
- তৈলবীজ উৎপাদন, যথাক্রমে প্রায় ১৭% ও ২৬%
- চাল উৎপাদন, যথাক্রমে প্রায় ১২% ও ১৯%

মাটিভিত্তিক কাজকর্ম :

- কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে জনশিক্ষা প্রসার, বার্ষিক ব্লক কৃষি মেলা (এখনো পর্যন্ত ১৬৭০টি আয়োজিত হয়েছে), মহকুমা স্তরে কৃষি মেলা (এখনো পর্যন্ত ৪৮টি আয়োজিত হয়েছে) এবং জেলা কৃষি মেলা (এখনো পর্যন্ত ১৭টি আয়োজিত)-র মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি ও বর্তমান সরকারি পরিকল্প বিষয়ে তথ্য প্রদান।
- এই প্রথম ব্লকস্তরে কৃষকেরা কৃষক রত্ন ও রাজ্যস্তরে কৃষক সম্মান পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন।

## কৃষি ঋণ :

- কৃষকরা যাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পান ও গ্রামীণ কুসীদজীবীদের হাত থেকে রক্ষা পান, তার জন্যে ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ 'ইউনির্ভাসালাইজেশন অফ কেসিসি (কিষান ক্রেডিট কার্ড)' প্রচার কার্য শুরু করে। এখনো পর্যন্ত গত ছয় বছরে ৬৯ লাখেরও বেশি কিষান ক্রেডিট কার্ড বণ্টিত হয়েছে, সেখানে ২০১১ সাল পর্যন্ত ২৯ লাখ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বণ্টিত হয়েছিল।
- পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের প্রথম রাজ্য যেখানে সরকারি ভরতুকি সরাসরি কৃষকদের কিষান ক্রেডিট কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয় (২০১২-১৩-তে শুরু হওয়া) কৃষিপণ্য কেনার জন্য এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩৩০ কোটি টাকার ভরতুকি এইসব অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন ও আধুনিকীকরণ :

- শষ্যচাষের নতুন পদ্ধতি যেমন এসআরআই. (সিস্টেম অব রাইস ইনটেন্সিফিকেশন), ধানের জন্য জিরো টিলেজ অ্যান্ড সার্প (সিস্টেম অব অ্যাসিওরড রাইস প্রোডাকশান) এবং ধানের জন্য জিরো টিলেজ প্রবর্তিত হয়েছে এবং এদের আওতাভুক্ত এলাকাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
- গত ছয় বছরে কৃষি দপ্তর থেকে ১৭টি নতুন প্রজাতির চাল, যার মধ্যে আছে একটি আর্সেনিক সহনশীল 'মুক্তশ্রী', ৮টি নতুন প্রজাতির ডাল ও ৬টি নতুন প্রজাতির তৈলবীজ তৈরি করা হয়েছে এবং এদের চাষের এলাকাও উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের জন্য এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩.৫ লাখ কৃষকের মধ্যে প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রিপার, পাম্প সেট এবং আরও কিছু ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি বিলি করা হয়েছে।
- খামার যান্ত্রিকীকরণের ওপর কারিগরি স্তরে আবাসিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ২০১২-১৩ থেকে এখনো পর্যন্ত ১৫০০ শিক্ষানবিশ উপকৃত হয়েছেন।
- রাজ্যের বিভিন্ন খামার/গবেষণাকেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত একটি নতুন উদ্যোগে প্রায় ১৬৩০ মেট্রিক টন সংখ্যাকৃত আলুবীজ কন্দ উৎপাদিত হয়েছে।
- কৃষ্ণনগর (নদিয়া) এবং বাঁকুড়ায় দুটি নতুন বীজ পরীক্ষণ পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে।
- কোচবিহারে চারটি নতুন মাটি পরীক্ষাগার ও একটি সার গুণমান পরীক্ষাগার এবং বর্ধমানে একটি জৈবসার নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে।

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## উদ্ভাবনী উদ্যোগ :

- ২০১৩-১৪ তে একটি অত্যাধুনিক আইসিটি-চালিত কৃষি-সম্প্রসারণ প্রকল্প, 'মাটির কথা' চালু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বহনযোগ্য ট্যাবলেট পিসি এবং বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট পোর্টাল (www.matirkatha.gov.in)-এর মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার সামাধান করা। কৃষি-সম্প্রসারিত কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ রাখতে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
- কৃষকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং কৃষি বিশেষজ্ঞের আলোচনা সরাসরি সম্প্রচার করতে এখনও পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওতে 'আমরা চাষ করি আনন্দে' নামে ২৩৪টি লাইভ ফোন-ইন প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা হয়েছে।
- রাজ্যে 'ফার্মার প্রোডিউসার অরগানাইজেশন'-এর প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছোটো ও প্রান্তিক চাষিদের ছোটো ছোটো দলে সংগঠিত করে বিক্রয়মূল্যে উৎপাদনের ভাগ বাড়িয়ে কৃষকের আয় বৃদ্ধি।

## বিপর্যয়জনিত ক্ষতিতে ত্রাণ এবং আবহাওয়া কেন্দ্র :

- শিলাবৃষ্টি, অকাল ভারীবর্ষণ, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন শস্যক্ষতির ধাক্কা থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য প্রায় ৩৩ লাখ কৃষকের মধ্যে ১৪০০ কোটি টাকার কৃষি উপকরণ ভরতুকি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আগের কোনও সরকার এই পর্যায়ে ভরতুকি ত্রাণ দেয়নি।
- বিভিন্ন কৃষি খামারে এখনও পর্যন্ত ১৪১টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য আবহাওয়া তথ্যের স্বয়ংক্রিয় বাধারহিত তথ্য সংগ্রহ। এই সমস্ত তথ্য শস্যবিমার মাধ্যমে কৃষকদের সিদ্ধান্ত সহায়ক কাঠামোর উন্নতি ঘটাতে এবং শস্যবিমা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করছে।

## অন্যান্য সাফল্য :

- কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আওতায় (এফওএপি) ৬৬০০০-এরও বেশি কৃষকদের প্রায় ৬০ কোটি টাকার বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।
- কৃষি দপ্তরে মাটি সংরক্ষণ বিভাগ জমি উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার বিনিয়োগে ৪৫০০০ হেক্টরেরও বেশি সেচ সম্ভাবনা তৈরি করা হয়েছে।
- গুচ্ছ-পদ্ধতিতে জৈবচাষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১১টি জেলায় ১২০টি ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ কৃষক সম্মান পুরস্কার

২ এসডিআরএফ : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চেক বণ্টন

৩ মাটি উৎসব ২০১৭তে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা কৃষক সম্মান পুরস্কার প্রদান

৪ বর্ধমানে মাটি উৎসব

৫ সিঙ্গুর প্রকল্প এলাকায় কৃষির জন্যে জমি প্রস্তুতি

৬ সিঙ্গুর প্রকল্প এলাকা : আলু চাষ

# ছবি




১



২



৩



৪



৫



৬



# কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্ন্যান্স

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## প্রশাসনিক কাঠামোর সামঞ্জস্যবিধান :

- কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা, দ্রুত পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক ও একইসঙ্গে জনগণের সুবিধার কথা ভাবনায় রেখে রাজ্য সরকার তৈরি করেছে :
  - মেদিনীপুর ও মালদায় দুটি নতুন বিভাগ
  - আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান — ৪টি নতুন জেলা
  - মিরিক (দার্জিলিং), ঝালদা ও মানবাজার (পুরুলিয়া)-য় ৩টি নতুন মহকুমা
- খুব শিগগিরিই আরও দুটি জেলা হবে সুন্দরবন ও বসিরহাটকে কেন্দ্র করে।

## প্রশাসনিক বৈঠক/ক্যালেন্ডার :

- কয়েক বছরে জেলা স্তরে ১৫৩টি প্রশাসনিক বৈঠক (উন্নয়নের বিষয় নিবিড়ভাবে দেখার জন্য) হয়েছে, যার উদ্দেশ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া। এর ফলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় (সিএমও) থেকে বিডিও পর্যন্ত সংযোগ নিবিড়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৪ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যালেন্ডার প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি দপ্তরের ঘোষিত কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা।

## স্ব-প্রত্যয়ন/ঘোষণা :

- সাধারণ মানুষের দুর্গতি কমানোর জন্যে, গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়নের বদলে 'স্ব-প্রত্যয়ন' এবং এভিডেভিটের জায়গায় 'স্ব-বিবৃতি', ৭০টির বেশি কাজে চালু হয়েছে।

## সুসংহত প্রশাসনিক ভবন :

- জেলাস্তরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসকে এক ছাদের তলায় আনার জন্যে সুসংহত প্রশাসনিক ভবনের মতো অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা শুধুমাত্র বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এমন নয়, নাগরিকদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
- পূর্ব মেদিনীপুর ও আলিপুরদুয়ার জেলায় দুটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন গঠিত জেলাগুলির জন্যে এইরকম প্রকল্প খুব শিগগিরিই শুরু হবে।

## লোকবল ঘাটতির মোকাবিলা :

- রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে আইএএস অফিসারের সংখ্যা ৩১৪ থেকে ৩৫৯ তে বাড়ানো হয়েছে। এটি অফিসারদের ঘাটতি কমাতে সাহায্য করছে।
- কর্মজীবনে পদমর্যাদা ত্বরান্বিত করতে ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসারদের বিশেষ সচিবের সংখ্যা ২৫ থেকে ৬০ এবং যুগ্ম সচিবের সংখ্যা ১৪৫ থেকে ২১৫ করা হয়েছে।
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। গ্রুপ-এ পদের জন্যে ৩২ থেকে ৩৬ বছর, গ্রুপ-বি পদের জন্যে ৩২ থেকে ৩৯ বছর এবং গ্রুপ সি ও ডি পদের জন্য ৪০ বছর করা হয়েছে। তপশিলি জাতি ও আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে, নিয়ম অনুসারে বয়সের উর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৫ বছর ও ৩ বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

- বিভিন্ন সরকারি অফিসে শূন্যস্থান পূরণের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।

**শিক্ষণ ক্ষমতা তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধি :**

- 'ট্রেনার ডেভেলপমেন্ট ফর ডিসেন্ট্রালাইজড ট্রেনিং থ্রু রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারস' এবং 'ইউজ অব টেকনোলজি টু ব্রিং ইনোভেশন ইন ট্রেনিং'-এর জন্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এটিআই), পশ্চিমবঙ্গ, একটি আইএসও ৯০০১ : ২০০৮ স্বীকৃত সংস্থা যথাক্রমে ২০১৫ ও ২০১৬-তে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স পেয়েছে।
- শিক্ষণকে কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপে, বর্তমানে এ.টি.আই. বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারে (আরটিসি)-তে শিক্ষণ কার্যক্রম চালাচ্ছে।
- এটিআই-কে ভারত সরকার এসসিএস / এনএসসিএস অফিসার থেকে উন্নীত আইএএস অফিসারদের শিক্ষণ দেবার জন্য নির্বাচন করেছে। আগে মুসৌরির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ এই ট্রেনিং হত।
- সাম্প্রতিক অতীতে এটিআই বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স মডিউল আয়োজন করেছে এবং ই-গভর্ন্যান্সের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রকল্পে অংশগ্রহণও করেছে।
- এটিআই ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার। যার উদ্দেশ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন এমন পরীক্ষার্থীদের নির্দেশিকা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ দেওয়া।
- ডব্লিউবিসিএস (এক্সি)-দের জন্যে একটি সম্মিলিত শিক্ষণ কার্যক্রম চালু হয়েছে — এক সপ্তাহ কলকাতায় এবং অন্য সপ্তাহ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে অথবা সিঙ্গাপুরের এলকিউ ইউনিভার্সিটি অব পাবলিক পলিসিতে— যার উদ্দেশ্য প্রশাসনের অত্যাধুনিক উপাদানে শিক্ষণ দেওয়া।
- ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসারদের জনসংযোগ দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স চালু করা হয়েছে।

**স্বচ্ছ প্রশাসনের লক্ষ্যে :**

- কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি বিরোধী শাখা খোলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারি কর্মচারী, স্থানীয় সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, পুরসভা, বিভিন্ন সমিতির প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখা। এটি সরকারের দুর্নীতি-বিরোধী উদ্যোগকে শক্ত করেছে।

**সংবেদনশীল প্রশাসন :**

- এই প্রথম রাজ্যে ২১ এপ্রিল, ২০১৭ সিভিল সার্ভিস ডে পালিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সিভিল সার্ভিসে কর্মরত আধিকারিকদের কাজকে আরও বেশি স্বীকৃতি প্রদান করা।
- সরকারি কর্মচারীর ৭৩০ দিনের মাতৃত্বকালীন ও শিশুযত্নের ছুটির পাশাপাশি ৩০ দিনের পিতৃত্বকালীন ও শিশুযত্নের ছুটি ঘোষণা আরও একটি মাইলফলক।
- সরকারের কর্মচারীদের প্রতি মানবিক উদ্যোগের আর একটি উদাহরণ — আইএএস ও ডবলুবিসিএস (এক্সি) অফিসারদের জন্যে মালিকানাভিত্তিক আবাসন পরিকল্প চালু হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি

১ সিভিল সার্ভিস ডে উদ্‌যাপন

২ প্রস্তাবিত সুসংহত প্রশাসনিক ভবন, নিমতৌরি, পূর্ব মেদিনীপুর
(আনুমানিক ব্যয় ১৫০ কোটি টাকা)

৩ প্রস্তাবিত সুসংহত কালেক্টরেট ভবন, আলিপুরদুয়ার যার প্রকল্প ব্যয় ৪৯.৮৩ কোটি (সম্মুখ দৃশ্য)


১

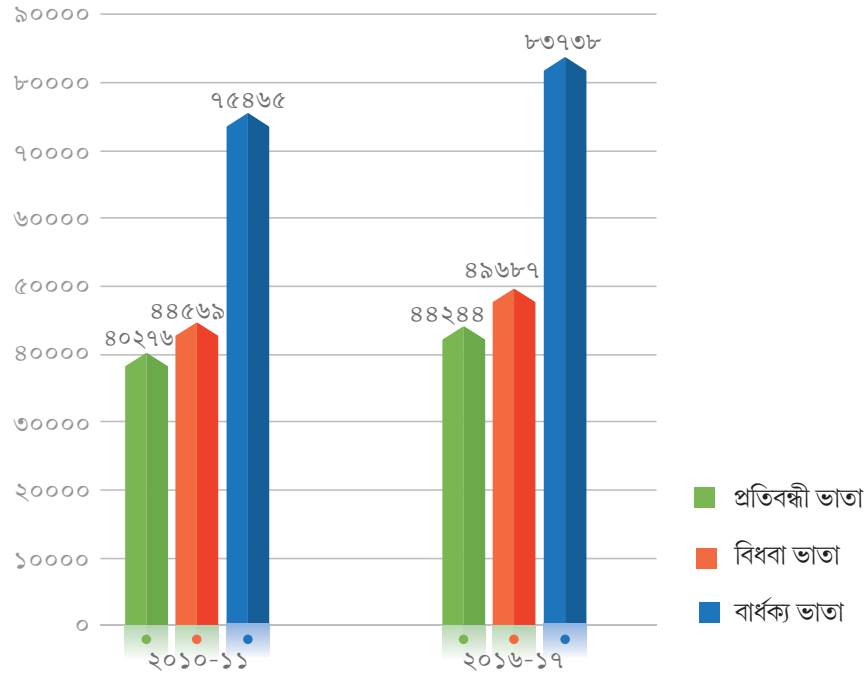

২


৩



# নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ

## ২০১০-১১ সাল থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে সমাজকল্যাণ ভাতার আওতায় প্রাপকের সংখ্যা



# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

**এক ঝলকে জুন, ২০১১ থেকে মে, ২০১৭-র মধ্যে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সাফল্যগুলি—**

## প্রথম অংশ : বিগত ছয় বছরে বিশেষ সাফল্যের খতিয়ান :

### ১. কন্যাশ্রী প্রকল্প

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ২০১৩ সালের ১লা অক্টোবর কন্যাশ্রী প্রকল্পটি চালু হয়। এই পরিকল্পের উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ রোধ করা।

- রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের প্রায় ১৫,৫০০ প্রতিষ্ঠান — প্রথা-বহির্ভূত বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, মুক্ত বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিল্প প্রশিক্ষণ, এমনকি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় ৪০ লক্ষ কিশোরীকে এই প্রকল্প-এর অধীনে আনা হয়েছে।
- ৫০০০-এরও বেশি মেয়েকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- 'কন্যাশ্রী দিশারি' নামে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত মেয়েদের একটি বিশেষ শিক্ষামূলক এবং সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- বহু সংখ্যক কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত মেয়েকে বৃত্তিমূলক এবং অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- আজ পর্যন্ত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পটি যে সব পুরস্কার অর্জন করেছে, সেগুলি হল :
- নারী ক্ষমতায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার, ২০১৪
- ই-উইমেন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্টের বিভাগে মন্থন অ্যাওয়ার্ড ফর ডিজিট্যাল ইনক্লুসন ফর ডেভেলপমেন্ট (সাউথ এশিয়া অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক) ২০১৪
- ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার এবং জন-অভিযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০১৪-১৫
- স্মার্ট গভর্ন্যান্স-এর জন্য স্কচ উইনার অ্যাওয়ার্ড এবং অর্ডার অব মেরিট ২০১৫
- ই-গভর্ন্যান্স-এর জন্য সিএসআই নিহিলেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০১৪-১৫
- ই-গভর্নমেন্ট ক্যাটেগরিতে ইউনাইটেড নেশন্স ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন (ডব্লিউএসআইএস অ্যাকশন লাইন সি-৭)
- ইউএনডব্লিউওএমইএন অ্যান্ড আইটি ইউ প্রদত্ত ফাইনালিস্ট ইন জেমটেক (GEM Tech) পুরস্কার ২০১৬

### ২. স্বাবলম্বন

এই প্রকল্পটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) অথবা কোম্পানির মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। স্বাবলম্বন সমাজের প্রান্তিক, অসহায় মহিলা, নারীপাচার চক্র থেকে উদ্ধার হওয়া মহিলা, যৌনকর্মী, রূপান্তরকামী সম্প্রদায় এবং ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ও নৈতিক বিপদের সম্মুখীন মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রয়োজনে অবশ্য বয়স ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

- প্রশিক্ষণ প্রাপকেরা ওয়াও মোমো, প্যান্টালুনস, কোঠারি, অউ বঁ পে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রখ্যাত বিপণিতে সফলভাবে কাজ করছেন।
- ৩০ জন কন্যাশ্রী মেয়েকে ব্রেইনওয়্যার-এর ব্যবস্থাপনায় এই স্বাবলম্বন প্রকল্পের অধীন আনআর্মড সিকিউরিটি গার্ড-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে , যাদের মধ্যে ১৬ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

### ৩. মুক্তির আলো

২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যৌনকর্মী ও পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া মেয়েদের পুনর্বাসনের প্রকল্প 'মুক্তির আলো' চালু হয়।

- উইমেন্স ইন্টারলিংক ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় ৫০ জনকে ব্লক প্রিন্টিং এবং মশলা গুঁড়ো করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- কলকাতার মুনশিগঞ্জ নিষিদ্ধ এলাকার ২৬ জন পেশাদার যৌনকর্মীকে ডিভাইন স্ক্রিপ্ট সোসাইটি নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 'টায়ারজাত দ্রব্যাদির পুনর্ব্যবহার' এবং 'কাফেটেরিয়া পরিচালনা'-র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ১২ জন স্ব-পরিচালিত কিয়স্ক এ কাজ করছেন।

### ৪. স্বাবলম্বন স্পেশ্যাল

- বর্তমানে চালু থাকা স্বাবলম্বন প্রকল্পের অধীন আর একটি প্রকল্প হল স্বাবলম্বন স্পেশ্যাল, যার উদ্দেশ্য কলকাতা অঞ্চলের যৌনকর্মী এবং তাদের ঝুঁকি-নির্ভর সন্তানদের বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- এই প্রকল্পের ২৫ জন সুবিধাপ্রাপক ইতিমধ্যে 'জুনিয়র আর্টিস্ট' হিসেবে অভিনয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোডাকশন হাউসের টেলিসিরিয়াল প্রোডাকশনের নানা কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ নিয়েছে (গোল ইন্ডিয়া নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় তিন মাসের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে)। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন টেলি-হাউসের কাজে যোগদান করেছেন।

### ৫. পশ্চিমবঙ্গ রূপান্তরকামী উন্নয়ন পর্ষদ

- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুবিধা রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে পৌঁছে দিতে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ রূপান্তরকামী উন্নয়ন পর্ষদ (দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) গঠন করা হয়।
- ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করার জন্য 'যৌন সংখ্যালঘুর অন্তর্ভুক্ত সামাজিক সংখ্যালঘু'-র ক্যাটেগরির অধীন 'স্কচ স্মার্ট গভর্ন্যান্স অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে এই দপ্তর।
- রূপান্তরকামী বিষয়ক জনসচেতনতার ক্ষেত্রে এফএম বেতার তরঙ্গে জিঙ্গল বাজানোর এবং জনসমাবেশে ব্রোশিওর এবং লিফলেট বিলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ২০১৭-র ২৪ মার্চ ডব্লিউবিটিডিবি 'সিনেমা থেকে ২০১৭'-তে রূপান্তরকামী বিষয়ে দ্য সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যাডভারটাইজিং অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।

- এই দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২০১৫ সাল থেকে এফএম বেতার তরঙ্গ কাজে লাগানো হচ্ছে।
- ২০১৬ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে মহিলাদের প্রাপ্য সুবিধার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
- ২০১৩ সালে নারী ক্ষমতায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নীতি রূপায়িত হয়েছে।

## ৬. সুসংহত শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি

- রাজ্যে শিশুর অধিকার সুরক্ষা-র জন্য রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।
- শিশু সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য ২০১৫ সালে শিশুর অধিকার ও পাচারের প্রতিরোধে নতুন অধিকার ডিরেক্টরেট অব চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ট্র্যাফিকিং তৈরি হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ার-সহ প্রতিটি জেলায় জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট তৈরি হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ার ছাড়া প্রতিটি জেলায় স্টেট জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট গঠিত হয়েছে।
- প্রতিটি জেলায় শিশু কল্যাণ সমিতি এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
- বর্তমানে ১৯ টি জেলায় চাইল্ডলাইন কাজ করছে।
- সুসংহত শিশু, সুরক্ষা কর্মসূচির (আইসিপিএস)-এর নজরদারিতে চাইল্ড কেয়ার ইন্সটিটিউট কাজ শুরু করেছে। ৫৮টি নতুন চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি সরকার পরিচালিত এবং বাকি ৩৯টি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত।
- বর্তমানে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে ২৪টি 'ওপেন শেল্টার' চালু আছে।
- সারা রাজ্যে ২১টি স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি (এসএএ) গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে সক্রিয়।
- ৪০৮ জন (২০১৭-র মে মাস পর্যন্ত) বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন খুচরা বিপণিতে এবং বিউটিশিয়ান হিসেবে কর্মরত।
- সম্প্রতি বিভিন্ন হোমের ১৩ জন মারুতি উদ্যোগ লিমিটেডের মাধ্যমে টালিগঞ্জ আইটিআই থেকে অটোবডি পেন্টিং-এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে যা তাদের স্ব-নির্ভর করে তুলবে।
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার বিবি রাসেল-এর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে লিলুয়ার এসএমএম-এ আবাসিকদের বয়নশিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- পাচার হওয়া নারীদের উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'মুক্তির আলো' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে।
- শিশুদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা বলয়-এর ব্যবস্থা করতে ব্লক স্তরে ৩৪১টি, ওয়ার্ড স্তরে ১৫৪৩ টি এবং গ্রামস্তরে ৩৮৪৮৭ টি শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র (সিপিসি) সারা রাজ্যে তৈরি করা হয়েছে।

- পাচার প্রতিরোধ গঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল টাস্ক ফোর্স এবং আরআরআরআই অব উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন গত ছয় বছরে ৬০৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। এই টাস্ক ফোর্স বর্তমানে রাজ্যের মধ্যে এবং বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের শিকার হওয়াদের উদ্ধার, প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

## ৭. সমাজকল্যাণ ভাতা (প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা)

- ২০১৫-র জুলাই থেকে জঙ্গলমহলের জেলাগুলি অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং ২০১৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে চা-বাগানের জেলাগুলি অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে ভাতার বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।
- ভাতা প্রাপকদের স্বচ্ছ ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২০১৬-র ১ জানুয়ারি তারিখে সমাজকল্যাণ ভাতার সঙ্গে সংযুক্ত একটি পেনশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে (www.wbswpension.gov.in)।

## ৮. কিশোরী মেয়েদের পরিকল্প (সবলা)

- ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে রাজ্যের সাতটি জেলা— কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, নদিয়া, কলকাতা এবং পুরুলিয়ায় পাইলট ভিত্তিতে ১৪১টি আইসিডিএস প্রজেক্ট থেকে ২৯৪৪৪টি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে সবলা প্রকল্পটি চলছে কিশোরী মেয়েদের জন্য (যার উদ্দেশ্য ১১-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের পুষ্টিগত ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলা)।
- ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১২.৭২ লক্ষ কিশোরী মেয়ে সবলা প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন এবং পরিবার কল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, বর্তমান জনপরিষেবাগুলি সম্পর্কে তথ্য ও নির্দেশ পাচ্ছে।
- প্রায় ১.৬ লক্ষ বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরী মেয়ে পরিপূরক পুষ্টি পাচ্ছে।
- কিশোরী মেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয়-ছুটের সংখ্যা ২০১০-১১ সালে ২.৮ লক্ষ থেকে কমে ২০১৬-১৭সালে হয়েছে ৯২০০০।
- গত ছয় বছরে বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৪১ হাজার বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোরী মেয়ে যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৮, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের (ভিটিপিএস) মাধ্যমে বিউটিশিয়ান, হস্তশিল্প, সেলাই, ছাপাখানা এবং ডাইং, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-এর মতো বিভিন্ন পেশার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সবলা ৯৮,৮২০ জন কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত মেয়েকে সবলা দ্বারা পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচি (এসএনপি) প্রদান করা হয়েছে।
- প্রায় ১৬০০ বিদ্যালয় বহির্ভূত মেয়ে প্রথাগত/প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় পুনরায় যুক্ত (ভর্তি) হয়েছে এবং এদের মধ্যে ৫০ শতাংশই কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় আছে।

## ৯. সুসংহত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা (আইসিডিএস) পরিকল্প

- সম্প্রতি সুসংহত শিশু উন্নয়ণ পরিষেবা ২৩টি জেলার ১১৪৯১৫ সক্রিয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ বছরের নিচের ৭৬ লক্ষ শিশু এবং ১৪ লক্ষ গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
- শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইসিডিএস.-এর জন্য একটি নতুন অধিকার তৈরি করা হয়েছে।
- কম ওজনের শিশুর জন্মের হার মার্চ, ২০১১-এ ছিল ৩৪.৪৩ %, মার্চ ২০১৭-র রাজ্যের আইসিডিএস এমপিআর অনুযায়ী তা কমে হয়েছে ১৩.৮৮ %।
- গত ছয় বছরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ২৮৮৯৩টি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।
- ভয়ানকভাবে অপুষ্ট শিশুদের খাদ্য তালিকায় খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদ এবং স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় আইসিডিএস এসএনপি প্রকল্পের অধীনে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ প্রোটিন সমৃদ্ধ রেডি-টু-ইট-ফুড 'পৌষ্টিক লাড্ডু/পৌষ্টিক পাউডার' চালু করেছে।
- সমস্ত শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য রান্না করা গরম খাবার দেওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া পরিপূরক পুষ্টি প্রকল্পের অধীনে শিশুদের সকালে স্ন্যাকস-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- দপ্তর ২০১৫-১৬ সালে এক বছরের জন্য ভয়ানকভাবে অপুষ্টচিহ্নিত শিশুদের মাথাপিছু ৪টাকা হারে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে।
- স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এই বিভাগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রোটোকল অনুসারে সামাজিক স্তরে চিহ্নিত রেফার করা ও পরবর্তীকালে চিকিৎসার যোগ্য ভয়ানকভাবে অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র/পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করেছে। যুগ্মভাবে প্রোটোকল এবং গাইডলাইন প্রস্তুত করা এবং ইস্যু করা হয়েছে।
- প্রাক্-শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা (ইসিসিই)-র ব্যবস্থা করার জন্য শিশুদের প্রাক্-শৈশবে শিক্ষার বিকাশ ঘটানো এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তাদের তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করতে সকল জেলা মিলিয়ে ২০০০টি 'শিশু আলয়' তৈরি হয়েছে। দমদম এবং আলিপুর সংশোধনাগারের আবাসিক শিশুদের প্রাক্-শৈশব শিক্ষার জন্য দুটি 'শিশু আলয়' তৈরি হয়েছে।
- রাজ্যের ২০০২ টি শিশু আলয়ে-ই উন্নত ইসিসিই কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার

২ কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীনে মেয়েদের নার্সিং প্রশিক্ষণ

৩ কন্যাশ্রী সংঘ

৪ কন্যাশ্রী প্রকল্পভুক্ত মেয়েদের মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ

৫ আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকে থানায় কন্যাশ্রী মেয়েদের এক্সপোজার ভিজিট

৬ জলপাইগুড়ি জেলায় কন্যাশ্রী মেয়েদের প্রশিক্ষণ পর্ব

৭ নদিয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে কন্যাশ্রী মেয়েদের এক্সপোজার ভিজিট

৮ স্বাবলম্বন প্রকল্পের অধীনে বন্ধন হোম আবাসিকদের রিটেল ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ চলছে

৯ স্বাবলম্বন প্রকল্পের অধীনে কন্যাশ্রী মেয়েদের অস্ত্রবিহীন নিরাপত্তাকর্মীর প্রশিক্ষণ চলছে



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮

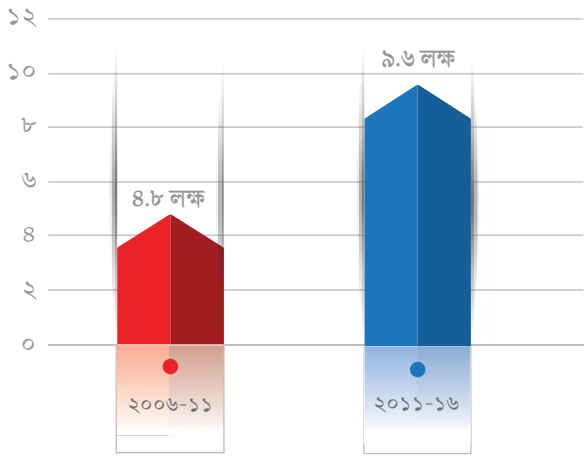


৯



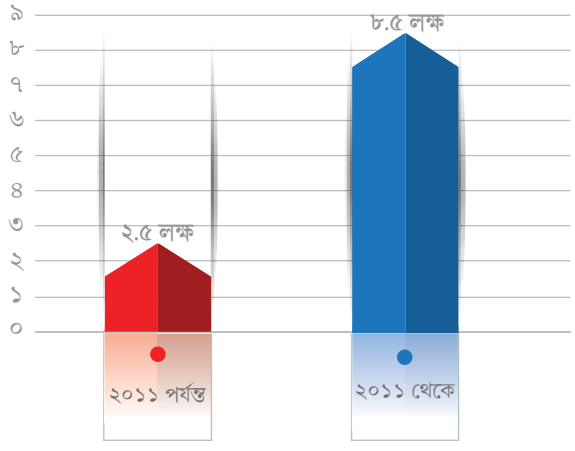
## অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ

# লেখচিত্র



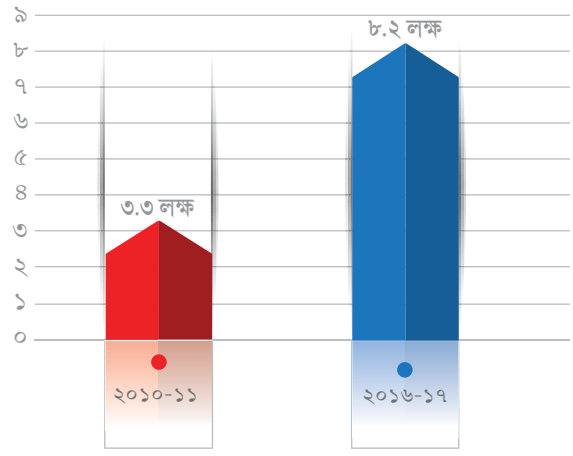

- দ্বিগুণ শংসাপত্র প্রদান
- সদর্থক কাজের জন্য সুযোগ তৈরি করা

তপশিলি জাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র প্রদান



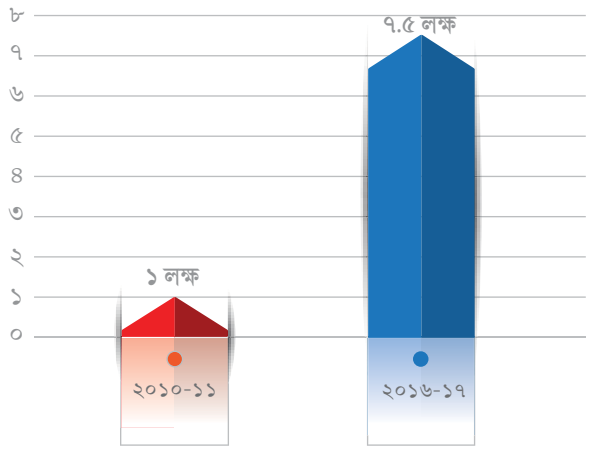

- তিনগুণের বেশি গড়
- সরকারের অগ্রাধিকারের উপর ইতিবাচক প্রতিফলন

প্রতি বছর তপশিলি জাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র প্রদানের গড় সংখ্যা




- উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রায় ২.৫ গুণ
- পিছিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষমতায়ন

তপশিলি জাতির বৃত্তি প্রাপকদের সংখ্যা




- অত্যাশ্চর্যভাবে ৭.৫ গুণ বৃদ্ধি
- সুযোগ-না- পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষার পথ প্রসারিত করা

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বৃত্তি প্রাপকদের সংখ্যা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## শিক্ষাশ্রী :

- ২০১৪-১৫ সালে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির তপশিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষাশ্রী' বৃত্তি চালু করা হয়। ২০১৪-২০১৭ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই বৃত্তি পায়। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি বৃত্তির টাকা জমা দেওয়া হয়। বর্তমান অর্থবর্ষ থেকে এই প্রকল্প ই-গর্ভর্ন্যান্স-এর আওতায় আনা হচ্ছে।

## সবুজ সাথী :

- ২০১৫-১৬ সালে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণের জন্য সবুজ সাথী প্রকল্পটি ঘোষণা করা হয়। ২০১৫-২০১৭ সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সাইকেল পায়। এই বছরের শেষদিকে আরও ৩০ লক্ষ সাইকেল বিতরণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। একটি এক জানলা পোর্টাল, www.wbsaboojsathi.gov.in-এর মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ পরিচালিত হয়। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে রাখা হয়েছে।

## সরকারি ক্ষেত্র এবং উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণ :

- নতুন আইন প্রণয়ন করে ১০৭টি মুসলিম সম্প্রদায়কে যুক্ত করে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র তালিকা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশের বেশি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এইভাবে সরকারি চাকরি এবং উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

- ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হায়ার এডুকেশন (রিজার্ভেশন ইন এডুকেশন) অ্যাক্ট, ২০১৩ এর মাধ্যমে সাধারণ ক্যাটেগরির আসন সংখ্যা না কমিয়েই ওবিসিদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ অনুমোদিত হয়েছে।

- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য রাজ্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে।

- বিভিন্ন কৃত্যক এবং পদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সার্বিক শতাংশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরি) পূরণের জন্য বিশেষ নিয়োগ অভিযান শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬টি বিভাগে ১০,০০০ শূন্য পদ চিহ্নিত হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৩৫০০ শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

## উন্নয়ন/সাংস্কৃতিক পর্ষদ :

- সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের জন্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর ১৬টি নতুন উন্নয়ন/সাংস্কৃতিক পর্ষদ গঠন করেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ৩২০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজবংশী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ গঠনের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।

- অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ১০টি পর্ষদ হল :
    - পশ্চিমবঙ্গ মাঙ্গর উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ খম্বু রাই উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ ভুজেল উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ দামাই উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ কামি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ সরকি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ নেওয়ার উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ গুরুং উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ কুর্মি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ তরাই, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ (গোর্খা সম্প্রদায়ের)
- আদিবাসী দপ্তরের অধীনে ৬টি পর্ষদ হল :
    - পশ্চিমবঙ্গ মায়েল লিয়াং লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ তামাং উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ শেরপা সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ ভুটিয়া উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ লিম্বু উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ

## জাতিগত শংসাপত্র :

- জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া এবং বৃত্তি বা ভাতা প্রদান করার জন্য ই-প্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার ফলে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুতগতিতে কাজের নিষ্পত্তি, সহজে তথ্য প্রাপ্তি, পুনরুদ্ধার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের সকল মহকুমায় জাতিগত শংসাপত্রের অন-লাইন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।
- তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র প্রদানের বার্ষিক গড় যা ২০১১-র আগে প্রায় ২.৫ লক্ষ ছিল তা, তুলনামূলক তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৫ লক্ষ হয়েছে। গত ছয় বছরে ৫২ লক্ষের বেশি তপশিলি জাতি এবং ওবিসি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- দপ্তরের পোর্টালে ১৯৮০ সাল থেকে প্রদত্ত প্রায় ৩৫ লাখ পুরোনো শংসাপত্র পরবর্তীকালে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা এবং যাচাই করার জন্য স্ক্যান এবং আপলোড করা হয়েছে।

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## শিক্ষাঋণ, বৃত্তিসমূহ এবং পুরস্কার :

- ভারতের প্রথম কারিগরি, পেশাগত এবং উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের কম সুদে শিক্ষাঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ভিতরে পূর্ণ সময়ের কোর্স করার ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং বিদেশে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণ পাওয়া যাবে। গত ছয় বছরে, ৭৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুযোগ পেয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াই পরিচালিত হচ্ছে অনলাইনে, www.wbscstcorp.gov.in-এ।
- গত ছয় বছরে প্রায় ৪৪ লক্ষ তপশিলি জাতি এবং ২৭ লক্ষ ওবিসি ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে।
- পর্ষদের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় মেধার উৎকর্ষের জন্য 'অম্বেদকর-মেধা পুরস্কার' প্রকল্পের অধীনে ৩০০০-এরও বেশি তপশিলি ছাত্রছাত্রী ৫০০০ টাকা করে নগদ পুরস্কার পেয়েছে।

## শিক্ষা এবং চাকরিগত সুযোগ সৃষ্টি :

- ২০০৭-২০১১ সালের ৯টি হস্টেলের জায়গায় ২০১১-২০১৭ সালের মধ্যে বহিরাগত তপশিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ৩৫টি হস্টেল অনুমোদিত হয়েছে।
- এথনিক বিউটি কেয়ার, বিউটি এবং পার্সোনাল কেয়ার প্রভৃতির মতো বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। গত ছয় বছরে, প্রায় ৫৫০০০ তপশিলি জাতির প্রার্থী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪৫,০০০ প্রার্থী স্ব-নিযুক্তি/চাকরির সুযোগ পেয়েছেন। উপরন্তু প্রায় ২২,০০০ তপশিলি মহিলা লোকশিল্পীর জন্য সৌন্দর্য চর্চা ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- তপশিলি জাতির স্বল্প আয়ের মানুষদের ঋণ এবং ভরতুকি সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তির জন্য সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা ২০১১ সালের আগে যেখানে ছিল ৩৫০০০, বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০০০০।

## পবিত্র দিন

- 'ভারতীয় সংবিধানের জনক' বাবাসাহেব ভীমরাও অম্বেদকরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মদিন ১৪ এপ্রিল, প্রতি বছর সারা রাজ্যে 'পবিত্র দিন' হিসেবে পালন করা হয়।

# চিত্রপঞ্জি


১ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের বাইসাইকেল দিচ্ছেন

২ ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের অধীনে বাইসাইকেল

৩ ১৪ এপ্রিল পবিত্র দিন উদযাপন



১



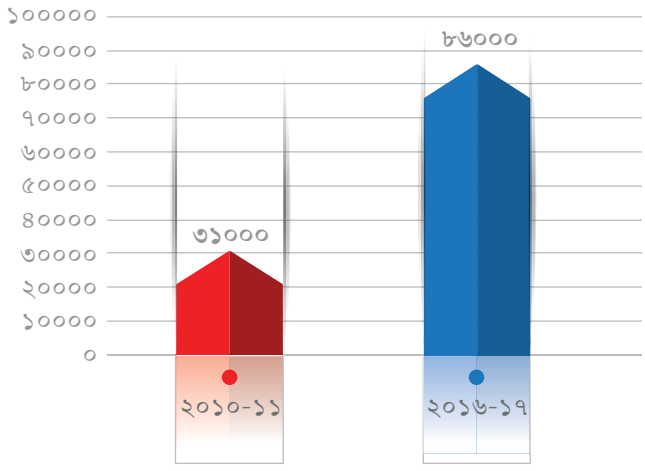
২



৩

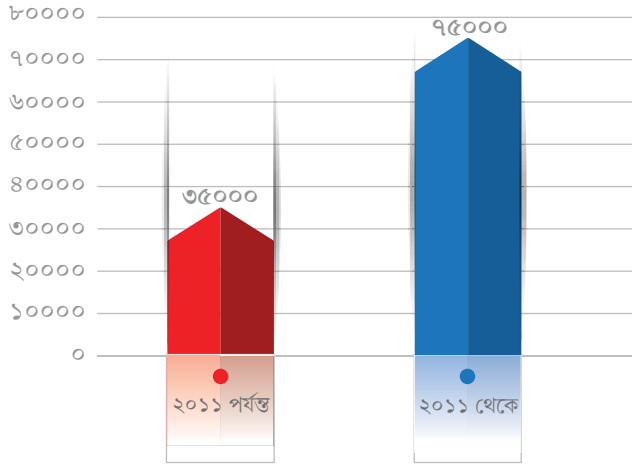


# আদিবাসী উন্নয়ন



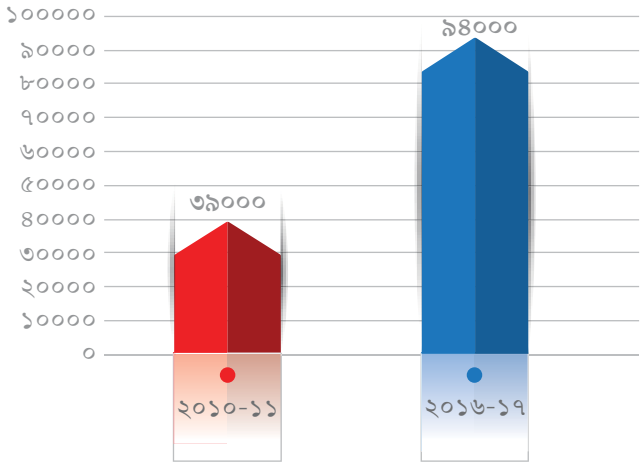

- প্রায় তিনগুণ শংসাপত্র প্রদান
- সুযোগপ্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি

আদিবাসী শংসাপত্র প্রদান



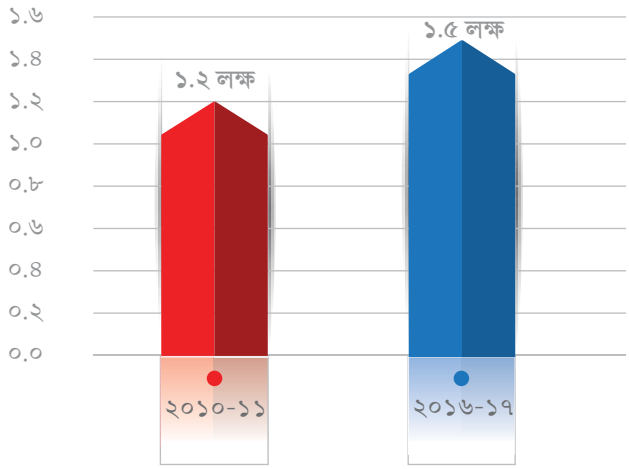

- দ্বিগুণেরও বেশি গড়
- পদ্ধতিগত বিলম্ব হ্রাসে সদর্থক প্রতিফলন

আদিবাসী শংসাপত্র প্রদানের
বার্ষিক গড় সংখ্যা




- প্রায় ২.৫ গুণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি
- উন্নততর শিক্ষার সুযোগ

আদিবাসী বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা




- অর্থপ্রদানের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি
- প্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ

বার্ধক্যভাতা প্রদানের সংখ্যা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## শিক্ষাশ্রী :

- নতুন তৈরি হওয়া আদিবাসী দপ্তর ২০১৪-১৫ সালে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'শিক্ষাশ্রী' বৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে । ২০১৪-২০১৭ সালে প্রায় ৭ লাখ ছাত্রছাত্রী নতুন পরিকল্পের সুযোগ পাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই বৃত্তির টাকা সরাসরি চলে যাচ্ছে। বর্তমান অর্থবর্ষ থেকে এই প্রকল্পটির কাজ ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে হবে।

## উন্নয়ন/সাংস্কৃতিক পর্ষদ সমূহ এবং উপদেষ্টা পর্ষদ :

- আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের অধীন ১৮টি উন্নয়ন/সাংস্কৃতিক পর্ষদ গঠন করা হয়েছে ওই সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য। এই উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিকভাবে ৩২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ রাজবংশী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের অধীনে গঠন করা হবে।
- আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অধীন ৬টি পর্ষদ :
    - পশ্চিমবঙ্গ মায়েল লিয়াং লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ মায়েল লিয়াং লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ তামাং উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ শেরপা সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ ভুটিয়া উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ লিম্বো উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
- অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের অধীন ১০টি পর্ষদ :
    - পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গার উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ খম্বু রাই উন্নয়ন পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ ভুজেল উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ দামাই উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ কামী উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ সরকি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
    - পশ্চিমবঙ্গ নেওয়ার উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ

- পশ্চিমবঙ্গ গুরুং উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
- পশ্চিমবঙ্গ কুর্মি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদ
- পশ্চিমবঙ্গ তরাই, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি (গোর্খা সম্প্রদায়)

- আদিবাসী উপদেষ্টা পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়েছে এবং আদিবাসী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা পালন করছে।

## আদিবাসী শংসাপত্র :

- আদিবাসী শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে ই-এনেবেলড পরিষেবা চালু করা হয়েছে সহজে স্বচ্ছতা আনা এবং লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির জন্য। প্রক্রিয়ায় রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় অন-লাইন আদিবাসী শংসাপত্রের (পাওয়ার) কাজ চলছে। আদিবাসী শংসাপত্রের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়াকরণের সময় ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।
- বার্ষিক আদিবাসী শংসাপত্র প্রদানের গড় সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গত ছয় বছরে ২০১১ সালে ৩৫০০০ থেকে হয়েছে ৭৫০০০। গত ছয় বছর সময়সীমায় ৪.৬ লাখ শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

## শিক্ষাগত ঋণ এবং বৃত্তিসমূহ :

- আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি, পেশাগত এবং উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে কম সুদে শিক্ষা ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হল।
- এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ভিতরে পূর্ণ সময়ের কোর্স করার ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এবং বিদেশে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণ পাওয়া যাবে।
- অন-লাইন প্রক্রিয়াকরণে চালু হওয়া এবং প্রত্যক্ষ উপকারী স্থানান্তর (Direct benefit transfer)-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বৃত্তির টাকা প্রদান করায় আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে যার ফলে লক্ষ্যপূরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

  গত ছয় বছরে ৪ লাখেরও বেশি আদিবাসী ছাত্রছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করেছে।

## শিক্ষাগত এবং কর্মসংস্থানগত সুযোগ :

- আইএএস/ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় আগ্রহী আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের নামকরা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করার ক্ষেত্রে স্পনসর করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন জেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গড়ে প্রায় ৭০০ আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সফল ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল পাঠ্যক্রমের বই দেওয়া হয়েছে।
- এথনিক বিউটি কেয়ার, বিউটি এবং পার্সোনাল কেয়ার-এর মতো বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। গত ছয় বছরে প্রায় ২০,০০০ আদিবাসী প্রার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। এর

মধ্যে, প্রায় ১৬,০০০ প্রার্থী স্বনিযুক্তির মাধ্যমে উপার্জন করছে বা চাকরি পেয়েছে। অতিরিক্ত প্রায় ৬০০০ আদিবাসী মহিলা লোকশিল্পীর জন্য সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগের ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

- কম আয়ের আদিবাসী সুযোগ প্রাপক/উপভোক্তাদের জন্য কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনিযুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০১১-সালের আগে এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে গড় বার্ষিক লক্ষ্য পূরণ ছিল ১২,০০০ যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০,০০০। মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণও লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## বার্ধক্যভাতা এবং সামাজিক সুরক্ষা :

- ৬০ বছরের বেশি বয়সের ১.৫ লাখ বিপিএল তালিকাভুক্ত আদিবাসী মানুষকে মাসে ১০০০ টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গত কয়েক বছরে ধীরে ধীরে এই লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০-এর বেশি হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ সালে 'কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প' কার্যকরী করা হয় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার কারণে। এখন পর্যন্ত, এই প্রকল্পে ৩১,০০০ সুবিধাপ্রাপকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে।
- অনুৎপাদক সময়ে কেন্দুপাতা সংগ্রহকারীদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে ৯.৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয় ১৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করে।

## অন্যান্য কার্যক্রম :

- ২০১১-২০১৫ সময়সীমায় এবং 'সবুজসাথী' প্রকল্প চালু করার আগে, প্রায় ৯৫,০০০ সাইকেল আদিবাসী ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, গতি আনার জন্য এবং 'স্কুল-ছুট' কমাবার জন্য।
- অরণ্যের অধিকার আইন, ২০০৬ (ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, ২০০৬) সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ছয় বৎসরে বনবাসীদের প্রায় ৪৫,০০০ ব্যক্তিগত অধিকার এবং ৭৪১ টি সম্প্রদায়গত অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি

১ ‘সবুজ সাথী’ বাইসাইকেল

# ছবি





# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

আমরা আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে এবং রাজ্য সরকারের কর্মসূচি ও সাফল্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য নানা মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরছে।

### লোকপ্রসার প্রকল্প :

- বাংলার লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে লোকশিল্পীদের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা ও রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অন্যতম প্রধান কর্মসূচিটির সূচনা হয়েছে।
- এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৮৫ হাজার লোকশিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক বহাল ভাতা, পেনশন এবং অনুষ্ঠান পিছু সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে। এই বছরের মধ্যে নতুন করে আরও ১ লক্ষ ১৫ হাজার লোকশিল্পীকে লোক প্রসার প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

### বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রসারবৃদ্ধি :

- নেপালি, উর্দু, ওড়িয়া, সাঁওতালি এবং গুরমুখি (পাঞ্জাবি) ভাষায় এ রাজ্যে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের এই ভাষার প্রতি সংবেদনশীলতাকে সম্মান জানিয়ে এই ভাষাগুলিকে সরকার-স্বীকৃত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওঁরাও সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে কুরুখ ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এছাড়াও, কামতাপুরী (রাজবংশী) ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করেছে।

### সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচার :

- বাউল আকাদেমি : পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান লোকশিল্প হল বাউলগান। এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য সম্প্রতি বাউল আকাদেমি তৈরি করা হয়েছে।
- বাউল আকাদেমি ছাড়াও বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লালনপালন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গত ৬ বছরে নিম্নোক্ত আকাদেমিগুলি তৈরি করা হয়েছে :
    - নজরুল আকাদেমি
    - টেলি আকাদেমি
    - রাজবংশী ভাষা আকাদেমি
    - বীরসা-মুন্ডা আকাদেমি
    - কবিতা আকাদেমি

- মোগলমারি এলাকায় সাফল্যের সঙ্গে খননকার্যের ফলে গুপ্তযুগের ঐতিহাসিক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর ফলে বাংলার ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

- বসুমতী পত্রিকা তার নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছে। অতি সম্প্রতি এর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাড়িটির সংস্কারসাধন হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ইতিমধ্যেই ১৭৪টি বিল্ডিং/সাইটকে রাজ্য হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

- গত ৬ বছরে রাজ্যের নানা প্রান্তে এই দপ্তরের উদ্যোগে সংগীত, নৃত্য, গীতবাদ্য, অঙ্কন এবং নাটকের ওপর নানা কর্মশালা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

## বিশিষ্টদের সম্মাননা প্রদান :

- বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্য সরকার সম্মাননা জ্ঞাপন করে থাকে।

- যথোচিত মর্যাদা এবং গৌরবের সঙ্গে সারা রাজ্য জুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

- ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন প্রবল উদ্দীপনায় দার্জিলিং এবং রাজ্যের অন্যত্র পালন করা হয়েছে।

- মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী এই রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়েছে।

- ভাষা দিবস, হুল দিবস, বীরসা মুন্ডা দিবস ইত্যাদিও রাজ্যের নানা প্রান্তে পালন করা হয়েছে।

- রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে, প্রতি বছর নবান্নে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয় এবং এর সংখ্যা প্রায় ১০০টি। একইসঙ্গে কলকাতায় ও তার বাইরে প্রায় ৮০টি রাজ্য সরকারি অনুষ্ঠান প্রতি বছর পালন করা হয়।

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রতিবছর রাজ্য জুড়ে সাধারণতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

- রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান বঙ্গভূষণ এবং বঙ্গবিভূষণ প্রদানের সূচনা ছাড়াও বিগত ৬ বছরে রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানা ধরনের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। যেমন —

- সংগীত সম্মান
- মহানায়ক পুরস্কার সম্মান
- টেলি সম্মান
- শারদ সম্মান
- তপন কুমার এবং শান্তিগোপাল যাত্রা পুরস্কার
- শিল্পী মহাসম্মান
- গিরীশ পুরস্কার
- ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা পুরস্কার
- উদয় শংকর পুরস্কার

**উৎসব এবং মেলা :**

- নিম্নোক্ত মেলা এবং উৎসব অনুষ্ঠান সংগঠিত করার মাধ্যমে বাংলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে উৎসাহিত করা হয় :
    - মাটি উৎসব
    - সিধো-কানহু উৎসব
    - আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব
    - নাট্যমেলা
    - উদয় শংকর উৎসব
    - যাত্রা উৎসব
    - সংগীত মেলা
    - বিবেক চেতনা উৎসব

- বর্ষবরণ উৎসব
- বর্ষপূর্তি উৎসব
- পৌষ উৎসব
- শিশু কিশোর উৎসব
- আগমনী উৎসব
- জাতীয় নাট্য উৎসব
- বিশ্ব বাংলা লোক সংস্কৃতি উৎসব

- রেড রোডে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা : বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার রেড রোডে দুর্গা প্রতিমার এক বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কলকাতার বহু বিশিষ্ট দুর্গাপূজা কমিটি এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং উৎসবমুখর পরিবেশে এই রোড শো বিরাট সাফল্য পায়। রাজ্য সরকার আগামী বছরগুলিতেও এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
- কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (কেআইএফএফ) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসংখ্য সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিযোগিতামূলক উৎসব হিসেবে সারা বিশ্বের উদীয়মান চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাছে একটি প্ল্যাটফর্ম-এ পরিণত হয়েছে।
- দীর্ঘ ১২ বছর পর, ২০১২ থেকে এই রাজ্য নয়াদিল্লিতে, সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছে এবং দু'বার 'শ্রেষ্ঠ ট্যাবলো'র পুরস্কার পেয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সহযোগী রাজ্য হিসেবে নয়াদিল্লির আইআইটিএফ (ভারত আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা)-এ অংশ নিয়েছে।

## স্বাস্থ্য/সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান :

- মাভৈঃ — বর্তমান সরকারের আমলে সমস্ত সরকার-স্বীকৃত সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু হয়েছে।

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্বীকৃত সমস্ত সাংবাদিক রাজ্য পরিবহণ সংস্থার বাস/ট্রামে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পাচ্ছেন।
- বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রায় ২২০০০ চলচ্চিত্র শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানরা মেডিক্লেম পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন।
- রাজ্যের গৌরবস্বরূপ প্রায় ২০০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৩০০-র বেশি যাত্রাশিল্পী এবং ৩০০-র বেশি গ্রুপকে থিয়েটার প্রযোজনার জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

**পরিকাঠামোর উন্নয়ন :**

- গত ছয় বছরে বাংলায় বিভিন্ন বিখ্যাত বা ঐতিহ্যশালী ভবনগুলির ব্যাপক মেরামতি বা নবরূপে সুসজ্জিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে বা শেষ হয়ে গিয়েছে, এগুলি হল :
    - মহাজাতি সদন
    - নজরুল মঞ্চ
    - শিশির মঞ্চ
    - রবীন্দ্রসদন
    - নন্দন
    - মংপু ভিলা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)
    - কোদালিয়াতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষের ভিটে
    - রায়ভিলা, দার্জিলিং (ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে)
    - টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও (৬টি নতুন ফ্লোর-সহ)
    - রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা (নতুন ১টি তল ও ৪টি নতুন গ্যালারি-সহ)
    - ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল

- সংগীত আকাদেমি ভবন
- চলচ্চিত্র শতবার্ষিকী ভবন
- জোড়াসাঁকোর রথীন্দ্র মঞ্চ
- আঁটপুরের দুর্গা মন্দির
- রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন
- বিভিন্ন জেলায় ৩২টি রবীন্দ্রভবন

## ডিজিটাল যুগে প্রবেশ :

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারি পোর্টাল, 'egiyebangla.gov.in' নতুনভাবে ডিজাইন এবং আধুনিকীকরণ করে চালু করা হয়েছে।
- বাংলার বিশিষ্ট লেখকদের পাণ্ডুলিপির ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্র, সংগীত এবং পেন্টিং-এর ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে।
- বিভিন্ন যাত্রা সংগঠনকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য আমাদের সরকার এক-জানলা পদ্ধতি চালু করেছে।
- সমস্ত ধরনের সংবাদের রেকর্ড রাখার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেল সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে।

## প্রকাশনা :

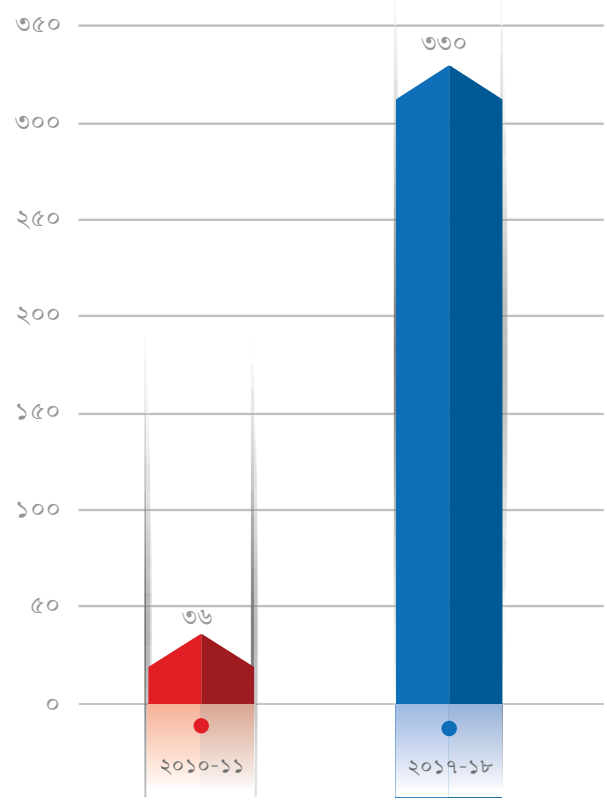
- এই দপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল, হিন্দি ও নেপালিতে পশ্চিম বঙ্গাল, উর্দুতে মঘরেবি বঙ্গাল, সাঁওতালিতে পছিম বাংলা প্রকাশ করে চলেছে। বিশেষ সংখ্যা-সহ এই পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।
- প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার-এর বার্ষিক পত্রিকা 'পুরাবৃত্ত'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশনা এবং জেলার পুরাকীর্তি সিরিজের পুনর্মুদ্রণ।
- এই দপ্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাসম্ভার ১৭টি খণ্ডে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা ৫টি খণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।
- ২০১১-র জুন থেকে, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে ৪৯টি চিরন্তন সাহিত্য পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং আরও ৩৮টির পুনর্মুদ্রণ দ্রুত সম্পন্ন হবে। ছাপার কাজে বসুমতী যে ধরনের গুণগত মানের শীর্ষে পৌঁছেছে, তা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। একইসঙ্গে, বসুমতীর সূচনালগ্ন

থেকে যে সমস্ত অমূল্য চিরন্তন সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলির ডিজিটাইজেশনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগোচ্ছে।

## পরিকল্পনা বরাদ্দ বৃদ্ধি :

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিকল্পনা বাজেট বরাদ্দ ২০১০-১১ সালে ৩৬ কোটি টাকা থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৩৩০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৯ গুণেরও বেশি।

**বাজেট বরাদ্দ**
**লেখচিত্র**



# চিত্রপঞ্জি


১ দার্জিলিং-এ রাজ্যপালের উপস্থিতিতে কবি ভানুভক্ত আচার্য-র প্রতি মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

২ নজরুল মঞ্চে উত্তমকুমারের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

৩ রেড রোডে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

৪ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ২২তম কেআইএফএফ-এর উদ্‌বোধন

৫ নজরুল মঞ্চে বাংলা সংগীত মেলার উদ্‌বোধন

৬ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবস উদ্‌যাপন

# ছবি



১



২



৩



৪



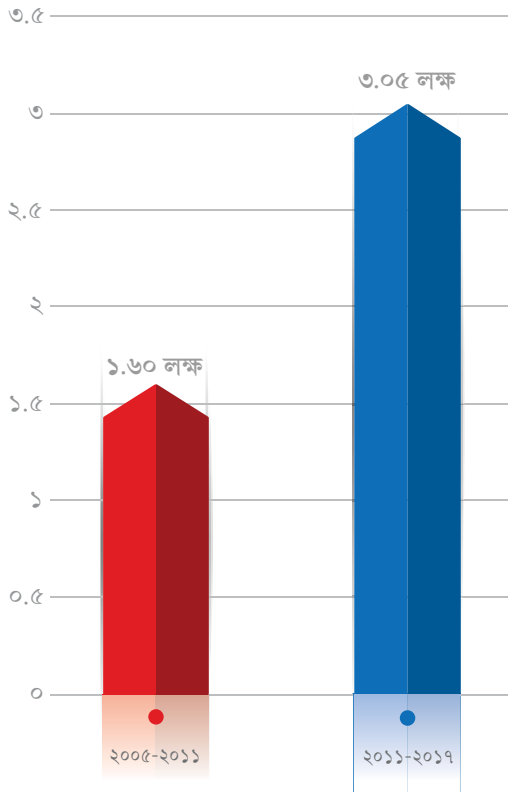
৫



৬

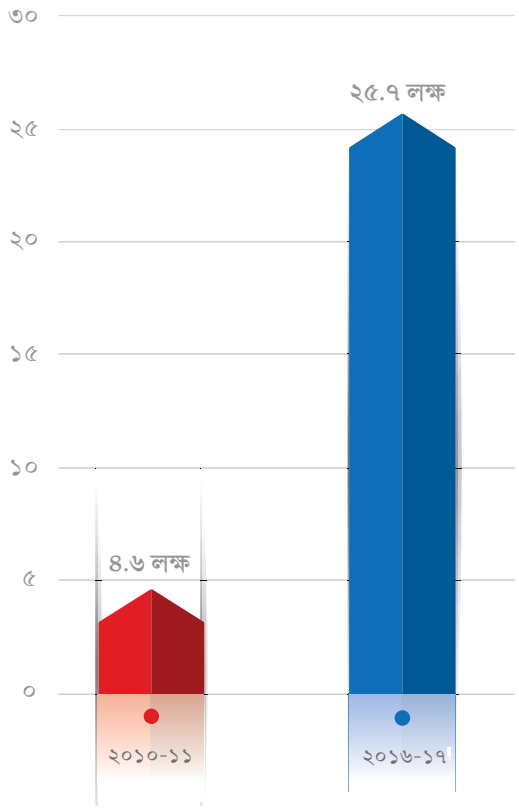


# ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন



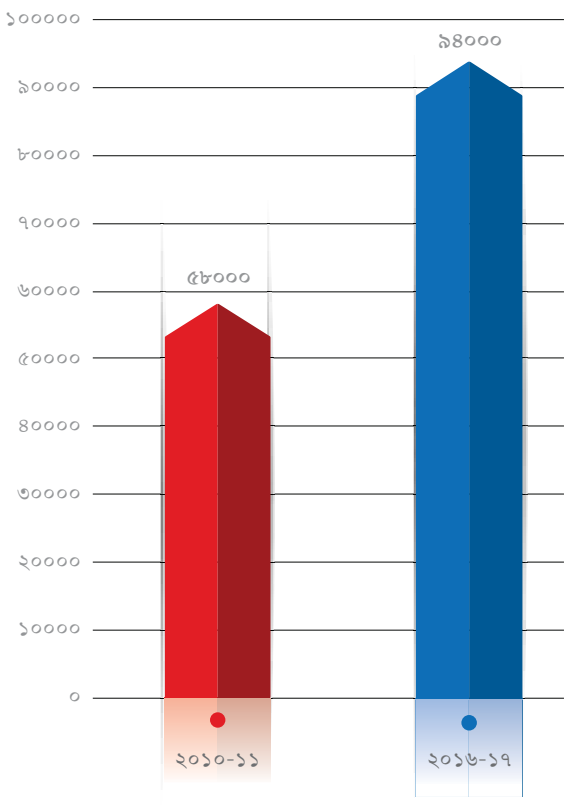

- এযাবৎ ৩ লক্ষের বেশি পাট্টা বিতরিত
- ভূমিহীনদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

বিতরিত পাট্টার সংখ্যা
(এনজিএনবি, কৃষি ও বন)



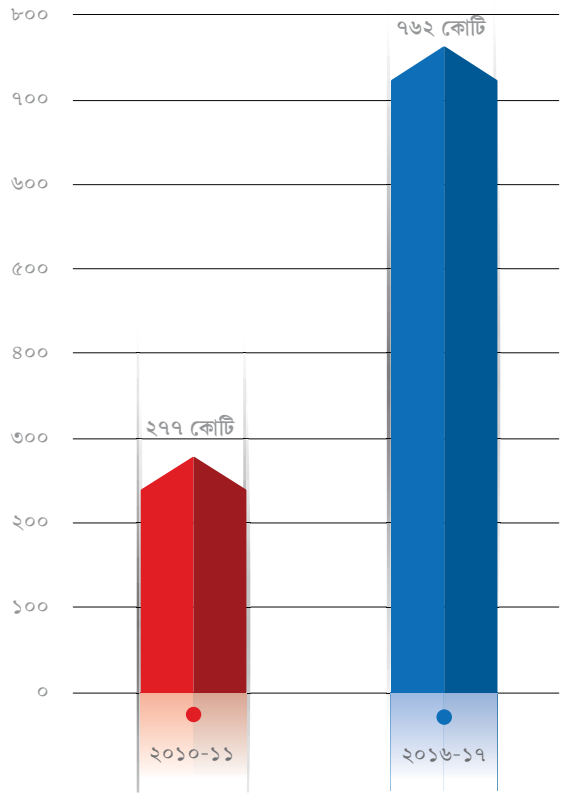

- বিস্ময়কর বৃদ্ধি প্রায় ৬ গুণ
- সময়ভিত্তিক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ

নিষ্পত্তি হওয়া নামপত্তনের
আবেদনের সংখ্যা




- জমির চরিত্র পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি
- পদ্ধতিগত বিলম্ব হ্রাসে গুরুত্ব আরোপ

## নিষ্পত্তি হওয়া চরিত্র পরিবর্তনের আবেদনের সংখ্যা




- প্রায় তিনগুণ রাজস্ব সংগ্রহ
- উন্নয়নের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পদ

## বার্ষিক রাজস্ব সংগ্রহ (টাকা)

## নিজ গৃহ নিজ ভূমি (NGNB)/অন্যান্য পাট্টা :

- নিজ গৃহ নিজ ভূমি (NGNB) প্রকল্পে (২০১১ সালে প্রবর্তিত) যোগ্য উপকারভোগী পরিবারকে (সকল গ্রামীণ ভূমিহীন ও গৃহহীন খেতমজুর/কারিগর/মৎস্যজীবী শ্রেণিভুক্ত) ৫ ডেসিমেল পর্যন্ত জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিকল্পের অধীনে প্রায় ২.২ লক্ষ নিজ গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে।

- ২০১১-১৭ সময়কালে, ৩ লক্ষেরও বেশি পাট্টা (নিজ গৃহ নিজ ভূমি/কৃষি/বন পাট্টা) বিতরণ করা হয়েছে।

## সিঙ্গুর রায় :

- মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ মান্য করে (পূর্বতন সিঙ্গুর প্রকল্প এলাকার মধ্যে থাকা) প্রায় ৯৮০ একর জমি চাষযোগ্য করে প্রায় ১২০০০ পরিবার, যারা ওই প্রকল্পের কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল, তাদের জমির অধিকার ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

## জমি নীতি :

- ২০১১-১৭ সালে জমি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপন সুনিশ্চিত করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে :

    - রাজ্য সরকার কৃষিজমির কর মকুব করে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতে যে শুধুমাত্র কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট (যা তারা ভোগ করেছেন) লাঘব হবে তাই নয়, কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকদের ভবিষ্যতের উপার্জনও বৃদ্ধি পাবে।

    - সরকারি সম্পত্তি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বজায় রাখা, বৈষম্য হ্রাস করা এবং স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ সালে জমি বণ্টন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতি জমি বণ্টনের শর্তাবলি-সহ জমি বণ্টনের জন্য একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছে।

    - রাজ্য সরকার এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি যাতে কেবল ক্ষতিপূরণ ও প্রোৎসাহন মূল্যের বিনিময়ে ইচ্ছুক কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনা করে পরিকাঠামো গড়ার প্রকল্পের জন্য জমি কিনতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে ২০১৪-১৫ সালে জমি ক্রয় নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিটিকে সম্প্রসারিত করে ২০১৬-১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতি হল এই যে, জোর করে কোনও জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। সুতরাং সরকারের জমি কেনার নীতি হচ্ছে সম্মতি-ভিত্তিক এবং স্বচ্ছ। বিভিন্ন জনস্বার্থ-কেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য এযাবৎ শিল্প, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি প্রায় ৯৫০ একর জমি সরাসরি কেনার অনুমোদন দিয়েছে।

- রাজ্যের বিভিন্ন অগ্রণী প্রকল্প-সহ শিল্পের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি সুনিশ্চিত করতে রাজ্য ভূমি ব্যবহার পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার ক্ষেত্রে জমির একটি জমি ব্যাংক প্রস্তুত করেছে।

- ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ১৪Y ধারার সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে উক্ত ধারার কার্যপরিধি অনেক প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে উদ্যোগপতিরা সরকারের অনুমতি নিয়ে সিলিং-বহির্ভূত জমি তাদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন শিল্প ও সামাজিক পরিকাঠামোগত কাজকর্ম যথা, তথ্যপ্রযুক্তি, জাহাজনির্মাণ, উপনগরী স্থাপন, পরিবহণ টার্মিনাল, লজিস্টিক হাব ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

- নতুন চা পর্যটন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল চা-পর্যটনের প্রসার এবং যেখানে চা উৎপাদন সম্ভব নয় সেখানে চা-বাগিচাগুলিতে জলবিদ্যুৎ, উদ্যানপালন, ওষধি ভেষজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করা। এর ফলে চা বাগানের জমি ব্যবহার করে স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উপার্জন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

- চা-শিল্পের কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ২০১৬-১৭ সালে দুটি প্রধান নীতি গ্রহণ করা হয়েছে :

    - প্রথমত, চা-বাগানের মালিকদের কিস্তিতে সালামি পরিশোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

    - দ্বিতীয়ত, চা বাগানের অভ্যন্তরস্থ জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে চা-গাছ এবং ছায়াবৃক্ষের জন্য ক্ষতিপূরণ ১০ বছর পর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ সালে চালু ইটভাটাগুলির নিয়মিতকরণ এবং নতুন ইটভাটা স্থাপনের জন্য সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করা হয়। ইটভাঁটা মালিকদের অসুবিধা দূর করার জন্য এগুলির নিয়মিতকরণের সময়সীমা এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

- কলকাতায় ঠিকা প্রজাস্বত্বধারীদের বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার অসুবিধা দূর করতে সরকার তাদের ঠিকা প্রজাস্বত্বের শংসাপত্র প্রদান করে স্বীকৃতি দিয়েছে।

- লিজ স্বত্বাধিকারী/আইনসম্মত স্বত্বপ্রাপকদের লিজস্বত্বের স্বীকৃতি দিতে এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সহজে ছাড়পত্র আদায়ে সাহায্য করতে লিজস্বত্ব খতিয়ান চালু করা হয়েছে, যাতে তাঁদের পরচা দেওয়া যায়।

- ২০১১-১২ সালে বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য সূচক-সংশ্লিষ্ট জমি ব্যবহারে এলাকা বিভাজন মানচিত্রের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে জমি ব্যবহার মানচিত্র প্রবর্তিত হয়েছে। শুষ্ক বা পতিত জমি, একফসলি জমি, দো-ফসলি/বহু-ফসলি জমি, বনভূমি, পাকা রাস্তা, জাতীয়/রাজ্য সড়ক, রেল-সংযোগ ব্যবস্থা, জলাশয় প্রভৃতি উপাদানগুলিকে জমি ব্যবহার মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## সম্পদ সংগ্রহ :

- ভূমিরাজস্ব খাতে আদায় যেখানে ২০১০-১১ সালে ছিল ২৭৭ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৬২ কোটি টাকা।

## নাগরিকমুখী পরিষেবা :

- কাউন্টারের মাধ্যমে (OTC) প্রদত্ত পরিষেবা : জমির স্বত্বলেখ্য বা খতিয়ান তথা পরচার (ROR) শংসিত কপি এবং প্লট বিষয়ক তথ্য সমস্ত বিএলঅ্যান্ডএলআর অফিসগুলিতে কাউন্টার থেকে হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এক বছরে গড়ে ৬০ লক্ষ পরচার (ROR) শংসিত পত্র দেওয়া হচ্ছে।
- ই-ডিস্ট্রিক্ট : ২০১৬-১৭ সাল থেকে প্লট বিষয়ক তথ্য ও পরচার শংসিত কপিও ই-ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে, আবার এখানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত জমির স্বত্বলেখ্য তথা পরচার (ROR) শংসিত কপি অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নামপত্তনের দরখাস্তের নিষ্পত্তি করার সময়সীমার ক্ষেত্রে যেখানে আগের মান ছিল ৬০-১২০ দিন, সেখানে এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ৪৫-৬০ দিন করা সম্ভব হয়েছে।
- জমির চরিত্র বদলের দরখাস্ত নিষ্পত্তি যেখানে পূর্বে ৯০ দিনে করা হত, সেই ব্যবস্থার উন্নতি করে বর্তমানে তা ৬০ দিনে করা সম্ভব হচ্ছে।
- সময়-ভিত্তিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে এই সমস্ত পরিষেবা প্রদানের সময়সীমাকে জন পরিষেবা আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। জমে থাকা কাজগুলির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ সালে প্রায় ২৬ লক্ষ নামপত্তনের আবেদন এবং ৯৪,০০০ জমির চরিত্র বদলের আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। এটিকে অবশ্যই ২০১০-১১ সালের তথ্য, যথা— ৫ লক্ষ নামপত্তনের আবেদন এবং ৫৮,০০০ জমির চরিত্র বদলের আবেদনের নিষ্পত্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

## সহজসাধ্য ব্যবসা-বাণিজ্য :

- শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রাজের ৪২টি ব্লক-কে শিল্প ব্লক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- শিল্পের জন্য জমির নামপত্তনের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ২১ দিন।
- শিল্পের জন্য জমির চরিত্র বদলের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ৩০ দিন।
- এই পরিষেবাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- রাজ্যের ৪২টি ব্লকে অনলাইন এক-জানলা ছাড়পত্র প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় উদ্যোগপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ

বা শিল্পস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ ছাড়পত্রের জন্য অভিন্ন আবেদনপত্র (Common Application Form-CAF)-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। শিল্পের উদ্দেশ্যে নামপত্তন ও জমির চরিত্র বদল সংক্রান্ত পরিষেবা এই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

- বিনিয়োগকারী/উদ্যোগপতিদের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রলাভে সহায়তা করা এবং তাদের ক্ষোভ প্রশমন করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'শিল্পসাথী'র সূচনা করেছে। জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করতে একজন নোডাল আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে।

## ই-গভর্ন্যান্স :

- ই-ভূচিত্র— ভূমিলেখ্য সুসংবদ্ধকরণ এবং ৩৪৬টি ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকের (BL&RO) কার্যালয়ের মধ্যে ৩৪১-টিতে ওয়েব-ভিত্তিক ই-ভূচিত্র অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এই ব্লকগুলির ভূমিলেখ্য সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাবলি জনসাধারণের গোচরে নিয়ে আসার জন্য বিভাগীয় ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে (দ্রষ্টব্য http//banglarbhumi.gov.in)। স্বয়ংক্রিয় SMS প্রেরণব ্যবস্থাচ ালুহ য়েছেএ বংন ামপত্তনস ংক্রান্তে নাটিসেরশু নানিএ বংন ামপত্তনেরক াজেরঅ গ্রগতিস ম্পর্কেত থ্যড ক্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

- ৩৪১টি ব্লকে ভূমিলেখ্য সংক্রান্ত তথ্যের (ই-ভূচিত্র) সঙ্গে নিবন্ধনের তথ্য (ই-নথিকরণ) সংযুক্ত করা হচ্ছে। যে মুহূর্তে রেজিস্ট্রারের অফিসে কোনও বিক্রয়ের দলিল নিবন্ধীকৃত হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিএল অ্যান্ড এলআর অফিসে উক্ত বিক্রয়সূত্রে নামপত্তনের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়ে যাচ্ছে।

- ২০১৪-১৫ সালে লিগ্যাসি রেকর্ডস-এর স্ক্যান ও ইনডেক্স করার কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩৪৬টি ব্লকে আর এস (RS) খতিয়ান এবং এল আর (LR)-এর মূল ভল্যুম স্ক্যান করে সূচিবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে পুরোনো ভূমিলেখ্য অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়েছে, সেগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, সহজে খুঁজে বের করা যাচ্ছে এবং জালিয়াতি রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

## পরিকাঠামো উন্নয়ন :

- ভূমিলেখ্য সংরক্ষণের জন্য বিএল অ্যান্ড এলআর অফিসে ২৮৯ টি আধুনিক লেখ্যাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

- ৩৪৬টি বিএল অ্যান্ড এলআর অফিসের প্রত্যেকটিতে ব্লক স্তরে ডেটা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

- এই ছ'বছরে ১২৬টি নতুন বিএল অ্যান্ড এলআর অফিসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আরও ৪১টি বিএলঅ্যান্ডএলআর অফিস নির্মীয়মাণ অবস্থায় আছে।

**সরকারি এস্টেট ম্যানেজমেন্ট :**

- এখনও পর্যন্ত এই সময়সীমার মধ্যে চার হাজার (৪০০০) একরেরও বেশি জমির দীর্ঘমেয়াদি সেটলমেন্ট (LTS) অনুমোদিত হয়েছে।
- এযাবৎ বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১৩০০টি ক্ষেত্রে ৬০০০ একর জমির আন্তঃবিভাগীয় হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে।
- এযাবৎ ৩৬টি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের ১৪Y ধারায় ল্যান্ড-সিলিং-এর অতিরিক্ত মোট প্রায় ১০,০০০ একর জমি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

**উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন :**

- এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলায় অবস্থিত উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী প্রায় ১৩,০০০ বাস্তুহীন পরিবারকে নিঃশর্ত দলিল বণ্টন করা হয়েছে।
- এ যাবৎ উদ্বাস্তু কলোনির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য যোজনা খাত থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বনহুগলি আবাসন প্রকল্পের (বনরিনি) কাজ সফলভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে। পুরোনো ঘরবাড়ির পরিবর্তে এখানে নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে ৩৩৪টি ফ্ল্যাট উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।
- কোচবিহার জেলার কলেজপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি, ইন্দিরানগর কলোনি, বাবুপাড়া উদ্বাস্তু কলোনি, খড়িমালা খাগড়াবাড়ি কলোনি, তালাকোম্পানি কলোনি — এইসব অনুমোদনহীন উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত কলোনির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


আধুনিক লেখ্যাগার ১ ২

কাউন্টারের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবা ৩ ৪

এনজিএনবি পাট্টা ৫

এনজিএনবি জমির উপর সবজি বাগান ৬

# ছবি



১



২



৩



৪



৫



৬




# প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## মুখ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত/সংস্কার/পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প/২০১১-র মে থেকে ২০১৭-র মে পর্যন্ত সাফল্য

- বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদন ২০১০-১১ তে ছিল ৪৪.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০১৬-১৭ তে বেড়ে হয়েছে ৫১.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, অর্থাৎ গত ৬ বছরে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন ২০১০-১১ তে ৪০০.১ কোটি থেকে ২০১৬-১৭ তে ৬৫৫.৩ কোটি, অর্থাৎ গত ৬ বছরে ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি।
- বার্ষিক মাংস উৎপাদন ২০১০-১১ তে ৫.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১৬-১৭ তে ৭.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ গত ৬ বছরে ২২ শতাংশ বৃদ্ধি।
- বাড়িতে পশু-খামার ও পোলট্রি করার জন্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারে প্রায় ২৮২.৯৭ লক্ষ মুরগিছানা ও হাঁসছানা এবং ১.১৫ লক্ষ ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।
- রাজ্যে ডিমের চাহিদা ও জোগানের ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে (নোটিফিকেশন নং ৭৬৮/বি.জি.টি/১৪/পি.আর.এস./এ.আর.ডি/২০১৭ তারিখ ১৭/০৪/২০১৭) বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রত্যন্ত এলাকায় ঘরে ঘরে প্রাণিস্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ১০০টি চলমান ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) চালু করা হয়েছে।
- স্ব-নিযুক্ত ক্ষুদ্র প্রাণী টীকাকরণ কর্মী হিসেবে নিয়োগের জন্যে ''প্রাণীমিত্র'' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্য থেকে ৫৬৮১ জন মহিলাকে কাজে লাগানো হয়েছে।
- প্রায় ৯.৭০ কোটি পশু ও পোলট্রির হাঁস-মুরগিদের চিকিৎসা করা হয়েছে এবং ১,৩২,৬৩০টি পশু স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ১৫.২৭ কোটি পশু ও পোলট্রির হাঁস-মুরগির টীকাকরণ হয়েছে।
- রাজ্যে পশু চিকিৎসকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে একটি নতুন ভেটেরিনারি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- সম্পূর্ণ পাবলিক সেক্টর কোম্পানি হিসেবে মাদার ডেয়ারিকে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের আওতায় আনা হয়েছে, এবং এর নতুন নামকরণ হয়েছে '**বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড**'।
- ডায়রেক্টরেট অব ডেয়ারি ডেভেলপমেন্টের ৫৮০ জন অতিরিক্ত কর্মীকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।
- ৭৯টি নতুন এমপিসি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে 'তাম্রলিপ্ত মিল্ক ইউনিয়ন' নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নতুন ডিস্ট্রিক্ট মিল্ক ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে।
- এসএমএস ও ওয়েব-ভিত্তিক বোভাইন ব্রিডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ই-পিবিজিএসবিএস ম্যানেজমেন্ট চালু হয়েছে। **স্মার্ট গভর্ন্যান্স-এর**

**জন্য এই 'ই-পিবিজিএসবিএস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ২০১৫ সালের স্কচ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।**

- পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থার অধীন হরিণঘাটা, শালবনি ও বেলডাঙার তিনটি ফ্রোজেন সিমেন বুল স্টেশন ভারত সরকারের সেন্ট্রাল মনিটারিং টিমের কাছ থেকে 'গ্রেড-এ' পেয়েছে এবং উৎপাদনের গুণগত মান ও ব্যবস্থাপনার জন্য শালবনির ফ্রোজেন সিমেন বুল স্টেশন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।
- ২৩০.১৫ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে যার ফলে উন্নত মানের/ক্রসবিড ৭৯.৫৮ লক্ষ বাছুর উৎপন্ন হয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত ক্রসব্রিড স্থানীয় গবাদি পশুর জন্য ২১৪.৪৯ লক্ষ উন্নত হিমায়ত শুক্রাণু উৎপন্ন করা হয়েছে।
- এই সময়কালে ৪.৬১ লক্ষ মূল্যবান গবাদি পশুর বিমা করানো হয়েছে।
- গবাদি পশুপালকদের ৯০০০ টি হস্তচালিত ও ৩২২ টি বিদ্যুৎচালিত বিচালি কাটার যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- **পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিএলডিসি)** অনেকটাই ব্যবসা বাড়িয়েছে এবং স্পেন্সার্স রিটেলের মত কয়েকটি খ্যাতনামা বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে একযোগে ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছে, যার ফলস্বরূপ এদের বিক্রি ২০১১-১২ তে ৪০.৬১ লক্ষ টাকা থেকে ২০১৬-১৭ তে বেড়ে হয়েছে ৫৯০.৩১ লক্ষ টাকা।
- ২০১৫ ও ২০১৬ পরপর দু'বছরে মিলন মেলায় '**আহারে বাংলা : আ ফুড ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেটিং বেঙ্গল**' সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই মেলার উদ্দেশ্য আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত কিছু অভিনব খাদ্যপণ্য উপস্থাপিত করা এবং বাঙালির পাতে এইসব খাদ্য তুলে দেওয়া ও সেই সঙ্গে রাজ্যের খাদ্য পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া।
- বিমা, খাদ্য, ওষুধ ও টীকাকরণের মাধ্যমে প্রায় ৫.৫৭ লাখ উন্নত, ক্রসব্রিড যথাযথভাবে উৎপাদনশীল বকনা বাছুরকে বিশেষ গোসম্পদ বিকাশ অভিযান প্রকল্পের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে।

## মানবসম্পদ বিকাশ :

- প্রায় ১৪.১৭ লাখ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আরও ভালোভাবে প্রাণী পালন রপ্ত করার জন্য।
- বেকার যুবকযুবতীদের জন্য অ্যাকাডেমি অব অ্যানিমাল রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট (এএআরএম), নদিয়া জেলার হরিণঘাটার হরিণঘাটা খামারে এবং মেদিনীপুরের অ্যানিমাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টারে লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিট্যান্ট (প্রাণিরক্ষক) নামে এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রাণী পালন ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ সালে ইতিমধ্যেই ৪১০ জন যুবককে স্ব-নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-এর জানুয়ারিতে একইরকম আরও এক দলের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

- কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের ঘাটতি মেটাতে উৎকর্ষ বাংলা-র অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমন্টের (পিবিএসএসডি)-র সঙ্গে সহযোগিতায় প্রথম আন্তর্বিভাগীয় যৌথ প্রকল্প হিসেবে ৬৬টি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে ''ছয় মাসের সার্টিফিকেট কোর্স কৃত্রিম প্রজননের ওপর (প্রাণীসেবী)'' চালু করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে ১৪৪৬ জন যুবককে পশুপালনে স্ব-নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ১৯৮০ জনের আর একটি দল প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।
- নদিয়া জেলার হরিণঘাটায় বার্ষিক ৩০টি আসন বিশিষ্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সের অধীনে দু'বছরের 'ডিপ্লোমা ইন ভেটেরিনারি ফার্মাসি' (ডিভিপি) কোর্স চালু হয়েছে।

## পরিকাঠামো :

- ৫৩টি বিএলডিও, বিএএইচসি-সহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৭টি পশু হাসপাতাল/পশু চিকিৎসালয় এবং শিলিগুড়ি, বর্ধমান ও কোচবিহারে ৬টি পশু পলিক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে পশুপাখিদের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- ২৬ কোটি টাকা খরচ করে মেদিনীপুর, সিডড়ি, হরিণঘাটায় আধুনিক পোলট্রি ফার্ম গড়ে তোলা হয়েছে। এই ফার্মগুলিতে প্রতিবছরে ৪ লক্ষ মুরগির ছানা উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফলে দিনে দিনে বেড়ে চলা পোলট্রিজাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে। সিউড়ি ও হরিণঘাটায় অনুরূপ দুটি প্রকল্পের কাজ চলছে।
- ২০০০ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম তৈরি হয়েছে নদিয়ার হরিণঘাটায়, প্রকল্পের খরচ ১.১৯ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিখ্যাত দেশজ ছাগল সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে একটি নতুন গবাদি পশু ও মহিষের ভ্রূণ পরীক্ষাগার তৈরি হয়েছে।
- কল্যাণীর রাজ্য প্রাণীসম্পদ ফার্মে একটি নতুন বুল মাদার ফার্ম গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের খরচ ৬.১৩ কোটি টাকা, এর ফলে ক্রমবর্ধমান ষাঁড়ের চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং হিমায়িত শুক্রাণু উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা হয়েছে।
- ১৫.৫০ কোটি টাকা খরচ করে হরিণঘাটা ডেয়ারির আধুনিকীকরণ ও পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। এই ডেয়ারির দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা দিন প্রতি ৫০,০০০ লিটার।
- দশ বছরের বেশি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বর্ধমান রাজ্য ডেয়ারিকে মাদার ডেয়ারি কর্পোরেশন-এর অধীনে আনা হয়েছে। ৫.৭৪ কোটি টাকা খরচ করে পুনঃসংস্কারের মাধ্যমে এখানে পুনরায় দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়েছে। একইভাবে পুনঃসংস্কারের জন্য দুর্গাপুর রাজ্য ডেয়ারিকে মাদার ডেয়ারির আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্পের বরাদ্দ খরচ ৭.৬৪ কোটি টাকা এবং এখানে শীঘ্রই দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হবে।
- হিমুল (HIMUL)-এর পুনরুজ্জীবন এবং উত্তর বাংলার মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর দুধের জোগান অব্যাহত রাখতে এইচআইএমইউএল-এর মাটিগাড়া ডেয়ারি প্ল্যান্টটি সংস্কার ও পরিচালনার দায়িত্ব মাদার ডেয়ারি, কলকাতার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ২০১৬-র ১ অক্টোবর থেকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাদার ডেয়ারির নেতৃত্বে ডেয়ারি প্ল্যান্টের দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমানে প্রতিদিন ২০,০০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধ প্রস্তুতকারক ফেডারেশন লিমিটেড-এর উদ্যোগে দিন প্রতি ৫৫,৫০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৪টি দুগ্ধ হিমঘর তৈরি করা হয়েছে।

- নদিয়ার হরিণঘাটায় ৫.৫০ কোটি টাকা খরচ করে ঘণ্টা প্রতি ৫০০ মুরগি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন আধা স্বয়ংক্রিয় মুরগি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

- দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে একটি মুরগি ও শূকর প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা দিন প্রতি ৮ মেট্রিক টন মুরগি ও ৮ মেট্রিক টন শূকর। প্রকল্পটি রূপায়ণে ৩৬.২৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই কেন্দ্রটি রাজ্য ও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে মুরগি ও শূকরের স্বাস্থ্যকর কাঁচা মাংসের চাহিদা পূরণ করবে।

- পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম এবং ডেয়ারি উন্নয়ন অধিকারের সহযোগিতায় মাদায় ডেয়ারি কলকাতায় ৫০টি, আধুনিক দুগ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। এই দুগ্ধ ভাণ্ডার থেকে সমগ্র কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ করা হবে। স্বনির্ভর প্রকল্পকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই দুধ ১৮৭৯টি কিয়স্কে বিক্রির জন্য পৌঁছে দেওয়া হবে।

- কলকাতায় মাদার ডেয়ারি আইসক্রিমজাত দ্রব্য বিক্রি বৃদ্ধির জন্য ১০০টি আইসক্রিমের গাড়ি নামিয়েছে।

- **পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিএলডিসি)** তাদের নিজস্ব ৪২টি নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র এবং কলকাতা পৌরনিগম, পশ্চিমবঙ্গ পোলট্রি ফেডারেশন, মাদার ডেয়ারি ও কলকাতার সরকারি ডেয়ারির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় ৫২টি বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছে। মূল উদ্দেশ্য শহরে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মুরগির মাংসের দাম স্থির রাখা।

- **পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম**, মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর মাংস পৌঁছে দিতে, ৫৫টি কেন্দ্রকে স্বাস্থ্যকর মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

- কল্যাণী, দুর্গাপুর, শালবনি, গাজোল এবং শিলিগুড়ির ৫টি কেন্দ্রে গবাদি পশুখাদ্য, পোলট্রি খাদ্য ও মাছের খাদ্য তৈরির ক্ষমতা বর্তমানে ৪৪,১৫০ মেট্রিক টন।

- **পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারি এবং পোলট্রি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড**, কল্যাণী, নদিয়ায় ঘণ্টায় ১.৫ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান মৎস্যখাদ্য প্ল্যান্ট গঠন করেছে। ১২ কোটি টাকা ব্যয় করে শালবনি, কল্যাণী ও শিলিগুড়ির খাদ্য প্ল্যান্টগুলিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

- গবাদি পশু ও পোলট্রি দানাখাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে নদিয়া ও কল্যাণীতে দিনপ্রতি ১৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন পেলেট ফিড প্ল্যান্ট গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে — এই খাতে খরচ ৮২৫ লক্ষ টাকা।

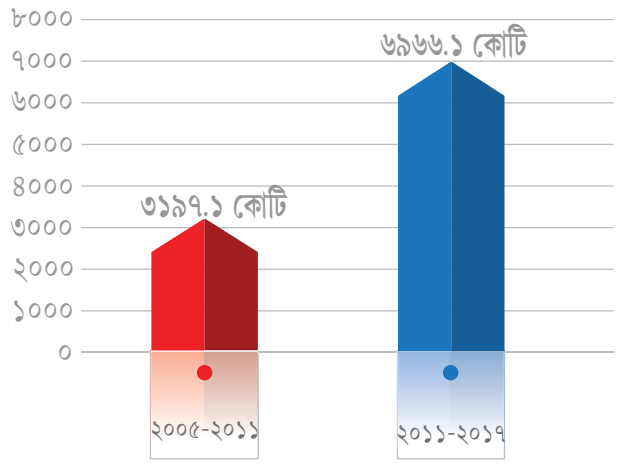
- **পশ্চিমবঙ্গ পশু এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (ডব্লিউবিআইউএএফএস)**-এর নদিয়া জেলার মোহনপুর ক্যাম্পাসটির আধুনিকীকরণের কাজ হয়েছে। স্নাতকস্তরের পশুচিকিৎসা এবং পশুবিজ্ঞান অনুষদ এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

## ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ব্যয়সহ কাজের খতিয়ান

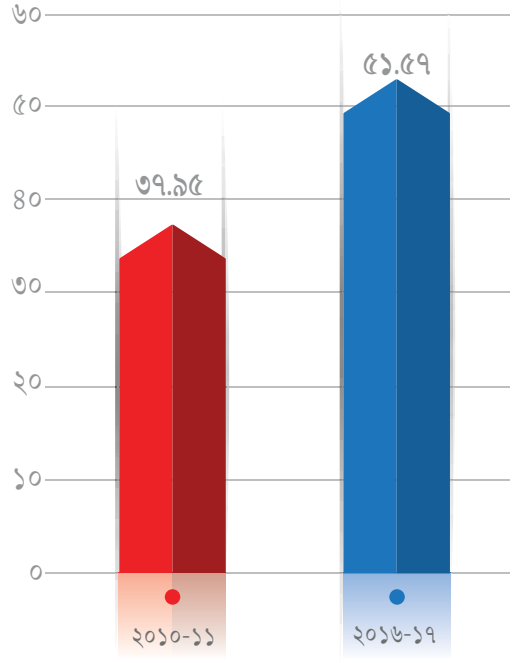
| ক্রম | সূচক | পরিসংখ্যান (২০১০-১১) | পরিসংখ্যান (২০১৬-১৭) |
|---|---|---|---|
| | **প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন** | | |
| ১ | দুগ্ধ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে) | ৪৪.৭২ | ৫১.৮৩ |
| ২ | মাংস উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে) | ৫.৭৭ | ৭.০৬ |
| ৩ | ডিম উৎপাদন (মিলিয়ন সংখ্যায়) | ৪০০১ | ৬৫৫৩ |
| ৪ | মুরগিছানা/হাঁসের ছানার জোগান (লক্ষ সংখ্যায়) | ২৪.১৪ | ৫০.১৮ |
| ৫ | পশু চিকিৎসা (লক্ষ সংখ্যায়) | ১১২.৭৪ | ২০৬.৭৯ |
| ৬ | টীকাকরণ (লক্ষ সংখ্যায়) | ৯৭.৪৬ | ৩৬৩ |
| ৭ | পশু স্বাস্থ্য শিবির (হাজারে) | ৯.৯৮ | ৪০.৬৬ |
| ৮ | আইএএইচ এবং ভিবি টীকা উৎপাদন (লক্ষ সংখ্যায়) | ১০৯.২৯ | ৩৩৯ |
| ৯ | কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন (লক্ষ সংখ্যায়) | ৩২.৯ | ৩৮.১২ |
| ১০ | ক্রসব্রিড আপগ্রেড করা বাছুরের সংখ্যা (লক্ষ সংখ্যায়) | ১০.৯২ | ১২.৩৭ |
| ১১ | হিমায়িত শুক্রাণু স্ট্র উৎপাদন (লক্ষ সংখ্যায়) | ২০.২১ | ৪৫.৯৯ |
| ১২ | রাজ্য বাজেটে বরাদ্দকৃত পরিকল্পনা খাতে খরচের পরিমাণ (সিওআরই + আরকেভিওয়াই + আরআইডি + এনসিডিসি + ওসিএএসপিএস) (কোটি টাকায়) | ৮৩.০২ | ২৯৩.৪৪ |



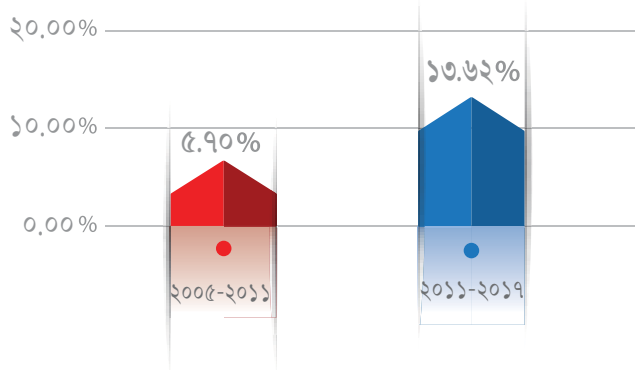
# জনস্বাস্থ্য কারিগরি



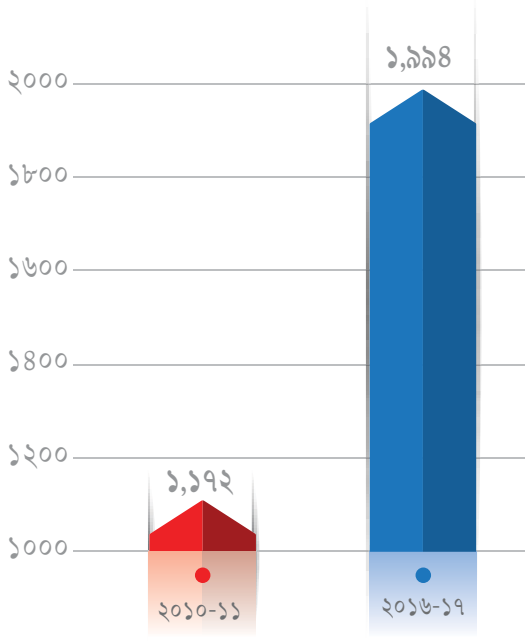

জল সরবরাহ ক্ষেত্রে
মোট বিনিয়োগ (টাকায়)



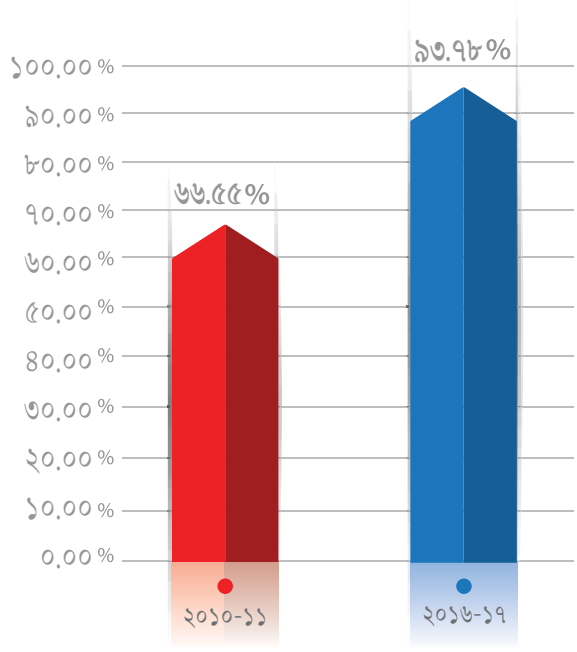

নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প-এর আওতাভুক্ত
গ্রামীণ জনসংখ্যা (%)



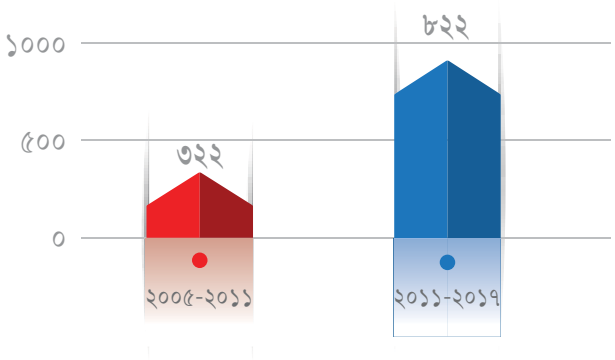

নল বাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প-এর আওতাভুক্ত
গ্রামীণ জনসংখ্যার (%) বৃদ্ধি



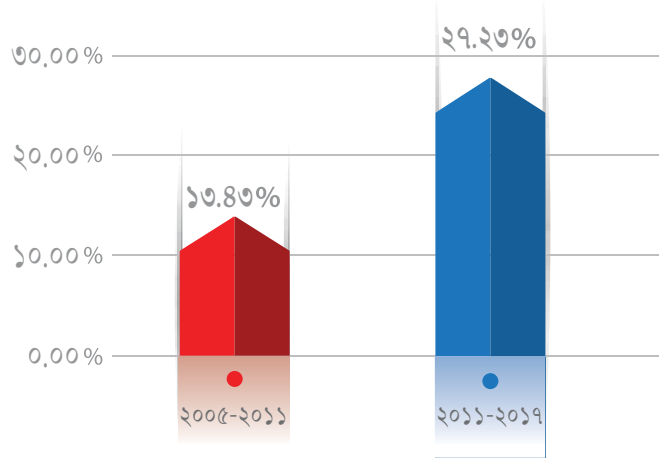

বর্ষশেষের হিসেবে মোট চালু হওয়া
নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প-এর সংখ্যা



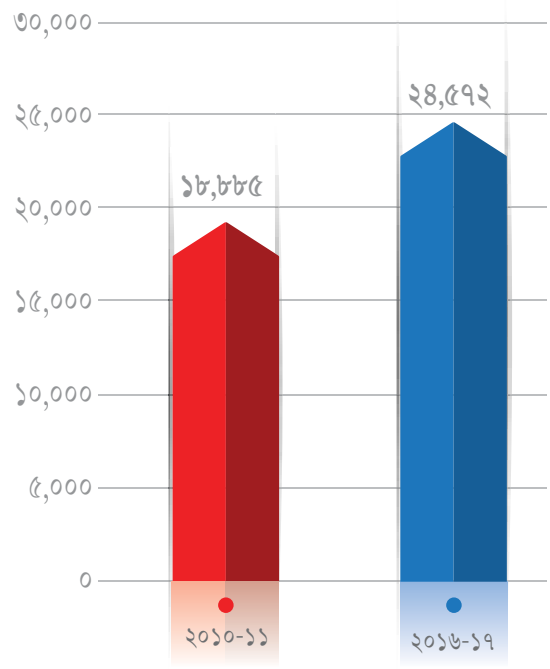

আর্সেনিক কবলিত জনসংখ্যা (২০১১)-কে
নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের
আওতায় আনা শতাংশের হিসেবে



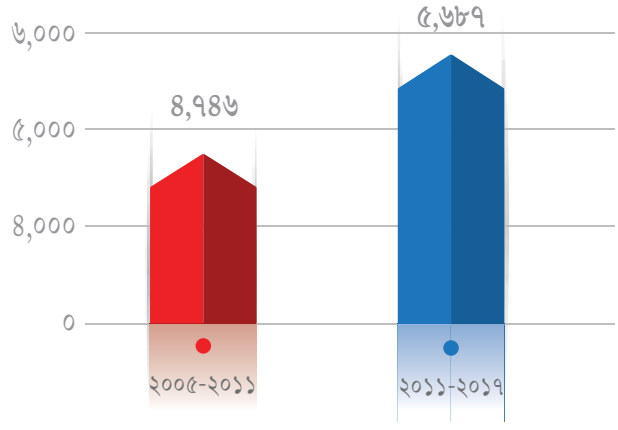

চালু হওয়া নলবাহিত পানীয় জল
সরবরাহ পরিকল্প-র সংখ্যা বৃদ্ধি




শতাংশের হিসেবে আর্সেনিক প্রভাবিত জনসংখ্যা (২০১১)-কে
নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আনার পরিমাণ বৃদ্ধি




জলের উৎসহীন বিদ্যালয়কে পানীয় জল সরবরাহের আওতায় নিয়ে আসা




জলের উৎসহীন বিদ্যালয়কে আওতায় নিয়ে আসার সংখ্যা বৃদ্ধি

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## এক ঝলকে গত ছয় বছর (মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭) জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বিগত ছয় বছরে গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে **আমূল পরিবর্তন** সাধিত হয়েছে। এই প্রথম এই বিভাগ কর্তৃক একটি 'ভিশন ২০২০' দলিল প্রস্তুত ও গ্রহণ করা হয়েছে যার লক্ষ্য হল প্রতিটি বাড়িতে ৭০ এলপিসিডি পরিমাণ নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য অনুমিত ব্যয় হল ২১,১২৫ কোটি টাকা।
- এপ্রিল ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় প্রায় **৮২২টি** নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প (পিডব্লিউএসএস)-সহ, **২০৬৮৭ হস্তচালিতন লকূপ** এবং **১৪,৩১০টিবি. গ৫ বারড** নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে**১ .৮৫৫ কাটিম ানুষ** উপকৃত হয়েছেন। ২০০৫-২০১১ সময়কালের তুলনায় এই সাফল্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৫-২০১১ সময়কালে **৩২২টি** নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পসহ **১৫,৩০৯টি** সাধারণ নলকূপ স্থাপন করা হয়েছিল এবং এর ফলে **৬৩.৯৬ লক্ষ** মানুষ উপকৃত হয়েছিলেন।
- এছাড়াও এপ্রিল ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় **৭৫৯টি** গ্রামীণ এলাকায় নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর জন্য অনুমিত ব্যয় হল **১০০৪২.৩১ কোটি টাকা** এবং এর মাধ্যমে **১.৭৮ কোটি** মানুষ উপকৃত হবেন।
- ২০০৫-২০১১ তে গ্রামীণ এলাকায় জল সরবরাহ ক্ষেত্রে **৩,১৯৭.১০ কোটি টাকা** বিনিয়োগ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ২০১১-২০১৭ তে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় **৬,৯৬৬.১১ কোটি টাকা।**
- এই বিভাগ বর্তমানে **৮০৭০.১৭ কোটি টাকা** অনুমিত ব্যয়ে **৪৭১ টি** নলবাহিত জলসরবরাহ পরিকল্প রূপায়ণের কাজ করছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে গ্রামীণ জনসংখ্যার **২.৫৫ কোটি** মানুষ উপকৃত হবেন।
- **মে ২০১১** তে যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার **৩৭.৯৫ শতাংশ** জনসংখ্যার নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের শেষে অনেকটা বাড়িয়ে **৫১.৫৭ শতাংশ** মানুষের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। সমস্ত চালু পরিকল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী **৭৩.৩৪ শতাংশ** মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে যাবে।
- **মে ২০১১** তে আর্সেনিক কবলিত এলাকায় **৬৬.৫৫ শতাংশ** মানুষের কাছে নিরাপদ জল সরবরাহ করা সম্ভব হত। ইতিমধ্যেই **৯৩.৫২ শতাংশ** মানুষের কাছে নিরাপদ জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং আশা করা যায় **ডিসেম্বর ২০১৭**-এর শেষ নাগাদ এটি **৯৭ শতাংশ** এ গিয়ে পৌঁছাবে।
- ফ্লোরাইড প্রশমনের জন্য ১,৫৮০ কোটি টাকা অনুমিত ব্যয়ে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, মালদা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই **৭টি জেলার ৪৩টি ফ্লোরাইড কবলিত ব্লকে** পর্যায়ক্রমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে। এছাড়াও জেলার ফ্লোরাইড আক্রান্ত এলাকাগুলিতে প্রচুর সংখ্যক নদীতলদেশের জল বা ফ্লোরাইডমুক্ত গ্রাউণ্ড অ্যাকুইফার (উৎস রূপে) নির্ভর নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে।
- **৩০.১৫ লক্ষ** মানুষের সুবিধার্থে **১০১১.১২ কোটি** টাকা অনুমিত ব্যয়ে ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়ন গ্রান্ট ফান্ড (বিআরজিএফ)-এর অধীনে কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সর্বাধিক শুষ্ক বাঁকুড়া জেলার ১৪টি ব্লককে নিয়মিতভাবে পানীয় জলসরবরাহ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত হিসাবে সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে ৯.৫৪ লক্ষ (২০১১ আদমসুমারি) মানুষের সুবিধার্থে **৮৩৩.৭৯ কোটি টাকা** ব্যয়ে **বাঁকুড়া নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে** বাঁকুড়া জেলার বাকি ৮টি ব্লককে অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে যেখানে ২০১১ তে বাঁকুড়া জেলায় নলবাহিত জল সরবরাহের আওতাভুক্তি ছিল ১৫.২২ শতাংশ, তা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে **৪৩.২১ শতাংশ**। আশা করা যায় সমস্ত চালু ও প্রস্তাবিত নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্পের কর্মসূচিগুলি সম্পূর্ণ হলে এই আওতাভুক্তির পরিমাণ হবে ১০০ শতাংশ।
- **একইভাবে, আনুমানিক ১,১৭৩.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাপানের জেআইসিএ সংস্থাটির সহায়তায় একটি স্থিতিশীল নলবাহিত জল**

**সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।** এই প্রকল্পে **পুরুলিয়া জেলার ২৯.১০ লক্ষ** মানুষ উপকৃত হবেন; বলা বাহুল্য **এই জেলাটি রাজ্যের আরও একটি জলাভাবের অঞ্চল এবং ফ্লোরাইড কবলিত।** ২০১১ সালে নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিল সমগ্র জেলার ১৮.০০ শতাংশ। তা ইতিমধ্যেই ২৭.০ শতাংশ হয়েছে এবং যখন প্রস্তাবিত চলতি নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প-এর কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন ৭২.৩৪ শতাংশ এলাকা এর আওতায় আসবে।

- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার **তপন ও গঙ্গারামপুরে ৩১০.৫১ কোটি টাকা** ব্যয়ে ফ্লোরাইড কবলিত অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের উপস্তরভিত্তিক নলবাহী জল সরবরাহের প্রকল্প রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এই দুই প্রকল্পের ফলে **৫.১৩ লক্ষ** মানুষ (২০১১-এর জনগণনা) উপকৃত হবেন।
- পানীয় জল সরবরাহের জন্য **জঙ্গলমহল অঞ্চলে** (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। বর্তমানে জঙ্গলমহলের **২৯.৫৭ শতাংশ** অঞ্চল নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প-এর অন্তর্গত যা **২০১১ সালে ছিল ১৩.৩৪ শতাংশ** এবং চলতি সব কয়টি প্রকল্প রূপায়ণের পরে জঙ্গলমহলের আওতাভুক্ত এলাকা **বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৬৭ শতাংশ হবে।**
- ২০১১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৯.৫৬ শতাংশ নলবাহী জল সরবরাহের আওতাভুক্ত ছিল ইতিমধ্যেই তা **২২.১৮ শতাংশ** হয়েছে এবং আশা করা যায় সমস্ত প্রস্তাবিত ও চলতি প্রকল্পগুলি চালু হলে **২৮.৩৫ শতাংশ** এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার **ফলতা-মথুরাপুর ও সংলগ্ন মৌজায়** ভূ-তলস্থিত জলের ভাণ্ডারের সহায়তায় নলবাহী জল সরবরাহের প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এবং এর ফলে ১০টি লবণাক্ত ব্লক অর্থাৎ কুলপি, ডায়মন্ড হারবার -১ ও ২, ফলতা, জয়নগর-২, কুলতলি, মগরাহাট-১, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর-১ ও ২ এই অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সর্বমোট ৯০২টি মৌজা এর আওতায় আসবে এবং ২৭৪০টি জনবসতি অঞ্চল এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে। এই প্রকল্পভুক্ত জনসংখ্যা **৩২.৮৯ লক্ষ** এবং আনুমানিক ব্যয় **১,৩৩২.৪১ কোটি টাকা।** এ কথা উল্লেখের দাবি রাখে যে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই জেলার, ২৯টি ব্লক-এর মধ্যে ১৯টি ব্লক যেখানে ভূগর্ভস্থ জল আর্সেনিকযুক্ত ও লবণাক্ত, সেখানে ভূ-পৃষ্ঠস্থিত জল সরবরাহ করা যাবে।
- উত্তর ২৪ পরগনার আর্সেনিক-দূষিত অঞ্চলে এই দপ্তর ভূ-পৃষ্ঠের জলের উপর নির্ভর করে ইতিমধ্যেই দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার একটি হলো **হাবড়া-গাইঘাটা** অঞ্চলের জন্য এবং অপরটি **হাড়োয়া-রাজারহাট ও ভাঙড়-২** (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) অঞ্চলের জন্য; এর জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে **১২৬৫.৮৮ কোটি টাকা** ও এর ফলে **২৬.১১ লক্ষ** মানুষ উপকৃত হবেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য হাড়োয়া-রাজারহাট ও ভাঙড়-২ প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়েছে। উপরন্তু অবশিষ্ট সমস্ত অঞ্চলকে ভূ-পৃষ্ঠের নলবাহী জল সরবরাহের আওতায় আনার জন্য এই সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আরো তিনটি ব্লক অর্থাৎ ১) বনগাঁ ও বাগ্‌দা ২) বাদুড়িয়া, বারাসাত-২,বসিরহাট-৯, বসিরহাট-২ স্বরূপনগর ও হাসনাবাদ ৩) হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি-১ ও ২ এই ব্লকগুলি নিয়ে আরও তিনটি প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে **৩৭৮৪.০০ কোটি টাকা** এবং উক্ত প্রকল্পগুলির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে 'ন্যাশনাল ওয়াটার কোয়ালিটি সাবমিশন'-এর অধীনে।
- হাওড়া জেলার বালি-জগাছা অঞ্চলে দূষিত জল আছে এমন এলাকায় — যার মধ্যে ছয়টি সেন্সাস টাউন আছে — সেখানে **বালি-জগাছা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলভিত্তিক প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)**-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে **১৫০.৬৮ কোটি টাকা** এবং এর আওতায় আসছেন **২.৮৬ লক্ষ** মানুষ। তদুপরি হাওড়া জেলার ডোমজুড় ব্লকে ভূ-পৃষ্ঠের জলের উপর নির্ভর করে আরো একটি প্রকল্প **বালি-জগাছা (দ্বিতীয় পর্যায়)** হাতে নেওয়া হবে। এর জন্য ব্যয় হবে **৪৫.৮৮ কোটি টাকা** এবং **৫.৬৮ লক্ষ মানুষ** (২০১১-এর জনগণনা) এর ফলে উপকৃত হবে।
- যে সমস্ত আর্সেনিক-দূষিত জনবসতি এখনো কোনো নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় আসেনি সেইসব অঞ্চলের মানুষদের অন্তর্বর্তী স্বস্তিদানের লক্ষ্যে এই সরকার **সৌর বিদ্যুৎচালিত গোষ্ঠীভিত্তিক জল শোধনের কার্যক্রম** রূপায়িত করছে। এই বিভাগ ইতিমধ্যেই

**৫০.৯৮ কোটি টাকা** ব্যয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এইরকম ৩৮৫টি গোষ্ঠীভিত্তিক জলশোধন কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

- কলকাতার নিউটাউন, নবদিগন্ত, সল্টলেক, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, হাড়োয়া, রাজারহাট এবং সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকায় ৩৪৮.৩৭ কোটি টাকা খরচ করে প্রতিদিন ১০০ এমজিডি অপরিশোধিত জলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। হুগলি নদীর অপরিশোধিত জল কলকাতার নিউটাউনের জল পরিশোধন কেন্দ্রে পরিশোধনের জন্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। নিউটাউনের বাসিন্দারা এর সুফল ভোগ করছেন।
- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের উপরেও এই বিভাগ জোর দিচ্ছে। ৬৩.৫৩ কোটি টাকা খরচ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের **শ্রীধরকাটিতে** একটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ২০১৫-১৬ সালে **৫১.৬৭ কোটি টাকা** ব্যয় করে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় ৭০৪টি সৌরবিদ্যুৎ পরিচালিত দ্বি-নলবাহী জল সরবরাহ প্রকল্প শুরু হয়েছে। অনুরূপ **৪০০টি** প্রকল্প পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং বীরভূম জেলার জন্য দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে এইগুলি শুরু হবে বলে আশা করা যায়।
- **ওয়াটার এটিএম জল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে একটি** অভিনব প্রয়াস। জীবাণুমুক্ত করা এবং জল ঠান্ডা রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধন ব্যবস্থায় এটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওয়াটার এটিএম ন্যায্য মূল্যে এক লিটার পরিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল প্রদান করবে। কলকাতার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলিতে এবং সরকারি হাসপাতালে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এরকম কিছু **ওয়াটার এটিএম** বসানো হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকার একাধিক স্কুলে **২০০টি ওয়াটার এটিএম** বসানো হয়েছে। যেগুলি ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে জল সরবরাহ করবে।
- বন্যা ও খরার সময় এলাকার মানুষের জলসংকট দূর করতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ সর্বদা তৎপর। বিপর্যয় ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পরিশুদ্ধ জলের যোগান অব্যাহত রাখতে এই বিভাগ **২১টি মোবাইল ট্রিটমেন্ট ইউনিট** চালু করেছে।
- জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে মেলার মত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে অথবা বন্যা, খরা প্রভৃতি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে ১৩টি পানীয় জল বোতলজাত করার কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প অথবা সাধারণ নলকূপের মাধ্যমে চা বাগানগুলিতে জল সরবরাহ করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই জেলাগুলির **৪১টি রুগ্ন চা বাগানে** জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর মোট **১০০টি** অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসম্পন্ন জলের গুণমান পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি করেছে। বর্তমানে রাজ্যে অনুরূপ পরীক্ষাকেন্দ্রর সংখ্যা ২১৮। **জলের গুণমান পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যায় দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম।** দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ রায়পুরে জল পরিশোধন কেন্দ্রের **স্টেট রেফারেল ল্যাবরেটরি** সম্প্রতি **এনএবিএল-এর অনুমোদন** পেয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


চাকদহ ভূতল জল ভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প (চালু হয়েছে) ১ক ১খ

হরিণঘাটা ভূতল জল ভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প (চালু হয়েছে) ২ক ২খ

নদিয়া উত্তরাঞ্চল ভূতল জল ভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প (চালু হয়েছে) ৩

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা-মথুরাপুরে ভূতল জল ভিত্তিক বৃহৎ জল সরবরাহ প্রকল্প (কাজ চলছে) ৪

বাঁকুড়া জল সরবরাহ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) (বিআরজি এফ-এর আর্থিক সহায়তায়) (অংশত চালু হয়েছে) ৫

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া-গাইঘাটায় ভূতল জলভিত্তিক নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প (কাজ চলছে) ৬ক ৬খ

পুরুলিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) (জেআইসিএ, জাপান-এর আর্থিক সহায়তায়) (কাজ চলছে) ৭

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাড়োয়া, রাজারহাট ও ভাঙড়-২ তে ভূতল জলভিত্তিক নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প (কাজ চলছে) ৮

সমষ্টিগত জল পরিশোধন প্ল্যান্ট ৯ক ৯খ

ওয়াটার এটিএম ১০ক ১০খ

জল পরীক্ষণাগার ১১ক ১১খ

অনসাইট মোবাইল অ্যানালিসিস সিস্টেম ১২ক ১২খ

মোবাইল ট্রিটমেন্ট ইউনিট (এমটিইউ) ১৩ক ১৩খ

# ছবি


১ক


১খ


২ক


২খ

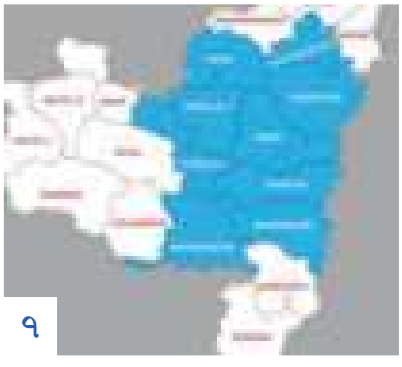

৩


৪


৫


৬ক


৬খ


৭


৮


৯ক



৯খ




১০ক



১০খ



১১ক



১১খ



১২ক



১২খ



১৩ক



১৩খ




# পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

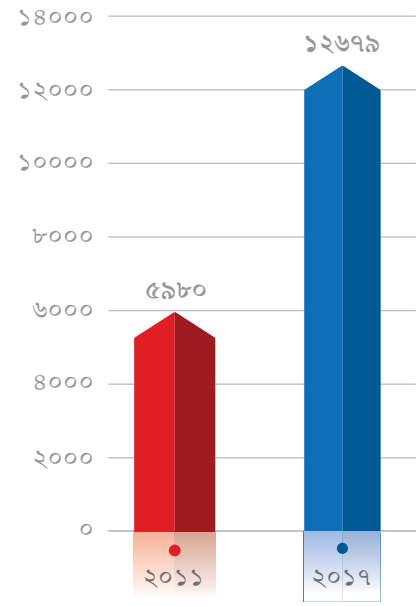
| গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির নিরিখে কর্মকুশলতার বার্ষিক মূল্যায়ন (এপিএ) উত্তীর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ | |
|---|---|
| সাল | এপিএ উত্তীর্ণ গ্রাম পঞ্চায়ত সমূহ (১০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের-এর মধ্যে) |
| ২০১১-১২ | ৪৮৩ |
| ২০১২-১৩ | ৭৯২ |
| ২০১৩-১৪ | ৭৯৪ |
| ২০১৪-১৫ | ৮৬১ |
| ২০১৫-১৬ | ৯৬০ |
| ২০১৬-১৭ | ৯৮৭ |

পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষণ ও দায়বদ্ধতার বিগত কয়েক বৎসরে বৃদ্ধি

| গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির তহবিল গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে | |
|---|---|
| সাল | আইএসজিপিপি তহবিল (কোটিতে) |
| ২০১১-১২ | ৪৪.০৯ |
| ২০১২-১৩ | ১০৮.৯৪ |
| ২০১৩-১৪ | ১৪৭.৭১ |
| ২০১৪-১৫ | ২০২.৭৯ |
| ২০১৫-১৬ | ২৪০.১৪ |
| ২০১৬-১৭ | ২৯৪.৩৭ |

বিগত কয়েক বৎসর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে ক্রমবর্ধমান প্রজেক্ট গ্রান্ট (আনটায়েড গ্রান্ট) অনুমোদন

## সড়ক সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত জনবসতি অঞ্চলের সংখ্যা



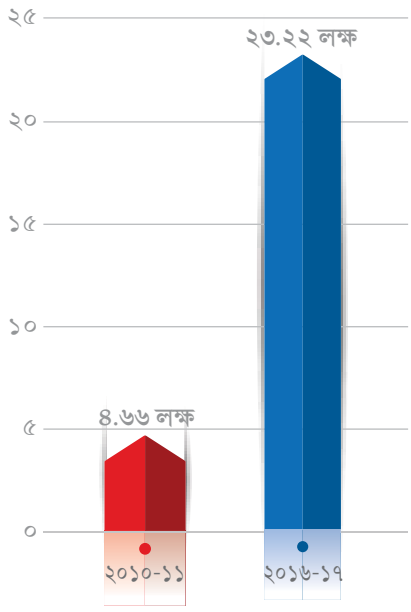
| বাস্তবিক বা ব্যবহারিক সাফল্য | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
| IGNOAPS | ১৭৪১৭৭৮ | ১৬৫২২৮৮ | ১৩৩৮৫৪৫ | ১৫৩৯৫০১ | ১৫৫৭৫১০ | ১৪২৮১৮৭ |
| IGNWPS | ৩৭০৭২৪ | ৪৪১৯৩৩ | ৬৫৮৫৫৪ | ৮১৯১৯৬ | ৮২৭২৩৫ | ৮২৩৭৬২ |
| IGNDPS | ৩৪৪৭৫ | ৩৮০৩১ | ৪০৮২১ | ৫৮৬৫৩ | ৬৩২৩১ | ৬৬৮৯২ |
| NFBS | ২১২২০ | ৩৯৫০১ | ২৬৪১৬ | ২৫৩৯০ | ২৯১৬৭ | ২৬৫৩৩ |
| TOTAL NSAP | ২১৬৮১৯৭ | ২১৭১৭৫৩ | ২০৬৪৩৩৬ | ২৪৪২৭৪০ | ২৪৭৭১৪৩ | ২৩৪৫৩৭৪ |

(লক্ষ টাকায়)

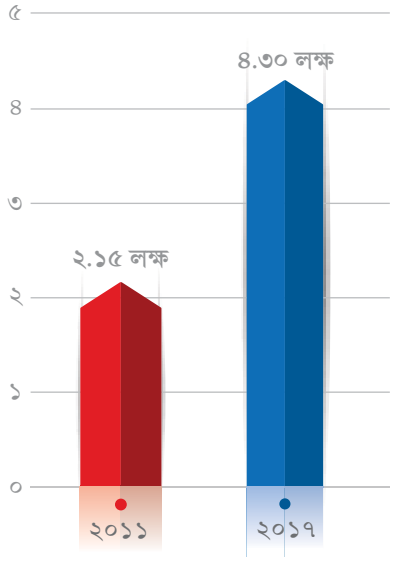
| আর্থিক সাফল্য : পশ্চিমবঙ্গ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
| IGNOAPS | ৬৮০৬৫.৬২ | ৬৯৪৭৬.৯৭ | ১০৪৮০২.০১ | ৯১৬২৯.২৪ | ৯৪৮৪০.১৭ | ৮১৫১৭.৫১ |
| IGNWPS | ১৯২৭১.০১ | ১৭০৪৫.৩৩ | ৫৫৩৬৮.২৭ | ৫৬৪৮৮.৪৪ | ৫৯২২৪.৮৯ | ৫৪৭৪৯.৬৪ |
| IGNDPS | ৯৮২.১৯ | ১৪৮৯.৪৭ | ৩৫১৫.৫৬ | ৪০১১.০৭ | ৪৮৮৪.৮৮ | ৪৪৫৯.৬৭ |
| NFBS | ২৩৭৯.৫৯ | ৪০৪৬.৭৪ | ৫২৭৪.২৯ | ৯২৮৭.২৪ | ১২১৪৯.৫৪ | ১০৬৩৬.৭১ |
| TOTAL NSAP | ৯০৬৯৮.৪১ | ৯২০৫৮.৫০ | ১৬৮৯৬০.১৩ | ১৬১৪১৫.৯৯ | ১৭১০৯৯.৪৮ | ১৫১৩৬৩.৫৩ |

(কোটি টাকায়)

| প্রদত্ত অর্থ : পশ্চিমবঙ্গ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
| NSAP | ৯০৮.১৪ | ৯৩২.২৬ | ২৩২০.৫১ | ১৪১৩.৯৬ | ১৫৫৯.৯৪ | ২২০০.৭৮ |

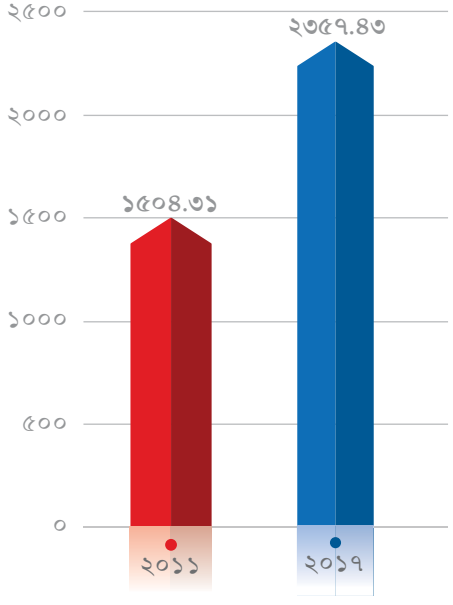



ব্যক্তিগত পারিবারিক
শৌচালয় নির্মাণ (আইএইচএইচএল)




অনুমোদিত গ্রামীণ আবাস

১০০ দিনের কাজে সৃষ্ট শ্রম দিবস (লক্ষে)



## লক্ষ্যে এগিয়ে চলা : বিগত ৬ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কার্যাবলি

### প্রাতিষ্ঠানিক গঠন

- তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতি প্রভৃতি সকলকে নিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল স্তরে সামগ্রিক ৫০% সংরক্ষণের জন্য ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত আইনের সংশোধিত রূপ অনুসারে সমস্ত গোষ্ঠী মিলিয়ে (তপশিলি জাতি, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণী ) মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ প্রতিটি স্তরে পূর্বের ৩৩% থেকে ৫০% করা হয়েছে। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত-এর সাধারণ নির্বাচন এইরকম সংশোধিত সংরক্ষণের ভিত্তিতে হয়েছিল এবং এর ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও সর্বজনীন ও লিঙ্গবৈষম্যহীন হয়েছে।
- পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চালনা ও নির্মাণ ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্স ও অনুমোদন দানের পদ্ধতি আরও সরল করে ২০১৫ সালে পঞ্চায়েত আইন ও বিধিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলাকে বিভক্ত করে যথাক্রমে আলিপুরদুয়ার (২০১৪), ঝাড়গ্রাম (২০১৭) এবং পশ্চিম বর্ধমান (২০১৭) জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে।
- ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান-এর কর্মকর্তা যথা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান; পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও সেই সাথে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পদাধিকারীদের সাম্মানিক অর্থ ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যদের সাম্মানিক অর্থও বাড়ানো হয়েছে।

**জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩-এর অধীনে নিম্নলিখিত পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি ও প্রক্রিয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে :**

- ভবন নির্মাণের জন্য সম্মতি প্রদান
- কারবার নিবন্ধীকরণ
- গাড়ির নিবন্ধীকরণ (মোটর ভেহিকেল্‌স আইনের আওতার বাইরে যেগুলি রয়েছে)

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে 'সমব্যথী' নামে দরিদ্র কল্যাণে একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে মৃত কোনও ব্যক্তির সৎকারের জন্য তাঁর নিকটতম আত্মীয়কে ২০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচি চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫৪৭৮ টি পরিবার উপকৃত হয়েছে ও এই খাতে ৫.১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

## ১০০ দিনের কাজ

- বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ ১০০ দিনের কাজে তার কুশলতা বৃদ্ধি করেছে এবং এই কর্মসূচি রূপায়ণে পরিমাণগত ও গুণগত উভয়দিক থেকেই মানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিমাণগত দিক থেকে, ২০১১-এর জুলাই থেকে গত ৬ বৎসরে ১২৭.১৬ কোটি শ্রম-দিবস সৃষ্টি করা গেছে, যা ২০০৬ সালে এই আইন প্রণয়ন থেকে ২০১১-এর জুন পর্যন্ত যে কর্মসৃষ্টি হয়েছে (৫৪.১৫ কোটি) তা থেকে অনেকটাই ভালো। ব্যয়ের দিক থেকে ধরলে ভারতীয় মুদ্রায় তার পরিমাণ ছিল ২৭৬৮২.০৫ কোটি টাকা, যার বাৎসরিক গড় ৪৬১৪ কোটি টাকা। গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ব্যয় ২০১১-১২ সালে ৮৭.৩৯ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ সালে ২১২.২২ লক্ষ টাকা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা (এমজিএনআরইজিএ) প্রকল্পে রাজ্যের ব্যয় অনেক বেশি হয়ে ৭২৮৩.৪৫ কোটি টাকার মতো হয়েছে।
- গুণগত ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা (এমজিএনআরইজিএ) আইন প্রকল্পের অধীনে একগুচ্ছ উদ্ভাবনী কর্মসূচি নিয়ে এসেছিল। যার মধ্যে অন্যতম ছিল ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ইট উৎপাদন, লিজ জমিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে বৃক্ষরোপণ, নদীতীর সুরক্ষার জন্য জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে নদীবাঁধের স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিশেষ ধরনের ঘাস, সুগন্ধী তৃণলতা রোপণ যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত হওয়ার ফলে ভূমিক্ষয়রোধে সক্ষম, যদিও শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নদিয়া জেলা একপ্রস্থ এই কর্মসূচি প্রবর্তনের পরে মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচির নামাঙ্কন করেন 'সবুজায়ন' এবং বর্তমানে তা ১৩ টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে।
- বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যক্রমগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনে বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন উদ্যম মানুষের নাগালে নিয়ে যাওয়া গেছে। রাজ্য সরকারের ২৬টি দপ্তরের অধীনে ৩৩টি কর্মসূচি/প্রকল্প-কে এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা গিয়েছিল।
- ১০০ দিনের কাজের অধীনে প্রোথিত বৃক্ষগুলি সজীব রাখতে ও তা সুনিশ্চিত করতে 'বৃক্ষ পাট্টা' উদ্যোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে এবং ঐ কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসন্ধানী মানুষদের জিম্মায় গাছগুলি সমর্পণ করে তিন বৎসর রক্ষণাবেক্ষণের শর্তে ঐসব গাছগুলি ভোগদখল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে; অবশ্য কোনও হস্তান্তর বা গাছের হানি না ঘটানোর সাপেক্ষে। প্রায় ৩০০০০ (তিরিশ হাজার) পরিবারকে ৩৫ লক্ষ গাছ দেওয়া হয়েছে; এই কর্মসূচির আওতায় কর্মপত্র (জব কার্ড)-এর অধিকারীরা চারা রোপণের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেইমত তাঁদের মজুরির হার বৃক্ষের প্রাণরক্ষার সাথে যুক্ত হয়েছে। এই উদ্যোগে কর্মপত্রের অধিকারীরা কাঠের মূল্যের উপর অংশীদারত্ব-সহ স্বল্প উৎপন্নের উপর তাঁদের অধিকার ভোগদখল করেন।
- দার্জিলিং অঞ্চলে ঝরনা বা জলধারাগুলির প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় জলসরবরাহ সমস্যার নিরসনে সেখানে ৪০টি (চল্লিশ) এমন ঝরনা নিয়ে একটি অগ্রণী উদ্যোগ (পাইলট ইনিশিয়েটিভ) হাতে নেওয়া হয়েছে। 'বাংলার ঝরনাধারা প্রকল্প' নামে জলধারাপাত বিকাশের উদ্যোগ পাহাড়ে জলের সহজলভ্যতার প্রশ্নে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আশার পথে। এই অগ্রণী উদ্যোগে জলপাইগুড়ির ১৩টি ঝরনা এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ৮টি ঝরনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ১০০ দিনের কাজে বহুমুখী উদ্যোগের মধ্যে বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় 'গন্ধেশ্বরী' (৩০ কি.মি.) 'বিড়াই' (২২ কি.মি.) ও 'দামোদর' (২০ কি.মি.) নদীর জন্য 'নদী পুনরুজ্জীবন প্রকল্প' হাতে নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বাংলার স্রোতধারা প্রকল্প' এবং এটা আশা করা যায় যে এই প্রকল্পটি নদীখাতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার বিকাশে বড়ো অবদান রাখবে।

**মিশন নির্মল বাংলা**

- ২০১২-১৩ সালে একটি বুনিয়াদি সমীক্ষায় ৬৭.৭৭ লক্ষ পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যাঁদের কোনও শৌচালয় নেই। ২০১৩-১৪ সাল থেকেব ্যাপকপ্রচেষ্টারফ লস্বরূপ৫ ২.৬২ল ক্ষ পরিবারেরে শৌচালয়প্রাপ্তিস ুনিশ্চিতক রা গেছেএ বংফ লতে শৌচালয়প্রাপ্তগ্রামীণ পরিবারগুলির হার ৯০ শতাংশে পৌঁছে গেছে।
- ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর ভারত সরকার কর্তৃক 'স্বচ্ছ ভারত' মিশন চালু হওয়ার পর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৪৪.৯২ লক্ষ পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে যা এই ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সাফল্যের চেয়ে ১১% বেশি।
- ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ সালে যথাক্রমে ৬.০৮ লক্ষ, ৮.৪৭ লক্ষ, ১৪.৩২ লক্ষ এবং ২৩.২২ লক্ষ ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।
- 'স্বচ্ছ ভারত' মিশন প্রচলিত হওয়ার পরে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে নদিয়া জেলা দেশের নির্মল (উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত) জেলা ঘোষিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে আরও চারটি জেলা অর্থাৎ হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও কোচবিহার নির্মল জেলার সম্মান অর্জন করেছে। তদুপরি অবিভক্ত বর্ধমান এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নিজেদের মুক্ত নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই দুটি জেলায় রাজ্য পর্যায়ের প্রমাণ পরীক্ষা চলছে।
- ১৭.০৫.২০১৭ পর্যন্ত রাজ্যে ১৯২৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন ২১৩২৪ টি গ্রাম 'ঘোষিত নির্মল গ্রাম' হয়েছে, এই সংখ্যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ

**বাংলার আবাস যোজনা**

- বিগত ছয় বৎসরে (অর্থাৎ ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত) এই কার্যক্রমের আওতায় ১৮.৯৪ লক্ষ আবাস অনুমোদিত হয়েছিল। ২০১৫-১৬ পর্যন্ত অনুমোদিত ১৪.৬২ লক্ষ আবাস নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ সালে অনুমোদিত ৪.৩০ লক্ষ আবাস তৈরির কাজ এখন নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।
- এই দপ্তর গত ছয় বৎসরের পর্যায়ে সর্বমোট ১০৫৬৩.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পেরেছিল যার মধ্যে ৯৮৭০.৬৩ কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ সালে আবাস যোজনার পদক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গ সফলভাবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি সুমারির পরিসংখ্যানগুলিকে সুযোগ্য ব্যক্তিদের বাছাইয়ের জন্য ব্যবহার করতে পেরেছিল।

**গ্রামীণ সড়ক যোজনা**

- এই কর্মসূচি প্রবর্তিত হওয়ার পর বিগত ছয় বৎসরে রাজ্যে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ২৩৮৫৭.৫৬ কি.মি. নির্মিত সড়ক দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১২৪৫৯.৩৬ কি.মি. সড়ক নির্মিত হয়েছিল। অর্থবর্ষ অনুসারে (২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অবধি) যে সড়ক নির্মিত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১১৩২.৫২ কি.মি., ১২৭১.৬২ কি.মি., ২৫৪৮.৩৮ কি.মি., ২২১৫.১৬ কি.মি., ২৪৬৬.১৫ কি.মি. এবং ২৮২৫.৫৩ কি.মি.। ঐ ছয় বৎসরে যথাক্রমে ৬৮৯, ৮০৩, ১১৩২, ৮৬৯, ১১১১ ও ১১৬২ সংখ্যক আবাসস্থলকে যুক্ত করা গিয়েছিল।
- গ্রামীণ সড়কের কোর নেটওয়ার্ক অনুযায়ী সামগ্রিক পরিকল্পনায় ৩৬০০০ কিমি সড়কের মধ্যে, এই দপ্তর ২৯৮৪৬.৯ কিমি সড়ক নির্মাণের অনুমোদন লাভ করেছে।
- ২৮৩১.৯ কিমি সড়ক দৈর্ঘ্যের বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট ইতিমধ্যেই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে পেশ করা হয়েছে।

- লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকা ১৪১৭৩টি জনবসতি অঞ্চলের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১২৬৭৯টি জনবসতি অঞ্চলকে সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত করা গিয়েছে এবং আশা করা যায় যে অবশিষ্ট অংশ ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে।
- রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ নীতির অধীনে শুধুমাত্র রাজ্য সরকার প্রদত্ত অর্থে ৮৬০২ কিমি পুরোনো গ্রামীণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

**আনন্দধারা**

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে 'পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১'-এর এক্তিয়ারে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ জীবিকা মিশন গঠিত ও নিবন্ধিকৃত হয়েছে (১০ই মে, ২০১২ তে)। রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল নারীদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত করে এক ব্যাপক গ্রামীণ দারিদ্র্য বিরোধী কার্যক্রম শুরু করতেই এই উদ্যোগ। ২০১২ সালের ১৭ মে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন।
- কর্মসূচি নিবিড়তা সম্পর্কে বলা যায় যে কর্মসূচির অধীনে নিবিড় ব্লক-এর সংখ্যা ২০১২-১৩ সালে ৩২ থেকে বেড়ে বর্তমান অর্থবর্ষে ১৫৮ হয়েছে।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও ফেডারেশন পরিসংখ্যান নিম্নলিখিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে :

| বছর | স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা | উপসংঘের সংখ্যা | সংঘের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২০১২-১৩ | ৩১৮১৮০ | ২২৭১৫ | ২৪২৫ |
| ২০১৩-১৪ | ৩২৪৪৪৪ | ২৭০২৬ | ২৬৮৮ |
| ২০১৪-১৫ | ৩৩৭৮৩৩ | ৩০৭৫৬ | ২৭৯৬ |
| ২০১৫-১৬ | ৩৭৭০৭৮ | ৩৪০২৯ | ৩১১৫ |
| ২০১৬-১৭ | ৪৫৭৯৬৭ | ৩৫১৯৯ | ৩১৭৯ |

- ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩.১৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪.৫৮ লক্ষ হয়েছে। ৩২৭৪.৯ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ৩৩২৯.৮১ লক্ষ টাকা (১০১.৬৮%)।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক বিনিয়োগে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে তার পুঞ্জীভূত পরিমাণ ৯৮৫১.৬৭ লক্ষ টাকা এবং ১৪০৮৭ লক্ষ টাকা, আবর্তনমূলক/প্রগতি ফান্ডের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর হয়েছে তার পুঞ্জীভূত পরিমাণ যথাক্রমে ৫২৫৪৩.৩ লক্ষ টাকা এবং ৫৪৬৬৮.৭ লক্ষ টাকা।

- ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ সালে গোষ্ঠীভিত্তিক পেশাদারের নিযুক্তি সম্পর্কে নীচের সারণিতে তথ্য দেখা যাচ্ছে :

| বছর | সংঘ কর্তৃক নিযুক্ত গোষ্ঠীগত পরিষেবা প্রদানকারী সংখ্যা | সংঘ কর্তৃক নিযুক্ত সমন্বয়কারীর সংখ্যা | জেলা স্তরের প্রশিক্ষকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ৫২৪১ | ১২১ | ৫৩৭ |
| ২০১৫-১৬ | ৭৩৪৯ | ৩০৫ | ৬১৬ |
| ২০১৬-১৭ | ৯৪৩০ | ৩০৯ | ৬২৭ |

- নীচের সারণিতে আনন্দধারা প্রকল্পে বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ উল্লিখিত :

(পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

| বছর | অনুমোদিত বাজেট | | মোট অনুমোদিত বাজেট | প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ | | প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | এনআরএলপি | এনআরএলএম | | এনআরএলপি | এনআরএলএম | |
| ২০১৩-১৪ | ১০৪৬৮ | ৯৬৭৬ | ২০১৪৪ | ৫৭৭০.৫৩ | ৪২৮৮.২৪ | ১০০৫৮.৭৭ |
| ২০১৪-১৫ | ৯৬৪৬ | ৪০৯৫ | ১৩৭৪১ | ৭৪৯৬.৩৯ | ৬৫০৩.৪০ | ১৩৯৯৯.৭৯ |
| ২০১৫-১৬ | ১০৭৪০ | ৩৫৩৯.০৫ | ১৪২৭৯.০৫ | ৬৩৫৯.৯২ | ১০৬১৭.০৮ | ১৬৯৭৭.০০ |
| ২০১৬-১৭ | ১০৮৫০ | ৬৪৫৯.৮২ | ১৭৩০৯.৮২ | ১২৫৮৯.৮ | ৮৬৩২.৫৪ | ২১২২২.৩৪ |

| বছর | সদ্ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ | | সর্বমোট সদ্ব্যবহৃত অর্থ | শতাংশের হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার | | শতাংশের হিসেবে মোট অর্থের সদ্ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | এনআরএলপি | এনআরএলএম | | এনআরএলপি | এনআরএলএম | |
| ২০১৩-১৪ | ৩১৩৮.০২ | ২০১৫.৩৩ | ৫১৫৩.৩৫ | ৫৪.৩৮ | ৪৭.০০ | ৫১.২৩ |
| ২০১৪-১৫ | ৪৭৫৬.৫ | ৩৮৯৭.১২ | ৮৬৫৩.৬২ | ৬৩.৪৫ | ৫৯.৯২ | ৬১.৮১ |
| ২০১৫-১৬ | ৫৮০৫.০৯ | ৯৫১৪.৬৭ | ১৫৩১৯.৭৬ | ৯১.২৮ | ৮৯.৬২ | ৯০.২৪ |
| ২০১৬-১৭ | ১২০৫৭.৫০ | ৮৩৭০.৭৪ | ২০৪২৮.২৪ | ৯৫.৭৭ | ৯৬.৯৭ | ৯৬.২৬ |

**পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রচালকদের সক্ষমতা নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ**

- গোটা রাজ্যজুড়ে প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো বিকশিত করা হয়েছে। বর্তমানে একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে অর্থাৎ রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এখন বিআর আম্বেদকর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে পুনর্নামাঙ্কিত)। পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩০টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিস্তৃত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে ভারত সরকার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করেছে।
- ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতের সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিকে (৫৮,০০০ প্রায়) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নবাগতদের জন্য একাধিক বার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে।
- গত ছয় বৎসরে যত সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি ও প্রচালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ : ২০১১-১২ সালে ১৩৮১৬৩ জন, ২০১২-১৩ সালে ১৪০৮৪৬ জন, ২০১৩-১৪ সালে ১৩৫৭৪৫ জন, ২০১৪-১৫ সালে ১৩৯৪৫২ জন, ২০১৫-১৬ সালে ১১১৫৪৬ জন এবং ২০১৬-১৭ সালে ১৪২৩৪৫ জন।
- জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র নির্মাণ ও গঠন : ২০১৭ সালের এপ্রিল অবধি ২৩ টি জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র (ডিপিটিআরসি) গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি পঞ্চায়েতের নানান কর্মনীতি ও সংগঠনগত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে; পিআরআই বডি কর্তৃক হাতে কলমে সহায়তা দানের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমের বিষয়গুলি বোঝানো হয়। সমস্ত জেলা পঞ্চায়েত ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবাসিক সুবিধা আছে।

**গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধি**

- রাজ্যের নয়টি জেলায় ১০০০ টি বাছাই গ্রামকে আওতাভুক্ত করে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় আইএসজিপি প্রকল্পের কাজটি শুরু হয় ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী করা যাতে এর দ্বারা নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান করা যায়। ২০১৬ সালের জুন মাসে এই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে; আর তারপর প্রথম পর্যায়ের সাফল্য অনুধাবন করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ২০১৬ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের সব জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অর্থাৎ ৩৩৪২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে।
- বাহ্যিক বাৎসরিক কর্মকুশলতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে সংযুক্ত মঞ্জুরি হস্তান্তর ব্যবস্থা ২০১০-১১ সালে প্রবর্তিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বৎসরে তা অব্যাহতভাবে তা চলিষ্ণু আছে; বাহ্যিক বাৎসরিক কর্মকুশলতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৬-২০১৭ সালের মধ্যে উপরোক্ত কার্যক্রমে উত্তীর্ণ গ্রামের সংখ্যা ৪৮৩ থেকে বেড়ে ৯৮৭ তে পৌঁছেছে (১০০০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে)।
- বাহ্যিক বাৎসরিক কর্মকুশলতা মূল্যায়নে (আইএসজিপিপি) সংযুক্ত মঞ্জুরির সমগ্র পরিমাণ ২০১১ সালে ৪৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ২৯৪ কোটি টাকা হয়েছে। একইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু বরাদ্দ ২০১১ সালে ৪.৬ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৩০ লক্ষ টাকা হয়েছে।
- আইএসজিপিপি-এর আওতায় সংযুক্ত কর্মদক্ষতা মঞ্জুরি প্রয়োজনভিত্তিক পরিকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে; যেমন গ্রামীণ পাকা রাস্তা (৪৩৮৩ কি.মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে) পানীয় জলের উৎসসমূহ, পাইপ-এর মাধ্যমে জল সরবরাহ (৩৫০০ কি.মি.), সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প-এর জন্য ভবন নির্মাণ, সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে রাস্তায় আলো দেওয়া (২০০০ কি.মি.) নিকাশি নালা ব্যবস্থা (২৪৪০ কি.মি.) ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। কর্মদক্ষতার জন্য মঞ্জুরি ও সেই সাথে সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা যুক্ত হওয়ার ফলে গত ছয় বৎসরে ৫৫% থেকে ৯১% নানা প্রকারের মঞ্জুরি সঠিক সময়ে খরচ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।
- কর্মস্থলে হাতে কলমে শিক্ষা এবং তারপর প্রথাগত প্রশিক্ষণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সময়ানুগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) নিয়মনীতি (প্রোটোকল) পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা গেছে। দুর্বলতর গোষ্ঠী উন্নয়ন সূচক (ভিজিডিআই) বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় পশ্চাৎপদ অঞ্চল চিহ্নিতকরণে সাহায্য করেছে এবং এটা করা হয়েছে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার দেওয়া এবং বিপন্নতার মানচিত্রের ভিত্তিতে।
- প্রকল্পভুক্ত নয়টি জেলার প্রত্যেকটিতে জিআইএস-এর ভিত্তিতে সুসংহত পরিকল্পনা ও নজরদারি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে প্রকৃত সময়ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরালো হয়েছে।
- ওয়েবভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রণালীর প্রবর্তনে ও তার চলমানতায় প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও বাস্তবিক প্রগতি অর্জনে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুলিকে পারঙ্গম করেছে এবং সেইসাথে যে কোনো প্রকল্প/উপপ্রকল্প-এর নিয়মমাফিক রিপোর্ট পেতে সাহায্য করেছে।

## জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এনএসএপি)

এনএসএপি-এর আওতায় যে প্রধান প্রকল্পগুলি চলছে ১) ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প (আইজিএনওএপিএস) ২) ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প (আইজিএনডব্লুপিএস) ৩) ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় প্রতিবন্ধকতা ভাতা প্রকল্প (আইজিএনডিপিএস) এবং ৪) জাতীয় পরিবার কল্যাণ প্রকল্প (এনএফবিএস)।

- ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প :

এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অবধি অর্থবর্ষগুলিতে ছয় বৎসরে যথাক্রমে ১৭.৪২ লক্ষ, ১৬.৫২ লক্ষ, ১৩.৩৯ লক্ষ, ১৫.৪০ লক্ষ, ১৫.৫৮ লক্ষ এবং ১৪.২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন। উপরোক্ত বছরগুলিতে এই ভাতার জন্য মোট যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো যথাক্রমে ৬৮০৬৫.৬২ লক্ষ টাকা, ৬৯৪৭৬.৯৭ লক্ষ টাকা, ১০৪৮০২.০১ লক্ষ টাকা, ৯১৬২৯.২৪ লক্ষ টাকা, ৯৪৮৪০.১৭ লক্ষ টাকা এবং ৮১৫১৭.৫১ লক্ষ টাকা।

- ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প :

২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অবধি অর্থবর্ষগুলিতে এই প্রকল্পে যথাক্রমে ৩.৭০ লক্ষ, ৪.৪১ লক্ষ, ৬.৫৯ লক্ষ, ৮.১৯ লক্ষ, ৮.২৭ লক্ষ এবং ৮.২৪ লক্ষ জন উপকৃত হয়েছেন। ঐ বছরগুলিতে এর জন্য অর্থ ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে- ১৯২৭১.০১ লক্ষ, ১৭০৪৫.৩৩ লক্ষ, ৫৫৩৬৮.২৭ লক্ষ, ৫৬৪৮৮.৪৪ লক্ষ, ৫৯২২৪.৮৯ লক্ষ এবং ৫৪৭৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা।

- ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় প্রতিবন্ধকতা ভাতা প্রকল্প :

২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অবধি অর্থবর্ষগুলিতে এই প্রকল্পে উপকৃত মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪৪৭৫ জন, ৩৮০৩১ জন, ৪০৮২১ জন, ৫৮৬৫৩ জন, ৬৩২৩১ জন এবং ৬৬৮৯২ জন। ঐ একই বছরগুলিতে এরজন্য মোট ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৯৮২.১৯ লক্ষ টাকা, ১৪৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা, ৩৫১৫.৫৬ লক্ষ টাকা, ৪০১১.০৭ লক্ষ টাকা, ৪৮৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ৪৪৫৯.৬৭ লক্ষ টাকা।

- জাতীয় পরিবার কল্যাণ প্রকল্প :

২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবর্ষগুলিতে এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন যথাক্রমে ২১২২০, ৩৯৫০১, ২৬৪১৬, ২৫৩৯০, ২৯১৬৭ এবং ২৬৫৩৩ সংখ্যক পরিবার এর জন্য যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তা হলো যথাক্রমে ২৩৭৯.৫৯ লক্ষ টাকা, ৪০৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা, ৫২৭৪.২৯ লক্ষ টাকা, ৯২৮৭.২৪ লক্ষ টাকা, ১২১৪৯.৫৪ লক্ষ টাকা এবং ১০৬৩৬.৭১ লক্ষ টাকা।

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন**

- জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬-এর অনুষ্ঠানে বেশ ভালো সংখ্যক এমএসকে (মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র) অংশগ্রহণ করেছিল। জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হওয়ার পর মহারাষ্ট্রের জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে চারটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছিল। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়া জেলার বড়জোরা ব্লক-এর ভিরকাসোলের এমএসকে-র দুটি প্রকল্প উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম সারির তিরিশটি প্রকল্পের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে।
- যে সময়কালের পর্যালোচনা চলছে তার মধ্যে ৩১১২ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং ২৫৫ টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রর বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১০২৫৪ টি এবং ১৭৭৩৩ টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- সমস্ত শিশুশিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; বর্তমানে ৩৪৭৪ সংখ্যক শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এবং ৯৯৫ টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র ও কলকাতা-ক বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে 'শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার আসর' নামে একটি অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয় ও তা বেতারে সম্প্রচার হয়; এটি এই মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ যা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ ভারত সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের আইইসি ডকুমেন্ট প্রদর্শন

২ ২০১৬-১৭-এর নিরিখে অনুমোদিত কার্যাবলির সীমার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের অধীনে হাতে নেওয়া বৃক্ষরোপণ কর্মযজ্ঞ

৩ মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন অনুসারে নদিয়া জেলায় ভূমিক্ষয়রোধী সুগন্ধী তৃণলতা চাষের মাধ্যমে নদীবাঁধ মজবুত করা

৪ উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজগঞ্জ ব্লক-এ প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় নির্মিত রাস্তা

৫ উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় নির্মিত একটি রাস্তা

৬ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় রাস্তা

৭ আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে কোচবিহার জেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ পরিচালনা

৮ হুগলি জেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের দ্বারা চালু দুগ্ধ বিপণি

৯ বীরভূম জেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা চালু 'পুষ্টি' উৎপাদন ইউনিট

১০ দার্জিলিং জেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১১ হুগলি জেলায় ধনিয়াখালিতে নব উদ্বোধিত ডিপিটিআরসি

১২ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ফুলপাহাড়ি-তে ডিপিটিআরসি

১৩ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মহিলা প্রধানদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পর্বে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখার্জীর ভাষণ

১৪ পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৫ দার্জিলিং জেলার লাবদায় সিপি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শ্রেণীকক্ষে আদান-প্রদান

১৬ মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে নবনির্মিত অতিরিক্ত শিক্ষাকেন্দ্র

১৭ দিল্লিতে জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০১৬-তে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল

১৮ শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশুশিক্ষা মিশন কর্তৃক প্রকাশিত ''আমার বই''

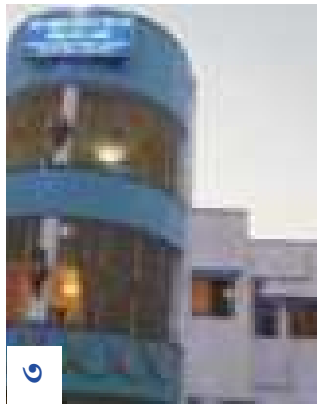
১৯ নির্মল নদিয়া উৎসব উদ্‌যাপন এবং নির্মল বাংলা দিবস ঘোষণা

২০ হাত ধোয়া সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক আইইসি ডকুমেন্ট

২১ ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হাত ধোয়া দিবস উদ্‌যাপন


১


২

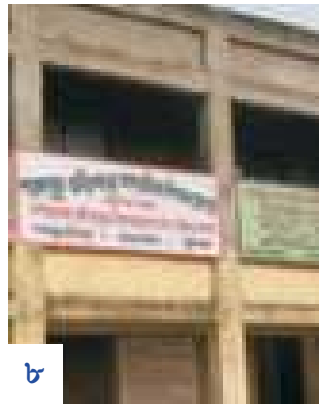

৩


৪


৫


৬


৭


৮


৯


১০


১১

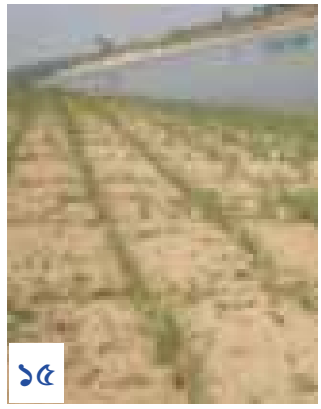

১২



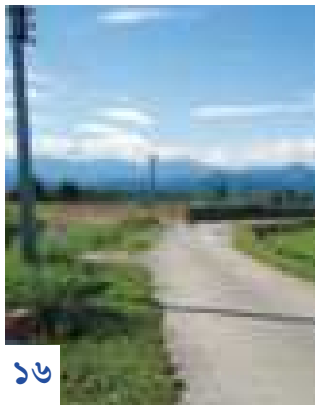
১৩



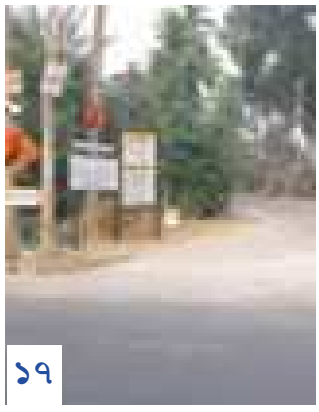
১৪



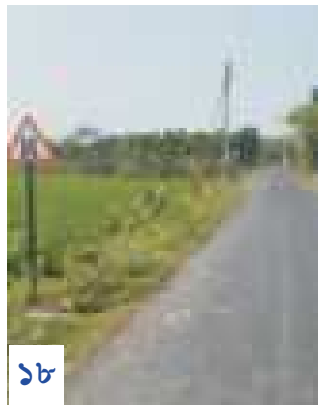
১৫



১৬



১৭



১৮



১৯



২০

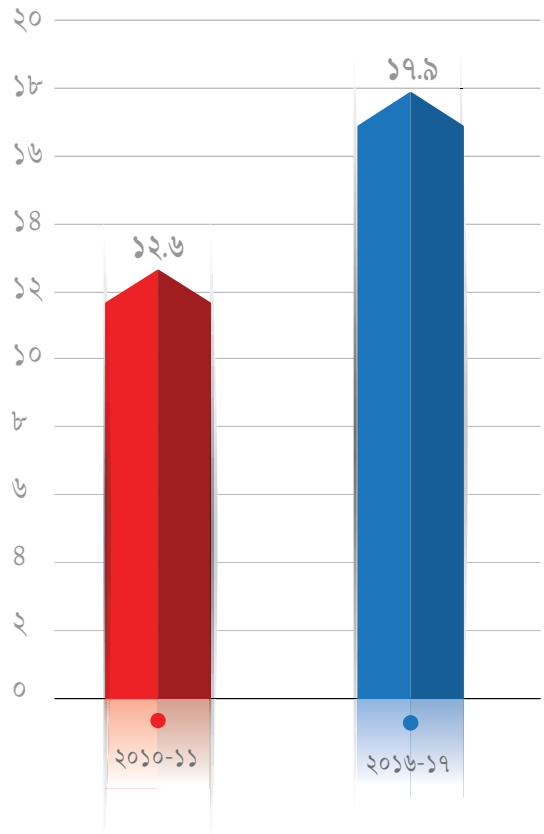


২১



# উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি

## মোট নথিভুক্তির অনুপাত




| | মোট নথিভুক্তি | | |
|---|---|---|---|
| বছর | পুরুষ | নারী | সর্বমোট |
| ২০১১ | ৮৫৫৮৭৩ | ৬৪১১৪৬ | ১৪৯৭০১৯ |
| ২০১৭ | ১০২৮৬৭৭ | ৯২৪০১৯ | ১৯৫২৬৯৬ |

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## উচ্চশিক্ষার বিকাশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (২০১১-এর মে থেকে ২০১৭-এর মে পর্যন্ত)

### ব্যাপক প্রসার

১. ১৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে সাতটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং নয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সবকটিই চালু হয়ে গিয়েছে। ষোড়শ বিশ্ববিদ্যালয়টি (নবম বেসরকারি) অর্থাৎ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ২০১৭-র জুলাই মাস থেকে পঠনপাঠন শুরু হবে।

২. একত্রিশটি নতুন সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং ১৬টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, প্রত্যেকটিই চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে ২০১৬ সালে একটি নতুন মহাবিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এখানে পঠনপাঠন শুরু হবে।

### মোট নথিভুক্তির অনুপাতে (GER) নজির সৃষ্টিকারী বৃদ্ধি

৩. উচ্চশিক্ষার বিপুল বিস্তারের কারণে রাজ্যের মোট নথিভুক্তির অনুপাত ২০১১ সালের নিরিখে ১২.৬ থেকে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ১৮ হয়েছে। ২০১১ সালে উচ্চশিক্ষায় রাজ্যের নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা ছিল ১৪,৯৭,০১৯, ২০১৭-র এপ্রিলে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৫২,৬৯৬। এর অর্থ হল বিগত ছয় বছরে রাজ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে আরো ৪,৫৫,৬৭৭টি নতুন আসন যুক্ত হয়েছে।

### চার বছরে পরিকল্পনা ব্যয়ের চারগুণ বৃদ্ধি

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা ব্যয়বরাদ্দের অধীনে বাৎসরিক ব্যয় ২০১০-১১ সালে ১১১.৭৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ সালে ৪৬৫ কোটি টাকা হয়েছে। পাঁচ বছরে চারশো শতাংশের বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে।

### নজিরবিহীন পদ সৃষ্টি

৫. সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও সরকারি অর্থে পরিচালিত কলেজে সর্বমোট ২৮১৬টি শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

### শিক্ষক নিয়োগ বৃহত্তম অভিযান

৬. রাজ্যের লোকসেবা আয়োগ এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মোট ৫৯৩১ জন সহ-অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছিল, এর ফলে সরকারি অর্থে পরিচালিত কলেজগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটেছে।

**লভ্যতা ও সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা**

৭. পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভর্তিতে সংরক্ষণ) আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছিল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) জন্য ১৭% সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্য (তপশিলি জাতির জন্য ২২% এবং তপশিলি উপজাতির জন্য ৬% সংরক্ষণ ব্যতীত)। ২০১৪-১৫ সালে এই আইন চালু হওয়ার প্রথম বছরেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে মোট ৫৯,৬১২ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন। ২০১৫-১৬ সালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ছিল ৯৯,৩১০ জন।

**বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি অর্জন — উচ্চশিক্ষার বিকাশমান উৎকর্ষ**

৮. রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটানা উন্নয়ন যে ঘটছে তার প্রমাণ ২৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মে, ২০১৭) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) ও জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদান পরিষদ (NAAC)-এর স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে যেখানে ৯৫টি প্রতিষ্ঠান ন্যাক-এর পরিদর্শনের অপেক্ষায় আছে, যেগুলির মূল্যায়ন শীঘ্রই হবে এবং আশা করা যায় তারাও ন্যাক-এর স্বীকৃতি অর্জন করবে।

**ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ/ই-শিক্ষার উদ্যোগ**

৯. উচ্চশিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩২টি ভার্চুয়াল/অত্যাধুনিক ব্যবস্থাসমৃদ্ধি শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলা হয়েছে ।

১০. প্রতিটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-শিক্ষার জন্য বিশেষ পরিসর রাখা হয়েছে যেখানে কাজের নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষক ওয়াইফাই/ইন্টারনেট-এর সুবিধা পেতে পারেন। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তাদের গোটা চত্বর জুড়ে ওয়াইফাই সংযোগ ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছে।

**ই-প্রশাসনের উদ্যোগ**

১১. ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমে অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা আনার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ই-প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিবছর রাজ্যজুড়ে আট লক্ষের বেশি আবেদনকারী উপকৃত হচ্ছেন।

১২. সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়েছে যেখানে HRMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বেতন প্রাপকদের অর্থ সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। সরকারের সমস্ত অর্থ বরাদ্দ ইন্টিগ্রেটেড ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর

অধীনে 'ই' বণ্টন এবং 'ই-প্রদান' সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে করা হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৫ লক্ষ টাকার উপর যে কোনও অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ই-টেণ্ডার, ই-প্রোকিওরমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ বর্ষ থেকে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কলেজগুলিতে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য একটি নতুন পেনশন পোর্টাল চালু হয়েছে।

**ভৌগোলিক তথ্য প্রণালী বা GIS মানচিত্র**

১৩. দপ্তরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখা গোটা রাজ্যের ভূমি-ব্যবহার, ভূমির ব্যাপ্তি, নিকাশি ও পরিকাঠামোর যাবতীয় জি আই এস মানচিত্র তৈরি করেছে। এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতাভুক্ত ৩২টি শহরের GIS মানচিত্র করা হয়ে গেছে ও সেই সঙ্গে হাওড়া পৌরসভা অঞ্চল ও কলকাতা পুলিশের GIS ভিত্তিক স্থানিক ডিজিটাল মানচিত্রের কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে।

**স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পের পুনর্গঠন**

১৪. সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ অংশের মেধাবী পড়ুয়াদের যথার্থ সহায়তা দিতে স্বামী বিবেকানন্দ মেধা-তথা-সংস্থান বৃত্তি প্রকল্পের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ২০১৫-১৬ সালে ৪৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১৬-১৭ সালে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর ফলে প্রযুক্তি, ডাক্তারি, কারিগরি ও সাধারণ স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমে ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই উপকৃতের সংখ্যাও বেড়েছে। প্রসঙ্গত ২০১৬-১৭ সালে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ৭৩,৭৪৪ জন পড়ুয়া এই বৃত্তির সুযোগ লাভ করেছেন।

**বাংলা ভিন্ন অন্যান্য ভাষার প্রচার ও প্রসার**

১৫. ২০১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে জলপাইগুড়ির বানারহাটে রাজ্যের প্রথম হিন্দি মাধ্যম সাধারণ স্নাতক স্তরের কলেজ চালু হয়েছে। ২০১৫ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত রাজ্য যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষায় (SET) এই প্রথম সাঁওতালি ভাষাকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজে উর্দু ভাষা পড়ানো হচ্ছে।

১৬. কলেজগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার '**শিক্ষারত্ন সম্মান**' প্রবর্তন করেছে যেখানে শিক্ষক দিবসে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কৃতী শিক্ষকদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়।

**শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য নানান কল্যাণমূলক ব্যবস্থা**

১৭. রাজ্য সরকার দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি যথার্থ নজর দিয়েছে এবং নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেছে :

(ক) ১/১/২০১৭ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করা হয়েছে; (খ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য ভ্রমণ ভাতা (LTC)'র সুবিধা মঞ্জুর; (গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা; (ঘ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষকদের সন্তান পালনের জন্য বিশেষ ছুটি (CCL) প্রদান; (ঙ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পিতৃত্বলাভের কারণে ছুটি প্রদান; (চ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য Ph.D/M.Phil এবং অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অগ্রিম বাৎসরিক বৃদ্ধি; (ছ) একজন শিক্ষক 'ফ্যাকাল্টি উন্নয়নের কার্যক্রম'-এর অধীনে যে সময় ব্যয় করবেন তাকে কর্তব্যরত সময়ের মধ্যে ধরা; (জ) অবসরের কালে ক্রমসঞ্চিত অর্জিত ছুটির (৩০০ দিন পর্যন্ত) বিনিময়ে অর্থমূল্যপ্রদান;( ঝ)স রকারিস াহায্যপ্রাপ্তক লেজগুলিতেগ্রন্থাগারিক,ডৈপ-গ্রন্থাগারিক,স হকারিগ্রন্থাগারিকও স্নাতকগ বেষণালয় নির্দেশকদের শিক্ষকতার পদমর্যাদা দেওয়া ও সেইসাথে সমস্ত উপস্থিতির জন্য আর্থিক ও চাকুরি সংক্রান্ত সুবিধা যার মধ্যে পেশাগত অগ্রগতি প্রকল্প এবং ৩০০ দিনের সঞ্চিত ছুটির বিনিময়ে অর্থমূল্য প্রাপ্তি অন্তর্ভুক্ত; (ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০১৬-এর নিয়মানুসারে M.Phil ও Ph.D পড়ুয়াদের নির্দেশক হিসেবে কাজ করার জন্য কলেজ শিক্ষকদের অনুমতি প্রদান; (ট) সরকার অনুমোদিত আংশিক শিক্ষকদের 'পড়াশোনার জন্য সবেতন ছুটি' এবং সেইসঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সর্বক্ষণের শিক্ষকদের জন্যও 'পড়াশোনার জন্য সবেতন ছুটি' যাতে তিনি Ph.D ইত্যাদির মতো উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন; (ঠ) কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সহ অধ্যাপকের পদে আবেদন করার জন্য সরকার অনুমোদিত আংশিক সময়ের শিক্ষক এবং চুক্তিভিত্তিক সর্বক্ষণের শিক্ষকদের বয়সসীমা ৩৭ থেকে বাড়িয়ে ৪২ করা হয়েছে যেখানে মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও গুরুত্ব পাবে। (ড) সরকার অনুমোদিত আংশিক সময়ের শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক সর্বক্ষণের শিক্ষক এবং নৈমিত্তিক (Casual) অশিক্ষক কর্মচারী — এদেরকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে; (ঢ) সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে হস্টেল ও মেস কর্মচারীদের চতুর্থ শ্রেণির অ-শিক্ষক কর্মচারীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে ও সেইসাথে অবসরকালীন ভাতা, ভবিষ্যনিধি ও সঞ্চিত ছুটির বিনিময়ে অর্থমূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি সকল সুবিধা তাঁরা পাবেন।

# চিত্রপঞ্জি


১ অনুমোদিত ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আকাদেমি ভবন

২ অনুমোদিত ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

৩ অনুমোদিত ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউটাউনে ডঃ এ.পি.জে. আবদুল কালাম সরকারি কলেজ

৪ অনুমোদিত ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে দাঁতন-২ অঞ্চলে সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ

৫ অনুমোদিত ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি কলেজ

৬ অনুমোদিত ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পুরুলিয়া সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্মশালায় ছাত্রবৃন্দ

# ছবি



১



২



৩



৪



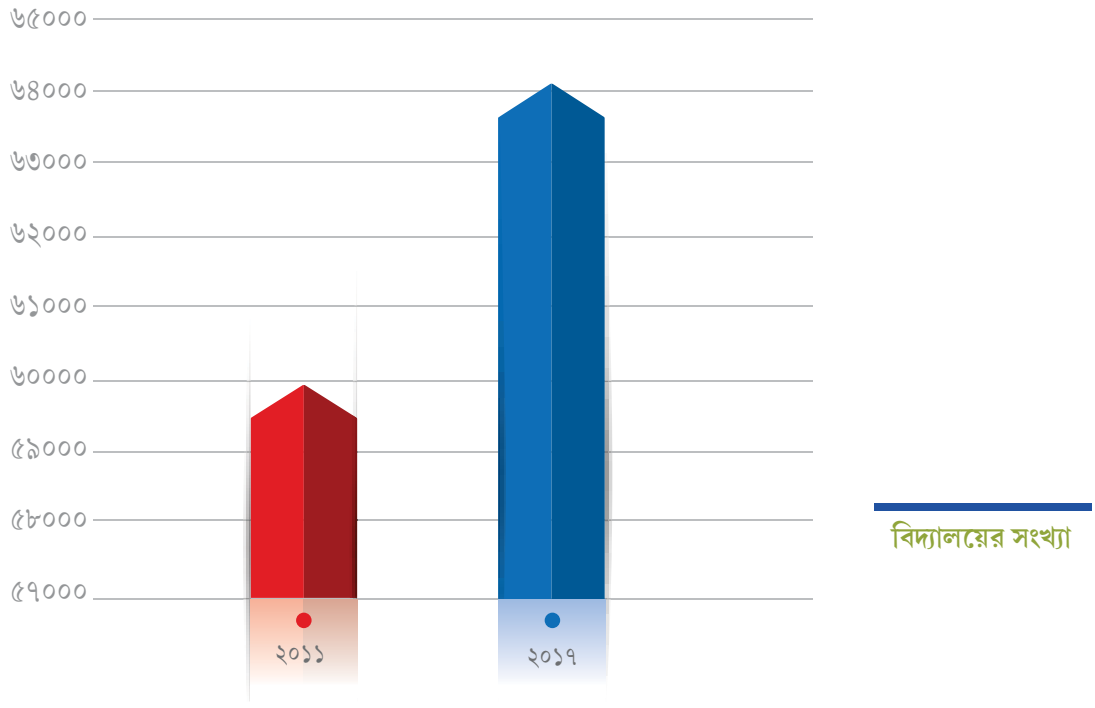
৫

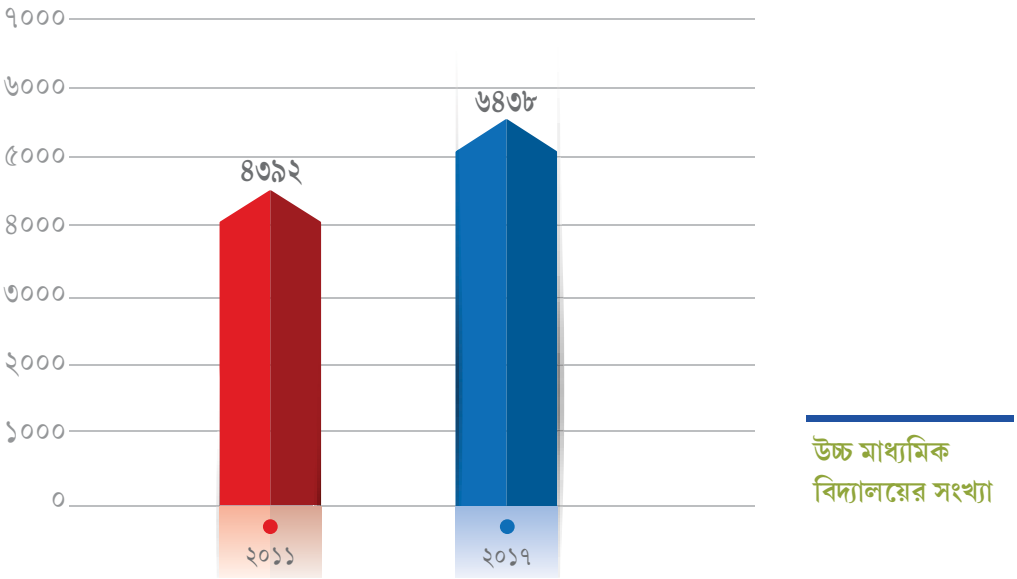


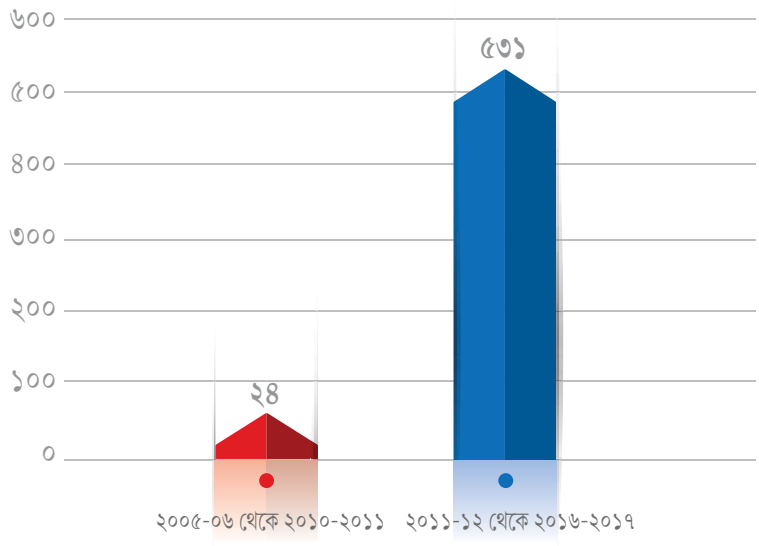
৬



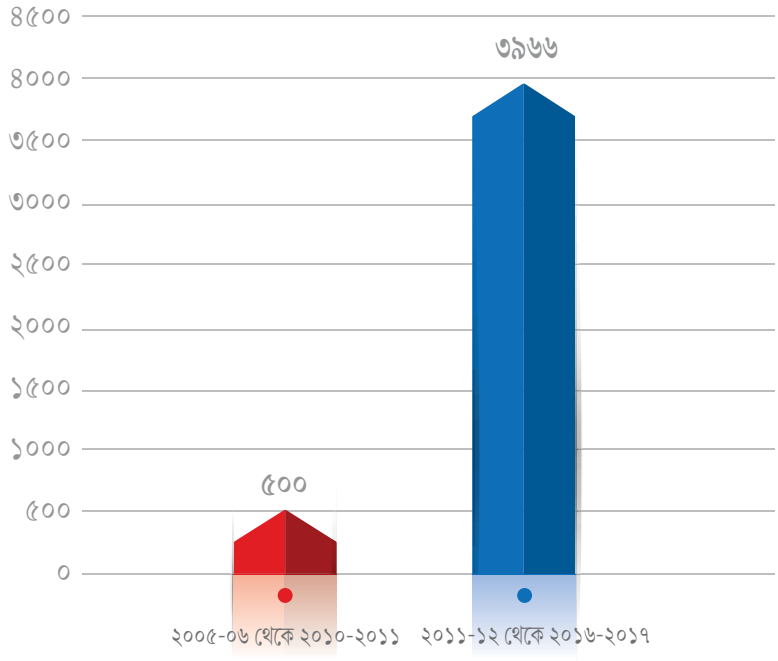
# বিদ্যালয় শিক্ষা


৬৫০০০
৬৪০০০
৬৩০০০
৬২০০০
৬১০০০
৬০০০০
৫৯০০০
৫৮০০০
৫৭০০০
২০১১
২০১৭
বিদ্যালয়ের সংখ্যা

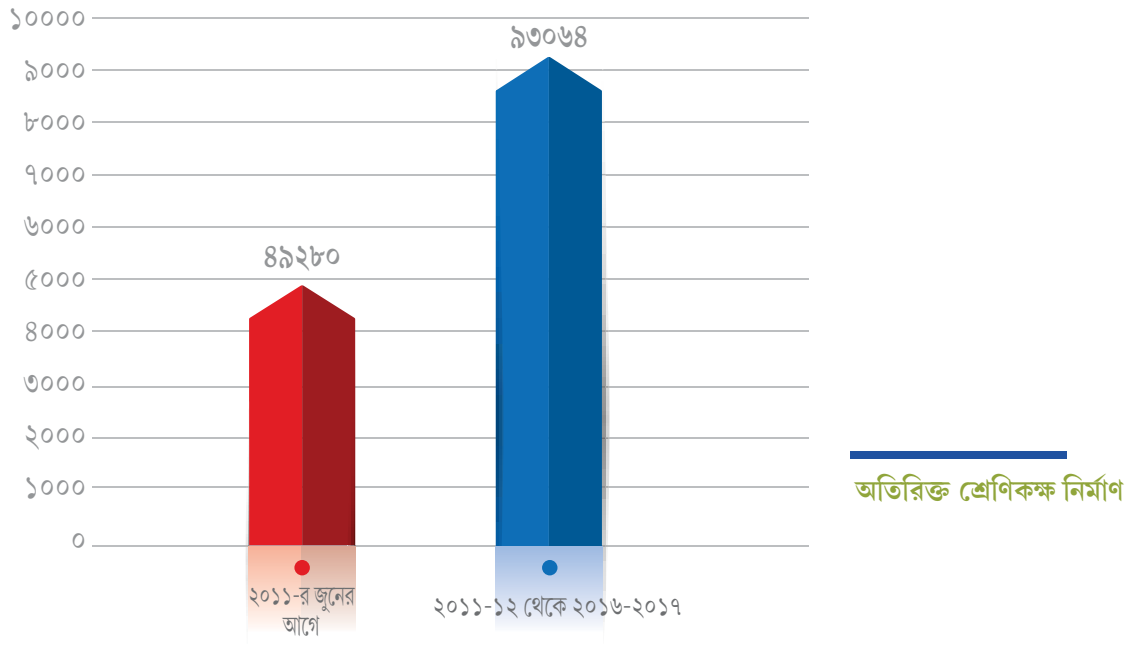

৭০০০
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
০
৪৩৯২
৬৪৩৮
২০১১
২০১৭
উচ্চ মাধ্যমিক
বিদ্যালয়ের সংখ্যা




নতুন বিদ্যালয় ভবন (প্রাথমিক) নির্মাণ




নতুন বিদ্যালয় ভবন (উচ্চ প্রাথমিক) নির্মাণ


১০০০০
৯০০০
৮০০০
৭০০০
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
০
৪৯২৮০
৯৩০৬৪
২০১১-র জুনের আগে
২০১১-১২ থেকে ২০১৬-২০১৭
অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার **প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি** পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে **বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক** প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন রকমের মোট পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা **২৯৬**। বছরে প্রায় **৯.৫ কোটি বই** মুদ্রিত এবং বিতরিত হচ্ছে।

২। দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে ডিজাইন করা **ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক** দেওয়া হয়েছে।

৩। গত এক বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের **৫০.৩২ লক্ষ** ছাত্রছাত্রীকে **বিনামূল্যে জুতো** দেওয়া হয়েছে।

৪। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের **বিনামূল্যে পোশাক** বিতরণের ব্যবস্থা চালু করেছে।

৫। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে **প্রাত্যহিক ভিত্তিতে ১.২ কোটি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য মিড-ডে-মিলের** ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬। **প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০,৮২৬ জন শিক্ষক** নিয়োগ করা হয়েছে।

৭। **উচ্চ-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৭,৫৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে**।

৮। **প্রতিটি বিদ্যালয়েই বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা** করা হয়েছে।

৯। গত এক বছরে **২০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ই-শ্রেণিকক্ষ**-এর পরিকাঠামো নির্মাণের **নতুন উদ্যোগ** নেওয়া হয়েছে।

১০। **৯৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দদানের পরিকাঠামো** (সি-স, সুংই ও স্লাইড) **তৈরির নতুন উদ্যোগ** নেওয়া হয়েছে।

১১। গত ছয় বছরে **শিক্ষাগত পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৩,০৬৪টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ** করা হয়েছে।

১২ গত ছয় বছরে **৫৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৯৬৬টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৭০৬টি এসএসকে, ১৬৬টি এমএসকে**-এর নবরূপায়ণ হয়েছে।

১৩। বিদ্যালয়ে কমপিউটারের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে ৩৯১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে **৩৯,৩০০**টি কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে।

১৪। গত ছয় বছরে **৫৬৪**টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

১৫। গত ছয় বছরে **১৯০৯**টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

১৬। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করতে **৩০১৪**টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য ১৫.৪৬ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে।

১৭। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নত করতে **৩৭১৪**টি বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির জন্য ৬২.১১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি

নন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১

ভালুকগড়িয়া জুনিয়র হাই স্কুল ২

লক্ষ্মীপাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩



১



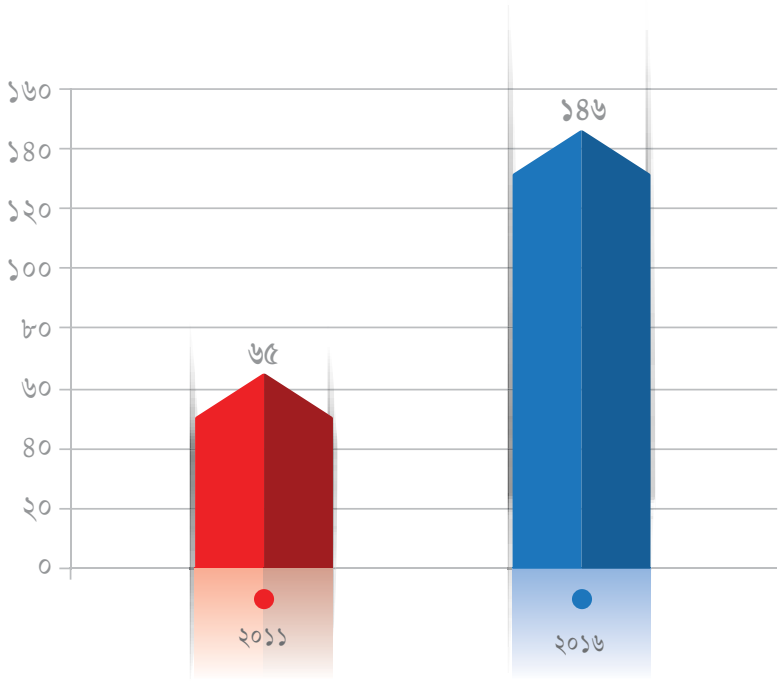
২



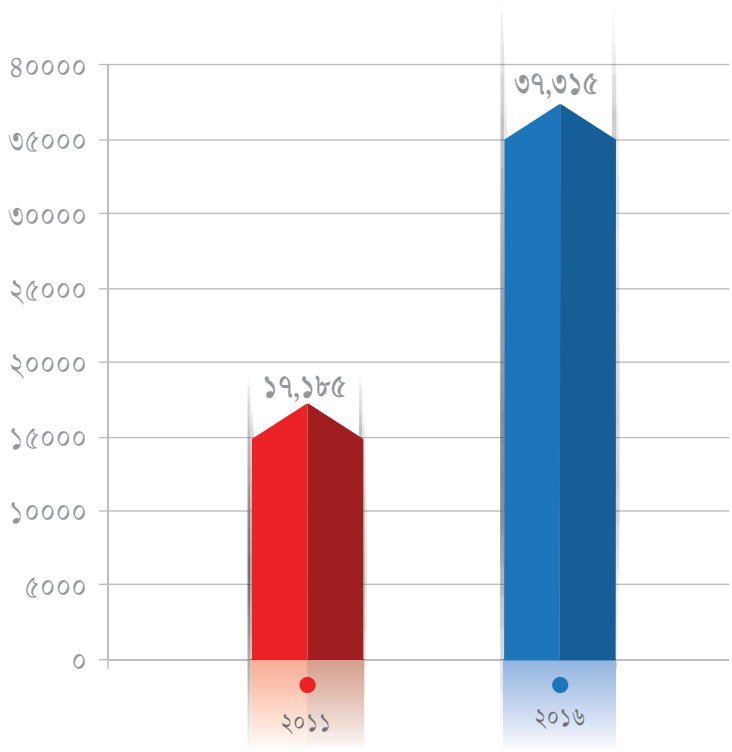
৩



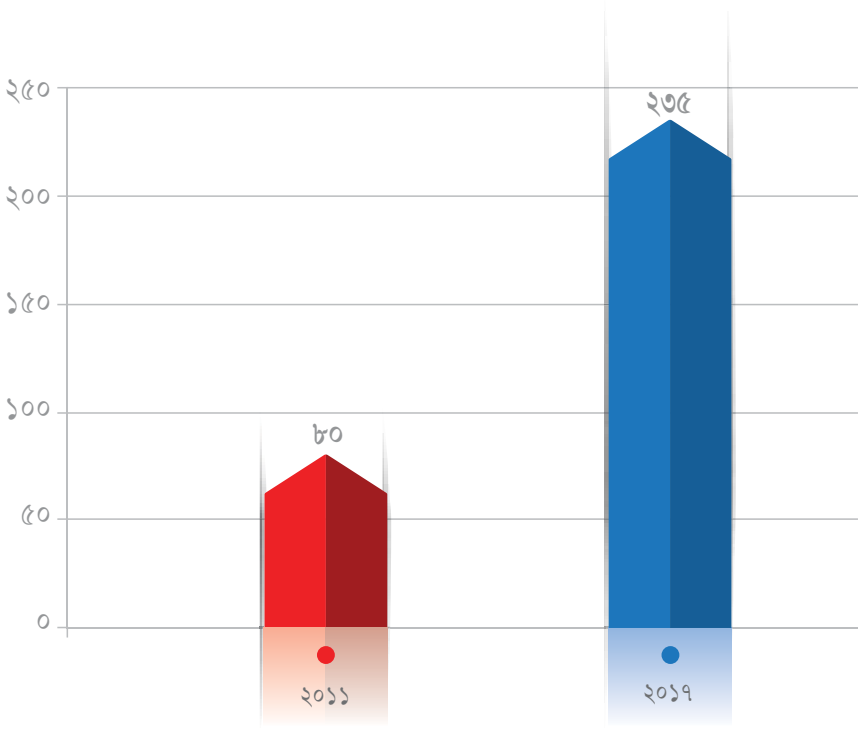
# কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন



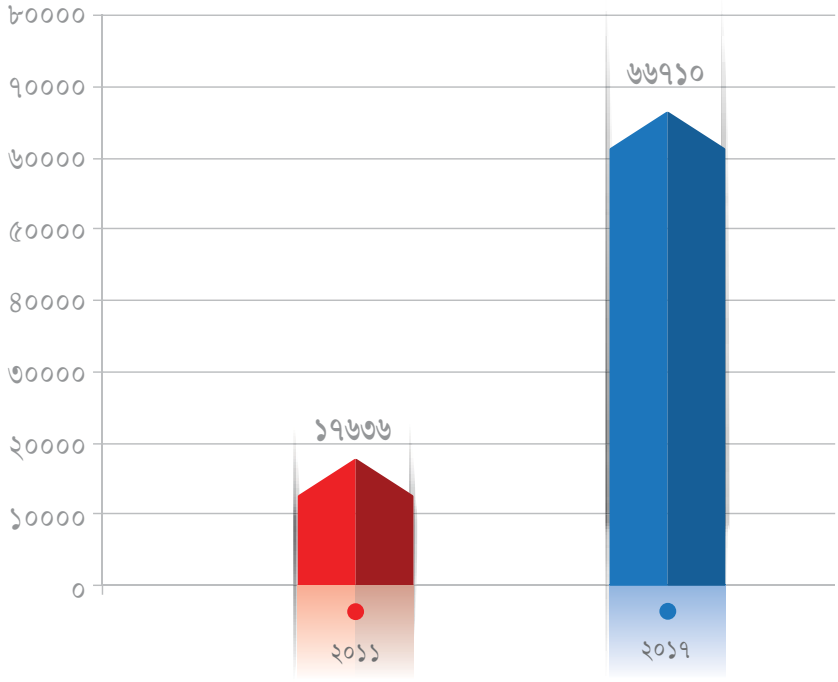

পলিটেকনিকের সংখ্যা




পলিটেকনিকগুলোর আসন সংখ্যা




আইটিআই-এর সংখ্যা




আইটিআইগুলিতে আসন সংখ্যা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গ সেই অল্প কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে একটি যেখানে একটি সুসংহত দক্ষতা উন্নয়ন নীতি আছে। **ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন**, যার চেয়ারম্যান স্বয়ং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, নীতি নির্দেশিকার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া মুখ্যসচিবকে চেয়ারম্যান করে, **পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট** রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কো-অর্ডিনেটিং এজেন্সি হিসাবে কাজ করে।

- **২০১৬-র ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নে 'উৎকর্ষ বাংলা'** নামে একটি পথিকৃৎ প্রকল্প চালু হয়। প্রকল্প, প্রকল্প বহির্ভূত, আরপিএল মোড ইন্টারভেনশন ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে এবং ৪,৯১,৫৭০ জন যুবক যুবতী প্রশিক্ষিত হয়েছে।
- ২০১৬ সালে ভারত সরকার আয়োজিত **সারা ভারত দক্ষতা প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে**। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০১৩ সালে এই রাজ্য প্রথমবার প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ২০১৪ সালেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

## পলিটেকনিক :

- রাজ্য সরকার প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে পলিটেকনিক তৈরির বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে নীতি প্রণয়ন করেছে।
- ২০১১ সালে, রাজ্যের ২৬টি মহকুমায় মোট পলিটেকনিক ছিল ৬৫টি, সেখানে ২০১৭ সালে সারা রাজ্যে চালু পলিটেকনিকের সংখ্যা ১৪৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।
- পলিটেকনিকগুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে এখন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৭,৩১৫, যা ২০১১ সালে ছিল ১৭,১৮৫।
- ৫০টি বিষয়ের জন্য ই-লার্নিং-এর বিষয়টি ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে এবং ২০১৫-১৬ সাল থেকে শেখানোও হচ্ছে।
- ৬০টি পলিটেকনিক ওয়াই-ফাই ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছে।
- ডব্লিউবিএসসিটিঅ্যান্ডভিইঅ্যান্ডএসডি নামে একটি সংযুক্ত সংসদ সারা দেশের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য এখানে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।
- আইআইটি, মুম্বই-এর সহযোগিতায় ৫টি সরকারি পলিটেকনিকে রোবোটিকস-এর উপরে ই-যন্ত্র ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।
- অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস রোবোটিক্স প্রতিযোগিতায় এপিসি রায় পলিটেকনিক-এর ছাত্রছাত্রীরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং পুরস্কার হিসেবে আইআইটি, মুম্বইতে ৬ সপ্তাহের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেয়েছে।

## আইটিআই :

- রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকে একটি করে (০১) আইটিআই স্থাপনের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে একটি নীতি গ্রহণ করেছে।
- ২০১১ সালে রাজ্যের মাত্র ৩৯টি ব্লকে মোট ৮০টি আইটিআই ছিল, সেখানে ২০১৭ সালে সারা রাজ্যে চালু আইটিআই-এর সংখ্যা ২৩৫-এ পৌঁছেছে।
- দু'বছরে আইটিআইগুলিতে ছাত্রভর্তির ক্ষমতা (৪টে সেমিস্টারের হিসেবে) ২০১১ সালে ছিল ১৭৬৩৬, সেই তুলনায় বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৬৬৭১০।
- আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৭১টি সরকারি আইটিআই ২০১৬-১৭ সালে পিপিপি মোডে চালু হয়েছে।

## দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র :

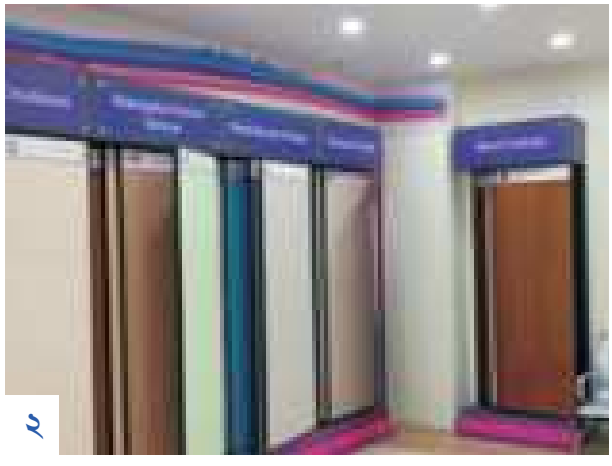
- ২০১১ সালের পর, দপ্তর ১১টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (এসডিসি) তৈরি করেছে যেগুলির মধ্যে মেদিনীপুরের কেন্দ্রটি টাটা মেটালিক্স লিমিটেড-এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি কোর্স করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য ১০টি কেন্দ্র বিভিন্ন শিল্প/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- আরও ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে।
- বর্তমানে এনএসকিউএফ প্রোগ্রামের অধীনে ২৮৯টি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি (লেভেল-১) থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (লেভেল-৪) ২৪,৫৬০ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করছে। শীঘ্রই অতিরিক্ত আরও ৩১১টি বিদ্যালয় এনএসকিউএফ প্রোগ্রামের অধীনে চালু করা হবে।
- **ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম সার্কিট ডেভেলপমেন্ট স্কিম, ২০১৪**-র অধীনে ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগের সহযোগিতায়, হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিস্তরীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মকুশলতা উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। তন্তুজীবী পরিবারের ৬৩১৮৫ জন শিক্ষার্থী, ৭৫টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন মডিউলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় রাজ্যের ৬২টি মহকুমায় ৬৩টি অ্যাডভ্যান্স ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার-এ **'প্রাণিসেবী'** প্রকল্প চালু হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ বাঁকুড়া সরকারি পলিটেকনিক
২ বার্জার-সেন্টার অব ট্রেনিং
৩ বার্জার-সেন্টার অব ট্রেনিং
৪ বার্জার-সেন্টার অব ট্রেনিং
৫ বিটিসি (কেমিক্যাল), হুগলি, ওর্য়াকশপ—সিএনসি ওয়ার্কশপ
৬ বিটিসি (কেমিক্যাল), হুগলি, ওর্য়াকশপ—ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
৭ বিটিসি (কেমিক্যাল), হুগলি, ওর্য়াকশপ—টার্নিং
৮ ইলামবাজার আইটিআই
৯ আইটিআই ভাতার
১০ আইটিআই টালিগঞ্জ—সিএনসি ল্যাব
১১ আইটিআই টালিগঞ্জ—মেশিন শপ
১২ রামগড় সরকারি পলিটেকনিক
১৩ রেমন্ডস্ ট্রেনিং সেন্টার মেশিন ঘর
১৪ স্যামসুং টেক ল্যাব




১



২



৩




৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০



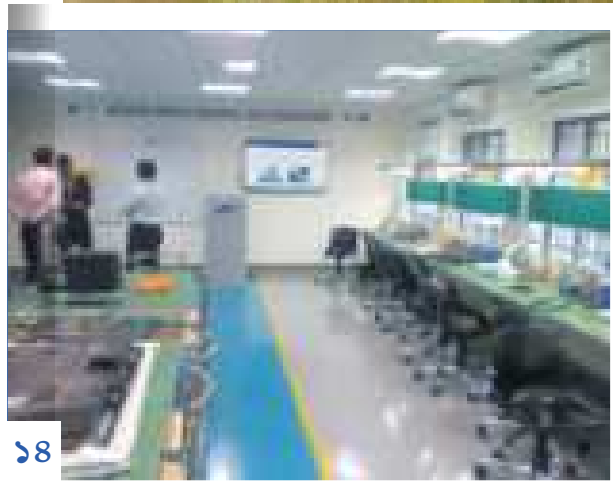
১১



১২



১৩



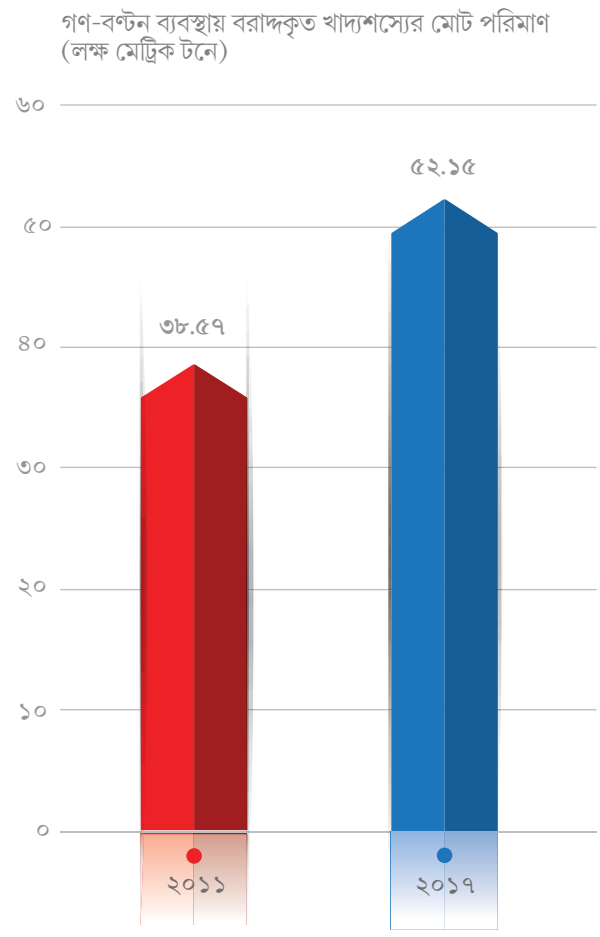
১৪



## খাদ্য ও সরবরাহ

## খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় ৮.৬৬ কোটি মানুষকে পরিষেবা দানের জন্যে উন্নত গণবণ্টন ব্যবস্থা :

- অভীষ্ট গণ-বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা ও ধান/চাল সংগ্রহ এই দপ্তরের প্রধান কাজ। দরিদ্রতম মানুষের কাছে ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়াই এই দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব।
- একটি দিশারী প্রকল্প—'খাদ্যসাথী' ২০১৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কার্যকর হয়, আর সেই দিনই ৭.৯৬ কোটি ব্যক্তিকে খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়। আজ পর্যন্ত ৮.৬৬ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৯০.৬ শতাংশ উপভোক্তাকে প্রতিমাসে কিলোপ্রতি ২ টাকা দরে ৫ কিলো খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সিঙ্গুরের কৃষক, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক ও অশ্রমিক, পার্বত্য এলাকা, নিঃস্ব ও গৃহহীন ব্যক্তিদের এই প্রকল্পের আওতায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- গত ৬ বছরে গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।



২। **তীব্র অপুষ্টির শিকার শিশুদের জন্য পুষ্টিগত সহায়তাদান :** ২০১৪-১৫ সাল থেকে প্রায় ৪০০০ তীব্র অপুষ্টির শিকার শিশু ও তাদের মায়েদের পুষ্টিগত সহায়তা (প্রতি মাসে ৫ কিলো চাল, ২.৫ কিলো গম, ১ কিলো মুসুর ডাল ও ১ কিলো ছোলা) বিনামূল্যে দেবার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। **গত ছয় বছরে ধান ও চালকল থেকে লব্ধ চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য :**

- ২০১৪-১৫ সালের খরিফ মরশুমের আগে, কৃষক বাজারের মাধ্যমে ধান কেনার ব্যবস্থা রাজ্যে ছিল না। স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে স্ব-স্ব কার্যালয়ের অভ্যন্তরে ধান সংগ্রহ শিবিরের আয়োজন করে ধান কেনা হত। ২০১৪-১৫ সালের খরিফ মরশুমে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো-সম্পন্ন ৪৬টি কিষাণ মাণ্ডিকে কেন্দ্রীয় সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সংগ্রহ কেন্দ্রগুলিতে ধান নিয়ে আসার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ধানের কুইন্টাল পিছু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৩৬০ টাকার ওপর কুইন্টাল প্রতি আরো অতিরিক্ত ১৫ টাকা করে দেওয়া হয়।
- কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রবণতায় প্রাণিত হয়ে ২০১৫-১৬ সালের খরিফ মরশুমে প্রধান ধান সংগ্রাহক ব্লকগুলিতে ২৮৫টি সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়।
- ২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপানকারী ৪৩টি ব্লকে আরো অতিরিক্ত সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর ফলে এই সংগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২৮ এবং সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয় উৎসাহ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা।
- ২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে ই-প্রোকিওরমেন্ট সফ্‌টওয়্যারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্য ও আদান-প্রদানের বিস্তৃত বিবরণী নথিভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।
- **২০১৬-১৭খরিফ মরশুমে নেফ্‌টের মাধ্যমে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিক্রয়মূল্য সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।**
- **সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলি বিক্রির তিন দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্য সরাসরি কৃষকদের প্রদান করছে।**
- ২০১৫-১৬ খরিফ মরশুম থেকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর এজেন্সিগুলিকে আরো জোরালোভাবে সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করার জন্য অগ্রিম অর্থ দিচ্ছে।
- ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে সঙ্ঘগুলিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাচ্ছে।
- গত ৬ বছরে চালের জন্য ভারতীয় খাদ্য নিগমের ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব সংগৃহীত চালের থেকে চালের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় খাদ্য নিগমের কাছ থেকে তাদের অন্য রাজ্য থেকে সংগৃহীত চাল ২০১৫-১৬ সাল থেকে রাজ্যকে গ্রহণ করতে হয়নি।
- গত দুই অর্থবর্ষে দুরবস্থাজনিত ধান বিক্রির কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৪। **গণ-বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিক সংস্কার :**

গণ-বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রেও সরকার ব্যাপক সংস্কারের পথ গ্রহণ করেছে। অভীষ্ট গণ-বণ্টন ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূলত দাঁড়িয়ে আছে তথ্য সংযোগ প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে। এই কাজকর্মের মধ্যে পড়ে গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলের বৈদ্যুতিন তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করা, ন্যায্যমূল্যের দোকান পর্যন্ত খাদ্যশস্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বরাদ্দকরণ, ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক ডিলারদের বিপণি পর্যন্ত সরবরাহ প্রদান এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান-ভিত্তিক নিবন্ধভুক্ত মোবাইল ব্যবহারকারীদের খাদ্যশস্যের বরাদ্দ ও লভ্যতা বিষয়ে এসএমএস-ভিত্তিক তথ্য প্রদান, বরাদ্দ বিষয়ক কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে বৈদুতিন মাধ্যমে পরিচালনা এবং কল সেন্টার-ভিত্তিক জন-অভিযোগ প্রতিবিধান ব্যবস্থা ও তৎসহ কণ্ঠস্বর রেকর্ড করার ব্যবস্থা, ২১০০০-এর অধিক ন্যায্যমূল্যের ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটর, ৩১০০০ মুখ্য কেরোসিন তেলের ডিলার ও এজেন্ট এবং এলপিজি, লুব্রিকেটিং অয়েল, পেট্রোল পাম্প প্রভৃতি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের ১০০০০ লাইসেন্স বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নবীকরণ, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মহকুমাস্তর ও তদূর্ধ্বে এমআইএস সৃজন, গণ-বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নতুন আদেশনামা এবং চা বাগানকেন্দ্রিক অঞ্চলে সরকারি বিপণির মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য সংশোধিত নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংহত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশ।

অপর প্রধান সাফল্যটি হল অদ্যাবধি ৮.৬৬ কোটি রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশন ও খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিচালন ব্যবস্থার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা।

৫। **ব্লক, জেলা ও মহকুমা স্তরে পরিকাঠামোর উন্নয়ন :** নাফসা ও আরকেএসওয়াই প্রচলনের পর এই দপ্তর তৃণমূলস্তর পর্যন্ত পরিকাঠামো শক্তিশালী করে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেজন্য সর্বস্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

**কার্যালয় ভবন (খাদ্য ভবন) নির্মাণ :**

- ভাড়া বাড়ি থেকে সরকারের নিজস্ব ভবনে বিভিন্ন কার্যালয় স্থানান্তরিত করার নীতি অনুযায়ী এই দপ্তর ইতিমধ্যেই গত ছয় বছরে ৩০টি স্থানে জেলা খাদ্য নিয়ামক ও মহকুমা খাদ্য নিয়ামক কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব কার্যালয় ভবন (খাদ্য ভবন) গড়ে তুলেছে। শহরাঞ্চলে ১৮টি কার্যালয় ভাড়া বাড়ি থেকে সরকারি ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কলকাতার খাদ্য ভবন প্রাঙ্গণে নতুন খাদ্য ভবন (জি+৭) সহ আরো ১৩টি স্থানে খাদ্য ভবন নির্মাণের জন্যও (নির্মাণকার্য এখনো চলছে) খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তমলুক, সিউড়ি, বোলপুর, চাঁচল ও চন্দননগরে খাদ্য ভবন নির্মাণের কথা এই দপ্তর বিশেষভাবে বিবেচনা করছে।

**ব্লক খাদ্য পরিদর্শকের কার্যালয় নির্মাণ :**

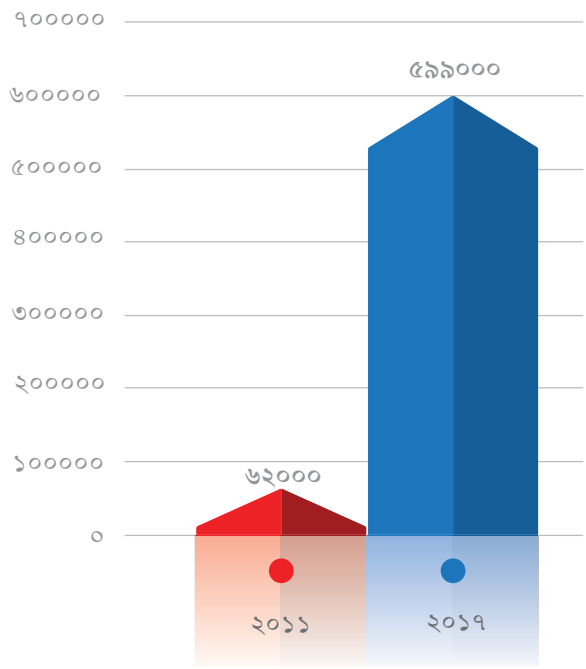
- ৩৪১টি ব্লকের সবকটিতে ব্লক স্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই দপ্তর ৩৪১টি ব্লক খাদ্য পরিদর্শকের কার্যালয় গড়ে তুলেছে এবং এই কার্যালয়গুলিকে কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে যাতে এই কার্যালয়গুলি রেশন কার্ড প্রদান, গণ-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় ও অভিযোগ প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে জনসহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

- **বন্ধ চা বাগানে মডেল ন্যায্যমূল্যের দোকান নির্মাণ :**

বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক ও অশ্রমিকদের বরাদ্দমতো গণ-বণ্টনের দ্রব্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এই দপ্তর ইতিমধ্যেই দোকানপিছু ৭,৬৯,০৫৯ টাকা খরচ করে বন্ধ চা বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে ৬টি মডেল ন্যায্যমূল্যের দোকানের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এছাড়াও দোকান প্রতি ৮,৭২,০৮৮ টাকা ব্যয়ে আলিপুরদুয়ার,দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১২৬টি ন্যায্যমূল্যের দোকান নির্মাণের কাজ চলছে এবং ২০১৭ সালে এই নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

**৬। ৬২০০০ মেট্রিক টন থেকে ৬ লক্ষ মেট্রিক টনে মজুত ক্ষমতার সম্প্রসারণ :**

- গণ-বণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু নির্বাহ ও কৃষকদের দুরবস্থাজনিত বিক্রয় প্রতিহত করার মূল চাবিকাঠিই হল মজুত ক্ষমতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আর আই ডি এফ), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর কে ভি ওয়াই), ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্যারান্টি প্রকল্প (পি ই জি) ও মূল পরিকল্পনা খাত প্রকল্পের আওতায় গত ছয় বছরে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এই দপ্তর ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত যথাক্রমে ৩.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, .০৪৫৬ লক্ষ ট্রেনিক টন, ১,৩৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ০.৫১৭ মেট্রিক টন মজুত ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে —এর মোট পরিমাণ হল ৫.৩৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর ফলে ২০১১ সালের মে মাসের মজুত ক্ষমতা ৬২,০০০ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৭ সালের মে মাসে ৫.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে।
    - ২০১১ সালের মে মাসে মজুত ক্ষমতা ছিল ৬২০০০ মেট্রিক টন।
    - ২০১৭ সালের মে মাসে আর আই ডি এফ, আরকেভিওয়াই, পিইজি ও মূল পরিকল্পনা খাতের আওতায় মজুত ক্ষমতা বেড়ে হয়েছে ৫.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।




**মজুত ক্ষমতা (লক্ষ মেট্রিক টনে)**

৭। **গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রণালী :**

যথাযথ গুণমান বজায় রেখে খাদ্যশস্য বণ্টন এই দপ্তরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপিত কাজগুলির মধ্যে একটি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্যবেক্ষণ ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ অধিকারের মাধ্যমে এই দপ্তর নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে।

- কার্যকরী গুণমান নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্য পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য সদর দপ্তর , নদিয়া ও বর্ধমানে গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণাগারের আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ সালে ১,৮৪,৭৪৫,১৫ টাকা, ১,৭৭,১৭৮,৪৭ টাকা ও ১,৭৮,৮৩,১৪৬ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হয়।
- সরকারি গুদামগুলিতে ৭২টি ক্ষুদ্র গুণমান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে গুণমান নিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি ও সরঞ্জাম সেখানে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবর্ষে রাজ্য বাজেট থেকে ৭৩.৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে এই রাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন গুদামগুলিতে ১২০টি ক্ষুদ্র গুণমান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে।
- সরকারি গুদামগুলিতে ৩টি গুণমান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবর্ষে গুণমান নিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি ও সরঞ্জাম সেখানে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সদর দপ্তর ও বর্ধমানের গবেষণাগারগুলির জন্য উপযোগী বিশেষ ধরনের আসবাবপত্র ও আধুনিক বেঞ্চ টপ ডিজিটাল রিফ্রাক্টোমিটার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **নমুনা পরীক্ষা :**

| বছর | সদর দপ্তরের গুণমান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে নমুনা (বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আটা ছাড়া) বিশ্লেষণ |
|---|---|
| ২০১০-১১ | ২৪৩ |
| ২০১৬-১৭ | ৭৬৬ |

৮। **গণ-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে গণচেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে কার্যকরী উদ্যোগ :** অভীষ্ট গণ-বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের লভ্য সামগ্রির বিষয়ে গণচেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যে এই দপ্তর ব্যাপক উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। শ্রাব্য-স্থলে আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার, ব্যানার প্রর্দশন, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির ওয়ার্ডস্তরে মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এই দপ্তর থেকে ''সংবাদনামা'' নামে একটি পাক্ষিক নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে ২৭শে জানুয়ারি দিনটিকে খাদ্যসাথী দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

৯। **নিঃশুল্ক সহায়তা দূরভাষের মাধ্যমে ব্যাপক অভিযোগ প্রতিবিধান ব্যবস্থা :** সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে মতামত গ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। কল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও ডক্যুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা সমন্বিত একটি ১২×৭ কল সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। জনসাধারণ এই নিঃশুল্ক দূরভাষ নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ ও ১৯৬৭ থেকে তথ্য পেতে পারেন বা সেখানে তাঁদের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এই দপ্তরের ট্রান্সপারেন্সি পোর্টালের থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। জেলাগুলিতে গণ-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি প্রতিবিধানের জন্য একজন অতিরিক্ত জেলা শাসককে জেলা অভিযোগ প্রতিবিধান আধিকারিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১০। **পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ৮০০ শতাংশ বৃদ্ধি :** ওপরের লক্ষ্যগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা খাতে বাজেটকেন্দ্রিক ব্যয় এই সময়কালে বহুগুণ বাড়িয়েছেন। ২০১১-১২ সালে গণ-বণ্টন ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনাধীন ব্যয়ের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৩৩ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ সালে ঐ পরিমাণ বেড়ে হয় ১১৮ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ সালে এই দপ্তরের পরিকল্পনাভুক্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯১ কোটি টাকা ও ২০১৭-১৮ সালে ঐ পরিমাণ বেড়ে হয় ২৭০.৩ কোটি টাকা। বৃদ্ধির এই পরিমাণ ৮০০ শতাংশেরও বেশি।

১১। **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগম** হল ১৯৫৮ সালে সংসদীয় আইনের দ্বারা গড়ে ওঠা একটি সংস্থা এবং ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের এক্তিয়ারে আসে। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত নিগমের সাফল্যের খতিয়ান নিম্নরূপ :

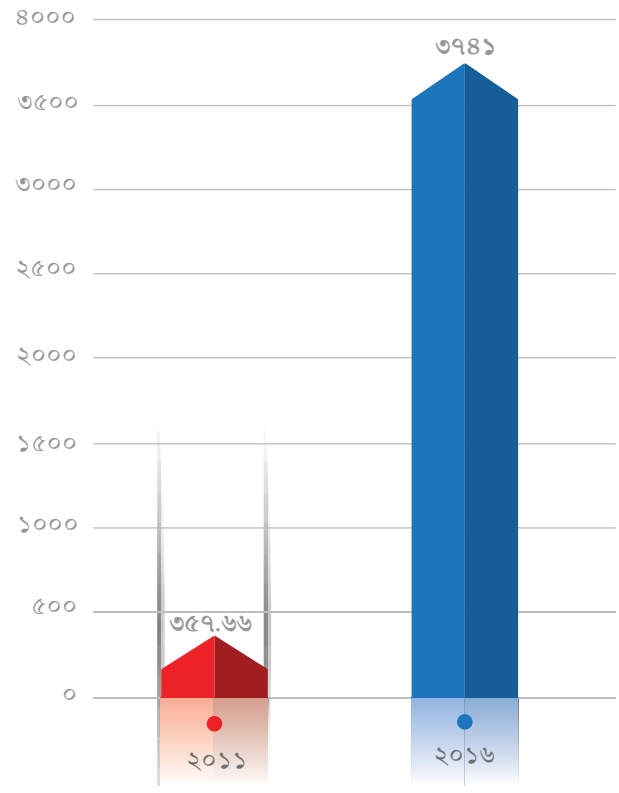
ক) লভ্যাংশের ১০ গুণ বৃদ্ধি, অর্থাৎ ৩.৫৮ কোটি টাকা (২০১১-১২ সালে) থেকে ৩৭.৪১ কোটি (২০১৬-১৭ সালে)।

খ) ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সালে নিগমের আয় ১,১০৪.১০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয় ৪,৩৯৬.৪২ লক্ষ টাকা।

গ) ২০১১-১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগমের মজুত ক্ষমতা ছিল মাত্র ২.১২ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত বেড়ে হয় ৬.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে এই দপ্তর কর্তৃক নিগমকে দেওয়া ৫৮টি গুদামও রয়েছে।

নিম্নলিখিত ছকটিতে উপরিউক্ত সাফল্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে :

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগমের লাভের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)**

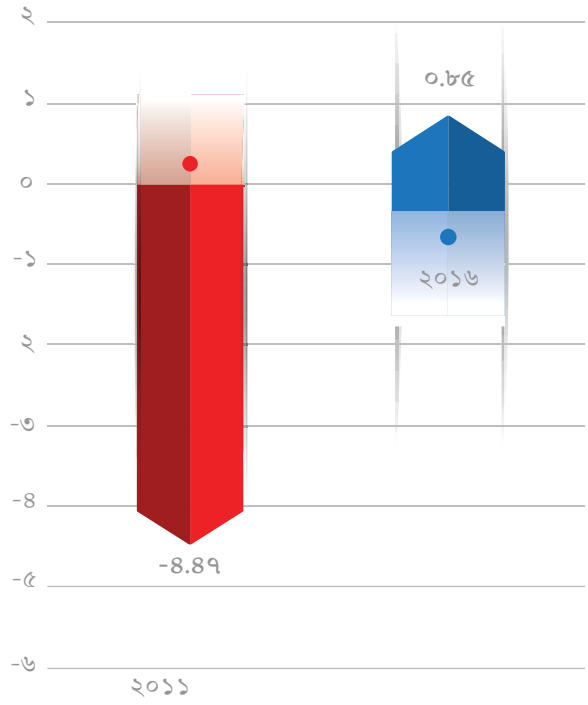


১২। **পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড** হল খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ছত্রছায়ায় আসীন ৮টি কার্যকরী বিভাগ-সম্পন্ন এক নিগম। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত উক্ত নিগমের আর্থিক কার্যকলাপের ধারাবাহিক অগ্রগতির চিত্র নিচে তুলে ধরা হল :

**২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত নিগমের আর্থিক কার্যকলাপের খতিয়ান**

| ক্রমিক সংখ্যা | অর্থ বর্ষ | কোটিতে | লাভ/ক্ষতি (কোটিতে) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২০১১-১২ | ১৪৮০ | (—) ৪.৬৭ |
| ২ | ২০১২-১৩ | ১৮৫১ | (—) ৫.৫৬ |
| ৩ | ২০১৩-১৪ | ১৭৪১ | (—) ০.৩৭ |
| ৪ | ২০১৪-১৫ | ২১৪৯ | (+) ০.২৯ |
| ৫ | ২০১৫-১৬ | ২৫২৫ | (+) ০.৮৫ |

**পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের লভ্যাংশ বৃদ্ধি**



**'রৌদ্রবৃষ্টি'র সূচনা :** স্থানীয় তথা নামী কোম্পানীর সামগ্রি রাজ্যে প্রস্তুত দ্রব্যাদি যেমন সুগন্ধি চাল, চা, মধু, প্রসাধানসামগ্রী, পরিচ্ছন্নতা-বিধায়ক সামগ্রি ও অন্যান্য মনিহারী সামগ্রি অত্যন্ত ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে খাদ্য ভবন-পরিসরে একটি খুচরা বিপণি খোলা হয়। 'রৌদ্রবৃষ্টি' থেকে কোনো সামগ্রী কেনার জন্য রেশন কার্ডের দরকার পড়ে না। উপরন্তু, রাজ্যব্যাপী পৌরসভাগুলিতে এই রকম বিপণি খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

**১৩। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের অন্যান্য সাফল্য :**

ক) **জাল রেশনকার্ড বাতিলকরণ :** ২০১১-১২ সাল থেকে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর জাল রেশন কার্ড বাতিল করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১১-১২ সাল থেকে শুরু করে ২০১৫-১৭ সাল পর্যন্ত এরকম মোট ১,৫২,৬৯,৫৪৭টি রেশন কার্ড পুরোনো অভীষ্ট গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় বাতিল করা হয়েছে। নাফসা (এনএফএসএ) প্রবর্তনের পরেও ২০১৫-১৬ সাল থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ১,৯৯,৭৪০টি একই ধরনের রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

খ) **অ্যাকাউন্টস আপডেট ও কৃষকদের নির্বিঘ্ন অর্থ প্রদানের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার মানোন্নয়ন :**

- ২০১০-১১ সালের শেষে গণ-বণ্টন ব্যবস্থার বার্ষিক এ্যাকাউন্টে ২০০৭-০৮ থেকে শুরু করে ৪টি অর্থবর্ষের হিসাব অনুল্লিখিত ছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভাগ ২০০৭-০৮ থেকে শুরু করে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৭টি অর্থবর্ষের হিসাব সাফল্যের সঙ্গে অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত করেছে। এই দপ্তর পিডিএস সরল নামে একটি সফ্‌টওয়্যারেরও প্রচলন করেছে এবং সেজন্য হাতে লিখে অ্যাকাউন্টে প্রতিফলন ঘটানোর ব্যবস্থারও অবসান হয়েছে।

গ) **গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় গণ-বণ্টন বহির্ভূত দ্রব্যাদির সংযোজন :**

- গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় বণ্টিত দ্রব্যাদির সংখ্যা ২০১১ সালে ১০টির জায়গায় ২০১৭ সালে ২৯টি হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকেই যে কেবলমাত্র এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, সুলভ মূল্যে নামী কোম্পানি যেমন গ্ল্যাক্সো, স্মিথক্লিন, সানরাইজ, কর্ণাটক সোপ প্রভৃতির সামগ্রিও গণ-বন্টন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছে।

- অপর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল প্রশাসনিক শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি—২০১১ সালে ৬২ লক্ষ টাকা থেকে ২০১৭ সালে ১৩১ লক্ষ টাকা।

ঘ) **দপ্তরের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি :**

২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত অবর-পরিদর্শক (খাদ্য) ও অবর-বর্গীয় করণিকের শূন্যপদের সংখ্যা ছিল বিশাল— যথাক্রমে ১৬১৬ ও ৭০২। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত এই বিভাগ পদগুলি পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতে

৬৯১ জন অবর-পরিদর্শক (খাদ্য) ও ১৬১ জন অবর-বর্গীয় করণিককে যে শুধুমাত্র নিয়োগ করা হয়েছে তাই নয়, তাঁরা যাতে তাঁদের কর্তব্যকর্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণও দিয়েছে এই দপ্তর। অধিকন্তু সম্প্রতি খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর মন্ত্রিসভার কাছ থেকে ৬৯৪ জন অবর-পরিদর্শক (খাদ্য) ও ১৫০ জন অবর বর্গীয় করণিক নিয়োগের জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ কর্মী চয়ন আয়োগের (ডবলুবিএসএসসি) কাছে পাঠানো হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে ব্লক পরিদর্শকের কার্যালয় (২০১৪-১৬)

২ সালানপুর ব্লকে সদ্য নির্মিত ব্লক পরিদর্শকের কার্যালয়

৩ শীতলকুচিতে ব্লক পরিদর্শকের কার্যালয়

৪ ২০১৬ সালে কলকাতার খাদ্য ভবনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপন

৫ ২০১৫-১৬ খরিফ মরশুমে ক্রয় করা ধানের জন্য কৃষকদের চেক প্রদান

৬ ডব্লিউবিইসিএসসিএল-এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে কৃষকদের অনলাইনে ধানের দাম দেওয়া হচ্ছে

৭ ২০১৬-১৭ খরিফ মরশুমে প্রবর্তিত প্রোকিওরমেন্ট সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে ডেডিকেটেড অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম

৮ ২০১৬ সালে কলকাতার খাদ্য ভবনে বিশ্ব খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

৯ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া কর্তৃক ২৭.০১.২০১৬ তারিখে খাদ্যসাথী প্রকল্পের উদ্‌বোধন

১০ ২০১৬ সালে রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সময় খাদ্যসাথী ট্যাবলো

১১ পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম পরিচালিত মডেল বিপণি ‘রৌদ্রবৃষ্টি’

১২ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় নব-নির্মিত খাদ্য ভবন (মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় ভবন), (২০১৬-১৭)

১৩ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে নব-নির্মিত খাদ্য ভবন (মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় ভবন), (২০১৬-১৭)

১৪ দিনহাটায় নব-নির্মিত খাদ্য ভবন (মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় ভবন), (২০১৫-১৬)

১৫ ডোমকলে মহকুমা নব-নির্মিত খাদ্য ভবন (মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় ভবন), (২০১৫-১৬)

১৬ মেখলিগঞ্জে নব-নির্মিত খাদ্য ভবন (মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কার্যালয় ভবন), (২০১৫-১৬)

১৭ কলকাতার (সদর দপ্তরে) পর্যবেক্ষণ ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা

১৮ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ‘তথ্যবীক্ষণ’

# ছবি



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯




১০




১১



১২



১৩



১৪



১৫



১৬



১৭



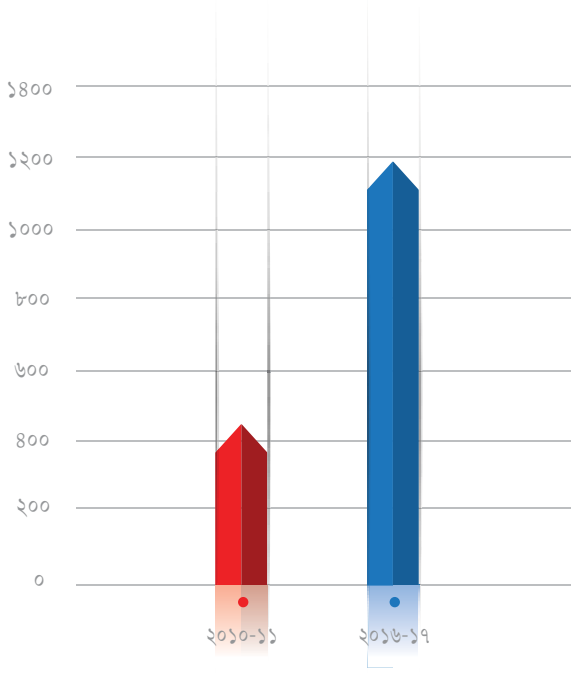
১৮



# জলসেচ ও জলপথ

# লেখচিত্র

- গত ৬ বছরে পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি




| ক্রমিক সংখ্যা | মূল সূচক | একক | গত ৬ বছরে সাফল্য | ২০১১ সালের জুন মাস থেকে বার্ষিক গড় | ২০১১ সালের জুন মাসের আগে বার্ষিক গড় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাঁধের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সারানো/তৈরি/শক্তিশালী করা হয়েছে | কি.মি. | ২৬১৪ | ৪৩৬ | ১৬০ |
| ২ | নিকাশি নালা/নদী খনন | কি.মি. | ১২৪০ | ২০৭ | ১০০ |
| ৩ | জলসেচের আওতায় আনা অতিরিক্ত অঞ্চল | হেক্টর | ১৪৩.৮৫০ | ২৩,৯৭৫ | ৯৩২৫ |
| ৪ | স্থায়ী সেতু নির্মাণ | সংখ্যা | ২৪৯ | ৪১ | ৫ |

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## গত ৬ বছরে দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য (মে-২০১১ থেকে মে-২০১৭)

- রাজ্যে বন্যাপ্রবণ প্রায় ৩৭৭৬০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জলসেচ ও জলপথ দপ্তর নদীতে প্রায় ১০২৮৪ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বাঁধ গড়ে তুলেছে। গত ৬ বছরে বন্যাজনিত ক্ষতি নিবারণের জন্য ২৬১৪ কিলোমিটার ব্যাপী বাঁধ আরো বেশি মজবুত, পুনর্গঠিত বা উচ্চতা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- যথাযথ জলনিকাশের স্বার্থে ও বিশেষত বর্ষাকালে বন্যার জল নির্গমণের জন্য এই বিভাগ প্রায় ৮২৪৪ কিলোমিটার নিকাশিনালার রক্ষণাবেক্ষণ করে। পলিতে বুজে যাওয়া খালগুলির জলবহন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গত ছয় বছরে প্রায় ১২৪০ কিলোমিটার নিকাশীনালা/নদী খনন করা হয়েছে।
- লুপ্তপ্রায় সেচক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য গত ৬ বছরে পুরানো, মজে যাওয়া সেচ খালগুলিকে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের আওতায় দুটি নতুন ক্ষুদ্র ব্যারেজ, ১৩৪টি চেক ড্যাম তৈরি হয়েছে এবং বহু কিলোমিটার বিস্তীর্ণ নতুন খাল খনন করা হয়েছে। এর ফলে, অতিরিক্ত ১,৪৩,৮৫০ হেক্টর এলাকা জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- এই বিভাগ সেচখাল নিকাশিনালা ও নদীর ওপর ২৪৯টি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করেছে ও সেচখাল ও নিকাশিনালার ধার দিয়ে ৩০৯ কিলোমিটার পর্যবেক্ষণ পথ গড়ে তুলেছে, যার ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে উন্নীত হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা ও বন্যার জল নির্গমনের উদ্দেশ্যে তিনটি নতুন পাম্প হাউস গড়ে তোলা হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের বামদিকের খাল বরাবর জলসেচের দ্বারা জলপাইগুড়ি জেলার ম্যাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকে ৫,৪৮০ হেক্টর অঞ্চল জলসেচের আওতাভুক্ত করা হয়েছে

২ বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকে কুয়া নদীর ওপর নতুন ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে ৫৮০ হেক্টর অঞ্চল জলসেচের আওতাভুক্তকরণ ব্যয়- ৫.১৭ কোটি টাকা

৩ উদয়পুর থেকে জলদা পর্যন্ত দীঘার উপকূল বরাবর ৮.৮৫ কিলোমিটার অঞ্চলব্যাপী উপকূল সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়ন ব্যয়- ৮৩ কোটি টাকা

৪ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আয়লা বিধবস্ত অঞ্চলে ৪৮ কিলোমিটার ব্যাপী নদীবাঁধ নির্মাণ করে ১৩০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল বন্যার কবলমুক্ত করার উদ্যোগ। ব্যয়- ৪৫৬ কোটি টাকা

৫ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কেলিয়াঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘাই বেসিন প্রকল্পের অধীনে প্রচলিত নিকাশীনালা/নদী মাধ্যমে জল প্রবাহের উন্নতিকল্পে ২৮৬ কিলোমিটার ব্যাপী নদী/নিকাশীনালা খনন। ব্যয়- ৩০৫ কোটি টাকা

৬ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ ব্লকে ১৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালীর সুবিধার্থে নবগঠিত কুরেভাঙ্গা পাম্প হাউস ব্যয়- ৭.৮০ কোটি টাকা

৭ পুরুলিয়া জেলায় ৪০২০ হেক্টর অঞ্চল জলসেচের আওতায় আনার জন্য ১৩৪টি চেক ড্যাম নির্মাণ। ব্যয়- ৮৬.৭০ কোটি টাকা

৮ পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুর জেলার বিনপুর-১ ব্লকে কংসাবতী নদীর ওপর ৬৫০ মিটার দীর্ঘ স্থায়ী সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বিনপুর-১, বিনপুর-২, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর সদর ও জামবনি ব্লকের ২৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত। ব্যয়- ৬০.৪৭ কোটি টাকা

৯ খড়গপুর-২, ডেবরা, পিংলা, নারায়ণগড় ও পাঁশকুড়া ব্লকে ৩৫,৩৮৫ হেক্টর অঞ্চল জলসেচের আওতায় আনার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর ওপর মেদিনীপুর আনিকুটে নব-নির্মিত কাঠামো। ব্যয়- ১০৪.৫১ কোটি টাকা



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



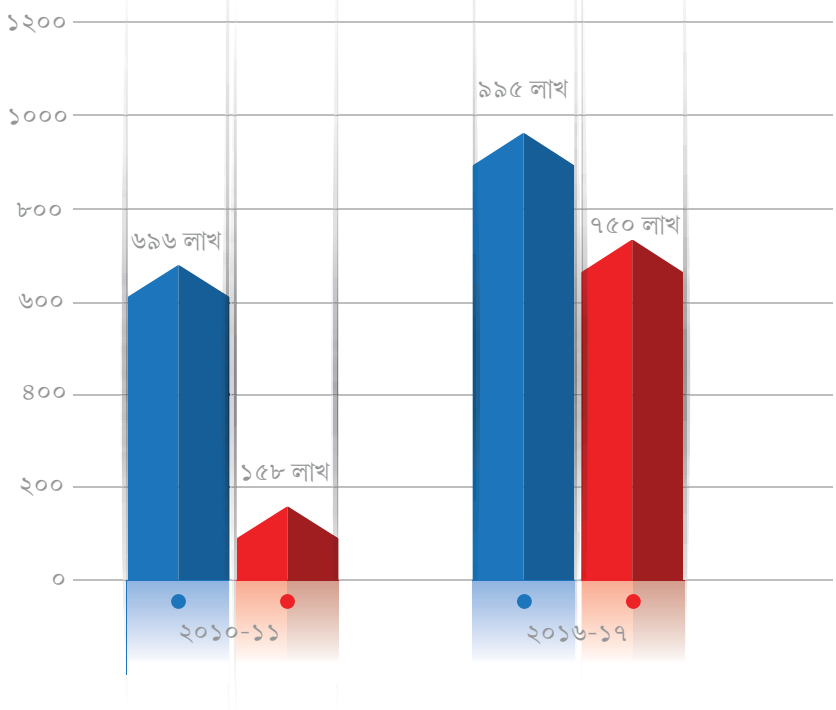
৮



৯

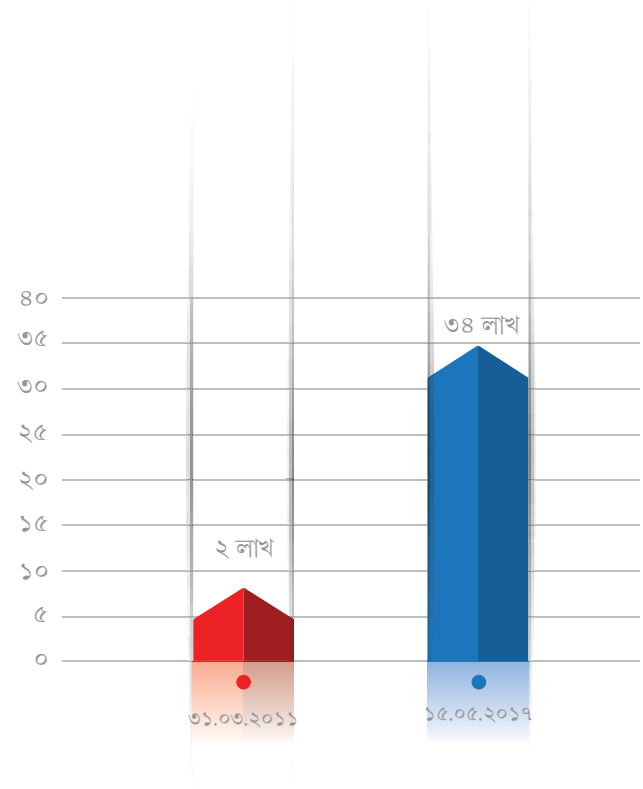


# নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক

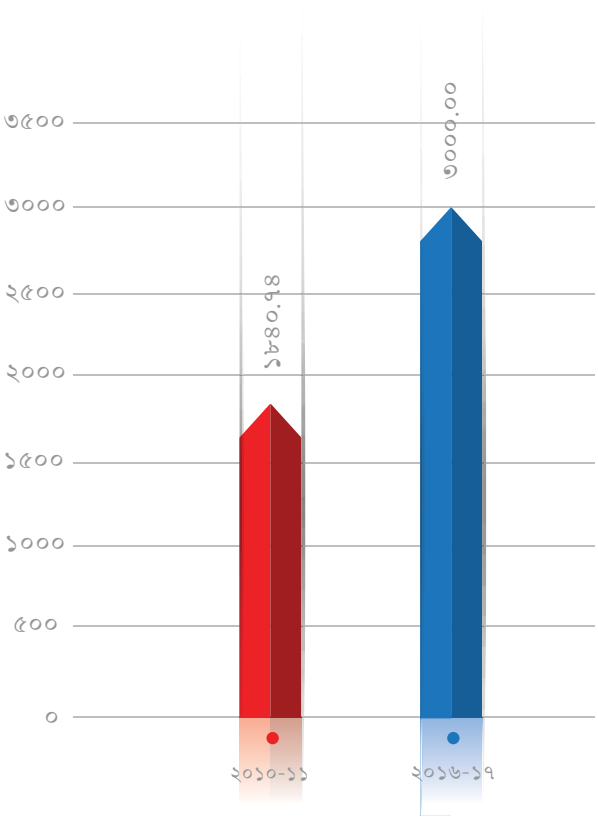



- এমবিবিএস ডাক্তার
- প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ

পুরসভার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা




জলসরবরাহ প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা




- বাজেট সংস্থান

পরিকল্পনা খাতের
বাজেট সংস্থানের
লেখচিত্র

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রতিটি শহরের জন্য 'গ্রিন সিটি মিশন'-এর সূচনা করেছে। দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীল, পরিবেশবান্ধব, বাসযোগ্য, শক্তি-সাশ্রয়কারী, তথ্য প্রযুক্তিবান্ধব ও নিরাপদ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মিশনটিকে ভবিষ্যতের উপযোগী, মেধাবান্ধব ও বিনিয়োগমুখী করে গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। ৪৯৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে মোট ৭৩০টি প্রকল্প চালু হয়েছে।
- বর্তমান পরিকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরির জন্য পাঁচটি নতুন উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে— গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন সংস্থা (২০১৩ সালে), ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন সংস্থা (২০১৫ সালে), তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন সংস্থা (২০১৬ সালে) বক্রেশ্বর উন্নয়ন সংস্থা (২০১৬ সালে) পাথরচাপুড়ি উন্নয়ন সংস্থা (২০১৬ সালে) এবং মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থা (২০১৭ সালে)।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার সাপখালি এবং চকবাগি মৌজায় অম্বুজা হাউসিং অ্যান্ড আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি লিমিটেড-এর ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ প্রোজেক্টস এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজারহাট-এর অধীন জগদীশপুর মৌজায় ফোরাম প্রপার্টিস হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটি 'ইনোভেটিভ টাউনশিপ' এর উন্নয়নের জন্য টাউনশিপ প্রোজেক্ট চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিশ্ববাংলা সরণি পর্যন্ত অবাধ যান চলাচল সুনিশ্চিত করতে 'মা' ফ্লাইওভার, ৭.৪ কিমি দীর্ঘ উচ্চতাবিশিষ্ট সংযোগকারী পথ নির্মাণ করা হয়েছে।
- চন্দননগরে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেইন লাইনের ওপর অ্যাপ্রোচ রোড বরাবর একটি ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে।
- ভাটপাড়া পৌরসভার ৫-৮ নং ওয়ার্ডে ঘোষপাড়া রোড, কল্যাণী হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগকারী এ পি ব্যানার্জি রোডের উপর একটি রেল ওভারব্রিজ তৈরি করা হয়েছে
- বৃহৎ জল সরবরাহ প্রকল্প : কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া (KMA)-তে ১৪টি এবং এর বাইরে ৩৪টির কাজ শেষ হয়েছে।
- গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম নির্মাণ, নজরুলমঞ্চ উন্নীতকরণ এবং পুনর্গঠন।
- ইকো টুরিজম পার্ক— নিউটাউনের বিশ্ববাংলা সরণির পাশে ৪৮০ একর জমির মাঝখানে ১১২ একর জলরাশিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রকৃতিতীর্থ, বাংলার পর্যটন মানচিত্রে সাম্প্রতিকতম সংযোজন।
- নিউটাউন কলকাতা পরিকল্পিত এলাকার মধ্যে নির্মাণ: রবীন্দ্রতীর্থ, নজরুলতীর্থ, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম, কলকাতা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার (নির্মাণ চলছে)।
- মিলেনিয়াম পার্কের উঁচু হাঁটাপথ, বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলির জলা-বেনুবনচ্ছায়া, হাওড়ায় নদীর সম্মুখভাগের সৌন্দর্যায়ন, রবীন্দ্রসরোবরের প্রথম পর্যায়ের পুনর্নবীকরণ/উন্নয়ন।
- দক্ষিণ দমদম পুরসভা এবং অন্যান্য পুরসভা যেমন বাঁশবেড়িয়া, বিধাননগর, বজবজ, কলকাতার মধ্যে বরানগর, কামারহাটি পুরসভা। ঝড়-বৃষ্টির জলনিকাশের জন্য নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে ।
- গেটওয়ে অব হলদিয়া, হলদিয়াতে সতীশ সামন্ত হলদিয়া শিল্প কেন্দ্র, দীঘায় আলোকসজ্জাসহ অভ্যর্থনা তোরণ নির্মাণ: ।

- দীঘায় নির্মাণ: হকার পুনর্বাসন কেন্দ্র, চলছে সৈকতাবাস এবং অন্যান্য জায়গায় সৈকতভূমির সম্মুখভাগে সৌন্দর্যায়ন, সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড, দীঘা মোহানা রোড, শঙ্করপুরে বিটুমিনাস রোড, বিশ্ববাংলা উদ্যান, দীঘা গেট থেকে মন্দারমণি (মেরিন ড্রাইভ) পর্যন্ত বিটুমিনাস রোড, তাজপুরে বিটুমিনাস রোড এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে দীঘায়।

- গঙ্গাসাগর বকখালি পরিকল্পনা এলাকায় নামখানা-বেণুবন-চেমাগুড়ি জলপথে তীর্থযাত্রী এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে সুবিধাজনক করে তুলতে চেমাগুড়ি নতুন বাস টার্মিনাল থেকে বাট্টালা নদীর উপর গঙ্গাসাগর মেলা ইমার্জেন্সি জেটি পর্যন্ত নির্গমন পথ নির্মাণ।

- প্রান্তিক টাউনশিপে অতিথি নিবাস এবং শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন পরিকল্পনা এলাকায় ইন্ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি।

- শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড-এ চতুর্থ মার্কেট কমপ্লেক্সে বিবেকানন্দ ভবন এবং ফুলবাড়ি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন নামে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

- সব থেকে বেশি পর্যটন সমাগমের সময় পর্যটন-সময় ও দূরত্ব হ্রাস করা, যান পরিবহণের ব্যবস্থাকে বিভিন্নমুখী করতে সাহায্য করার জন্য চতুর্থ মহানন্দা ব্রিজ এবং অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করা হয়েছে।

- সবুজ ও অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত FAR যুক্ত করে কলকাতা মিনিউসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস্, ২০০৯ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউিনিসিপ্যাল বিল্ডিং রুলস্, ২০০৭-এর সংশোধন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সবুজ শ্রেণিভুক্ত গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০% অতিরিক্ত এবং FAR এবং গণগৃহ প্রজেক্ট, হাসপাতাল, তথ্যপ্রযুক্তি, বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৫ % অতিরিক্ত FAR অনুমোদিত হয়েছে।

- সম্পত্তি করের ইউনিট এরিয়া ভিত্তিক মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে কলকাতা পৌরনিগম অঞ্চলে এবং কেএমসি অ্যাক্টের প্রাসঙ্গিক বিভাগ সংশোধন করা হয়েছে, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৩-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এনডিআইটিএ-সহ সকল পৌরসভায় ইউনিট এরিয়া ভিত্তিক সম্পত্তি করের মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য।

- ২০১১ সাল থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ৯৯৭৪৭ টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫৬৩৫৯টি বাসগৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

- ব্যক্তিগত গৃহে ১০৭২৫৪টি শৌচালয় নির্মাণ করার জন্য নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুর এবং এই চারটি জেলা এবং ৫৫টি নির্মল এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

- ১২৩টি স্থানীয় নগর প্রশাসনকে উন্নততর পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বহন করার জন্য ১৮টি হুকলোডার সহ মোট ১৮৬টি চলমান এবং ২২টি স্থানীয় নগর প্রশাসনকে স্টেশনারি কম্প্যাক্টর দেওয়া হয়েছে।

- পুরসভার বর্জ্য পদার্থ পরিচালনের জন্য আন্তর্পুরসভা প্রকল্প চালু করা হয়েছে হুগলি জেলার ৬টি পুরসভায় এবং ১৪টি আরবান লোকাল বডিতে —দমদম, উত্তর দমদম, বরানগর, ভাটপাড়া, নৈহাটি, অশোকনগর, কল্যাণগড়, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, শান্তিনিকেতন, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি, কলকাতা পৌরনিগম এবং আসানসোল পৌরনিগম মিশন নির্মল বাংলার অধীনে ৪২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার এবং শক্তি উৎপাদনের জন্য ১০টি সুসংহত পুরসভা বর্জ্য পদার্থ পরিচালন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।
- শহরের পরিবেশ স্থায়ীভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর রাখার জন্য সমবেত উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য গণ আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে যথাক্রমে ৭ দিন এবং ১৫ দিনে প্রতিটি পুরসভায় 'বিশেষ পরিচ্ছন্নতা' অভিযান চালানো হয় ।
- স্থানীয় নগর প্রশাসনগুলিতে ৬০টি শহর জীবিকাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে শহরের দরিদ্র এবং বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং নাগরিক এবং নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে যেমন—ছুতোর, কলের মিস্ত্রি প্রভৃতিদের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করার জন্যও।
- ২৩টি সরকারি হাসপাতালে মোট ১১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সৌন্দর্যায়ন সংক্রান্ত কাজ যেমন—ছাউনিসহ বসার জায়গা, শৌচাগার, বৃক্ষরোপণ, বেড়া দেওয়া, ভূসজ্জা, এলইডি আলোকসজ্জা, উচ্চ বাতিস্তম্ভ, উদ্যান রচনা, উদ্যান রেখা তৈরি প্রভৃতি প্রায় শেষের মুখে।
- রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্পে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত ১২৫টি স্থানীয় নগর প্রশাসনে ৯৪৯৮টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।
- গ্রিন স্পেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এর অংশ হিসেবে ৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন স্থানীয় নগর প্রশাসনগুলির মধ্যে ৩৮৫টিরও বেশি সংখ্যক পার্কের উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪২৫টিরও বেশি সংখ্যক পার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের রূপায়ণের কাজ করা হচ্ছে।
- উন্নততর যান পরিচালনার জন্য নবদিগন্ত টাউনশিপ এরিয়াকে কেন্দ্র করে একটি রিং রোড নির্মাণ করা হয়েছে এবং নিউটাউনের সঙ্গে একটি সংযোগ পথও শেষের পর্যায়ে।
- নবদিগন্ত টাউনশিপ এরিয়াতে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের প্রক্রিয়াকরণ এবং সম্পত্তি করের সংগ্রহ কাজ শুরু হয়েছে।

## নাগরিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি

- নাগরিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি ইউপিএইচসিএস, সিবিপিএইচসিএস এবং এইচএইচডব্লিউ পরিকল্পের অধীনে স্থানীয় নগর প্রশাসনগুলিতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য রূপায়িত হয়ে চলেছে::
  - দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে নাগরিক জনসাধারণের প্রয়োজনের নিরিখে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
  - স্থানীয় নগর প্রশাসনগুলির অন্তর্ভুক্ত মানুষের জন্য জনস্বাস্থ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণ।
  - রেফারেল সার্ভিসের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার ক্ষত্রে প্রসূতি, শিশু স্বাস্থ্য, রোগ নির্ণয় এবং আরোগ্য পরিষেবা।
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গঠন— ২২২টি স্বাস্থ্য প্রশাসনিক ইউনিট, ১৭৮১টি সাব-সেন্টার, ৪৮টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রসারিত বহির্বিভাগ, ৩৫টি প্রসূতি সদন এবং ২৬টি রোগনির্ণয় কেন্দ্র।
- বর্তমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দৃঢ়তর করতে ৫০,০০০ এবং তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৮৮টি স্থানীয় নগর প্রশাসনে ন্যাশনাল আরবান হেল্‌থ মিশন রূপায়িত হয়েছে।
- এনইউএইচএম-এর অধীনে, ৪৫৮টি নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে, ৪৯৯টি ক্লিনিক্যাল, ৫৯২ প্যারামেডিক্যাল স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন।
- আইইসি অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পদযাত্রার ব্যবস্থা, ট্যাবলয়েড, দলগতসভা, জনসভা, লিফলেট বিতরণ, হোর্ডিং ও ব্যানার প্রদর্শন, মাইকে প্রচার করা।
- **ডেঙ্গু/চিকুনগুনিয়ার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ::**
  - সকল স্থানীয় নগর প্রশাসনে লার্ভানাশক সংগ্রহ, আইইসি এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
  - বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বরের তত্ত্বাবধানের, চিহ্নিতকরণ এবং লার্ভার বংশবিস্তারের ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ২০১৩ সালে ২৯টি, ২০১৪ থেকে ২০১৫ সালে ৪১টি এবং ২০১৭ সালে ৯০টি স্থানীয় নগর প্রশাসনে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(লক্ষে)

| সাল | বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করা | জয়েন্ট পেইনসহ জ্বরের সংখ্যা | পরিবেশগত পরিচালনা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | পরীক্ষিত পাত্রের সংখ্যা | লার্ভা পাওয়া গিয়েছে এমন | পরিষ্কার করা এবং ঘষে দেওয়া পাত্রের সংখ্যা |
| ২০১৩ | ১৯.৬৬ | ১.৩৫ | ১২৫.২৪ | ৪.৪৬ | ২৪.৮৩ |
| ২০১৪ | ২৩.৮৯ | ২.৯৯ | ১৬৮.৬০ | ৩.৩২ | ৫২.৭৬ |
| ২০১৫ | ২৫.৯৭ | ১.৫৯ | ১৯১.৯২ | ১.৭৪ | ৫১.০৬ |
| ২০১৬ | ২৬.৪৬ | ২.৯৬ | ৩২০.২১ | ২.৬১ | ১০৪.৬৮ |

- ২৯.৮.১৬ থেকে ৫.৯.১৫ পর্যন্ত সকল স্থানীয় নগর প্রশাসনে ২০১৬ সালে ৮দিন এবং ২০১৭ সালে ১৫ দিনের জন্য **বিশেষ পরিচ্ছন্নতা উদ্যোগ** নেওয়া হয়।

| | ২৯.০৮.১৬ থেকে ০৫.০৯.১৬ পর্যন্ত |
|---|---|
| স্থানীয় নগর প্রশাসনের সংখ্যা | ১২৫ |
| ওয়ার্ডের সংখ্যা | ২,৯২৭ |
| ১২৫টি পুরসভার দৈনিক নিযুক্ত লোক | ৮৭,৮১০ |
| মোট নিযুক্ত লোক | ৭,০২,৪৮০ |
| ১২৫টি পুরসভার জন্য অর্থ সরবরাহ | ১৩১৭.৭২ লাখ |

- ২০১৬ সালে সমস্ত স্থানীয় নগর প্রশাসনের **প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আয়োজিত শিবির** :
  - আয়োজিত ক্যাম্পের সংখ্যা -৭৩৭
  - অংশগ্রহণকারী প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা -৫০,৭৮০ (পুরুষ-২৩,১৩০ এবং মহিলা-২৭,৬৫০)
  - রেফার করা রোগীর সংখ্যা- ৮,১৭৫

# চিত্রপঞ্জি


১ জল পরিশোধন প্রকল্প

২ সাবস্টেশন

৩ ওভারহেড রিজার্ভার

৪ পাম্প হাউস

৫ অফিস ও গুদাম

৬ রোগ নির্ণয় পরীক্ষা (বারাকপুর)

৭ রোগনির্ণয় ল্যাবরেটরি (বর্ধমান)

৮ স্বাস্থ্য পরীক্ষা (কান্দি)

৯ স্বাস্থ্য পরীক্ষা (তমলুক)

১০ বিশেষ পরিচ্ছন্নতা উদ্যোগ

১১ সাব সেন্টার (বজবজ)

১২ সাব সেন্টার (কান্দি)

১৩ এক্স-রে (উত্তরপাড়া কোতরং)

১৪ অসীম দে, শেফালি দে, ওয়ার্ড নং-৬, কুলু পাড়া, দুবরাজপুর

১৫ পার্বতী শর্মা, বোলপুর

১৬ ব্যাটারি চালিত টিপার

১৭ কম্প্যাক্টর

১৮ আইএইচএইচএল

# ছবি



১



২



৩



৪



৫



৬



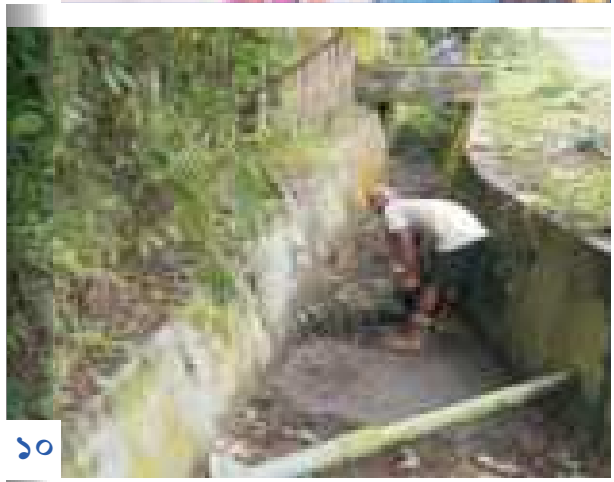
৭



৮



৯



১০



১১



১২



১৩



১৪



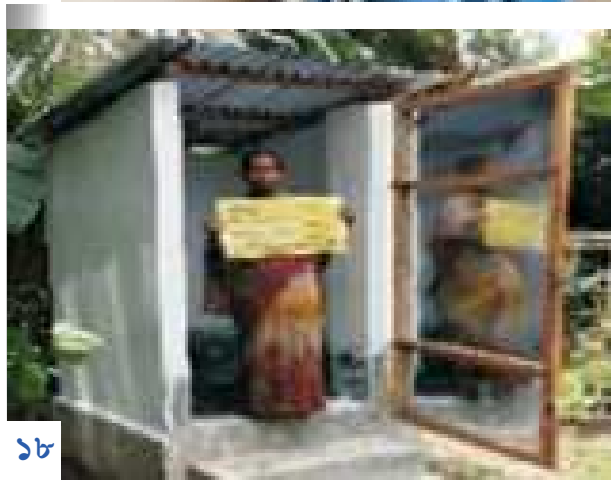
১৫



১৬



১৭

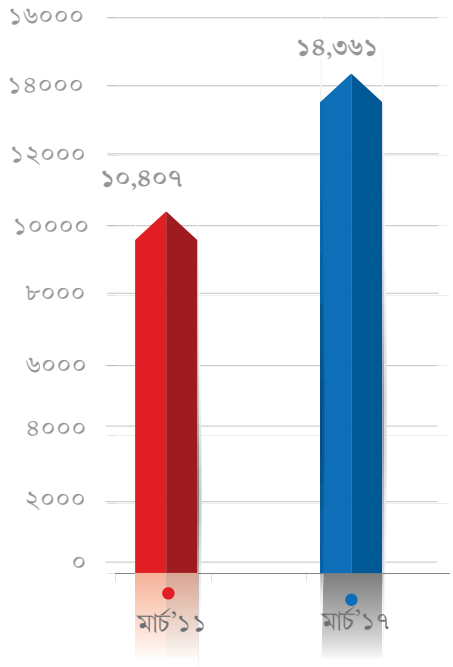


১৮

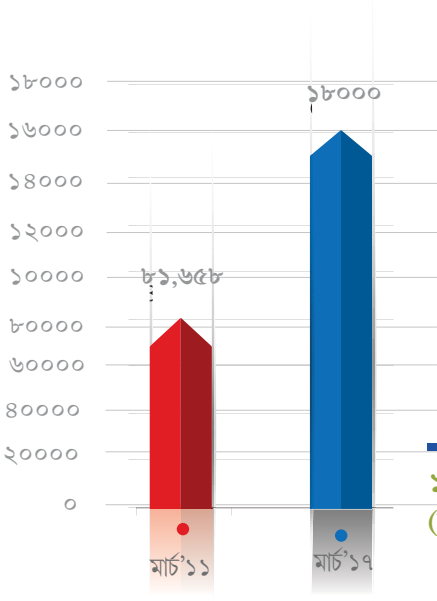


# বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি উৎস

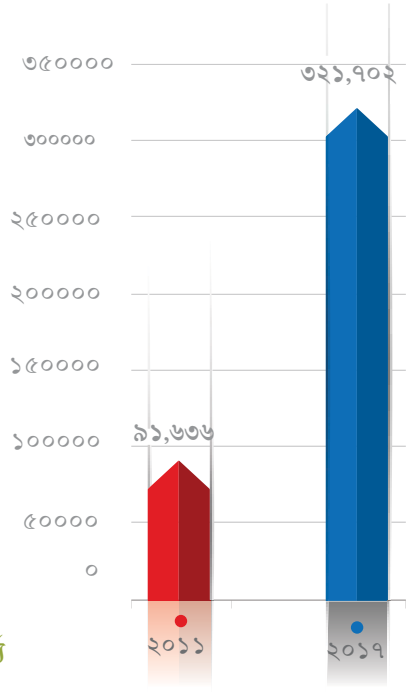
# লেখচিত্র



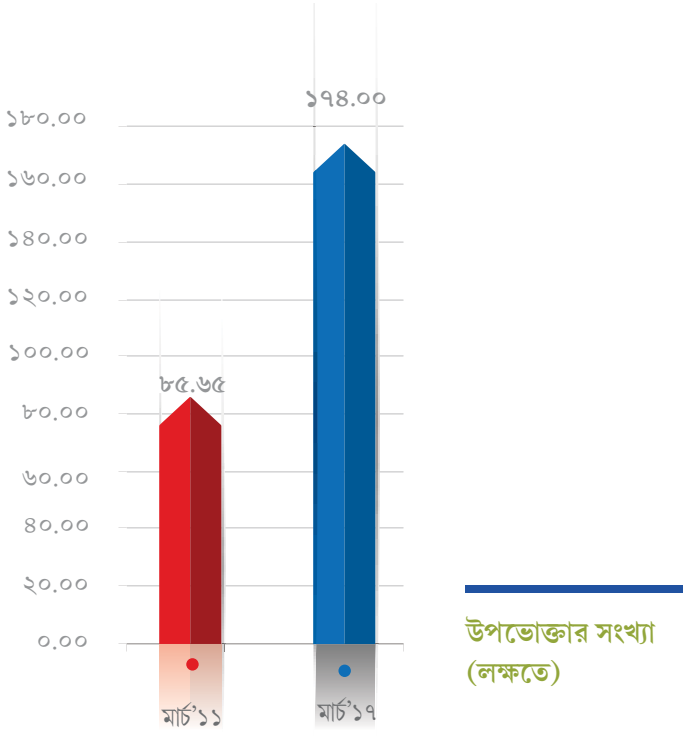

৩৩ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য
(সার্কিট কিলোমিটার)



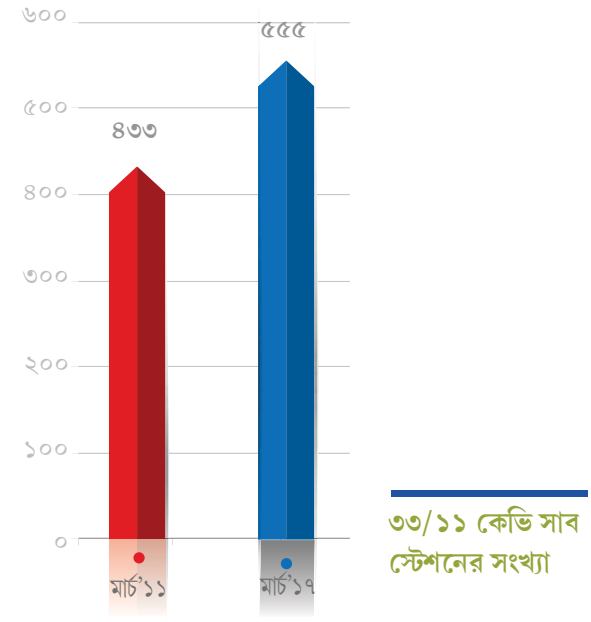

১১ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য
(সার্কিট কিলোমিটার)



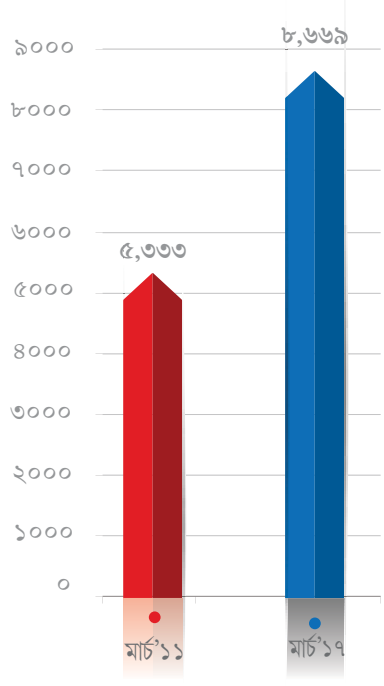

এলটি লাইনের দৈর্ঘ্য
(সার্কিট কিলোমিটার)



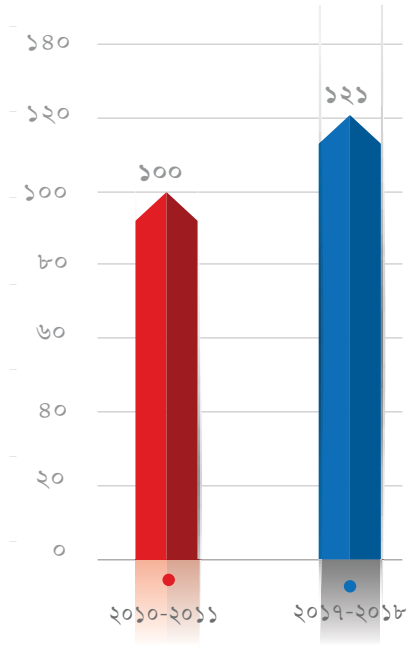

উপভোক্তার সংখ্যা (লক্ষতে)



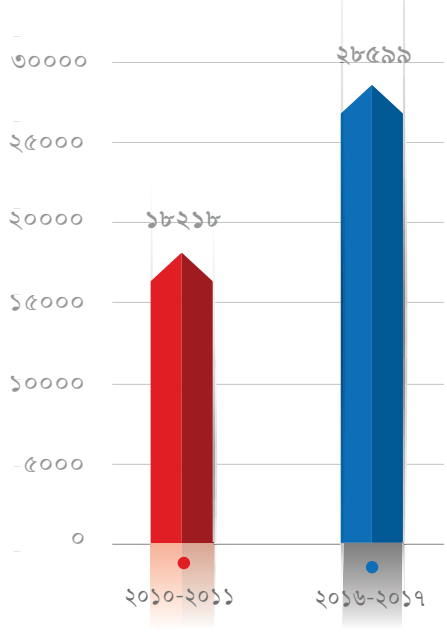

৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশনের সংখ্যা



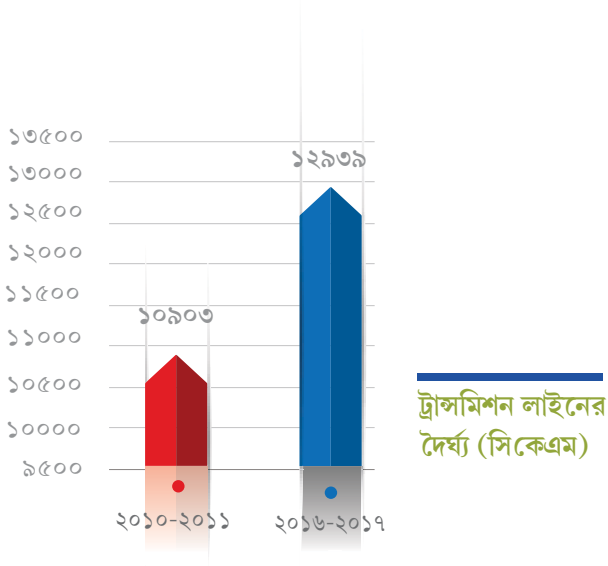

৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশনের ক্ষমতা (এমভিএ)

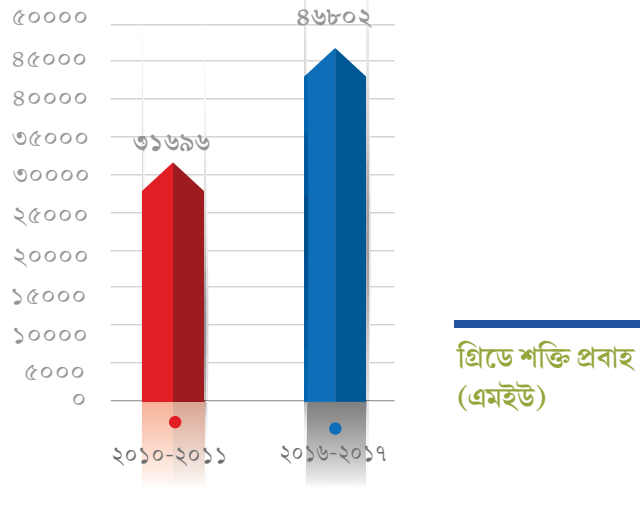



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম লিমিটেড-এর সাব স্টেশনের সংখ্যা




ট্রান্সফর্মেশন ক্ষমতা (এমভিএ)


১৩৫০০
১৩০০০
১২৫০০
১২০০০
১১৫০০
১১০০০
১০৫০০
১০০০০
৯৫০০
১০৯০৩
১২৯৩৯
২০১০-২০১১
২০১৬-২০১৭
ট্রান্সমিশন লাইনের
দৈর্ঘ্য (সিকেএম)


৫০০০০
৪৫০০০
৪০০০০
৩৫০০০
৩০০০০
২৫০০০
২০০০০
১৫০০০
১০০০০
৫০০০
০
৩১৬৯৬
৪৬৮০২
২০১০-২০১১
২০১৬-২০১৭
গ্রিডে শক্তি প্রবাহ
(এমইউ)

## ২০১১-১৭ সালে বিদ্যুৎ এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস দপ্তরের সাফল্য

### উৎপাদন :

- পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের (ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর) সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট ৩ (৫০০ মেগাওয়াট) এবং ইউনিট ৪ (৫০০ মেগাওয়াট)-এর বাণিজ্যিক উৎপাদন যথাক্রমে ১.৭.২০১৬ ও ২০.১২.২০১৬-তে শুরু হয়েছে।
- শক্তি সাশ্রয়কারী ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি (ইইআরএম) বাস্তবায়িত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট ৫, ২৪.১১.২০১৫ তারিখে চালু হওয়ার অনুমোদন পেয়েছে।
- ১২.৪.২০১৭-তে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬৬০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ ইউনিট ৫-এর শিলান্যাস করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৩৮০০ কোটি টাকা।
- ১.১০.২০১৪ থেকে ডিপিএলের ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট ৮ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছে।

### ট্রান্সমিশন :

- ১৮টি নতুন ইএইচভি সাবস্টেশন চালু করা হয়েছে। সাবস্টেশনের সংখ্যা ১০৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২১।
- ট্রান্সফর্মেশন ক্ষমতা ১৯২৩৬ এমভিএ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৫৯৯ এমভিএ। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৯%।
- ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্য (সিকেএম) ১১০৯৫ সিকেএম থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯৩৯ সিকেএম। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬.৫%।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম লিমিটেড-এর ব্যবস্থায় পরিবাহিত শক্তি ৩৪৭৫০ এমইউ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬৮০২ এমইউ এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩৪%।
- ট্রান্সমিশন লভ্যতার হার ৯৯.৯১%-এ রাখা গেছে। ফলে ট্রান্সমিশনে অপচয়ের পরিমাণ ৩%-এর মধ্যে রাখা গেছে।

### বণ্টন :

- সামগ্রিক ইএইচএইচ ৫৫% (২০১১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৯.৪৫% (এপ্রিল, ২০১৭)
- ২৪×৭ শহর এলাকায় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ২৪ ঘন্টা এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৩ ঘণ্টা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- রেকর্ড পরিমাণ ৮৯.১৬৯ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, ফলে মোট গ্রাহকের সংখ্যা ১৭৪.৮১ লক্ষ। গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা দেবার উদ্দেশ্যে ৪৮টি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র, ১৮টি ডিভিশন এবং ২টি রিজিয়ন চালু করা হয়েছে।
- ১২৩টি নতুন ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (৩৩৩৫.৮৫ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন) চালু হয়েছে। ৮৩২৫১ কিমি দৈর্ঘ্য সম্পন্ন নতুন সাব-ট্রান্সমিশন লাইন এবং ২৩০০৬৬ কিমি দৈর্ঘ্যের নতুন এলটি লাইন চালু হয়েছে।

- ১৮.৮.২০১৬-তে উত্তর দিনাজপুরের হাপ্তিয়াগাছের ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের প্রথম ক্যানাল ব্যাঙ্ক সোলার পিভি প্রোজেক্ট চালু হয়েছে। ৩০.৪.২০১৭ পর্যন্ত উৎপাদন ১০.১৮ এমইউ।
- রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১০০টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ১ মেগাওয়াট পিক সামগ্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রতিটি ১০ কিলোওয়াট পিক আয়টনের প্ল্যান্ট তৈরি করা ও চালু হয়েছে।
- ২৩.২.২০১৭-তেসি ইএসসি-এরব ্যাপকবি দ্যুৎবি ভ্রাটহ লেওগ্রাহকদের পরিষেবাপ্রদানঅ ব্যাহতছি ল।ব. াজ্যেরঅ ন্যান্যঅ ংশের গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে সিইএসসি, ডিপিএল এবং আইপিসিএল-কে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।
- ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হচ্ছে।
- বিদ্যুৎ সহযোগী মোবাইল অ্যাপ-এর মতো তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোগ, স্পট বিলিং ও অনলাইন প্রদান ব্যবস্থা অত্যাধুনিক তথ্যকেন্দ্র, বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- পুরস্কার :

  বিদ্যুৎ মন্ত্রক, বণিকসভা, স্বাধীন ফেডারেশন ও ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগম লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, ডব্লিউবিআরইডিএ-এর নানা পুরস্কার।

# চিত্রপঞ্জি


১ ধরমপুর ২২০ কেভি জিআইএস

২ এগরা ২২০ কেভি জিআইএস

৩ গোকর্ণ ৪০০ কেভি সাবস্টেশন

৪ পাচথুপি (গ্রামসালিকা)

৫ সুকান্ত সদনে ব্যারাকপুর ডিভিশনের নিরাপত্তা সচেতনতা অনুষ্ঠান

৬ সাগরদিঘি ইউনিট ৩-এর উদবোধন

৭ সাগরদিঘি ইউনিট ৪-এর উদবোধন

৮ এসটিডব্লিউ

৯ সুন্দরবনে বিদ্যুদয়ন

১০ ঠ্যাঙাপাড়া

# ছবি



১



২



৩



৪



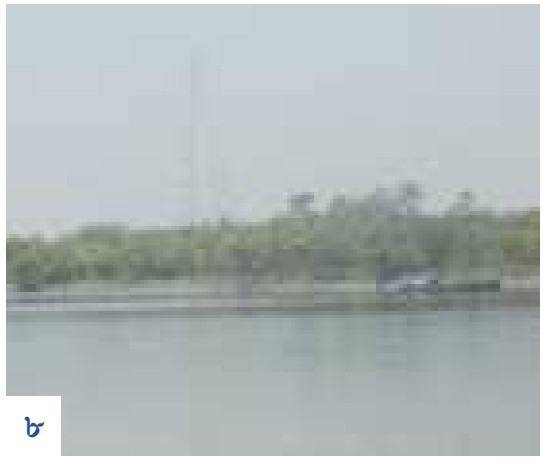
৫



৬



৭



৮



৯

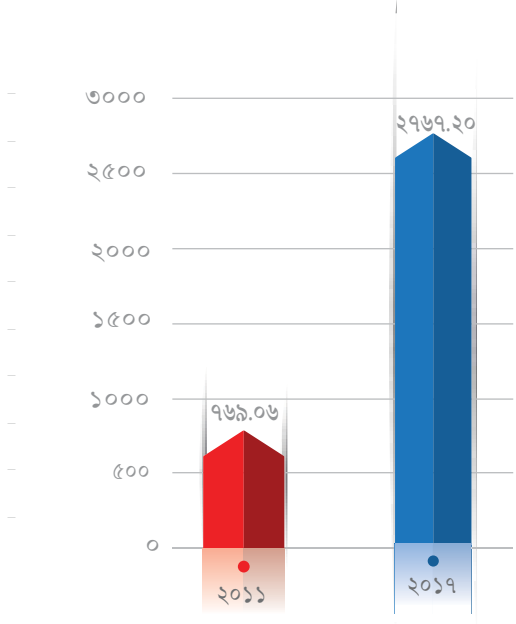


১০

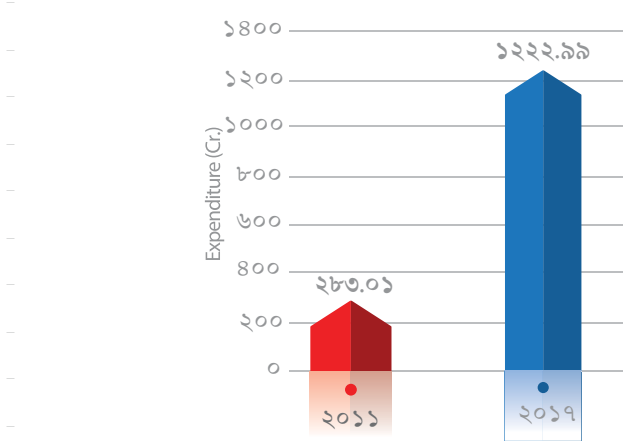


পূর্ত

## যোজনা যাতে রাজ্য সড়ক বাবদ ব্যয় (কোটিতে)




## জাতীয় সড়ক খাতে জাতীয় সড়ক শাখাকৃত ব্যয় (কোটিতে)



# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## গত ছয় বছরে পূর্ত দপ্তরের মুখ্য সাফল্য

- ২০০১-২০০২ থেকে ২০১১-এর এপ্রিল পর্যন্ত মোট ২২১৯.৩৮ কিমি রাজ্য সড়ক এবং ৪৯০৫.৭৭ কিমি অন্যান্য সড়কের মানোন্নয়ন/প্রশস্তকরণ এবং মজবুতীকরণ হয়েছে। মোট ৭১২৫.১৫ কিমি দীর্ঘ সড়ক উন্নত/চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে।
- মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭, এই ছয় বছরে ৩৪৮৬.৫৭ কিমি রাজ্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত/উন্নত করা হয়েছে, যা মে ২০১১ থেকে পূর্ববর্তী ১০ বছরে তুলনামূলকভাবে ১৫৭ শতাংশ বেশি।
- মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭ পর্যন্ত, ছয় বছরে ৮৯৭৬.৫৩ কিমি অন্যান্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত/উন্নত করা হয়েছে, যা মে ২০১১ থেকে পূর্ববর্তী ১০ বছরে তুলনামূলকভাবে ১৮৩ শতাংশ বেশি।
- মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭ সময়সীমায় মোট ১২৪৬৩ কিমি দীর্ঘ সড়ক চওড়া এবং মজবুত/উন্নত করা হয়েছে, যা মে ২০১১-এর পূর্ববর্তী ১০ বছরের তুলনায় বেশি।
- ২০০১-২০০২ থেকে ২০১১-এপ্রিল; ৮৭টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭ পর্যন্ত গত ছয় বছরে একই ধরনের ৮৭টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।
- যোজনা সংক্রান্ত খাতে ২০০১-২০০২ থেকে ২০১০-২০১১ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪২,৪২.৯৯ কোটি টাকা। আর ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২২৫২.৯৮ কোটি টাকা, যা মে ২০১১-এর পূর্ববর্তী ১০ বছরে তুলনামূলকভাবে ২৮৮ শতাংশ বেশি।

## সড়ক ও সেতু

- পূর্ত দপ্তর ৩৫৪৩ কিমি রাজ্য সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এর মধ্যে গত ৬ বছরে সড়কগুলির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে ১৫৮৬ কিমি রাজ্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে। এই একই সময়ে ১৯০০.৫৭ কিমি রাজ্য সড়ক মজবুত এবং উন্নত করা হয়েছে। মোট ৩৪৮৬.৫৭ কিমি রাজ্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত/উন্নত করা হয়েছে।
- অন্যান্য পর্যায়ের ১১৯৮২ কিমি সড়কও পূর্ত দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করছে, যেমন প্রধান জেলা সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক। এর মধ্যে গত ছয় বছরে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৩৭০৩.৬৭ কিমি অন্যান্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত করা হয়েছে। মোট ৮৯৭৬.৫৩ কিমি অন্যান্য সড়ক চওড়া এবং মজবুত/উন্নত করা হয়েছে।
- ৭৯টি সেতু এবং ৯টি সড়কসেতু (ব্যারাকপুর, বারুইপুর, ডানকুনি, দুর্গাপুর, বাগনান, মিয়াপুর, আইআইটি খড়গপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নৈহাটি-তে) নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ১৮টি সেতু এবং ৪টি সড়ক সেতুর (বর্ধমান, উলুবেড়িয়া, কামারকুন্ডু এবং আলিপুরদুয়ার) কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

## সম্পূর্ণ হওয়া উল্লেখযোগ্য বৃহৎ প্রকল্পগুলি :

- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, ভাঁসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর নির্মিত 'জঙ্গল কন্যা' নামের সেতুটি পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী সেতু (১.৪৭ কিমি)। এটি নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৭০ কোটি টাকা।
- কেষ্টপুর থেকে জোড়ামন্দিরে ভিআইপি রোডের ওপর ১.৯ কিমি দীর্ঘ এলিভেটেড করিডর (উড়ালপুল) নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩১৩.৬৫ কোটি টাকা। এটি ভিআইপি রোডের ওপর বিমানবন্দরগামী যান চলাচলের জট কমায়।
- দিনহাটা বলরামপুর চিলাখানা রোডের ২২তম কেএমপি তে বলরামপুরের কাছে কালজানি নদীর ওপর সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৬.২৬ কোটি টাকা।
- কলকাতা শহর থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত ভিআইপি রোডের সার্ভিস রোড সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণের কাজ চলছে। এর জন্য ব্যয় হচ্ছে ৬৪.৬১ কোটি টাকা।
- কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধা মাথাভাঙ্গা কোচবিহার রোড ১৮.০০ কেএমপি থেকে ৯৩.৪০ কেএমপি প্রশস্তকরণ এবং মজবুতকরণে ব্যয় হয়েছে ২০৪.৬৯ কোটি টাকা।
- বীরভূম জেলার পানাগড় মোরগ্রাম রোডের ০.০০ কেএমপি (পানাগড়) থেকে কেএমপি ৪৮.০০ (দুবরাজপুর)-এ রাস্তায় যান চলাচল উন্নতিকরণে ব্যয় হয়েছে ১৩৫.২০ কোটি টাকা।
- বর্তমান শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি রোডের (এন এইচ ৩১ ডি) বিকল্প রাস্তা ০.০০ থেকে ৪৬.৫০ কিমি বিকল্প রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১১৮.২৯ কোটি টাকা।
- হুগলি জেলায় ০.০০ থেকে ২১.৪৫ কিমি আরামবাগ-গোঘাট-রামজীবনপুর রোড এন এইচ-৭ এর প্রশস্ত ও মজবুতকরণে ব্যয় হয়েছে ৯৬.৬৭ কোটি টাকা।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে ০.০০ থেকে ২৬.৮০ কিমি ডেবরা সবং রোডের প্রশস্ত ও মজবুতকরণে ব্যয় হচ্ছে ৯৪.২০ কোটি টাকা।
- বাঁকুড়া শালতোড়া রোড ০.০০ থেকে ৪৪.৯৬ কিমি রাস্তা প্রশস্ত এবং মজবুতকরণে ব্যয় হচ্ছে ৮৫.৯২ কোটি টাকা।
- গড়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লু বি এইচ ডিসি এল), এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, যার তত্ত্বাবধানে মোট বরাদ্দকৃত ব্যয় ১২০৯.৫৮ কোটি টাকায় ছটি গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়েকে প্রশস্ত এবং মজবুতকরণের কাজ চলছে। এর মধ্যে ৪টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি দুটির কাজ চালু আছে।
- সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণি-কালনা-কাটোয়া রোডের পাথরগাঁথা বিভাজন ২ লেন/২ লেন সড়কের পেভড্-শোল্ডার প্রশস্ত ও মজবুতকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৫১.৫০ কোটি টাকা।
- বরজোড়া থেকে মেজিয়া পর্যন্ত ৭৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পেভড্-শোল্ডার সহ সড়ককে ২ লেনে মজবুত এবং প্রশস্তকরণের কাজ শেষ হয়েছে।

- কলকাতা-বাসন্তী রোডের ঘটকপুকুর—মালঞ্চ—সরবেড়িয়া সড়কের ২ লেন/২ লেন পেভড শোল্ডার প্রশস্তকরণ এবং মজবুতকরণের কাজে ব্যয় হয়েছে ১৯০ কোটি টাকা।
- চণ্ডিতলা শিয়াখালা চাঁপাডাঙ্গা রোডের ২ লেন/২ লেন পেভড শোল্ডার প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ ১৫৫.৩৪ কোটি টাকায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

## জাতীয় সড়ক :

- ৩০৬ কিমি জাতীয় সড়ক পাথর-বাঁধাই, প্রস্তুত ও মজবুতকরণের মাধ্যমে ২ লেন (১০ মি. প্রশস্ত) / ২ লেন পর্যন্ত রাস্তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ১৯০ কিমি জাতীয় সড়ক মজবুতকরণ এবং উন্নত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জাতীয় সড়কের ওপর ১৮টি নতুন সেতু ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে।
- গত ছয় বছরে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় সড়কের উন্নীতকরণ, প্রশস্তকরণ/উন্নয়নের কাজে এবং জাতীয় সড়কের ওপর বিভিন্ন সেতুর নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ২৯৩৫.৯৮ কোটি টাকা।

## সম্পূর্ণ হওয়া/গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চালু

- পেভড্ শোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে এন এইচ ৬০-এর বিভিন্ন অংশের প্রশস্তকরণ, সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণে ৪৮৬.৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
- এন এইচ ৮১-এর ০ কিমি থেকে ২৩.২০ কিমি পর্যন্ত পেভড্ শোল্ডারসহ ২ লেনে সম্প্রসারণ এবং মজবুতকরণে ব্যয় হয়েছে ১১৩.০৭ কোটি টাকা।
- এন এইচ ৩৪-এর ১৬ কিমি (এয়ারপোর্ট গেট থেকে ২৩.২০ কিমি ডাক বাংলো মোড়)-এর মধ্যে ৪ লেনের কাজে ব্যয় হয়েছে ৮০.০৯ কোটি টাকা।
- পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক শাখা এশিয়ান হাইওয়ে নেপাল সীমান্ত (কাকরভিটা) থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত (বাংলাবাঁধ) পর্যন্ত ৩৭.২৭ কিমি দীর্ঘ সড়ক পথকে পেভড্ শোল্ডার নির্মাণসহ পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, যার ব্যয় বরাদ্দ ৭০৮.৭২ কোটি টাকা এবং ৯৭১.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ ভুটান সীমান্ত (পাসাখী) সংযোগকারী বাংলাদেশ সীমান্ত (চ্যাংড়াবাঁধ) পর্যন্ত ৯০.৫৭ কিমি সড়কের কাজ চলছে পুরো দমে।
- এন এইচ ৩১-এর (পুন্তিবাড়ি-বকশির হাট অংশ) ৭৭০.৮৫ কিমি থেকে ৮১৫.৪৩৫ কিমি সড়ককে ৩৯২.৫২ কোটি ব্যয়ে মজবুত করার কাজ চলছে পুরোদমে।
- এন এইচ ৬০-এর বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অংশের সড়কে পেভড্ শোল্ডারসহ মজবুতকরণের কাজ চলছে। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ৩৪০.৩৪ কোটি টাকা।
- এন এইচ ৮১-এর হরিশচন্দ্রপুর এবং কালিন্দী সেতুর পূর্বমুখী ৪৬.৮৫৭ কিমি থেকে ৫৯.৫০ কিমি মধ্যবর্তী মিসিং লিংক অংশে নতুন সড়ক নির্মাণে ব্যয় বরাদ্দ ২৯১.২০ কোটি টাকা। কাজটি চালু রয়েছে।

- মালদা জেলায় মহানন্দাতলা এবং বেলাইমারি সংযোগের জন্য এন এইচ ১৩১এ-তে নাকাট্টি পয়েন্টে ফুলহার নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ২৮৯.৬৯ কোটি টাকা।
- এন এইচ ১১৭-এর ১১৩.২৯৭ কিমিতে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। এর ব্যয় বরাদ্দ ২২৫.৯৩ কোটি টাকা।
- সমস্ত জাতীয় সড়কে সড়কসেতু (আরওবি) নির্মাণ দ্বারা লেভেল ক্রসিংগুলি মুক্ত রাখার দায়িত্বভার পূর্ত বিভাগকে দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯টি সড়কসেতু জন্য২২৮৮.৪৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সড়কসেতু মধ্যে ২টি হল এন এইচ ২টি-র ওপরে তালিত ও ভেদিয়ায়, ৪টি এন এইচ ৩১-এর ওপর, সেবক , ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়িতে। ৫টি এন এইচ ৩৫-এর ওপর, কাজিপাড়া, অশোকনগর, হাবরা গেট নং ১ এবং ২, বনগাঁ, ৮টি এন এইচ ৬০-এর ওপর বিষ্ণুপুর, মেজিয়া, টপসি, পাঞ্চবেশ্বর, ভীমগড়, সিউড়ি, কুবাই, কদমডিহাতে। মেজিয়ায় সড়কসেতু কাজের জন্য প্রকল্প ব্যয় ২৭.৭৪২ কোটি টাকা ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

**ভবন এবং অন্যান্য প্রকল্প সমূহ :**

- যাত্রীদের সুবিধার জন্য ৪৯টি পথের সাথী নির্মিত হয়েছে।
- যাত্রীদের সুবিধার জন্য ২০১টি সুলভ শৌচালয় ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৮৮টি জলতীর্থ (চেক ড্যাম) ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে।
- ২২টি স্থায়ী হেলিপ্যাড নির্মিত হয়েছে।
- বালুরঘাটে ১নং এয়ারপোর্ট উন্নীতকরণ হয়েছে।
- শ্মশান নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় শ্মশানঘাটকে এবং শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক চুল্লির নামকরণ হয়েছে বৈতরণী। এই প্রকল্পের আওতায় ১২টি বৈদ্যুতিক চুল্লি এবং ৪৮৯টি শ্মশানঘাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- 'ধনধান্যে' নামের মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্পটির কাজ এই দপ্তর কলকাতার আলিপুরে দ্রুতগতিতে করে চলেছে। এই প্রকল্পটি মূলত **উচ্চ মানের গঠনের** একটি ক্লাস্টার, যাতে রয়েছে—
  - উত্তীর্ণ নামের একটি মুক্তমঞ্চ, যেটি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।
  - ২৪০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামসহ একটি সম্মেলন কেন্দ্র।
  - বহুস্তর বিশিষ্ট কার পার্কিং তথা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স।

**এছাড়াও আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আলিপুরে প্রণয়নের পথে, যেমন—**

- স্টেট ব্যাঙ্কোয়েট হল (সৌজন্য) কলকাতা হাউস, রাজ্যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য।
- মাননীয় মন্ত্রীদের জন্য হাউজিং কমপ্লেক্স। এটির কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

## এনক্লেভ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টস্ :

- এনক্লেভ প্রজেক্টের আওতায় তিস্তা নদীর ওপরে একটি সুদীর্ঘ উন্নত পর্যায়ের সেতু নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে। এই সেতুটি হলদিবাড়িকে কোচবিহার জেলার মহকুমা সদরশহর মেখলিগঞ্জের সাথে যুক্ত করবে। এর ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৪১৪.৯৯ কোটি টাকা। এই প্রকল্প দুটি শহরের মধ্যে প্রায় ৭৫ কিমি দূরত্ব কমিয়ে দেবে।
- এনক্লেভ প্রকল্পের আওতাভুক্ত পিডব্লিউডি ব্ল্যাক টপ স্টেজ পর্যন্ত ৬১ কিমি নতুন রাস্তা নির্মাণ করছে, এর দরুন স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই পথে যাতায়াতের সুবিধা হবে।

## ই-গভর্ন্যান্স :

- এই দপ্তর সততা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক সমস্ত দরপত্র এবং সমমূল্যের যে কোনও ক্রয়ের জন্য ই-প্রোকিওরমেন্ট এবং ই-টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করেছে। এর সুবাদে টেন্ডারিং বিধি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ৪৫ দিন সময়সীমা কমে ২১ দিন হয়ে গেছে।
- এই দপ্তরের সমস্ত কাজকে আরও ভালোভাবে তদারকির জন্য ওয়েব এবং অ্যাপ ভিত্তিক প্রকল্প মনিটারিং সিস্টেম—'সমীক্ষা' চালু হয়েছে। এখন বিভিন্ন দপ্তরের জন্য পূর্তবিভাগ দ্বারা গৃহীত সমস্ত কাজের মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট 'সমীক্ষার' মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সচিবদের কাছে পাঠানো হয়। জেলার সমস্ত চালু থাকা কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের কাছে পাঠানো হয় 'সমীক্ষা'র মাধ্যমে।
- ঠিকাদারদের মন্দ কাজ, কাজে বিলম্ব, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি, দায়বদ্ধ সময়কালের মধ্যে কাজ ঠিক না করার মত ব্যাপার দূরীকরণে দপ্তর এক নতুন প্রক্রিয়া চালু করেছে। এর ফলে এখনও পর্যন্ত ৯ জন ঠিকাদারকে কালো তলিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- পূর্তবিভাগ সড়কগুলিকে যথাযথ নজরদারি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দপ্তর হোয়াটস্ অ্যাপ নং ৯০৭৩৩৬২০০০ চালু করেছে। এতে জনসাধারণ তাঁদের অভিযোগ ছবি সহ জানাতে পারেন এবং দ্রুত ত্রুটিমুক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যায়।

# চিত্রপঞ্জি


১ জাতীয় সড়ক ৩১-এর বিকল্প রুট

২ এশিয়ান এইচ ডব্লিউ ২

৩ এশিয়ান এইচ ডব্লিউ ৪৮

৪ বাগনান রেলওয়ে ওভার ব্রিজ ৩

৫ বারুইপুর রেলওয়ে ওভার ব্রিজ

৬ ভাসরাঘাট সেতু

৭ কালজানি সেতু

৮ এমসিএইচ কৃষ্ণনগর

৯ মোটেল–বসিরহাট

১০ মুক্তমঞ্চ

১১ পানাগড়—ইলামবাজার

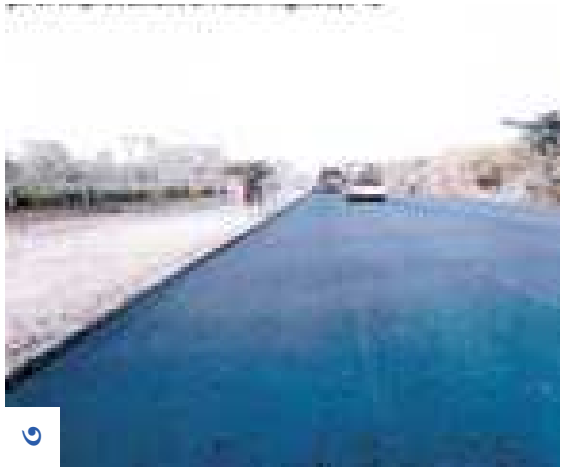
১২ ভিআইপি সেতু



১



২



৩



৪



৫



৬



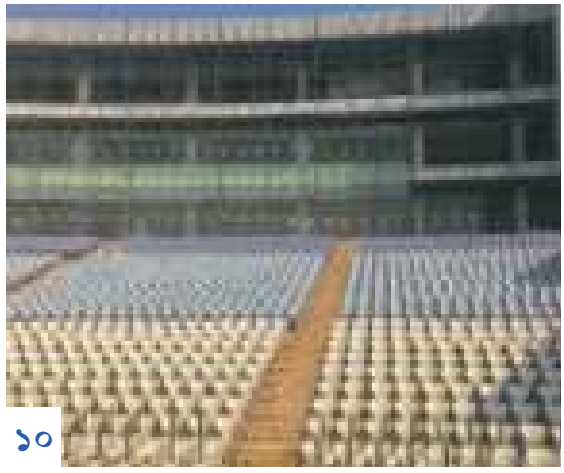
৭



৮



৯



১০



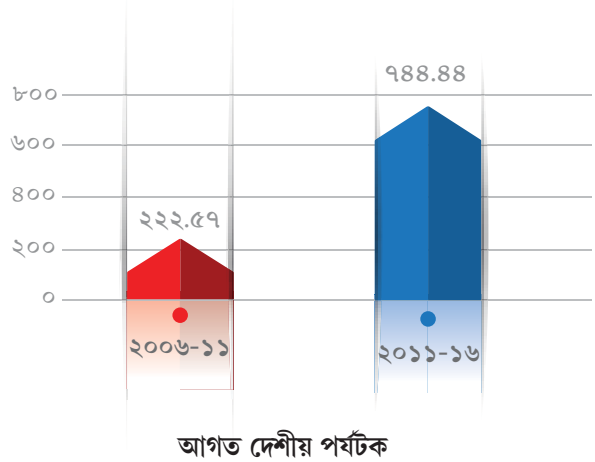
১১



১২



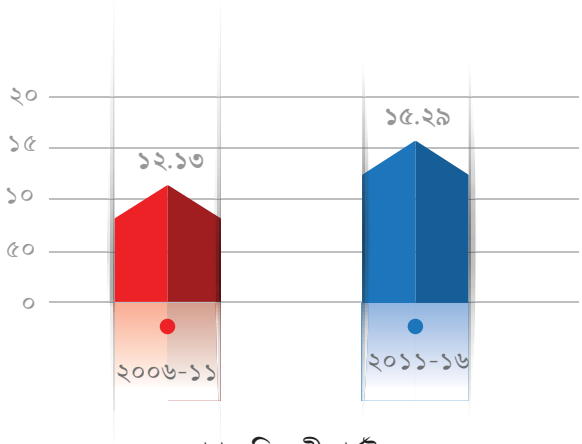
## পর্যটন




আগত দেশীয় পর্যটক

- দেশীয় পর্যটক (লাখ)

পশ্চিমবঙ্গে আগত দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান




আগত বিদেশী পর্যটক

- আগত বিদেশি পর্যটক

পশ্চিমবঙ্গে আগত দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## জুন, ২০১১ থেকে একঝলকে সাফল্যের খতিয়ান

### মোতিঝিল পর্যটন গন্তব্য প্রকল্প :

- মুর্শিদাবাদে মোতিঝিল পর্যটন গন্তব্য প্রকল্পে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুবিধা যেমন কটেজ, গেস্ট হাউস, ল্যান্ডস্কেপিং, সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদি নির্মাণ।

### গঙ্গাসাগরে উন্নয়ন :

- বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণ যেমন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে ১০০ শয্যার পর্যটন আবাস, ২০ শয্যার কটেজ, রাস্তা তৈরি, গাড়ি পার্কিং, আলোর ব্যবস্থা, ফুড কোর্ট, রামগঙ্গায় গেস্ট হাউস নির্মাণ, ঝড়খালি ইকো টুরিজম হাবে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ।

### ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি টুরিজম কমপ্লেক্স নির্মাণ :

- পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি টুরিজম কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং কাঁকড়াঝোড়ের কাছে ইকো-টুরিজম পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ভোলাভেদা রেঞ্জ অফিস থেকে কাঁকড়াঝোড় বিট অফিস পর্যন্ত ট্রেকিং রুট তৈরি।

### ঘূর্ণিতে আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট মিউজিয়াম :

- ঘূর্ণিতে আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট মিউজিয়াম এবং কৃষ্ণনগরে ৪টি হাট নির্মাণ

### পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড় ও অন্যান্য জায়গার উন্নয়ন :

- অযোধ্যা পাহাড় ও তার আশেপাশে বিভিন্ন থাকার জায়গা ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ (খাড়াবেড়ি, সাঙ্কুপি, অযোধ্যা হিল টপ ইত্যাদি)
- পুঞ্চা, পুরুলিয়ায় পাকবিড়রা ও মাঠা পর্যটন প্রকল্প
- গড়পঞ্চকোট টুরিজম প্রকল্প এবং মুরাডি ইকো টুরিজম প্রকল্প

### বীরভূমের উন্নয়ন :

- 'আমার কুটির'-এ কটেজ নির্মাণ এবং বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণে বিভিন্ন পর্যটন পরিকাঠামো নির্মাণ
- জয়দেব কেঁদুলি ও পাথর চুপুড়িতে স্বাগত তোরণ নির্মাণ

### বাঁকুড়ায় উন্নয়ন :

- ছাতনা ব্লকে কটেজ নির্মাণ, ডর্মিটরি, রেস্তোরাঁ, মুক্ত মঞ্চ এবং মুকুটমণিপুর, বিহারীনাথ ও শুশুনিয়ায় বিভিন্ন পর্যটন প্রকল্প

**পলাশির উন্নয়ন :**

- সৈনিক সমাধিস্থলে মূল দ্বার নির্মাণ এবং পলাশিতে ৫টি কটেজ ও ডর্মিটরি নির্মাণ

**উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন :**

- তিলবাড়িতে লগহাট ও প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং জলপাইগুড়ির বাটাবাড়িতে ১০টি কটেজ নির্মাণ
- জলপাইগুড়ির মেগা টুরিজম হাবে শেষ মাইল পর্যনন্ত সংযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আরো অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ
- উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য উন্নয়ন
- দার্জিলিঙে রায় ভিলা উন্নয়ন
- দক্ষিণ দিনাজপুরে গৌর দিঘি, মহীপাল দিঘি ও তপন দিঘিকে কেন্দ্র করে নতুন পর্যটন কেন্দ্র ও থাকার ব্যবস্থা এবং গঙ্গারামপুরে পর্যটন আবাস নির্মাণ
- কুলিক অরণ্য উন্নয়ন
- ধূপগুড়িতে ত্রিভূমি ইকো টুরিজম পার্ক নির্মাণ

**দুর্গাপুরে এসআইএইচএমনির্মাণ :**

- দুর্গাপুরে স্টেট ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট নির্মাণ

**পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন :**

- কলকাতা নদীতীর, শহিদ মিনার, ইডেন উদ্যানে বর্মি প্যাগোডা, মেয়ো রোডের আইল্যান্ড, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন সাধারণ জলাশয়, মনোহর দাস তড়াগের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন
- কাশীপুর মহাশ্মশানে রামকৃষ্ণ সমাধি প্রাঙ্গণ ও ধ্যান ভবনের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, কলকাতার দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের আলোকসজ্জা ইত্যাদি

**ইকো/ হোম স্টে পর্যটন উন্নয়ন :**

উত্তরবঙ্গে মাগুরমারি, সিটং, তিনচুলে, পোখরিহাতার, তাকদা খাসমার গ্রামে হোম স্টে গড়ে তোলা হয়েছে।

**প্রধান পিপিপি প্রকল্প এবং তার জন্যে পরিকাঠামোগত সহায়তা :**

- পর্যটন দপ্তরের হাতে এই মুহূর্তে তিনটি প্রধান পিপিপি. প্রকল্প আছে, যার জন্য এই দপ্তর বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সহায়তা দিচ্ছে। যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল সরবরাহ ইত্যাদি, যার খরচ কয়েক কোটি টাকা।

  উল্লিখিত তিনটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল : —

| প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|
| হুগলিতে সবুজ দ্বীপ ইকো টুরিজম প্রকল্প | দুটি জেটি, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি জল সরবরাহ, সংযোগকারী রাস্তা সম্পূর্ণ হয়েছে। |
| জলপাইগুড়ির গাজলডোবাতে ভোরের আলো ইকো টুরিজম প্রকল্প | জল সরবরাহ ব্যবস্থা, শেষ মাইল সংযোগ নির্মাণ, নন-বিটুমিনাস ইনার রিং রোড এবং ইরিগেশন ট্যাগিং বাঁধ থেকে ২টি র‍্যাম্প নির্মাণ, টি. এম. এল. সি. খালের দক্ষিণ তীরে রেলিং সহ রাস্তা নির্মাণ, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের পরিসীমায় লোহার বেষ্টনী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। |
| ঝড়খালি ইকো টুরিজম প্রকল্প | ঝড়খালি রাজা মোড় থেকে এসডিবি জেটিঘাট পর্যন্ত বর্তমান বিটুমিনের রাস্তার জরুরি সংস্কার ও উন্নয়ন এবং কয়েকটি সংযোগকারী রাস্তা, ৩৬০ মিটার অ্যাপ্রোচ রোডের নির্মাণ, আর একটি ১২০০ মিটার রাস্তার সম্প্রসারণ, নলবাহিত জলসরবরাহ, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়েছে। |

## বিজ্ঞাপন ও প্রচার অভিযান :—

**মেলা ও উৎসবে অংশগ্রহণ**

- দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন ভ্রমণ/পর্যটন আয়োজকদের সঙ্গে পর্যটন বিপণনের জন্যে অংশগ্রহণ ও রাজ্যের পর্যটন আকর্ষণকে গণমাধ্যম ও অন্য রাজ্যের পর্যটন আয়োজকদের সামনে তুলে ধরা।

**বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও এফএম-এর মাধ্যমে প্রচার অভিযান**

- আন্তর্জাতিক চ্যানেল যেমন বিবিসি, ডিসকভারি, সিএনএন, আইবিএন, ইউরো নিউজ
- জাতীয় চ্যানেল যেমন এনডিটিভি, আজ তক, টিভি টুডে, ইন্ডিয়া টিভি, হেডলাইনস টুডে
- আঞ্চলিক চ্যানেল যেমন ২৪ ঘণ্টা, জি বাংলা, ইটিভি, স্টার জলসা, তারা টিভি, কলকাতা টিভি, সঙ্গীত বাংলা, মনোরমা টিভি
- এফএম চ্যানেল যেমন রেডিও মির্চি, বিগ এফএম, রেডিও ওয়ান, রেডিও সিটি, ফ্রেন্ডস এফএম, ওয়ে, আমার এফএম, মন্ত্র, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে মাই এফএম ইত্যাদি।

**মুদ্রিত মাধ্যমে প্রচার অভিযান**

- বিভিন্ন পত্রিকা যেমন ট্রাভেল + লেজার, ইন্ডিয়া টুডে, ইন্ডিয়া টুডে ট্রাভেল প্লাস, লোনলি প্ল্যানেট, ডিসকভার ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, কলকাতা অন হুইলস, উইন্ডোজ অন ট্রাভেল, ট্রাভেল ছুটি, লং জার্নি, টুরিওসিটি, বন্যপ্রাণ, আউটলুক ট্রাভেলার, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইত্যাদি, ইন্ডিয়া টুডে, ট্রাভেল + লেজার এবং ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস ইত্যাদির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ওপরে বিশেষ ক্রোড়পত্র।

**পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন প্রোৎসাহন ভাতা প্রকল্প**

- পর্যটন খাতে নতুন বিনিয়োগ টানতে এই দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন প্রোৎসাহন প্রকল্পের আওতায় সফলভাবে কয়েক কোটি টাকা দিয়েছে।

**নতুন পর্যটন নীতি ২০১৬-এর সূচনা**

- এই দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি ২০১৬ সফলভাবে সূচনা করেছে।

# চিত্রপঞ্জি


ওপর থেকে তোলা মোতিঝিল টুরিজম গন্তব্য : খালের পলি তোলা ই. কে. ডব্লিউ ১
মোতিঝিল পর্যটন গন্তব্য (কটেজ) ২
মোতিঝিল পর্যটন গন্তব্য (মিউজিক্যাল ফাউন্টেন) ৩
দীঘায় স্বাগত দ্বার ৪
জয়চণ্ডী পাহাড়ে গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র ৫
বান্দরভোলাতে টুরিস্ট কটেজ ৬
ভেতরের পুকুরের চারদিকে বেষ্টনী ৭
মেলা প্রাঙ্গণে পিকনিক হাট ৮
মন্দিরের সামনে পার্কিং-এর জায়গা ৯
ঘূর্ণিতে আর্ট ও ক্র্যাফ্ট মিউজিয়াম ১০
কুশমাণ্ডি উন্নয়নের অধীনে মহীপাল দিঘি ১১
মিলেনিয়াম পার্কের কাছে রাস্তা ১২



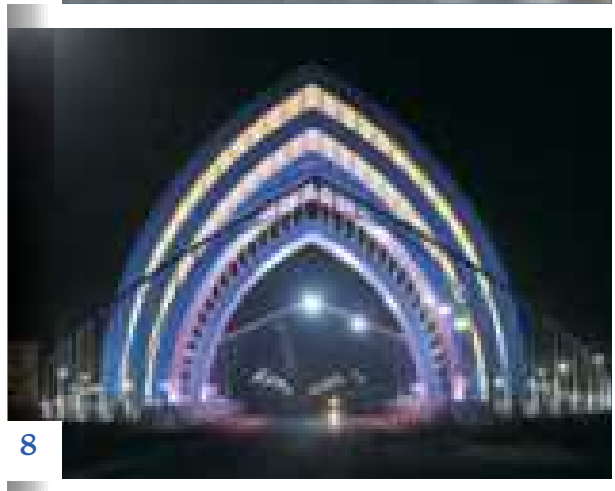
১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০




১১

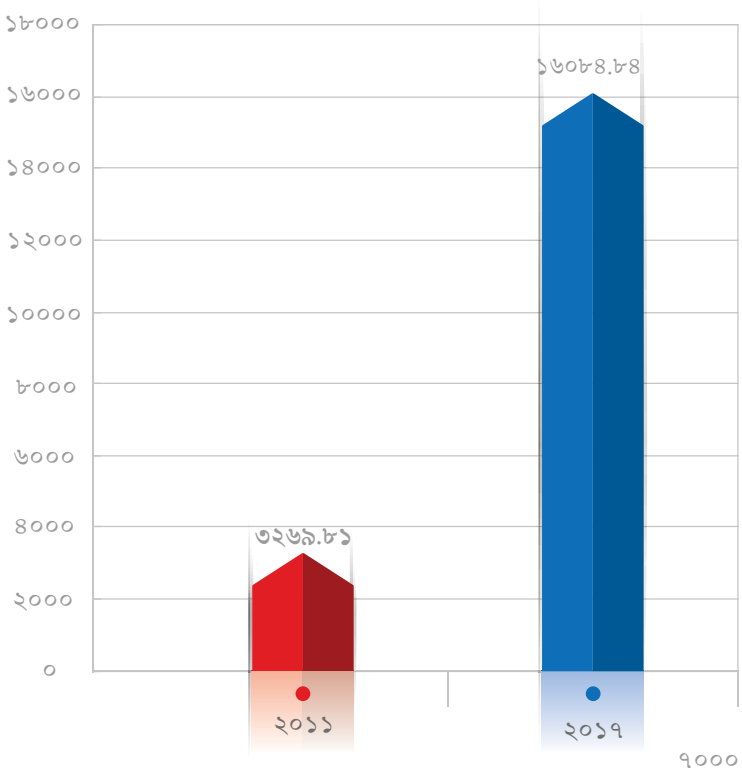


১২



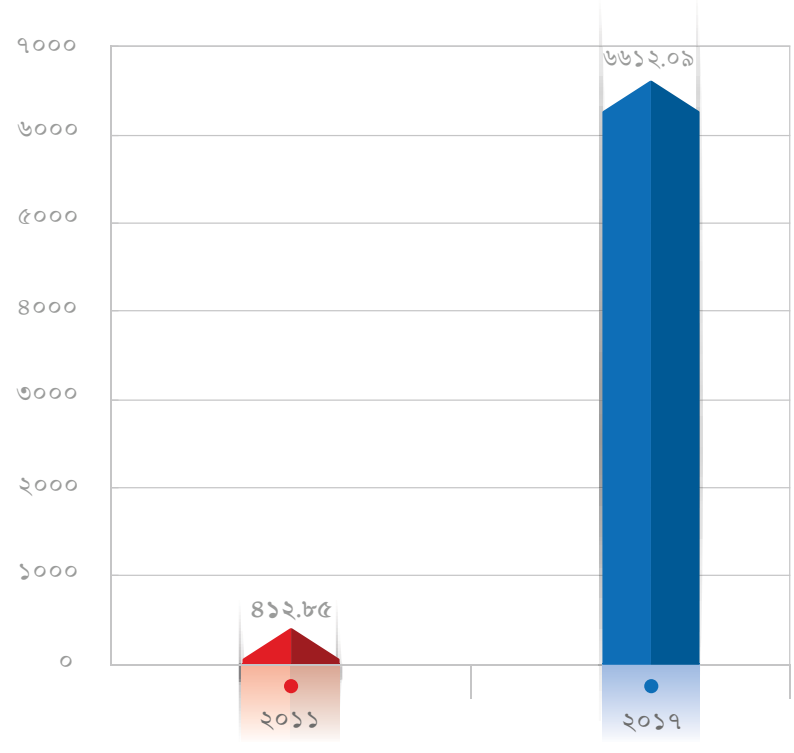
# তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন

# লেখচিত্র



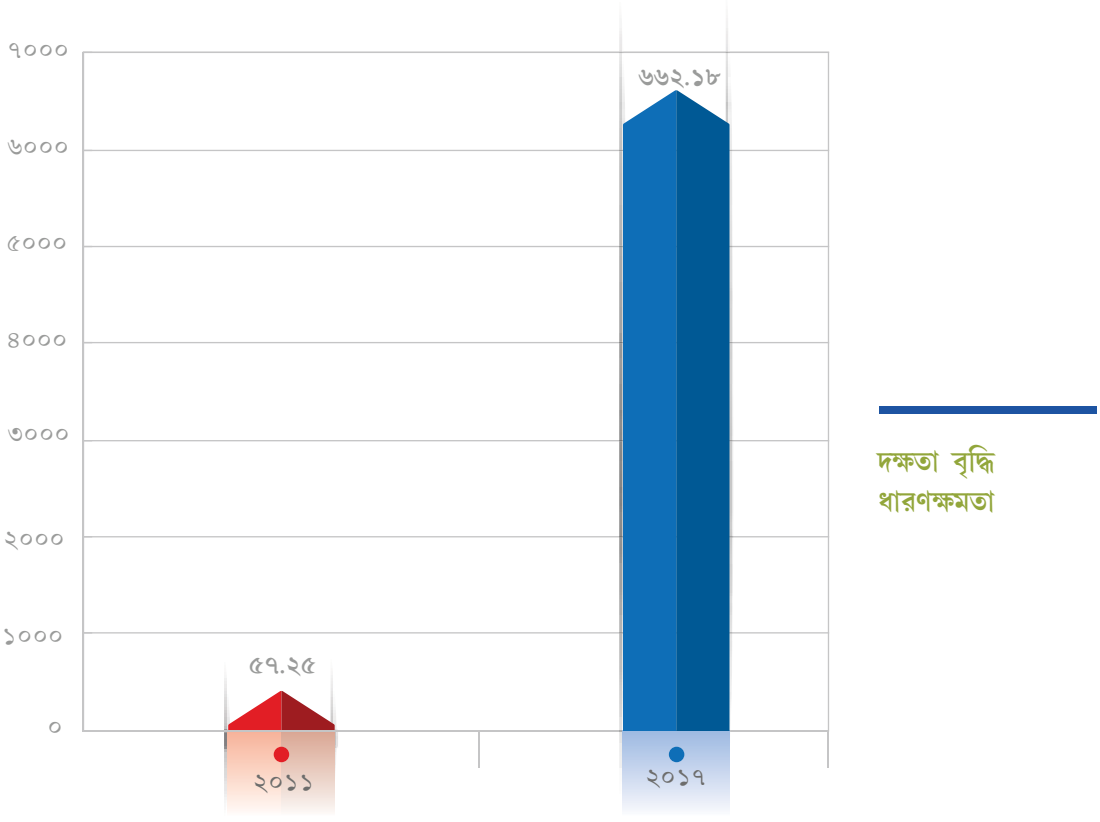

গত ছয় বছরে
সামগ্রিক বৃদ্ধি

খরচ (লক্ষ টাকায়)




তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের জন্য

খরচ (লক্ষ টাকায়)


৭০০০
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
০
৫৭.২৫
৬৬২.১৮
২০১১
২০১৭
খরচ (লক্ষ টাকায়)
দক্ষতা বৃদ্ধি
ধারণক্ষমতা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## তথ্যপ্রযুক্তির সামগ্রিক বৃদ্ধি :

- তথ্য প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে গত ছয় বছরে সরকার কর্তৃক খরচের পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সামগ্রিক বৃদ্ধির হার ৪৫৩%।

## ই-ডিস্ট্রিক্ট ::

- ৪০টি অনলাইন পরিষেবা চালু হয়েছে।
- ১৪০টি অতিরিক্ত পরিষেবা প্রদানের বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালের ১৭ মে পর্যন্ত অনলাইন লেনদেনের সংখ্যা ৫৯৪৪৮৬।
- ২০১৫-১৬ পর্যন্ত খরচ ৭৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩১৭০.৩৫ লক্ষ টাকা।

## ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডব্লিউবিএসডব্লিউএএন) ::

- রাজ্যে ১৩৫৯টি সরকারি বিভাগকে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- সকল জেলা সদর দপ্তরগুলি ১ জিবিপিএস এনকেএন লিঙ্ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ৪০১টি পিওপি সংস্কার করা হয়েছে।
- কলকাতার ৪৮টি সরকারি অফিস ডব্লিউবিএসডব্লিউএএন-র সদর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত।
- হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমান দুটি জেলার কালেক্টরেট কার্যালয় চত্বরে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ সালে খরচের পরিমাণ ১১৭০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত খরচের পরিমাণ ১০০৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা।

## স্টেট ডাটা সেন্টার (এসডিসি) ::

- ৪৩টি আপতকালীন নাগরিক মিশন কাজ শুরু করেছে।
- ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্কের (এনকেএন) মাধ্যমে ১ জিবিপিএস সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। একটি ক্লাউড সংযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য পুনরুদ্ধার পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- সিকিউরিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (এসআইইএম) চালু করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ সালে বৃদ্ধির হার ২৫৮% । ২০১৬-১৭ সালে খরচের পরিমাণ ৪৩৮৯.৯৮ লক্ষ টাকা।

## তথ্য প্রযুক্তি পার্ক ::

- ১৮টি পরিকল্পিত তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের মধ্যে ১২টির কাজ চলছে।
- ৬টি পার্ক ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভরতি হয়ে গেছে।
- নৈহাটি এবং ফলতায় দুটি নতুন 'গ্রীনফিল্ড' বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী পুঞ্জ (ইএমসি) তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি পার্ক খাতে খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫০১%। খরচ হওয়া অর্থের পরিমাণ ২৯৩৯৭.১৭ লক্ষ টাকা।

- ইএমসি-এর অধীনে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে খরচ হওয়া অর্থের পরিমাণ ৬২৩.৭২ লক্ষ।

## ইএসডিএম সোনারপুর হার্ডওয়ার পার্ক ::

- কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে ১১ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।
- ভারত সরকারের এম এস টি সি লিমিটেডের হার্ডওয়ার উদ্যোগপতির মাধ্যমে জমি নিলাম করা হচ্ছে।
- ২০১৬-১৭ সালে সরকার কর্তৃক মোট খরচের পরিমাণ ৭৭২.১০ লক্ষ।

## ই-অফিস ::

- জেলা, কমিশন ও দপ্তরের ৭টি বিভাগে চালু হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৭টি আরও অফিস চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।
- রাজ্য তথ্যকেন্দ্রে ক্লাউড ব্যবস্থার মাধ্যমে ই-অফিসগুলির মধ্যে সংযোগ বজায় রাখা হচ্ছে।
- ২০১১-১২, ২০১৩-১৪, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে যথাক্রমে খরচ হওয়া অর্থের পরিমাণ ৯৭১.৩৭ লক্ষ টাকা।

## রাজ্য পোর্টাল ও পরিষেবা প্রদানকারী গেটওয়ে (এসপি/এসএসডিজি) ::

- ২০১৬ সালে ৫ আগস্ট মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 'এগিয়ে বাংলা' (http://westbengal.gov.in) নামে পোর্টালটি উদ্‌বোধন করেন।
- ২০১৭ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ এই পোর্টালটি ব্যবহার করেছেন।
- প্রতিটি মুখ্য বিভাগে ৩৩টি ই-সার্ভিস চালু হয়েছে, যার ব্যবহারকারী ১.৫ লক্ষের বেশি।
- ২০১৬-১৭ সালের শেষ পর্যন্ত এসপি/এসএসডিজি-এর মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে।
- ২০১৪-১৫ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই খাতে খরচ হয়েছে ৫৫৪.০৬ লক্ষ টাকা।

## অনলাইন সিঙ্গল উইনডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম (ও এস ডব্লিউ আই সি এস) এবং সিঙ্গল সাইন অন (এস এস ও) ::

- ও এস ডব্লিউ আই সি এস সফলভাবে আই সি অ্যান্ড ই বিভাগকে সহায়তা করে চলেছে।
- বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন ২০১৭ সালের আগে এস এস ও চালু করা হয়েছে।
- ইওডিবির নিয়ম অনুযায়ী র‍্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক অনলাইন পরিষেবাগুলিকে একীভূত করার জন্য সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর (এসআই) চালু করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৩৩টি নতুন পরিষেবা চালু করা হয়েছে, এগুলিকে ইওডিবির আওতায় আনা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ সালে এই খাতে খরচের পরিমাণ বেড়েছে ৭৬৭%। খরচ হওয়া অর্থের পরিমাণ ৪১১.৭৮ লক্ষ টাকা।

## উৎকর্ষসম্পন্ন সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র ও তথ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ::

- ২০১৬-১৭ সালে প্রস্তাবিত উৎকর্ষসম্পন্ন সাইবার নিরাপত্তাকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। সাইবার গভর্ন্যান্স এবং কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক, সিইআরটি, সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল ফরেনসিক ট্রেনিং ল্যাবরেটরির সুবিধা এই কেন্দ্রে চালু হয়েছে।

- তথ্যবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটি তৈরির কাজ চলছে।
- এই খাতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ৪.৫৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

## নতুন ব্যবসা এবং নতুন উদ্যোগ ::

- গত ছয় বছরে মোট খরচের পরিমাণ ১০৬২৭.৭২ লক্ষ টাকা, খরচ বৃদ্ধির হার ৭২%।
- রাজ্যে প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি নতুন পোর্টাল খোলার কাজ চলছে।
- এসএনএলটিআর রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যধর্ম সমন্বিত একটি অনলাইন তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। ইউনিকোড সমন্বিত 'বৈশাখী বাংলা' কি-বোর্ড, বাংলা বানান সংশোধনী (অ্যান্ড্রয়েডের জন্য), সাঁওতালী ভাষার জন্য অলচিকি কি-বোর্ড, বাংলা ও সি আর এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক গড়ে তোলা হয়েছে।

## দক্ষতা ও ধারণাক্ষমতা বৃদ্ধি ::

- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে সামগ্রিক খরচের পরিমাণ ২০৮৮.৬৯ লক্ষ টাকা, এই খরচ বৃদ্ধির হার ১০৫৬%।
- রাজ্যে প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি নতুন পোর্টাল খোলার কাজ চলছে।
- এসএনএলটিআর রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যধর্ম সমন্বিত একটি অনলাইন তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। ইউনিকোড সমন্বিত 'বৈশাখী বাংলা' কি-বোর্ড, বাংলা বানান সংশোধনী (অ্যান্ড্রয়েডের জন্য), সাঁওতালী ভাষার জন্য অলচিকি কি-বোর্ড, বাংলা ও সি আর এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক গড়ে তোলা হয়েছে।

## মোবাইল গভর্ন্যান্স (এম-গভর্ন্যান্স) ::

- কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় আরএফআইডি নিয়ন্ত্রিত মোবাইল এবং অনলাইন ট্যাক্সি বুকিং-এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।
- মহিলাদের হেনস্থা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করার জন্য এম এস ডি জি-এর সঙ্গে একীভূত জি২সি পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- বিপর্যয় মোকাবিলা, খাদ্য ও সরবরাহ এবং উপভোক্তাবিষয়ক দপ্তর সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ও উর্দুতে এসএমএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।
- আরও বেশি সংখ্যক মানুষের আছে পৌঁছানোর জন্য অঞ্চলকেন্দ্রিক পরিষেবা চালু হয়েছে।
- ২০১১-১২ সালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি এসএমএস পাঠানো হয়েছে, তারপর থেকে পাঠানো এসএমএস-এর সংখ্যা প্রতি বছর গড়ে ১ কোটি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- প্রত্যন্ত এলাকায় ভয়েস এসএমএস পরিষেবা দেবার জন্য আউট বাউন্ড ডায়ালার (ওবিডি) চালু করা হয়েছে।
- গত ছয় বছরে ৪০.৬৭ লক্ষ টাকা এই খাতে খরচ করা হয়েছে, যা বৃদ্ধির হার ৯৯৫%।

# চিত্রপঞ্জি


রাজারহাট আইটি পার্ক ১

দুর্গাপুর আইটি পার্ক দ্বিতীয় দফা ২

আসানসোল আইটি পার্ক ৩

পুরুলিয়া আইটি পার্ক ৪

বড়জোরা আইটি পার্ক ৫

শিলিগুড়ি আইটি পার্ক ফেজ-২ ৬

কল্যাণী আইটি পার্ক ৭

খড়গপুর আইটি পার্ক ৮

বোলপুর আইটি পার্ক ৯

হলদিয়া আইটি পার্ক ১০

হাওড়া আইটি পার্ক ১১

তারাতলা আইটি পার্ক ১২

রাজারহাট আইটি পার্কে এসি প্লাগ এন প্লে ১৩

রাজারহাট আইটি পার্কে এসি নন প্লাগ এন প্লে ১৪

ই-ডিস্ট্রিক্ট ১৫

ই-ডিস্ট্রিক্ট ১-এর উদ্‌বোধন ১৬

ই-ডিস্ট্রিক্ট ২-এর উদ্‌বোধন ১৭

ই-ডিস্ট্রিক্ট ৩-এর উদ্‌বোধন ১৮

# ছবি



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০



১১



১২



১৩



১৪



১৫



১৬



১৭



১৮



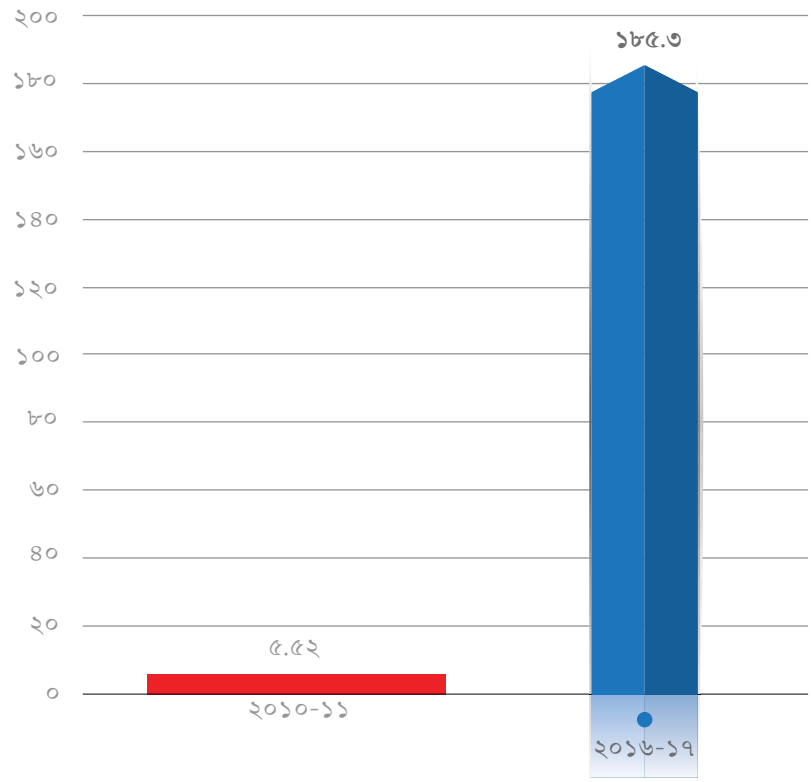

# যুবকল্যাণ এবং ক্রীড়া

## যুব শাখা

যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া বিভাগ (যুব শাখা) এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল :-

- যুব হস্টেল — ১৮টি পুরনো হস্টেলকে সংস্কার করে চালু করা হয়েছে। ৩টি নতুন যুব হস্টেলও চালু হয়েছে। আরও ২৩টি যুব হস্টেলের নির্মাণকাজ চলছে এবং তা শীঘ্রই শেষ হবে। **www.youthhostelbooking.wb.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে যুব হস্টেল বুক করা যায়।
- **ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ক্লাবগুলিতে আর্থিক সহায়তা :** এই প্রকল্পের অধীনে ৫৮০০টি ক্লাব/সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- **খেলার মাঠের উন্নয়ন :** ৩৩১টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- **মাল্টিজিম প্রতিষ্ঠা :** ২২৪৪টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- **মিনি ইন্‌ডোর গেমস নির্মাণ :** ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীর এবং যুবক-যুবতীদের উন্নয়নে এই দপ্তর আয়োজন করেছে : —"**বার্ষিক যুব উৎসব, সাবধানে চালাও জীবন বাঁচাও, রাখিবন্ধন উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসব, জঙ্গলমহল কাপ**"।
- এই দপ্তর **১০০০** গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন কর্মসংস্থান (ডবলুবিসিএস) এবং পেশাদার কোর্সের (মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) জন্য প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- স্বনিযুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই দপ্তর, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ভোকেশনাল ট্রেনিং (এনসিভিটি) গাইডলাইনের আওতায়, টেকনিক্যাল এডুকেশন, ট্রেনিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টসহ ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত **৪০০০ যুবাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে**।
- **ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন (ডবলুবিএমএএসএফ)**-এর অধীনে এই দপ্তর বেশি সংখ্যক যুবাদের পর্বতারোহণ এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস-এর মতো খেলাধূলায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯ মে ২০১১ পর্যন্ত রাজ্যের মাত্র ৪ জন পর্বতারোহী মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন, অথচ তারপর থেকে **১৮ জন পর্বতারোহী** এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছেন। মাউন্ট এভারেস্টের পথে দুর্ঘটনাজনিত কারণে দুঃখজনক মৃত্যুর দরুণ এভারেস্ট এবং ৮০০০ মিটার-এর বেশি উচ্চতার অন্যান্য শৃঙ্গে ওঠার জন্য পর্বতারোহীদের বাছাই করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠিন নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি **রক ক্লাইম্বিং কোর্স, কোস্টাল ট্রেকিং, বিভিন্ন পাহাড় পর্বতশৃঙ্গে অভিযান, দার্জিলিং-এ এইচএমআই-তে মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স, অ্যাসিস্ট্যান্স টু মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব** গড়া হয়েছে। **রাধানাথ শিকদার-তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড** এবং **ছন্দা গায়েন সাহসিকতা পুরস্কার** চালু করা হয়েছে এবং প্রতিবছর তা প্রদান করা হয়।

- রাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং যুবাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জারিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগ বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনিকাল মিউজিয়ামের (বিআইটিএম)সহায়তায় দুটি বার্ষিক কর্মসূচি চালু করেছে **(১) স্টুডেন্টস্ সায়েন্স সেমিনার এবং (২) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্টুডেন্ট ইয়ুথ সায়েন্স ফেয়ার**।
- এই দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সাযুজ্য বিধানের জন্য সুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে **"বঙ্গ যুব কেন্দ্র"** রূপে একটি ত্রি-স্তরীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ব্লক/পৌরসভা পর্যায়ে ৪৬২জন স্বেচ্ছাসেবক এবং জেলা পর্যায়ে ২৪ জন কো-অর্ডিনেটর এই উদ্দেশ্যে কাজ করছেন।
- সারা রাজ্য জুড়ে ছাত্রছাত্রী ও যুবাদের কাজের জন্য উপযুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে প্রায় ১০০০ যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে চলেছে, তাদের কম মূল্যে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দানের জন্য। **অনলাইন পরীক্ষা এবং থার্ড পার্টি অ্যাসেসমেন্ট** চালু করা হয়েছে।
- **আর্থিক কর্ম সম্পাদন :- (কোটি টাকায়)**




**পরিকল্পনা-ব্যয়**

## ক্রীড়া শাখা

**ক) পরিকাঠামো :** এই দপ্তর রাজ্যে সার্বিকভাবে খেলাধূলার পরিকাঠামো সৃষ্টি এবং সংস্কারের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- **নতুন গড়ে তোলা এবং গ্রহণ করা ক্রীড়া পরিকাঠামো :-**

১) ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম স্টেডিয়াম

২) ঝাড়গ্রামের আর্চারি আকাদেমি

৩) শালবনি স্টেডিয়াম, পশ্চিম মেদিনীপুর

৪) মেমারি স্টেডিয়াম, পূর্ব বর্ধমান

৫) ভাতার স্টেডিয়াম, পূর্ব বর্ধমান

৬) বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুইমিং পুল

৭) ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুইমিং পুল

৮) খাতরা, বাঁকুড়ায় স্পোর্টস আকাদেমি এবং স্টেডিয়াম

৯) বারাকপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়াম, উত্তর ২৪ পরগনা

১০) নৈহাটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়াম, উত্তর ২৪ পরগনা

১১) উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম, হাওড়া

১২) টালাপার্ক, কলকাতায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স

১৩) ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুরে স্টেডিয়াম

১৪) ওন্দা স্টেডিয়াম, বাঁকুড়া

- **বিদ্যমান ক্রীড়া পরিকাঠামোর ব্যাপক সংস্কার, আধুনিকীকরণ-এর রূপায়ণ বা সূচনা :**

১) কলকাতার মোহন বাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে ফ্লাড লাইটিংয়ের ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর সংস্কার

২) দার্জিলিং-এ লেবং স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-এ ফ্লাড লাইটিং-এর ব্যবস্থা

৩) কোচবিহারে ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম, রাজবাটি স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের মেরামতি/সংস্কার

৪) দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ইন্‌ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স

৫) মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের কাঁটাতারের বেড়াসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

৬) মালদায় বৃন্দাবনি পার্কের ডিএসএ স্টেডিয়াম এবং সত্য চৌধুরি ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামের উন্নয়ন

৭) বীরভূমে বোলপুর স্টেডিয়াম এবং সিউড়ি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং সংস্কার

৮) নদিয়ার রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, নবদ্বীপ স্টেডিয়ামের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং বিভূতি ক্লাব খেলার মাঠ (বীরনগর)-এ ক্লাব হাউস তথা গ্যালারির নির্মাণ কাজ

৯) দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং কুলতলি ডাঃ বি আর অম্বেডকর কলেজ স্টেডিয়াম নির্মাণ ও সংস্কার

১০) পূর্ব মেদিনীপুরে রাখাল মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং অরবিন্দ স্টেডিয়ামের সংস্কার

১১) পুরুলিয়ায় ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম, স্পোর্টস হস্টেল এবং কাশীপুরের কাশীপুর স্টেডিয়াম, পুরুলিয়া

১২) হাওড়ার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়ামের সংস্কার

১৩) হুগলিতে ইস্টার্ন গ্রাউন্ড, চুঁচুড়া ও বারিজহাটিতে সুইমিং পুলের সংস্কার

১৪) পূর্ব বর্ধমানে স্পন্দন স্পোর্টস গ্রাউন্ড, কালনা অঘোরনাথ পার্ক স্টেডিয়াম-এর সংস্কার ও উন্নীতকরণ

১৫) ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম, ঝাড়গ্রাম-এর সংস্কার

**খ)** জেলার খেলাধূলার পরিচালন ও নজরদারিতে যুব কল্যাণ এবং স্পোর্টস বিভাগ গুরুত্ব দিয়েছে এবং লক্ষ্য অর্জনে জেলা ও মহকুমা স্পোর্টস কাউন্সিলগুলিকে পুনর্গঠন ও কার্যকরী করে তুলেছে।

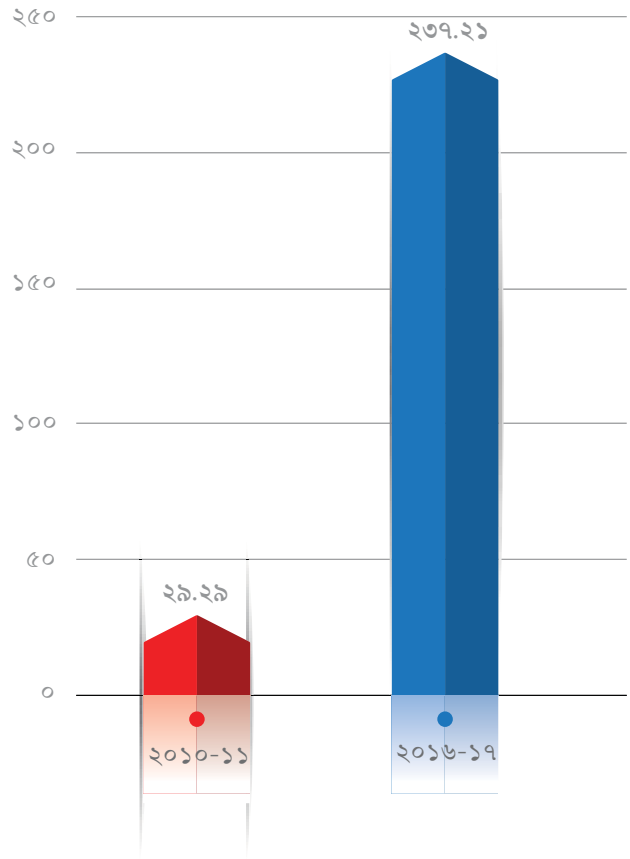
**গ)** অতীত এবং বর্তমান কৃতী ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের কৃতিত্ব অর্জনের স্বীকৃতি জানানো রাজ্যের যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া বিভাগের পরিকল্পনায় রয়েছে। **খেল সম্মান** দ্বারা **৮৯** জন বর্তমান খেলোয়াড়, **বাংলার গৌরব** সম্মানে **১১৪** জন অতীত খেলোয়াড়, **ক্রীড়াগুরু সম্মানে ৩৪ জন** প্রখ্যাত কোচ এবং **লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ৮** জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব-কে এই সময়কালের ভিতর সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

ঘ) রাজ্যের ৮৩৬৩ ক্লাবকে যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া বিভাগ খেলাধূলা এবং স্থায়ী সম্পদের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করেছে। রাজ্য পর্যায়ের স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে প্রত্যেক খেলাধুলোর জন্য ৫ লক্ষ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া দপ্তর সুন্দরবন কাপ, হিমাল-তরাই ডুয়ার্স ক্রীড়া উৎসব আয়োজনের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সহায়তা দান করেছে।

চ) এই বছরে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তাই, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং তার সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন, খেলার মাঠ, আলোর ব্যবস্থা, অভ্যাসের জায়গা সহায়ক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছ) আর্থিক কর্মসম্পাদন :-




পরিকাঠামো-ব্যয়

# চিত্রপঞ্জি


১ কোচবিহার রাজবাটি স্টেডিয়াম

২ গ্যালারি পরিদর্শনের ফিফা প্রতিনিধি

৩ গোর্খা-স্টেডিয়াম, লেবং

৪ ঝাড়গ্রাম আর্চারি

৫ মেমারি স্টেডিয়াম

৬ নয়াগ্রাম স্টেডিয়াম

৭ পুরুলিয়া ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম

৮ শালবনি স্টেডিয়াম

৯ উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম

১০ ডাবগ্রাম শিলিগুড়ি

১১ দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর

১২ মুর্শিদাবাদের লালবাগ যুব আবাসনের সামনের দৃশ্য

১৩ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র-যুব বিজ্ঞান মেলার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান

১৪ জয়চণ্ডী পাহাড় যুব আবাস, পুরুলিয়া

১৫ লালবাগ যুব আবাস, মুর্শিদাবাদ

১৬ নবদ্বীপ যুব আবাস, নদিয়া

১৭ টাউন হলে রাধানাথ শিকদার-তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড,২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠান

১৮ রাখিবন্ধন উৎসব,২০১৪, ওয়াই রোড, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা



১



২



৩



৪



৫



৬

৭



৮



৯



১০



১১



১২



১৩



১৪



১৫



১৬



১৭

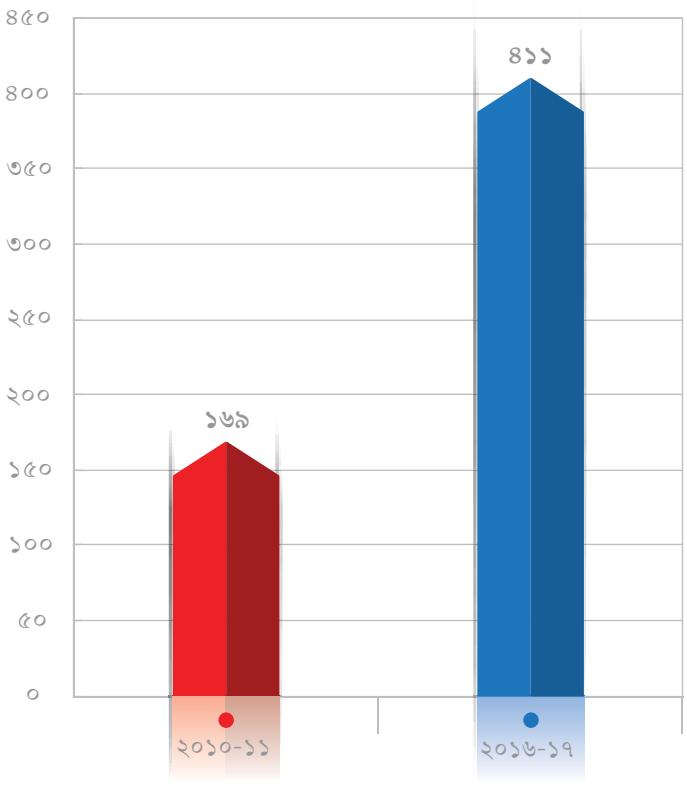



১৮

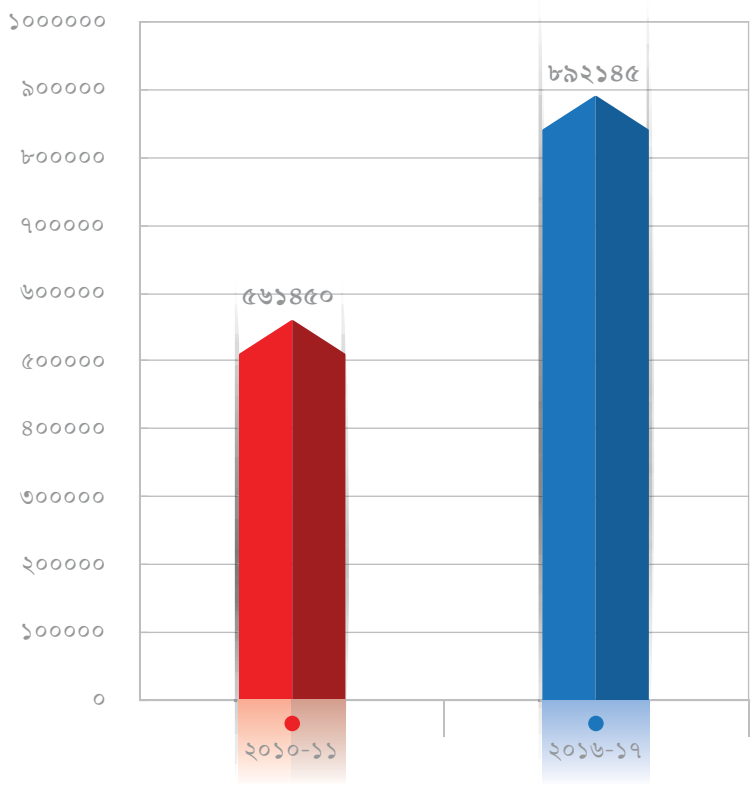



## পরিবহণ

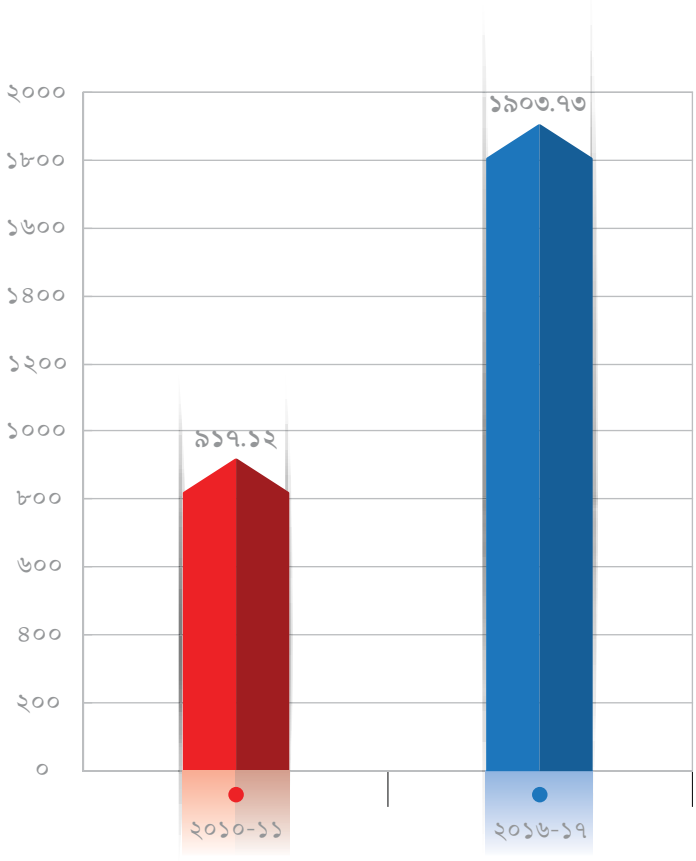
# লেখচিত্র



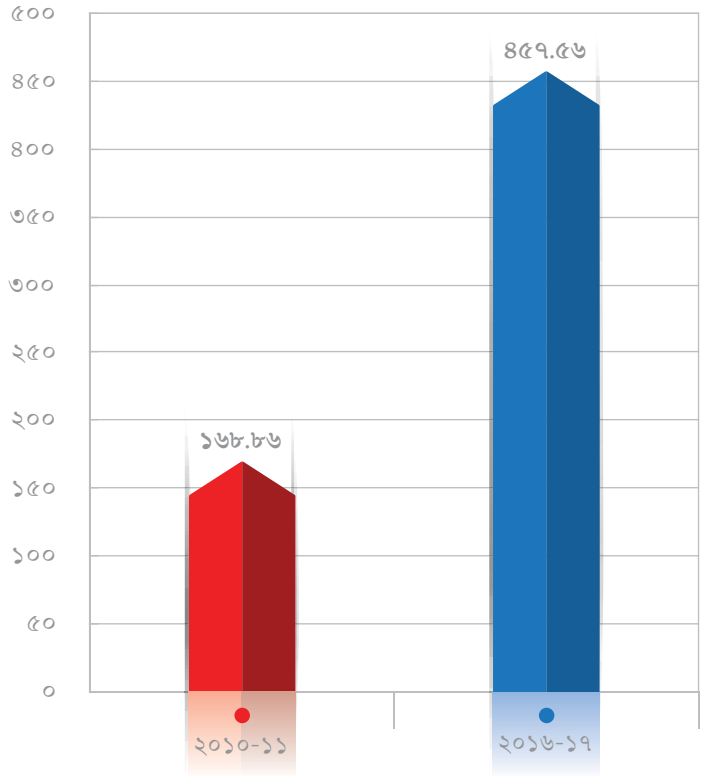

নতুন চালু হওয়া বাস রুটের সংখ্যা




রেজিস্ট্রিকৃত মোটর গাড়ির সংখ্যা




মোট রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ (কোটি টাকায়)




কোটি টাকায় বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ (পরিকল্পনা খাতে)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার যোগ্য এবং গতিময় নেতৃত্বে এই দপ্তর শেষ ৬ বছরে রাজ্যবাসীকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও তৎপর পরিবহণ ব্যবস্থা উপহার দিতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

## ১. উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির নাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

- **গতিধারা :** এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন, রাজ্যের এমন কর্মহীন যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকারের ১০০ শতাংশ ভরতুকি প্রাপ্ত একটি প্রকল্প হল এটি। ২০১৫-১৬ সালে এই প্রকল্প পরিবহণ দপ্তর হাতে নেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৩,৩৯৩ জন উপকৃত হয়েছেন এবং ১২৫ কোটি টাকা ভরতুকি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- **পথ নিরাপত্তা :** মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ২০১৬-১৭ সাল থেকে বৃহত্তর পথ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রচারাভিযান চালু হয়েছে। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে শুধু ২০১৬-১৭ সালেই পরিবহণ এবং পথ নিরাপত্তার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও সিসিটিভি ক্যামেরা কেনার জন্য বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও, নাগরিকদের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে।

## ২. অর্থ প্রদান :

গত ৬ বছরে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিকল্পনা খাতের বেশির ভাগ অর্থ নানা ধরনের পরিবহণ পরিকাঠামো তৈরিতে ও এসটিইউ গুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

## ৩. গত ৬ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ :

**ক. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন/সংস্কার :**

- **জেলা স্তরে :**
  - ✓ ২৫ টি নতুন মোটর ভেহিকেল্স অফিস এবং ৩ টি আঞ্চলিক পরিবহণ অফিস চালু হয়েছে রাজ্যের নতুন ৩ টি জেলা — কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমানে।
  - ✓ নতুন ৩ টি জেলায় রুট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (আরটিএ) চালু হয়েছে।
  - ✓ কলকাতার জনযান বিভাগের (পিভিডি) বিকেন্দ্রীকরণ করে এবং কসবা ও সল্টলেকে নতুন দুটি ইউনিট চালু হয়েছে। আরও বিকেন্দ্রীকরণ করে বেহালায় আরও একটি ইউনিট চালুর হতে চলেছে।
- **আঞ্চলিক স্তরে :** শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুরে রাজ্য পরিবহণ সংস্থার ২ টি আঞ্চলিক অফিস চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- **রাজ্য স্তরে :** কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এই ২ টি অঞ্চলের মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি দেখাশোনা করার জন্য এবং সমস্ত মোটরভেহিক্ল অফিসকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসার জন্য পরিবহণ অধিকার গঠন করা হয়েছে।
- **স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প :** রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলিকে (এসটিইউ) ক্রমশ স্বনির্ভর এবং টিকে থাকার উপযোগী করে তুলতে রাজ্য পরিবহণ ইউনিটগুলির ৯৮৭ জন কর্মীকে স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।
- **রাজ্য পরিবহণ ইউনিটগুলি (এসটিইউগুলির) একত্রীকরণ :** বিভিন্ন রাজ্য পরিবহণ ইউনিট (এসটিইউ) পরিকল্প এবং ব্যবস্থাপনার একত্রীকরণ ঘটানো হয়েছে এবং বিভিন্ন রুটের যুক্তিসংগত পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। যানবাহনের দ্রুতগামিতা বাড়াতে এবং সম্পদের

যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা আরও ভালো করার জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক রাজ্য পরিবহণ ইউনিটগুলিকে (সিএসটিসি, সিটিসি এবং ডবলুবিএসটিসি) একত্রিত করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম) গঠন করা হয়েছে এসটিইউ-গুলির গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের সুচারু ব্যবস্থাপনার জন্য।

- **রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলির অব্যবহৃত জমি সম্পত্তির কাম্য সদ্ব্যবহার এবং অর্থ উপার্জন** শুরু হয়েছে। ৫ টি ডিপোতে কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রায় ৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদ এবং জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি** তৈরি হয়েছে রাজ্য জুড়ে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সুসমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।
- অতিমাত্রায় মাল বোঝাই বন্ধ করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় পালসণ্ডা, বর্ধমানের শক্তিগড়, কোচবিহারের বক্সিরহাট এবং বারোবিষায় **৪ টি চেকপোস্ট** চালু হয়েছে।
- অতিমাত্রায় মাল বোঝাই বন্ধ করা এবং অন্যান্য সমস্যা মেটানোর জন্য বিওও ভিত্তিতে, কোচবিহারের বক্সিরহাট এবং বড়বিষায় ওয়ে ব্রিজ কমপ্লেক্স সহ **২ টি মোটর ভেহিকেল্‌স চেকপোস্ট** চালু হয়েছে।
- অটো-রিকশা নিয়ন্ত্রণ এবং ই-রিকশা চালুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

**খ. ই-গভর্ন্যান্স এবং তৎপর পরিবহণ ব্যবস্থা :**

- ✓ গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য ই-বাহন পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- ✓ পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বাসে প্রিপেড ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কার্ড চালু করা হয়েছে।
- ✓ যাত্রীদের সুবিধার্থে নতুন মোবাইল অ্যাপস '**পথদিশা**' চালু করা হয়েছে।
- ✓ সমস্ত ধরনের চালু হওয়া স্ব-নিয়ন্ত্রিত পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন বাসে স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা (অটোমেটেড ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম), ইলেকট্রনিক টিকেটিং মেশিন (ইটিএম)-এর মাধ্যমে টিকিট বুকিং ইত্যাদি চালু হয়েছে।

**গ. ভূতল পরিবহণ পরিষেবা :**

- ✓ সম্প্রসারিত জেএনএনইউআরএম প্রকল্পের আওতায় গত ৬ বছরে ৮৭৪ টি অত্যন্ত উচ্চমানের বাতানুকূল এবং বাতানুকূল নয় এমন বাস-সহ মোট ১৯৭২ টি নতুন বাস পথে নেমেছে।
- ✓ কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে আগরতলা এবং কলকাতা থেকে খুলনা হয়ে ঢাকা দুটি আন্তর্জাতিক বাস রুট চালু করা হয়েছে।
- ✓ এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ৭৫৬৯ টি বেসরকারি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে।
- ✓ এই সময়ের মধ্যে গড়িয়া, যাদবপুর, ঝাড়গ্রাম, বিভিন্ন জেলা সদর কার্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ পৌর শহরগুলিতে ২১৩ টি নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি হয়েছে অথবা সংস্কার হয়েছে।
- ✓ নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পরিকাঠামোর মধ্যে রাজ্য জুড়ে 'শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সংযোগ' ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ পরিবহণ বান্ধব হিসেবে ই-রিকশা এবং ই-বাইক চালু করা হয়েছে।

**ঘ. জলপথ পরিবহণ পরিষেবা :**

- ✓ জেটি/ফেরিঘাট এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে, পরিবহণ দপ্তর বিভিন্ন জেটিতে আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা চালু করেছে। এপর্যন্ত ২৭৯টি জেটি/ফেরিঘাট চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- ✓ নদী-নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে, নবদ্বীপ, কুকরাহাটি, নৃসিংহপুর, ফলতা ইত্যাদি সহ ৪৫ টি জেটির নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- ✓ নদী পথে ভাসমান বিভিন্ন আকর্ষণীয় জলযানের সুবিধে বাড়ানোর জন্য গঙ্গার ওপর বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ (হেরিটেজ) ঘাট যেমন দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়ে পর্যটকদের জন্য ইস্পাত-নির্মিত জলযান চালু হয়েছে।
- ✓ হলদিয়া এবং ফরাক্কার মধ্যে জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে, বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ৩৫৯১ কোটি টাকার একটি অন্তর্দেশীয় নৌ-পরিবহণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। হলদিয়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত এই প্রকল্পের প্রথম দফার কাজের জন্য ১০২১ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিষয়টি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

**ঙ. অসামরিক বিমান পরিষেবা :**

- ✓ কম খরচে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতা এবং অন্য কয়েকটি জায়গা যেমন মালদা, বালুরঘাট, দিঘা এবং গঙ্গাসাগরের মধ্যে হেলিকপ্টার যোগাযোগ পরিষেবা চালু হয়েছে।
- ✓ অন্ডাল-দুর্গাপুরে বেসরকারি ক্ষেত্রে গ্রীণফিল্ড বিমানবন্দর বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে।
- ✓ ২৬ টি হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

**চ. পরিকাঠামোগত নির্মাণ কাজ :**

- ✓ এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের বেকবাগান র‍্যাম্প তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।
- ✓ সাঁতরাগাছিতে, কলকাতা সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও মসৃণ করতে এবং যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য আনতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ টি ডানমুখী উড়ালপুল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

**ছ. পশ্চিমবঙ্গে জনযান রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়) :**

গত ৬ বছরে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১১-১২ সালে জনযান রাজস্ব আদায় যেখানে হয়েছিল ৯৮৬ কোটি টাকা, সেখানে ১৬-১৭ সালে এই আদায়ের পরিমাণ ১৯০৩.৭৩ কোটি টাকা।



# কৃষি বিপণন

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

| প্রকল্প | আর্থিক পরিমাণ (টাকা কোটিতে) |
|---|---|
| আমার ফসল আমার গোলা | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ২৯.০৫২৫৪ |
| আমার ফসল আমার গাড়ি | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ২৬.৮৮৪৮ |
| আমার ধান আমার চাতাল (বিজিআরইআই) | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ৪৪.৩৫৫৭ |
| কৃষক বাজার | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ১০২৪.৮৫৫৮ |
| সুফল বাংলা | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ১৬.৮৪৩৬৯৮৫৬ |

| প্রকল্প | পরিমাণগত (এককে) |
|---|---|
| আমার ফসল আমার গোলা | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ৩৯,৩২৯ |
| আমার ফসল আমার গাড়ি | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ২৬,৭৮১ |
| আমার ধান আমার চাতাল (বি জি আর ই আই) | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ৫৮,০৮৯ |
| কৃষক বাজার | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ১৭৮ |
| সুফল বাংলা | ২০১১-মে, ২০১৭ (সর্বমোট) |
| | ৪০ |

## ২০১১ সালের মে থেকে ২০১৭ সালের মে পর্যন্ত কৃষি বিপণন দপ্তরের সাফল্যের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

### আমার ফসল আমার গোলা

- ফসল তোলার পর ক্ষতি প্রতিরোধ ও খামারস্তরে মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, কৃষক-স্বার্থ গোষ্ঠী, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে খাদ্যশস্য ও পেঁয়াজ খামারে মজুত করার জন্য সহায়তা দান করা হয়। এই ভরতুকির পরিমাণ হল ৫০০০ টাকা, ১২,০০০ টাকা বা ২৫,০০০ টাকা যথাক্রমে চিরাচরিত, আরসিসি ও পেঁয়াজ মজুতকরণের জন্য।

- গত ৬ বছরে উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ৩৯৩২৯ জন এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয় ২৯.০৫ কোটি টাকা।

### আমার ফসল আমার গাড়ি

- ফসল তোলার পর ক্ষতি কমানো ও খামার থেকে বাজারে কৃষিজ দ্রব্যাদি পরিবহণের স্বার্থে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, কৃষক-স্বার্থ গোষ্ঠী, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে একই সঙ্গে ভ্যান রিকস্া বা মালবাহী ঠেলাগাড়ি ও ৬টি ছিদ্রযুক্ত পলিক্রেট কেনার জন্য সহায়তা দান করা হয়। এই ভরতুকির পরিমাণ হল ১০,০০০ টাকা।

- গত ৬ বছরে উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ২৬,৭৮১ জন। তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয় ২৬.৮৮ কোটি টাকা।

### আমার ধান আমার চাতাল

- ফসল তোলার পর ক্ষতি প্রতিরোধ ও খামারস্তরে মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ধান সিদ্ধ করার পর রৌদ্রে শুকোবার জন্য পারিবারিক ধান-প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র (চাতাল) নির্মাণের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং/ অথবা আইআইটি, খড়গপুর কর্তৃক নক্শা করা কায়িক শ্রমের দ্বারা পরিচালিত শস্য শুকানোর যন্ত্র এবং/ অথবা একটি উন্নত ধান ও শস্য মজুত রাখার জন্য স্বল্পমূল্যে ভাণ্ডার তৈরির জন্য ৫০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

- গত ৬ বছরে উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ৫৮০৮৯ জন, তাঁদের জন্য ৪৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

## কৃষক বাজার

- কৃষক বাজার হল কৃষকদের গড় কৃষিজ উৎপাদনের বিক্রয়, মজুত-করণ ও প্যাক করার জন্য বস্তুগত পরিকাঠামোসহ ব্লকস্তরে প্রাথমিক বাজার। প্রয়োজন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ব্লকে কৃষক বাজার গড়ে তোলা হচ্ছে।

- ১০২৪.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৮টি কৃষক বাজার ইতিমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে।

## সুফল বাংলা প্রকল্প

- এটি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত এক নতুন উদ্যোগ এবং এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এই দপ্তরের। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল ১) কৃষিজ উৎপাদনের একটি সমান্তরাল বাণিজ্যিক মডেল গড়ে কৃষকদের দলে দলে তার শরিক করে তোলা, ২) কৃষি-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তোলা, ৩) কৃষকদের দর কষাকষির সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য তাঁদের ক্ষমতায়ণ, ৪) ক্রেতাদের মূল্যের ক্ষেত্রে উৎপাদকদের অংশের বৃদ্ধিসাধন ও ৫) যথাসময়ে বাজারে হস্তক্ষেপ করে ক্রয়মূল্য স্থিতিশীলকরণ।

- কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজ দ্রব্যাদি সরাসরি সংগ্রহ করে ক্রেতাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে উৎপাদকরা একদিকে এর ফলে পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পান এবং অন্যদিকে ক্রেতারাও ন্যায্য মূল্যের সুযোগ লাভ করেন। কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলসহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ৪০টি বিপণির মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে।

- নিকট ভবিষ্যতে রাজ্যব্যাপী একই ধরনের বিপণি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিপণিগুলির কয়েকটি নির্মাণের কাজ চলছে এবং খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুফল বাংলা ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ন্যায্যমূল্যে বিক্রির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে পেঁয়াজ ও আলুর বাজার দর নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করে।

# চিত্রপঞ্জি

১ আমার ধান আমার চাতাল
২ আমার ফসল আমার গাড়ি-৩
৩ আমার ফসল আমার গোলা (চিরাচরিত)
৪ আমার ফসল আমার গোলা — পেঁয়াজ মজুত ভাণ্ডার
৫ বাইরে থেকে দৃশ্যমান একটি সুফল বাংলা খুচরা বিপণি
৬ সিঙ্গুর কৃষক কেন্দ্র

# ছবি



১



২



৩



৪



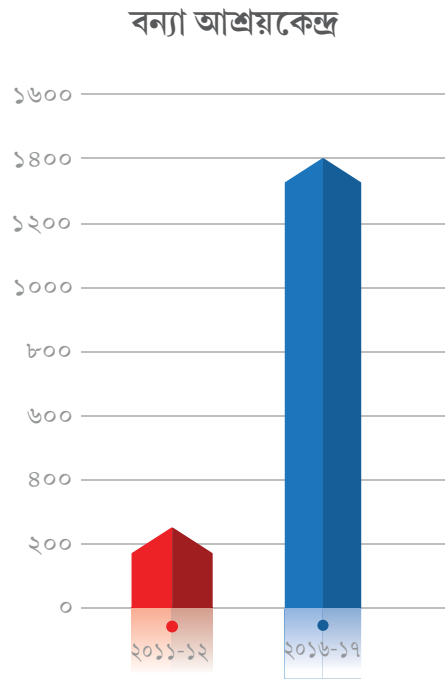
৫

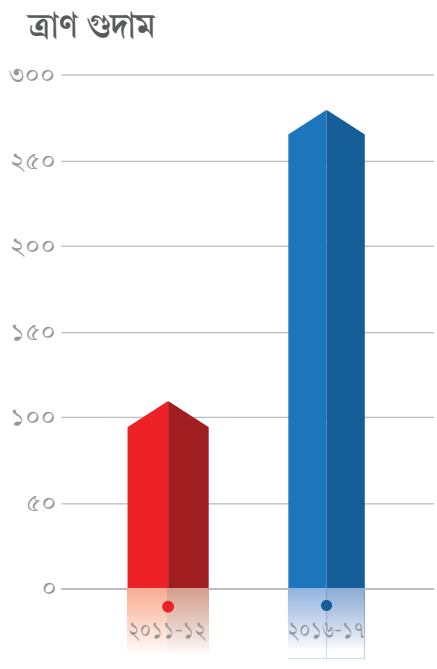


৬



# বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা


বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
১৬০০
১৪০০
১২০০
১০০০
৮০০
৬০০
৪০০
২০০
০
২০১১-১২
২০১৬-১৭


ত্রাণ গুদাম
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
২০১১-১২
২০১৬-১৭

## প্রথম ভাগ : বিগত ছয় বছরে বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খণ্ডচিত্র

১. **সর্বক্ষণের আপৎকালীন কর্ম কেন্দ্র স্থাপন :** এই বিভাগে একটি আপৎকালীন কর্মকেন্দ্র (ইওসি) স্থাপন করা হয়েছে, যেটি ৩৬৫ দিন, ২৪ × ৭ চালু থাকে এবং রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যের বাইরে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে খুব কম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। জনসাধারণের পক্ষে সহজে যোগাযোগ করার জন্য, ঐ কেন্দ্রে একটি টোল-ফ্রি নম্বর ১০৭০ রাখা হয়েছে।

২. **বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনার প্রস্তুতি :** রাজ্য, জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে এই বিভাগ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং প্রতি বছর তা আপডেট করা হয়। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক বিভাগের এসওপি অন্তর্ভুক্ত আছে। ২০১৬-১৭-র ডিএম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা অনুমোদনের জন্য এসডিএম এ-তে পেশ করা হয়েছে।

৩. **এসএমএস নির্ভর পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা :** রাজ্যের জেলাগুলিতে সকল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীকে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, ভারী বৃষ্টিপাত ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে এই বিভাগ ইংরেজি ও বাংলায় একটি এসএমএস নির্ভর পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সূচনা করেছে। রাজ্য, জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সরকারি আধিকারিকদের জন্য পূর্ব সতর্কীকরণ এসএমএস ব্যবস্থাও চালু করেছে। চরম অবস্থায় এমনকি জনসাধারণকেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্তক করা যেতে পারে।

৪. **বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণগুদাম নির্মাণ :** রাজ্যের জেলা/মহকুমা ও ব্লকগুলিতে রাজ্য যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং ত্রাণগুদাম নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয়ের হার ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ত্রাণ গুদাম নির্মাণের হার ১৩.৭৬ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে এখন ৪৯৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও ২৮৬টি ত্রাণগুদাম আছে।

৫. **বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ :** ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন প্রজেক্ট-2 (এনসিআরএমপি-II), ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিজেডএমপি) এবং প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল-এর অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ৩টি সমুদ্রতীরবর্তী জেলার ১৮টি ব্লকে এই বিভাগ ২২৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তুলছে।

৬. **ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট :** ২০১৩-১৪ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে এই কিট বিলি করার ব্যবস্থা চালু হয়। এই কম্পোজিট ফ্যামিলি কিটটিতে দুটি সাবকিট আছে যেমন— আশ্রয়/বস্ত্রের জন্য একটি কিট এবং বাসনপত্রের জন্য আরেকটি কিট। ২০১৫-১৬ থেকে এর সঙ্গে মহিলাদের জন্য কম্পোসিট ফ্যামিলি কিটটিতে ডিগনিটি কিট নামে আরও একটি সরঞ্জাম যুক্ত হয়েছে।

৭. **জাতীয় বিদ্যালয় সুরক্ষা কর্মসূচি :** 'ক্যাপচার দ্য ইয়ং মাইন্ড' অর্থাৎ তরুণ মনে প্রভাব বিস্তার করতে এই কর্মসূচি ২০১১-১২ এ গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ২০০টি বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভূকম্পন ও ভূমিধস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় কুশলতাবৃদ্ধি। এই খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ২,৬৫,৮৩,২৬৮/-টাকা। ৩০/৬/১৫-তে এই কর্মসূচি শেষ হয় এবং এতে নির্বাচিত ৩ জেলার ৬০০টি বিদ্যালয় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

৮. **ওয়েব বেসড ইনসিডেন্ট রেসপন্স সফ্টওয়্যার :** প্রকৃত সময়ভিত্তিক তথ্য বা রিয়েল টাইম ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য এই বিভাগ ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড-এর সাহায্যে আপৎকালীন কর্মকেন্দ্রে (ইওসি) একটি ওয়েববেসড ইনসিডেন্ট রেসপন্স সফটওয়্যার (প্রিভিস্টার সিপিএস) রূপায়িত করছে। প্রাথমিকভাবে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতায় এই প্রকল্প কাজ শুরু করবে। প্রকৃত সময়ভিত্তিক তথ্য সহজে পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থায় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ সহ জেলাগুলির সমস্ত পরিকাঠামোগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একযোগে এসএমএস, ই-মেল এবং ভয়েস কলের মাধ্যমে জেলা/মহকুমা/ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকবৃন্দকে বা সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির নম্বরে প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিপদসঙ্কেত পাঠানো যেতে পারে। কোনো স্থানের অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ যদি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে বিপর্যয়ের সময়ে যে কোনো এলাকায় পরিস্থিতির উপর নজরদারি সম্ভব। ২৬/৯/২০১৫-তে সুনামি মহড়া (মক ড্রিল)-এ এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্প্রতি পরীক্ষিত হয়েছে।

৯. **জনসচেতনতা অভিযান :** সুভাষ মেলা, মিলন মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, বিবেক মেলা, মাটি উৎসব, শ্রমিক মেলা, সুন্দরবন মেলা, ক্রেতা সুরক্ষা মেলা ইত্যাদিতে এবং টিভি চ্যানেল, ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিয়ে, সচেতনতা শিবির সংগঠিত করে, ঋতুগত বিপর্যয়ের ছবিসহ ক্যালেন্ডার, ইস্তাহার, পুস্তিকা ছাপিয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলাকালীন 'কী করণীয়' ও 'কী করণীয় নয়' তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস চলছে। কিছু নির্দিষ্ট জেলায় বন্যা, ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি মোকাবিলার মহড়া নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়। দূরদর্শনে ৫২টি পর্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর একটি সাপ্তাহিক টক শো সম্প্রচারিত হয়। এই টক শোগুলিতে সরাসরি ফোন কলের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ ও আপৎকালীন অবস্থায় কী করণীয় বা কী করণীয় নয় সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

১০. **যথাযথ স্থানে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দলের পূর্ব থেকে অবস্থান :** বিগত ৩ বছর ধরে শিলিগুড়ি, কাকদ্বীপ, সন্দেশখালি এবং ঘাটালে আগে থেকে এনডিআরএফ দলকে মোতায়েন রাখা হচ্ছে, যাতে, বিপর্যয়-পীড়িত এলাকায় পৌঁছতে বেশি সময় তাদের না লাগে।

১১. **গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ কার্য :** বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগ ২০১৫-১৬-এ দুটি বৃহৎ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেছে। প্রথমত দক্ষিণবঙ্গে ১২টি জেলায় বন্যা এবং দ্বিতীয়ত দার্জিলিং-এ ভূমিধস।

# চিত্রপঞ্জি

১ আইসিজেডএমপি-র অধীনে সাগরের বিষ্ণুপুর খগেন্দ্রনাথ বালকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ-এ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

২ কাকদ্বীপের কাকদ্বীপ শিবকালীনগর ঈশান মেমোরিয়াল হাইস্কুল-এ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

৩ পিএমএনআরএফ -এর অধীনে নামখানার নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র



১



২



৩




# উপভোক্তা বিষয়ক

## ২০১১-এর মে থেকে ২০১৭-এর মে পর্যন্ত উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ উপভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত করতে বদ্ধ পরিকর। এই বিভাগের নিম্নোক্ত তিনটি শাখা এই দায়িত্ব পালন করে চলেছে —

১. উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার

২. উপভোক্তা ফোরাম

৩. বৈধ পরিমাপ অধিকার

এই বিভাগ তার উদ্দেশ্যপূরণের কাজে গত ৬ বছরে ১০৯,২২,৬৯,২৬৫/- (একশো নয় কোটি বাইশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুই শত পয়ষট্টি) টাকা মাত্র খরচ করেছে। বিভাগের তিনটি শাখার মুখ্য বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি নিম্নে বিস্তারিত বলা হল

### উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার

**উপভোক্তা: সচেতনতা প্রকল্প**

- সারা বছর ধরেই উপভোক্তা সচেতনতা প্রচার করতে সমস্ত পথ ও প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সেমিনার, ক্যাম্প, মেলা, ম্যাজিক শো, লোকসঙ্গীত, কর্মশালা, কুইজ প্রতিযোগিতা, হোর্ডিং, ব্যানার, ট্যাবলো, সরকারি বাস ও ট্রামের গায়ে, মেলার স্টল, টিভি চ্যানেল, এফ.এম. চ্যানেল, প্রথম শ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্র, মেট্রো স্টেশনগুলোতে টিভি ও হোর্ডিং টাঙিয়ে।
- বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পোস্টার আঁকা, স্লোগান তৈরি এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।
- উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.wbconsumers.gov.in) সমস্ত তথ্য তুলে ধরা।
- পশ্চিমবঙ্গের সারা রাজ্যে ৮৪০টি বিদ্যালয়ে উপভোক্তা সংঘ তৈরি করা হয়েছে।
- প্রতি বছর ক্রেতা সুরক্ষা মেলা সংঘটিত করা হয়। শেষ কয়েক বছর কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৪.১২.২০১১ থেকে **উপভোক্তা পরামর্শ প্রদানের জন্য টোল ফ্রি কনজ্যুমার হেল্পলাইন** (১৮০০ ৩৪৫ ২৮০৮) চালু হয়েছে। গোড়া থেকে এ পর্যন্ত ৪৭৭৫৫টি কল গ্রহণ করা হয়েছে।

**উপভোক্তা ফোরামে** মামলা দায়েরে আইনি সহায়তা প্রদানে **উপভোক্তা সহায়তা ব্যুরো** (CAB) তৈরি করা হয়েছে।

অসৎ ব্যবসা ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসার অনুশীলন বন্ধ করতে **উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর ১২(১) (ডি) ধারা মোতাবেক উপভোক্তা ফোরামে ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তাদের পক্ষ নিয়ে মামলা দায়ের** করা হয়েছে। এ পর্যন্ত উপভোক্তা ফোরামে ৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং বাকিগুলো এখনও বিচারাধীন।

**মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ::** এটা উপভোক্তা বিরোধ আপোষে মীমাংসার জন্য এক পূর্ব-মামলা ব্যবস্থা। ২০১১-এর মে থেকে ২০১৭-এর মার্চ পর্যন্ত ৫০,৯৭৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০,১৪১টি অভিযোগের মীমাংসা করা হয়েছে।

**২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত ব্যয় ::** (i) পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ৩৩,১৬,০৫,৯৯৫ টাকা, (ii) সচেতনতা প্রসার ৫৯,৫৮,০৯,৭৮৬ টাকা।

## রাজ্য কমিশন ও জেলা ফোরাম

উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের সক্রিয় সচেতনতা প্রচারের জন্য রাজ্য কমিশন ও সঙ্গে সঙ্গে জেলা ফোরামে মামলার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপভোক্তা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে : :

- রাজ্য উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের একটি অতিরিক্ত বেঞ্চ কলকাতায় গঠন করা হয়েছে।
- কলকাতায় চালু উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরাম-১ ও ফোরাম-২ ছাড়াও আরেকটি অতিরিক্ত ফোরাম-৩ গঠন করা হয়েছে।
- নবগঠিত জেলা আলিপুরদুয়ারেও একটি জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরাম গঠন করা হয়েছে।
- কনফোনেট প্রকল্প (ফেজ-৩)-এর অধীন অন্-লাইন মামলা নজরদারি পদ্ধতি এখন পুরোমাত্রায় সচল।
- ২৩টি ফোরাম ও রাজ্য কমিশনে কনফোনেট প্রকল্প পুরোমাত্রায় সচল। মামলাকারীদের এসএমএস অ্যালার্ট দেওয়া হয়।
- ২০১১-এর মে থেকে ৩১.০৩.২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩,৩২৭টি মামলা দায়ের হয়েছে ও তার মধ্যে ৪৩,৮২৯টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।
- ০৫.১২.২০১৫, ০৯.০৪.২০১৬, ০৯.০৭.২০১৬ ও ০৩.১২.২০১৬ তারিখ লোক আদালত বসেছে।
- পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বিচার বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩টি জেলা ফোরামের সভাপতি ও সদস্যদের জন্য সংবেদীকরণ কর্মসূচি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

**২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত** ৪,৪১,৮৮,৭০১ টাকা **খরচ করা হয়েছে।**

## বৈধ পরিমাপ অধিকার

- বাটখারা ও পরিমাপ পদ্ধতির মানকায়নের মাধ্যমে উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত করাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈধ পরিমাপ অধিকারের মুখ্য কাজ।
- এই বিষয়ে এই অধিকারের কর্মদক্ষতা নিম্নরূপ ::

- গৌণ মানক পরীক্ষাগার ও কার্যকারী মানক পরীক্ষাগারের উন্নতির জন্য এই অধিকারের কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে জাতীয় শারীর পরীক্ষাগার (এন. পি. এল.), ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বি আই এস), ফ্লুইড কন্ট্রোল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এফ.সি.আর.আই.) এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব লিগ্যাল মেট্রোলজি (আই.আই.এল.এম.)-তে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- কার্যকরী/চালু মানকগুলো পরীক্ষা করা হয়। কার্যকরী মানক (বাটখারা, দৈর্ঘ্য পরিমাপক ও ধারণসীমা পরিমাপক) দেওয়া হয়েছে।
- সি.এন.জি. ও এল.পি.জি. বণ্টনকারীদের পরীক্ষা করার জন্য তৃণমূল স্তরে ফিল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ক্যাপাসিটি মেজার ও ফ্লো মিটার দেওয়া হয়েছে।
- কাঁকুরগাছি, শিলিগুড়ি ও চুঁচুড়ায় এন. এন. আই. সি. ই. এই গৌণ মানক পরীক্ষাগারগুলোতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য অধিকার ডিজিটাল কমপ্যারেটরের ব্যবস্থা করেছে।
- দূরদূরান্তের গ্রামের ক্যাম্প অফিসের মাধ্যমে যাতে ১৪৪টি বৈধ পরিমাপ ইউনিট দিয়ে বাজারগুলো পরিদর্শন করা যায় সে জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ এর রূপায়ণে প্রস্তুতকারী/ডিলার/মেরামতকারীদের ওজনযন্ত্র এবং/অথবা পরিমাপযন্ত্রের ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স দিতে এবং প্যাককারী/আমদানীকারীদের রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র প্রদান করতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এস ও পি) তৈরি করা হয়েছে।

**২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত খরচ** : ৯,৪৩,১৪,০৪৫ টাকা

## পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩

- ৩রা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা আইন কার্যকরী হয়েছে।
- এই আইনের ক্ষেত্রে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ হল প্রশাসনিক বিভাগ।
- এই জন্য শুধু এর কাজের জন্যই একটি পৃথক ওয়েবসাইট (**www.publicserviceright.in**) চালু হয়েছে।
- ২৩টি বিভাগ এই আইনের আওতায় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিপুল সংখ্যক পরিষেবা এই আইনের আওতায় এসেছে। যেমন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, জননী সুরক্ষা যোজনা, কন্যাশ্রী প্রকল্পের অধীন বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।
- পশ্চিমবঙ্গ জন পরিষেবা অধিকার কমিশন একজন মুখ্য কমিশনার ও একজন কমিশনার নিয়ে গঠিত হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ ক্রেতা সুরক্ষা মেলার উদ্‌বোধন

২ উপভোক্তা সচেতনতা কর্মসূচি

৩ ক্রেতা সুরক্ষা মেলা চলছে



১



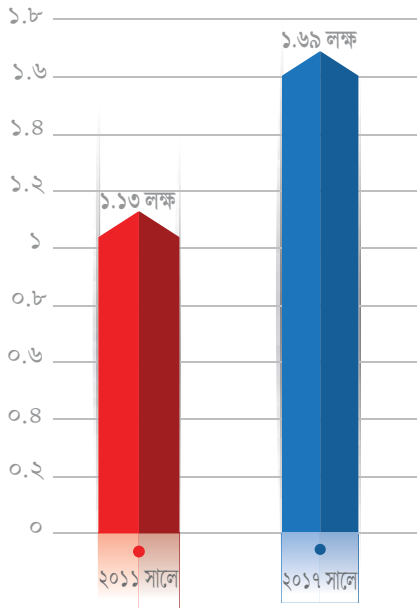
২



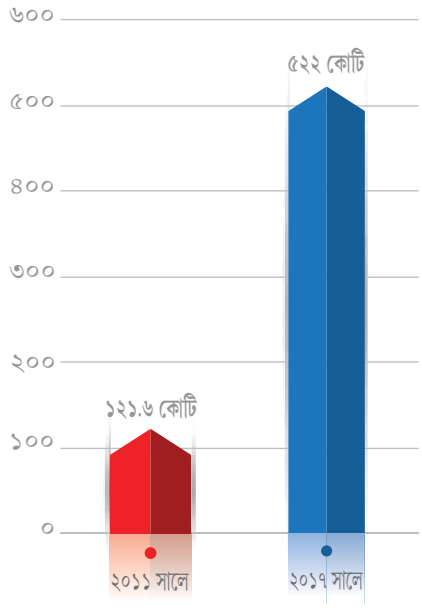
৩



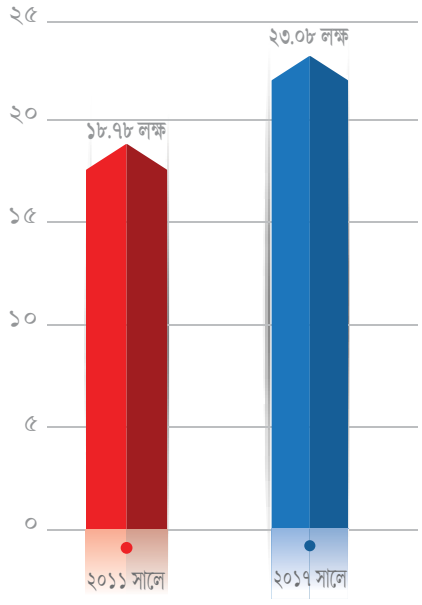
সমবায়



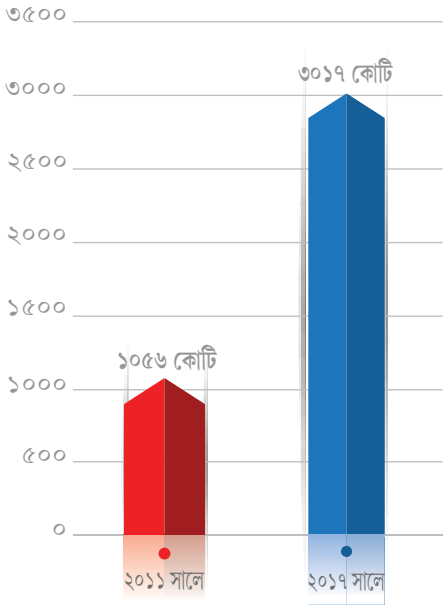

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ সংযুক্তিকরণের সংখ্যা



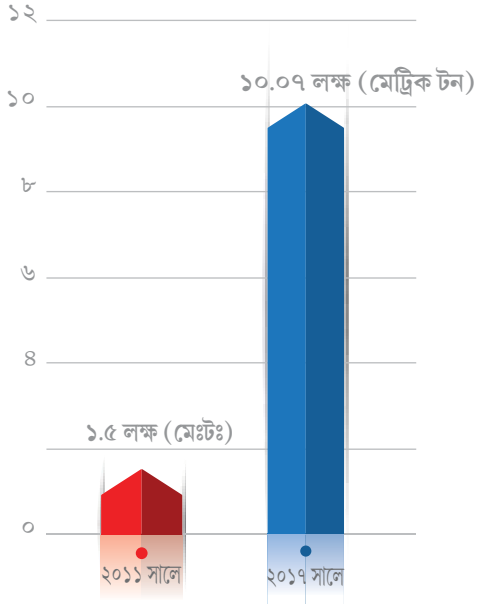

অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ




সমবায় কিষান ক্রেডিট কার্ডধারীর বর্তমান সংখ্যা



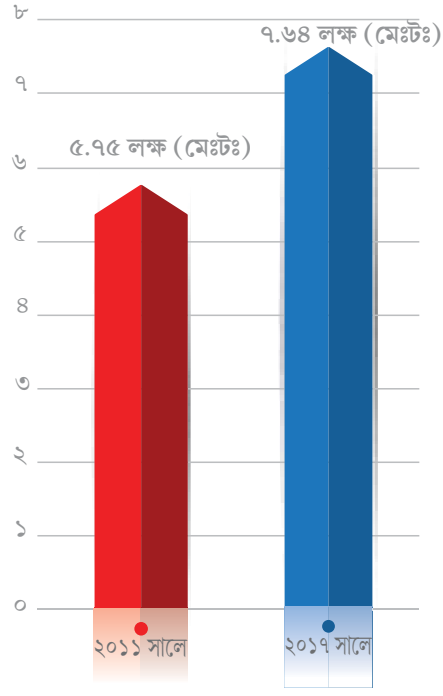

শস্যঋণ প্রদানের পরিমাণ



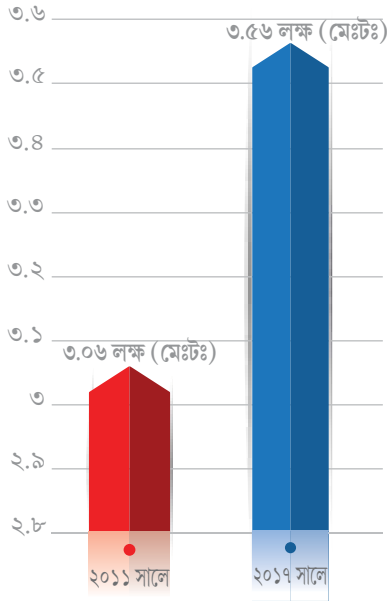

সমবায় সমিতির মাধ্যমে শস্য সংগ্রহ

## পরিকাঠামো উন্নয়ন

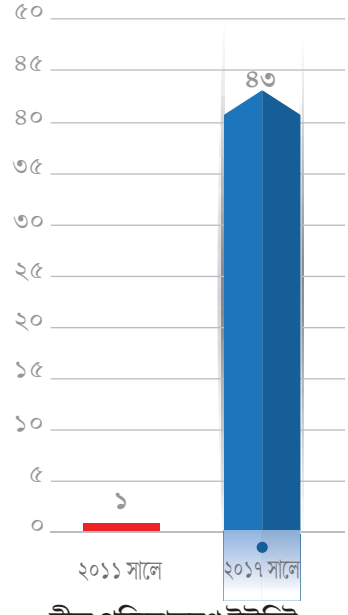
কৃষি ও তার সহযোগী দ্রব্যের জন্য মজুত ক্ষমতা তৈরি




গুদামঘরের মজুত ক্ষমতা (মেট্রিক টনে)




হিমঘরের মজুত ক্ষমতা (মেট্রিক টনে)




বীজ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট
(ধান, আলু এবং শাকসবজি)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## সুফলা

সুফলা নামে একটি নতুন উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, কৃষকরা যাতে তাঁদের উৎপাদনের ওপর সঠিক দাম পান এবং একই সঙ্গে ক্রেতার কাছে সঠিক দামে ভাল জিনিস সহজলভ্য হয়। ইতিমধ্যেই ৬টি জেলায় ৩০টি সুফলা বিপণি চালু হয়েছে। এছাড়াও, এটিকে আরও বেশি ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নদিয়া জেলায় ১৫টি অতিরিক্ত প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির সঙ্গে চলমান সুফলা ইউনিটকে সংযুক্ত এবং সজ্জিত করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-র জুনের মধ্যে আরও ৫০টি চলমান সুফলা বিপণি তথা বিভিন্ন জেলায় সংযুক্ত হবার পথে।

## প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির কমপিউটারাইজেশন

২০১৫-১৬ সালে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেয়, রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগর এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদের আরও বেশি দক্ষ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ পরিষেবা দিতে প্রতিটি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে কমপিউটারইজড করা হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে, ১,১৬৪টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৯.৪৩ কোটি টাকার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

আলুর জন্য ৮০০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হিমঘর তৈরি হয়েছে। মালদা পাইওনিয়ার কোঅপারেটিভ রাইস মিল সোসাইটি লিমিটেডের ৬০০০ স্থানীয় কৃষক এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং তাঁদের নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য সেখানে মজুত রাখতে পারবেন।

কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি সবুজ শাকসবজি কিনে শহরের বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষক এবং ক্রেতারা উভয়েই উপকৃত হচ্ছেন। কারণ কৃষকরা একদিকে তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন, অন্যদিকে ক্রেতারাও সঠিক দামে সেগুলি কিনতে পারছেন।

ভাল গুণগত মানের বীজ উৎপাদন করে স্থানীয় কৃষকদের হাতে সঠিক দামে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ মালদা পাইওনিয়ার কোঅপারেটিভ রাইস মিল সোসাইটি লিমিটেডের হিমঘর (৬০০০ মেট্রিক টন)

২ উত্তর ২৪ পরগনার সুফলা আউটলেট

৩ উত্তর ২৪ পরগনার ধর্মপুর এসকেইউএস লিমিটেডের বীজ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট

৪ নদিয়ায় গোন্ডরা এসকেইউএস লিমিটেডের বীজ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট

৫ মালদা ম্যাংগো কোঅপারেটিভ সোসাইটির ২০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম ঘর



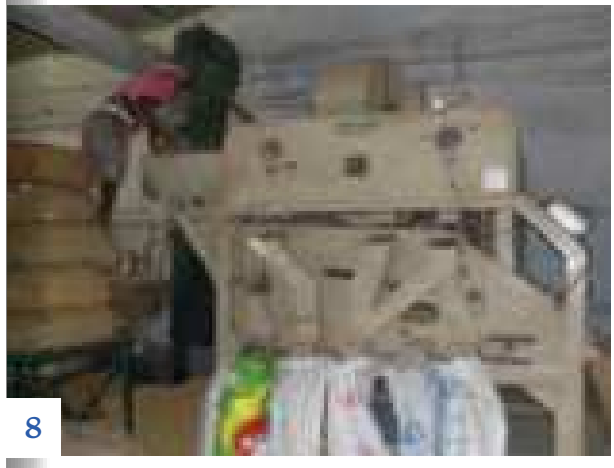
১



২



৩



৪



৫



# সংশোধন প্রশাসন

## একনজরে মে ২০১১ থেকে মে, ২০১৭ পর্যন্ত
## সংশোধন প্রশাসন বিভাগের প্রধান সাফল্য

**প্রথম অংশ**

**এক ঝলকে**

### ২০১১ - ২০১২

- রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে জীর্ণতা সংস্কার, নবরূপায়ণ, বিদ্যুদায়ন, বর্জ্য নিষ্কাষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্যবিধি পালন, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং ৩০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ২৯.৬৩৩৫ কোটি টাকা জেল আবাসিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।
- বর্তমান অর্থবর্ষে ২ টি নতুন উপ-সংশোধনাগার (রঘুনাথপুর উপ-সংশোধনাগার ও তেহট্ট উপ-সংশোধনাগার) নির্মাণ করা হয়েছে।
- দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আবাসিকদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে প্রেসিডেন্সি, আলিপুর ও দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সিমবিহীন টেলিফোনের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রীয়/জেলা সংশোধনাগারগুলিতেও এই ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
- সঙ্কটাবস্থায় এবং শিক্ষার জন্য আবাসিকবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে 'বন্দি কল্যাণ তহবিল' চালু হয়েছে। অভিযুক্তদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করতে পারেন।
- পশ্চিমবঙ্গের সংশোধন কৃত্যকের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ তো বটেই, উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশোধন প্রশাসনের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (আর আই সি এ) পথ চলা শুরুর সময় (আগস্ট, ২০১০) থেকে প্রশংসনীয় কাজের দাবিদার হয়েছে।
- বিভাগীয় অনুমোদন কমিটি ইতিমধ্যে সংশোধনাগারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে ব্যাপক পদক্ষেপ অনুমোদন করেছে। পদক্ষেপগুলির মধ্যে আছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসানো এবং রেকর্ডিং ব্যবস্থা-সহ সিসিটিভি।
- আলিপুর এবং দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এবং প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পরীক্ষামূলকভাবে মোবাইল জ্যামার বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- 'সংশোধনাগার পরিচালনা প্রণালী' (কারেকশনাল হোম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) নামে একটি রাজ্যব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা সমস্ত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, বিশেষ সংশোধনাগার, জেলা সংশোধনাগার এবং মহিলা সংশোধনাগার গুলিতে বসানো হয়েছে
- বন্দি পরিচালন ব্যবস্থা ও সাক্ষাৎকারী পরিচালন ব্যবস্থাসহ ই-প্রিজন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- নিম্নলিখিত হারে অভিযুক্তদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে :-

ক) দক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হয়েছে।

খ) আংশিকভাবে দক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ২১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করা হয়েছে।

গ) অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ১৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৬ টাকা করা হয়েছে।

### ২০১২ - ২০১৩

- বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারে পুরুষদের জন্য নির্মিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পুরোদমে কাজ শুরু করেছে।
- হুগলি জেলা সংশোধনাগারের পুরুষ আবাসিকদের জন্য নির্মিত ৩২ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুরোদমে কাজ শুরু করেছে।
- কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে পানীয় জল পরিশোধন প্লান্ট বসানো হয়েছে।
- আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আয়রন/আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল পরিশোধন প্লান্ট বসানো হয়েছে।
- বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আদালতের কাজের জন্য ভিডিও কনফারেন্স রুম গঠন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সংশোধনাগারের জন্য ওয়াকি-টকি ও সার্চলাইট কেনা হয়েছে।

### ২০১৩ - ২০১৪

- ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগার ও দার্জিলিং বিশেষ সংশোধনাগারে প্রধান প্রধান সংস্কারের কাজগুলি করা হয়েছে।
- মালদা জেলা সংশোধনাগারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মিত হয়েছে।
- মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দুটি ওয়াচ-টাওয়ার নির্মিত হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আয়রনমুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।
- বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারে ৬২ শয্যা বিশিষ্ট পুরুষ আবাসিকদের ব্যারাক নির্মিত হয়েছে।
- দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ও হাওড়া জেলা সংশোধনাগারে সিসিটিভি বসানো হয়েছে।
- বিভিন্ন সংশোধনাগারে রান্নার জন্য উনুন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহ এলপিজি গ্যাস সংযোগ।
- বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে।
- বিভিন্ন সংশোধনাগারের জন্য ওয়াকি-টকি এবং সার্চ লাইট কেনা হয়েছে।
- আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আবাসিকবৃন্দ যেন ফোনে কথা বলতে পারে তা নিশ্চিত করতে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে বিশেষ ও নিরাপত্তা-সমন্বিত টেলিফোন সুবিধা (সিম বিহীন টেলিফোন) চালু করা হয়েছে।
- ছটি সংশোধনাগারে এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানার চালু করা হয়েছে।

### ২০১৪ - ২০১৫

- প্রেসিডেন্সি, আলিপুর সেন্ট্রাল এবং দমদম সেন্ট্রাল সংশোধনাগারে সেল-ফোন জ্যামার বসানো হয়েছে।

- বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারে 'আয়রনমুক্ত জল' সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।
- মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বাইরের চৌহদ্দিতে ২টি অতিরিক্ত ওয়াচ-টাওয়ার নির্মিত হয়েছে।
- দুর্গাপুর উপসংশোধনাগারে মহিলা ওয়ার্ড গঠন করা হয়েছে।
- আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকদের জন্য চর্মজ-র শ্রমিক কল্যাণ সমিতির দ্বারা চর্মশিল্পে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মালদা জেলা সংশোধনাগারের বিদ্যালয় ভবনটির উপরিতল সম্প্রসারিত হয়েছে।
- মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সাক্ষাৎকারের জন্য আলাদা ঘর নির্মিত হয়েছে।
- কল্যাণী উপসংশোধনাগারে মহিলা সেল নির্মিত হয়েছে।

## ২০১৫ - ২০১৬

- বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার (বর্ধমান জেলা সংশোধনাগারকে উন্নীতকরণ করে) স্থাপিত হয়েছে।
- রায়গঞ্জ মুক্ত সংশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ার বিশেষ সংশোধনাগারকে জেলা সংশোধনাগারে উন্নীত করা হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম উপসংশোধনাগারকে বিশেষ সংশোধনাগারে উন্নীত করা হয়েছে।
- বারাকপুর উপসংশোধনাগারকে বিশেষ সংশোধনাগারে উন্নীত করা হয়েছে।
- মানসিক রোগবিশিষ্ট আবাসিকদের জন্য পুরুলিয়া বিশেষ সংশোধনাগার (পুরুলিয়া মহিলা সংশোধনাগারের পরিবর্তন করে) নির্মাণ করা হয়েছে।
- পূর্বতন সংশোধনাগার পরিচালন ব্যবস্থা-র পরিবর্তে ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের অংশ হিসেবে সংশোধনাগারে, এনআইসি-র দ্বারা প্রস্তুত ওয়েব নির্ভর 'ই-প্রিজন স্যুট' চালু করা হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায় নতুন উপসংশোধনাগার (প্রথম পর্যায়) নির্মাণ করা হয়েছে।
- পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে নতুন জেলা সংশোধনাগারের চৌহদ্দি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
- সংশোধন প্রশাসনের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (আর আই সি এ) দমদম-এর ভবনের উপরিতল নির্মিতা হয়েছে।
- প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগার-এ সিসিটিভি বসানো হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ চর্মজ শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কর্তৃক চর্মশিল্পের ওপর আবাসিকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলা সংশোধনাগারে বাঁশ শিল্পের ওপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

## ২০১৬-২০১৭

- ভূমিকম্পের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের যথাযথ সংস্কারসাধন করা হয়েছে।
- শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে ওয়াচ টাওয়ার নির্মিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ চর্মজ শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কর্তৃক চর্মশিল্পের ওপর আবাসিকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- সংশোধন প্রশাসনের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (আরআইসিএ), দমদম-এর ভবনের উপরিতল নির্মিত হয়েছে।
- দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মহিলা ওয়ার্ডারদের ব্যারাক নির্মিত হয়েছে।
- রানাঘাট উপসংশোধনাগারে মহিলাদের জন্য ডর্মিটরি গঠন করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারের মহিলা ওয়ার্ডটির সংস্কারসাধন করা হয়েছে
- প্রেসিডেন্সি সংশোধনালয় এবং শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনালয়ে সিসিটিভি বসানো হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ার বিশেষ সংশোধনালয়টিকে জেলাস্তরে উন্নীত করা হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলা সংশোধনালয়ে পানীয় জলের অধিকতর সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।
- ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার অংশ হিসেবে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন সংশোধনালয়ে ই-প্রিজন স্যুট নামে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়েছে। এটি একটি ওয়েব নির্ভর সফটওয়্যার।
- বিভিন্ন সংশোধনালয়ে আবাসিকদের বেশি করে কালচারাল থেরাপির আওতায় আনার জন্য একদিকে যেমন নৃত্যনাট্য, যাত্রা, শিল্প ইত্যাদি সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি শিক্ষার মহান আদর্শকে সামনে রেখে বুনিয়াদি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার আঙিনায় তাঁদের নিয়ে আসার কাজ চলেছে।
- কারাজীবনের পর আবাসিকরা যেন তাদের জীবনধারণের জন্য উপার্জনক্ষম হয়, সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দর্জি, মিস্ত্রির কাজ, গম ভাঙানো, সর্ষের তেল তৈরি, ছুতোরের কাজ, রুটির কারখানার কাজ, অ্যালুমিনিয়াম/স্টিলের বাসনপত্র তৈরি, তাঁত বোনা, মোমবাতি তৈরি, পাটের ব্যাগ তৈরি ইত্যাদির জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।
- সংশোধনালয়গুলির স্পোর্টস ক্লাবে নিয়মিতভাবে ক্রিকেট, ফুটবল এবং কবাডি-র মতো খেলায় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।
- মহিলা আবাসিকদের সন্তানসন্ততিদের জন্য আলিপুর মহিলা সংশোধনালয়ে শিশুদের জন্য প্লে স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে নতুন কেন্দ্রীয় সংশোধনালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।
- পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে একটি নতুন জেলা সংশোধনালয় নির্মাণের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে।
- শ্রীরামপুর বিশেষ সংশোধনালয়ের সম্পূর্ণ নবরূপদান করা হয়েছে।
- সংশোধনালয় প্রশাসন/কৃত্যকের আধিকারিকদের একান্তভাবে নিজস্ব সিইউজি মোবাইল সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

- জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনালয়ে নতুন তেল মিল স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রেসিডেন্সি সংশোধনালয়ে বহু বছরের প্রাচীন ঘানিতেল নিষ্কাষকগুলির পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে।
- মালদার চাঁচলে প্রস্তাবিত উপসংশোধনালয় নির্মাণের জন্য সংশোধন প্রশাসন বিভাগ মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ডিএলআরও-র কাছ থেকে ৫.০২ একর সরকারি জমির দখল পেয়েছে।
- বর্তমান অর্থবর্ষে যোজনা বরাদ্দের মোট ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংশোধনাগার এখন ই-প্রিজন স্যুট-এর প্রিজনার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) মডিউলে সুসজ্জিত এবং এর ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গে কারাগারে বন্দি সংক্রান্ত দপ্তরের কাজকর্ম ও নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা দ্রুততর হয়েছে।
- ই-গভর্ন্যান্সের অংশ হিসেবে ১৫ টি সংশোধনাগারে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রকল্প হিসেবে ই-কোর্ট প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংবেদনশীল মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ রেকর্ড করা সহ আদালত ও সংশোধনাগারের মধ্যে ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।
- ২০১৬-২০১৭-তে মোট ৯৮৭ জন সংশোধনাগার আবাসিককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়।:



# পরিবেশ

## দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি :

- ২০১১-র মে থেকে ২০১৭-র মে মাস পর্যন্ত, বাতাসের গুণাগুণ পরিমাপক পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং রাজ্যের ৭৫ (পচাঁত্তর)টি জায়গায় এই পদ্ধতি চলছে। এছাড়াও, কলকাতা, হাওড়া, হলদিয়া এবং দুর্গাপুরে ৫ (পাঁচ)টি স্বয়ংক্রিয় বাতাসের গুণাগুণ পরিমাপক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।

- রাজ্য জুড়ে, নিয়মিতভাবে, গঙ্গা, দামোদর, ইছামতী, রূপনারায়ণ, তিস্তা এবং মহানন্দা নদীর ১০২ টি জায়গায় জলের গুণমানের ওপর নজরদারি করা হয়।

- বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,বীরভূমএ বং পশ্চিমে মদিনীপুরের৪ ০( চল্লিশ)টিশি ক্ষাপ্রতিষ্ঠানে' বৃষ্টিরজ লস ংরক্ষণক াঠামো'ৈ তরিস ংক্রান্ত ৪০ (চল্লিশ)টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও, ২৯কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা , হাওড়া, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৯০ (নব্বই) টি জলাভূমি পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজও শেষ হয়েছে।

- পদ্ধতি সরলীকরণ, গতিশীল এবং নিখুঁত করতে শিল্প সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ অনলাইনে চালু হয়েছে।

- ২০১০ সালে হলদিয়া, হাওড়া, আসানসোলের বেশ কিছু এলাকাকে বিপজ্জনকভাবে দূষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে, যার নিটফল হল এখানে এখন শিল্পায়ন হয়েছে। হলদিয়াতে তেলের কারখানা স্থাপন, গ্যাসের কারখানা স্থাপন, বন্দরের নানা কাজকর্ম, ফেরো অ্যালয় তৈরির কারখানা, আসানসোলে কয়লাখনির প্রসারণ, হাওড়াতে ইস্পাত উৎপাদন ইত্যাদি কারখানা এইসব এলাকায় রয়েছে। এছাড়াও কয়লা থেকে উৎপন্ন মিথেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে দূর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল এলাকায় ২০ (কুড়ি)টি গ্রিন বাস নামানো হয়েছে।

- গঙ্গা নদীর অববাহিকা ধরে স্থাপিত হওয়া 'ভীষণভাবে দূষিত শিল্প' হিসেবে চিহ্নিত ৩৯ (উনচল্লিশ) টি শিল্প তাদের অনলাইন এফ্লুয়েন্ট কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেম চালু করেছে।

- জলবায়ুর পরিবর্তনের তীব্রতা হ্রাস করতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০০টি সোলার ফটোভোল্টিক সেল বসানো হয়েছে।

- বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে, ১০ (দশ) কোটি টাকা ব্যয়ে দুর্গাপুর-আসানসোল এবং পশ্চিম মেদিনীপুর শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

**জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় :**

- ২০(কুড়ি) টি জেলার প্রতিটিতে (নতুন তৈরি হওয়া কালিম্পং এবং ঝাড়গ্রাম জেলাকে বাদ দিয়ে) বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতি বিষয়ে সচেতন করতে একটি করে প্রদর্শক মডেল স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, জলাভূমির ওপর স্থানীয় জলবায়ু পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়ে, সেটি কীভাবে প্রশমিত করা যায়, সেটি বোঝানো। ৩ (তিন) টি জেলায় যেমন, বাঁকুড়া, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে আরও ৫ (পাঁচ) টি এই ধরনের যন্ত্র (প্রদর্শিতটি ছাড়া) স্থাপিত হয়েছে।

- পাহাড়ি অঞ্চলের দরিদ্রতর মানুষের মধ্যে জল পৌঁছে দিতে দার্জিলিং পৌর নিগম এলাকায় ব্যাপক হারে বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন এমন পরিবারের সংখ্যা ৩২০০ টি এবং পরোক্ষভাবে গোটা শহরটাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত মন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (এনএএফসিসি)-এর আওতায় ২০১৬ সালে ২৩.১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- 'মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'-র একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে (প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ২.১ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি টাকা)। ডিআরসিএসসি (ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কম্যুনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার)-কে এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার ফলে ২০১৫ সালে ভারতে প্রথম উপযোজ্য খাত প্রকল্প চালু হয়েছে।

- আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়ে স্টেট অ্যাকশান প্ল্যান (এসএপিসিসি) ২০১২ সালে তৈরি হয়েছে এবং তা রূপায়ণের অনুসারী কাজ চলছে।
- দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ক্ষতিপ্রবণতা পরিমাপণ প্রকল্প শুরু হয়েছে। দিল্লির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে ২০১৬ সালে চালু হওয়া ন্যাশনাল মিশন ফর সাসটেইনিং হিমালয়ান ইকোসিস্টেম (এন এমএসএইচই) প্রকল্পে মোট ২.১৬ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের প্রথম রাজ্য, যেখানে ২০১৭ সালে মুম্বই আইআইটির সহযোগিতায় জেলাস্তর পর্যন্ত 'বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মডেল' চালু হয়েছে।

## পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্রের অবস্থা :

- ২০১১- র মে থেকে ২০১৭-র মে পর্যন্ত শিল্প, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প , খনি পরিকাঠামো এবং বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প, টাউনশিপ, অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি প্রায় ২৩০টি প্রকল্পে স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এসইআইএএ) পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে।

## ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট (আইসিজেডএমপি) একটি বিশ্ব ব্যাংক তহবিল প্রকল্প :

- সাগরদ্বীপে ১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়নের কাজ শেষ হয়েছে।
- 'সাগর দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প'-র আওতায় নাটমন্দির তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।
- 'দীঘায় আবর্জনা ও ময়লা জল নিষ্কাশণ প্রকল্প' -এর আওতায় ১১.৩৩ কিলোমিটার পয়ঃপ্রণালী তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। একটি ৬.৭ এমএলডি সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এই ব্যবস্থা সুষ্ঠু পৌর জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করবে। পরিশোধনের পর তা স্রোতরূপে সাগরে পড়বে যার ফলে সমুদ্রতীরের দূষণ কমবে।

- দীঘার সৈকতমুখী উন্নয়ন প্রকল্পে সমুদ্রতীরের সৌন্দর্যায়নের প্রথম দফার কাজ শেষ হয়েছে। ২ (দুই) টি নজর মিনার তৈরির কাজ শেষ। মুকক্ত নাট্যমঞ্চ তৈরির কাজ শেষ। স্থায়ী এবং অস্থায়ী কিয়স্কে ২১৯ জন হকারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কাজের ফলে দীঘার সমুদ্রতীর যথার্থই উন্নত সুযোগ সুবিধা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং দূষণের মাত্রা কমছে।

- ৫টি কোস্টাল ব্লকে, বহুমুখী ঘুর্ণিঝড়-জনিত আশ্রয় কেন্দ্র (এমপিসিএস)-এর আওতায় ২৫ (পঁচিশ) টি এমপিসিএস গঠন করা হয়েছে।

## পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা :

- এই দপ্তর ২০১১-র মে থেকে ২০১৭-র মে পর্যন্ত ১৫.৫৭৫ কিলোমিটার খাল সংস্কারের কাজ করেছে। এছাড়াও ৬ কিলোমিটার রাস্তার পুনরুজ্জীবন ও ৬০০০ (ছয় হাজার) বৃক্ষচারা রোপণ করা হয়েছে এবং পূর্ব কলকাতা জলাভূমির ১ (এক) টি ভেড়ির খননকার্য শেষ হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি সচেতনতা ১

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে খাল সংস্কার ২

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নিয়ে বই উদ্‌বোধন ৩

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ওপর কর্মশালা ৪




১



২



৩



৪



# অগ্নি-নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## ➢ নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন ও পুরোনো অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রগুলিতে নতুন ভবন নির্মাণ :

২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত ১৯ টি নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র ও পুরোনো অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রে ৮টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্রগুলি হল —

- ফালাকাটা ও ময়নাগুড়ি ২০১২-১৩ সালে,
- গোবরডাঙ্গা, আলমপুর, ভদ্রেশ্বর (নতুন ভবন), হরিশচন্দ্রপুর ও হলদিবাড়ি ২০১৩-১৪ সালে,
- পানাগড় (নতুন ভবন), রানিগঞ্জ (নতুন ভবন), রামপুরহাট (নতুন ভবন) ও বারোবিশা ২০১৪-১৫ সালে,
- রামনগর, বরানগর (নতুন ভবন), এগরা, মাষ্টারদা সূর্য সেন (বাঁশদ্রোনী), লালবাগ, খাতরা, ঝালদা, ক্যানিং, প্রগতি ময়দান ও পানিহাটি (নতুন ভবন) ২০১৫-১৬ সালে,
- মধ্যমগ্রাম, কাঁথি (নতুন ভবন), কাকদ্বীপ, ডানকুনি, মেমারি ও বালি (নতুন ভবন) ২০১৬-১৭ সালে (২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত)।

## ➢ অগ্নি-নির্বাপক যান ও বিশেষ যন্ত্রপাতি ক্রয় :

এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের বহুল সংখ্যক অগ্নি-নির্বাপণ যান ও অনেকগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়। বছর ভিত্তিক বিস্তৃত তথ্য নীচে দেওয়া হল:

- ২০১১-১২ : টার্ন টেবিল ল্যাডার (৩০ মি:) — ০১, এয়ার কম্প্রেসর — ১০।
- ২০১২-১৩ : ওয়াটার টেন্ডার — ১০, পোর্টেবল সার্চ লাইট — ১১০, ওয়াকিটকি — ২০০, বোলেরো ক্যাম্পার —৩০ ও মোটর সাইকেল — ৬০।
- ২০১৩ -১৪ : মোটর সাইকেল—৩৬, হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম (৫৪ মি:)—০১, হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম (৪২ মি:)—০১, টোয়িং ভেহিকেল—০৩, ওয়াটার টেন্ডার —০৬, মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার—৩৫ অ্যাম্বুলেন্স — ০২ ও বহনযোগ্য পাম্প — ০৫।
- ২০১৪-১৫ : মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার— ২০, ও পোর্টেবল পাম্প —২০।
- ২০১৫-১৬ : মিনি ওয়াটার টেন্ডার— ৩৬, মাঝারি দামের পোর্টেবল পাম্প — ৩০০, ওয়াটার বাউজার —৩৫, ওয়াটার টেন্ডার — ৫০, মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার— ২০, কম দামের পোর্টেবল পাম্প — ৩০১ ও ওয়াটার কেরিয়ার — ২৫।
- ২০১৬-১৭ (মে, ২০১৭ পর্যন্ত) : ওয়াটার কেরিয়ার — ২৫, ওয়াটার টেন্ডার — ৩৫ এবং মিড সাইজ ওয়াটার টেন্ডার — ৩০।

এগুলির মধ্যে ৫৪ মি: হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম, ৪২ মি: হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম ও ৩০ মি: টার্ন টেবিল ল্যাডার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## ➢ নিয়ন্ত্রণকক্ষের আধুনিকীকরণ ও পরিবহণ পরিচালন ব্যবস্থা :

গত ৬ বছরে (২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত) ৫, ৪৬, ১৮, ৯৮১ টাকার বিনিময়ে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের আধুনিকীকরণ ও পরিবহণ পরিচালন ব্যবস্থার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কাজগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) অগ্নি-নির্বাপক গাড়ি চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার প্রচলন — ৪৩১ টি।

(ii) ভিডিও ওয়াল সংস্থাপন — ১টি।

(iii) গ্রুপ মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে কল সংস্থাপন — ২৫০ টি।

(iv) ১২৮টি সংযোগ-সম্পন্ন ইপিএবিএক্স সংস্থাপন।

(v) ৪৬" এল সি ডি মনিটর — ২টি।

(vi) ১২-পোর্ট ভয়েস লগার — ১টি।

- **নতুন বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন :** এই সময়কালে ৯টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় খোলা হয়েছে। ২০১২-১৩ সালে এগুলি কোচবিহার, উত্তরও দ ক্ষিণদি নাজপুর,ম ালদা,ন দিয়া,ব ীরভূম,ব াঁকুড়া-পুরুলিয়া, পূর্বে মদিনীপুরও পশ্চিমে মদিনীপুরেও ২ ০১৬-১৭স ালে কালিম্পঙে খোলা হয়।

- **নতুন পদ সৃষ্টি :** ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ১১২১টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভাগীয় অগ্নি-নির্বাপণ আধিকারিক—০৯, স্টেশন অফিসার—৩২, সাব-অফিসার—৯০, লিডার—১৮৬, ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার—১৮৬, ফায়ার অপারেটর—৫২৬, ইউডিসি—৩১, এলডিসি—৩২, সিসিএ—২৮ এবং পিওন / অর্ডারলি—০১।

- **নতুন নিয়োগ :** ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি-নির্বাপণ ও জুরুরি পরিষেবার অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার—১৮২, ফায়ার অপারেটর—৮৫, অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবিলাইজিং অফিসার—০৯, স্টাফ কার ড্রাইভার—০৮, এলডিসি—৮০, ও গ্রুপ-ডি—৪২।

- **গত ছয় বছরে অনুকম্পাজনিত কারণে নিয়োগ :** ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ১০৪ জনকে অনুকম্পাজনিত কারণে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রুপ-ডি—৪৩, এলডিসি—২১, স্টাফ কার ড্রাইভার—০৬, অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবিলাইজিং অফিসার—১০ ও ফায়ার অপারেটর—২৪।

- **চুক্তি-ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ :** গত ছয় বছরে ১৬৬৩ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সহায়ক ফায়ার ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রক ও ড্রাইভার, সহায়ক অগ্নি নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক এ এম ও- এর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৯, ১৫৪৬ ও ১৮।

- **কাজের সুবিধা :** অনলাইনে এফএসসি, এফএসআর এবং ফায়ার লাইসেন্সের সুবিধা চালু করা হয়েছে। ৯টি পরিষেবা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, শীঘ্রই এগুলো চালু করা হবে।

- **আইএফএস বেহালায় আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাফল্য :** আই এফ এস বেহালায় পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের অগ্নিনি র্বাপণদ প্তরেক র্মীদেরপ্রশিক্ষণেরজ ন্যএ কাধিকক র্মসূচিরঅ ায়োজনক রাহ য়েছে।ে ম২ ০১১—মে২ ০১৭এ রম ধ্যেএ ই কর্মসূচিগুলিতে মোট ৫০২৮ জন কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।

- **অগ্নি কান্ড এবং সম্পত্তি রক্ষার ঘটনার সংখ্যা :** ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ৫৭,৯৪৪ টি অগ্নি কান্ড ঘটা সত্ত্বেও আনুমানিক ৯৩৬.৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

- **নির্মীয়মাণ নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র :** বর্তমানে ২০টি নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণের এবং ২টি কেন্দ্রে সংস্কারের কাজ চলছে। ১৪ টি প্রস্তাবিত নতুন অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি


আলমপুর ১

বারোবিশা ২

ক্যানিং ৩

ক্যানিং অগ্নি-নির্বাপণ কেন্দ্র ৪

ফালাকাটা ৫

অগ্নিনির্বাপণ প্রদর্শনী ৬

রেড রোডে অগ্নি-নির্বাপণ প্রদর্শনী ৭

পশ্চিম মেদিনীপুরে অগ্নিনির্বাপণ সপ্তাহ-২০১৭ ৮

হরিশচন্দ্রপুর ৯

হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম ১০

ময়নাগুড়ি ১১

মেমারি ১২

নবান্ন ১৩



১



২




৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০



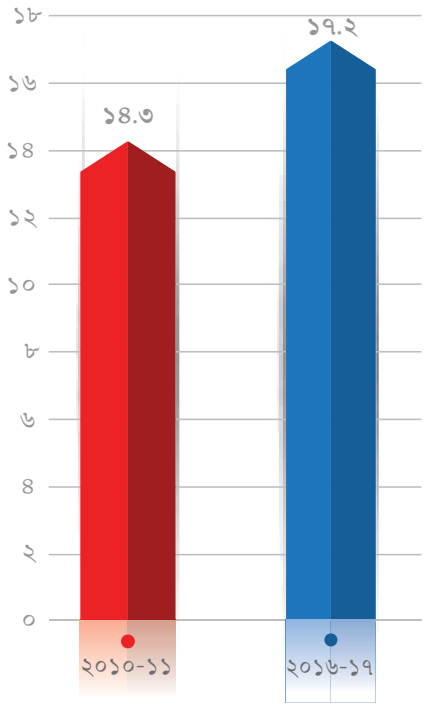
১১



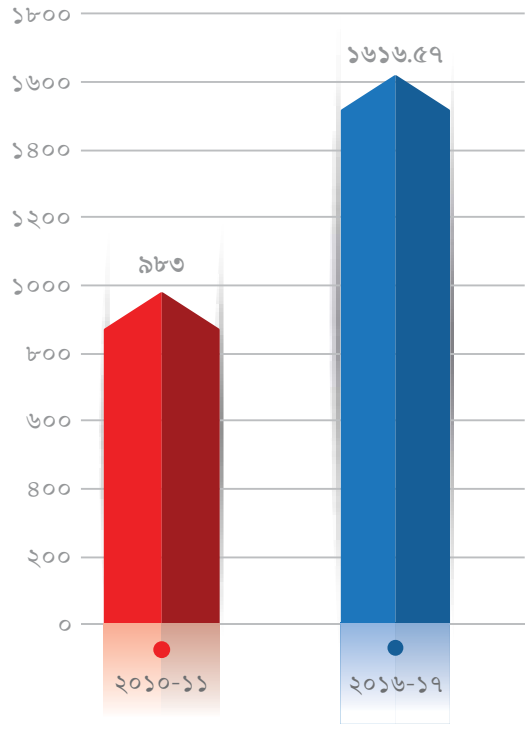
১২



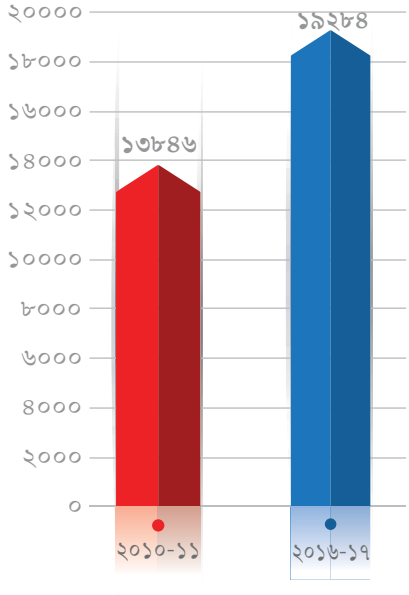
মৎস্য




মৎস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)




রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম-র
জলজসম্পদ উৎপাদন (মেট্রিক টনে)




মাছের ডিম উৎপাদন (দশ লক্ষের হিসেবে)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## বিগত ছয় বছরে মৎস্য বিভাগের মৎস্য সংক্রান্ত কাজকর্মের এক ঝলক

- মাছ ও মাছের ডিম উৎপাদন : পশ্চিমবঙ্গে মাছ ও মাছের ডিমের উৎপাদন ২০১১ সালে ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৩৮৫ কোটি। ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৯২৮ কোটি।
- মাছের ডিম বিতরণ : গত ছয় বছরে উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৬০০০০ জলাশয়ে ১৫০০ লক্ষ মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।
- মাছের খাবার বিতরণ : ২০১৪-১৫ সাল থেকে বিনামূল্যে সুষম পুষ্টিকর ভাসমান খাদ্য বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ও পশ্চিমবঙ্গের ২৫,০০০ মৎস্যজীবীকে ১৬,২০০ মেট্রিক টন খাবারের জোগান দেওয়া হয়েছে এবং এতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-এর জুন-জুলাই -এর মধ্যে আরও ৫,২০০ মেট্রিক টন খাবার বিতরণ করা হবে।
- মৎস্যচাষের জন্য এলাকার আয়তন বৃদ্ধি : গত চার বছরে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে খনন করা ৩৫,০০০ জলাশয়ে মাছ চাষ শুরু হয়েছে।
- বড়ো মাছের উৎপাদন : বড়ো জলাশয়ে বড়ো মাছ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে গত ছয় বছরে ৬০০ জলাশয়ে বড়ো মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ : মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিগত ছয় বছরে বেশ কিছু প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। যেমন, ৫০০০ ইউনিট জাল-হাঁড়ি, ১৩,০০০ বাসস্থান, ৩৫,০০০ তাপ-নিরোধক বাক্স, ৮,৮২০ তাপ-নিরোধক বাক্সযুক্ত সাইকেল ও ১,২৩৭টি মৎস্যযান বিতরণ করা হয়েছে, এছাড়া মাসে ১০০০ টাকা হারে পেনশন পান, এইরকম বয়স্ক ও অশক্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা ৭,৫০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫০০ হয়েছে।
- **সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য :**

  (১) **বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র :** সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের মধ্যে ২.৩৫ লক্ষ পরিচয়পত্র ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। বাকি মৎস্যজীবীদের ছবি তোলা ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

  (২) **বিপদ সতর্কীকরণ ট্রান্সমিটার :** ৩৬৫৬টি বিতরণ করা হয়েছে।

  (৩) ভারত সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে মৎস্য বিভাগ মাছ ধরা জাহাজগুলির ই-রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ১৩,২০৭টি শংসাপত্র ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় দেশি মাছের সংরক্ষণ : স্থানীয় দেশি মাছের (যেমন পাবদা, সরল পুঁটি, দেশি ট্যাংরা, মৌরলা, চিতল, ফলুই প্রভৃতির) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিল, ডোবা ইত্যাদিতে দেশি মাছ ছাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশি মাগুরের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ : মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সুফল ছড়িয়ে দিতে কৃষি মেলা, জলাশয় দিবস, মৎস্যজীবী দিবস, মেলা প্রভৃতির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সচেতনতা শিবির প্রভৃতির আয়োজন করা হচ্ছে। গত ছয় বছরে ৬০,০০০ মৎস্যজীবীকে (গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন : আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য আদিবাসীদের জন্য উপ-পরিকল্পনা (টি এস পি) প্রকল্পটির প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ আই এম সি ও মাগুর-এর চারা ৬০০০ জন আদিবাসী মৎস্যজীবীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

- ঝোরায় মৎস্য চাষের উন্নয়ন : পার্বত্য এলাকায় শীতল জলে মাছ চাষের উন্নয়ন ঘটাতে গত ছয় বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের (যেমন আদিবাসীদের জন্য উপ-পরিকল্পনা, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, সামাজিক মৎস্যচাষ প্রভৃতির) মাধ্যমে ২০০০ ঝোরাকে মৎস্যচাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- ব্লকস্তরে পরীক্ষাগার নির্মাণ : পশ্চিমবঙ্গের সব ব্লকে মাছ চাষের পুকুরের জল ও মাটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিভাগ ব্লকস্তরে পরীক্ষাগার নির্মাণ ও সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২৮৮টি ব্লকে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আরও ২০টি ব্লকে নির্মাণের কাজ চলছে।

- বিনিয়োগ প্রসার কেন্দ্র এবং অন্যান্য কার্যাবলি : মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহ দেবার জন্য 'বিনিয়োগ প্রসার কেন্দ্র' নামে একান্তভাবে এই কাজের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ১৩টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১,০০০ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন - ২০১৮-র আগে আরও ১৪টি মৌ স্বাক্ষর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- মৎস্যনীতি : মৎস্য চাষের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সরকার নতুন মৎস্য চাষ প্রোৎসাহন নীতি, ২০১৫ (ফিশারি ইনসেনটিভ পলিসি, ২০১৫) গ্রহণ করেছে।

- হ্যাচারি-র স্বীকৃতি প্রদান : উন্নত গুণমানের মাছের ডিম পাওয়া নিশ্চিত করতে মৎস্য বিভাগ হ্যাচারিগুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ২১২টি হ্যাচারিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং সারা রাজ্য জুড়েই শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

- **মাছ বাজার :**

  - হলদিবাড়ি বাজার, হলদিবাড়ি, কোচবিহারে পাইকারি মাছ বাজার সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২৮৩ সংখ্যক সুবিধা-প্রাপ্তকে তা হস্তান্তর করা হয়েছে।

  - হাটতলা, বোলপুর, বীরভূম প্রথম পর্যায়ে পাইকারি মাছ বাজার সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৩৮ জন খুচরো বিক্রেতাকে তা হস্তান্তর করা হয়েছে।

  - দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে মাছ বাজারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং গঙ্গারামপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে তা হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

  - নদিয়ার কল্যাণীতে মাছ বাজারের কাজ চলছে এবং ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে তা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

  - নদিয়ার বগুলাতে বহুমুখী বাজারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২৫৪টি দোকান উপকৃতদের হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

  - উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে রাজেন্দ্রপুর জোড়া বটতলায় রাজেন্দ্রপুর মাছের ডিমের বাজারের কাজ ৪ এপ্রিল ২০১১-এ শুরু হয়েছিল এবং ১৫ মার্চ ২০১৪-তে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। একাধিক মাছের ডিম ব্যবসায়ী পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ডিম জোগান দিচ্ছেন।

  - বাঁকুড়ার ওন্দা থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে সিনহাটি মাছের ডিমের বাজারের কাজ ২ নভেম্বর ২০১০-এ শুরু হয়েছিল এবং ২০১৩-র মে-তে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে ৫৯টি দোকান কাজ করতে শুরু করেছে।

- কোল্ড চেন উন্নয়ন :

- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পেটুয়াঘাটে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে ২০০ মেট্রিক টনের হিমঘর, দিনপ্রতি ১০ মেট্রিক টনের ব্লাস্ট ফ্রিজার ও ১০ মেট্রিক টনের প্রি-কুলিং চেম্বার এবং অন্যান্য প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাযুক্ত, মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যের সুসংহত সংরক্ষণাগার ও

প্রক্রিয়াকরণের জন্য দেশপ্রাণ ফিশিং হারবার-এর কাজ ২ নভেম্বর ২০১৫-এ শুরু হয়েছিল এবং মার্চ, ২০১৭-এ তা সম্পূর্ণ হয়েছে।

- পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে শুকনো মাছ প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। এতে ১২০০ জন মৎস্য ব্যবসায়ী উপকৃত হয়েছেন।
- নদিয়ার কল্যাণীতে ২০০ মেট্রিক টনের হিমঘর তৈরি হয়েছে এবং তা উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় আছে।
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা মোহনায় ১০০ মেট্রিক টনের আইস প্ল্যান্টের কাজ ১ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ শুরু হয়েছিল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩-তে তা সম্পূর্ণ হয়েছে।
- নাব্যতার উন্নয়ন :
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্টে মাইনর ফিশিং হারবারের প্রবেশ প্রণালীর উন্নয়নের কাজ ২০১৫-র ২৪ মার্চ-এ শুরু হয়েছিল এবং ৮ মার্চ ২০১৬-তে সম্পূর্ণ হয়েছে।
- মুর্শিদাবাদ জেলার দল গাংলি বিলের সংস্কারের কাজ ২২ জানুয়ারি ২০১৪-এ শুরু হয়েছিল এবং ৬ এপ্রিল ২০১৫-তে সম্পূর্ণ হয়েছে।
- **মৎস্য সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার্য রাস্তার উন্নয়ন** :
- মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘির গামাল মাটি মৌজাতে বালানগর থেকে উলাডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়নের কাজ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪-তে শুরু হয়েছিল এবং ৬ জানুয়ারি ২০১৬-তে সম্পূর্ণ হয়েছে।
- **নৌকার মেরামতি ইত্যাদি**
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের কাকদ্বীপ ফিশিং হারবারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৩,০০০-৫,০০০ মৎস্যজীবী তাঁদের নৌকা মেরামতির জায়গা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

**‘দ্য স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড’ -এর অধীনে ১৫ (পনের)-টি প্রকল্পে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ এবং পর্যটন সংক্রান্ত কাজকর্মের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।**

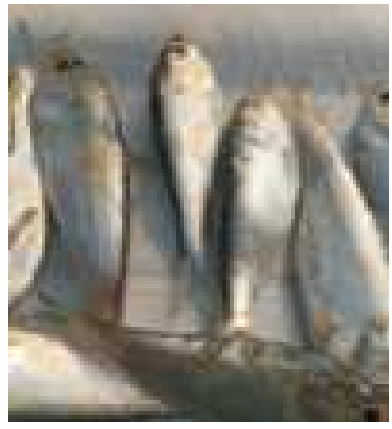
# চিত্রপঞ্জি


THE MOST
HAPPENING





















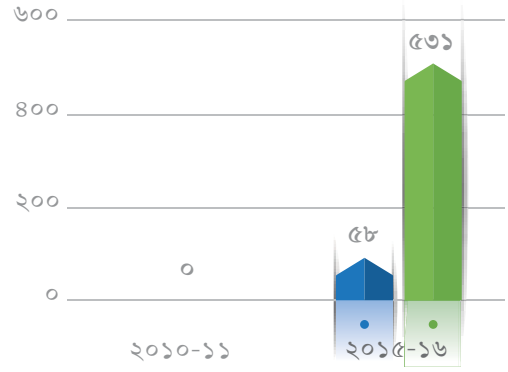




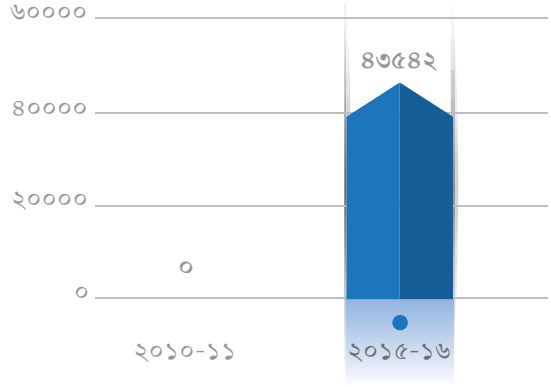




# খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন




পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি (২০১১-১৭)




নিয়োগ বৃদ্ধির সংখ্যা

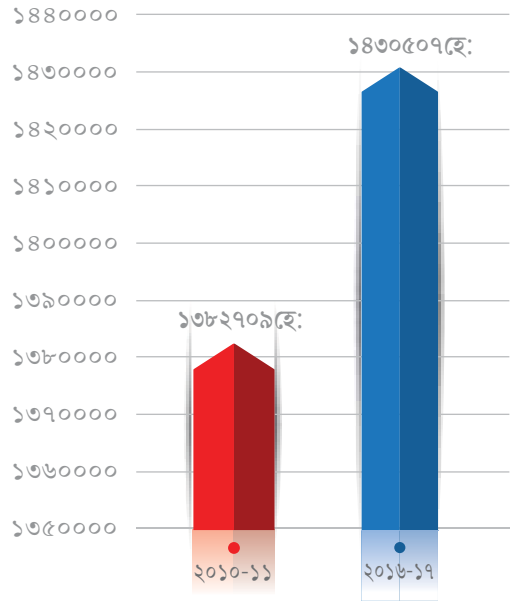
## বিগত ছয় বছরের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসমূহ :

| বিষয় | ৬ বছর আগে | ৬ বছর পরে |
|---|---|---|
| ফুল চাষ | কিছু না | বাণিজ্যিকভাবে ক্ষেতে ও উৎপাদকের জমিতে সিমবিডিয়াম ও ট্রপিক্যাল অর্কিডের আবাদ |
| মান্দারিন অরেঞ্জ-এর চাষ | মংপু ও লাটপাঞ্চর-এর ২১৮.৫১ একর জমিতে চাষ | ২৬৩ একর জমির সংরক্ষণ এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৯৮ একরে এবং মানসং এবং রঙ্গোতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হয়। |
| রবার চাষের বৃদ্ধি | ১৫৯.৩৮ একর জমিতে রবার চাষ | বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৮.৪২ একরে চাষ |
| বাটন ও অয়েস্টার মাশরুম -এর চাষ | কিছু না | ২০১২-তে চাষ শুরু হয়েছে বর্তমানে টুং, কার্শিয়ং ও মংপু-তে চাষ হচ্ছে |
| ভেষজ উদ্ভিদের চাষ (ইপিক্যাক) | ৩৮.৯৪ একর জমিতে চাষ | বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮৪.৯৬ একরে চাষ |
| চিরতার চাষ | কিছু না | ৩৮.৫২ একর জমিতে চাষ |
| কফি চাষ | ৫.৯৪ একরে | বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৬০ একর |
| কিভি-র চাষ | স্বল্প জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ | বাণিজ্যিকভাবে ৩০.৩১ একর জমিতে চাষ |
| পরিকাঠামোর উন্নয়ন | সাধারণ রবার প্রক্রিয়াকরণ ভবন, বাতিল সরকারি কুইনাইন কারখানা, অভিসারী, ও অনুসারী শিল্প ও সরকারি এমিটাইন কারখানা | দুটি ইউনিটে রবার প্রক্রিয়াকরণ ভবনের উন্নয়ন, সরকারি কুইনাইন কারখানার সংস্কারের কাজ চলছে, প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাশন ইউনিট স্থাপন, মাশরুম উৎপাদন ইউনিট |
| উদ্যানজাত শস্যের উন্নতি | পিচ, পিয়ার, পাম, কিভি, কফি, মালবেরি প্রভৃতির পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ | পিচ, পিয়ার, পাম, কিভি প্রভৃতির উৎপাদন চালু রেখে অন্যান্য কিছু উদ্যানজাত শস্যের যেমন, স্ট্রবেরি, পারসিম্মন (হালুয়াবেড়), হাইব্রিড অরেঞ্জ (নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া-র), হাইব্রিড আপেল (কম ঠান্ডা প্রয়োজন), জাপানি পিচ, জাপানি পিয়ার, অ্যাপ্রিকট (খুরপানি), আখরোট (হাইব্রিড), জুনার, বুনো রশুন (জিম্বু), রোজমারি, ঝাল লংকা, চেরি (জাপানি), চেস্টনাট, মোনাক্কা, পিয়ার (আলুবোখরা), আপেল (সিমলা), ড্রাগন ফ্রুট প্রভৃতির স্বল্প মাত্রায় চাষ |

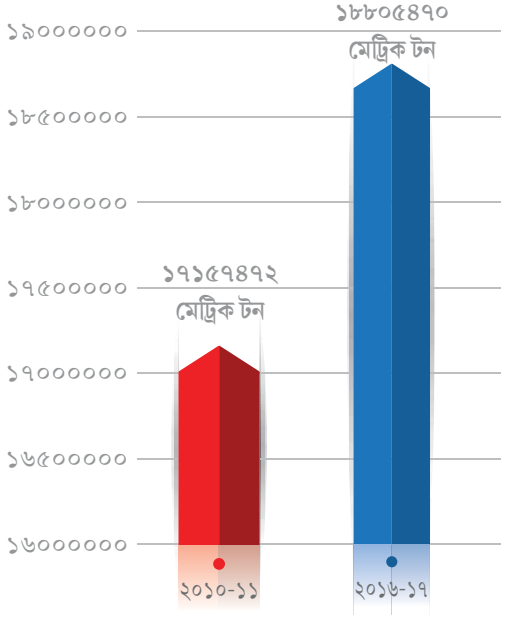
# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের অধীন উদ্যানপালন বিভাগ/অধিকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য (২০১১- এর মে থেকে ২০১৭-এর মে পর্যন্ত)

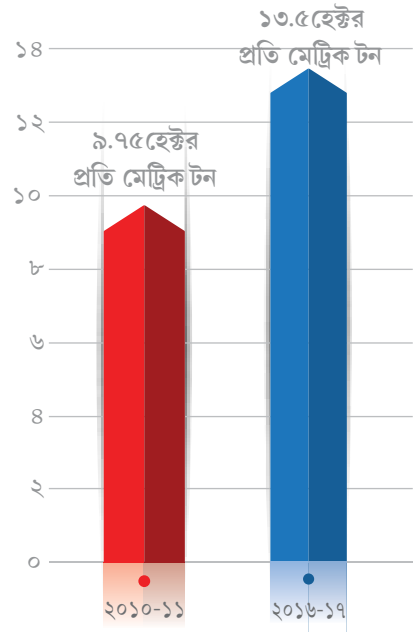
১) উদ্যানজাত শস্য (ফল, শাকসবজি, ফুল, মশলা ও বাগিচা ফসল) উৎপাদনের জমির পরিমাণ ২০১০-১১সালের ১৩,৮২,৭০৯ হেক্টর থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭সালে ১৪,৩০,৫০৭ হেক্টর হয়েছে, যা ৪.৮ শতাংশ মোট বৃদ্ধির সূচক।




২) উদ্যানজাত শস্য (ফল, শাকসবজি, ফুল ও মশলার) উৎপাদনের পরিমাণ ২০১০-১১সালের ১৭১,৫৭,৪৭২ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭সালে ১৮৮,০৫,৪৭০ মেট্রিক টন হয়েছে, যা ৯.৬ শতাংশ মোট বৃদ্ধির সূচক।



৩) উদ্যানজাত শস্য (ফল, শাকসবজি, ফুল, মশলা ও বাগিচা ফসল)-এর উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ সালে হেক্টর প্রতি ৯.৭৫ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ সালে হেক্টর প্রতি ১৩.৫০ মেট্রিক টন হয়েছে, যা ৩৮.৪৬ শতাংশ মোট বৃদ্ধির সূচক।




৪) ২০১৫-১৬ সালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ আনারস (৩,৩০,০৭০ মেট্রিক টন), বেগুন (৩০,০৩,৫৮০ মেট্রিক টন), ট্যাঁড়স (৮,৯৭,৩০০ মেট্রিক টন), বাঁধাকপি (২২,৫৮,০৩০ মেট্রিকটন) ফুলকপি (১,৮৮,৯০৯ মেট্রিক টন), গাজর (৫,০৫,৪৫০ মেট্রিক টন) উৎপাদনে প্রথম স্থান, আলু (৮৪,২৭,৩০০ মেট্রিক টন) উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান এবং রাঙাআলু (১,২৯,০২০ মেট্রিক টন) উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

৫) ২০১২-১৩ সাল থেকে খরিফ পেঁয়াজ উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই তা অত্যন্ত জনপ্রিয়। মহারাষ্ট্র থেকে আনা খরিফ পেঁয়াজের বীজ এখন বাঁকুড়ার তালডাংরায় সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে।

৬) বিগত কয়েক বছরে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে মোট ৩৩,৯৭৫ হেক্টর জমিতে ৫.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। যা ২০১১-১২-এর হিসেবে জমির আয়তনের নিরিখে ৫৬.৭৩% মোট বৃদ্ধি এবং ৭৮.৮০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি।

৭) উদ্যানপালন সংক্রান্ত শস্যের বপণ ও রোপণযোগ্য উপাদানগুলির গুণগত ও পরিমাণগত মান বজায় রেখে উৎপাদনের জন্য ২০১১-এর মে থেকে এ পর্যন্ত ১৭২টি নার্সারি (ছোটো ১৬৩, মাঝারি ৭, বড়ো ২) এবং চারটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত জাতীয় উদ্যান পালন পর্ষদ ৮৮টি নার্সারিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৮) কৃষকদের কাছে শাকসবজি/পান বরজ/ টিস্যু কালচার্ড চারার আবাদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন শেড নেট নির্মাণ করে চাষ করার পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠছে। ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ সালের মধ্যে ১৪,০০০ বর্গমিটার জমিতে শেড নেট হাউস পদ্ধতিতে চাষ হত বলে জানা যায়, অথচ বর্তমানে তা বেড়ে ৩১,৬২,৬০০ বর্গমিটার হয়েছে। পলি হাউসের ক্ষেত্রে ২০১১-এর মে পর্যন্ত ২০,৫০০ বর্গমিটার জমিতে চাষ হত, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৮,৫০০ বর্গমিটার। পলি হাউসগুলি জারবেরা, অ্যানথুরিয়াম, অর্কিড, রঙিন ক্যাপসিকাম প্রভৃতি মূল্যবান ফসল উৎপাদনে ব্যবহার হয়।

৯) ভার্মি-কমপোস্ট উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ ২০১১-এর মে-তে যেখানে ১,৭২৬ টি কেন্দ্র ছিল, ২০১৭-এর মে-তে তা বেড়ে হয়েছে ১১,২০২।

১০) ২০১১-এর মে থেকে ২০১৭-এর মে-র মধ্যে বহুমুখী হিমঘর তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মোট ১১টি বহুমুখী হিমঘর নির্মিত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে ৮২,৭০৫ মেট্রিক টন উদ্যানজাত শস্যের জন্য সংরক্ষণের জায়গার ব্যবস্থা হয়েছে।

১১) ২০১১-এর মে থেকে ২০১৭-এর মে-র মধ্যে এই রাজ্যে পেঁয়াজের জন্য প্রথম স্বল্পব্যয়ে উন্মুক্ত সংরক্ষণাগার (২৫ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ছয় বছরে ৩৮০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৫২টি স্বল্পব্যয়ের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মিত হয়েছে।

১২) ২০১১-এর মে থেকে রাজ্যে প্রথমবারের জন্য উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার হয় এমন শস্যের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রসারণ কেন্দ্র (TDC) স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ১০টি জেলায় ১০টি এই রকম কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এর সবকটিরই উদ্‌বোধন করেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আরও দুটি এইরকম কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

১৩) কৃষক/উৎপাদকদের সম্মিলনে উৎসাহ দিতে ১৮টি কৃষক/উৎপাদক সংগঠনের নিবন্ধীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৮টি কৃষক/উৎপাদক সংগঠন নিবন্ধীকৃত হয়েছে— মুর্শিদাবাদ (০৩), নদিয়া (০২), উত্তর ২৪ পরগনা (০২), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (০৪), হুগলি (০২), হাওড়া (০২), মালদা (০১) ও পূর্ব মেদিনীপুরে (০২)-টি, মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বাজারের সরাসরি সংযোগ ঘটাতে।

১৪) এই প্রথম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন বিভাগের পক্ষ থেকে উদ্যানপালনে অংশগ্রহণমূলক আবাদ-এর উপর একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক আবাদ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদক কোম্পানিগুলি (FPCs) ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা/কৃষিপণ্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে ফল, শাকসবজি বৃদ্ধি/উৎপাদন বিষয়ে চুক্তি করে থাকে। এই চুক্তির ফলে বেসরকারি কোম্পানিগুলির পছন্দমতো

উৎপাদন করা হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত দামে বেসরকারি কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণ উৎপাদন কিনে নেয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা/কোম্পানিগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনমতো কৃষিপণ্য উৎপাদক কোম্পানিগুলি ফল ও শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। জমির মালিকানা সবসময়েই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শুধুমাত্র কৃষকদেরই থাকে এবং তা কখনোই এমনকী লিজ দিয়েও বেসরকারি পক্ষের হয় না।

১৫) আবহাওয়া ভিত্তিক ফসল বিমা প্রকল্প (WBCIS) সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, যার দ্বারা কৃষিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা খারাপ আবহাওয়ার কারণজাত ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১১ থেকে এপর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ৩১৬২২.৯৫০ হেক্টর জমিতে ৩২,৬৬৭ জন কৃষককে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মোট ৪৪৯৪ লক্ষ টাকার বিমা হয়েছে এবং এর প্রিমিয়ামে রাজ্য সরকারের অংশ হিসেবে ২৪৪ লক্ষ টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে।

১৬) উদ্যানপালন ব্যবস্থার অধীনে কৃষকদের ভিতর ২৩৫০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়েছে।

১৭) উদ্যানজাত শস্য আবাদের ক্ষেত্রে বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বেশি করে জল পাওয়ার উদ্দেশ্যে মোট ১৯৫টি জল সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

## বিগত ছয় বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

- দার্জিলিং জেলায় ফুল চাষ বিশেষত সিমবিডিয়াম অর্কিডের আবাদ ২০১২-তে শুরু হয়েছে। বর্তমানে পুষ্পল গাছের সংখ্যা ১৭০০০।
- এই অধিকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মংপু ও লাটপাঞ্চর-এ ২৭৪ একর জমিতে মান্দারিন অরেঞ্জ-এর চাষ শুরু হয়েছিল, বর্তমানে এর পরিধি বৃদ্ধি করে রংপো ও মানসং-এও এর চাষ হবে ।
- রবার খেতের জমির পরিমাণ ১৫৯.৩৮ একর থেকে বাড়িয়ে ৩৫৮.৪২ একরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং রবার শিট ও রবার স্ক্র্যাপ-এর উৎপাদনও অনেক বেড়েছে।
- বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসূচি এবং নিয়োগ বৃদ্ধি কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাটন ও অয়েস্টার মাশরুম চাষ এর সূচনা করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের যেমন, চিরতা বা টালিসপত্রী প্রভৃতির চাষ। ইপিক্যাক ও সিঙ্কোনা চাষের জমির ৪৫% বৃদ্ধি।
- সুগন্ধি উদ্ভিদ যেমন, সিট্রোনেলা, লেবু ঘাস, ভেটিভার ও পাটচৌলি-র চাষ এবং এইসব গাছ থেকে সুগন্ধি তেল নিষ্কাশন।
- বাণিজ্যিকভাবে কফি, বড়ো এলাচ ও কিভি-র চাষ শুরু হয়েছে এবং এর জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯.৬০ একর, ৫৩.৭৩ একর ও ৩০.৩১ একর।
- ৯০০০ মিটার আবাদি রাস্তার উন্নয়ন।
- ৪৫% শ্রমিক কলোনি-তে পাইপে পানীয় জল সরবরাহ।
- ৬ বছরে ৮৫ একর এলাকায় সবুজায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ।
- প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট, ১৯৫১ অনুযায়ী ১৩১ (একশো একত্রিশ)টি আদর্শ শ্রমিক গৃহ নির্মাণ।
- বিপুল পরিমাণে সিঙ্কোনা গাছের শুকনো ছাল এবং ইপিক্যাক-এর শুকনো শিকড় বিক্রয় করে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এই অধিকারের অধীনস্থ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর রিসার্চ নার্সারি-তে মূল্যবান ভেষজ উপাদানযুক্ত বন্য উদ্ভিদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- অন্যান্য উদ্যানপালন সংক্রান্ত শস্য যেমন, স্ট্রবেরি, পারসিম্মন (হালুয়াবেড়), হাইব্রিড অরেঞ্জ (নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া-র), হাইব্রিড আপেল (কম ঠান্ডা প্রয়োজন), জাপানি পিচ, জাপানি পিয়ার, অ্যাপ্রিকট (খুরপানি), আখরোট (হাইব্রিড), জুনার, বুনো রশুন (জিম্বু), রোজমারি, ঝাল লংকা, চেরি (জাপানি), চেস্টনাট, মোনাক্কা, পিয়ার (আলুবোখরা), আপেল (সিমলা), ড্রাগন ফ্রুট প্রভৃতি পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্পমাত্রায় শুরু করা হয়েছে।
- রবার প্রক্রিয়াকরণ, সুগন্ধি উদ্ভিদ থেকে প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাশন প্রভৃতির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুগন্ধি উদ্ভিদ থেকে তেল নিষ্কাশন।
- সরকারি কুইনাইন কারখানার সংস্কার।
- আবাদ এলাকার সৌন্দর্যায়ন।
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প-র সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, আবাদি শস্যের চাষ, ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ, ভার্মি-কম্পোস্টিং ইউনিটের উন্নয়ন, পলি-হাউস নির্মাণ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে।

## ২০১১ থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে সাফল্য :

- এই রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের জন্য ন্যাশনাল মিশন অব ফুড প্রসেসিং-এর বরাদ্দ করা মোট ২৫.৬৩ কোটি টাকার তহবিলের ভিতর ২৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- ২৭ অগস্ট ২০১৪-এর হিসাব অনুযায়ী এই রাজ্য সারা ভারতে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে।
- মোট ৬৮টি খাদ্য ইউনিটকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১০ কোটি টাকা ও এইসব ইউনিটে প্রায় ৪৩৪৯ জন ব্যক্তির নিয়োগের সুযোগ করা হয়েছে।
- গতিময় ওয়েবসাইট (www.wbfpih.gov.in)-এর মাধ্যমে ই-আবেদন।
- সরকারি সার্ভার (www.wbfpih.gov.in)-এ সংশোধিত ওয়েবসাইটটি ২০ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে কাজ শুরু করেছে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প জরিপের জন্য হেল্প ডেস্ক—এই দপ্তর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে সুযোগসুবিধা বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সেইসঙ্গে ১৭.১২.২০১২ থেকে ১৫.০৩.২০১৩-এর ভিতর প্রশ্নের উত্তর/ব্যাখ্যা দেবার জন্য একটি 'হেল্প ডেস্ক' তৈরি করেছে।
- বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭-এ অংশগ্রহণ এবং ৪৪ সংখ্যক মৌ-এ স্বাক্ষর যার ফলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৭১৯ কোটি টাকার।
- নতুন উদ্যোগ: ওয়েস্ট বেঙ্গল কমপ্রিহেনসিভ পলিসি অন পোস্ট হারভেস্ট প্রসেসিং অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ২০১৬-এর পুরনো এন এম এফ পি অনুযায়ী যেসব সুবিধা পাওয়া যেত, শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি খসড়া নীতি তৈরি করেছে — অনুমোদন বাকি আছে।

# চিত্রপঞ্জি


মেট্রো ডেয়ারি লিমিটেড ১ ২

মিলেনিয়াম এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড ৩ ৪

মেসার্স এস এ এক্সপোর্ট ৫ ৬

শিব ইন্ডাস্ট্রিজ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড ৭ ৮

মেসার্স ইয়ামজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড ৯ ১০

মেসার্স রাজ ফুড প্রোডাক্টস ১১

মেসার্স রামকৃষ্ণ ঘি ১২ ১৩

লাটপাঞ্চরে কমলালেবুর বাগান ১৪ ১৫

মংপুতে এমডিপি পদ্ধতিতে জাভা সিট্রানেলার পাতন ১৬ ১৭

ইপিকাক চাষ ১৮

রবার চাষ ১৯

স্ট্রবেরি চাষ ২০

সিমবিডিয়াম চাষ ২১

সিঙ্কোনা চাষ ও রোপণ ২২


১


২


৩

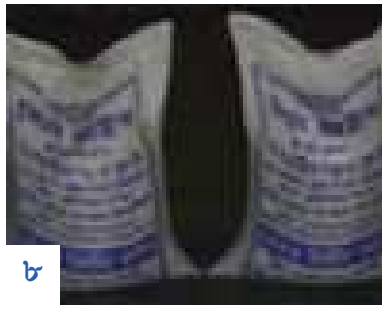

৪

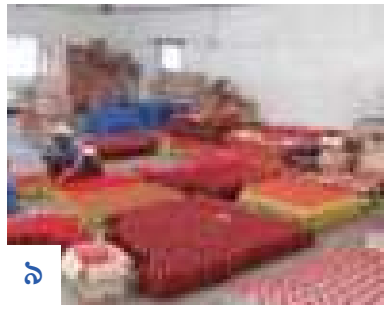


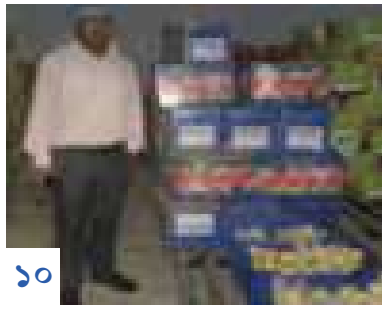
৫


৬


৭


৮


৯


১০


১১


১২



১৩



১৪



১৫



১৬



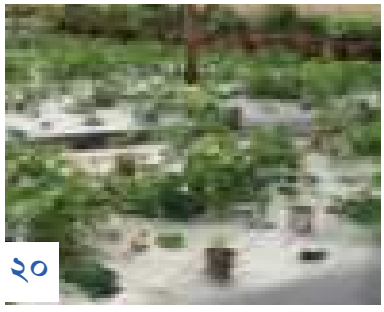
১৭



১৮



১৯



২০



২১



২২



বন

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

**পশ্চিমবঙ্গের বনদপ্তর রাজ্যের ১১,৮৭৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অরণ্য অর্থাৎ মোট ভৌগোলিক এলাকার ১৩.৩৮% দেখাশোনা করে। ২০১১-২০১৭ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল— :**

- ২০১১ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে এই রাজ্যের বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৮১০ বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ ৪.২৯% যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপন ১৫০ বছরের পুরোনো— ডিসেম্বর ২০১৪ সালে এই ডাইরেক্টরেট '১৫০ বছরের বনবিদ্যা ১৮৬৪-২০১৪' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।
- ২০১১-১৭ সালের মধ্যে এই দপ্তর অরণ্য এলাকার মধ্যে **৭২,৬৯৭ হেক্টর বনাঞ্চল বৃদ্ধি** করেছে। পাশাপাশি ব্যবহারে মৃত্তিকা ও আর্দ্রতা সংরক্ষণের কাজও হয়েছে। চিরাচরিত নার্সারিগুলির প্রায় সম্পূর্ণ মজুত ক্ষমতার পরিবর্তে এই বিভাগ ২ কোটি রোপণযোগ্য চারা উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন 'আধুনিক নার্সারি' নির্মাণ করেছে।
- **যৌথ বনাঞ্চল পরিচালনার** উদ্যোগে, এই সময়ের মধ্যে এই অধিকার ১১৪.০৩ কোটি এফপিসি, কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিলিবণ্টন করেছে এবং দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জেএফএমসি-র বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, ২০১১ সালের ২৭ মে থেকে '**সবুজশ্রী**' প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রত্যেক নবজাতককে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল, শিশুর সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির একটা আবেগের বন্ধন তৈরি করা এবং ভবিষ্যতে ওই গাছটি থেকেই আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পথ সুগম করা। রাজ্যের প্রতিটি ব্লক স্তরে চালু হওয়া এই প্রকল্পে, ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত, ২ লাখেরও বেশি চারা বিলি হয়েছে।
- রাজ্যের বন দপ্তরের হস্তক্ষেপে পরিচ্ছন্ন গঙ্গা প্রকল্পে ৫৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং ২০১৬-র শেষ দিকে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে।
- বন অধিকার-এর অধীনে বন্যপ্রাণ বিভাগ রাজ্যের ৪৬৯২ বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত এলাকা দেখাশোনা করে, যা রাজ্যের মোট ভৌগোলিক এলাকার ৫.২৮ %। ২০১৩ সালে এই সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ছিল ৪.৫৬ %। সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা চিন্তাভাবনা করে দুটি নতুন বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়েছে। **১) 'ওয়েস্ট সুন্দরবন ডব্লু এল এস'** সুন্দরবনের মূল প্রজাতির বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২০১৩ সালে তৈরি হয়। **২) 'পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য'** উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির গাজলডোবায় জলচর ও পরিযায়ী পাখিদের জন্য ১৪.০৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে।
- সবচেয়ে বড় সাফল্যের কথা হল গন্ডার এবং হাতি সংরক্ষণের বিষয়। **গন্ডারের সংখ্যা ২৫৫ (২০১৫) এবং হাতির সংখ্যা ৭০৮ (২০১৪)**-এ পৌঁছেছে। যা গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে **'ক্যামেরা ট্র্যাপ'** প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখা গেছে, গভীর অরণ্যে বাঘের সংখ্যা বেশ ভালই রয়েছে। এই প্রথম, রাজ্যে, ২০১২ সালে, কুমির গণনার কাজ হয়েছে।
- জেআইসিএ-র সহযোগিতায় ৪০৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে ২০১২-র ২৪ অগস্ট **পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (ডব্লুবিএফবিসিপি)** চালু হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপন ইউনিট এই কাজটি ৬০০টি জেএফএমসি-র মধ্যে করছে। ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত মোট অরণ্যায়নের এলাকা বৃদ্ধির পরিমাণ গভীর বনাঞ্চলে ১২৩৫৮ হেক্টর এবং সামাজিক বনাঞ্চলে ৯৩৪ হেক্টর।

- বন অধিকার-এর অধীনে জেআইসিএ প্রকল্পে রাজ্যের ডাউহিলের পশ্চিমবঙ্গ বন বিদ্যালয়টির প্রসারণ এবং পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে। বন অধিকার-এর মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে পরিকাঠামোর সুযোগসুবিধা তৈরির লক্ষ্যে হিজলিতে ২০১৬-র ১১ ফেব্রুয়ারি স্টেট ফরেস্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর উদ্‌বোধন করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম বাস্তব এবং আর্থিক পরিমাপকগুলির নতুন উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে। ২০১৪ সালে এই নিগমের পরিবেশ পর্যটনের সুযোগসুবিধা নেওয়ার জন্য অন লাইন বুকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সল্টলেকে, ২০১৪-র জুলাইতে, নতুন কর্পোরেট অফিসের উদ্‌বোধন হয়েছে। ২০১৭ সালে শুরু হয়েছে বনজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য ই-নিলাম এবং এটি একটি বড় সাফল্য।
- রাজ্যের ১১টি চিড়িয়াখানা দেখাশোনার দায়িত্ব হস্তান্তর করে ২০১২-র এপ্রিলে **ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটি** তৈরি হয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় যেখানে প্রাণীরা থাকে, সেগুলির আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের পুনরুজ্জীবনের কাজও হয়েছে। যা এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল চিড়িয়াখানা হিসেবে চিহ্নিত। দার্জিলিং-এ বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম-এর পুনর্গঠনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০১৬-র ২১ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে **বেঙ্গল সাফারি-র** উদ্‌বোধন হয়েছে। টোপকেদারায় নতুন সংযোজিত এলাকায় রেড পান্ডা এবং স্নো লেপার্ডের সংরক্ষণ ও প্রজনন-এর কাজ শুরু হয়েছে। **সুন্দরবন বন্যপ্রাণ উদ্যান** এবং ঝড়খালিতে ব্যাঘ্র উদ্ধারকেন্দ্র চালু হয়েছে।
- ২০১৪ সালে **রাজ্য বন উন্নয়ন এজেন্সি** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য সমস্ত কাজের সঙ্গে এটি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং সাংসদ তহবিলের অর্থে বনাঞ্চলে চারা লাগানোর কাজ করছে। ২০১৫-র মে থেকে রাজ্যের ২০টি ইকো-টুরিজম কেন্দ্রের অনলাইন সংরক্ষণ এবং অর্থপ্রদানের পথ চালু হয়েছে। তাকদা, পোখরিয়াতার এবং চিমনিতে ইকো টুরিজম ইউনিট চালু হয়েছে।
- **পশ্চিমবঙ্গ বর্জ্য জমি উন্নয়ন নিগম** গত কয়েক বছর ধরে ইসিআই, রঘুনাথপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর, হাওড়া রোড অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন, কারিগরি শিক্ষা, কেএমডিএ, ভূমি, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সল্টলেক স্টেডিয়াম, রাজারহাটের কোল ইন্ডিয়া কমপ্লেক্স এবং কোস্ট গার্ডের জন্য ভূ-সৌন্দর্যায়নের কাজ করছে। রাজারহাটের ইকোপার্ক, ইকোপার্কের হরিণালয় পার্কের উন্নয়নেও এর ভূমিকা রয়েছে এবং গড়বেতায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

# চিত্রপঞ্জি


১ বিগত ৪ বছরে ৪৬.৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বনসৃজনের জন্য আধুনিক নার্সারি এবং চারা রোপণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে

২ দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের নতুন কেন্দ্র চালু হয়েছে। বননিগমের উদ্যোগে অনলাইন বুকিং শুরু হয়ে গেছে

৩ অবলুপ্তির প্রান্ত থেকে ফিরে এসে পশ্চিমবঙ্গে এখন গন্ডারের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৩৬-এ



১



২

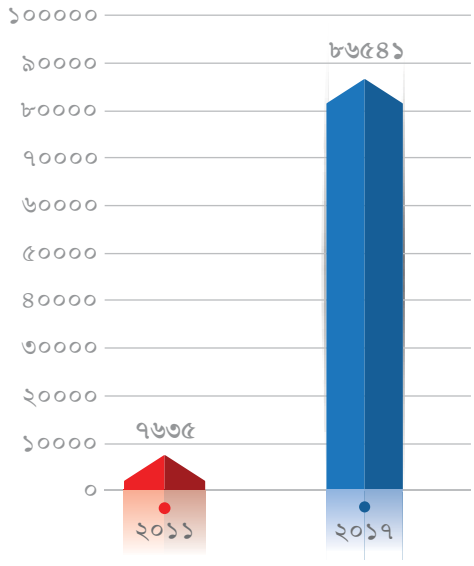


৩



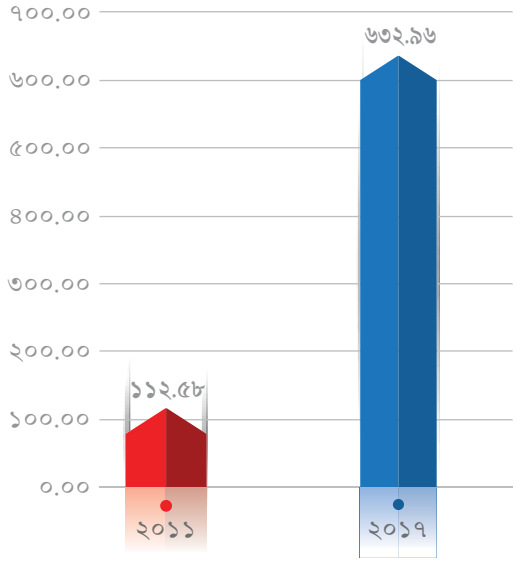
# আবাসন

### অর্থনেতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি/গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পের অবস্থা গত ছয় বছরে



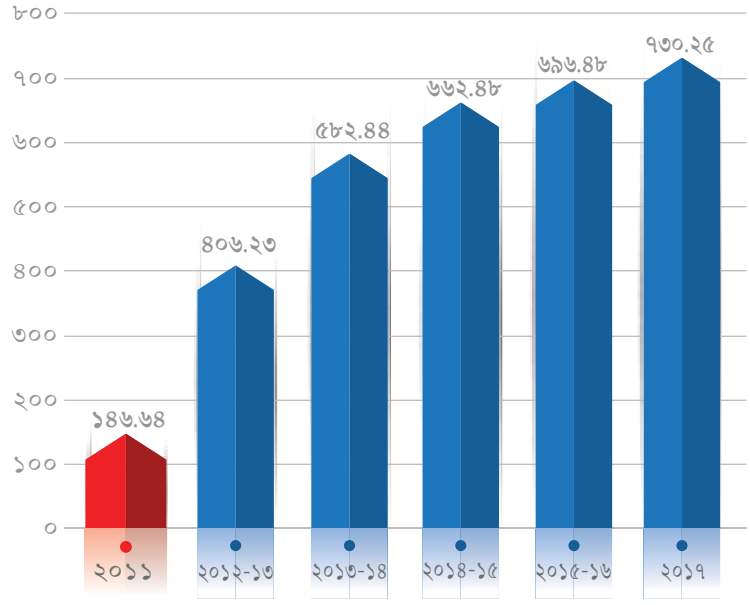

অনুমোদিত গৃহের সংখ্যা

### অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি/গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পে গত ছয় বছরে মোট ব্যয়ের আর্থিক অবস্থা




বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় (কোটি টাকায়)

## বিগত ছয় বছরে
## আবাসন বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পে ব্যয়ের
## আর্থিক পরিস্থিতি




খরচ (কোটি টাকায়)

## ২০১১-র মে থেকে আবাসন দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- **অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্য গৃহ তৈরি :**

আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিতে রাজ্যের নতুন প্রকল্প **'গীতাঞ্জলি'** চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে সমতল এলাকায় সুবিধাপ্রাপকদের একক প্রতি ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পাহাড়, সুন্দরবন এবং জঙ্গলমহল এলাকায় অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

**সাফল্য :**

| ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ মে পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭৬৩৫ | ৫০২৪১ | ৩৪৪৭৬ | ৪২৫৩২ | ৬৫৩৯৪ | ৮৬৫৪১ | ১১৯২৬ |

২০১১-র মে থেকে শুরু করে ২,৯৮,৭৪৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে এই লক্ষ্যমাত্রা : ১,০০,০০০ ইউনিট। নিউটাউন অঞ্চলে **'গীতাঞ্জলি'** আবাসন প্রকল্পে ৭২০টি ফ্ল্যাট হিডকো এলাকার জমি ও গৃহহারা মানুষের মধ্যে বন্টন করার জন্য WBHIDCO-কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

- **জাতীয় ও রাজ্য সড়কে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি :** যাত্রীদের (মূলত মহিলাদের) সুবিধার জন্য বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির ধারে স্নানাগার, শৌচালয়, বিশ্রামাগার, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, নৈশআবাস এবং রেস্টুরেন্ট সহ **সাতষট্টি** (৬৭) টি 'পথসাথী' নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলির সবকটিই সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী/সোসাইটি/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটন নিগম বা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছে।
- **কর্মরতা মহিলাদের জন্য নতুন হস্টেল**

  ২০১৭-র মার্চ পর্যন্ত কর্মরতা মহিলাদের জন্য পাঁচটি নতুন হস্টেল নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং সেগুলি বণ্টনের কাজ শুরু হয়েছে।

  এগুলি হল —

  ক) অনন্যা, দুর্গাপুর — ৪০ টি শয্যাবিশিষ্ট;

  খ) স্বয়ংসিদ্ধা, সল্টলেক — ৪৪টি শয্যাবিশিষ্ট;

  গ) ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর — ৭৬টি শয্যাবিশিষ্ট;

  ঘ) বনমালি নস্কর রোড, কলকাতা — ৬১টি শয্যাবিশিষ্ট;

  ঙ) বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা — ৩৪টি শয্যাবিশিষ্ট;

- **মহিলাদের নতুন হস্টেল তৈরির কাজ চলছে :**

১) রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা — **৩৪**টি শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা-শেষ পর্যায়ে);

২) মালবাজার, জলপাইগুড়ি — **৬১**টি শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা-শেষ পর্যায়ে);

৩) এইচ কে শেঠ রোড, কলকাতা — **৭৬**টি শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা-কাজ চলছে);

৪) সি এন রায় রোড, কলকাতা — **১২৩**টি শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা-কাজ চলছে);

- **রোগীর আত্মীয়স্বজনের জন্য নৈশাবাস**

রোগীর পরিবারের সদস্যদের অল্প সময় থাকার জন্য নিম্নলিখিত সরকারি হাসপাতালগুলিতে **নৈশাবাস** নির্মাণ করা হয়েছে।

১) এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা — ১০০ শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা—চালু হয়েছে)

২) ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — ৯০ শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা—চালু হয়েছে)

৩) মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা — ৭২ শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা—চালু হয়েছে)

৪) বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — ৯০ শয্যাবিশিষ্ট (অবস্থা—নির্মাণের শেষ পর্যায়ে)

- **সরকারি কর্মীদের জন্য মাসিক ভাড়াভিত্তিক আবাসনের উন্নয়ন**

রাজ্যে ১০৪টি সরকারি আবাসনে মোট ১২,১৯১টি ফ্ল্যাট বিশেষ ধরনের মেরামতি এবং আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে **কলকাতায় ৩৫টির** মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে। বাকি থাকা আবাসনটির মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ হবে। কিছু জেলা এবং মহকুমায় বাকি আবাসনগুলি নতুন করে তৈরির কাজ চলছে।

- **মাসিক ভাড়াভিত্তিক আবাসন প্রকল্পে নতুন ফ্ল্যাট তৈরি**

**নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে :**

১) দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার — ২৪টি ফ্ল্যাট

২) কলকাতার লেক গার্ডেন্স — ৮টি ফ্ল্যাট

৩) বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর — ৪৮টি ফ্ল্যাট

৪) ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবা — ২৪টি ফ্ল্যাট

৫) বাঁকুড়ার খাতরা — ৬০টি ফ্ল্যাট

৬) বর্ধমানের দুর্গাপুর সিটি সেন্টার — ৩০টি ফ্ল্যাট

৭) পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি — ২৪টি ফ্ল্যাট

৮) পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল — ৩২টি ফ্ল্যাট

৯) দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর — ৩০টি ফ্ল্যাট

১০) কোচবিহারের রাইস মিল ক্যাম্পাস — ৮৮টি ফ্ল্যাট

**শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে :**

১. পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ১৬ টি ফ্ল্যাট

২. পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ১২ টি ফ্ল্যাট

৩. কোচবিহারের রাইস মিল ক্যাম্পাস ২৪ টি ফ্ল্যাট

৪. সল্টলেকের স্বয়ম্ভরা ২৪ টি ফ্ল্যাট

৫. আসানসোলের শীতলা ৪৮ টি ফ্ল্যাট

৬. পশ্চিম মেদিনীপুরের বড়পাথর ৯৬ টি ফ্ল্যাট

৭. কলকাতায় এ কে মুখার্জি রোড ২৪টি ফ্ল্যাট

- **সাধারণ সুবিধার মান বৃদ্ধি**

  ক) কুষ্ঠিয়া পাবলিক রেন্টাল হাউজিং এস্টেট, খ) রিজেন্ট পার্ক রেন্টাল হাউজিং এস্টেট ও গ) রিজেন্ট পার্ক পাবলিক রেন্টাল হাউজিং এস্টেট — এই তিন জায়গায় প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

- **সরকারি কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প "আকাঙ্ক্ষা"**

  সরকারি কর্মীদের যাঁদের নিজস্ব বাসস্থান নেই, দপ্তর তাঁদের জন্য বিভিন্ন শহরে, ৫০০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করবে। এই ফ্ল্যাট তাঁদের কাছে শুধুমাত্র নির্মাণ খরচের ভিত্তিতে, লাভ না করে বিক্রি করা হবে। প্রথম পর্যায়ে, নিউটাউনে ৫৭৬টি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। ৪২২ জনের হাতে ইতিমধ্যেই বণ্টনপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ১৫৪ জনের হাতেও তা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বেলগাছিয়াতে খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

# চিত্রপঞ্জি


১ গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পে সুবিধা-প্রাপ্ত বিকর্ণ দে

২ এন আর এস হাসপাতালে নৈশাবাস

৩ উত্তর ২৪ পরগনার তেঁতুলিয়ার পথসাথী

৪ ইব্রাহিমপুর রোডে কর্মরতা মহিলাদের জন্য হস্টেল



১



২



৩



৪



# বিচার

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষ-এ রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটের আওতাধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়স্বরূপ ১২৯,০০,০০,০০০/- (একশত ঊনত্রিশ কোটি টাকা)-এর একটি তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ-এ অর্জিত বিশেষ কৃতিত্বগুলি নীচে বর্ণিত হল :

- অন্যান্য কেন্দ্রীয় সহায়তা পোষিত পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতাধীনে আদালত ভবন নির্মাণ এবং জেলা ও নিম্ন আদালতগুলির বিচারক/বিচার আধিকারিকদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য সংশোধিত ৬০ : ৪০শতাংশ —কেন্দ্র/রাজ্য অংশীদারিত্ব অনুপাত (৬০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অংশীদারিত্ব) স্বরূপ ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় অংশীদারিত্ব হিসাবে ভারত সরকার এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের অংশীদারিত্বস্বরূপ আদালত ভবন নির্মাণের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিচার-আধিকারিকদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে মোট ২০,০৯,০০,৪৫০/- (কুড়ি কোটি নয় লক্ষ চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)-এর একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯,১৭,৫১,৮০০/- (নয় কোটি সতেরো লক্ষ একান্ন হাজার আট শত টাকা মাত্র)-এর তহবিল প্রদান করা হয়েছে আদালত ভবন নির্মাণের জন্য এবং ১৭,৯১,০৯০/- (সতেরো লক্ষ একানব্বই হাজার নব্বই টাকা মাত্র)-এর তহবিল প্রদান করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিচার-আধিকারিক আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য।

- চলতি আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের ১০০০ (এক হাজার) বিচার-আধিকারিকের জন্য নতুন ল্যাপটপ কেনার ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের অনুকূলে ৬,৭১,৭৯,৭৯৯/- (ছয় কোটি একাত্তর লক্ষ ঊনআশি হাজার সাতশত নিরানব্বই টাকা)-এর একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে।

- চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের বিচার-আধিকারিকদের সার্ভিস বুক ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ৩৯,৭৮,০৮০/- (ঊনচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার আশি টাকা)-এর একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে।

- চলতি আর্থিক বছরে জেলা আদালতগুলির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৪,৮৮,৩৪,১৭০/- (চোদ্দ কোটি অষ্টআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত সত্তর টাকা)-এর একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে।

- কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৪,৫৭,৬৭,১৯০/- (চোদ্দ কোটি সাতান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত নব্বই টাকা)-এর একটি তহবিল প্রদান করা হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ নির্মাণের জন্য ৩৫২,২৪,১২,০৩২/- (তিনশত বাহান্ন কোটি চব্বিশ লক্ষ বারো হাজার বত্রিশ টাকা)-এর প্রশাসনিক অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১,০০,০০,০০০/- (এগারো কোটি টাকা) প্রদান করা হয়েছে।



শ্রম

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

শ্রম দপ্তর হল সরকারের অন্যতম প্রধান একটি দপ্তর যার মূল কাজ হল :

কর্মী নিয়োগ সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগ-যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মীদের সুস্থ এবং সমৃদ্ধতর জীবনযাপনের লক্ষে নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য বিনিয়োগ-বান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন করা।

## এই দপ্তরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হল :

### ১) সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭ (এস এস ওয়াই)

- অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য যে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্প চালু ছিল, সেগুলি নিবন্ধীকরণ ও সেগুলির মাধ্যমে সুবিধাপ্রদান, পর্যায়ক্রমিক সুবিধা নিরূপণ ও অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সুবিধা প্রাপকদের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক ছিল অপরদিকে পরিকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করছিল। পরিকল্পগুলিকে একত্রিত করে একটি সাধারণ, সুসমঞ্জস পরিকল্পে রূপদান করা হয়। তার নাম হয় **সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭**। চালু পরিকল্পগুলিতে যে ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধাপ্রদান করা হয়েছে, সেই একই হারে সকল কর্মীকে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১ এপ্রিল, ২০১৭ থেকে কার্যকরী হয়েছে।
- দেশে এই প্রথম এমন একটি বিমা চালু হল যেখানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, স্বাস্থ্য বিমা, মৃত্যু ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের একটি সুসংহত প্যাকেজ যা রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের সবার জন্যই প্রযোজ্য।
- এই প্রকল্প প্রণয়নে বিধি এবং নির্দেশিকাগুলি যেমন অনেক সহজ করা হয়েছে, তেমনি এর পাশাপাশি অর্থ মঞ্জুর এবং অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও মহকুমা স্তরে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটিকে সফল করা হয়েছে, এযাবৎ যা কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল।
- অবিবাহিত কন্যাসন্তানদের প্রাক-স্নাতক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা বা সমমানের দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এই রাজ্যে সর্বপ্রথম কন্যাসন্তানদের জন্য বিশেষ সুবিধাদায়ক একটি অনন্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে, প্রথমতঃ কন্যাসন্তানের উচ্চ শিক্ষা লাভ এবং বিয়ের বয়সে বিলম্ব ঘটানো।
- এই প্রথম সম্পূর্ণ অক্ষমতা এবং আংশিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে অক্ষমতা বিমাকে এক নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে।
- সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য সমানভাবে প্রতিবছর চিকিৎসা বাবদ প্রদেয় অর্থ ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে, ২০,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বছরে ৬০,০০০ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২) **যাবতীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কিত ডেটাবেসের সমরূপতা**

- দেশের প্রথম একটি উদ্যোগ হিসেবে প্রতিটি সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য একটি অভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা পরিচয় নম্বর বা এস এস আই এন চালু করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন ডেটাবেসের সাদৃশ্য নির্ণয় করে, একত্রিত করে এবং ডি-ডুপ্লিকেট করে একটিমাত্র ডেটাবেস তৈরি করা হচ্ছে এবং রেজিস্ট্রেশন, সংগ্রহ, দাবি ও প্রাপ্য অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ অনলাইনে হবে।

- সমস্ত সুবিধাভোগীকে এস এস আই এন-সহ একটি সামাজিক মুক্তি কার্ড প্রদান করা হবে।

৩) **সমর্থন**

মার্চ, ২০১৭-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সমর্থন' প্রকল্প চালু করেছে। যে সমস্ত শ্রমিক/কর্মচারী নভেম্বর, ২০১৬-তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমুদ্রাকরণের দরুন অন্য রাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এসেছেন তাঁদের ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য স্বরূপ এককালীন এই অনুদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই শ্রমিকরা এই অনুদানের সঙ্গে যে কোনও প্রকল্পের সুবিধাও গ্রহণ করতে পারেন, যার সুবাদে তাঁদের স্থায়ী উপার্জন হতে পারে।

৪) **নিশ্চিন্তে ব্যবসা পরিচালনা**

- নিশ্চিন্তে ব্যবসা করার জন্য বহু নজিরবিহীন সংস্কার করা হয়েছে এবং এই দপ্তর নিশ্চিন্তে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ১০৮টি বিষয়ের মধ্যে ১০৬টি সফলভাবে রূপায়িত করেছে, আর এভাবেই রাজ্যের মধ্যে সেরা কর্মযোগ্যতা প্রদর্শনকারী বিভাগগুলির মধ্যে অন্যতম এবং দেশের মধ্যে সেরা কর্মযোগ্যতা প্রদর্শনকারী শ্রম দপ্তরগুলির মধ্যে অন্যতম হয়েছে।

- দোকান/প্রতিষ্ঠান/ইউনিট/স্বত্ত্বাধিকারীদের জন্য ১৮টি পৃথক শ্রম আইনের আওতাভুক্ত রিস্ক-প্রোফাইলিং, পরিদর্শন নিয়মাবলি এবং স্ব-শংসাপত্র-এর উপর একটি নীতি রূপায়ণ করা হয়েছে, যার দরুন এই দপ্তরের প্রশাসনিক বোঝা অনেকাংশে কমে যাবে এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণজনিত বোঝাও কমে যাবে প্রভূত পরিমাণে। এই নীতি দেশে উদারতম নীতিগুলির অন্যতম।

- বয়লার এবং ইকোনোমাইজারদের জন্য একটি স্ব-শংসাপত্র প্রকল্প চালু হয়েছে, সেই স্ব-শংসাপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে প্রতিষ্ঠান দ্বারা বয়লারসহ উত্তপ্ত স্থানের আয়তন ১০০০ বর্গ মিটার বা তার বেশি কিনা। এছাড়াও তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন প্রকল্পও চালু হয়েছে।

- কারখানার লাইসেন্স অনুমোদনের সময়সীমা ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করা হয়েছে, যার ফলে দপ্তর এবং কারখানাগুলির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বোঝা বহুলাংশে কমে যাবে।

৫) **এমপ্লয়মেণ্ট ব্যাঙ্ক**

- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালের ২৬ শে জুলাই কর্মসংস্থান ব্যাঙ্কের শুভারম্ভ করেছেন, এটি নিয়োগকর্তা এবং চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে একটি অনলাইন সেতু হিসাবে কাজ করছে।
- এটি রাজ্যের নিজস্ব একটি ইন্টারনেটভিত্তিক জব পোর্টাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের এটি এক অভিনব ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগ, এর উদ্দেশ্য হল সরকার - নাগরিক, সরকার - ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকার - সরকার পরিষেবা প্রদান।
- এই পোর্টাল একদিকে যেমন রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের চাকরির সুযোগের দুয়ার উন্মুক্তকরণে প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে, তেমনি অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে চাকরি প্রদানকারীদের প্রয়োজন পূরণে বিশেষভাবে রূপায়িত অনলাইন মডিউল প্রদান করবে।
- ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস পোর্টাল (এন ইএসপি) বন্ধ হওয়ার ফলে এখন কেবল এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কর্ম বিনিময়-এর নতুন রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।
- বর্তমানে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৪,৫৯,২৩৩ কর্মপ্রার্থী তাদের বিশদ বিবরণ নথিভুক্ত করেছেন। প্রাপ্ত খবরানুসারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্তকারী ১০ লক্ষেরও বেশি কর্মপ্রার্থী চাকরি পেতে সক্ষম হয়েছেন।

৬) **যুবশ্রী**

- নথিভুক্ত ১ লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকার আর্থিক সাহায্যকল্পে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে এই প্রকল্পটি চালু করেছেন।

৭) **প্রতিটি জেলায় একটি নিবিড় শ্রম কার্যালয় স্থাপন**

ক) এই বিভাগের লক্ষ্য হল প্রতিটি জেলায় একটি করে ভবন তৈরি করা, যেটির চৌহদ্দির মধ্যে থাকবে ডাইরেকটরেটগুলির ফিল্ড অফিস, কোর্ট প্রভৃতি।

খ) শিলিগুড়িতে এবং আসানসোলে এই ধরনের আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয় তৈরির কাজ চলছে।

গ) ৩১ অগাস্ট, ২০১৫ তারিখে আসানসোলের কন্যাপুরে একটি ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করা হয়েছে। আসানসোলে ওয়েল্ডার্সপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে, যার সুবাদে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষমতা এবং সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

**এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক এবং যুবশ্রীর অবস্থানগত বিবরণ**

| রেজিস্ট্রিকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা (পুঞ্জীভূত) | উপকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা (পুঞ্জীভূত) | এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিবদ্ধকারীর সংখ্যা | জীবিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা | যুবশ্রী প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ৩১.০৩.২০১৭ | ৩১.০৩.২০১৭ | | | |
| ২৩২৪৪০ | ১৩৮২৩১ | ২৪৫৯২৩৩ | ৯৯৭৬২ | ২৬৬৩৪৯০০০ |

**সমর্থন :** প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :

| | রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | এ পর্যন্ত উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | প্রদত্ত অর্থ (টাকা কোটিতে) |
|---|---|---|---|
| মোট | ১১৭২৭ | ১১৭২৭ | ৫৮.৬৩৫ |

# চিত্রপঞ্জি



১



২



৩



৪

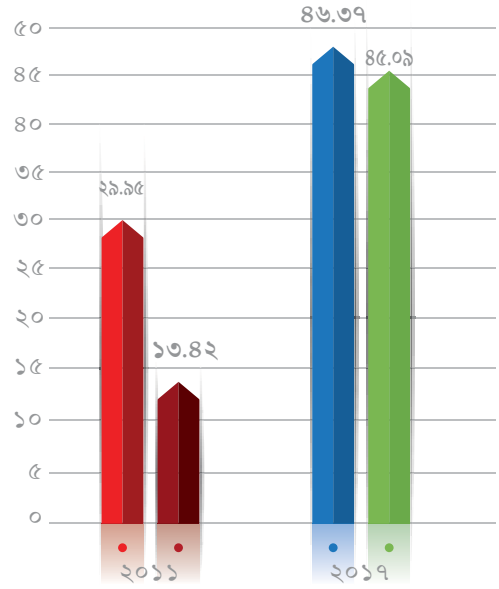


৫



# জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

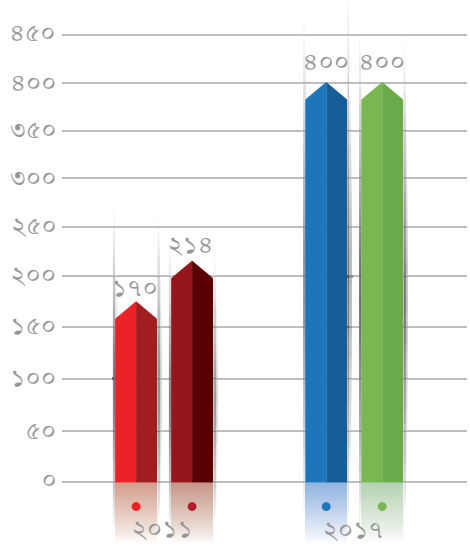
জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের আওতাধীন গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর সম্পর্কিত নানান পরিকল্পনা খাতের অধীনে বিভিন্ন আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ এবং তহবিল প্রদানের অবস্থা




পরিকল্পনাখাতে বাজেট সংস্থান (কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা খাতে বাজেট ব্যয় (কোটি টাকায়)

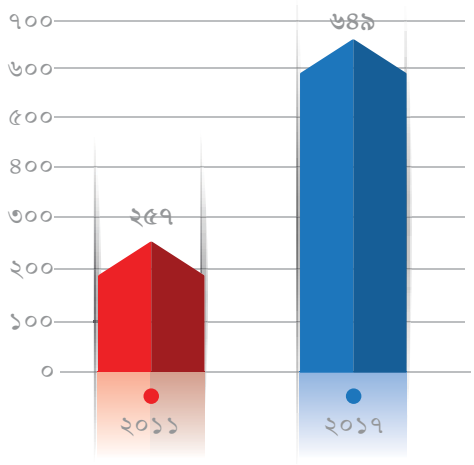
রাজ্য পরিকল্পনায় তহবিল প্রদান-চিত্র



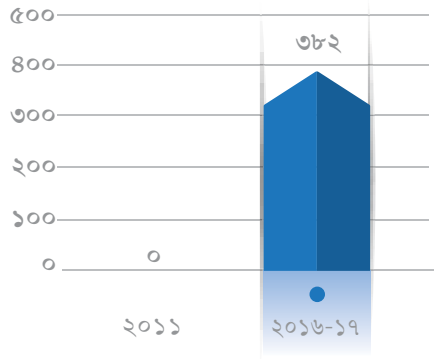

গ্রন্থাগারের সংখ্যা

অর্থ রাশি (লক্ষ টাকায়)

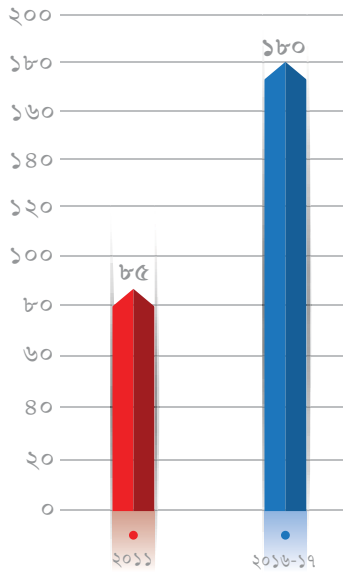
কমপিউটারকরণ কর্মসূচি



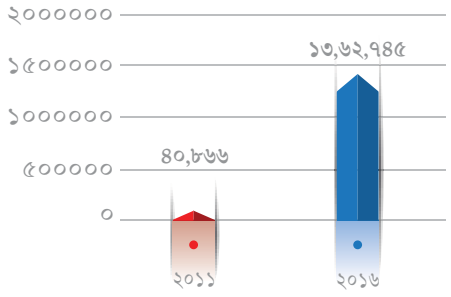

গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স কেন্দ্র




বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তথ্যকেন্দ্র সমূহ




গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক বিতরণ (সংখ্যা লক্ষে)




স্বাক্ষর হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের সাফল্য

### প্রথম অংশ

১) রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলির পরিচালন পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে। শিক্ষাগত পরিবেশ পরিচ্ছন্নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গুণগত পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা আনা হয়েছে;

২) বাঁকুড়া স্টেট ওয়েলফেয়ার হোমের জন্য ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ডর্মিটারি ভবনের নির্মাণকাজও শেষ হয়েছে;

৩) পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই স্টেট ওয়েলফেয়ার হোম ফর গার্লস-এর বাড়ি তৈরির জন্য ১.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ওই ভবন নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির অর্থও প্রদান করা হয়েছে;

৪) সাক্ষর ভারত কর্মসূচি এখন রাজ্যের ৯টি জেলায় চালু হচ্ছে। জেলাগুলি হল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া;

৫) অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ৪৯ লক্ষের বেশি নিরক্ষর মানুষকেও পুরুলিয়া প্রাথমিক সাক্ষরতা পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪০ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করা হয়েছে;

৬) রাজ্য এবং মহকুমা পর্যায়ে ট্যাবলোসহ পদযাত্রার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়ে সচেতনতা প্রচারের আয়োজন করা হয়েছিল। সারা রাজ্য জুড়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ ৫০ তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিটি আয়োজিত হয়েছে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে;

৭) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে ২০১৫-১৬ সালে রাজ্য পর্যায়ের স্পোর্টস মিট আয়োজিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাজ্য পর্যায়ের স্পোর্টস মিট-এ ৭০০-এর বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছিলেন; এই বছর তৃতীয় রাজ্য পর্যায় মিট কলকাতায় আয়োজিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৮০০;

৮) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার সুবাদে তাদের স্কুলের ব্যাগ ও স্কুলের জুতো প্রদান করা হয়।

৯) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের রেফারেন্স বই প্রদানের জন্য একটি নতুন পরিকল্প চালু করা হয়েছে;

১০) জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশেষ বিদ্যালয়গুলি এবং সমাজ কল্যাণ হোমগুলিকে প্রাসঙ্গিক ডেটাসহ জি আই এস ম্যাপে দেখানো হয়েছে।

১১) অনুমোদনহীন এবং পোষকবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এককালীন অনুদানের পরিকল্প চালু করা হয়েছে;

১২) প্রতিবন্ধী এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির আবাসিকদের শিক্ষাগত ভ্রমণের জন্য অনুদান অনুমোদন করা হয়েছে;

১৩) জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির আবাসিকদের জন্য তদারকি অনুদানে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাসিন্দা পিছু প্রতি মাসে ১২৫০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা করা হয়েছে;

১৪) সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলিতে আবাসিকদের থাকার নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ বয়সসীমার নিয়মাবলি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পরিবর্তিত নির্দেশাবলি অনুসারে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দারা তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করা পর্যন্ত বা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যেটি আগে হবে সেই সময় পর্যন্ত থাকতে পারবেন;

১৫) জেলাগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্য সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলিতে আবাসিকদের থাকার সংখ্যা ৬৯৯৫ থেকে বাড়িয়ে ৭৫৮৭ করা হয়েছে;

১৬) জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে হস্টেল ভরতুকি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের আনুসঙ্গিক ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে যথাক্রমে শিক্ষার্থী পিছু প্রতি মাসে ১০০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা এবং শিক্ষার্থী পিছু প্রতি বছর ৪০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা ;

১৭) নবম শ্রেণী এবং তার উঁচু শ্রেণিতে পাঠরত ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তির হার এবং শিক্ষার্থীর পারিবারিক আয়ের মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে;

১৮) স্কুলগুলি এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের আঁকা গ্রিটিংস্ কার্ড নববর্ষ ২০১৭ উপলক্ষে ছাপানো হয়েছিল;

১৯) ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোমগুলির আবাসিকদের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে। মাননীয় মন্ত্রীগণ ও সম্মানীয় ব্যক্তিগণ পুরস্কার প্রাপকদের হাতে শংসাপত্র এবং পুরস্কার তুলে দিয়েছেন;

২০) বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, আইসিটি-এর প্রণয়ন বিষয়ে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মিড-ডে মিল প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছে;

২১) সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলির শিক্ষার্থী এবং ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;

২২) সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলির ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পের বিষয়ে নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;

২৩) মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ এই ৪টি জেলায় আরও ভাল নজরদারির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মালদা জেলায় গণশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্‌বোধন করেছেন ;

২৪) বিশেষ স্কুলগুলির উন্নয়ন, সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলির কর্মীদের বদলির নীতি তৈরি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলগুলির কর্মীদের জন্য স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

## গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের সাফল্য

### প্রথম অংশ

### এক ঝলকে

### মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২

- ২০১১-১২ সালে জঙ্গলমহল এলাকায় ১৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য একলাফে বহুগুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৯২.৪৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১১-১২ সালে দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ৪টি গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের জন্য ৭৪.৫৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।
- ২০১১-১২ সালে তপশিলি জাতি/জনজাতি অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি ৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা পেয়েছে।

### এপ্রিল ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৩

- ২০১২-১৩ সালে জঙ্গলমহল এলাকায় ২০টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ১.৫২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ১৩টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ১.২৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ সালে তপশিলি জাতি/জনজাতি অঞ্চলে ৩৫টি সাধারণ গ্রন্থাগার ১.৫১ কোটি টাকা পেয়েছে।
- সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের বেতন প্রদান প্রতি মাসের পয়লা তারিখে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই বেতন প্রতিটি কর্মীর নামে পৃথকভাবে সরকার অধিগৃহীত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে 'জিরো ব্যালান্স স্যালারি অ্যাকাউন্টে' সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

### এপ্রিল ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৪

- ২০১৩-১৪ সালে জঙ্গলমহলে ৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারকে মোট ৩৯.১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ১৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ১.৯৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ সালে তপশিলি জাতি/জনজাতি অঞ্চলে অবস্থিত ৮২টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৫.৮২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার যথাযোগ্যভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে ।

## এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫

- জঙ্গলমহল এলাকায় ৮৪টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ২৪ লক্ষ টাকার তহবিল গঠনের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- পার্বত্য অঞ্চলে ৯৯টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ১.২২ কোটি টাকার তহবিল গঠনের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- তপশিলি জাতি/জনজাতি অঞ্চলে অবস্থিত ৭৪৩টি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য মোট ৫.৩২ কোটি টাকার তহবিল প্রদান করা হয়েছে।
- রাজ্যে বিদ্যমান সরকারি এবং সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়নির্বাহে রাজ্য সহায়তা করছে।
- রাজ্যে ৬৮২টি বহু পুরনো বেসরকারি স্পন্সর্ডহীন গ্রন্থাগারকে তাদের পরিকাঠামো এবং পুস্তক সংগ্রহের উন্নতির জন্য থোক আর্থিক অনুদান (১৩৮.২৩ লক্ষ টাকা) দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।
- রাজ্যে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে চিহ্নিত এলাকায় নব্যসাক্ষর মহিলা পড়ুয়াদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনসংখ্যার পড়ুয়াদের গ্রন্থাগারে আগমন বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে মহিলাদের জন্য প্রায় ৪০ টি কর্নার খোলা হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস দ্বিতীয়বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে।
- নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সামগ্রী উপলব্ধের জন্য ৭টি সাধারণ পাঠাগারে অধ্যয়নকেন্দ্র খোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

## এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬

- পুস্তক অনুদানে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৩৮২৮ কোটি টাকা
- আনুষঙ্গিক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০১৯৩ কোটি টাকা।
- মডেল গ্রন্থাগারের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- রাজ্য পর্যায়ে তৃতীয় বর্ষ সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।
- রাজ্যে বিদ্যমান সরকারি এবং সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহে রাজ্য সহায়তা করছে।
- রাজ্যে ৮০১টি চালু পুরনো বেসরকারি, স্পনসর্ডহীন গ্রন্থাগারগুলিকে তাঁদের পরিকাঠামো এবং পুস্তক সংগ্রহের উন্নতির জন্য থোক আর্থিক অনুদান (৯১.২১ লক্ষ টাকা) দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

- রাজ্যে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে চিহ্নিত এলাকায় নব্য সাক্ষর মহিলা পড়ুয়াদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনসংখ্যার পড়ুয়াদের গ্রন্থাগারে আগমন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে মহিলাদের জন্য ৪২ টি কর্নার খোলা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' রূপায়ণের লক্ষ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির তরফে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হয়েছে।

**এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৭**

- সারা রাজ্যে ৩২৬টি খালি পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- সমস্ত গ্রন্থাগারে প্রথমবার সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।
- সমস্ত গ্রন্থাগারে জিও-ট্যাগিং সম্পূর্ণ হয়েছে।
- বিষয়গত ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়েছে। রেফারেন্স পুস্তক কর্নারকে শক্তিশালী করার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ।
- ৪০০ গ্রন্থাগারকে কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে। অর্ডার ইস্যু হয়ে গেছে।
- রাজ্যে ১০৩৬টি বেসরকারি, স্পনসর্ডহীন গ্রন্থাগারকে তাদের পরিকাঠামো এবং পুস্তকের উন্নয়নের লক্ষ্যে থোক আর্থিক অনুদান (১.৭৬৪ কোটি টাকা) প্রদান করা হয়েছে।
- 'বিইউএসএসইউ' স্ব-ইংরেজি শিক্ষা সফ্‌টওয়্যার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে স্থাপিত হয়েছে, শীঘ্রই যার উদ্‌ঘাটন শুরু হবে।
- বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ২০ জন পড়ুয়ার জন্য সাইবার কর্ণার যা সাধারণের জন্য শীঘ্রই খুলে দেওয়া হবে।
- ডিজিটাল গ্রন্থাগারের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
- ২০১৭ বর্ষে ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ দিবস বেছে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি রাজ্যের প্রতিটি গ্রন্থাগারে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।
- এনইউএলএম প্রকল্পের অধীনে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং ১৬টি পৌরসভায় শীঘ্রই এটি চালু হবে।
- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কাজ চালু হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গে মডেল গ্রন্থাগারের ভাবনা চূড়ান্ত হয়েছে এবং ৮০টি গ্রন্থাগারে এই কর্মসূচি আই পি এল এম-এর সহায়তায় শুরু হয়েছে।
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য পদক্ষেপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি

**(গ্রন্থাগার)**


১ ২০১৩ সাল থেকে উদ্‌যাপিত হওয়া সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস জনসাধারণের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে

২ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেন্স কর্মহীন যুবক-যুবতীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে

৩ গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য কেন্দ্রগুলি পড়ুয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছে

৪ গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য কেন্দ্রগুলি পড়ুয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছে

৫ রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

৬ রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান



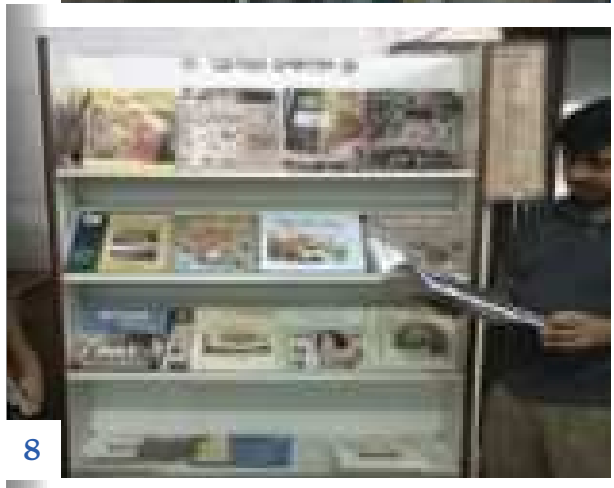
১



২



৩



৪



৫



৬

# চিত্রপঞ্জি

**(জনশিক্ষা প্রসার)**


১ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ ৫০তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন

২ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা ৪.৫.২০১৭-এ মালদায় জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্‌বোধন

৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে একযোগে হুগলির প্রবর্তক সংঘ ওয়েলফেয়ার হোমের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

৪ বাঁকুড়া ওয়েলফেয়ার হোমের নবনির্মিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডর্মিটরি ভবন

৫ কলকাতায় ওয়েলফেয়ার হোমগুলির বাসিন্দাদের রাজ্য পর্যায়ের স্পোর্টস মিট, ২০১৭

৬ সাক্ষর ভারত কর্মসূচির আওতাধীন মালদা জেলায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন

# ছবি



১


Government of West Bengal
Regional Office of the
Directorate of Mass Education Extension, Malda

২



৩



৪



৫



৬



# উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

## জুন ২০১১ থেকে মে ২০১৭ সময়সীমার মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি

**এই বিভাগের পথচলার শুরু থেকে গৃহীত মোট নতুন প্রকল্পগুলির সংখ্যা হল ১৫০৯, এর মধ্যে ১০৬৮টি প্রকল্প মে ২০১৭-এর মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে।** মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭ এই সময় সীমার মধ্যে এই দপ্তরের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা নিচে বলা হল।

এই দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং নিরন্তর নজরদারিতে এই দপ্তরের **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের** অর্থে ৩৬১টি চালু প্রকল্প/স্কিম-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬৩টি স্কিমের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে । জেলাশাসকের প্রস্তাবিত ৩৩টি স্কিম সহ বাকি ৯৮টি স্কিমের মধ্যে ৩১টি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকি স্কিমগুলি রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। আশা করা হচ্ছে দুটি স্কিম মার্চ ২০১৮-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

গত পাঁচ বছরে উত্তরবঙ্গে সার্বিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত ক্ষেত্রকে এই দপ্তর দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে । এই দপ্তরের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নিচে তুলে ধরা হল।

**রাস্তা ও সেতু**

ক) **দার্জিলিঙের বিজনবাড়িতে বেইলি সেতুর** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

খ) চোপড়া ব্লকের **ভাটনালা সেতুর** নির্মাণকাজ, ইউ ইউ পি-এর একটি অসমাপ্ত স্কিমও সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) গোয়ালপোখর-২নং ব্লকের লাহিলে সেতু নির্মাণকাজ, ইউ ইউ পি-এর অসম্পূর্ণ স্কিম সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) গোয়ালপোখর-২নং ব্লকের অধীনে পিতানি নদীর ওপর নেতারঘাট সেতুর নির্মাণকাজ, ইউ ইউ পি-এর অসম্পূর্ণ স্কিমটিও সমাপ্ত হয়েছে।

ঙ) **উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে কাহালাইয়ে (খালে) সেতু নির্মাণকাজ (পাইল ভিতে)** সমাপ্ত হয়েছে, এই বিভাগ দ্বারা গৃহীত এই স্কিমের আনুমানিক ব্যয় ৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

চ) উত্তর দিনাজপুর জেলায় তিনটি নতুন বৃহৎ সড়ক স্কিমের নির্মাণকাজ, যেমন :

(i) চুড়ামোহন থেকে লালগঞ্জ সড়ক নির্মাণকাজ

(ii) বইতলা থেকে জয়হাট সড়ক নির্মাণকাজ

(iii) বারোদিঘিঘাট থেকে লালগঞ্জ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে, দপ্তরের এই কাজের ব্যয় ধরা হয়েছিল ১২৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা।

ছ) **ইস্টার্ন বাইপাস — শাহুডাঙি-আম্বারি ফালাকাটা-বেলাকোবা-গোশালা-৩নং গুমটি হয়ে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিকল্প রাস্তার** নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

জ) জলপাইগুড়ির সালুগাড়ায় **খোলাচাঁদ ফাফরি গ্রামে সাহু নদীর ওপরে আরসিসি সেতুর** নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ঝ) জলপাইগুড়ির **সালুগাড়ায় ছোট ফাফরি গ্রামে সাহু নদীর ওপর আরসিসি** সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ঞ) চোপড়ায় হাঁসখালি সেতুর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ট) জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ঝুমুর নদীর ওপর সেতু নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঠ) জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে কালুয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছ।

ড) কোচবিহারের শালবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মরা রায়ডাক নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঢ) অন্যান্য **বৃহৎ সেতুর** নির্মাণকাজ, যেমন— **পারহরিপুরে সুই নদীর** ওপর সেতু, কছুয়া হাইমাদ্রাসার কাছে **গামারি নদীর** ওপর সেতু, দক্ষিণ দিনাজপুরে বালিকাপুর-কড়দহ রোডে **পুনর্ভবা নদীর** ওপর সেতু, **কোচবিহারে কালাজানি নদীর** ওপর সেতু এবং জলপাইগুড়ির **ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির অধীনে যুগভিটায়, সালু নদীর** ওপর সেতু নির্মাণের কাজ রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে এবং আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হবে।

ণ) ৯৮৯৭.০০ টাকা অনুমিত ব্যয়ে **মালদায় মানিকচকের ভুতনি সেতুর (১.৮ কি.মি. দীর্ঘ)** নির্মাণকাজের ৬৫ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

## শিক্ষা :

ক) **৬টি নতুন সরকারি কলেজের নির্মাণকাজ (ধূপগুড়ি, ঘোকসাডাঙা, নিশিগঞ্জ, বানারহাট (হিন্দি), মানিকচক এবং চোপড়া) সম্পূর্ণ হয়েছে। কুমারগঞ্জ কলেজের** নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়-এ এসে গেছে।

খ) **কুমারগঞ্জ, কুশমাণ্ডি এবং চোপড়ায়** বিভাগ দ্বারা গৃহীত **তিনটি আইটিআই**-এর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজে অর্থ যোগান দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং সংখ্যলঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধীনে খড়িবাড়িতে আইটিআই-এর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) **রাজগঞ্জ কলেজ, দেওয়ানহাট কলেজ, বক্সিরহাট কলেজ এবং এপিসি রায় কলেজের** সম্প্রসারণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) **কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রথম পর্যায়)** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঙ) **কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণকাজ (প্রথম পর্যায়) সম্পূর্ণ হয়েছে।**

চ) জলপাইগুড়ির বীরপাড়ায় **ফতেমা অ্যান্ড মেরি গোরেথি স্কুলের** উন্নয়নকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ছ) বিভাগ কর্তৃক গৃহীত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধীনে নকশালবাড়ি (হিন্দি) এবং ঘোষপুকুর, ফাঁসিদেওয়ায় দুটি ডিগ্রি কলেজের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

জ) **ফালাকাটায় লীলাবতী কলেজের এবং হলদিবাড়িতে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের** মেরামতি, সংস্কার এবং সম্প্রসারনের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে গেছে।

ঝ) আলিপুরদুয়ারে বীরপাড়া কলেজের মেরামতি, সংস্কার এবং সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ঞ) **মালদার সুজাপুরে পলিটেকনিক কলেজের** নির্মাণকাজ প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই কাজ ডিসেম্বর ২০১৭-এর মধ্যে শেষ হবে।

ট) কোচবিহারের **মাথাভাঙায় পলিটেকনিক কলেজের** নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

ঠ) জয়গাঁও কলেজ এবং আলিপুরদুয়ার কলেজের নতুন শিক্ষাভবনের নির্মাণকাজ শুরু হবে চলতি আর্থিক বছরে।

## ক্রীড়া :

ক) **জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস্ ভিলেজের** আপগ্রেডেশন সম্পূর্ণ হয়েছে, **বিভাগের এই দিশারি প্রকল্পটি** ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিষয়ক দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে এটি স্পোর্টস্ অথরিটি অব ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করেছে।

খ) **আলিপুরদুয়ারে ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ (৫০০০ আসন বিশিষ্ট) সম্পূর্ণ** হয়েছে।

গ) **কোচবিহারে, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় এবং মালদার চাঁচলে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য বিশদ প্রজেক্ট রিপোর্ট এখন প্রক্রিয়াধীন। এই প্রকল্পগুলির কাজ চলতি আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে, ডিপিআর চূড়ান্ত হলে এবং অর্থ দপ্তর তার মঞ্জুরি প্রদান করলেই কাজ চালু হবে।**

ঘ) **কোচবিহারে এমজেএন স্টেডিয়ামের এবং মালদায় বৃন্দাবন প্লে-গ্রাউন্ডে ফ্লাড লাইট এবং কমপাউন্ড লাইটনিং স্থাপনের বিশদ প্রজেক্ট রিপোর্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ চলতি আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে, ডিপিআর চূড়ান্ত হলে এবং অর্থ দপ্তর তার মঞ্জুরি প্রদান করলেই কাজ শুরু হবে।**

## পর্যটন :

ক) দার্জিলিং-এর **লামাহাটায়** উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ, পর্যটন ও বন দপ্তরের সহায়তায় **একটি পর্যটন হাব** স্থাপন করেছে এবং সেটি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২৭ শে জানুয়ারি ২০১৩ -এ উদ্‌বোধন করেছেন।

খ) কালিম্পঙে মর্গান হাউস, হিলটপ এবং তাসিডাঙা টুরিস্ট লজের মেরামতি ও সংস্কার কাজ এবং জলদাপাড়া ও মূর্তিতে তাঁবু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতা গ্রামের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওই স্থানের উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) কোচবিহারে মাথাভাঙার ভোগরামগুড়িতে ৪৬৮.৩৬ লক্ষ টাকা অনুমিত ব্যয়ে **ইকোট্যুরিজম এবং দমদমা ঝিল পরিবেষ্টনকারী পিকনিক স্পটের** উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

ঙ) দার্জিলিং-এর রায়ভিলার সংস্কার কাজের জন্য রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমকে ১৮২.০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দার্জিলিং-এ

থাকাকালীন **ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি** এবং অন্যান্য মূল্যবান রেকর্ডসমূহ সেখানে রাখা হয়েছে। এটি দার্জিলিং-এর ভ্রমণ ম্যাপের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

চ) **আলিপুরদুয়ারে প্যারেড গ্রাউন্ডের উন্নয়ন** কাজ শুরু হয়েছে।

ছ) শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে টয় ট্রেনের আনা এবং স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

## সংস্কৃতি :

ক) **বালুরঘাটে নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের** নির্মাণকাজ সমাপ্তির পথে।

খ) **রায়গঞ্জে রবীন্দ্রভবনের** সংস্কারমূলক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) **জল্পেশ গেস্ট হাউসের** সীমানার দেওয়াল নির্মাণকাজ সহ উল্লম্ব সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) **কোচবিহারের হলদিবাড়িতে একরামিয়া ইসালে সোয়াব মাজারশরীফ (হুজুর সাহেব)**-এর পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঙ) **শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চের** সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

চ) জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ির **শক্তিগড়ে রবীন্দ্রভবনের** সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ছ) **কোচবিহারে সর্বাধুনিক অডিটোরিয়ামের** নির্মাণকাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছে।

জ) **আলিপুরদুয়ারে অডিটোরিয়ামের** নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

ঝ) কোচবিহারের তুফানগঞ্জে, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমাণ্ডিতে রবীন্দ্রভবন অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্য বিশদ প্রজেক্ট রির্পোট চূড়ান্ত হয়েছে। **ডিপিআর চূড়ান্ত হলে এবং অর্থ দপ্তর সহমত হলেই এই প্রকল্প দুটির কাজ চলতি আর্থিক বছরেই শুরু হয়ে যাবে।**

ঞ) মালদায় রবীন্দ্রভবনের ব্যাপক মেরামতি ও সংস্কারের কাজ শুরু করার জন্য মালদার জেলাশাসককে ৫১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

## পরিকাঠামোর উন্নয়ন:

ক) ডাবগ্রামে **শান্তিনগর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন প্রকল্পের** কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই দপ্তর দ্বারা ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের এটি একটি অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। এর ফলে এই অঞ্চলে **প্রায় এক লক্ষ মানুষ** উপকৃত হয়েছেন।

খ) নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় **বহুমুখী অসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এটি অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গ) **মালদায় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) দক্ষিণ দিনাজপুরের **গঙ্গারামপুরে মার্কেট কমপ্লেক্সের (প্রথম পর্যায়)** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঙ) দার্জিলিং-এর কার্সিয়াং-এ টয়লেট ব্লকসহ **গাড়িধুরা পুলিশ ফাঁড়ির** দোতলা ভবনের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

চ) দার্জিলিং-এ **রিচমন্ড হিলের** (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাস) বিশেষ মেরামতি এবং সংস্কারমূলক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ছ) ফাঁসিদেওয়ার **বিধাননগরে ডিএসপি ট্রাফিক এবং পুলিশ বাহিনীর ব্যারাকের** দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

জ) **সুকনা ফরেস্ট রেস্ট হাউসের** বিশেষ মেরামতি এবং সংশ্লিষ্ট কাজ সহ সংস্কার এবং বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঝ) মাটিগাড়ায় হিমাঞ্চল বিহার-ফেজ-২-তে জি + ৫ স্টোরিড বিভাগীয় **গেস্ট হাউসের** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঞ) **আলিপুরদুয়ারে বৈদ্যুতিক চুল্লির** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ট) **বালুরঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি** নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঠ) রাজগঞ্জ ব্লকের অধীন **ডাবগ্রামে বৈদ্যুতিক চুল্লির** নির্মাণকাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে।

ড) এই **বিভাগের শাখা কার্যালয়** নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কাজ শুরু করেছে : **রায়গঞ্জ, মালদা, বুনিয়াদপুর, কার্শিয়াং এবং কোচবিহার।**

ঢ) **বুনিয়াদ, হরিরামপুরে (মার্কেট কমপ্লেক্স সহ) ও বুনিয়াদপুরে বাস টার্মিনাসের** নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ণ) কোচবিহার জেলায় ১১টি হাটের নতুন বাজার শেড নির্মাণের কাজ আরআইএফ-২১ -এর অধীনে গ্রহণ করা হয়েছে, এই কাজ শেষ পর্যায়-এ পৌঁছে গিয়েছে।

## পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প :

ক) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আওতাধীন নকশাল বাড়ি ব্লকের কিলারাম, কেতুগাবুর, বড় মুনিরাম সূরজবর, সৌবর ও ছোট মুনিরাম (আংশিক) এবং সংশ্লিষ্ট মৌজাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

খ) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লকের আওতাধীন বুধসিংহ মৌজা এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ফউদিগাছ মৌজা এবং তার সংলগ্ন মৌজাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আওতায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অধীনে মৌজা ভিস্তি, ভুবনগুড়ির চট, চৌপুকুরিয়া, ডালুর চট এবং হাল্লালের জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঙ) আলিপুরদুয়ারে ফালাকাটা ব্লকের আওতাধীনে বংশীধরপুর, কালীপুর, কাদম্বিনী টিজি এবং রায়চেঙ্গার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে গেছে।

চ) আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বক্সা দুর্গ এলাকায় অবস্থিত ভূতলভিত্তিক জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে।

ছ) জলপাইগুড়ি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে (দিনবাজারের সংঘশ্রী খেলার মাঠের কাছে) জল সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য পাম্প ও প্লাম্বিং মেশিন এবং পাম্প হাউস (৩টি) সহ ৩টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

জ) জলপাইগুড়ি পৌরসভায় ১৩, ১৪ এবং ২০ নং ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৩টি আয়রন দূরীকরণ প্লান্ট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

## সেচ এবং নদীবাঁধ সুরক্ষা-কাজ :

ক) জলপাইগুড়িতে করলা নদীবাঁধ সুরক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক কাজের জন্য সম্পূর্ণ তহবিল যোগান দিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই কাজ সেচ দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

খ) জলপাইগুড়িতে গদাধর খালের নিকাশী ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ) জলপাইগুড়ি জেলায় (ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা এবং রাজগঞ্জ ব্লক) আরআইডিএফ ২০-এর অধীনে এই দপ্তর দ্বারা গৃহীত ১১টি নদীবাঁধ সুরক্ষা কাজ এবং আলিপুরদুয়ারে (কুমারগ্রাম ব্লকে) ১টি প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ঘ) কোচবিহার জেলায় (দিনহাটা - ১, তুফানগঞ্জ - ১ ও ২, সিতাই, কোচবিহার - ১ ও ২ ব্লকে) আর আই ডি এফ ২০- এর অধীনে এই দপ্তর দ্বারা গৃহীত ১৩টি নদীবাঁধ সুরক্ষার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ঙ) দার্জিলিং জেলায় (মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া ব্লক) আরআইডিএফ ২০-এর অধীনে এই দপ্তর দ্বারা নদীবাঁধ সুরক্ষার ৭টি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

চ) আরআইডিএফ ২১ দ্বারা গৃহীত জলপাইগুড়ির গদাধর খালের নিকাশী বৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই তা শুরু হবে।

## স্বাস্থ্য :

এই বিভাগ জনসাধারণকে উন্নততর পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নয়নের সুযোগ দিতে এই ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এই বিভাগ জেলাগুলি থেকে পরিকাঠামো সংক্রান্ত সহায়তার জন্য বহু প্রস্তাব পাচ্ছে এবং সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহ প্রদান সহ এধরনের বহু কাজ হাতে নিয়েছে। এরকম বেশ কিছু গৃহীত উদ্যোগ বিশদে নীচে বলা হল :

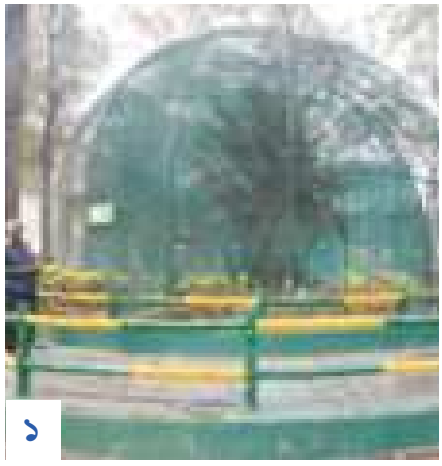
উত্তরবঙ্গে পাঁচটি জেলা হাসপাতালের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরকে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এগুলি হল :

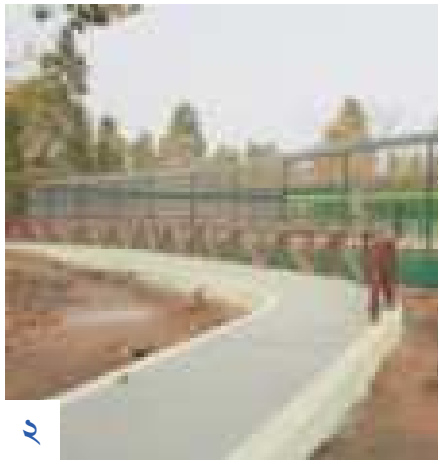
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ১০টি কম্পিউটার সেট সরবরাহ।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার উন্নতিকরণ।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মেরামতি ও সংস্কার কাজ।
- তৎকালীন দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের সংস্কার ও উন্নয়ন।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এসএনসিইউ-তে মায়েদের বসার জায়গার নব রূপদান এবং ল্যাবের ভিতরে টয়লেট তৈরির কাজ।
- জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য একটি মাহিন্দ্র বোলেরো প্লাস অ্যাম্বুল্যান্স ক্রয়।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ওটি (অর্থোপেডিক)-তে দুটি এসি মেশিন সরবরাহ এবং স্থাপন।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের সামনে রোগীদের অপেক্ষার জন্য শেড নির্মাণ।
- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে  সেপটিক ট্যাঙ্ক মেরামতি সহ সাধারণ এবং বায়োমেডিক্যাল বর্জ্যের জন্য সাধারণ সংগ্রহ ইউনিটের নির্মাণ।
- এমজেএন জেলা হাসপাতাল হেরিটেজ ভবনকে নতুন ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট ব্যবস্থাপনায় উন্নীত করা।
- মালদা মেডিক্যাল কলেজের মেরামতি এবং সংস্কারমূলক কাজ।

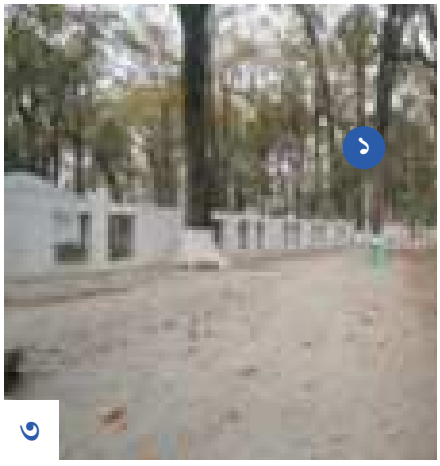
# চিত্রপঞ্জি


১ বানারহাট হিন্দি কো-ল্যাব
২ বেঙ্গল সাফারি
৩ বেঙ্গল সাফারি
৪ বেঙ্গল সাফারি
৫ বেঙ্গল সাফারি
৬ কালজানির ওপর সেতু
৭ কালুয়া ধূপগুড়ির ওপর সেতু
৮ মরা রায়ডাক নদীর ওপর সেতু
৯ চোপড়া কলেজ
১০ চোপড়া আই টি আই
১১ আলিপুরদুয়ারে শ্মশান
১২ আলিপুরদুয়ারে শ্মশান
১৩ কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
১৪ কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
১৫ কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
১৬ ঘোকসাডাঙা কলেজ
১৭ ধূপগুড়িতে গার্লস কলেজ
১৮ ধূপগুড়িতে গার্লস কলেজ
১৯ কুশমাণ্ডিতে আই টি কলেজ
২০ কুমারগঞ্জে আই টি কলেজ
২১ ইমেজ-৮৩১০
২২ লীলাবতী কলেজ
২৩ রায়গঞ্জে রবীন্দ্রমঞ্চ
২৪ রায়গঞ্জে রবীন্দ্রমঞ্চ
২৫ রাজগঞ্জ কলেজ

# ছবি

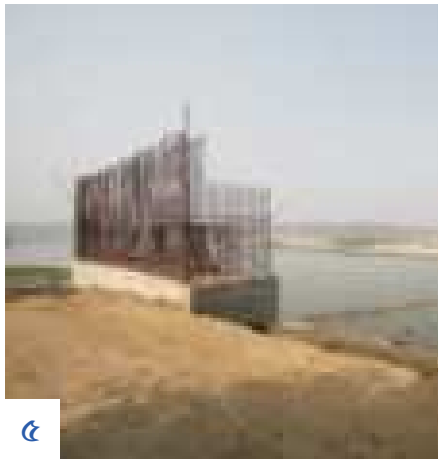

১

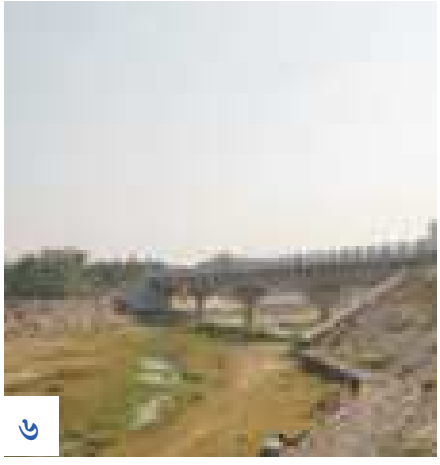

২

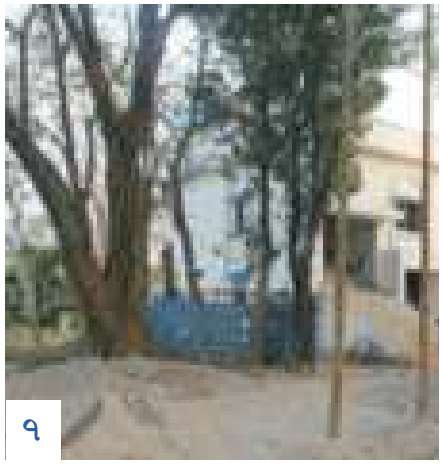


৩


৪


৫


৬


৭


৮


৯



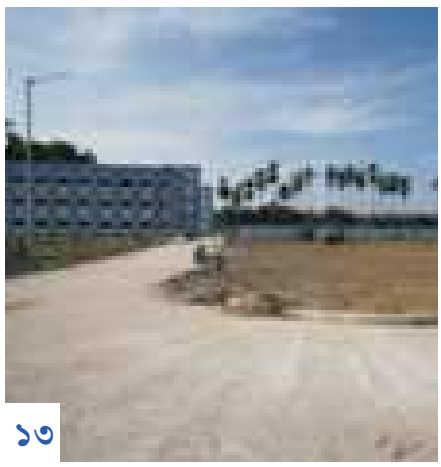
১০



১১



১২



১৩



১৪



১৫



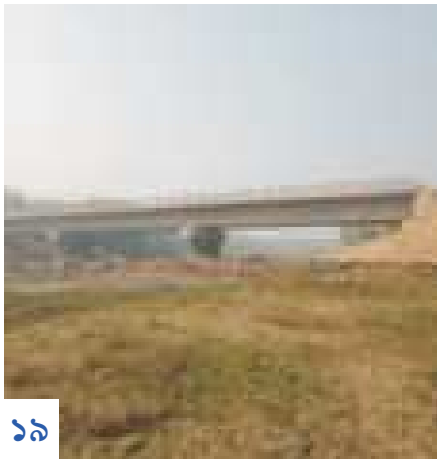
১৬



১৭



১৮



১৯



২০



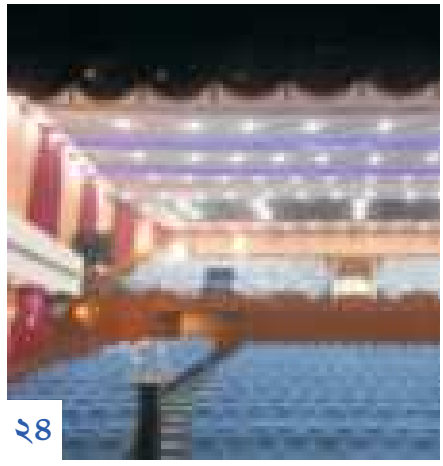
২১



২২



২৩



২৪



২৫




# পরিষদীয় বিষয়ক

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিষদ বিষয়ক বিভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ প্রতিযোগিতা পরিকল্প পরিচালনা করে চলেছে।
- এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল স্কুল ও কলেজ ছাত্রছাত্রীদের বিধানসভা এবং সংসদের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সচেতন করা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল যুবমানসে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সঞ্চারিত করা।
- ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতা যেমন নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, প্রেরণা দানের দক্ষতা, পরমত সহিষ্ণুতা, বাগ্মীতা, সমকালীন আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ইত্যাদি সম্পর্কিত উদ্ভাবনী চিন্তার বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি সহায়তা করে।
- এই কর্মসূচিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য এই বিভাগ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ভারতীয় সংবিধান এবং সংসদ ও বিধানসভা বিষয়ে যুব সংসদ কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
- কি আর্থিক পরিকল্পনায়, কি অর্থের উপযোগিতা সাধনে ২০১১ সাল থেকে এই পরিকল্পের পরিধি ও বৈচিত্র্য ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছে। ২০১০-১১ সালে এই পরিকল্পটির জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৪ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত বছরগুলিতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বেড়ে পৌঁছেছে ১০ কোটি টাকায় এবং এই বছরে তহবিল সদ্ব্যবহার হয়েছে ৮৯.৭৭ % ।
- বিভিন্ন পর্যায়ে এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ তহবিল এবং তার সদ্ব্যবহার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **২০১২-১৩ সাল থেকে স্কুল এবং কলেজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্যস্তরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার ভাষা মাধ্যমগুলি হল বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, নেপালি, উর্দু এবং সাঁওতালি। বিজয়ীদের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয়। বিজয়ীরা পুরস্কার হিসেবে পায় ২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা, পাশাপাশি যোগ্যতার শংসাপত্র এবং রবীন্দ্র রচনাবলির সমস্ত খণ্ড।**
- **২০১৪-১৫ সাল থেকে এই বিভাগ স্কুল এবং কলেজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি নতুন বিষয়-তাৎক্ষণিক বক্তৃতার সূচনা করেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাগ্মিতা ও বাচিক দক্ষতার ও সৃজনমূলক কল্পনার প্রসার কর্মসূচির উদ্দেশ্য, যা একজন ভালো সাংসদের গুণাবলির জন্য প্রয়োজন হয়।**
- **২০১৪-১৫ সালে থেকে চরিত্র গঠনের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়েছে।**
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেএ বংছ াত্রছাত্রীদেরম ধ্যেঅ ারো বশিড ৎসাহও অ াগ্রহস ঞ্চারক রারজ ন্য জলা,বি ভাগএ বংব. াজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থানাধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রদের জন্য আর্থিক পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে প্রতি ব্লকের/কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বরোর ৮টি স্কুলকে এর আওতায় আনা হয়েছে। প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজকে অনুদান হিসেবে ৬৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। মোট ৩৮৬৫টি স্কুল ও ৪৩০টি কলেজকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রত্যন্ত এলাকার জেলাগুলি থেকে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয় স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিজয়ীদের রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে সাড়ম্বরে সংবর্ধিত করা হয়। এর ফলে সর্বশেষ স্তরের পর্যায়টি শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে আরো বেশি অংশগ্রহণের একটি স্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়।

- এই বিভাগের যথাযথ নথিপত্র রাখার উপায় হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত প্রবন্ধগুলির সংকলনের প্রকাশ ও ভিডিওগ্রাফির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাফল্য

| বছর | অধিবেশনের সংখ্যা | সর্বমোট বিল পাশের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২০১১ | ৩ | ১৭ |
| ২০১২ | ৪ | ৩৯ |
| ২০১৩ | ৪ | ৩১ |
| ২০১৪ | ৩ | ২৭ |
| ২০১৫ | ৪ | ৩৭ |
| ২০১৬ | ৪ | ৬ (১৫ তম বিধানসভা) + ১৭ (১৬ তম বিধানসভা) |
| ২০১৭ মার্চ পর্যন্ত | ২ | ২১ |

# চিত্রপঞ্জি


১ সংবর্ধনা ১৬-১৭ যুব সংসদ প্রতিযোগিতা-স্কুল

২ সংবর্ধনা ১৬-১৭ যুব সংসদ প্রতিযোগিতা-কলেজ

৩ সংবর্ধনা ১৬-১৭



১



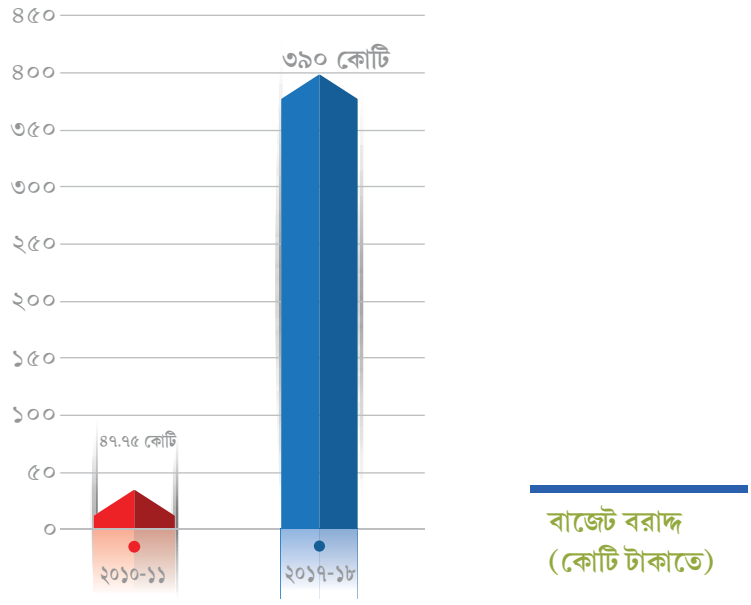
২



৩



# পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ


৪৫০
৪০০
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
৩৯০ কোটি
৪৭.৭৫ কোটি
২০১০-১১
২০১৭-১৮
বাজেট বরাদ্দ
(কোটি টাকাতে)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের ৭টি পিছিয়ে পড়া জেলার ৭৪টি ব্লকের মধ্যে ২৪টি বাম চরমপন্থী অধ্যুষিত ব্লক হিসেবে চিহ্নিত অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র — যেমন জল সংরক্ষণ, সেচ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা এবং কালভার্ট, পানীয় জল সরবরাহ ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবিকানির্বাহ প্রকল্প সহ বিভিন্ন স্কীম গ্রহণ করেছে। এক ঝলকে এই কাজ গুলি নিম্নরূপ :

- **বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি :** ২০১০-১১ আর্থিক বছরে বরাদ্দ বাজেট-এর পরিমাণ ৪৫.৭৫ কোটি টাকা থেকে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ১৩৪.৫৫% কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা শতাংশের হিসেবে ১৯৪% এরও বেশি। চলতি আর্থিক বছরে ২০১৭-১৮ সালে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ যোজনা খাতে ৩৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যা গত বছরের বরাদ্দ বাজেট বন্দোবস্তের তুলনায় শতাংশের নিরিখে ৪৪%-এরও বেশি।
- **জঙ্গলমহল প্যাকেজ :** জঙ্গলমহল প্যাকেজের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্গত সমস্ত প্রকল্প যথা ৯টি রাস্তা নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে।
- **গীতাঞ্জলি হাউজিং :** গীতাঞ্জলি হাউজিং স্কীম সম্পর্কিত এবং এ যাবৎ অনুমোদিত ৯৯১৩টি ইউনিটের মধ্যে ৯৩৩০টি ইউনিট সম্পূর্ণ হয়েছে।
- **জীবিকা বিষয়ক কর্মসূচি :** পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলার বনাঞ্চল বিহীন অঞ্চলে বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েক হাজার উপকারভোগী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে লাক্ষা চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অন্যান্য জীবিকা বিষয়ক কর্মসূচি যথা জৈব সবজি উৎপাদন, আঙুর চাষ, পেঁয়াজ চাষ, হলুদ চাষ, মুরগি পালন, ছাগল পালন, শালপাতার থালা তৈরি, পাঁপড় এবং মোমবাতি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের ভবন নির্মাণ :** সারা রাজ্যে বিগত তিনটি আর্থিক বছরে (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬) রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এবং যত বেশি সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন তৈরি করা যায়, সেই কারণে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ৬৮৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ৬৯৬টি কেন্দ্র এবং ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ৫৪৮টি অনুমোদিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য তিনটি আর্থিক বছরে মোট ১৪১.৮৯ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।
- **সেচ ও জলতীর্থ :** 'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৬৪টি চেক ড্যাম এবং জল সঞ্চয় কাঠামো তৈরির কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই সঙ্গে বেশ কিছু পুকুর এবং বাঁধ পুনঃখনন করা হয়েছে। বিভিন্ন রোটারি লিডারশিপ ইন্সটিটিউট স্কীম, গভীর নলকূপ এবং জলসঞ্চয় স্কীম, সেচ খালগুলিতে সেচ সম্ভবনার সংরক্ষণ/পুনরুদ্ধারের স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। সেচের ক্ষেত্রে ৬৭৬টি স্কীমের জন্য আনুমানিক ৭৬ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

- **বার্ষিক এ্যাকশান প্ল্যান :** পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের আওতাভুক্ত ৭৪টি ব্লকের প্রতিটি ব্লককে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে এক কোটি টাকা করে অনুমোদন করা হচ্ছে।

- **পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ**-জেলা পরিষদ মেগা প্রকল্প : পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের আওতাভুক্ত জেলাগুলিতে বৃহৎ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অঞ্চলে প্রতিটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে মেগা পরিকল্প কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

- **যোগাযোগ ব্যবস্থা :** পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ অঞ্চলে অধিকতর ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য অসংখ্য রাস্তা, ব্রিজ/সেতু, কালভার্ট, গার্ডওয়াল প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের তহবিলের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে।

- **শিক্ষা :** শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, কলেজ ভবন নির্মাণ, হস্টেল ভবন, ল্যাবরেটরি এবং গ্রন্থাগার, শৌচালয় এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ৩৬২টি পরিকল্পের জন্য আনুমানিক ৭৬.৭৭ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

- **পানীয় জল :** বিগত বছরগুলিতে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ৯০০টি ইন্ডিয়ান মার্ক-II টিউবওয়েল স্থাপন, বর্ধমান জেলায় ১০টি ব্লকে রিগের মাধ্যমে গভীর নলকূপ খনন ও নদীবক্ষে নলকূপ খনন এবং পুরুলিয়া জেলার ১৮টি বসতি অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং ৬৬টি বিদ্যালয়ে ফ্লোরাইড নিষ্কাশন প্লান্টের স্থাপন, বাঁকুড়া জেলার খাতরা মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৩৩২টি নলকূপ খনন, ঝাড়গ্রামে ৯টি ইন্ডিয়া মার্ক-II টিউবওয়েল এবং MDTW সহ ১২৪টি সাবমার্সিবল পাম্প বসানো মেজিয়ারা এবং বর্ধমানের সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে জল সরবরাহ স্কিমের উন্নতিসাধন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ২৫৫১ টি বিভিন্ন স্কীমে আনুমানিক ৪৬.২৯ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

- **স্বাস্থ্য :** পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের এলাকায় ১৫টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্প যথা দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন স্কিমে, রায়পুর গ্রামীণ হাসপাতাল, আমাদের হাসপাতাল, খাতরা জেলা সদর হাসপাতাল চত্বরে ব্লাডব্যাংক, পুরুলিয়ার পারাতে লোকেশ্বরানন্দ আই ফাউন্ডেশনের উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়ে একটি রেফারেল চক্ষু হাসপাতাল, লালগড়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৮৩টি স্কিমের জন্য আনুমানিক ৩০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- **সাংস্কৃতিক কাজকর্ম :** পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয় বিভাগ জঙ্গলমহল অঞ্চলে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে উৎসাহ দান করে। জঙ্গলমহল উৎসব ২০১৪ থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলকে (ধামসা, মাদল) প্রদান করা হচ্ছে।

# চিত্রপঞ্জি

৪

১ তালডাংরার খয়রাশোল হয়ে তালডাঙা থেকে নতুনগোড়া রোড নির্মাণে জয়পণ্ডা নদীর ওপর আরসি বক্স ব্রিজ তৈরি।

২ চন্দনকাঁটা থেকে পুবরোখিয়া খেমাজোলি পুকুর, রামপুরহাট ১, বীরভূম পর্যন্ত রাস্তা তৈরি।

৩ বর্ধমান জেলার বারাবনি ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গঠন।

৪ পুরুলিয়া জেলার আরশা অঞ্চলে বুলানতান্দ গ্রামে ১২৫ মি.মি × ১১৫ মি.মি. ব্যাসার্ধের টিউবওয়েল খনন।

৫ বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুরের আসনবনি কাজলকুরা এস এম হাইস্কুলে প্রথমতল ও দ্বিতীয়তল (প্রতিটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট) সহ একক হস্টেল ভবন নির্মাণ।

৬ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা - III অঞ্চলে ওরগাঁজা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যানিকেতনের প্রথমতলের ভবন নির্মাণ।

# ছবি



১



২



৩



৪



৫



৬



# পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন পরিকল্প (এমপিএলএডি) :

- ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তহবিলের ভিত্তিতে সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন পরিকল্প-এর তহবিল সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত রাজ্যের মধ্যে **দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানাধিকারী**।
- ০১.০৪.২০১৫-তে পোর্টাল প্রবর্তনের সময় থেকে সমস্ত জেলা জুড়ে বিভিন্ন পরিকল্পের উন্নত তত্ত্বাবধানের জন্য এমপিএলএডিএস-এর **নতুন সুসংহত ওয়েব পোর্টালের** ব্যবহার, উন্নতি, প্রশিক্ষণ ও **রূপায়ণের কাজে সমন্বয়কারী** বিভাগ হিসাবে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান বিভাগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে।
- পরিকল্পসমূহ (স্কিম) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার জন্য এই বিভাগ **এমপিএলএডিএস রূপরেখার বাংলা সংস্করণ** ২০১৫ সালের মে মাসে প্রকাশ করেছে এবং ব্লকস্তর পর্যন্ত বইগুলোর কপি বণ্টন করা হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ সালে একটি স্বতন্ত্র সংস্থার মাধ্যমে কলকাতা পৌর নিগমসহ সমস্ত জেলার ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে সম্পাদিত পরিকল্পগুলিকে **তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরিদর্শন ও গুণমান যাচাইয়ের কাজ** পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান বিভাগ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

### বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বি ই ইউ পি) :

- বিধানসভার সদস্যরা যাতে তাদের নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন পরিকল্প বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন করাতে পারেন সেজন্য রাজ্যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য (বিধায়ক : ২৯৪ + মনোনীত সদস্য) প্রতি অর্থবর্ষে তাদের নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ৬০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পরিকল্পের সুপারিশ করতে পারেন।
- পঞ্চদশ বিধানসভার কার্যকালে (২০১১-২০১৬) অর্থাৎ ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের সময়কালে ৮৮৪.১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল। মোট অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৩৪১৬০টি।
- ২০১৬ সালের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের পর ষোড়শ বিধানসভা গঠিত হয় (২০১৬-২০২১)। ষোড়শ বিধানসভার কার্যকালে (২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮) ১৬১.১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত পরিকল্পের সংখ্যা ৩৬৩৯।

## ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান (আইএপি)/জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যান (জেএপি) :

### ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান :

- অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তার রাজ্য বিষয়ক অংশের অধীনে কিছু নির্দিষ্ট জনজাতি অধ্যুষিত ও পশ্চাৎপদ জেলা সমূহে (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) উন্নয়নের বাধা দূর করার লক্ষ্যে ২০১০-১১ সালে সুসংহত কর্ম পরিকল্পনা চালু করা হয়।
- ২০১৩-১৪ সালে ভারত সরকার দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ের জন্য 'বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা' শীর্ষক পরিকল্পের মাধ্যমে সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিকল্পের মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া

ও পুরুলিয়া-প্রতি জেলার জন্য ১০ কোটি টাকা করে অনুমোদন করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মোট প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৮, ৮৫ এবং ৭৪।

**জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যান :**

- চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অধীনস্থ কেন্দ্র-পোষিত পরিকল্প (CSS) ও কেন্দ্রীয় সহায়তার পুনর্গঠনের সময় বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা শীর্ষক পরিকল্পটি কেন্দ্রীয় সহায়তা থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার রাজ্যের অধীনে পরিকল্প গ্রহণ করে এবং রাজ্য বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু বীরভূম জেলার কিছু অংশ বাম চরমপন্থার দ্বারা প্রভাবিত, সুতরাং বীরভূম জেলাকেও (১০টি ব্লক) এই পরিকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পটির নাম পরিবর্তিত করে 'জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যান' (JAP) করা হয়েছে। উক্ত জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যান-এর জন্য ২৪.৮.২০১৫ তারিখে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের জন্য ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২৭৫, বাঁকুড়ার ২৪, পুরুলিয়ার ৮৬ এবং বীরভূম জেলার ১৪৮টি।
- ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বরাদ্দের পরিমাণ ১১৫ কোটি টাকা এবং বরাদ্দীকৃত অর্থ ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। মোট প্রকল্পের সংখ্যা পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫১৫, বাঁকুড়ায় ১১৩, পুরুলিয়া ১২৩ এবং বীরভূমে ১৭৭টি।

**ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো :**

- ব্লকস্তরের প্রাথমিক কর্মীদের ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে WBSDC-র সার্ভারে সরাসরি তথ্যভুক্তির দ্বারা প্রকৃত সময়ের তথ্যভুক্তির জন্য হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক পরিকাঠামোর পত্তনের লক্ষ্যে একটি **ই-গভর্ন্যান্স রূপায়ণ প্রকল্প** হাতে নেওয়া হয়েছে।
- জেলার পরিসংখ্যান অফিসগুলির জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ।
- বীরভূমের রামপুরহাটে পরিসংখ্যান ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- মহকুমাস্তরের নিজস্ব রেঞ্জ অফিস নির্মাণ।
- নিয়মিত কাজকর্মের পাশাপাশি (১) বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও অক্ষমতা বিষয়ক পেনসন সংক্রান্ত সমীক্ষা, (২) পশ্চিমবঙ্গের ৬টি নির্বাচিত জেলা, যথা জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কর্মহীনতা বিষয়ক সমীক্ষা, (৩) পশুখাদ্য চাষ বিষয়ক সমীক্ষা সংক্রান্ত তিনটি অতিরিক্ত ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

- এছাড়াও নিম্নবর্ণিত **প্রধান তথ্য ভাণ্ডার** রক্ষিত হচ্ছে –
  - বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তথ্য ভাণ্ডার
  - শ্রম ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তথ্য ভাণ্ডার
  - শিক্ষা ও সাক্ষরতা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তথ্য ভাণ্ডার
- ষষ্ঠ আর্থিক সুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বিগত ছয় বছরে নিম্নলিখিত প্রধান কাজগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে :
  - অনুমিত রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও জেলা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন
  - পশ্চিমবঙ্গের ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুমিত ফলনের হার এবং ১৯টি প্রধান শস্য উৎপাদন
  - বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রকাশ
  - আইআইপি ও সিপিআই প্রস্তুতি
  - রাজ্য পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রকাশ
  - পরিসংখ্যান সারাংশ প্রকাশ
  - প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রকাশ
  - কর্মীসুমারি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

# চিত্রপঞ্জি


১ বিবেকানন্দ পার্কের সৌন্দর্যায়ন
২ দার্জিলিঙে মাঙ্গের জং নাগরি শ্মশানঘাট নির্মাণ
৩ ইটাগড় বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী বিশ্রামস্থল নির্মাণ
৪ পূর্ব মেদিনীপুরে সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ
৫ দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে সি সি রোড নির্মাণ
৬ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে যাত্রী প্রতীক্ষাস্থল নির্মাণ
৭ জামবনি ব্লকের অধীনে ধারাবাঁধে বাঁধ কাঠামো
৮ গড়বেতা -২ ব্লকে সুবলবাঁধিতে MDTW
৯ ঝাড়গ্রামে কালিনগর ভক্তপাড়ায় পানীয় জলের জন্য সোলার সারমার্সিবল পাম্প
১০ রাঙামাটি খালে মৌজাতে রাঙামাটি বক্স ব্রিজ নির্মাণ
১১ বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগ নির্মাণ
১২ মহিষামুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মহিষামুরা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ



১



২



৩



৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০



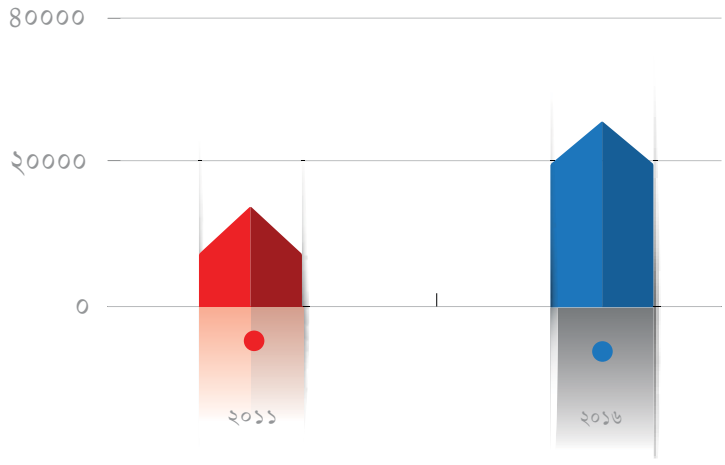
১১



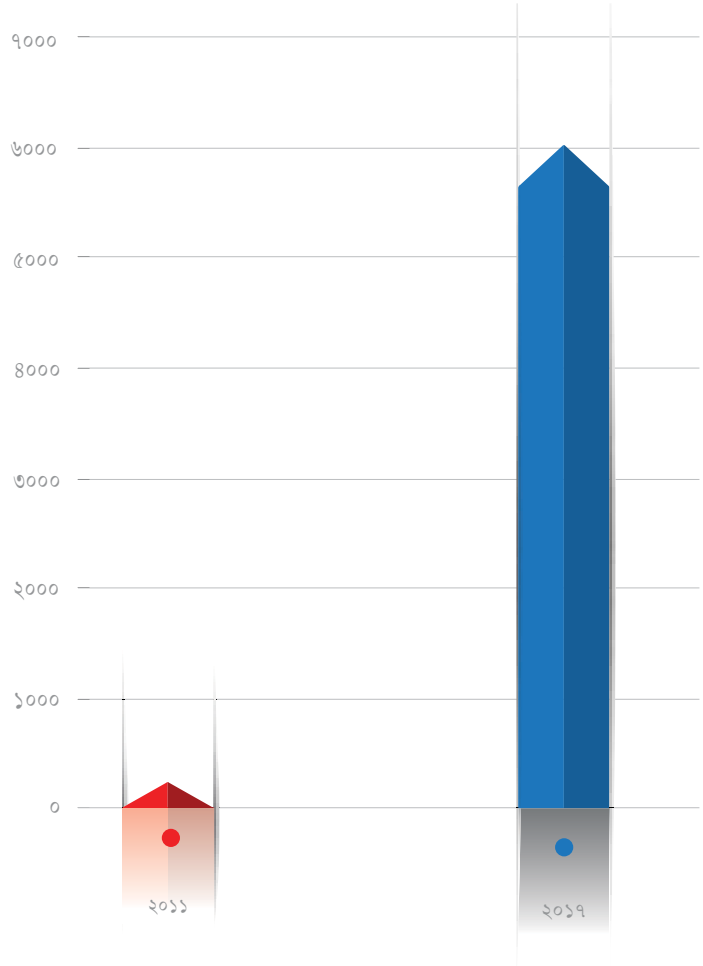
১২



# স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি




স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প :
বিগত ছয় বছরে বৃদ্ধির চিত্র




পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প :
বিগত ছয় বছরে বৃদ্ধির চিত্র




দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ :
বিগত ছয় বছরের বৃদ্ধির চিত্র

## বিগত ছয় বছরে বিভাগের সাফল্যের বিবরণ (মে ২০১১ থেকে মে ২০১৭)

**১. স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (এসভিএসকেপি)-**

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য স্ব-নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ উদ্যোগের জন্য ব্যাংক সহায়তা করে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা এবং পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীভূক্ত উদ্যোগের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রদান করা হয় ১.৫ লক্ষ টাকা এবং পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা যা এই প্রকল্পের মোট খরচের ৩০ শতাংশ। অবশিষ্ট টাকা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে মেটানো হয়।

ক) উদ্যোগপতিদের এযাবৎ ভরতুকি — ১৭০৭৪১ জন।

খ) ভরতুকির পরিমাণ — ১০৭৩.৭৬ কোটি টাকা

গ) ব্যাংক ঋণ — ২৮১৩.৪৪ কোটি টাকা

**২. পশ্চিমবঙ্গ স্ব-নির্ভর সহায়ক প্রকল্প (ডবলুবিএসএসপি)-**

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সুবিধার জন্য এটি একটি সুদ ভরতুকি সংক্রান্ত পরিকল্প যার লক্ষ্য ঐ গোষ্ঠীগুলির ঋণে সুদের ভার লাঘব করা। সকল স্বনির্ভর গোষ্ঠী যারা ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেছে তারা তাদের ঋণের জন্য মাত্র ২ শতাংশ সুদ প্রদান করবে এবং বাকি অনধিক ৯% সুদের ভার রাজ্য সরকার বহন করবে। বিভাগ সরাসরি এই ঋণ সংক্রান্ত সুদ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে জমা করবে।

ক) সুদ ভরতুকি — ১৫২.৭৮ কোটি টাকা।

খ) উপকৃত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা — ১০৫১০৭৩।

**৩. প্রশিক্ষণ ও বিপণন কেন্দ্রের নির্মাণ (কর্মতীর্থ) :**

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের কেনাবেচার সাহায্যার্থে এই বিভাগ কর্মতীর্থ নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সম্পাদিত প্রকল্পের সংখ্যা — ১৬

নির্মীয়মান প্রকল্পের সংখ্যা — ১৩

নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা প্রকল্পের সংখ্যা — ৩৫

ব্যয় — ৮৫.৮৩ কোটি টাকা

৪. **দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ :**

কর্মসংস্থানের সুযোগ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বিভাগের দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার আয়োজন করা হয়েছে। যেমন — দরজির কাজ, মাশরুম চাষ, সূচিকর্ম, কমপিউটার প্রশিক্ষণ, বৈদ্যুতিক মেরামতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোবাইল সারাই, পাটের জিনিস তৈরি, জৈবসার, টেরাকোটা তৈরি, ফাস্টফুড, গ্লাস পেইন্টিং ইত্যাদি।

প্রশিক্ষিত ও স্বনির্ভর শিল্পোদ্যোগীর সংখ্যা — ১,৫৩,৭১২

ব্যয় — ৭০.০৯ কোটি টাকা

৫. **মেলা ও প্রদর্শনী :**

শিল্পোদ্যোগীএ বংস্বনির্ভরে গাষ্ঠীরস দস্যদেরড ৎপাদিতদ্র ব্যেরবি পণন প্রদর্শনেরজ ন্যপ্রতিব ছরে বশকি ছু মলাএ বংপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বিপণন-সুযোগ বিক্রয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে এবং এই ধরনের মেলাগুলিতে বিক্রি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে দপ্তরের মাধ্যমে ২৭.০৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

৬. **মুক্তিধারা :**

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের স্থায়ী জীবনধারণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প সৃষ্টি করা হয়েছে।

**এক নজরে মুক্তিধারা প্রকল্পের সাফল্য :**

৮৪৩ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাংক মারফৎ ৮৫৯.৬২ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছে। উপকৃত পরিবারের সংখ্যা — ৯৫২২

৭. **স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা পরিকল্প :**

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং অঙ্গহানির কারণে সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১৫ সালে 'সমাজসাথী' নামে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা পরিকল্পনার সূচনা করা হয়। বিমাভুক্ত সদস্যদের এক্ষেত্রে কোনো প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় না। রাজ্য সরকার তালিকাভুক্ত বিমা কোম্পানিগুলির বিমার জন্য প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করে।

মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত —

বিমাভুক্ত সদস্য — ২০৩৫১০১

নথিভুক্ত সদস্য — ২১৮৭২৯২

প্রিমিয়ামের জন্য ব্যয়িত অর্থ — ৪৩.৮৮ কোটি টাকা

# চিত্রপঞ্জি


১ কর্মতীর্থ, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান

২ কর্মতীর্থ, রায়না-(II), বর্ধমান

৩ ৪ সবলা মেলা-২০১৬, পার্ক, সল্টলেক, কলকাতা

৫ প্রশিক্ষণ : দুই চাকার যান সারানো

৬ প্রশিক্ষণ : দরজির কাজ

৭ প্রশিক্ষণ : ফুলচাষ

৮ প্রশিক্ষণ : ভার্মিকমপোস্টিং

৯ স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প উদ্যোগ, ওষুধের দোকান

১০ স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প উদ্যোগ, দরজির কাজ

১১ স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প উদ্যোগ, কাঠের কাজ



১



২



৩



৪



৫



৬



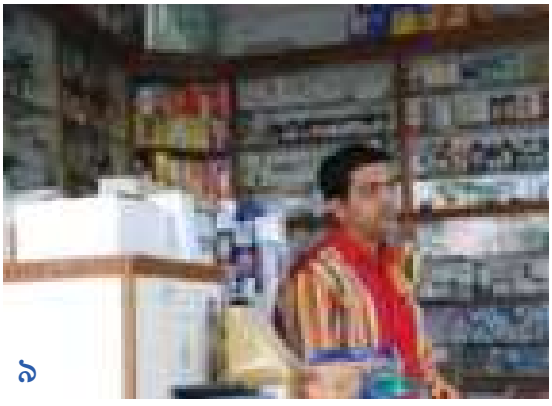
৮



৭



১০



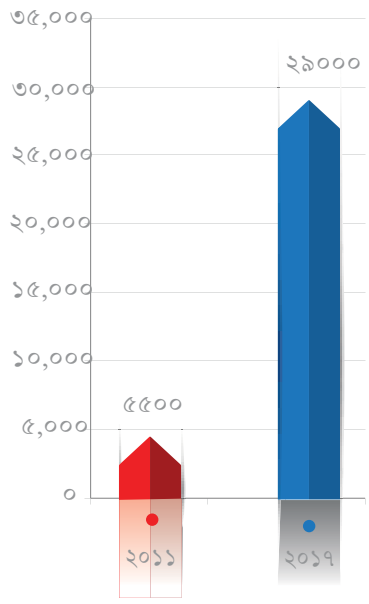
৯



১১

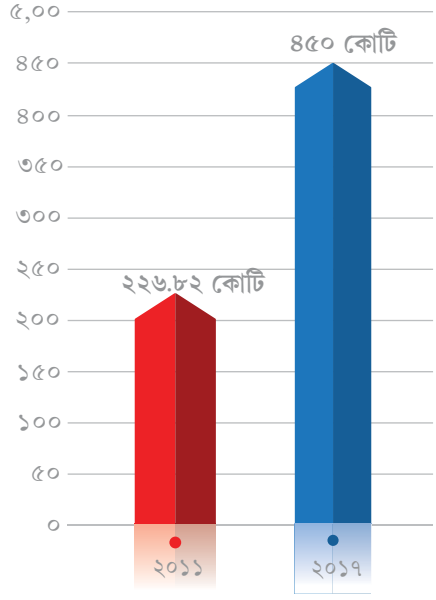


# সুন্দরবন বিষয়ক




উপকারভোগীদের
কৃষিজ যন্ত্রপাতি
(ধানমাড়াই যন্ত্র,
হস্তচালিত সিঞ্চক,
পা-চালিত সিঞ্চক,
কৃষি আচ্ছাদন,
মশারি/জাল, ১.০ অশ্বশক্তি
বিশিষ্ট পাম্প সেট) প্রদান

সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর
বিগত ৬ (ছয়) বছরের
(২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭)
উন্নয়নের লেখচিত্র




পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## প্রধান কাজকর্ম :

সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের কাজকর্ম রাজ্য সরকারের অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিকল্পনা প্রস্তাবগুলি এবং কাজের কর্মসূচি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তার সর্বাধিক সুবিধা সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কাছেও পৌঁছাতে পারে।

- **এই পরিকল্পনা কর্মসূচির অধীনে অগ্রাধিকারের জায়গাগুলি হল :**
    - দ্বীপ অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধার জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।
    - কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

## ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে লক্ষ্যণীয় সাফল্য :

- **দ্বীপ অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধার জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি-সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন**
    - রাস্তা
        - **১৬৭৬.০২৫ কি.মি.** ইট বাঁধানো রাস্তা তৈরি।
        - **২৯০.৫৮২ কি.মি.** কংক্রিটের রাস্তা তৈরি।
        - **৩১৫.৮৩২ কি. মি.** বিটুমিনের রাস্তা তৈরি।
    - সেতু
        - **৬টি (ছয়টি)** আরসিসি সেতু নির্মাণ। **কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা** ব্লকগুলির সংযোগসাধনের জন্য **গঙ্গাধরপুর-দুর্বাচটিতে সপ্তমুখী নদীর** উপর **সপ্তমুখী সেতু, মথুরাপুর-১** নং ব্লকে **বাঁশতলা-বড়াঘেরিতে সুতারবাগ নদীর** ওপর **সুতারবাগ সেতু, পাথরপ্রতিমা** ব্লকে **আঠেরোগাছি খালে** (জোয়ার-ভাটার কারণে) **কুমারপুর বাজার সেতু, জয়নগর-২** ও **কুলতলির** সংযোগকারী **সিকিরহাট খালের** ওপর **সিকিরহাট সেতু, মথুরাপুর-২** ও **পাথরপ্রতিমা** ব্লকগুলির সংযোগ সাধনের জন্য **বোলেরহাটে মৃদঙ্গভাঙা নদীর** ওপর **মৃদঙ্গ সেতু** এবং **পাথরপ্রতিমা** ব্লকে **আঠেরোগাছি ক্যানেলের** ওপর **আদিবাসী বাজার সেতু**।

- **আরসিসি জেটি :**
    - ৮ নং লটে জেটি সহ **১৩১ টি** আরসিসি জেটি নির্মাণ।
- **স্পোর্টস কমপ্লেক্স :**
    - এই বিভাগ-এর মধ্যে **রায়দিঘি** ও **ক্যানিং**-এ স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করেছে।

## কৃষি, মৎস্যক্ষেত্র এবং সামাজিক বনসৃজন বিভাগের কাজকর্ম

- **কৃষি :** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের চাষিদের মধ্যে চার লক্ষেরও বেশি উপকারভোগীকে নানা ধরনের কৃষি সম্পর্কিত দ্রব্য যেমন রাঙা আলুর বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, ভার্মি কমপোস্ট ইত্যাদি এবং যন্ত্রপাতি যথা ধানমাড়াই যন্ত্র, সিঞ্চক যন্ত্র, পাম্প সেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।
- **মৎস্যক্ষেত্র :** দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারেরও ওপর উপকারভোগী ধীবরদের মাছের পোনা, চুন, মাছের খাবার ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **সামাজিক বনসৃজন :** প্রায় চার হাজার হেক্টর জমি ম্যানগ্রোভ, ঝাউ ইত্যাদি উদ্ভিদ রোপণের আওতায় আনা হয়েছে।



# জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

# উল্লেখযোগ্য সাফল্য

## জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

### জল ধরো জল ভরো

প্রথম পাঁচ বছরে ৫০,০০০ পুকুর খননের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও 'জল ধরো জল ভরো' পরিকল্পের অধীনে খনন করা পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০-এ পৌঁছেছে।

### ক্ষুদ্র সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ

- রাজ্য বাজেটে (এসপি) যোজনা বাবদ খরচের পরিমাণ : ১৯৩৯.৩৬ কোটি টাকা।
- বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,০৯,১৭১ হেক্টরে ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা সৃষ্ট/পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।
- স্থাপিত/পুনরুজ্জীবিত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের সংখ্যা : ১০,৬৫৯ টি গভীর/অগভীর নলকূপ/খনন করা কূপ সহ মোট ১৫,৪১৮ টি প্রকল্প, ১,২৮০ টি নদীর জলত্তোলন সেচ প্রকল্প, জলসংরক্ষণের জন্য ১,১০১ টি ট্যাঙ্ক, এসএফএমআইএস প্রভৃতি, ১৭৫ টি চেক ড্যাম, ২০৯২ টি সৌরশক্তিচালিত সিঞ্চক/সিঞ্চক/হাইড্রামস্, ১১১ টি বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারের কৃত্রিম সরবরাহ ব্যবস্থা।
- এছাড়া কম্যান্ড এলাকা উন্নয়ন ও জল ব্যবস্থাপন এবং ফিল্ড চ্যানেল গঠনের মাধ্যমে অন্যান্য কর্মসূচির দ্বারা জলসেচের আওতায় নিয়ে আসা পুনরুজ্জীবিত কালচারেব্‌ল কম্যান্ড এরিয়া (সিসিএ)-র পরিমাণ : ২২,৪৭৪ হেক্টর।
- জল ব্যবহারে কুশলতা বাড়াতে সিঞ্চক, ড্রিপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির রূপায়ণ।
- কৃষকদের চাহিদা মতো প্রায় ৬.২৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের জন্য বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ৭৮০০ টির বেশি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পগুলির পরিচালন ও তত্ত্বাবধান।

### জলতীর্থ

- ভূতল জল সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ২০১৪-১৫ থেকে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো ঊষর জেলাগুলিতে ৩৬,০০০ হেক্টর সিসিএ এলাকা জলসেচের আওতাভুক্ত করার জন্য এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অনুমিত প্রকল্প ব্যয় : ৫০০ কোটি টাকা (প্রায়)।
- ৬ টি বিভাগের মাধ্যমে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। বিভাগগুলি হল জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ ও বনবিভাগ। সমগ্র কর্মসূচিটির রূপায়ণ প্রক্রিয়ার নোডাল বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ। চেক ড্যাম, ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাঙ্ক ও ভূতল প্রবাহ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের মতো পরিকল্পগুলি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা গৃহীত ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পগুলির মোট সংখ্যা : ৬০৯ (১১৩ টি চেক ড্যাম, ২৪৩ টি ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাঙ্ক, ২৫৩ টি ভূতল প্রবাহ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প) অনুমিত ব্যয় প্রায় ৪৭১ কোটি টাকা এবং সিসিএ-র লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২০,১১৫ হেক্টর।
- পরিসমাপ্ত পরিকল্পগুলির সংখ্যা : ৪৮৮ (৯০ টি চেক ড্যাম, ১৯৬ টি ওয়াটার হারভেস্টিং ট্যাঙ্ক, ২০২ টি ভূতল প্রবাহ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প) এবং সিসিএ-র আওতাভুক্ত ১৬,২৪৪ হেক্টর। পরিকল্পের বাকি অংশের কাজ চালু রয়েছে।

- সুন্দরবন (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা (দার্জিলিং ও কালিম্পং)-এর মতো এলাকাগুলিতে জলতীর্থ পরিকল্প সম্প্রসারিত হয়েছে।

**বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট**

- প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের সংখ্যা— ২০০০, আনুমানিক ব্যয় : ১,৩৮০ কোটি এবং সি সি এ : ৬০,০০০ হেক্টর
- সম্পূর্ণ হওয়ার পর হস্তান্তরিত পরিকল্পের মোট সংখ্যা : ৭৫৫
- মোট ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি : ৪৪,৩১৩ হেক্টর জমিতে
- উৎপাদন ও জল ব্যবস্থাপন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নততর ব্যবস্থাপন

  (ক) জল ব্যবহারকারী গঠিত সংগঠনের সংখ্যা : ৮৮৭

  (খ) প্রদর্শন সংখ্যা (কৃষি/উদ্যান/মৎস্যপালন ক্ষেত্রে)— সম্পূর্ণ : ৭৪১৪

  (গ) কৃষকদের প্রশিক্ষণ সংখ্যা— সম্পূর্ণ : ৭২৯
- সৌরশক্তি চালিত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প— ৯৯ টি সম্পূর্ণ
- ইতিমধ্যে ডব্লিউবিএডিএমআইপি-র অধীনে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প গঠনের মাধ্যমে সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রার ৭০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

**গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (আরআইডিএফ)**

- মোট সৃষ্ট/পুনরুজ্জীবিত ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা : ১,৪৩,৬৬০ হেক্টর।
- সম্পূর্ণ হওয়ার পর হস্তান্তরিত পরিকল্পের মোট সংখ্যা : ৭৩৭২।
- নির্মীয়মান পরিকল্পের সংখ্যা : ৬০০০-এর বেশি।
- বিদ্যুদয়িত হওয়ার অপেক্ষায় পরিকল্পের সংখ্যা প্রায় : ১৪০০। এর মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে : ৩০,০০০ হেক্টর-এর বেশি জমিতে।

**রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা** (সবুজ বিপ্লব (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়), আরকেভিওয়াই (স্ট্রিম-II) এবং আরকেভিওয়াই)

- মোট সৃষ্ট/পুনরুজ্জীবিত ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা : ৪৩,৪৯৭ হেক্টর জমিতে
- সম্পূর্ণ হওয়ার পর হস্তান্তরিত পরিকল্পের সংখ্যা : ৩২৯৯
- শক্তি উৎপাদনের জন্য পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তির ব্যবহারে উৎসাহ যোগাতে সর্বমোট ৬৪৪ টি সৌরশক্তি চালিত বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প যেমন সিঞ্চক, নলকূপ, পাম্পচালিত খননকূপ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়েছে এবং তার ফলে সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে ৪১৩৬ হেক্টর।

**রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার (এসডব্লিউআইডি) দ্বারা রূপায়িত কাজ**

- 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস (ম্যানেজমেণ্ট, কন্ট্রোল অ্যাণ্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট-২০০৫'-এর আওতায় ভূগর্ভের জল উত্তোলনের জন্য এবং বর্তমান নলকূপগুলির নিবন্ধনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভূগর্ভস্থ জলের তল ও গুণগত মান পরীক্ষার জন্য ২০০০-এরও বেশি স্থায়ী হাইড্রোগ্রাফ কেন্দ্রে কাজ হয়।
- বিভিন্ন সরকারি ভবন/কলেজ/বিদ্যালয়ের ছাদে বৃষ্টির জলধারক ব্যবস্থা নির্মাণ এবং ভূগর্ভস্থ জলের কৃত্রিম পুনর্স্থাপনা।
- কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদের সঙ্গে একযোগে ভূগর্ভস্থ চলমান জলসম্পদের মূল্যায়ন।
- সল্টলেকের সেচভবনে রাসায়নিক এবং জল-তথ্য গবেষণাগারের আধুনিকীকরণ ও উন্নতিকরণ।
- ২০০৬ - ২০০৭ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ৪র্থ ক্ষুদ্র সেচ সুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে জানুয়ারি, ২০১২ তে।
- কারিগরি শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে একযোগে ২০১৩-১৪ সালের পরিপ্রেক্ষিতে ৫ম ক্ষুদ্র সেচ সুমারি চলছে।

**বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো রুক্ষ জেলাগুলিতে ক্ষুদ্র সেচ কার্য**

- রুক্ষ জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে চেক ড্যাম, জল সংরক্ষণ জলাধার, ভূতল প্রবাহনির্ভর ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প, খামার-পুকুর এবং ক্ষুদ্র সেচ জলাধার, নলকূপ, নদীর জলোত্তোলন সেচ, অতি ক্ষুদ্র সেচ / সিঞ্চক প্রভৃতি ৩,১৭১ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বিবিধ কর্মসূচির অধীনে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ৯০,১৭৭ হেক্টর জমিতে সেচ-সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছে।

# চিত্রপঞ্জি

১ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্টের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনায় উলুডাঙা সৌরশক্তি চালিত লাইট ডিউটি নলকূপ (গুচ্ছ), আনুমানিক ব্যয় ৩৪.৩৮ লক্ষ টাকা, সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ৭২ হেক্টর জমিতে।

২ জলতীর্থ (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অধীনে পুরুলিয়া জেলায় চেক ড্যাম নির্মাণ। আনুমানিক ব্যয় ৭৮.৩৩ লক্ষ, সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ৩২ হেক্টর জমিতে।

৩ জলতীর্থ (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অধীনে পুরুলিয়া জেলায় ভূতল প্রবাহনির্ভর সেচ প্রকল্প (এসএফএমআইএস), আনুমানিক ব্যয় ২.৮১ কোটি টাকা, সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ৭৬ হেক্টর জমিতে।

৪ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট ইন মাইনর ইরিগেশন প্রকল্পের অধীনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ওয়াটার ডিটেনশন স্কিম (ডব্লিউ ডি এস), প্রকল্প ব্যয় ১১৯.৩৯ লক্ষ টাকা, সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ১৮৯ হেক্টর জমিতে।

৫ মূল ক্ষেত্র কর্মসূচির অধীনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রাচীন কেলেঘাই-এর পুনঃখনন, প্রকল্প ব্যয় ৪৬৯.১৫ লক্ষ টাকা।

৬ এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জলাধার এর পুন:খনন, মজুরিবাবদ ব্যয় - ৯.৩৩ লক্ষ টাকা (অদক্ষ শ্রমিক - ৬১৮০ জন)

৭ এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় জলাধার-এর পুনঃখনন, মজুরিবাবদ ব্যয় ২.০৪ লক্ষ টাকা (অদক্ষ শ্রমিক ১৪৯৬)

৮ সিএডিঅ্যান্ডডব্লিউএম কর্মসূচির অধীনে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ফিল্ড, চ্যানেল নির্মাণ, ব্যয় মূল্য ৫২.৪৭ লক্ষ টাকা সিসিএ-র আওতাভুক্ত জমি ১১০ হেক্টর।

৯ মূল ক্ষেত্র (কোর সেক্টর)-এর অধীনে নিউ আলিপুর কলেজের ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জলের কৃত্রিম পুনঃস্থাপনা। আনুমানিক ব্যয় ৩৪.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রতিবছর ভূগর্ভস্থ পুনঃস্থাপিত জলের আনুমানিক পরিমাণ ৯০০ ঘনমিটার

১০ এনক্লেভ ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির অধীনে কোচবিহার জেলায় সৌরশক্তিচালিত স্প্রিঙ্কলার (হাইব্রিড) পরিকল্প।

১১ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট ইন মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট-এর অধীনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বাবার ড্যাম নির্মাণ, আনুমানিক ব্যয় ১৭ লক্ষ টাকা, সৃষ্ট সেচ সম্ভবনা ১৫.৬ হেক্টর জমিতে।

১২ আর আই ডি এফ- ১১ কর্মসূচির অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংরক্ষণ জলাধার-এর আধুনিকীকরণ, আনুমানিক ব্যয় ৫৫.২৯ লক্ষ টাকা। সৃষ্ট সেচ সম্ভবনা ৫৮ হেক্টর জমিতে।

# চিত্রপঞ্জি


১৩ আর আই ডি এফ- ১১ কর্মসূচির অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সৌরশক্তিচালিত সিঞ্চক সেচ পরিকল্প, অনুমানিক ব্যয় ৪.৬১ লক্ষ টাকা। সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ৩ হেক্টর জমিতে

১৪ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট - এর অধীনে উত্তর ২৪ পরগনায় রঘুবীরপুর, পূর্বমোচপুর সৌরশক্তি চালিত লাইট ডিউটি নলকূপ (ক্লাস্টার), আনুমানিক ব্যয় ৩৯.৭৯ লক্ষ টাকা সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ৭২ হেক্টর জমিতে (উপকৃতদের মধ্যে বিতরিত)।

১৫ এনক্লেভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর অধীনে কোচবিহার জেলায় ছিটমহল এলাকায় হাইব্রিড (সৌরশক্তি ও বিদ্যুৎ চালিত) লাইট ডিউটি নলকূপ পরিকল্প, আনুমানিক ব্যয় ৯.২৪ লক্ষ টাকা, সৃষ্ট সেচ সম্ভাবনা ১২ হেক্টর জমিতে।

১৬ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন ও প্রজেক্ট-এর অধীনে কোচবিহার জেলায় পলিহাউস (ক্ষেত্রের আয়তন ৯৬ বর্গ মিটার) আনুমানিক ব্যয় ১.৫০ লক্ষ টাকা, উপকৃতদের সংখ্যা ৪০।

১৭



১



২



৪



৪



৫



৬



৭



৮



৯



১০



১১



১২



১৩



১৪



১৫



১৬



১৭





# পশ্চিমবঙ্গ

আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৭

বিশেষ সংখ্যা

## সরকারি সুযোগ-সুবিধা

# প্রকল্পের সাতকাহন







# পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র
বর্ষ–৫০ সংখ্যা ৪–৫
আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মূল্য : ৩০ টাকা

## সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৪

উন্নয়নের অভিমুখ ৫

- সফরনামা ৬
- পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ সূচনা ১২
- বাংলার গ্রামীণ সড়ক সপ্তাহ ১৩
- কন্যাশ্রীর বিশ্বজয় ১৪
- কন্যাশ্রী দিবস ১৫
- বন্যা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী ১৬
- শিক্ষক দিবস ১৮



## শিরোনামে

বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ ২০
কৃতীদের সংবর্ধনা ২২
মহানায়ক সম্মাননা ২৪
শান্তিবাহিনী গড়ে তোলা হবে ২৫
অনুরোধের আসর ২৬
সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস ২৮
সাক্ষরতা দিবস ২৯
নৃত্যনাট্য উৎসব ২০১৭ ৩০
বাঙ্ময় বাণীকুমার ৩২
সাংবাদিক হত্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখপ্রকাশ ৩২



**বিতরণ শাখা**
১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০
দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড**
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত একটি সংস্থা)
**১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা–১২ থেকে মুদ্রিত**

উপদেষ্টা সম্পাদক **প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**
প্রধান সম্পাদক **আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**
সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহ–সম্পাদক
**রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য**

চারটি প্রচ্ছদের ছবি **অশোক মজুমদার**
প্রচ্ছদ পরিচিতি **কন্যাশ্রী দিবস (প্রথম প্রচ্ছদ)**
অলংকরণ **সুরজিৎ পাল**

**সম্পাদকীয় শাখা,** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com

## ফটো ফিচার

• রেড রোডে স্বাধীনতা দিবস ৩৪









## বিশেষ নিবন্ধ ৪২

৬ অক্টোবর থেকে ভারতের ৬টি শহরে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসছে। ফাইনাল ম্যাচের জন্য এশিয়ার সবথেকে বড় 'স্পোর্টস অ্যারেনা', বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সেজে উঠেছে বিশ্বের অত্যাধুনিক ক্রীড়াঙ্গনগুলির সঙ্গে টেক্কা দিতে। ৬টি লিগ এবং ৪টি নকআউট ম্যাচ-সহ ফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বে কলকাতা। এই নিয়েই বিশেষ নিবন্ধ।



দপ্তরকথা

## ক্রোড়পত্র

### প্রকল্পের সাতকাহন ৫০




রাজ্য সরকারের সফল প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তারই জন্য বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা করেছে সরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমের এই প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি প্রকল্পের মাধ্যমেই। এর নাম লোকপ্রসার প্রকল্প। তাছাড়াও প্রকল্প সংক্রান্ত নানা তথ্য মুদ্রিত করে বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যবাসীর কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকাশনার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই সংখ্যায় দপ্তরকথা বিভাগে এই সংক্রান্ত একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হল।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ


- **লোকপ্রসার প্রকল্প : সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রচার** ৫২
- **প্রকল্পের সাতকাহনে পুতুল এখন মাধ্যম** ৬২


## বঙ্গদর্শন

### নকশি কাঁথা নানা রূপে ১২৬



বাংলার উজ্জ্বল সম্ভার— নকশি কাঁথা বাংলার সম্প্রীতির বন্ধনে আর এক নাম, যেন অবিচ্ছিন্ন শিল্পী মনের সুতোর রেখার কথকতা। জীবনের, জীবিকার মেলবন্ধনে বাংলার আর এক বিশ্ব জয়। **চূড়ামণি হাটি**র নিবন্ধে ধরা দিয়েছে নকশি কাঁথার এমনতর কাব্য।

### পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির বর্তমান স্থিতি ১৩৭

আদিবাসী সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্যের এক নাম। আদিবাসী জীবনের প্রকাশমুখীতার নানা দিক ধরা পড়ে তাঁদের জীবনের নানা উৎসবে। এই সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধটি লিখেছেন **ড. প্রসেনজিৎ দেববর্মণ**।





মা আসছেন, শিউলি ভোরে
শঙ্খ বাজুক ঘরে ঘরে

# এসো এসো
# আমার ঘরে এসো...
# এই বাংলায়



Welcome to Bengal
Welcome to our home

শারদীয়ার শুভেচ্ছা

**WEST BENGAL TOURISM**
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

স • ম্পা • দ • কী • য়

# জীবনের মানোন্নয়নে প্রয়োজন সরকারি প্রকল্পের সহায়তা

জীবনযাপনের মানোন্নয়ন-ভাবনা আধুনিক মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার জীবনযাপনকে স্বচ্ছন্দ, সহজ ও উপভোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু জীবনের নানাবিধ মাত্রা ও তাৎপর্য সম্যকরূপে অনুভূত ও উপলব্ধ করার ক্ষমতা ও বোধ সকলের মধ্যে থাকে না। এইগুলি বিকশিত হওয়ার পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জনকল্যাণে সরকারি উদ্যোগ এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জরুরি ভূমিকা পালন করতে পারে। ভালোভাবে বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যেন সকলে জোগাড় করতে পারে।

এই রাজ্যে এই ভাবনা যথাযথ মূল্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাধারণ মানুষের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প রচিত হয়েছে।

জনসম্পদ দেশ তথা রাজ্যের প্রধান সম্পদ। তাই জনজীবনের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে জনসম্পদের সমৃদ্ধি সম্ভব। গভীর অনুসন্ধান, গবেষণা, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস নিয়েছে। এইভাবে একই সুতোয় বাঁধতে চেয়েছে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ধারাকে। সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছে ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবার সুযোগ।

জীবনের প্রতিটি পর্বের জন্য প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এই মরমি উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রয়োজন সকলের এগিয়ে আসা। সুযোগ গ্রহণ করা। তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতার প্রসার, তথ্যের প্রচার। তবেই সম্ভব প্রকৃত জনকল্যাণ ও জনসম্পদের সমৃদ্ধি।

কোনও কোনও প্রকল্প অত্যন্ত সাফল্য পেয়েছে। এই প্রকল্পগুলির সুযোগ নিয়ে যাতে সকলে এগিয়ে যেতে পারে—এই উদ্দেশ্যে এই সংখ্যায় কিছু প্রকল্প সম্পর্কে সুলুকসন্ধান দেওয়া হল।

‘প্রকল্পের সাতকাহন ও সরকারি সুযোগসুবিধা’ শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র ‘দপ্তরকথা’ বিভাগে প্রকাশিত হল। উল্লিখিত বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে এইসব প্রকল্প রূপায়িত হয়।

এছাড়া, নিয়মিত বিভাগগুলিও থাকছে। যে কোনও ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

# স • ফ • র • না • মা



## ০৩/০৫/২০১৭

### বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর

তিন দিনের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের নারায়ণপুর হাই স্কুল ময়দানে, একটি সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।






## ০৪/০৫/২০১৭

### ইংরেজবাজার, মালদা

চলতি জেলা সফরে আজ মালদা জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। পরে, মালদা জেলার ইংরেজবাজার ডিএসএ মাঠের জনসভা থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

## ২২/০৫/২০১৭

বোলপুরে বীরভূম জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। তিনি বলেন, এখন থেকে জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কীভাবে সংগঠিত হয় এই বৈঠক, নতুন প্রজন্মকে সে সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ করার এই নতুন পরিকল্পনা। এ দিনের বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা। এদিন রামপুরহাট কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

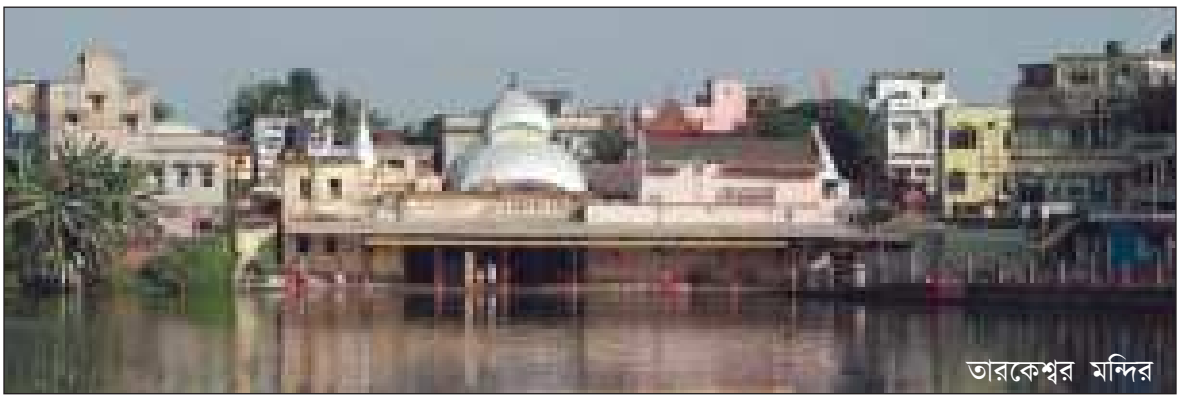
## ২৫/০৫/২০১৭

ফের রাজধানী সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে, রাজ্যের বিপুল ঋণভার কমানোর দাবি জানান তিনি। এছাড়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্যের বকেয়া ১০ হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে দ্রুত দেওয়ার আর্জিও জানান তিনি।

## ৩১/০৫/২০১৭

### ব্যারাকপুর,উত্তর ২৪ পরগনা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী, ব্যারাকপুরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করলেন। কামারহাটি পুরসভাকে, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে নির্মীয়মান স্কাই ওয়াকের কাজ আগামী কালী পুজোর মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেন তিনি। শহীদ মঙ্গল পান্ডে নামাঙ্কিত স্থানটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন তিনি।


তারকেশ্বর মন্দির

## ০১/০৬/২০১৭

আজ হুগলি জেলার তারকেশ্বরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রথম হুগলি জেলার তারকেশ্বরে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নবান্নে তারকেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। চন্দননগরে একটি পুলিশ কমিশনারেট-সহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কথাও বলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শীঘ্রই জমি চিহ্নিত করা হবে। মেডিক্যাল কলেজটি নির্মিত হবে তারকেশ্বর ও সিঙ্গুরের মাঝামাঝি, ৫ একর জমির উপর। এদিন রাস্তা, সেতু, সংখ্যালঘু ছাত্রাবাস, পানীয় জল প্রকল্পসহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়াও এদিন তিনি বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং কন্যাশ্রী, গতিধারা-সহ একাধিক পরিষেবা প্রদান করেন।

## ০২/০৬/২০১৭

হুগলির পর এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলানে ১৫৫তম প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন জেলার চলতি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। এছাড়া সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ০৩/০৬/২০১৭


দক্ষিণেশ্বরের প্রস্তাবিত মডেল স্কাইওয়াক

সম্প্রতি, প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি এবং এমফিল গবেষকদের নন-নেট ফেলোশিপের টাকা ইউজিসি বন্ধ করে দিয়েছে। টাকা না পেলে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, রাজ্য সরকারের 'স্বামী বিবেকানন্দ মেধা বৃত্তি' প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ অর্থের থেকে ২০ কোটি টাকা নন-নেট গবেষণার খাতে ব্যয় করবে। এমফিল, পিএইচডি গবেষকদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে স্বচ্ছ এবং নিয়ম মোতাবেক পদ্ধতিতে।

## ০৬/০৬/২০১৭

পাহাড়বাসীর জন্য আরও একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উপহার নিয়ে ফের শুরু হল মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফর। এদিন মিরিকে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি।

## ০৮/০৬/২০১৭

এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক হল দার্জিলিং শহরে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, পাহাড় এবং জঙ্গলমহল এই দুই এলাকায় বছরে ২টি করে মন্ত্রিসভার বৈঠক করা হবে। পাহাড়বাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ করা এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের কাজে গতি আনার কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন কার্যালয় তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমান সার্কিট হাউস সংলগ্ন চত্বরে এই কার্যালয় নির্মাণ করা হবে এবং কিংবদন্তি পর্বতারোহী তেনজিং নোরগের নামে। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিরিকে পলিটেকনিক কলেজের পাশাপাশি একটি 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' নির্মাণ করা হবে। এই দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি হওয়ার ফলে, প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন হাজার কর্মসংস্থান হবে। পাহাড়ে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে নতুন আরও বেশ কয়েকটি বাস পরিষেবার সূচনা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় এদিনের বৈঠকে।

## ২৯/০৬/২০১৭

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করলেন সংস্কৃতি লোক মঞ্চে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল এদিনের বৈঠকে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'কন্যাশ্রী- ৩' প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক বৈঠকের আগে, এদিন পূর্ব বর্ধমানে এক সরকারি সভামঞ্চ থেকে বেশকিছু জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। কালনা ও আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, একটি কর্মতীর্থ, পানীয় জল প্রকল্প, সরকারি ভবন, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, বন্যার্তদের আশ্রয়স্থল-সহ অন্যান্য প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাওয়ার সাব-স্টেশন, জল সরবরাহ প্রকল্প-সহ অন্যান্য প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া কন্যাশ্রী ও লোকপ্রসার প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অনুদান, সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল, সবুজশ্রী প্রকল্পে চারাগাছ, গীতাঞ্জলি প্রকল্পে গৃহ এবং আরও অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করেন তিনি। এইদিন পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১০০ শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।



## ১০/০৭/২০১৭

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। তিন দিনের সফরে নন্দকুমার-এ প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি। এদিন ১১৬বি জাতীয় সড়কের নন্দকুমারের চৌরাস্তা মোড়ে প্রথম প্রকাশ্য সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সড়ক প্রকল্প, বাস ডিপো, হলদিয়ায় হেরিটেজ পার্ক, স্থায়ী জেটি,মেচেদা-হলদিয়া নৈশ-বাস পরিষেবা-সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়াও বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের হাতে সরকারি নানা জনকল্যাণমুখী পরিষেবা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ১১/০৭/২০১৭

পূর্ব মেদিনীপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ দিঘায় একটি সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই সভা থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও পরিষেবা প্রদান করেন তিনি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরকারি ভবন, হোস্টেল, কৃষি প্রকল্প, হিমঘর, সড়ক প্রকল্পসহ আরও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। দিঘা কনভেনশন সেন্টার, টুরিস্ট লজ, রাস্তা নির্মাণ, খাল সংস্কারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করা ছাড়াও কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, শিক্ষাশ্রী, গীতাঞ্জলি, স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প, মৎস্য চাষের যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি-সহ একগুচ্ছ সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন তিনি।

## ১২/০৭/২০১৭

পূর্ব মেদিনীপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ দিঘায় প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

## ০১/০৮/২০১৭

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী এবার উত্তর দিনাজপুর। এদিন চোপরা'র আলোরানি ফুটবল মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। সরকারি ভবন, ছাত্রাবাস, জল সরবরাহ প্রকল্প-সহ রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার একটি মূর্তি'র উন্মোচন করেন তিনি। রায়গঞ্জের মেডিক্যাল কলেজ, ২টি ইলেকট্রিক সাব স্টেশন, সরকারি ভবন, আবাসন প্রকল্প, সড়ক প্রকল্প, ছাত্রাবাস-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল এবং শিক্ষাশ্রী, গীতাঞ্জলি-সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী পরিষেবা প্রদান করেন তিনি। এরপর উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিনি। জেলা আধিকারিক, জন প্রতিনিধি, বেসরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায়, জেলার উন্নয়নমূলক





**১০/০৮/২০১৭**

**দেশের চতুর্দশতম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সংসদ ভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।**

**নয়াদিল্লি সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবন রাইসিনা হিলে গিয়ে দেশের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ–এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।**

প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এদিন।

## ১০/০৮/২০১৭

নয়াদিল্লি সফর কালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাষ্ট্রপতি ভবন রাইসিনা হিলে গিয়ে দেশের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী রামনাথ কোবিন্দ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

## ০২/০৮/২০১৭

উত্তরকন্যায় জনজাতি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই বৈঠকে জনজাতি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, চা বাগানের জমির পাট্টা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যের জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সকল উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। এদিন ত্রি- ভাষিক সাঁওতালি অভিধান প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাঁওতালি–ইংরেজী-বাংলা, এই তিনটি ভাষার অভিধান প্রচলিত সাঁওতালি ভাষার সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ছবিগুলি তুলেছেন : অশোক মজুমদার



ছবি : অশোক মজুমদার

# পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ সূচনা

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি তিনি পেশ করেন।

- আগেকার বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের আর্থিক অবস্থাকে তলানিতে পৌঁছে দিয়েছিল। এত বড় রাজ্যে ২০১০-১১ সালে পরিকল্পনা খাতে মোট ব্যয় ছিল ১৪,৬১৫.১৬ কোটি টাকা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় ছিল মাত্র ২,২২৫.৭৫ কোটি টাকা। এর ফলে রাস্তাঘাট সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।
- আমাদের সরকার আসার পর আমরা রাস্তাঘাট, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি ও অন্যান্য সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে মোট ব্যয় যা ২০১০-১১ সালে ১৪,৬১৫.১৬ কোটি টাকা ছিল সেটা আমরা প্রায় সাড়ে তিন গুন বাড়িয়ে ২০১৬-১৭ সালে ৪৯,৪৭০ কোটি টাকা করেছি। একইরকম ভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০১০-১১ সালের ২,২২৫.৭৫ কোটি টাকার জায়গায় ২০১৬-১৭ সালে প্রায় ছয় গুন বাড়িয়ে ১২,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ সালে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ২০,১৫৫.৬১ কোটি টাকা ধার্য করেছি।
- আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পরিকাঠামো উন্নয়ন আরো বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে ধরা ২০,১৫৫.৬১ কোটি টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত আরও ১২,১৮০ কোটি টাকার রাস্তাঘাট, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, উড়ালপথ, জলপ্রকল্প, বৈদ্যুতিকরণ এবং গুদাম ইত্যাদি তৈরির প্রকল্প আগামী ২ থেকে ৩ বছরে নেওয়া হবে।
- পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বাজেটে ধরা টাকার অতিরিক্ত খরচ করা হবে।

# বাংলার গ্রামীণ সড়ক সপ্তাহ



ছবি : অশোক মজুমদার

১২/০৬/২০১৭

রাজ্য জুড়ে ১২ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত পালিত হচ্ছে 'বাংলার গ্রামীণ সড়ক সপ্তাহ'। এই কর্মসূচির প্রথম দিনে একসাথে ১৮ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কার্যের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রেকর্ড সংখ্যক গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের ফলে সারা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। এতে জনসংযোগ বৃদ্ধিসহগ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বর্ষে ১০০ দিনের কাজে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ, সম্প্রতি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১০০ দিনের প্রকল্পে নদীয়া ও কোচবিহার জেলাও পুরস্কৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

# ‘কন্যাশ্রী’-র বিশ্বজয়



ছবি সৌজন্য : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

২১/০৬/২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং নেদারল্যান্ডসের বৃহত্তম বণিক সংগঠন ভিএনও-এনসিডব্লিউ-এর উদ্যোগে নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে আয়োজিত শিল্প সম্মেলনে যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং শিল্পপতিরা এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতায় আয়োজিত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট, ২০১৮-এ শিল্প প্রতিনিধিদের নিয়ে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দেন ভিএনও-এনসিডব্লিউ-এর প্রেসিডেন্ট। নেদারল্যান্ডসে ভারতের রাষ্ট্রদূতও উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এদিন, পশ্চিমবাংলায় বিনিয়োগের অভিজ্ঞতার কথা বলেন বিশিষ্ট শিল্পপতিরা।

২৩/০৬/২০১৭

ফের বিশ্বের দরবারে বাংলা। রাষ্ট্রপুঞ্জে জনপরিষেবা দিবস উপলক্ষে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর স্বপ্নের প্রকল্প ‘কন্যাশ্রী’ প্রথম পুরস্কার পেল। বিশ্বের দরবারে ইতিহাস হয়ে থাকল ‘কন্যাশ্রী’। পুরস্কার গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কারটি রাজ্য ও দেশকে উৎসর্গ করেন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে ৬২টি দেশ মোট ৫৫২ টি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছিল। বিচার্য ছিল সমাজের প্রান্তিক স্তরে প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তার ভূমিকা। বাংলার ‘কন্যাশ্রী’ রাষ্ট্রপুঞ্জের বিচারে এই বিভাগে প্রথম হয়েছে।




ছবি : অশোক মজুমদার

# ‘কন্যাশ্রী’ দিবস

২৮/০৭/২০১৭

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছ থেকে সেরা পুরস্কার জিতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প। এদিন কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ‘কন্যাশ্রী’-র এই জয় উদযাপন করতে উপস্থিত হয়েছিল সারা বাংলার কন্যাশ্রীরা। রাজ্যস্তরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। কৃতী কন্যাশ্রীদের সংবর্ধনা দেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এদিন (কন্যাশ্রী) কে-৩ প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি। কে-৩ প্রকল্পের অধীনে, ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে মাসে ২,৫০০টাকা করে জমা পড়বে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। হাজার হাজার ছাত্রী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগমে বর্ণময় হয়ে ওঠে এদিনের অনুষ্ঠান।





# বন্যা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী



উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যায় কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং মালদহ জেলা ভায়নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রবল জলস্রোতে ভেঙে গেছে দুই বঙ্গের সংযোগকারী রেলসেতু। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুই বঙ্গ। সড়ক পথেও দীর্ঘদিন ধরে জলস্রোত অব্যাহত থাকায় সড়ক পথে যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সার্বিকভাবে ব্যবস্থাগ্রহণ করে প্রশাসন। প্রচুর মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা, পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণের ব্যবস্থা, এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার পাশাপাশি সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা অব্যাহত রাখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ আগস্ট উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বহরমপুর হয়ে তিনি মালদহ, উত্তর





দিনাজপুর, ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বন্যা পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলেন, পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, বিপর্যয় মোকাবিলা সচিব প্রমুখ। ছটি জেলার জেলাশাসক এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে তাঁরা মালদহে একটি বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে বন্যায় ১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং দেড় কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই বন্যায় রাজ্য প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বন্যার ত্রাণে আসাম কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে দু-হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ পেয়েছে। এই কারণে গুজরাটের জন্য প্যাকেজ ঘোষিত হয়েছে। গুজরাট এবং আসামের চেয়ে বাংলার বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম নয়। এই ব্যাপারে বিস্তৃত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হয়েছে। আমি মনে করি প্রত্যেক রাজ্যই এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সহায়তা পেতে পারে। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চগুলিতেও পরিদর্শনে যান।



ছবি : অশোক মজুমদার



## শিক্ষক দিবস

# স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় এলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা : মুখ্যমন্ত্রী

আজ শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কৃতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেন 'শিক্ষা রত্ন' পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ স্কুলকেও পুরস্কৃত করা হয়।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন এখন থেকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় এলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রায় ৫৫.৫ লক্ষ কর্মী শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবার এই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মধ্যে আসবেন।

তিনি বলেন, আজকে আমার ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা যারা আজকের স্টুডেন্ট, আগামী দিন তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা আমাদের অ্যাসেট— সমাজের গর্ব। আজকে আমি গর্বের সাথে ঘোষণা করছি, কন্যাশ্রী করবার পর ১৬.৫ পারসেন্ট



আমাদের ড্রপআউট রেট কমেছে যেটা আমাদের শিক্ষার, এটা বেড়েছে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ ভালো। আমরা তো চাই আমার এডুকেশন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাক।

তিনি জানান, এই ছ'বছরের মধ্যে আমরা ১৬টা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করতে পেরেছি, ৪৬টা নতুন সরকারি কলেজ করেছি, আমরা প্রায় কলেজের সিট চার লক্ষের ওপর বাড়িয়েছি, আমাদের নতুন মেডিক্যাল কলেজ নটা হয়ে গেছে আরও সাতটা হবে, ১৬টা হবে। মেডিক্যাল কলেজেও আমি দেখছিলাম হিসেব করে ৬৬/৬৭ বছরে যদি ২৭০০ সিট থাকে, তাহলে মাত্র ছ'বছরে আমরা প্রায় ওটা ১৮০০ বাড়িয়েছি। পলিটেকনিক কলেজ, আইটিআই ৩০০ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে, সুযোগ অনেক আছে, ৬০০০ নতুন বিদ্যালয় তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

এবার আমরা K3 করে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়েও চালু করেছি। সংখ্যালঘুরা ১.২৫ কোটি স্কলারশিপ পেয়েছে। সিডিউল্ড ক্লাস, সিডিউল্ড ট্রাইব ছেলেমেয়েরা "শিক্ষাশ্রী" স্কলারশিপ পেয়েছে। এছাড়াও আমরা স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপ তৈরি করেছি। ইউজিসি টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল, আমরা টাকা বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করে ওখান থেকে ২০ কোটি টাকা ওদের দিয়ে দিয়েছি।

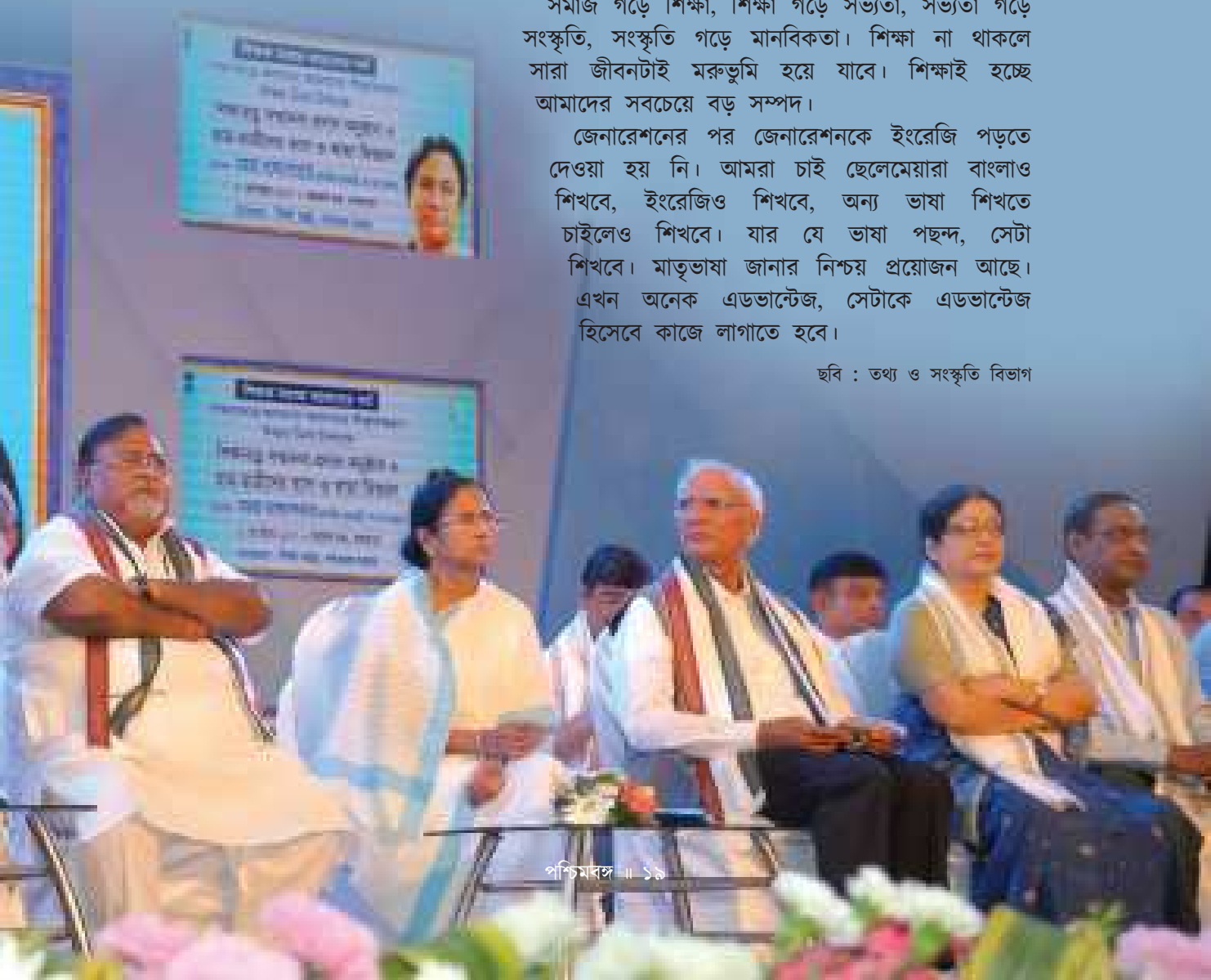
সরকারি হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট আমরা ফ্রিতে করি। ৪০ লক্ষ ছেলেকে সবুজ সাথী সাইকেল দিয়েছি আমরা। এবছরে আরও ৩০ লক্ষ দেওয়া হচ্ছে। টাকা পয়সা সঙ্কুলান হলে আমি ক্লাস এইটকেও এই আওতায় নেওয়ার চেষ্টা করছি।

৯ কোটি ২০ লক্ষের মধ্যে ৮ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ খাদ্যসাথী প্রকল্পে আছে। "সবুজ শ্রী" একটা নতুন পরিকল্পনা।

সমাজ গড়ে শিক্ষা, শিক্ষা গড়ে সভ্যতা, সভ্যতা গড়ে সংস্কৃতি, সংস্কৃতি গড়ে মানবিকতা। শিক্ষা না থাকলে সারা জীবনটাই মরুভুমি হয়ে যাবে। শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

জেনারেশনের পর জেনারেশনকে ইংরেজি পড়তে দেওয়া হয় নি। আমরা চাই ছেলেমেয়েরা বাংলাও শিখবে, ইংরেজিও শিখবে, অন্য ভাষা শিখতে চাইলেও শিখবে। যার যে ভাষা পছন্দ, সেটা শিখবে। মাতৃভাষা জানার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। এখন অনেক এডভান্টেজ, সেটাকে এডভান্টেজ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ



# শিরোনামে

## ‘বঙ্গবিভূষণ’ ও ‘বঙ্গভূষণ’



বাংলার শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান ‘বঙ্গবিভূষণ’ ও ‘বঙ্গভূষণ’ পুরস্কারে ভূষিত করা হল সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের। কলকাতার নজরুল মঞ্চে এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মান দেওয়া হল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী, শিল্পপতি ওয়াই সি দেবেশ্বর, অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ডঃ ধীমান গাঙ্গুলি এবং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার অরুণ প্রসাদকে। ‘বঙ্গভূষণ’ সম্মান পেলেন ডঃ অভিজিত চৌধুরী, অভিনেতা চপল ভাদুরি, বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সঙ্গীত শিল্পী লক্ষ্মণ দাস বাউল, ফকির ও দরবেশ শিল্পী খিদমৎ ফকির এবং লোকশিল্পী গনাথ রাভা।
















ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

# কৃতীদের সংবর্ধনা



১৭/০৫/২০১৭

রাজ্যের হাই-মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

১৩/০৬/২০১৭

রাজ্যের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনাজানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসই, আইএসসি, সিবিএসই এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে কার্যত নক্ষত্র সমাবেশ ঘটেছিল কলকাতার আলিপুরের 'উত্তীর্ণ' মঞ্চে। পুরস্কৃত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁদের সাফল্য কামনা করেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী।

## গবেষণায় আর্থিক সহায়তা

০৩/০৬/২০১৭

সম্প্রতি, প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি এবং এমফিল গবেষকদের নন-নেট ফেলোশিপের টাকা ইউজিসি বন্ধ করে দিয়েছে। টাকা না পেলে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, রাজ্য সরকারের 'স্বামী বিবেকানন্দ মেধা বৃত্তি' প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ অর্থের থেকে ২০ কোটি টাকা নন-নেট গবেষণার খাতে ব্যয় করবে। এমফিল, পিএইচডি গবেষকদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে স্বচ্ছ এবং নিয়ম মোতাবেক পদ্ধতিতে।





ছবি : অশোক মজুমদার





# মহানায়ক সম্মাননা

মহানায়ক উত্তমকুমারের ৩৭তম প্রয়াণ দিবসে নজরুল মঞ্চে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'মহানায়ক সম্মাননা' প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রবীণ অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়াকে 'মহানায়িকা' সম্মান প্রদান করা হয়। এছাড়া চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা ও কলাকুশলীদেরও প্রতি বছরের মতো সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ২০১৭ সালের পুরস্কারপ্রাপক—শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-বিসর্জন, সেরা পরিচালক অরিন্দম শীল, সেরা অভিনেতা-প্রসেনজিৎ, বর্ষসেরা অভিনেত্রী-নুসরৎ, বর্ষসেরা চিত্রগ্রাহক-সৌমিক হালদার সেরা চিত্রনাট্যকার-পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, সংগীতে সেরা বিক্রম ঘোষ।



ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ



## একতাই সম্প্রীতি

# শান্তিবাহিনী গড়ে তোলা হবে

০৪/০৭/২০১৭

নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়ায় যে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একশ্রেণির মানুষ যে ঘৃণ্য আচরণ করছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে জানান, কোনওভাবে কোনও গুজব ছড়াবেন না। কোনওভাবেই যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছন্দ পতন না ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসন পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। একটি গোষ্ঠীর প্রতি অবমাননাকর ও কুরুচির ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হলে, অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু মানুষ ও সংগঠন উত্তেজনা ছড়াতে চাইছে রাজ্য জুড়ে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ-প্রশাসন।

০৫/০৭/২০১৭

নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জানান, মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৬০ হাজার বুথ এলাকায় 'শান্তিবাহিনী' গড়ে তোলা হবে। সম্প্রীতি বিনষ্টকারীরা যাতে, রাজ্যে শান্তি বিঘ্নিত করার সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই 'শান্তিবাহিনী'-র পরিকল্পনা। প্রতিটি বুথ এলাকার ছাত্র-যুবদের নিয়ে তৈরি হবে এই শান্তি বাহিনী। স্থানীয় থানা প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যৌথভাবে এরা প্রতি নিয়ত খোঁজ–খবর রাখবে, কে বা কারা গুজব এবং উসকানিমূলক কথাবার্তা বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। এছাড়া, এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে এই শান্তিবাহিনী সার্বিক সহায়তা করবে।



# অনুরোধের আসর

'স্বর্ণযুগ'-এর বাংলা গান বাঙালির একসময়ের হৃদয়ের সম্পদ। সেই যুগের শিল্পী ও শ্রোতা কেউ এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায়, আবার কেউ বা বার্ধক্যের সীমানায় প্রবেশ করেছেন। অনেকে আবার এই পৃথিবীতে আর নেই। বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, শ্রোতা, অনুষ্ঠান-আয়োজক কর্তৃপক্ষ—'স্বর্ণযুগ' তৈরি করেছিলেন হাতে হাত মিলিয়ে।

ভাঙা-গড়ার বাংলায় তখন আবেগ ছিল প্রধান। সম্পর্কের টানা-পোড়েনে শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সবটাই ছিল এই সময়ের থেকে অনেক আলাদা। একদিকে ছিল কঠিন জীবন-সংগ্রাম। অন্যদিকে, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ। সেই যুগে বাঙালির বিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বেতারের 'অনুরোধের আসর'।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নতুন ইতিহাস গড়ে তুলছেন। কিন্তু অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নয়। বাংলার সাংস্কৃতিক পরম্পরার মূল্যবান সম্পদকে সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রসারেও নিয়েছেন উদ্যোগ।



তারই প্রণোদনায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে 'অনুরোধের আসর' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গত ২৫ আগস্ট। নজরুল মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, বর্তমান শিল্পীরা নতুন গানের পাশাপাশি স্বর্ণযুগ-এর গান পরিবেশন করুন এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সেইসব গান সাধারণ দর্শক-শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে গানের সংকলন নিয়ে 'মাতৃ মা' নামে একটি সিডিরও উদ্বোধন হয়। গানগুলি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, লোপামুদ্রা মিত্র, রূপংকর, মনোময় ভট্টাচার্য ও রাঘব চ্যাটার্জী।



ছবি : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

# সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস

৩১ আগস্ট ২০১৭ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পঞ্চম সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস কেন্দ্রীয় ভাবে পালিত হয়েছে কলকাতার নজরুল মঞ্চে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্‌বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রম বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী মলয় ঘটক, সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) জনাব সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-সহ প্রায় তিনহাজার গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের সেরা পাঠকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 'বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী জনাব সিদীকুল্লাহ চৌধুরী বলেন,

"বই ছাড়া সভ্য সমাজ চলতে পারে না। লেখাপড়াই হল আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের ভবিষ্যৎ... আমাদের রাজ্যে ৮০টি মডেল লাইব্রেরি করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি... ৫২টি দিবস আমরা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনীষীদের নিয়ে লাইব্রেরিতে আলোচনার পর্ব তৈরি হোক... এছাড়া একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রেফারেন্স বই বিদ্যালয়ের ১ কিমি-এর মধ্যে গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে দেওয়া হবে... প্রতিটি লাইব্রেরিতে অভিমত গ্রহণ করার জন্য একটি ডায়েরি বা নোটবুক রাখুন... আপনাদের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করতে পারব। বাঙালি সমাজের মেধার বহিঃপ্রকাশ গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার বাদ দিয়ে হবে না।..."

ছবি সৌজন্য : গ্রন্থাগার বিভাগ



# সাক্ষরতা দিবস

এই রাজ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল দেশের সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, মানুষে মানুষে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, মানুষকে সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তোলা ইত্যাদি।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে ৯টি জেলায় (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাকুড়া ও পুরুলিয়া) যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার ৫০% বা তার নীচে (২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। জাতীয় স্তর থেকে মূল্যায়ন ও সফল পড়ুয়াদের শংসাপত্র প্রদান করা হয় জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

গত ২০ আগস্ট ২০১৭ তে পঞ্চদশ মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এযাবৎ ৪৬ লক্ষ পড়ুয়াকে আমরা সাক্ষরতার আঙিনাতে আনতে পেরেছি। ত্রিস্তরীয় পরিদর্শন ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্য তথা জাতীয় স্তর থেকেও এই মূল্যাণ পরিদর্শন এর ব্যবস্থা ছিল। সর্বস্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করেছে।

প্রতিবছরের মতো এবছরও রাজ্য জুড়ে ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। রবীন্দ্রসদনে মূল অনুষ্ঠানটি হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। সকালে কলকাতায় এক পদযাত্রারও ব্যবস্থা করা হয়। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী জনাব সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী রাজ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই কাজে যুক্ত করার ভাবনা চলছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এছাড়া বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রীদের মধ্যে পুর্ণেন্দু বসু, অরূপ রায় ও সাধন পাণ্ডে। গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলাস্তরে এই উপলক্ষে ৬/৭/৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে ট্যাবলো সহযোগে পদযাত্রা, নবসাক্ষর ও পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে ও কেন্দ্রীয়ভাবে কলিকাতার রবীন্দ্রসদনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নবসাক্ষর, পড়ুয়া এবং সাক্ষরতার কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও উৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য সকল মানুষকে সাক্ষরতার আঙিনায় নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাজ্যকে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসাবে অভিহিত করা।

ছবি : প্রতীক শেঠ



# নৃত্যনাট্য উৎসব ২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমির উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে গত ২৫-২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে নৃত্যনাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুইদিন ব্যাপী এই উৎসবে মোট ৬টি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে।

উপসমিতির সদস্য তথা ভরতনাট্যমের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী থাঙ্কমনি কুট্টি, কত্থক নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত, ভরতনাট্যম শিল্পী অনিতা মল্লিক, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতি মনোজ মিত্র, রবীন্দ্রসদনের প্রশাসনিক আধিকারিক অর্কদেব ভাদুড়ির সম্মিলিত ভাবে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী উৎসবের সূচনা হয়।



বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত নৃত্যনাট্য উৎসব



আয়োজনের উদ্দেশ্য সহ বাংলার নিজস্ব সম্পদ কবিগুরুর নৃত্যনাট্য সৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যাবলী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা করেন।

'নৃত্য যখন দৃশ্যশিল্প,নাটক তখন দৃশ্যকাব্য। অভিনয়ের প্রয়োজনে নৃত্যের ব্যবহার নৃত্যনাট্যকে অভিনব করে তুলেছে'। নাট্যজগতের কিংবদন্তী নাট্য ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র তার ছোট্ট বক্তব্যে রাজ্য সংগীত আকাদেমির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। আকাদেমির নির্বাহী আধিকারিকের আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ম দিনের অনুষ্ঠানের ১ম পর্ব সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পূজারিণী কবিতার ভাব অবলম্বনে ওড়িশি ও রায়বেঁশে নৃত্যরূপের সম্মিলনে নান্দনিকের প্রযোজনা ও জয়তী বসুর পরিচালনায় 'পুজারিনী'



শীর্ষক নৃত্যনাট্য মুগ্ধ করে।

প্রকৃতিপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী কবিতা অবলম্বনে নৃত্যভূমির প্রযোজনা এবং কাশীরাম ও সাধনা হাজরার পরিচালনায় পরিবেশিত 'নবরবিকিরনে' শীর্ষক নৃত্যনাট্যটি প্রশংসিত হয়েছে।

১ম দিনের শেষ নিবেদন উপাসনা সেন্টার ফর ডান্সের প্রযোজনা ও অসীমবন্ধু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'অনন্ত' দর্শককে মনে করিয়ে



দেয় নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগসূত্রকে।

নৃত্যনাট্য উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রথমেই সুন্দরম ডান্স ইন্সটিটিউসনের প্রযোজনা ও সুজিত কর্মকারের পরিচালনায় মহাকবি কালিদাসের মূল কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যনাট্য 'শকুন্তলা' অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের ২য় নিবেদন নৃত্যনাট্য 'কোনারক ও চন্দ্রভাগা'। দ্য ওড়িশি ডান্স ইন্সটিটিউট নিবেদিত এই নৃত্যনাট্যে চন্দ্রভাগা নদী ও সমুদ্রের কথোপকথন ও কোনারক মন্দিরের ইতিহাস সর্বানী



সেনের পরিচালনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কলামন্ডলমের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী থাঙ্কমনি কুট্টির নির্দেশনায় পরিবেশিত 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল তোমাকে সেলাম' শীর্ষক নৃত্যনাট্যটি দর্শক হৃদয় ভরিয়ে তোলে।

দুই দিন ব্যাপী 'নৃত্যনাট্য উৎসবে' পরিবেশিত ৬টি নৃত্যনাট্যের বর্ণময় নৃত্যশৈলী ও সফল উপস্থাপনা সকল দর্শক হৃদয় জয় করে নেয়।



প্রতিবেদক : মুনমুন হোড় চৌধুরী
ছবি সৌজন্য : রাজ্য সংগীত আকাদেমি



# বাঙ্ময় বাণীকুমার

আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, নদীর পাড়ে কাশের খেলা আর পায়ের কাছে নবদূর্বাদলের মেলায় যখন প্রকৃতির চিত্রপট রঞ্জিত হয়, মানুষ তখন উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে 'সেই ভোরের', যে ভোর সম্মোহনী সুরে ভাসাবে। আগের দিন রাত্রে পুরোনো রেডিওখানা বা হাতের মুঠোফোনখানাকে গুছিয়ে সবাই তাড়াতাড়ি শয্যা নেয় ভোরাই সুরে মাতবে বলে। 'তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, দশপ্রহরণধারিণী, জাগো...'। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে আলো, বেজে ওঠে চণ্ডীর স্তবগাথা। আকাশের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যত ম্লান হয়, বাতাসে মহালয়ার গীতি আলেখ্য ততই ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে নব ঊষার আগমনে বাঙালির ঘর ঝলমলিয়ে ওঠে। সবশেষে ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকে গীতিআলেখ্যটির সুরকার, গীতিকার, পরিচালক, শিল্পী ও রচয়িতার নাম। রচয়িতা 'বাণীকুমার'। বিস্মৃতির মধ্যেও কিন্তু ঘুরে ফিরে আসে ওই নাম। বাণীকুমার, পিতৃদত্ত নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, জন্ম ২৩ নভেম্বর, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান মাতুলালয়—হাওড়া জেলার আমতা অঞ্চলের কানপুর গ্রাম। পরবর্তীকালে যাঁর ঠিকানা হয় মধ্য হাওড়ার কাসুন্দিয়া অঞ্চলে। ফলে ওই অঞ্চলের ধর্মস্থান ধর্মতলা মন্দির প্রাঙ্গণ তাঁর নির্মল বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ওই প্রাঙ্গণে বসে তিনি রচনা করেন তাঁর অমরসৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' গীতিআলেখ্যটি। যার সুরকার ও গীতিকার পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয়।

শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন কালে নিদ্রিতা দেবীকে গতনিদ্রা হওয়ার জন্য এই বোধন মন্ত্র। শাস্ত্রীয় বিধির অনুশাসনে রচিত এই আলেখ্যটিতে কণ্ঠদান করেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। এটি প্রথম সম্প্রচারিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মহাষষ্ঠীর দিন। পরবর্তীকালে যা মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সম্প্রচারিত হতে থাকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাদিক্রমে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রচার নির্ধারিত সময়ে বন্ধ থাকে। কিন্তু



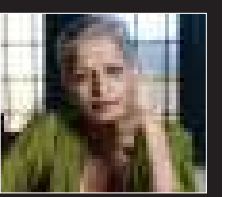
১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি অদ্যাবধি সম্প্রচারিত হয়ে চলেছে যা বিশ্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সার্থকনামা বাণীকুমার, সুর ও বাণীর তরঙ্গ লীলায়িত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিধারায়। কখনও রবীন্দ্র সংগীতকে সংস্কৃতে রূপদান করেছেন, কখনও সংগীতের রচয়িতা হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় ফিচার ফিল্ম 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে সর্বপ্রথম প্লে ব্যাক সংগীতের ব্যবহার হয়—যা রচনা করেন স্বয়ং বাণীকুমার।

ফুল ঝরে যায়, তার সুবাসটুকু রেখে যায়—বাণীকুমারের দেহাবসান হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সুরলহরি ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে বাতাসে। বঙ্গ সংস্কৃতির এই প্রাণরসটুকুকে সযত্নে রক্ষিত করতে এই মহান শিল্পীর পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে ধর্মতলা মণ্ডপের সম্মুখভাগে। মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়ের পৌরহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন বাণীকুমারের পুত্র নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য ও কন্যা সোমলেখা, পঙ্কজকুমার মল্লিকের নাতি রাজীব গুপ্ত, প্রখ্যাত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। পুণ্যতোয়া নদীর মতোই সংস্কৃতির ধারাকে আগামীর কাছে বহমান রাখতে এই প্রয়াস সততই প্রশংসনীয়।

## সাংবাদিক হত্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখপ্রকাশ



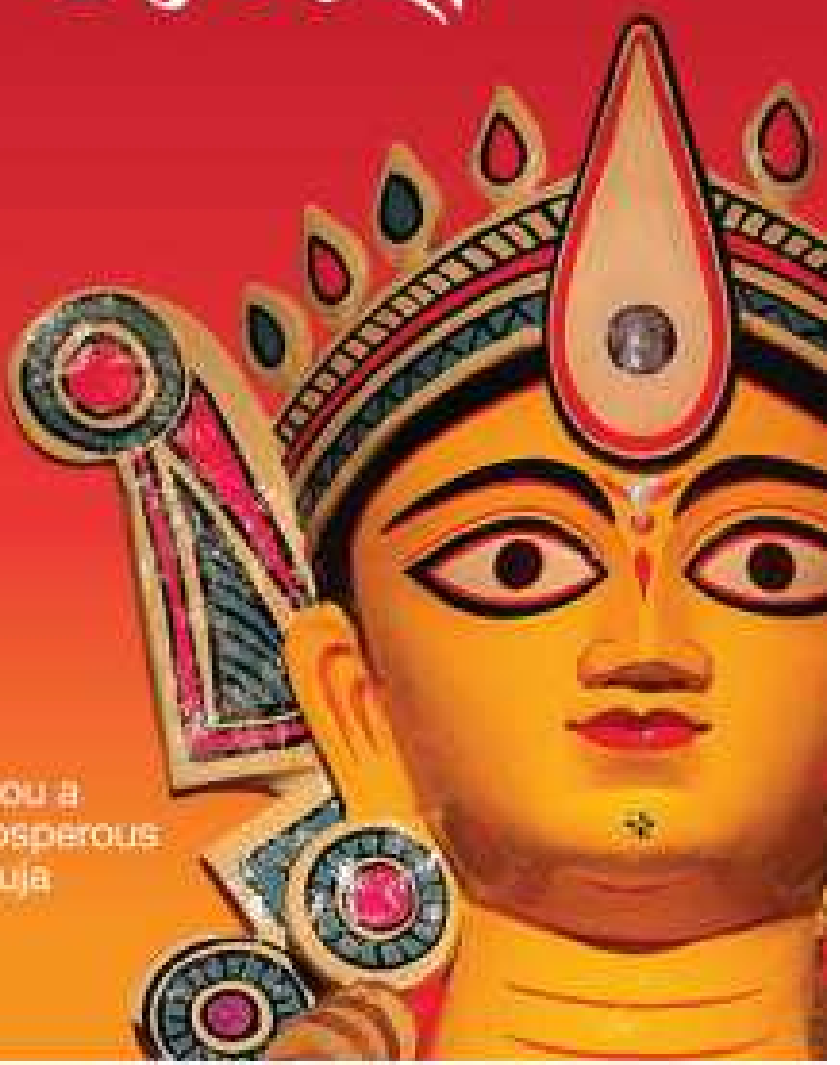
ছবি : অলোক মজুমদার



গৌরী লঙ্কেশ

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ-এর নিহত হওয়ার ঘটনাকে 'দুঃখজনক এবং খুব উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক পদযাত্রায় মোমবাতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও অংশগ্রহণ করেন। পদযাত্রাটি প্রেস ক্লাব থেকে গান্ধি মূর্তি পর্যন্ত যায়।

# শারদীয়ার শুভেচ্ছা



Wishing you a
happy and prosperous
Durga Puja

**WEST BENGAL TOURISM**
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

ফটোফিচার

## রেড রোড ও বারাকপুরের গান্ধিঘাট

# স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ছবি : অশোক মজুমদার







রাজ্যজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল ৬৯তম স্বাধীনতা দিবস। কলকাতার রেড রোডে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। প্রত্যেকবারের মতো এবারও কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা। এছাড়া রাজ্যসরকারের বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য ট্যাবলো পথপরিক্রমা করে। রাজ্যে কর্মরত কৃতী আইপিএস অফিসারদের পুলিশ মেডেল প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৫ আগস্ট ২০১৭, রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি : প্রতীক শেঠ ও সঞ্চয় সমাদ্দার





ওই দিন নেতাজি মূর্তিতে
মাল্যদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী।
ছবি : প্রতীক শেঠ ও সঞ্চয় সমাদ্দার




DEPARTMENT OF YOUTH
SERVICES AND SPORTS
GOVERNMENT OF WEST BENGAL





বারাকপুর গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল চরকা কাটছেন রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠী সঙ্গে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

ছবি : প্রতীক শেঠ ও সঞ্চয় সমাদ্দার



# ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭




# বিশ্বকাপ-২০১৭




মাত্র কয়েকটি দিন। কয়েক ঘণ্টা। ভারতের ফুটবলের শহর কলকাতা আর তার স্বপ্নের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বিশ্বের অতিথিদের বরণ করে নিতে তৈরি। ১৯৮৪–র পর ২০১৭। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সল্টলেকের এই স্টেডিয়ামে ফের দ্বিতীয়বার বিশ্বমানের নান্দনিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। সম্পূর্ণ সহযোগিতায় রাজ্য সরকার এবং অবশ্যই ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

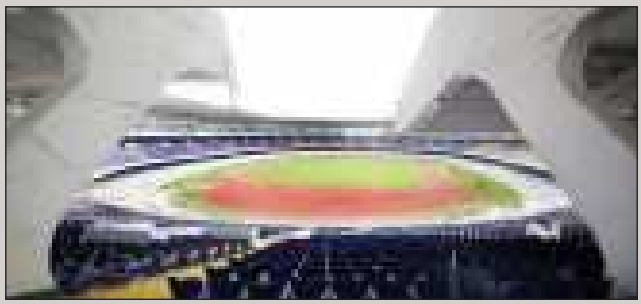


৬ অক্টোবর থেকে ভারতের ৬টি শহরে (কোচি, দিল্লি, নভি মুম্বই, গুয়াহাটি, মারগাঁও এবং অবশ্যই কলকাতা) যে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসছে, তার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে গত ২ বছর আগে থেকেই। পূর্ব কলকাতা বাইপাস ধরে গেলে সেজন্য সবার নজর কেড়ে নিচ্ছে এশিয়ার সবথেকে বড়ো 'স্পোর্টস অ্যারেনা' বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন; ২০১৭-র ২৩ আগস্ট নবরূপে সজ্জিত যে স্টেডিয়ামের নতুন করে পথ চলা শুরু হয়েছে। সত্যিই তো! অত্যাধুনিক এবং বিশ্বের অন্য ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফিফা, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ ফেলেও এটাই স্বীকার করে নিল—কলকাতা পারে। পশ্চিমবঙ্গ পারে, বিশ্বমানের বিশ্বকাপের জন্য স্টেডিয়াম উপহার দিতে পারে।

বিশ্ববাংলা ফুটবল শহর তথা আয়োজক শহর কলকাতার লোগো উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর জেভিয়ার সেপি প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্বমানের খেলার মাঠ তৈরি করে ফিফার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানি ইনফ্যানটিনো, কলকাতায় আসবেন। এখানে ফাইনাল ম্যাচ চলার সময় তিনি আমাদের অতিথি।







বিশ্বমানের করে তুলতে স্টেডিয়ামের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মূল পিচ-সহ দু-পাশে অনুশীলনের জন্য দুটি মাঠ সম্পূর্ণ বারমুডা ঘাসে ঢাকা। টিকিট কেটে দর্শকাসনে সাধারণ মানুষ যাতে বসতে পারেন, সেজন্য ৬৭ হাজার দর্শকের জন্য 'বাকেট চেয়ার' তৈরি করা হয়েছে। টানেল, যেখান দিয়ে খেলোয়াড়রা বেরিয়ে আসছেন, তার উচ্চতা মাটি থেকে ৭-৮ ফুট উঁচু করা হয়েছে। ফলে সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড়রাও মাথা উঁচু করে যাতে বেরোতে পারবেন। খেলোয়াড়দের 'চেঞ্জিংরুম'গুলিও নান্দনিক। নানা ধরনের কাঠের আসন, আসবাব, হ্যাঙার, ড্রয়ার, লকার, ক্যাবিনেটে সজ্জিত এখন যুবভারতীর ড্রেসিংরুম। এরকম ৪টি ঘরের ২টিতে ২৫টি করে এবং ২টিতে ২৩টি করে লকার। একটি 'ড্রাই' এবং অপর একটি 'ওয়েট' ওয়াশরুম। নানা রং-এর ছোঁয়া লাগা এলইডি আলোয় সজ্জিত যুবভারতীর অন্দরমহল। সঙ্গে দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি সাঁটা। এতদিন ধরে ভারতীয় ফুটবলে রেফারিদের দুঃখ ছিল, তাঁদের 'চেঞ্জিংরুম' কখনোই ভালো হয় না। বিশ্বকাপ ফুটবলের অন্যতম আয়োজক শহরের নবরূপে সজ্জিত স্টেডিয়ামে সেই ছবিও এবার থেকে পালটে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বারবার আধিকারিকদের

বলছেন, ফুটবলার হোক কিংবা আয়োজক বা দর্শক—আন্তর্জাতিক অতিথিদের আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না হয়।

## বিশ্বকাপ এবং বাংলার ফুটবল নক্ষত্র

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সম্প্রতি এসেছিল ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ট্রফিটি। উপস্থিত ছিলেন বাংলার একসময়ের ফুটবল নক্ষত্র পি কে ব্যানার্জী, শ্যাম থাপা, সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, বিদেশ বসু, প্রসূন ব্যানার্জী, শান্তি মল্লিক প্রমুখ।

## বিশ্বকাপ ফাইনাল কলকাতাতেই

৬টি লিগ এবং ৪টি নক-আউট ম্যাচ-সহ ফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্বের পালক এখন কলকাতার মুকুটে। ১৯৮৪ সালে প্রথম হয়েছিল 'জওহরলাল নেহরু ইন্টারন্যাশনাল ইনভিটেশন গোল্ড কাপ'-এর ফাইনাল। প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ড ও চীন। এবার এই শহরেই ফাইনালের আগে ৩ দিন বসছে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠক। ফিফার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা যে পশ্চিমবঙ্গকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের কার্যকরী সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্তেই এর প্রমাণ।



## যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের তালিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | চিলি বনাম ইংল্যান্ড | গ্রুপ 'এফ' |
| | রাত ৮টা | ইরাক বনাম মেক্সিকো | ,, |
| ১১ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | ইংল্যান্ড বনাম মেক্সিকো | গ্রুপ 'এফ' |
| | রাত ৮টা | ইংল্যান্ড বনাম চিলি | ,, |
| ১৪ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | জাপান বনাম নিউ ক্যালিডোনিয়া | গ্রুপ 'ই' |
| | রাত ৮টা | ইংল্যান্ড বনাম ইরাক | গ্রুপ 'এফ' |
| ১৬ অক্টোবর | রাত ৮টা | 'এফ'-এর বিজয়ী বনাম 'ই' এর বিজয়ী | ১৬ নম্বর রাউন্ড |
| ২২ অক্টোবর | রাত ৮টা | চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল | |
| ২৮ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | তৃতীয় স্থানের জন্য ম্যাচ | |
| | রাত ৮টা | ফাইনাল | |



প্রতিবেদক : রাতুল দত্ত
প্রতিবেদনপ্রতিবেদনের সমস্ত ছবি : অশোক মজুমদার

# ক্রোড়পত্র

## সরকারি সুযোগ-সুবিধা

# প্রকল্পের সাতকাহন

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সফল প্রকল্পগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে দপ্তরকথা বিভাগে ক্রোড়পত্রটি প্রস্তুত করা হল।

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

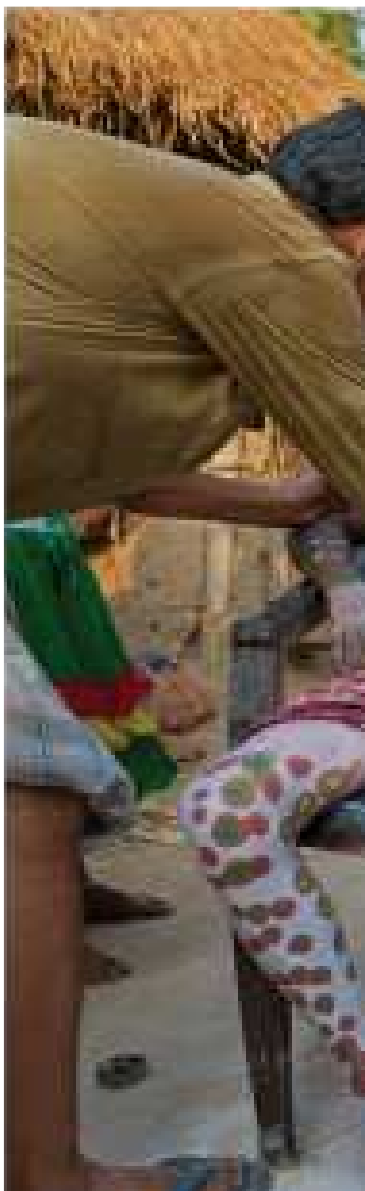




ছবি : অশোক মজুমদার

# লোকপ্রসার প্রকল্প : সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রচার





ছবি : প্রতীক শেঠ

জীবন জুড়ে সরকারি প্রকল্পের নানা সুযোগ-সুবিধা রাজ্যের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে এনেছে স্বস্তি। এনেছে আস্থা।

সরকার প্রকল্প তৈরি করে। রূপায়ণ করে। এর সুফল কারা লাভ করেন প্রশ্ন এখানেই। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের খোঁজখবর রাখেন না বা পান না অনেক সাধারণ মানুষ।

সেজন্য প্রয়োজন, প্রকল্প যাঁদের জন্য তাঁদের কাছে প্রকল্পের নানা সুলুকসন্ধান পৌঁছে দিতে হবে।

বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অনেকের জীবনই সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কত মানুষই এই সামান্য সুযোগের অভাবে চিরকালের জন্য অন্ধকারে থেকে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন, প্রকল্পগুলো সম্পর্কে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তাঁরা জানুক। যিনি যে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য, সেই সুযোগ লাভের জন্য তিনি সঠিক পদক্ষেপ করতে পারেন।

এর জন্য চাই প্রচার।

বর্তমান সরকার জোর দিয়েছে প্রচার-এ।

ছবি : সুদীপ্ত মৌলিক



রাজ্যবাসীর কাছে প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো।

এই কাজে বিগত কয়েক বছর ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন মনোহারী মাধ্যম। এই মাধ্যম বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির তথ্য সহজ-সরলভাবে মানুষকে আকর্ষণ করেছে চিরকাল। আজও এর গুরুত্ব সীমাহীন। আবারও তা প্রমাণিত হল।

লোকসংস্কৃতির এই কার্যকরী রূপ জনগণ ও সরকারের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রকেও উন্নত ও প্রসারিত করছে।

লোকসংস্কৃতির অনন্যতা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার।

সংস্কৃতির মূল স্রোতে আজ জায়গা করে নিয়েছে লোকসংস্কৃতি এবং লোকশিল্পীরা। বিশ্বের দরবারে, বাংলার লোকসংস্কৃতির অনেক ধারাই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে বহু যুগ আগেই। মাটি-সংলগ্ন সেই সংস্কৃতি বিশ্বের মননশীল মানুষকে দিয়ে আসছে অসাধারণত্বের স্বাদ, যে স্বাদের মধ্যে অনেকটাই জুড়ে আছে আধ্যাত্মিকতার গভীর তত্ত্ব।

এখানেই লুকিয়ে আছে বাংলার প্রকৃত সম্পদ।

বলতে দ্বিধা নেই, উদ্যোগের অভাব ছিল না। উদ্যমেরও। কিন্তু তবু লোকশিল্পীদের জীবনে আজ যে উন্নয়নের শরৎ আলোর পরশ লেগেছে আগে তা লাগেনি কেন—সেই প্রশ্ন সবচেয়ে জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে বিগত সরকারের আমলে এই কাজে যাঁরা অনেক বেশি যুক্ত ছিলেন সেইসব লোকসংস্কৃতিক কর্মী, গবেষক, পণ্ডিত তথা সর্বোপরি লোকশিল্পীদের মধ্যে।

কেউ কেউ সমালোচনা করছেন যে সরকারি প্রচারে বড়ো বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে লোকশিল্পীরা। লোকশিল্পীরা নিজেরা কী বলছেন?

তাঁদের কথায় তাঁরা নিজস্ব সংস্কৃতির গভীরতাকেই স্পষ্ট করেছেন। তাঁদের বক্তব্য—মানুষের কল্যাণের জন্যই আমাদের এই চর্চা, মানুষের ভালো হোক—এই আমাদের কামনা।



ছবি : কাজল বিশ্বাস



ছবি : কাজল বিশ্বাস



ছবি : কাজল বিশ্বাস

লোকসংস্কৃতি জীবনসত্যের নানা দিককে যেমন তুলে ধরে জীবনের সংশোধনবাদের পথকেও মসৃণ করে তোলে ভালো-মন্দ, আলো-আঁধারী, সাদা-কালো, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যে—দুটো দিককেই চিনিয়ে দেয় সহজে। তাই তো আবহমান কাল ধরে এর পথ চলা।

সরকারি প্রচার, আসলে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারের কাজে এই রাজ্যে লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ মানুষের কল্যাণে সরকারি কর্মযজ্ঞে অগ্নিকে ঊর্ধ্বমুখী করেছে। আর এই সাফল্যের মূল কাণ্ডারী—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকারি প্রকল্পের প্রচারের কাজ চলেছে একটি সুপরিকল্পিত প্রকল্পের মাধ্যমে যার নাম, লোকপ্রসার প্রকল্প।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ চলছে।

লোকসংস্কৃতির জগৎ বহু বর্ণময়। বিচিত্র ধারায় প্রকাশিত। জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য এই রাজ্যের অঞ্চলভেদে দৃশ্যমান। ফলে বাংলার লোকসংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে।

কৃষিভিত্তিক বাংলায় প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালির জীবনকে আজও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এরই ফলশ্রুতি বাংলার সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি।

জীবনবিলাসের আরেক নাম যেন লোকসংস্কৃতি। গ্রামীণ জীবনে বিনোদনের উঠোন জুড়ে যে লোকসংস্কৃতির ছিল একচ্ছত্র রাজত্ব, আজ সেই লোকসংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতির মূলধারা হয়ে



ছবি : পল্লব মণ্ডল

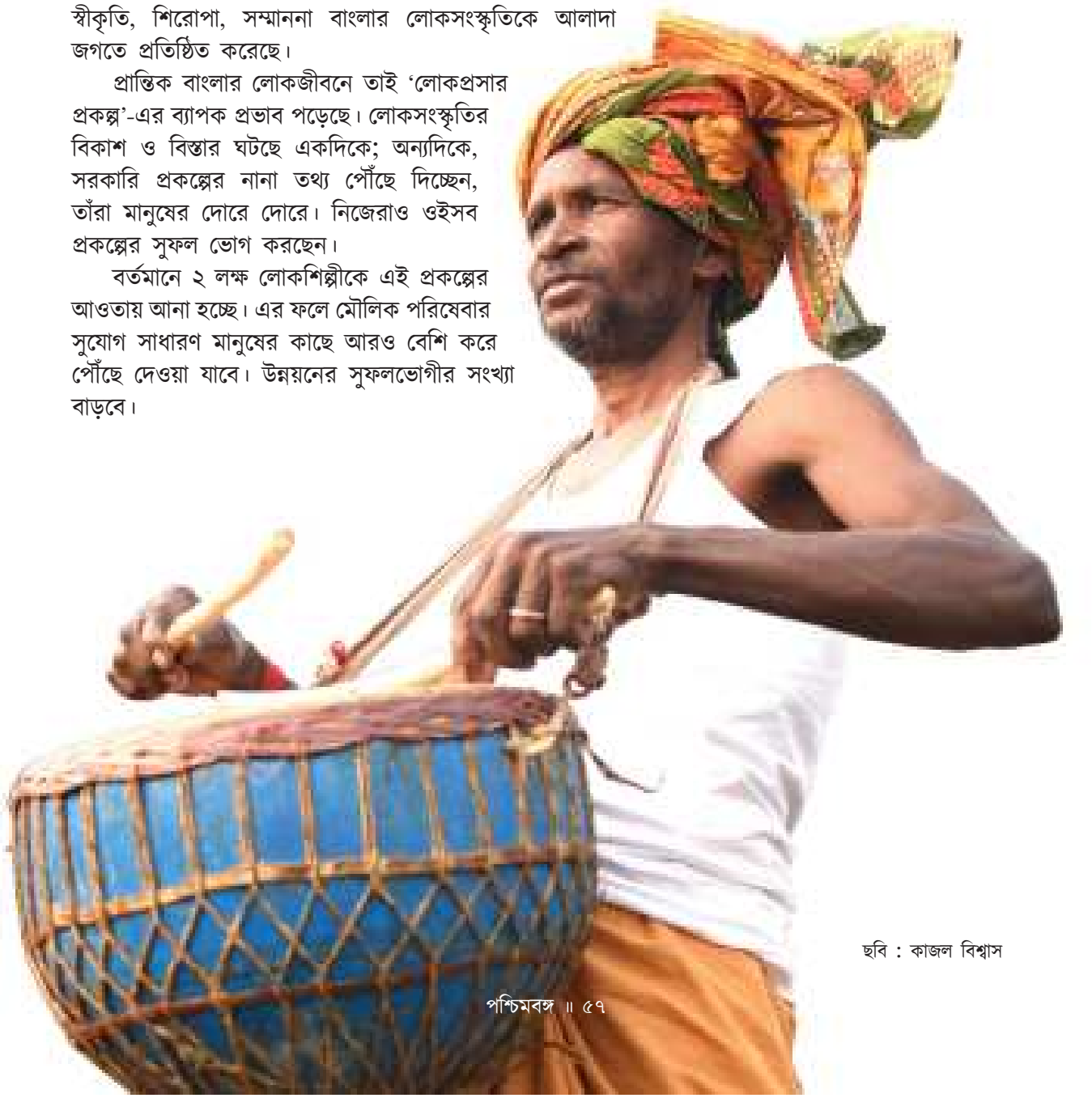
উঠেছে; ক্রমশ শিকড়ের সন্ধানে ফিরছে বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা। আর সেই সময়ে ‘লোকপ্রসার প্রকল্প’ লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রান্তিক বাংলার দিকে দিকে ‘লোকপ্রসার প্রকল্প’ সরকারের নানা প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছে লাখো লাখো মানুষের কাছে।

লোকসংস্কৃতি বাংলার অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বহুদিন ধরে। জীবনবোধের পরতে পরতে টানা-পোড়েনের খেলায়, অবসরের নানা মুহূর্তে তাঁরা সৃজনশীল হয়ে ওঠেন। দুর্বার বেগে ছুটে চলে তাঁদের শিল্পীমন। গ্রাম-বাংলা তথা মফস্বল-বাংলায় একসময় রমরমিয়ে চলত লোকসংস্কৃতির নানা ধারার প্রকাশ। জীবন ক্রমশ আধুনিক হয়েছে, ব্যস্ত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক কাঠামো গুঁড়িয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মণরেখার গতি ক্রমশ ছোটো হয়েছে। একবগ্গান জীবনে বিনোদনের চরিত্রের চাহিদা পালটে যাচ্ছে ক্রমশ। সেখানে লোকসংস্কৃতিকেও জায়গা করে নিতে হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। আরও আকর্ষক, আরও সময়োপযোগী হয়ে উঠতে হচ্ছে। পোশাকে, আবহে, আলোতে, যন্ত্রে, অভিনয়ে, বিষয়ে—এইসব জনমনোরঞ্জনের ধারা যেমন বিনিয়োগমুখী হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে, তেমন আয়ের সম্মানজনক পথও হয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে স্বীকৃতি, শিরোপা, সম্মাননা বাংলার লোকসংস্কৃতিকে আলাদা জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রান্তিক বাংলার লোকজীবনে তাই ‘লোকপ্রসার প্রকল্প’-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। লোকসংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে একদিকে; অন্যদিকে, সরকারি প্রকল্পের নানা তথ্য পৌঁছে দিচ্ছেন, তাঁরা মানুষের দোরে দোরে। নিজেরাও ওইসব প্রকল্পের সুফল ভোগ করছেন।

বর্তমানে ২ লক্ষ লোকশিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে মৌলিক পরিষেবার সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া যাবে। উন্নয়নের সুফলভোগীর সংখ্যা বাড়বে।



ছবি : কাজল বিশ্বাস



ছবি : রাজেশ ধর



ছবি : সুজিত সাহা



ছবি : প্রতীক শেঠ



ছবি : প্রতাপ আচার্য্য



ছবি : ড. রিংতা মুখার্জী

আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলার ছৌ। মূলত পুরুলিয়ার ছৌ-এর বাড়বাড়ন্ত। ঊষর পুরুলিয়ার রুখা-শুখা মাটিতে চাষবাস মায় জীবনযাপনের যে কোনও কাজই কষ্টকর। ভুখা মানুষের দল মেতে ওঠে ছৌ-নাচে। দলে দলে মানুষ যুক্ত হয় ছৌ-এর সঙ্গে।

দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে ছৌ-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে মুগ্ধ করেন মানুষকে। ভারতের চিরায়ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রাণময় বর্ণময় বহিঃপ্রকাশ তাঁদের নাচে-গানে-অভিনয়ে। সাজপোশাকের অপরূপত্ব মোহিত করে সব দর্শককেই—সেই ছৌ শুধু বিদেশের মানুষের কাছেই পৌঁছে দেয় না ভারত তথা বাংলাকে, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানা প্রচারের বিশ্বসেরা শিল্পীরা প্রাণ উজাড় করে কাজ করেন।

২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার ছৌ-শিল্পী যোধারাম কুমার দিল্লির রাজপথে ছৌ-নাচ দেখিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দেন বাংলায়, তিনিই স্কুলে স্কুলে গিয়ে কন্যাশ্রীর প্রচার করেন, একই মগ্নতা, একই সৃজনকুশলতা নিয়ে। বাল্যবিবাহ রোধে যোধারাম কুমারের মতো বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন। সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়ণের সুযোগ পেয়ে তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। তাঁদের এই কাজের যে বাল্যবিবাহ কমছে—এতে তাঁরা আহ্লাদিত। 'লোকপ্রসার প্রকল্প'-এর শিল্পীরা এভাবেই সমাজ পরিবর্তনে প্রকৃত 'লোকশিক্ষক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী, ভারতবর্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩০.২%) মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের বিয়ের বৈধ বয়সের আগেই। অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স পার করার আগেই তাঁদের কাঁধে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে।

কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার সুযোগ তাদের দেওয়া হয় না। বাল্যবিবাহের অভিশাপ তাদের জীবনকে অন্ধকারময় করে তোলে।

সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষেই বাল্যবিবাহের ঘটনা সবথেকে বেশি ঘটে। ভারতে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম।

২০০৭-০৮ সালের এই রাজ্যের এক সমীক্ষা থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০-২৪ বছর বয়স্কা সমস্ত বিবাহিতা মহিলাদের ৫৪.৭ শতাংশ মহিলারই বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের

ছবি : শীর্ষেন্দু গায়েন

আগেই। গ্রামাঞ্চলে এই হার অর্ধেকেরও বেশি—৫৭.৯ শতাংশ।

সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষ ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাবে জীবনের পাপড়ি মেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে সারাজীবন, বিশেষ করে মহিলারা।

অবহেলা আর নানা অত্যাচারের শিকার হয় তারা। অনেক সময়, তাদের নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ হয় সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো। তাদের দু-বেলা দু-মুঠো আহার জোগাতেও ব্যর্থ হয় পরিবার।

একদিকে বাল্যবিবাহ। আরেকদিকে নিরক্ষরতা এবং স্বল্প শিক্ষা। আজও অর্ধেক মহিলাই জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখা থেকে চিরবঞ্চিত থেকে যায়।

এই বঞ্চনা থেকে তাদের মুক্তি দিতেই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সূচনা। কারণ কন্যা মানে কন্যাসম্পদ।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব আর্থিক উন্নয়নের গতিকে থমকে দেয়।

একটি শিশুকন্যার দৈহিক গঠন পূর্ণতা পাওয়ার আগেই তাকে সন্তানসম্ভবা করে তোলা হয়। ভাবী জননীর ভূমিকা সম্পর্কে তার মধ্যে কোনো ধারণা তৈরি হয় না। কারণ তখনও শেষ হয়নি তার শৈশব। একটি শিশু হয়ে ওঠে আরেকটির শিশুর মা। তাদের মুক্তির স্বাদ এনে দিতেই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প।

'পট-শিল্পী'রা আজও সেইকালের মতো গান বেঁধে, ছবি এঁকে সমাজকে জাগিয়ে রাখে। বেহুলা-লখিন্দরের পালা গাইতে গাইতে তাঁদের চোখের জল বাঁধ মানে না। যেমন কন্যাশ্রী-র পালা গাইতে গাইতেও তাঁদের হৃদয় ভেঙে যায়। নারীর বঞ্চনার ইতিহাসের শামিল তো অনেক মহিলা পটুয়াই। না হিন্দু-না মুসলিম ঘরানায় নিজেদের ফুল ফোটাতে পারেননি তাঁরা অনেকেই। আজ তাই শুধু পটের গানে 'কন্যাশ্রী'-র কথাই বলেন না, স্কুলছুট মেয়েদের ধরে ধরে



স্কুলে নিয়ে যান। সমাজ-বিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা আজ নতুন করে গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে।

ভোর হতে না হতেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মাঠে যেতে হয় অনেক মানুষকে, কিছুটা অভ্যাসেই। 'নির্মল বাংলা'-র সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে কখনো বা বাংলার বাউল-ফকিরেরা, কখনো বা ভাটিয়ালি শিল্পী।

জনজীবনের উন্নয়নে এভাবেই নানা প্রকল্পকে সার্থক করে তুলছে লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা।

বাংলার মূল ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে আছে লোকসংস্কৃতির কত ধারা। জলা-জঙ্গলের বাংলায় জীবিকাও ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরা।

সংগ্রামময় জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকা অনেক কাজই সংগীতে, নৃত্যে শিল্প হয়ে উঠছে। অনুশীলন-ঋদ্ধ সেইসব শিল্পমাধ্যম আজকের প্রজন্মকেও টানছে। শিল্পের চর্চায় খামতি নেই তাঁদের, শহুরে মঞ্চেও তাঁদের ডাক পড়ে। রুদ্ধশ্বাসে তাঁদের কসরৎ দেখে দর্শক-শ্রোতা। তারই ভাঁজে ভাঁজে চলে প্রকল্পের সাতকাহন।

সুপ্রিয়া রায়

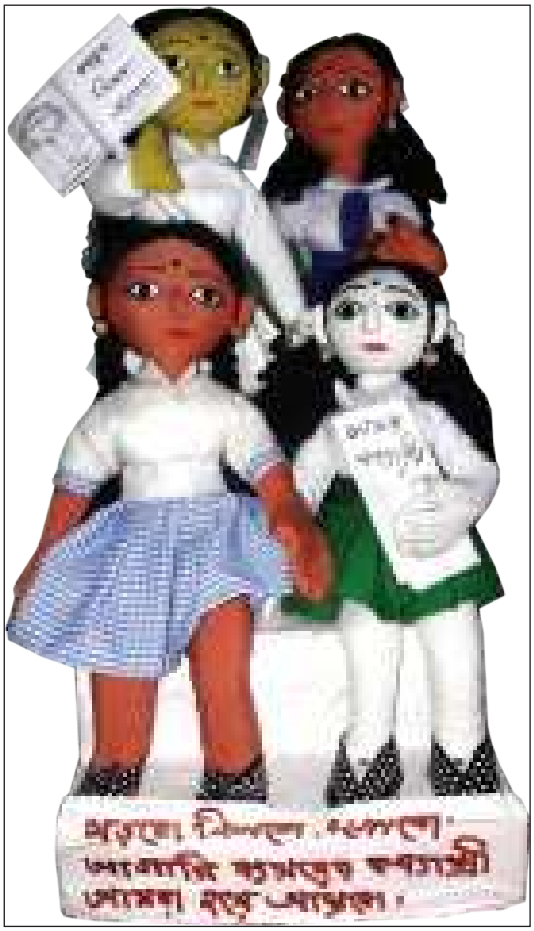
ছবি : কাজল বিশ্বাস ⇨







ছবি : সত্যজিৎ মজুমদার



কন্যাশ্রী

## প্রকল্পের সাতকাহনে

# পুতুল এখন মাধ্যম

সাম্প্রতিক সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলি দারুণভাবে সাড়া ফেলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। জন্ম থেকে (সবুজশ্রী) মৃত্যু পর্যন্ত (সমব্যথী) নানা স্তরের এই প্রকল্পর মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্য বাংলার দ্বার উন্মুক্ত করেছে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। 'রূপসী বাংলা'র 'রূপসী কন্যা'রা যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে ভবিষ্যতের 'অনন্যা' হয়ে উঠতে পারে, বিশ্বকে তার দিশা দেখিয়েছে বাংলা। অন্যদিকে এই প্রকল্প নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে কোচবিহার জেলার এক অনামি কন্যা নিশারানি রায়কে।

না নিশারানি সে অর্থে কন্যা নন। তিনি একজন জননী। অভাবের সংসারের মধ্যে নিজের দুই ছোটো মেয়েকে পুতুল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না তাই মায়ের পুরোনো ফেলে দেওয়া কাপড় তুলো ভরে পুতুল তৈরি করে তা দিয়েই খেলার সাধ মেটাতো তারা। কিন্তু পুতুলগুলোকে দাঁড় করাতে পারত না। মেয়েরা যখন স্কুলে যেত সংসারের কাজের অবকাশে সৃষ্টিশীল নিশারানি একান্তে প্রচেষ্টা চালাতেন পুতুলগুলোকে দাঁড় করানোর। এইভাবেই তিনি নিজের অজান্তেই কখন যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্প যখন শুরু হল, তখন তা পৌঁছে গেল কোচবিহার জেলাতেও। লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা নিজ



কন্যাশ্রী দিবস-২০১৭-র অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি: অশোক মজুমদার

নিজ মাধ্যমে সরকারি প্রচারমূলক এই কর্মসূচি পৌঁছে দিতে থাকলেন সুন্দরবন থেকে পাহাড় সর্বত্রই আর ঠিক তখনই এই প্রকল্পের সারমর্মে আপ্লুত হলেন নিশা। এই তো সময় নিজের শিল্পভাবনাকে সবার সামনে তুলে ধরার। শিল্পীমন তখনই সৃষ্টি করতে থাকল 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' একের পর এক কন্যাশ্রী পুতুল। দুপাশে বেণি বাঁধা নীল সাদা স্কুলের পোশাকে হাতে বইখাতা স্লেট নিয়ে বড়ো বড়ো চোখের কন্যাশ্রী পুতুল পৌঁছে গেল ২০১৫ সালে কলকাতায় রাজ্য হস্তশিল্প মেলার শিল্পীদের প্রদর্শিত শিল্পকলার কক্ষটিতে। বিভিন্ন জেলার শিল্পবস্তুর মধ্যে এখানে হঠাৎ নজর পড়ে এই কন্যাশ্রী পুতুলের ওপর। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কোচবিহার জেলার মহিষবাথানের নিশারানি রায়ের কথা। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক ছেলে ও বউমা আর ছোট্ট নাতি থাকে কলকাতায়। ছেলে ও বউমা দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার।

বিগত বছরগুলোতে নিশারানি রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হত শুধু ফোনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত ৩০ জুলাই থেকে ২ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত পুতুল শিল্পীদের কর্মশালায় আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল তাঁকে। একেবারেই গৃহবধূ নিশারানি আসতে পারেননি। এতদূরের পথে স্বামী তাঁকে একলা ছাড়তে রাজি হননি। তবে কোচবিহারের সমস্ত সরকারি মেলায় হাজির থেকেছেন তিনি। প্রতিবছর ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে তাঁর পুতুল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন



এগিয়ে চলো—ছোঁয়ার ভাষায় বাঙ্ময় মুখ্যমন্ত্রী
ছবি : অশোক মজুমদার



নিশারানি ও তাঁর পুতুল



বাল্য বিবাহ নয়, প্রয়োজন শিক্ষার

জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আমন্ত্রণে। সবাই তারিফ করেছে তাঁর পুতুলের। ওইটুকুই তাঁর গর্ব, তাঁর পাওয়া।

কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বশ্রী হওয়ার পর তার পুতুলের ছবি কাগজে ছাপা হলে আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন তিনি। ঠিক এইসময়ে হঠাৎ দমদমে এক সপ্তাহের জন্য ছেলে-বউমার কাছে তাঁর বেড়াতে আসা। উত্তরবঙ্গের এই রাজবংশী কন্যার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে মাতৃত্বের প্রতিফলন অন্যদিকে চোখে-মুখে শিল্পীর দৃঢ় প্রত্যয়। অল্পদিনের জন্য হলেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁর পুতুল তৈরির সরঞ্জাম। সময় পেলেই পুতুল তৈরি করছেন। কন্যাশ্রী পুতুলই এখন নিশারানির আপন জগৎ। নিজের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের জীবনের ছন্দে চলেছে। সংসারে এখন তাঁরা দুজন। তাই অবসর অনেক। এই অবসরে পুতুল গড়েন তিনি। শুধু কন্যাশ্রী পুতুল নয়, সবুজসাথী পুতুলও বানিয়েছেন। লোকপ্রসার প্রকল্পের নানা লোকসংস্কৃতিক ধারাও তিনি ফুটিয়ে তুলছেন পুতুলের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের এই মেলবন্ধনে প্রাণ পাচ্ছে সরকারি প্রকল্প। বানাতে চান মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত প্রকল্পের পুতুল। এটাই তাঁর স্বপ্ন।



আদিবাসী নৃত্য



কন্যাশ্রী



বৈরাতি নাচ।

সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক প্রতিবেদন : সোমা মুখোপাধ্যায়

ছবি সৌজন্য : বিপুল রায়

সুবজ বাংলা গড়ার শপথে ‘সবুজশ্রী’-র ভাবনা অভিনব। বাংলাকে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎকেও গড়ে তোলার প্রয়াস। একটি শিশুর জন্ম। একটি গাছের জন্ম। প্রকৃতি-সৃজনের পাশাপাশি চলছে ঋণশোধের আকুতি, মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে রাজ্যকে সমৃদ্ধ করা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রয়াস।




Mehogani
Swietenia mahagoni
Mehogani
Swietenia mahagoni

সবুজ গ্রাম-শহর গড়ে তোলার উদ্যোগে শামিল শিশু-কোলে মায়েরা। নতুন ভাবনাকে রূপ দিতে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। জীবনের 'শ্রী' ফেরাতে আজ তাঁরা 'সবুজশ্রী' প্রকল্প-র প্রধান অংশীদার।



সন্তানের মমতায় তাঁরা প্রকৃতিকে লালন করবেন। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন প্রকৃতিকে। তাঁদের হাতে হাতেই এই রাজ্য হয়ে উঠবে ‘সবুজের দেশ’।



# প্রকল্পের নাম : সবুজশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** বন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরপরই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে।

  ওই চারাটি শিশুর নামে লাগাতে হবে এবং শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চারাটি বড়ো হবে। শিশুর পরিবার চারাটিকে ও শিশুকে সযত্নে লালনপালন করবে। শিশু বড়ো হলে শিশুর প্রয়োজনে ওই চারা থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষটিকে আর্থিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে শিশুটির ভবিষ্যতের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গাছটি 'জীবজগৎ'-কেও এতগুলো বছর ধরে অনেক কিছুই দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬-র ১৯ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

  প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতক এবং পরোক্ষভাবে প্রতিটি রাজ্যবাসী। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা।

  এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবুজ বাংলা' গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি ও মানবসন্তান-এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও অনুভূতি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভিনব।
- **প্রকল্পের সুযোগ কারা পাবেন :** রাজ্যের নবজাতকেরা।
- **যোগাযোগ :** প্রতিটি শিশু জন্মানোর পর বনদপ্তর থেকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চারা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।







'সবুজশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে মুদ্রিত ছবিগুলি তুলেছেন অশোক মজুমদার


## মাত্র ১০০ টাকায় সারা বছরের জন্য গ্রাহক হোন

যোগাযোগ—১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০, দূরাভাষ-(০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪










‘খাদ্য সাথী দিবস ও

# প্রকল্পের নাম : খাদ্য সাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ রাজ্যের ৯০.৬ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় এসেছেন।

  জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ এর তালিকাভুক্ত পরিবারের সমস্ত মানুষের কাছে রাজ্য সরকার দুটাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিচ্ছে।





খাদ্য সাথী



খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, চা-বাগানের সমস্ত পরিবার, দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার, টোটোপাড়ার আদিম জনজাতিভুক্ত পরিবার এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুষ্টি-পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন শিশু, মা ও তাদের পরিবারের জন্য মাসে ৫ কিলোগ্রাম চাল, ২.৫ কিলোগ্রাম গম, ১ কিলোগ্রাম মুসুর ডাল ও ১ কিলোগ্রাম ছোলা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে 'বিশেষ কুপন' চালু করে।

গণবন্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ডের প্রচলন ও সার্বিক কম্পিউটার ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগ গত পাঁচ বছরে সম্ভব হয়েছে।

- **যোগাযোগ :** প্রতিটি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ ও খাদ্য পরিদর্শক। পুরসভার ক্ষেত্রে মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের করণ। এছাড়া খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের শুল্কমুক্ত ফোন নং ১৯৬৭ ও ১৮০০–৩৪৫–৫৫০৫ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা।

ছবিগুলি তুলেছেন অশোক মজুমদার





# প্রকল্পের নাম: সুফল বাংলা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** কৃষি বিপণন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ২০১৪-র ২৯ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প চালু হয়। চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিযুক্ত দামে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় চলমান অথবা স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের






সুফল বাংলা প্রকল্প
সুফল বাংলা ও মাদার ডেয়ারী কলকাতার যৌথ বিপণী




মাধ্যমে। এইসব 'সুফল বাংলা' বিপণিতে এক ছাদের তলায় সবজি, ফল, মাংস, দুধ, মাংস এবং দুধজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, সব ধরনের সুগন্ধি চাল পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত ৪০টি বিপণি খোলা হয়েছে। সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার এই প্রকল্পের মুখ্য কেন্দ্র। প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন কৃষিপণ্য ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য প্রচার করা হয়।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ফসল বিক্রির জন্য ব্যক্তি-কৃষক এবং কৃষক দল নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং নিবন্ধীকৃত ফার্মার্স প্রোডিউসারস কোম্পানি লিমিটেডগুলি বিপণি পরিচালনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- **যোগাযোগ:** কৃষিজ বিপণন দপ্তরের প্রকল্প ব্যবস্থাপন ইউনিট (PMU) এই প্রকল্প পরিচালনা করে। উল্টোডাঙার উত্তরাপণে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে অথবা জেলা ও মহকুমার সংশ্লিষ্ট কৃষি বিপণন বিভাগের দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন। ওয়েবসাইট : WWW.SUFALBANGLA.IN



ছবি সৌজন্য : কৃষিজ বিপণন বিভাগ

# প্রকল্পের নাম: গীতাঞ্জলি

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** আবাসন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রত্যেকের সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম শর্তই হল নিজের একটি বাড়ি। যে কোনও মানুষের কাছে এটি একটি স্বপ্ন। কেউ নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে এই স্বপ্নপূরণ করতে পারেন। কেউ বা বংশপরম্পরায় স্বপ্নই দেখে যেতেন এতদিন।

  বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকের জীবনেই এই মৌলিক চাহিদার স্বপ্ন পূরণ হয়ে চলেছে। এরকমই একটি স্বপ্নপূরণ-এর প্রকল্প—গীতাঞ্জলি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহরতলির মানুষ—যাঁদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাঁদেরও মাথার ওপর ছাদ করে দিচ্ছে আবাসন দপ্তর। শুধু নিজের জমিটুকু থাকতে হবে এবং তাতে যেন আইনি জটিলতা না থাকে।





রাজ্য সরকার, এই প্রকল্পে, প্রতি বাড়ি তৈরির জন্য সমতল এলাকায় ৭০ হাজার টাকা এবং দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ও সুন্দরবন এলাকায় ৭৫ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রথমে ৭০ শতাংশ এবং পরে ৩০ শতাংশ সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যাচ্ছে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** গৃহহীন অথচ জমি আছে এমন ব্যক্তি যাঁর মাসিক আয় ৬০০০ টাকা বা তার কম তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। এককথায়, রাজ্যের প্রত্যেক দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে বন্যা বা নদী ভাঙনে যাঁদের ছাদ ভেসে গিয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।
- **যোগাযোগ:** জেলাস্তরে প্রত্যেক মহকুমা শাসক (এসডিও) এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। প্রতি জেলার জেলাশাসক এবং একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম) পুরো প্রকল্পের তদারকি করছেন।



ছবি : সৌজন্য আবাসন দপ্তর

# প্রকল্পের নাম : নিজ গৃহ নিজ ভূমি

- **দপ্তরের নাম :** ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** রাজ্যের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন। এটি একধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প।

  সরকারের খাস জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে ৫ শতক করে চাষ ও বাসের জন্য দান করা হচ্ছে। ওই জমিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, জল-আলো-নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষবাস, প্রাণীপালন, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর কেটে মাছ চাষ করানো, স্থানীয়ভাবে সুলভ কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা—এইসব নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এই 'ভূমি-দান' প্রকল্প একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠছে।

  ২০১১-র ১৮ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে চলেছেন। ২০১৭-র এপ্রিল পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৫০ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।







- **কারা আবেদন করবেন :** কৃষি-কাজ, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, হস্ত ও কুটিরশিল্প প্রভৃতি চিরাচরিত পেশার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজও যাঁরা একটুকরো জমির মালিক হতে পারেননি এবং বসতজমি কেনার ক্ষমতাও নেই তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষজনও এই সুবিধা পাবেন।
- **যোগাযোগ :** বি এল অ্যান্ড এল আর অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।



ছবি : ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ পুর্নবাসন দপ্তর





# কন্যাশ্রী



# প্রকল্পের নাম : কন্যাশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** কন্যাশ্রী একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা হয় মূলত কন্যা সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ও উচ্চশিক্ষায় ধরে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিবাহিতা ছাত্রীদের (১৩ থেকে ১৯-এর মধ্যে বয়স) আর্থিক সহায়তা করা হয়। বার্ষিক ৭৫০ টাকা বৃত্তি (K1) এবং ২৫,০০০ টাকার এককালীন অনুদান (K2)। উচ্চমাধ্যমিকের পরও কন্যাশ্রীর সুবিধা চালু রাখার নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার নাম দেওয়া হয়েছে K3। উদ্দেশ্য, কন্যাশ্রীর মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা।

ছবি : অশোক মজুমদার








বিশ্বশ্রী

ঠিক হয়েছে, কন্যশ্রী প্রকল্পের আওতায় যে সব মেয়েদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে এবং K-2 স্তরে ইতিমধ্যেই যারা সরকারি সাহায্য পেয়েছেন—তাঁরা এ রাজ্যে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হলে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কলা বিভাগ এবং বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রীরা পাবেন মাসে ২০০০ টাকা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রীদের জন্য থাকছে প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা। আবেদন করার জন্য অবশ্য স্নাতক স্তরে তাঁদের অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের দেওয়া 'আইডি' নম্বরটি K3 বৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। তবে K3 বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকছে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ। স্বামী বিবেকানন্দ মেধা বৃত্তি প্রকল্পের আওতাতেই এই K3 বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।




যদিও, K3-র ক্ষেত্রে মেয়েদের আর অবিবাহিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকছে না।

নারীশিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিশা কন্যাশ্রী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই প্রকল্প চালু হয় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর তারিখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র কন্যাশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয়। 'কন্যাশ্রী' ভাতাপ্রাপ্ত ছাত্রীরা একটি নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ টাকা সরাসরি জমা হয়।

ছবি সৌজন্য : সম্পাদকীয় শাখা





মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নে অনেকগুলি যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছেন। তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পটি অন্যতম। এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। লোগোটিও তিনিই ডিজাইন করেছেন।

১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক গঠন চলতে থাকে। ভবিষ্যতে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাই তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এই সময়ই উপযুক্ত। 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েদের নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের তৈরি পণ্য বিক্রিরও ব্যবস্থা হচ্ছে। বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে 'সুকন্যা' নামে তাদের একটি স্থায়ী বিপণি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্রীড়া ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। 'কন্যাশ্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা'-ও আয়োজিত হচ্ছে। তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার এবং জীবনের





ছবি সৌজন্য : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

সমস্যাগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব, কন্যাশ্রী সংঘ ও কন্যাশ্রী যোদ্ধা গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই প্রকল্প কন্যাশিশুর জীবনকে আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের। কন্যাশ্রী-র মেয়েরাই গ্রামে গ্রামে সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, স্কুল-ছুট মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনছে, মেয়েদের পড়াশোনা করানোর সুফল অভিভাবকদের বোঝাচ্ছে এবং আলাপ-আলোচনা ও নাটকের মাধ্যমে তারা জনমতও তৈরি করছে।

এর ফলে নারী শিক্ষার হার ও সঠিক বয়সে বিয়ের হার দুটিই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে লিঙ্গ-বৈষম্যও। নারীরা স্ব-নির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। সার্বিক উন্নয়নে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

৪০ লক্ষ ছাত্রী এই রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (১৯-০৫-২০১৭ পর্যন্ত)।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বসেরা প্রকল্পের শিরোপা দিয়েছে। বিশ্বের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের '২০১৭ জন পরিষেবা পুরস্কার' অর্জন করেছে এই প্রকল্প। ২৩ জুন, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস-এর হেগ শহরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।



- **কারা আবেদন করতে পারবে :** সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে বা সমতুল বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা কেবলমাত্র অবিবাহিতা মেয়েরাই আবেদন করতে পারবে। বার্ষিক ভাতার জন্য K-1 ফর্মে এবং এককালীন অনুদানের জন্য K-2 ফর্মে আবেদন করতে হবে।

  উপরের দুই ক্ষেত্রেই আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হবে এবং আবেদনকারীকে যে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে এই প্রকল্পের জন্য একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বয়স হতে হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর। এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়, কলেজ বা বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা অবিবাহিতা মেয়েদের, আবেদন করার সময় যাঁদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং ১৯ বছরের কম। K-3 বৃত্তির জন্য এ রাজ্যের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন।
- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। K-3-র জন্য বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগাযোগ করতে হবে।

বাকি ছবি : কন্যাশ্রী প্রকল্প



ছবি সৌজন্য : ওসি বান্দোয়ান থানা

# প্রকল্পের নাম: সবলা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি খাবার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরীদের সরবরাহ করে। এইভাবে অপুষ্টি দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কৈশোর-জনিত প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে কিশোরীদের মধ্যে। রাজ্যের ৭টি জেলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে এই প্রকল্প চলছে। গৃহকর্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে এই প্রকল্পে। তাঁদের 'কিশোরী কার্ড' নামে একটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে।





- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা। বর্তমানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, মালদা এবং আলিপুরদুয়ার এই ৭টি জেলায় এই প্রকল্প চলছে।
- **যোগাযোগ:** গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে এবং ব্লকের সিডিপিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

# প্রকল্পের নাম: কিশোরী শক্তি যোজনা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** 'সবলা' প্রকল্পের অধীন ৭টি জেলার বাইরে যে জেলাগুলি আছে সেখানে ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরী কন্যাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নগত অবস্থানের উন্নতির জন্য চালু আছে সবলার অনুরূপ এই প্রকল্প। সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে সাহায্য করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।





ছবি সৌজন্য : নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ওইসব জেলার ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরী কন্যারা এই সুযোগ পাবে।
- **যোগাযোগ:** ব্লকস্তরে ও গ্রামস্তরে যোগাযোগ করতে হবে।



## প্রকল্পের নাম: মুক্তির আলো

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** বিভিন্ন কারণে অনেক অল্পবয়সি মেয়ের স্থান হয় যৌনপল্লিতে অর্থাৎ রেডলাইট এরিয়াতে। বহুক্ষেত্রে তারা অন্য রাজ্যে বা দেশে পাচার হয়ে যায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, উদ্ধারের পরেও তাদের পরিবারে বা সমাজে ঠাঁই মেলে না।

এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের ও এই দুর্ভাগা নারী ও বালিকাদের পুনরুদ্ধারের পর কাউন্সেলিং এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে মুক্তির আলো প্রকল্পে।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদের থাকা-খাওয়া, কাউন্সেলিং-এর সঙ্গে মাসিক ভাতারও বন্দোবস্ত করেছে সরকার। প্রশিক্ষণ শেষে ইচ্ছুক শিক্ষানবিশদের স্বাবলম্বনের জন্য

এই প্রকল্প থেকে এককালীন মূলধনও দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের নামকরণ ও শুভ সূচনা করেন গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

- মুক্তির আলো প্রকল্পে ব্লক প্রিন্টিং ও স্পাইস গ্রাইন্ডিং-এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং 'ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজমেন্ট' ও 'টায়ার টিউবের পুনর্ব্যবহার'-এর উপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।
- **কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন :** নারী পাচারের শিকার মহিলা ও বালিকারা, যৌনকর্মী এবং তাঁদের কন্যাসন্তানগণ।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা দিতে আগ্রহী।
- **যোগাযোগ:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর-এর অধীনস্থ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম। নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা–৯১



ছবি সৌজন্য : নিজলয় হোম, বারাসাত



# প্রকল্পের নাম: স্বাবলম্বন স্পেশাল

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাদার যৌনকর্মীদের এবং তাদের অসুরক্ষিত কন্যাসন্তানদের সমাজে সুস্থ ও সম্মানযোগ্য জীবনযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সাফল্য :** ইতিমধ্যে, প্রথাগত প্রশিক্ষণের বাইরে গিয়ে টেলিভিশন সিরিয়ালে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীগণের দ্বারা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষিত যৌনকর্মী এবং তাঁদের কন্যাসন্তানগণ বিকল্প এবং সম্মানযোগ্য পেশায় নিজের দক্ষতায় নিয়োজিত হয়েছেন এবং সমাজে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করছেন।
- **কারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন :** যৌনকর্মী এবং তাদের কন্যাসন্তানগণ।
- **কারা আবেদন করবেন :** যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা এই পরিষেবা দিতে আগ্রহী।
- **যোগাযোগ :** পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগম, পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা। নির্মাণ ভবন, লবণ হ্রদ, কলকাতা–৯১

ছবি সৌজন্য : পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন বিভাগ



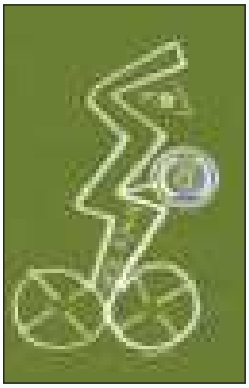
# প্রকল্পের নাম : শিক্ষাশ্রী

- **দপ্তরের নাম :** অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পিছিয়ে-থাকা-পরিবারের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রকল্পে। অতি দরিদ্র প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে খাদ্যের ব্যবস্থা, অন্যদিকে পড়াশোনা। ফলে শিক্ষাশ্রী, আজ রাজ্যের প্রতিটি তপশিলি জাতি ও তপশিলি আদিবাসী পরিবারের কাছে মুক্তির আলো এনে দিয়েছে। সরকারের অর্থে নিজের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে দাঁড়াবে, সমাজের মূল স্রোতে মিশবে—একজন তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী বাবা-মায়ের কাছে এটাই অনেক বড়ো পাওনা। আর তাঁদের এই ইচ্ছে পূরণ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে ও অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে এবং তপশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।
- **কারা আবেদন করবেন :** পরিবারের সারা বছরের আয় ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হতে হবে। ছেলে বা মেয়েকে তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী হতে হবে এবং কোনও সরকারস্বীকৃত স্কুলে পড়াশোনা করতে হবে। আবেদন করতে হবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে। টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংকে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ওই অ্যাকাউন্ট খোলবার ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার করে দিয়েছে।

  সাংসদ, বিধায়ক, পুরপিতা, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সদস্য, সভাপতি অথবা সরকারি আধিকারিককে দিয়ে বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র-সহ আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা করতে হবে।
- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক তথ্য একসঙ্গে নিয়ে তা ব্লক/মহকুমা শাসকের অফিসের মাধ্যমে জেলায় প্রকল্প আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন অর্থ বরাদ্দ করার জন্য। শিক্ষাশ্রীর অর্থ সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। বিশদ বিবরণের জন্য— www.anagrasarkalyan.gov.in /www.adibasikalyan.gov.in



ছবি সৌজন্য : সম্পাদকীয় শাখা



# প্রকল্পের নাম : সবুজসাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের একটি প্রকল্প 'সবুজসাথী'। ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতি দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এই প্রকল্পই এখন 'সবুজসাথী' নামে পরিচিত। নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এই প্রকল্পে ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।

  ছাত্রছাত্রীরা যেন ভবিষ্যতে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেই উচ্চাশা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্প। প্রকল্পের লোগোটিও তিনিই এঁকেছেন। সাইকেলের সামনের ঝুড়ির সঙ্গে লোগোটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ শুরু করেন।

  ছাত্রছাত্রীদের, প্রধানত ছাত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল-ছুট (DROP OUTS)-এর হার কমানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

  অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের নোডাল দপ্তর। এই দপ্তরের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন দপ্তরের বরিষ্ঠ সচিব ও আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি এই প্রকল্পের সাইকেল সংগ্রহ



এবং বিতরণের বিষয়টি নজরদারি এবং পরিচালনা করে।

জেলাস্তরে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নোডাল আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিও, বিডিও এবং পৌরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— বিশাল সংখ্যক সাইকেল সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্বিভাগীয় টেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনটি নামী সাইকেল প্রস্তুতকারক সংস্থা—হিরো সাইকেলস লিমিটেড, টিআই সাইকেলস লিমিটেড এবং অ্যাভন সাইকেলস লিমিটেড সাইকেল সরবরাহ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

প্রকল্প রূপায়ণের কাজ ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে সুচারুভাবে তথ্য জানার জন্য এবং এই বিশাল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে NIC-র সহযোগিতায় একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে— http://www.wbsaboojsathi.gov.in



- **কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবে :** রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী।
- **যোগাযোগ :** বিদ্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ছবি : অশোক মজুমদার





# প্রকল্পের নাম : যুবশ্রী

• **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** শ্রম দপ্তর

• **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নথিবদ্ধ অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা হারে ভাতা পান।

এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা ২.২ লক্ষ।

২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যুবশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন।

নথিভুক্ত যুবক-যুবতীরা যাতে নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন বা তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীন ভাতা-প্রাপকদের প্রতি ৬ মাস অন্তর তাঁদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এবং তিনি এখনও প্রকল্পের সমস্ত যোগ্যতাবলির অধিকারী কিনা সেই সংক্রান্ত একটি স্ব-ঘোষণা জমা করতে হয়। এই প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে যাঁরা চাকরি পাবেন বা স্বনির্ভর হবেন তাঁরা আর এই আর্থিক সহায়তা পাবেন না। পরিবর্তে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

- **কারা আবেদনের যোগ্য :** 'চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নাম নথিভুক্ত করানো এই রাজ্যে বসবাসকারী বেকার যুবক-যুবতীরা এই সুযোগ পাবেন। ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। এর বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকতে পারে। যে বছর প্রার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন সেই বছরের ১ এপ্রিল তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের (স্পনসর্ড) কোনও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীন কোনও আর্থিক সহায়তা বা ঋণ গ্রহণ করেননি এমন যুবক-যুবতীরাই আবেদন করতে পারবেন। একটি পরিবারের মাত্র একজন সদস্যই এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার সুবিধা পেতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। বর্তমানে অন-লাইনে প্রার্থীরা নিজেরাই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। শ্রম দপ্তরের ওয়েবসাইট— www.wblabour.gov.in.






# প্রকল্পের নাম: গতিধারা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** পরিবহণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কর্মহীন এবং এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নথিভুক্ত যুবক-যুবতীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ স্বনিযুক্তির একটি প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে, পরিবহণ ক্ষেত্রে যাঁরা স্বাবলম্বী হতে চান, তাঁদের কাছে আজ দারুণ সুযোগ। বাণিজ্যিক গাড়ি কেনার অর্থের বেশ কিছুটা জোগান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় গাড়ি কিনলে পরিবহণ দপ্তরের সহায়তায় পারমিট পেতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় পরিবহণ দপ্তরের 'গতিধারা' প্রকল্প প্রসারিত করে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ কাঠামো উন্নয়ন নিগম, এই প্রকল্পের কার্যকরী এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা যুবক-যুবতীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। ২০১৫-র সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রকল্প শ্রম দপ্তর থেকে পরিবহণ দপ্তরের হাতে এসেছে।

  যে কোনও বাণিজ্যিক গাড়ি কিনলেই রাজ্য সরকার গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান বা ভরতুকি হিসেবে দেবে এবং এই অর্থ ফেরত দিতে হবে না। অর্থাৎ গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ দিচ্ছে রাজ্য। ওই উদ্যোগীকে নিজেকে কিছু অর্থের জোগান দিতে হবে। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ছাড়াও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ১৩টি নন ব্যাংকিং ফিনান্স কর্পোরেশন (NBFC) থেকে গতিধারা প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। এই গাড়ি কিনতে যা ভরতুকি দিতে হবে, সমস্তটাই দিচ্ছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। বর্তমানে 'গতিধারা' প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং কার্যকরী প্রকল্প। এর লোগো কর্মহীন যুবক/যুবতীদের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য আরও বেশি উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।
- **কারা আবেদনের যোগ্য:** যে কোনও বছরের ১ এপ্রিলের হিসেবে ওই যুবক/যুবতীর বয়স ২০ বছরের বেশি, কিন্তু ৪৫ বছরের কম হতে হবে। তবে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী এবং ওবিসি-দের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় যথাক্রমে ৫ বছর ও ৩ বছরের ছাড় থাকবে। ওই যুবক/যুবতীকে কর্মহীন হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নথিভুক্ত হতে হবে। পারিবারিক মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার বেশি হবে না। 'যুবশ্রী' প্রকল্পে যাঁরা সরকারি সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। গতিধারা-র আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পরই যুবশ্রী প্রকল্পে প্রাপ্ত ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। গতিধারার সুবিধা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— আবেদনপত্রের সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সুপারিশ কাঙ্ক্ষিত।
- **যোগাযোগ:** জেলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (RTO)-এর অফিস এবং রাজ্য স্তরে পারমিটের জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (STA)-র বিভিন্ন আঞ্চলিক (কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুর) অফিসে আবেদন বা যাবতীয় প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে।

## প্রকল্পের নাম : লোকপ্রসার

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ



ছবি : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, আলিপুরদুয়ার



- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বর্ণময় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের বা ধারার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির পাশাপাশি লোকশিল্পীদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো, তাঁদের যথাযথ মর্যাদাদান এবং আর্থিক সহায়তা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, লোকসংস্কৃতির শক্তিশালী মাধ্যমটিকে জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারে ব্যবহার করাও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক।





বিভিন্ন ধারার শিল্প ও শিল্পীকে সম্মান ও মর্যাদাদানের মধ্য দিয়ে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঘটানো হয়েছে মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের শিল্পী পরিচয়পত্র প্রদান করা, শিল্পীদের বহাল ভাতার ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক সরকারি প্রকল্পের প্রচারের কাজে লাগানো হচ্ছে। দুস্থ ও বয়স্ক লোকশিল্পীদের মাসিক পেনশনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।







সারা রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার লোকশিল্পীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ২ লক্ষ লোকশিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকশিল্পীরা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। ৬০ বছরের কম বয়সের লোকশিল্পীরা সরকারের নানা প্রচারের কাজে অংশ নিচ্ছেন এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। মাসে ১০০০ টাকা করে বহাল ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, খাদ্য সাথী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী, সমব্যথী ইত্যাদি প্রকল্পগুলির প্রচারে বিশ্বখ্যাত লোকশিল্পীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন এবং সরকারি প্রচারে অংশ নিয়ে তাঁরা অনুষ্ঠান-পিছু ১ হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা পাচ্ছেন।

পেনশন ও বহাল ভাতার টাকা শিল্পীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যায়। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে সফল করে তুলতে লোকশিল্পীরা তাঁদের আকর্ষণীয়, বর্ণময়, সহজবোধ্য আঙ্গিক ব্যবহার করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও ঐতিহ্যের বিকাশের কাজকে অপ্রতিহত করে তুলেছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই





আজ নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব 'বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে এই কাজ আরও গতি পাচ্ছে। লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির নানা ধারা পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদের গুণমান ও পরিমাণ—দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নত করার প্রয়াস নিচ্ছেন। তাঁদের কাছেও শিল্পীর পরিচয়পত্র এবং বহাল ভাতা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এই প্রকল্পের মুদ্রিত ছবিগুলি তুলেছেন অশোক মজুমদার



## প্রকল্পের নাম: স্বাস্থ্য সাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ



- **উদ্দেশ্য:** উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এবং সেটি স্বচ্ছতা ও আধুনিকতার পাশাপাশি অত্যাধুনিক ই-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রাজ্যের কয়েক লাখ আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোমগার্ড, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, অর্থ দপ্তরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে আজ হাসির ঝিলিক।

  অন্যান্য স্মার্ট কার্ডের মতো এই কার্ড নিয়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল-সহ ৭০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে যেতে হবে। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের যে কেউ, বছরে চিকিৎসা পাবেন, ক্যাশলেস হিসেবে। বিশেষ জটিল রোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে।

ছবি : অশোক মজুমদার





শিক্ষক দিবস, ২০১৭-তে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় আনার কথা।
ছবি : অশোক মজুমদার

এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ১৯০০-র বেশি ধরনের রোগের চিকিৎসার সুবিধা দিচ্ছে সরকার। হাসপাতালে থাকাকালীন সমস্ত চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, খাবার দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। এছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা এবং ভর্তির একদিন আগে ও ছাড়া পাওয়ার পরের ৫ দিনের ওষুধও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে চালু হয়ে গিয়েছে মোবাইল অ্যাপস। রয়েছে ফেসবুক, ট্যুইটার এবং টোল-ফ্রি নম্বরে (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) সমস্ত তথ্য জানা এবং অভিযোগ জানানোর সুবিধা। এছাড়াও ওয়েব পেজ: www.swasthasathi.gov.in-এ সমস্ত তথ্য জানা যাবে। একদম প্রান্তিক এলাকাতেও কোন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, চিকিৎসকের নাম, কাছাকাছি কোথায় কোন ধরনের সুপার স্পেশালিটি রয়েছে, কোন হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স—আইসিইউ রয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

- **কারা আবেদন করবেন:** সিভিক ভলান্টিয়ার্স, গ্রিন ভলান্টিয়ার্স, ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ), হোমগার্ড, আইসিডিএস কর্মী ও সহকারী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েতিরাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিক, পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশা কর্মী, অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স, অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিকেরা আবেদন করবেন। স্বামী/স্ত্রী, তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পিতামাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে এই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



## নতুন করে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হল

- পার্শ্বশিক্ষক
- শিশুশিক্ষা কেন্দ্র / মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারক — সম্প্রসারিতা
- রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প ও রাষ্ট্রীয় নগর স্বাস্থ্য প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক কর্মী, আশা সুপারভাইজার এবং রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য প্রকল্পের চিকিৎসক
- চুক্তিভিত্তিক হোমিওপ্যাথি, আরুক্ত ও ইউনানী চিকিৎসক এবং কম্পাউন্ডার
- রাজ্যের আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্পে নিযুক্ত সাফাই ও অন্য কর্মী
- নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি
- বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং নগরীয় স্থানীয় সংস্থার কর্মচারী
- অর্থ দপ্তরের নির্দিষ্ট অনুমতিক্রমে নিযুক্ত এবং ট্রেজারির থেকে বা অনুদান থেকে মাইনে দেওয়া হয় এমন চুক্তিভিত্তিক কর্মী
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারী এবং পরিবার
- অনুমোদিত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও অধ্যাপক কর্মচারী এবং পরিবার

- **যোগাযোগ:** প্রতি জেলায় ব্লকস্তরে বিডিও অফিস, শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা চালু থাকা টোল-ফ্রি নম্বর— ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪।



# প্রকল্পের নাম: শিশুসাথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে চিন্তাশীল। এরই ফলশ্রুতিতে কমেছে শিশুমৃত্যু হার। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগেই নতুন সংযোজন শিশুসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পের নামও দিয়েছেন নিজে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প।

  জন্মের পর কি শিশুর হার্টের সমস্যা ধরা পড়েছে? হার্টে ফুটো, কোনও ভালভ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, হার্টে রক্ত চলাচলে সমস্যা ইত্যাদি যে কোনও রোগ অর্থাৎ চিকিৎসক কি কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট (CONGENITAL CARDIAC DEFECT) জাতীয় কিছু বলেছেন? একদম চিন্তা না করে চলে আসা যাবে কলকাতার ২টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনওটিতে। তবে সেটি অবশ্যই জেলার বা ব্লকস্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে, সরাসরি নয়।

  ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিশুর হার্টের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের সব দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। হার্টের বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করিয়ে বাবা-মা, শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন।



সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

- **কারা এই সুযোগ পাবেন:** এককথায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাজ্যের যে কোনও শিশু। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী, শিশুর পরিবারের আয়ের কথা মাথায় রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, পরিবারের যত কম বা যত বেশি আয়-ই হোক, এপিএল বা বিপিএল—তা হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। শিশুটি রাজ্যের, এটাই শেষ কথা।
- **যোগাযোগ :** কলকাতার এসএসকেএম (পিজি হাসপাতাল) এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ CMOH এবং ব্লকস্তরে BMOH-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।



ছবি : সর্বাণী আচার্য



ছবিগুলি তুলেছেন অশোক মজুমদার

# প্রকল্পের নাম: স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্য জুড়ে সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা। শহর ও গ্রাম—দু জায়গাতেই বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এটি একটি পথিকৃৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (WBSCL)-এর মাধ্যমে। যাঁরা নিজের উদ্যোগে কোনও ব্যবসা বা কর্মসংস্থানের কাজ করবেন এবং একই অঞ্চলের ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে দল তৈরি করে কোনও আর্থিক উদ্যোগ শুরু করবেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে। ছোটো ছোটো উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণশিল্প, ব্যবসা, পরিষেবা, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, ফুলচাষ, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ ভরতুকি বাবদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কমপক্ষে ৫ জনের দল হতে হবে। একটি পরিবারের শুধু একজন সদস্যই দলে থাকবেন।



ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মমর্যাদা' এবং প্রকল্প ব্যয় ১০ লাখ টাকা। দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মসম্মান' এবং প্রকল্প ব্যয় ২৫ লাখ টাকা। উদ্যোক্তা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন। কেবলমাত্র মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এই সরকারি ঋণ দেওয়া হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-এর নামে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। তাদের ভরতুকি দেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে জোর দেওয়া





হচ্ছে, তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কাঁচামাল প্রাপ্তির ভিত্তিতে নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাঁচামাল পাওয়া সহজ, সেগুলিকে ভিত্তি করে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় এবং নতুন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক কাঁচামাল বাংলার গ্রামাঞ্চলে সুলভ, যেগুলির ব্যবহার অজানা থাকায় কাজে লাগানো যায়নি এতদিন। বর্তমানে যথাযথভাবে সেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে, রাজ্যের বাইরেও সেগুলির চাহিদা থাকছে। ফলে আয় হচ্ছে সহজে। তাছাড়া বাংলার চিরাচরিত শিল্পকর্ম তো আছেই।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** যাঁদের পারিবারিক মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে নয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইউনিট নতুন করে তৈরি করতে উদ্যোগীরা আবেদন করতে পারবেন।
- **যোগাযোগ:** পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (WEST BENGAL SWAROJGAR CORPORATION LTD.)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস (প্রথম তল), ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯, EMAIL : WBSCL@YAHOO.COM

জেলা বা মহকুমা:
যে কোনও যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোগী ব্লক/পৌরসভা/বরো স্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকল্প সহায়কের কাছে প্রকল্প প্রতিবেদন-সহ জমা দেবেন। প্রকল্প সহায়করা এ কাজে সাহায্য করবেন।



ছবি সৌজন্য : স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর

# প্রকল্পের নাম: পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদে ভরতুকি দিয়ে ঋণের বোঝা কমানো।



ছবি : স্বপন দাস

স্বনির্ভর দলগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ এবং সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে। সরকার এই সুদের ৯ শতাংশ ভরতুকি হিসেবে দেয়। বাকি ২ শতাংশ স্বনির্ভর দলগুলিকে দিতে হবে।

ঋণ-ভরতুকির সুবিধাপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলগুলিকে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই ভরতুকি দাবি করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে। এই দাবি সঠিক বিবেচিত হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ওই ভরতুকির টাকা RTGS/NEFT-এর মাধ্যমে জমা পড়বে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি।
- **যোগাযোগ:** ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেড (WEST Bengal Swarojgar Corporation Ltd.—wbscl) স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস (প্রথম তল), ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯, email : wbscl@yahoo.com






# প্রকল্পের নাম : মুক্তিধারা

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, উন্নয়নের ডানায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা, দলগতভাবে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটা—এইভাবেই 'মুক্তিধারা' বাংলার প্রান্তিক জীবনে পরিবর্তন আনছে।

  রাজ্য সরকার এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণে 'মুক্তিধারা' পুরুলিয়াতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বহুমুখী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রামবাংলার চিরাচরিত পেশাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তাঁদের জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

  ২০১৩-র ৭ মার্চ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে 'মুক্তিধারা' প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ায় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলরামপুর এবং পুরুলিয়া-১-এর ১৩৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের নানা জেলায় 'পুরুলিয়া মডেল' চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে এই প্রকল্প সফল হওয়ায় প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রকল্পটি চালু হয় এবং বর্তমানে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানেও 'মুক্তিধারা' চালু হতে চলেছে।
- **কারা আবেদন করবেন :** রাজ্যের যে জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চলছে সেইসব জেলার দরিদ্র মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্ব গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ পাননি, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** এই প্রকল্পের জন্য জেলাস্তরে জেলা প্রশাসনিক টিম তৈরি করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন পদাধিকারীর সঙ্গে উন্নয়নের সঙ্গে মূল ধারায় যুক্ত সরকারি বিভাগগুলি, যেগুলিকে লাইন ডিপার্টমেন্ট বলে, সেগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপার ভাইজার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর নিগম লিমিটেড (WBSCL) এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে।



ছবি : সম্পাদকীয় শাখা

# প্রকল্পের নাম: সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম:** শ্রম দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দুর্দশা, কঠোর জীবন সংগ্রাম, শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালনে অসুবিধা, রোগ নিরাময় এবং আরোগ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা—এইসব সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তাঁদের আয় সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।




সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কর্মীকে সমান সুবিধা দিতে এবং সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতিকে সহজতর করতে পূর্বে প্রচলিত পাঁচটি পরিকল্প বা স্কিমকে একত্রিত করে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা—২০১৭' (এসএসওয়াই ২০১৭) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা যোজনা চালু করা হল। এই পাঁচটির মধ্যে বর্তমানে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি পরিকল্প, পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্প সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। নির্মাণ ও পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য চালু থাকা সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্প দুটি সংশোধন করে নতুন যোজনায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পুরোনো পরিকল্পগুলো থেকে বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধাগুলি চলতে থাকবে।

এই যোজনাটি শ্রম দপ্তর দ্বারা অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্ত পেশার অনুমোদিত তালিকার প্রত্যেক যোগ্য অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রযোজ্য। উপরোক্ত প্রকল্পগুলিতে ৩১.৩.১৭ পর্যন্ত নথিভুক্ত সমস্ত শ্রমিককেই এই নতুন যোজনায় ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-র ৩ এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হচ্ছে।





এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রগুলি হল— • ভবিষ্যনিধি • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ • মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা • শিক্ষা • প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ।

☑ **ভবিষ্যনিধি:** প্রতি মাসে শ্রমিক/কর্মীরা ২৫ টাকা করে জমালে, রাজ্য সরকার ৩০ টাকা করে তাঁদের তহবিলে জমা করবে এবং সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর হারে বার্ষিক সুদ দেবে রাজ্য সরকার। ৬০ বছর হয়ে গেলে অথবা কোনও কারণে শ্রমিক/কর্মী এই সঞ্চয় প্রকল্প না চালাতে চাইলে বা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে সুদ-সহ সঞ্চিত টাকা তুলে নিতে পারেন, অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারিকে ফেরত দেওয়া হবে।

☑ **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ:** অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধীনে এই প্রকল্পের কোনও সুবিধাভোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুবিধা নিতে চাইলে বছরে সর্বাধিক ২০ হাজার টাকার চিকিৎসা-সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তা করা হবে। রোগ পরীক্ষা ও ওষুধের দাম এবং হাসপাতালে ভর্তির খরচ সম্পূর্ণটাই পাওয়া যাবে। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১ হাজার টাকা এবং পরবর্তী দিনগুলোতে ১০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাবেন কিন্তু একবারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সুবিধাপ্রাপকরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন কিন্তু এই সংক্রান্ত ব্যয় বছরে ২০ হাজার টাকার বেশি দেওয়া হবে না। উপভোক্তার বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের অপারেশনের ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।





☑ **মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা:** দুর্ঘটনার কারণে উপভোক্তার মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা এবং সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা উপভোক্তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসমর্থতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার কারণে ২টি চোখ, ২টি হাত ও ২টি পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে যথাক্রমে ২ লক্ষ টাকা এবং ১টি চোখ, ১টি হাত, ১টি পায়ের কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হবে।

☑ **শিক্ষা:** শ্রমিক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে যথাক্রমে ৪ ও ৫ হাজার টাকা, আইআইটি ও স্নাতক স্তরে ৬ হাজার টাকা, পলিটেকনিক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১০ হাজার টাকা, মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। দুটি কন্যাসন্তান পর্যন্ত স্নাতকস্তর শেষ করা অবধি অবিবাহিত থাকলে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ স্কিম'-এর সুবিধা যারা পাবে তারা এই সুবিধা পাবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত এবং সংবিধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা পড়াশুনা করবে এবং সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি বা প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে না তারাই এই সুবিধা নিতে পারবে।

☑ **প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ:** শিল্পে কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির পথ দেখাতে প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিখরচায় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট উৎপাদনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেবে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** অসংগঠিত শ্রমিক এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮-৬০ বছরের মধ্যে। পারিবারিক মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার বেশি হবে না। অসংগঠিত

অসংগঠিত শ্রমিকদের ইতিমধ্যে প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি), নিবন্ধ সংখ্যা এবং পাসবই এই প্রকল্পের জন্য বৈধ বলে গণ্য করা হবে। এই যোজনায় নতুনভাবে নিবন্ধীকৃত সকল শ্রমিককে প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পে ইতিমধ্যে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করেছেন অথচ সামাজিক মুক্তিকার্ড পাননি তাঁদেরও এই সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি) প্রদান করা হবে। যে কোনও অসংগঠিত শ্রমিক জেলা ও মহকুমার ৬৭টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (আরএলও) এবং ব্লক ও পৌরসভার ৪৮০টি শ্রম কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্রের (এলডব্লিউএফসি) যে কোনও একটিতে গিয়ে সামাজিক মুক্তিকার্ড (এসএমসি) ব্যবহার করতে পারবেন।

ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ-এর অধীনে নিবন্ধীকৃত কর্মীর শনাক্তকরণের জন্য প্রদত্ত সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রাপকরা এই সুবিধা পাবেন। নতুন করে যাঁরা নথিভুক্ত তাঁদেরও সামাজিক মুক্তিকার্ড দেওয়া হবে।

- **যোগাযোগ:** পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র 'শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ' নোডাল এজেন্সি হিসাবে এটির পরিচালনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে। ব্লক, পৌরসভা অথবা পৌর নিগমের অফিসে অথবা বিশেষ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।



**ভবন এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য বর্তমান প্রকল্প অনুসারে প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলিকে নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়েছে:**

| সহায়তা সমূহ | প্রদেয় অর্থরাশি |
|---|---|
| **পেনশন** | |
| ১। নথিভুক্ত শ্রমিকের জন্য | মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে। |
| ২। নথিভুক্ত শ্রমিকের পরিবার | নথিভুক্ত শ্রমিকের সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে। |
| **অন্যান্য সুরক্ষামূলক সহায়তা** | |
| ১। দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পেনশন | মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে। |

**পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তাগুলি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়েছে:**

| ক্রমিক সংখ্যা | সহায়তার বিবরণ | সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতামান | প্রদেয় অর্থরাশির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১। | **পেনশন** | নথিভুক্ত শ্রমিকের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হতে হবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে এই প্রকল্পে ন্যূনতম পাঁচ বছর সদস্যপদ চালু রাখতে হবে। | মাসিক ১৫০০/- টাকা হারে পেনশন প্রদত্ত হবে এবং পাঁচ বছরের বেশি নথিভুক্ত থাকলে পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য আরও ১০/- টাকা করে পেনশন বৃদ্ধি পাবে। |
| ২। | **পারিবারিক পেনশন** | | উপভোক্তার সর্বশেষ প্রাপ্ত পেনশনের ৫০ শতাংশ হারে |
| ৩। | **চিকিৎসা সহায়তা** | কেবলমাত্র অটো এবং ট্যাক্সি চালকদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রাপ্তির সুবিধা। | রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্প (RSBY)-এর অনুরূপ চিকিৎসা পরিষেবা সহায়তা বাবদ সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা। |
| | | অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে | নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা এবং পরিবারের সদস্য-সহ নথিভুক্ত শ্রমিকের নিজের জন্য প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা। |



## প্রকল্পের নাম : মাভৈঃ (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট–২০১৬)

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপ্ত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে এই প্রকল্পে। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এই পেশাকে ক্রমশ চ্যালেঞ্জবহুল করে তুলেছে। অন্যান্য পেশার থেকে এই পেশার কর্মপরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ও কর্ম পদ্ধতিতেও হয়ে চলেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপকদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকে রাজ্যে সাংবাদিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় চালু হয়েছে এই স্বাস্থ্য বিমা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সরকার স্বীকৃত এবং তালিকাভুক্ত, রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক এবং চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য এই নতুন স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হল। এই বিমার আওতায় নির্দিষ্ট সাংবাদিক এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি সরকারি এবং তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন।



পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বলতে স্ত্রী (যিনি মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স পান না), বাবা-মা যাঁদের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার কম, ছেলেমেয়ে, অবিবাহিত-বিধবা-ডিভোর্সি বোন এবং নাবালক ভাইবোন এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসবেন।



- **কারা আবেদনের যোগ্য :** জেলা হোক বা কলকাতা, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা (GOVT. ACCREDITED JOURNALIST) রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করা যায়।
- **যোগাযোগ :** জেলার ক্ষেত্রে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হেল্প ডেস্কে নির্দিষ্ট ফর্মেই আবেদন করতে হবে। এই আবেদন, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, সেখানকার সম্পাদক বা সমমর্যাদার কোনও ব্যক্তি সই করে দিলে তবে সেটি জমা করা যাবে।

# প্রকল্পের নাম : সমব্যথী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** পরিবারের অতি আপনজন, নিকটাত্মীয় কিংবা পাড়ায় দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটেছে। শোকাতুর পরিবার। পাড়ায়, গ্রামে, মহল্লায় শোকের ছায়া। একই সঙ্গে আরও একটি চিন্তা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা কবর দেওয়ার খরচ কী করে জোগাড় হবে। পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার।

  এই প্রকল্পের দ্বারা দুস্থ পরিবারের কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহের সৎকার, কবরস্থ বা অন্যান্য প্রচলিত রীতিনীতি পালন করার জন্য মৃতের খুব কাছের কোনও আত্মীয়কে এককালীন ২ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

  অর্থাৎ, দুস্থ মানুষের মৃত্যুতেও সমব্যথী রাজ্য সরকার।
- **কারা আবেদন করতে পারবেন :** মৃতের পরিবারকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল বা দুস্থ হতে হবে। মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য অর্থাৎ দাহ বা কবরের কাজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে করতে হবে। মৃতের পরিবারের সদস্য বা নিকট প্রতিবেশীকে মৃত্যুর প্রমাণের সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।



- **যোগাযোগ :** পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস আর পৌর এলাকায় পৌরসভার অফিসের মাধ্যমে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। শ্মশান/কবরস্থানে পরিষ্কার সাদা কাগজে মৃত্যুর প্রমাণপত্র-সহ আবেদন করলে এই অনুদান নগদে পাওয়া যাচ্ছে। নিকটাত্মীয় না থাকলে নিকট প্রতিবেশীও আবেদন করতে পারবেন।



# নকশি কাঁথা নানা রূপে

**চূড়ামণি হাটি**





পশুর চামড়া আর গাছের ছাল; এ তো সূচনাপর্ব। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা জন্ম দিল লৌকিক প্রযুক্তির। অতসী প্রভৃতি গুল্মজাতীয় গাছের ছাল থেকে সুতো সংগ্রহ করে প্রস্তুত ক্ষৌম বস্ত্র; পাট-শন রেশমের শাণবস্ত্র; কার্পাসের তুলোয় প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্র; আর মোষের লোম দিয়ে তৈরি ঔণ বস্ত্রই ছিল বস্ত্র শিল্পের প্রাচীন ধারা। পুষ্প রক্তে রঙিন হতো রাজ পরিবারের বস্ত্র।

কাঁথার প্রাচীনত্বের পরিচয় মেলে খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল থেকেই। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে, পাণিনির অষ্ট্যাধ্যয়ীতে, মহাভারতের শান্তি পর্বে, চন্দ্রাবতীর রামায়ণে। অজন্তার গুহাচিত্রের অলঙ্করণেও সূচিকর্মের চিহ্ন রয়েছে। হাড়ের সূচের নিদর্শন মিলেছে। মহেঞ্জোদারোর খনন কার্যে ব্রোঞ্জের সূচও পাওয়া গিয়েছে। সংগৃহীত মূর্তিগুলির পরিচ্ছদে সূচিকর্মের চিহ্ন মিলেছে। বলা বাহুল্য, কাঁথা ধীরে ধীরে নকশি কাঁথা হয়ে উঠেছিল। স্টেলা ক্রমরিশ একটি নকশি কাঁথাকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের বলে চিহ্নিত করেছেন। সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত নকশিকাঁথাগুলিও খুব বেশি পুরোনো নয়, উনিশ শতকের।

গ্রামীণ বাংলার গৃহকন্যা বা গৃহবধূরাই কাঁথার শিল্পী। কথিত আছে, সাধু ও পীরবাবাকে কাঁথা দান করলে পরিবারের মঙ্গল হয়। একইভাবে পুরোনো কাপড় বাঁধার রীতিটি পীরের স্থানে এবং কল্পতরুতে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। একসময় ভিক্ষুক ও সংসারত্যাগীরাই অর্থনৈতিক কারণে বা বৈরাগ্যের প্রতীক হিসাবে শীতে কাঁথাকেই করে তুলতেন



একমাত্র সম্বল। বাউল-ফকিররা ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড তাপ্পি দিয়ে কাঁথার মতো সেলাই করে নিয়ে ব্যবহার করতেন। তাঁদের মতো সাপুড়েরাও কাঁথার তৈরি ঝোলা উঁদরি নিয়ে ঘুরতেন। গ্রামীণ দরিদ্র জীবনে কাঁথার ভাবনাটি এসেছে অব্যবহৃত বা অব্যবহারযোগ্য জিনিসকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মধ্যে দিয়ে। কাঁথা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় পুরোনো সুতির কাপড় ও পাড়ের থেকে তুলে আনা সুতো।

প্রয়োজনবোধ থেকেই কাঁথার জন্ম। পারিবারিক প্রয়োজনের সীমারেখা ছাড়িয়ে প্রীতি উপহার দেওয়ার প্রয়োজনে তৈরি হলো নকশি কাঁথা। গোটা-ভাঙা ফোঁড়ের নানা সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে ও সীমাহীন ধৈর্যের মেলবন্ধনে নকশিকাঁথাগুলির সৃষ্টি। মেয়ের বিয়েতে কাঁথা পাঠানোর রীতি ছিল। মেয়ের ছেলেপুলে হলে কাঁথা পাঠানো হত। আবার বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় কন্যাপক্ষ কাঁথা সেলাই-এর পারদর্শিতার কথা গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করতেন। নকশা ও নকশার অলঙ্করণে কাঁথার পিঠে ফুটে ওঠা ছবিগুলির মাধুর্য নিয়ে নকশিকাঁথা জমিদারবাড়ির অন্দর মহলেও প্রবেশ করেছিল। এমনকি জমিদারবাড়ির মেয়েরাও কাঁথা তৈরি শুরু করল। ফেলে দেওয়া কাপড়কে ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়ার মধ্যে যা ছিল দারিদ্র্য ও ত্যাগ স্বীকারের কারণ; ধীরে ধীরে সেই কাঁথার পিঠ নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য নিয়ে ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়ে উঠল। ব্যবহার বৈচিত্র্যগুণে সুখ-শান্তির প্রতীক। আসন কাঁথা, পর্দা কাঁথা, নকশি চাদর এ-সব সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠল।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো দীর্ঘ অভিজ্ঞতানির্ভর ব্যঙ্গাত্মক কথাটি পরবর্তী কালে নকশি কাঁথার মাধুর্যের কাছে ঠুনকো হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নকশি কাঁথার বাজার চাহিদা তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে মহিলা শিল্পীরা সংগঠিত হয়ে নকশি কাঁথা বিক্রির দিকে ঝুঁকতে থাকলেন। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের ফরিদপুরের 'কামারগ্রাম মহিলা সমিতি' বা কলকাতার ৩ এ হগ স্ট্রিটের 'হোম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশান'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আলপনা সূত্রে মঙ্গলসূচক চিহ্নগুলি শিল্পীর খুব পরিচিত। অন্যদিকে তাঁতের কাপড়ের আচল-পাড়ের নকশার শক্ত বাঁধন নারী মনকে এবং একই সাথে কাঁথার রূপকে প্রভাবিত করেছে। শাড়ির আঁচলের পাশাপাশি মন্দির টেরাকোটাতেও দেখেছে একই ধরনের পশুর সারিবদ্ধ রূপ। পাশাপাশি চেনা ছবি নিজের মতো করে অনুকরণের ইচ্ছাতো রয়েইছে। সূচ-সুতোর সাহায্যে কাপড়ের উপর নকশা তোলা হল শিল্পীর সেলাই-এর দক্ষতা। এই কর্মদক্ষতা গুণে কাঁথা নকশি কাঁথা হয়ে উঠেছিল। কাঁথা, নকশিকাঁথা, কাঁথা স্টিচ প্রথমে ব্যবহারিক প্রয়োজন; পরে নানা মোটিফ বা চিত্ররূপকে নানান ডিজাইন বা আলঙ্কারিক উপায়ে ফুটিয়ে তোলা অর্থাৎ নান্দনিকতা যোগ। তারপর সম্পূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রিক হয়ে কাঁথা নয় কাঁথার অলঙ্করণ অন্য রূপে প্রকাশ। এ হল ক্রমপরিবর্তন।



অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে আশ্রয় করে সৃষ্টির উন্মাদনায় সৃষ্টি হয় নকশিকাঁথা। রঙিন সুতোর সূক্ষ্ম রেখার বিন্যাসে তৈরি হয় মায়াজাল। কাঁথার মাধ্যমে নিজস্ব ছন্দ, ভাবাবেগ,





রসানুভূতি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। ধর্মীয় চিন্তাভাবনা দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছে তেমনি আছে আঞ্চলিক প্রভাব। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যা কিছু জড়িয়ে তাই অলঙ্কৃত বিষয় হয়েছে। শিল্পী মনের মুক্তি-স্বাদ। চিত্রিত তরঙ্গে ফুটে ওঠা রূপকল্প আসলে শিল্পী জীবনের গতিময় ভাবনা। সুতোর রঙের বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে শিল্পী জীবনের রঙিন স্বপ্ন। বলা বাহুল্য, প্রায় প্রতিটি লোকশিল্প একটি নির্দিষ্ট ঘরানার মধ্যে বন্দি থাকলেও নকশি কাঁথাগুলি প্রত্যেকটি সৌন্দর্য ও রসবোধের দিক দিয়ে একে অন্যের থেকে ভিন্ন। নকশিকাঁথার চল মূলত বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে সেইভাবে নক্‌শি কাঁথা তৈরির চল না থাকলেও কাঁথা তৈরির বেশ চল ছিল। আই.সি.এস গুরুসদয় দত্ত উনিশ শতকে বাংলাদেশ থেকে যে কাঁথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং নকশি কাঁথাশিল্পীদের যে নাম উদ্ধার সম্ভব হয়েছে তারা বেশিরভাগই হিন্দু। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম পরিবারগুলির মধ্যেই নকশিকাঁথা তৈরির আগ্রহ বেশি। লতাপাতা, ফুল, পাখি অলঙ্করণেই বেশি গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে।

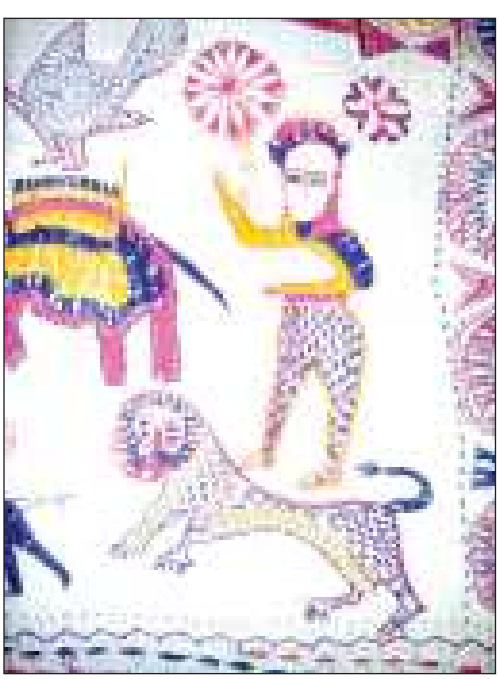
কলকাতার বেশকিছু বনেদি বাড়ির এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালার

সংরক্ষিত কাঁথাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে নকশিকাঁথা এক সময়ে কী রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংগ্রহশালাগুলিতে কাঁথার ভিড় চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাঁথা। গুরুসদয় সংগ্রহশালায় খুলনার মানদাসুন্দরী ঘোষ (বসু)-এর কাঁথা, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত সোনামণি দাস্যার কাঁথা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে মাগুড়ার বামাসুন্দরী দাস্যার কাঁথা, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে আছে শিলাইদহে উপহার পাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কাঁথা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ আছে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে দেওয়া কাদম্বরী দেবীর একটি কার্পেট আসন কাঁথা, কলকাতার রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট সেন্টারে আছে সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’ (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সিনেমায় ব্যবহৃত কাঁথাটি। এছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাঁথা সংরক্ষিত আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার সহ বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালায়।





কাঁথা তৈরির শুরুতে শুভবার গুরুত্ব পায়। কাঁথার মরশুম বর্ষাকাল। এ সময় গ্রামের মেয়েরা জল-কাদার জ্বালায় একপ্রকার গৃহবন্দী হয়ে কাঁথা সেলাই করে আনন্দে সময় কাটান। শীতের দুপুরও কাঁথাশিল্পীদের কাছে বেশ আনন্দের সময়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাঁথা তৈরি সারা বছরই চলে। অবশ্য দিনের আলোয়। একক বা সংগঠিত প্রচেষ্টায়। ঘরের মেঝেতে পা মেলে দিয়ে বুড়ো আঙুলে ছেঁড়া কাপড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা পাড়টির এক কোনা ধরে সুতো সংগ্রহ করা হয় এবং গুচ্ছ সুতো পাক দেওয়া হয়।



বলা বাহুল্য যে সমস্ত পূর্ব-ব্যবহৃত কাপড়ের পাড়ের নতুন করে রং ওঠার সম্ভাবনা নেই অথচ রঙটি উজ্জ্বল; সেই সকল পাড়ের সুতোই ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে হাটে তাঁতীদের কাছ থেকেও সুতো সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি নকশি কাঁথা তৈরির জন্য বেছে রাখা ছেঁড়া কাপড়ে তালি মারার কাজও সেরে রাখা হয়। এরপর চাটাই পেতে তার উপর দুই থেকে ছ-টি পুরোনো কাচা ধুতি বা সাদা শাড়ি বিছিয়ে দেওয়া হয়। হাতের চেটো এবং ভারি কাঁসার ঘটি বা বাটির আলতো চাপে সমানভাবে বেশ টানটান করে নিয়ে খেজুর কাঁটা গেঁথে দেওয়া হয়। চারিদিকের প্রান্তভাগ ভেতর দিকে মুড়ে পা দিয়ে চেপে ধরে মুড়ি সেলাই দেওয়া হয়। পরে খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা

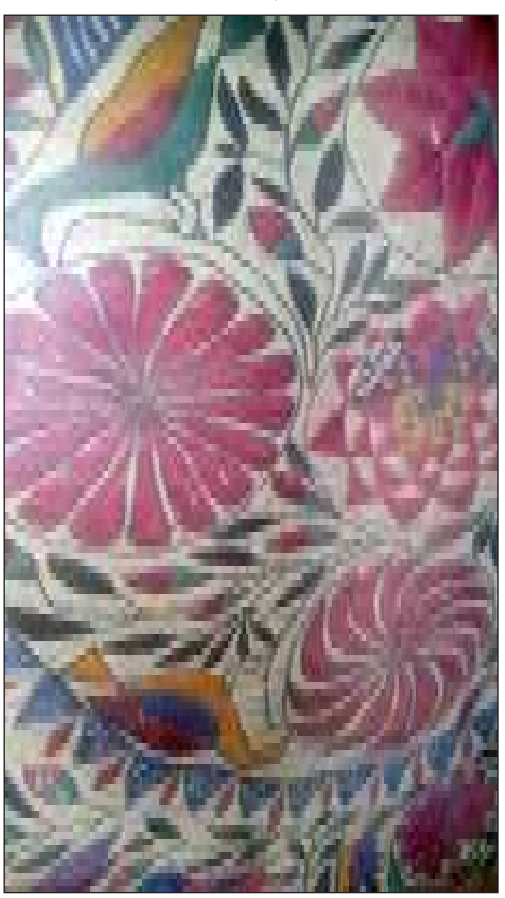


নিয়ে বেশ কয়েকটি বড়ো ফোঁড়ের রান সেলাই করে নেওয়া হয়। প্রয়োজনে অনেক সময় কাঠকয়লা দিয়ে কাথার পিঠে নকশা আঁকা হয়। এরপর কাঁথাটিকে মেঝের উপর রেখে তার উপর বসে কাঁথা সেলাই চলে। মূলতঃ মধ্যে গোল বৃত্ত ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে কাঁথার প্রতি প্রান্তকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে শিল্পীরা আঙুলে ঠুলি পড়ে গোল ফ্রেম বা ছাকার সাহায্য নিয়ে কাঁথাটিকে উঁচু করে তুলে ধরে নকশা তোলেন।

যে সব কাঁথার দু-পিঠ সমগোত্রের সেগুলি দোরখা বুননির কাঁথা। এধরনের কাঁথার সেলাইএর দক্ষতা উচ্চমানের এবং অলঙ্কৃত বিষয় হিসাবে চরিত্রের ভিড় লক্ষ্যণীয়। আর অন্যগুলি আঁচল বুননির কাঁথা বা এক পিঠের কাঁথা, যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে ফ্লোরাল ডিজাইন এবং ছড়ানো রেখার আঁকাবাঁকা গতি।

সাধারণত হিন্দুশিল্পীরা কাঁথার কেন্দ্রবিন্দুতে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মকে গুরুত্ব দেন। এ পদ্ম পদ্মের চেনা ছবির নকল নয়। শিল্পীমনের ছোঁয়ায় বিশেষ রূপে প্রকাশিত লীলাময় রূপ। কখনো পদ্ম-রূপ কচ্ছপ পিঠ অসাধারণ ভঙ্গিতে অলঙ্কৃত হয়েছে।

মুসলিম শিল্পীর কাঁথার কেন্দ্রস্থলে গুরুত্ব পেয়েছে গোল পুষ্পচিত্র ও সূর্য। হিন্দু-মুসলিম উভয় শিল্পীরাই কেন্দ্রস্থলে একটি চক্রাকার ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন। চক্র হল জাগতিক বিন্যাসের প্রতীক। বলা বাহুল্য সূর্য শক্তি আর পদ্ম পবিত্রতার-শান্তি-শুভকামনার প্রতীক। ফুল তো ভালোবাসা। কখনো মৌমাছি কেন্দ্রস্থলের ফুলটির পুষ্পুরেণুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কেন্দ্রস্থল অলঙ্করণের পরই গুরুত্বপূর্ণ কাঁথার চারটি কোণ। যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে সমৃদ্ধির প্রতীক কড়ির অলঙ্করণ, উর্বরতার প্রতীক হিসাবে উঠে এসেছে নানা ধরনের ঘট; যা বংশলতিকা অর্থে কলকা চিত্রের অনুরূপ।



এছাড়া গুরুত্ব পেয়েছে ডাল-পাতা নিয়ে অসংখ্য ফুল। কাঁথার মধ্যে থাকে বহু রেখা ও চরিত্রের ভিড়। কিন্তু নকশার বিষয় বহুবিধ হয়েও কোথাও একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্ব-প্রকৃতির রূপ-রস-ছন্দ বাঁধা পড়ে যায়। থাকে চারিধারে অলঙ্কৃত পার। অসাধারণ দক্ষতার সৃষ্টি।

গ্রামীণ পরিবেশকে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা। রূপের সংক্ষেপ। কোনো উপায়ে প্রকাশের চেষ্টা। একই সঙ্গে বলা প্রয়োজন, একটা ছোট্ট নক্শা যে কতরকম রূপ নিতে পারে; তা বাংলার নক্শিকাঁথাগুলিকে না দেখলে বোঝা যায় না। কোন অলঙ্কৃত চিত্রটিকে কাঁথার পিঠের কোন স্থানে প্রয়োগ করা প্রয়োজন; তা দক্ষতার সঙ্গেই কাঁথাশিল্পীরা করে থাকেন।

একই নকশা অবস্থান অনুসারে তার চরিত্র বদলে নেয়। অনুভূতির ভারসাম্য ও রেখার ভারসাম্যে বাংলার কাঁথাগুলি অতুলনীয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের কাঁথাগুলি। মাত্র তিন থেকে পাঁচটি রঙিন সুতো সূচের মাথায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে, ওঠা-নামার খেলায় যে কী ভাবে তার রূপ প্রকাশ করতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ নকশি কাঁথা।

নকশি কাঁথার নকশার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে খণ্ড খণ্ড ছবির বিন্যাসে অখণ্ড ভাবনা। পূর্ণতা, পবিত্রতা, প্রাচুর্যতার

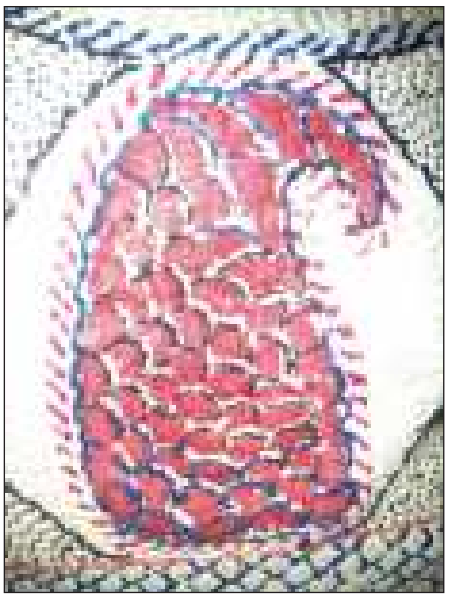


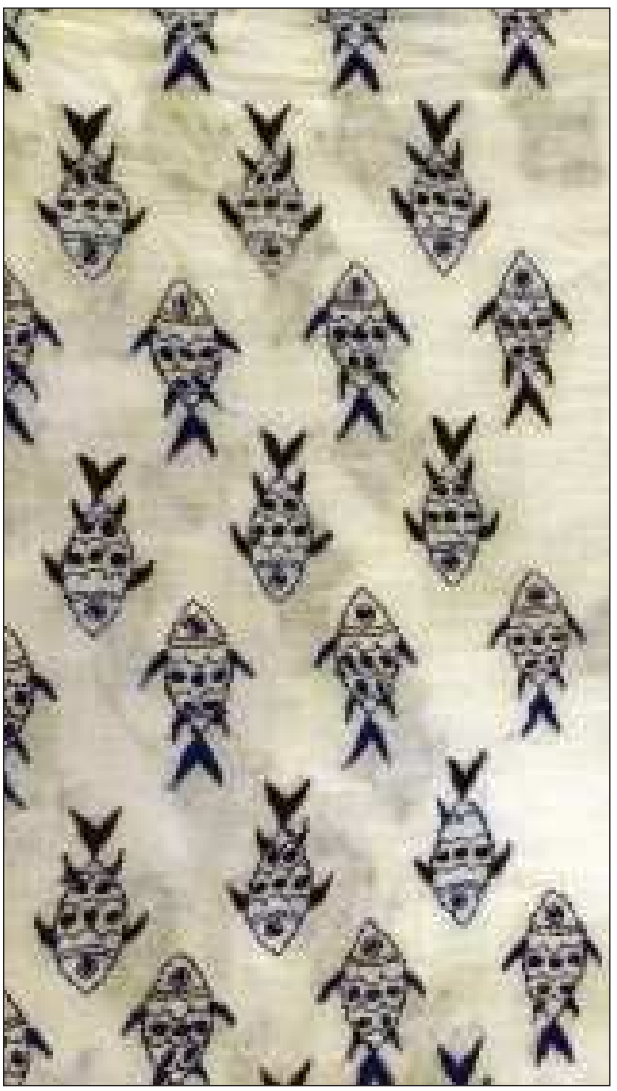


নানা ইঙ্গিত। সূক্ষ্ম বর্ণ প্রয়োগ ও রেখার বিন্যাস ফুটিয়ে তোলা ছবির মাধ্যমে; কোনো কোনো কাঁথায় হালকা-চালে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় ভাবনার পার্থক্য ধরা দিয়েছে। মধ্যস্থল অলঙ্করণ সূত্রে একটি পার্থক্য পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুরা নানা চিত্ররূপ তুলে ধরতে দেবদেবী ও তার বাহন, রথ, রাসলীলা, শিবলিঙ্গ এবং নানা মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম গুরুত্ব দিয়েছে। মুসলিম শিল্পীদের মানসিকতায় স্থান করে নিয়েছে চাঁদ-তারা, আঙুরলতা, তরবারি, মসজিদ।

সূক্ষ্ম ফোঁড় ও চিত্রবর্ণে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের কাঁথা। কিন্তু কাঁথাগুলি পাতলা। রাজশাহী, কুষ্ঠিয়া অঞ্চলের কাঁথা পুরু এবং আকারে বড় কিন্তু সেলাই সূক্ষ্ম নয়। ক্রশ, স্টিচ, লিক ফোঁড়ে ঝোঁক বেশি। এছাড়া ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, ওজমালপুর, পাবনায় কাঁথা তৈরি হয়।পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের নানুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান; কলকাতার বাজার দেখে উত্তর–দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশকিছু কাঁথা শিল্পী একত্রিত হয়ে কাজ করছেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত সহ বিদেশে বীরভূমের নানুরের কাঁথা বেশ নাম করেছে।

প্রকৃতি-সমাজ-পারিবারিক জীবনের নানা বিচিত্র টুকরো ছবি কাঁথার পিঠে অপূর্ব নকশায় সেলাই-এর নানা ফোঁড়ে অলঙ্কৃত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি। ছোটোরা নানা পাতা, কাঁচা আমের কুসি এসব কাপড়ের ওপর ফেলে চারধারে এঁকে নিয়ে বাড়ির বড়োদের দেখাদেখি সেলাইয়ের নানা ফোঁড় তোলে।





কোনো কোনো কাঁথা শেষ হয়েছে দু-তিন পুরুষের হাত ঘুরে। কাঁথাকে ঘিরে থাকে এক বা অনেকের স্মৃতি। স্মৃতিমাখা গল্প। প্রতিটি কাঁথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেই গল্প। কিন্তু সব কাঁথার পিঠে গল্প বা গল্পনির্ভর ছবির নানা মুহূর্ত থাকে না। অনেক কাঁথার ভিড়ে কয়েকটিতে থাকতে পারে। ছোট্ট ঘটনার কয়েকটি টুকরো টুকরো মুহূর্ত। প্রেম-বাধা-বিরহ বা সঙ্গী হারানোর মতো কয়েকটি দৃশ্য। শিল্পীর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় টুকরো টুকরো ঘটনা। দুষ্মন্তের সভায় শকুন্তলা, কৃষ্ণলীলা, রাম-সীতার বিয়ের মতো পৌরাণিক-লৌকিক দৃশ্য। বর্তমানে স্বামী বিবেকনন্দের জীবন, 'কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি' এরকম নানা ঘটনাবহুল বিষয় বা মুহূর্ত-গুচ্ছ গুরুত্ব পেয়েছে। ফরিদপুরের কবি জসীমউদ্দিনের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীও কাঁথায় চিত্রিত বিষয় হয়েছে। বর্তমানে নকশি কাঁথায় এগুলির বেশ চাহিদা।

জাঁতি, যাঁতা, ঢেঁকি, লাঙল, কাজললতা, আয়না, চিরুনি, হাতপাখা, ছাতা এরকম নানা জিনিস কাঁথার আলঙ্করিক বিষয় হয়েছে। বিষয় হয়েছে নৌকা, রথ, আট বা ষোলো বেহারার পালকি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ি। বাঘ, কুকুর, বিড়াল, হাতি, রঙিন ঘোড়া, দেবতাদের শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠ উপমা হিসাবে বৃষ গুরুত্ব পেয়েছে।

গুরুত্ব পেয়েছে বুলবুলি, হাঁস, পেঁচা, বক, জোড়া ময়ূর, রঙিন পাখি, সৃষ্টিকর্তা বা মিলনের প্রতীক প্রজাপ্রতি। মাছি, টিকটিকি, পিঁপড়ে, নেউলের সাপ শিকার বা ময়ূরের সাপ শিকার দৃশ্য স্থান পেয়েছে। বিচিত্র জীবজগতের নানা রূপ কখনো কখনো অদ্ভুত রূপ নিয়ে হাসির রসদ জুগিয়েছে। যেমন সিংহের মুখটি হয়েছে সূর্য, হাতির চোখে দুরন্তপনা, দুটি পাখির ঝগড়া ইত্যাদি। স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনাশক্তিতেই এরূপ প্রকাশ সম্ভব।

দেশি-বিদেশি নানা চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে। জমিদারবাড়ি, নর্তকীর নৃত্য, রাজা-রাণি-গোলাম, সংগীত চর্চা, সুরাপানের দৃশ্য, হুঁকোর নলে টান, মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান, লাঠিয়াল, সৈনিক, বহুরূপী, রাক্ষসী, নাপিত, সাধু, পুরোহিত, বোষ্টম, সাহেব-মেম; এককথায় বহুবিধ ধর্মীয়-রাজনৈতিক-কর্মজীবনের নানা দৃশ্য। গৃহজীবন, কৃষিক্ষেত, মৎসশিকার, বাজার বা মেলার নানা কর্ম দৃশ্য স্থান পেয়েছে। যৌন বাসনা নিয়ে নানা সুখ-দুঃখের মুহূর্তও গুরুত্ব পেয়েছে।

কাঁথার বড়ো অংশ জুড়ে গুরুত্ব পায় জ্যামিতিক নকশা। বরফি-বুটি, চলমান তরঙ্গ, তিন-চার রেখার সংযোগ, বৃত্ত, বিন্দু এগুলি যে কতটা কাঁথাকে সুন্দর করে তুলতে পারে; না দেখলে বোঝার উপায় নেই।



ছোটো ছোটো নকশার বারবার পুনরাবৃত্তিও আলাদা একটা সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায়। কাঁথার পিঠে ফুটে ওঠা কল্পবৃক্ষ; এ হল জীবন বা সজীবতার প্রতীক। কাঁথার পিঠ জুড়ে থাকে ফুল বিছানো স্মৃতি। নান্দনিক উপায়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রকৃতির সৌন্দর্য। শিউলি-চাক্তি, কদম, কার্পাস ফুল, সূর্যমুখী ও নানা বর্ণের নানা অলঙ্করণে ফুটে ওঠা কাল্পনিক ফুলেরা কাঁথার পিঠে স্থান পেয়েছে। উর্বরতা ও শুভকামনার প্রতীক হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে মাছ। আবার বাঙালি মৎস্যপ্রিয়ও বটে। রেলগাড়ির ধোঁয়া ওড়া কিংবা আকাশে দেখা ছোট্ট উড়োজাহাজও স্থান করে নিয়েছে কাঁথার পিঠে।



কাঁথার গায়ে লেখার প্রবণতাও চোখে পড়ার মতো। নাটকীয়তা অপেক্ষা গীতিসুরই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। ছোট্ট লেখা। হঠাৎ আবেগের বহিঃপ্রকাশ। থাকে মনের আকুলতা। ভাবনার একাত্মতা। প্রবাদ-বাক্য, নীতি-বাক্য, উৎসর্গ-বাক্য নিজের নাম বা প্রিয়জনের নাম। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এমনই কয়েকটি শব্দগুচ্ছ। 'আমায় যেন ভুল না', 'যাও পাখি বলো তারে/সে যেন ভুলে না মোরে', 'বাদষার বোসবার আসন', 'এই সজনী দঙ্গল বাঁধাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসুর কন্যা আমি শ্রীমতি মানদা সুন্দরী দাস্যা

মোম হস্তে প্রস্তুত পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত পীতাঠাকুর মহাশয়কে এই সজনী প্রণাম পূর্ব্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা যেত্রীটি হয় মাপ করিবেন।' আবার অনেক সময় কোনো চিত্রের পাশটিতে চিত্রটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আবার শীর্ষভাগ কাঁথার চারধার বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে সেজে ওঠে তাগা বা লতা পাড়। আবার কিছু ক্ষেত্রে শাড়ি থেকে সরাসরি পাড় তুলে কাঁথাটির সাথে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি অবশ্য প্রিয় হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র পাড়ের অলঙ্করণেও কিছু কাঁথা তৈরি হয়েছে। ছেঁড়া কাঁথা তালি মারার মধ্যেও যত্ন ও শৌখিন দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। যেমন একটি কাঁথায় দেখা গেছে ঘোড়ার মুখের অংশটি ছেঁড়া; সেক্ষেত্রে ওই অংশে ছোট্ট তাপ্পি দিয়ে ঘোড়ার মুখের অংশটিতে ঘূর্ণি বা শিউলি চাকতি অলঙ্কৃত হয়েছে। কিন্তু অল্প রেখায় ঘোড়ার মুখ আঁকার দিকে আগ্রহ দেখায়নি। অর্থাৎ মজাদার-চতুর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছেঁড়া অংশটিকে অন্য মাত্রা দেওয়া হয়েছে। আসলে কাঁথার সর্বাঙ্গ জুড়ে প্রতিটি নকশা এতোটাই জোরালোভাবে নিজেকে প্রকাশ করে যে ছেঁড়া কাঁথাও মন ভোলাতে পারে।



লক্ষ্যণীয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনে কিছু কাঁথার মধ্যস্থল এমনভাবে সেলাই করা হয়েছে, যে শুধুমাত্র ওই স্থানটুকু ফুলে আছে বা উঁচু হয়ে আছে। এ ধরনের কাঁথাগুলি ঢাকনি বা চাঁদোয়া হিসেবেই ব্যবহৃত। মধ্যবিন্দু থেকে কাঁথা সেলাই-এর অর্থ হল সামঞ্জস্য রক্ষা এবং কাপড়ের ভাঁজ নিয়ন্ত্রণ। ভাঁজ তোলা ও ভাঁজ মারা দুই-ই শিল্পীর দক্ষতা। রান, ভরাট, তেরছা, বখেয়া, ডাল, চেন, লিক, ক্রস, প্যাচ, বাঁশপাতা, বেঁকি, জালি, হেরিংবোর্ন, কাস্তে, ডারনিং, সাটিন, বরফি, চাটাই—এইকম নানা ফোঁড়ের সেলাই-এর ব্যবহার। কাঁথায় যে নকশি পাড় তোলা হয় তারও বেশ কিছু আঞ্চলিক নাম আছে। যেমন চোখ-তাগা, স্টার-তাগা, ব্লেট-তাগা, কলমি-লতা, শঙ্খ-লতা, মাকু-লতা, ঢেউ মটরদানা, খেজুর কাঁটা ইত্যাদি। রঙিন নক্‌শা তোলার জন্য নীল, লাল, হলুদ, সবুজ, কালো সুতোর ব্যবহারই বেশি লক্ষ্যণীয়। যাই হোক, নকশা তোলার কাজ শেষ হলে কাঁথাটিকে মজবুত ও নান্দনিক করে তোলার জন্য ফাঁকা অংশগুলিতে অন্য সকল চিত্রিত অংশগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাদা সুতো দিয়ে গুড়ি রান সেলাই করা হয়।



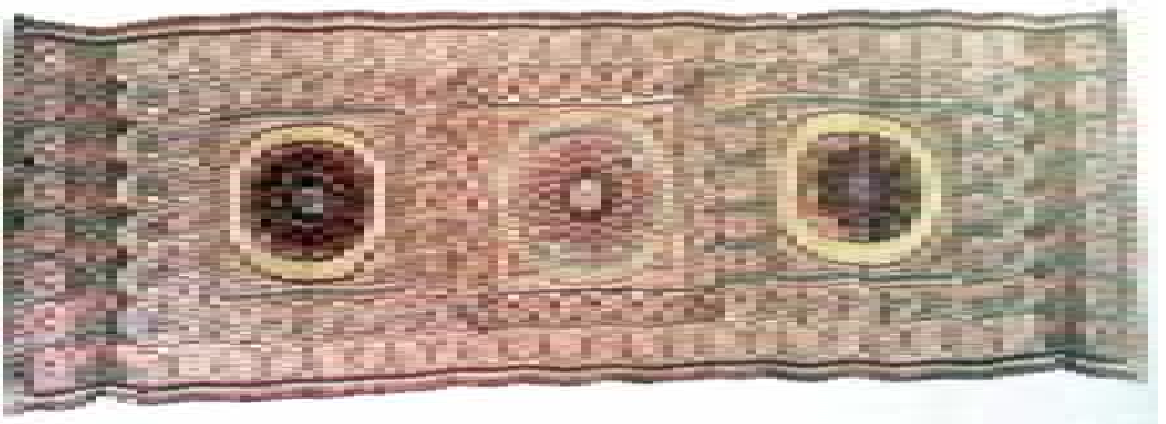
এই সেলাই এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় অসাধারণ ছান্দিক অনুভূতি ও দক্ষতা। একাজ অবশ্য সব কাঁথাতে থাকে না।

কাঁথার ব্যবহারিক বৈচিত্রটিও বিচিত্র। ব্যবহার অনুসারে নানা আকারের কাঁথা। লৌকিক রুচির সৌন্দর্য চেতনার বিচিত্র রূপ। শীতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে কম-বেশি ছয় থেকে সাড়ে চার ফুটের লেপ-কাঁথা। শিশু বয়সের সঙ্গে কাঁথার সম্পর্কটি বেশ গাঢ়। কাঁথা দিয়ে যেমন শিশুর দেহ ঢেকে রাখা হয়; তেমনি কাঁথার উপর শিশুকে শুইয়েও রাখা হয়। লৌকিক বিশ্বাস ছেঁড়া কাপড়ে



শুয়ে আছে তাই কারোর নজর পড়বে না। আসলে অভিজ্ঞতা সূত্রে মানুষের মনে হয়েছে, শিশু মাতৃগর্ভে যে তাপে থাকে সেই তাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পুরোনো সুতির কাপড়গুলি। একই সঙ্গে পুরনো কাপড় বা পাড়ের সুতোর যা রং ওঠার উঠে গেছে; নতুন করে রঙ উঠে শিশুর চামড়ার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ ধরনের কাঁথা শিশু কাঁথা। আবার শিশুর কোমরে বেঁধে দিতে ত্রিকোণাকৃতির কাঁথা তৈরি হত। এর নাম মুতনি কাঁথা। ছ'ফুট-সাড়ে তিন ফুটের বিছানা চাদর হিসেবে সুজনি কাঁথাগুলি ঘরের আনুষ্ঠানিক পরিবেশকে নতুন মাত্রা দেয়। বাড়িতে বিশেষ কেউ এলেও এ চাদর পেতে দেওয়া হয়। আয়না-চিরুনি জড়িয়ে ঢেকে রাখতে তৈরি হয়েছে ছ ইঞ্চি-বারো ইঞ্চির আরশিলতা কাঁথা। বলা বাহুল্য সংস্কার আছে, আয়নায় রাত্রে মুখ দেখলে ভূতেরা উঁকি মারে। কিন্তু যদি বলা হত রাতে চুল আঁচড়ালে খাবারে চুল পড়তে পারে; ঘরের মেয়েরা বলবে সাবধানে আঁচড়াচ্ছি; সেজন্য সংস্কারের ভয়। এও বলা প্রয়োজন আয়নাটি ঢাকা না থাকলে বাইরে থেকে শত্রুর পক্ষে অনেক সময় ঘরের ভেতরের অবস্থানটি বুঝে নেওয়া সম্ভব অর্থাৎ ঢেকে রাখাই ভালো।

এছাড়া আছে দু-দেড় ফুটের বালিশের ওয়াড় কাঁথা। দশ বা বারো ইঞ্চি বর্গাকার বিশিষ্ট রুমাল কাঁথা। বাক্স ঢাকা দিতে কিংবা চাঁদোয়া হিসেবে কিংবা কোথাও একটা পেতে দিয়ে বই ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখতে কিংবা বোঁচকা বাঁধতে তৈরি হয়েছে মোটামুটি তিন ফুট বর্গাকার বিশিষ্ট বিছু কাঁথা। তৈরি হয়েছে কাঁথার ঝোলা। প্রায় একই গোত্রের দশ ইঞ্চি-ছ ইঞ্চির বটুয়া আকৃতির থলে কাঁথাও মেয়েরা টাকা-পয়সা বা পান সুপারি রাখার প্রয়োজনে তৈরি



করে নিয়েছে। কেউ বলে প্যাঁচানী কাঁথা। পোঁটলাকে মাটির বাড়ির তালকাঠের পাটাতনের সঙ্গে বাঁধতে তৈরি হয়েছে চার ইঞ্চি-চার ফুটের জোথ কাঁথা। নামাজ পরার জন্য তৈরি আসন হল জায়নামাজ পাটি। কোরান-শরিফ রাখতে গিলাফ কাঁথা। খাবার ঢাকা দিতে ও বাদ্যযন্ত্র ঢাকা দিতে ব্যবহৃত কাঁথাটির নাম বর্তন কাঁথা। খাবার থালা বিছানায় রাখার আগে পেতে দিতে দস্তরখানা কাঁথা। গরুর গাড়ি বা নৌকার পর্দা। পেতে বসার জন্য চটের দু পিঠে পুরোনো কাপড় জোড়া দিয়ে কয়েকটি নকশা তুলে তৈরি করা হত চট কাঁথা। টুপিও অলঙ্কৃত হয়েছে। মৃতদেহ ঢাকা দিতে তৈরি হয়েছে মরণ কাঁথা। এ কাঁথায় গিঁট থাকে না। কবর মাজার ঢাকা দিতেও কাঁথার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পীরবাবার উদ্দেশ্যে যে কাঁথা ঝোলানো থাকে তার নাম উদ্দেশিক কাঁথা। নক্‌শি কাঁথার আলঙ্করিক সৌন্দর্যকে নারীমন নানা ভাবে ব্যবহার করেছে।

কাঁথা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। কিংবা বলা চলে আগের সৌন্দর্য হারিয়েছে। টুকরো সৌন্দর্য নিয়ে এসেছে কাঁথা স্টিচ শাড়ি বা অন্য কিছু। অব্যবহৃত কাপড়গুলি আজ শিল্পীমনের আনন্দ ও প্রতিভার স্পর্শ থেকে প্রায় বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন। যৌথ পারিবারিক কাঠামো ভেঙে গিয়েছে। হাঁড়ির সংখ্যা বেড়েছে, কাজ বেড়েছে এবং একই সঙ্গে মেয়েরা বাইরের কাজেও ব্যস্ত হয়েছে। বাজারে এসে গেছে কাঁথার বিকল্প লেপ-কম্বল, ছাপা চাদর, পশমী কাপড়। নকশি কাঁথার চাহিদা থাকলেও সেই মানের শিল্পী কম। কাঁথার কাজ মানেই দাম বেশি। ফ্যাশান ডিজাইনার ও ব্যবসায়ীরা কাঁথা শিল্পের রঙিন নকশাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ছেলে-মেয়েদের সিল্ক বা সুতির পোশাকে, ব্যাগে, বিছানার চাদরে, কুশান কভারে, ছাতায় কিংবা ঘর সাজানো জন্য ফ্রেম বন্দি করেছেন। নকশা তোলার চর্চাটি বাংলার শিল্পকলার মধ্যে যে কীভাবে জড়িয়ে ছিল; লোকশিল্প ও প্রত্নতাত্ত্বিক নানা নিদর্শনই এর দৃষ্টান্ত। যাই হোক বর্তমানে নকশি কাঁথার শিল্পীদের মধ্যে হারিয়ে গেছে কল্পনাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা বা সৃষ্টির উন্মাদনা। যার ফলে দক্ষতার বড়ো অভাব দেখা দিয়েছে। এসেছে কৃত্রিমতা। কিন্তু মানুষ এ-শিল্পকেই, নির্দিষ্ট করে বললে এ শিল্পের সৌন্দর্যকে ফিরে পেতে চাইছে। কিন্তু সেলাইয়ের সূক্ষ্মতা হারাতে বসেছে। ভাবনাতে এসেছে বৈচিত্র্য।





ছবি সৌজন্য : লেখক

# পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির বর্তমান স্থিতি

ড. প্রসেনজিৎ দেববর্মণ



'আদিবাসী' শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ যদিও 'আদিম অধিবাসী' এই আলোচনার ক্ষেত্রে তা সীমিত থাকবে শুধুমাত্র 'তফসিলি জনজাতি'-এর মধ্যে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যাদেরকে SCHEDULED TRIBE বলা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসীর তালিকা ভিন্ন ভিন্ন। কোনো একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম একটি রাজ্যের তালিকায় থাকলেই তা অন্য রাজ্যে আদিবাসী হিসাবে গণ্য হবে এমনটি নয়। আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই রাজ্যের SCHEDULED TRIBE LIST-এ নাম নথিভুক্তকরণ। পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত আদিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে ৪০। অবশ্য এই চল্লিশটির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে একাধিক জনগোষ্ঠীর নাম আছে। কার্যত পঞ্চাশটি আদিবাসী গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জনজাতির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। এই ৫০টি জনগোষ্ঠীর তালিকা (ইংরেজিতে) নিম্নরূপ :

ছবি : প্রবীর সাহা





ছবি : কাজল বিশ্বাস

| Sl. No. | Name of Scheduled Tribe | Sl. No. | Name of Scheduled Tribe | Sl. No. | Name of Scheduled Tribe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUR | 15 | HO | 29 | MECH |
| 2 | BAIGA | 16 | KARMALI | 30 | MRU |
| 3 | BEDIA, BEDIYA | 17 | KHARWAR | 31 | MUNDA |
| 4 | BHUMIJ | 18 | KHOND | 32 | NAGESIA |
| 5 | BHUTIA, SHERPA, TOTO, DUKPA, KAGATAY, TIBETAN, YOLMO | 19 | KISAN | 33 | ORAON |
| 6 | BIRHOR | 20 | KORA | 34 | PARIYA |
| 7 | BIRJIA | 21 | KORWA | 35 | RABHA |
| 8 | CHAKMA | 22 | LEPCHA | 36 | SANTAL |
| 9 | CHERO | 23 | LODHA, KHERIA, KHARIA | 37 | SAURIA PAHARIA |
| 10 | CHIK BARAIK | 24 | LOHARA, LOHRA | 38 | SAVAR |
| 11 | GARO | 25 | MAGH | 39 | LIMBU |
| 12 | GOND | 26 | MAHALI | 40 | TAMANG |
| 13 | GORAIT | 27 | MAHLI | | |
| 14 | HAJANG | 28 | MAL PAHARIYA | | |

সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী জনসংখ্যা ৫২,৯৬,৯৫৩ অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫.৮০ শতাংশ। জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসী সংখ্যা ৮,৮০,০১৫ যা কিনা রাজ্যের মোট আদিবাসী সংখ্যার ১৬.৬১ শতাংশ। জলপাইগুড়ি জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা ৭,৩১,৭০৪ (১৩.৮১ শতাংশ)। পুরুলিয়া জেলায় বসবাস করেন ৫,৪০,৬৫২ জন (১০.২১ শতাংশ) আদিবাসী। অন্যান্য জেলাগুলিতে ১০ শতাংশের নীচে আদিবাসী জনসংখ্যা এবং কলকাতার ক্ষেত্রে এটি মাত্র ০.২০ শতাংশ। নীচের সারণিতে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে জেলাভিত্তিক আদিবাসী জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছে :



ছবি : কাজল বিশ্বাস

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | মোট জনসংখ্যা | আদিবাসী জনসংখ্যা | জেলার মোট জনসংখ্যার শতাংশ (%) | রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতাংশ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বর্ধমান | ৭৭১৭৫৬৩ | ৪৮৯৪৪৭ | ৬.৩৪ | ৯.২৪ |
| ২ | বীরভূম | ৩৫০২৪০৪ | ২৪২৪৮৪ | ৬.৯২ | ৪.৫৮ |
| ৩ | বাঁকুড়া | ৩৫৯৬৬৭৪ | ৩৬৮৬৯০ | ১০.২৫ | ৬.৯৬ |
| ৪ | পূর্ব মেদিনীপুর | ৫০৯৫৮৭৫ | ২৭৯৫২ | ০.৫৫ | ০.৫৩ |
| ৫ | পশ্চিম মেদিনীপুর | ৫৯১৩৪৫৭ | ৮৮০০১৫ | ১৪.৮৮ | ১৬.৬১ |
| ৬ | হুগলি | ৫৫১৯১৪৫ | ২২৯২৪৩ | ৪.১৫ | ৪.৩৩ |
| ৭ | পুরুলিয়া | ২৯৩০১১৫ | ৫৪০৬৫২ | ১৮.৪৫ | ১০.২১ |
| ৮ | উত্তর ২৪-পরগনা | ১০০০৯৭৮১ | ২৬৪৫৯৭ | ২.৬৪ | ৫.০০ |
| ৯ | দক্ষিণ ২৪-পরগনা | ৮১৬১৯৬১ | ৯৬৯৭৬ | ১.১৯ | ১.৮৩ |
| ১০ | হাওড়া | ৪৮৫০০২৯ | ১৫০৯৪ | ০.৩১ | ০.২৮ |
| ১১ | নদিয়া | ৫১৬৭৬০০ | ১৪০৭০০ | ২.৭২ | ২.৬৬ |
| ১২ | মুর্শিদাবাদ | ৭১০৩৮০৭ | ৯১০৩৫ | ১.২৮ | ১.৭২ |
| ১৩ | উত্তর দিনাজপুর | ৩০০৭১১৩৪ | ১৬২৮১৬ | ৫.৪১ | ৩.০৭ |
| ১৪ | দক্ষিণ দিনাজপুর | ১৬৭৬২৭৬ | ২৭৫৩৬৬ | ১৬.৪৩ | ৫.২০ |
| ১৫ | মালদা | ৩৯৮৮৮৪৫ | ৩১৩৯৮৪ | ৭.৮৭ | ৫.৯৩ |
| ১৬ | জলপাইগুড়ি | ৩৮৭২৮৪৬ | ৭৩১৭০৪ | ১৮.৮৯ | ১৩.৮১ |
| ১৭ | দার্জিলিং | ১৮৪৬৮২৩ | ৩৯৭৩৮৯ | ২১.৫২ | ৭.৫০ |
| ১৮ | কোচবিহার | ২৮১৯০৮৬ | ১৮১২৫ | ০.৬৪ | ০.৩৪ |
| ১৯ | কলকাতা | ৪৪৯৬৬৯৪ | ১০৬৮৪ | ০.২৪ | ০.২০ |
| ২০ | পশ্চিমবঙ্গ | ৯১২৭৬১১৫ | ৫২৯৬৯৫৩ | ৫.৮০ | ১০০.০০ |

মানববিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধারণা অন্যরকম হলেও এই পরিসরে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের নাচ-গান সম্পর্কিত সংস্কৃতির আলোচনাই প্রাসঙ্গিক।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক। সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যে সমস্ত নাচ-গানকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবন উদ্বেলিত হয় সেগুলি বছরের বিভিন্ন ঋতুতে উদ্‌যাপিত হয়। যেহেতু আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রকৃতির স্থান অনস্বীকার্য, তাই সাঁওতাল সমাজের প্রথম ও প্রধান উৎসব হল 'বাহা'। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারি আদিবাসী সাঁওতালরা নাচ-গান ও পূজা পার্বণের মাধ্যমে বাহা পরব পালন করে। সাঁওতালি বছরের প্রথম মাস ফাল্গুনে শাল ও মহুয়ার কচি পাতা ও ফুলের আগমনি বার্তার সাথে সাথে গ্রামের 'মাঝি' ও 'নায়কে' বাহা পরবের দিন ধার্য করে তা 'গোড়্যে' অর্থাৎ বার্তা-বাহকের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের 'জাহের থানে' দু'দিন যাবৎ বাহা উৎসব বা 'সালই' পরব পালিত হয়। রাতভর নাচ-গান ও দিনে শিকার পর্ব 'বাহা'র অন্যতম অঙ্গ। বাহা পরবে বছরের প্রথম শালফুল উৎসর্গ করা হয় এবং সাঁওতালরা তারপরে দৈনন্দিন জীবনে শালফুল ব্যবহার করতে পারেন। সাঁওতাল সমাজের রীতি অনুসারে বাহা পরব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতালরা মহুয়া ফুলও গ্রহণ করেন না। সাঁওতাল রমণীরা যে সুন্দরভাবে খোঁপায় শালফুল গুঁজে সাজেন তাও বাহা পরবে নায়কের হাত থেকে শালফুল পাওয়ার পরই সম্ভব হয়। 'সেন্দ্রী' পরব বা শিকার উৎসব সাঁওতালদের একটি বিশেষ উৎসব। এই সময় যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তার নাম 'দুঙ্গেড়'। শুধুমাত্র ছেলেরা এই নাচে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই নাচ সাঁওতাল সমাজের ঐক্য ও দৃঢ়তার প্রতীক। এই উৎসবের সময়ই 'দিশন সেন্দ্রা' অর্থাৎ সমগ্র সাঁওতাল সমাজের নীতি নির্ধারিত হয়।

বসন্তের আগমনে যেমন বাহা তেমনি গ্রীষ্মে সাঁওতালরা পালন করেন 'মা মঁড়ে' উৎসব। এই উৎসবের নাচে ছেলে-মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে। মেয়েদের সারির পিছনে ছেলেরা লাঠি হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এই নৃত্য

ছবি : কাজল বিশ্বাস





ছবি : কাজল বিশ্বাস

করে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। মাদলের তালে তালে কখনও ধীরে ও কখনও দ্রুতলয়ে এই নাচ চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা ক্লান্ত হয়ে না পড়েন। এটি অবশ্যই একটি ধর্মীয় নৃত্য।

দেবতাকে স্মরণ করে 'করম' পরব পালিত হয় শারদীয়ার পরে সেইসব সাঁওতাল পরিবারগুলিতে যেখানে তাঁদের দেবতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইসব পরিবারের পুরুষেরা করম গাছের ডাল কেটে সন্ধেয় মাটিতে পুঁতে দেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রাতভর ওই ডালকে কেন্দ্র করে নাচতে থাকেন। এই নাচের মাধ্যমে তাঁদের সারা বছরের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ বীজবোনা, ধান-রোয়া-কাটা-ঝাড়া, খেলাধুলা, শিকার ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়।

বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন ধানের বীজ বপন করা হয় তখন সাঁওতালরা দোলা দিয়ে 'ঝিকা' গান গায় ও যে নাচ পরিবেশিত হয় তার নাম 'ভুনগার নাচ'। প্রকৃতিকে শস্য-শ্যামলারূপে দেখার অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে এই নাচ-গান করে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী।

আশ্বিন মাসে 'দাঁসায়' উৎসব পালিত হয় সাঁওতাল সমাজে। বাঙালির দুর্গোৎসবের সময় 'ভুয়াং' বাঁশি নিয়ে সাঁওতালরা নাচ-গানের মাধ্যমে 'দুদ্দুড়দুর্গা' বা অসুরের বন্দনা করে। শুধুমাত্র ছেলেরা এই নাচে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই উৎসবের তাৎপর্য কিন্তু আদিবাসী সমাজে ভিন্ন। 'দাঁসায়'-এর দিনগুলিতে (সপ্তমী থেকে দশমী তিথি) ভেষজ-বিদ্যা শিক্ষার্থী সাঁওতাল ছেলেরা তাদের গুরুদের গুণকীর্তনও করতে থাকে। এই সময় কাঠি নাচ ও 'লবয়' নৃত্য পরিবেশিত হয়।

কার্তিক মাসে পালিত হয় 'সহরায়' উৎসব। নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সাঁওতালরা এই উৎসব পালন করে। এই পরবে সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে 'মাতোয়ার' 'গুজর' নাচ পরিবেশন করে।

পৌষে পালিত হয় 'সকঁরাত' বা 'পাব্দন' উৎসব। মকর সংক্রান্তির এই উৎসব সাঁওতাল সমাজের এক অনবদ্য নাচ-গানের অনুষ্ঠান। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমস্ত সাঁওতাল জনগণ এই উৎসবে শামিল হয়।

এইসব উৎসবের দিনগুলি ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসী তাদের নাচ-গানের পরম্পরা বজায় রাখে বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে। বিয়ের সময় গাওয়া হয় 'দং সেরেঞ্জ'। বিভিন্ন মেলায় পরিবেশিত হয় 'লাগড়ে সেরেঞ্জ'। 'ইন্দ' পরবের সময় দেখা যায় 'পাতা' নৃত্য। 'বাহা' ও 'মা মঁড়ে' উৎসবে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরা পরিবেশন করে 'ডাহার' নাচ।

অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই সব নাচ-গানের তালিম দেন গ্রামের 'জগমাঝি'। সহজ সরল আদিবাসী জীবনের সংস্কৃতিক বাহক যুবক-যুবতীর অভিভাবক সাঁওতাল সমাজের জগমাঝির অধিকার থাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে শাস্তিপ্রদানের।

শুধু সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠী তাদের অকৃত্রিম সংস্কৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে নানা ধরনের নাচ-গানের মাধ্যমে। সংখ্যাধিক্যে সাঁওতালদের পরেই ওঁরাও জনগোষ্ঠী। এরা যে সমস্ত নাচ-গান পরিবেশন করে তার মধ্যে আছে বৈশাখে অনুষ্ঠিত 'জ্যাঠাখারিয়া' নৃত্য। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পালন করে 'সাহে কারাম', ভাদ্র-আশ্বিনে পালিত হয় 'রাজি কারাম'। সাঁওতালদের পরবের মতো ওঁরাওরা উদ্‌যাপন করে 'সোহরায়'। 'ফাগু'তে আবিরের রঙে রেঙে ওঠে ওঁরাও সমাজ। 'ডোমকা' (খেলাবিশেষ) অনুষ্ঠিত হয় মাঘ-ফাল্গুন মাসে। বিয়ের সময় 'ব্যাঙ্গা' নাচ ও অন্যান্য সময় 'জ্যাঙ্গরা', 'যাত্রা' প্রভৃতি নাচ-গানের অনুষ্ঠান ওঁরাওদের অত্যন্ত জনপ্রিয় সংস্কৃতি।

কেবলমাত্র সমতলের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, রাভা, মেচ, খাড়িয়া, শবর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই যে আদিম/প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা পরিলক্ষিত হয়, তা কিন্তু নয়। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে বসবাসকারী শেরপা, টিবেটান, ভুটিয়া, লেপচা, তামাং প্রভৃতি আদিবাসীরা প্রকৃতি ও দেবতাকে উদ্দেশ করে নানারকমের ভাবাবেগ ব্যক্ত করে বিভিন্ন নাচ-গানের মাধ্যমে। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য শেরপাদের 'বিয়াছম' ও 'লাপছার' নৃত্য। লেপচাদের 'ধান' নাচ ও 'নিমদোছম'। টিবেটান ও ভুটিয়াদের প্রসিদ্ধ নাচ 'সিংহীছম', 'চামরীছম', 'পেমাছম' প্রভৃতি মুখোশ নৃত্য, তামাং-দের 'ডম্ফু' নৃত্য প্রধানত পূজা-পার্বণ, মেলা ও উৎসবে পরিবেশিত হয়।

ছবি : কাজল বিশ্বাস








পরিতাপের বিষয় আদিবাসী সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য বর্তমানে ম্লান হয়ে গেছে। তিন দশক আগে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাঁওতাল গ্রামগুলোতে তথ্য সংগ্রহে গেলে কানে আসতো ধামসা মাদল, ঘুঙুর আর বাঁশির আওয়াজ। রাত যত বাড়তো আওয়াজ তত জোরালো হতো। সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা সন্ধের পরই চাঁদের আলোয় গ্রামের মাঠে জড়ো হতো এবং প্রায় সারা রাত ধরে

নাচ-গানের তালিম নিত। এখন ওই অঞ্চলে আর ওরকম ধ্বনি কানে আসে না। মাইকে ক্যাসেট বাজানো আর তা না হলে ভিডিওতে সিনেমা দেখায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য আজকের সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা। আধুনিকতার আকর্ষণে ও ভোগবাদী সংস্কৃতির সংস্পর্শে জগমাঝির কঠোর অনুশাসনও এখন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। শুধু সাঁওতাল সংস্কৃতি নয়, সমগ্র আদিবাসী সংস্কৃতি সঙ্কটাপন্ন।

আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্কটমোচনের জন্য অবশ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুস্থ শিল্পীকে অর্থ সাহায্য, শিল্পীর যথার্থ ভাতা প্রদান, নাচ-গানের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বিতরণ ও কর্মশালা সংগঠিত করার মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা ত্বরান্বিত করার জন্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।





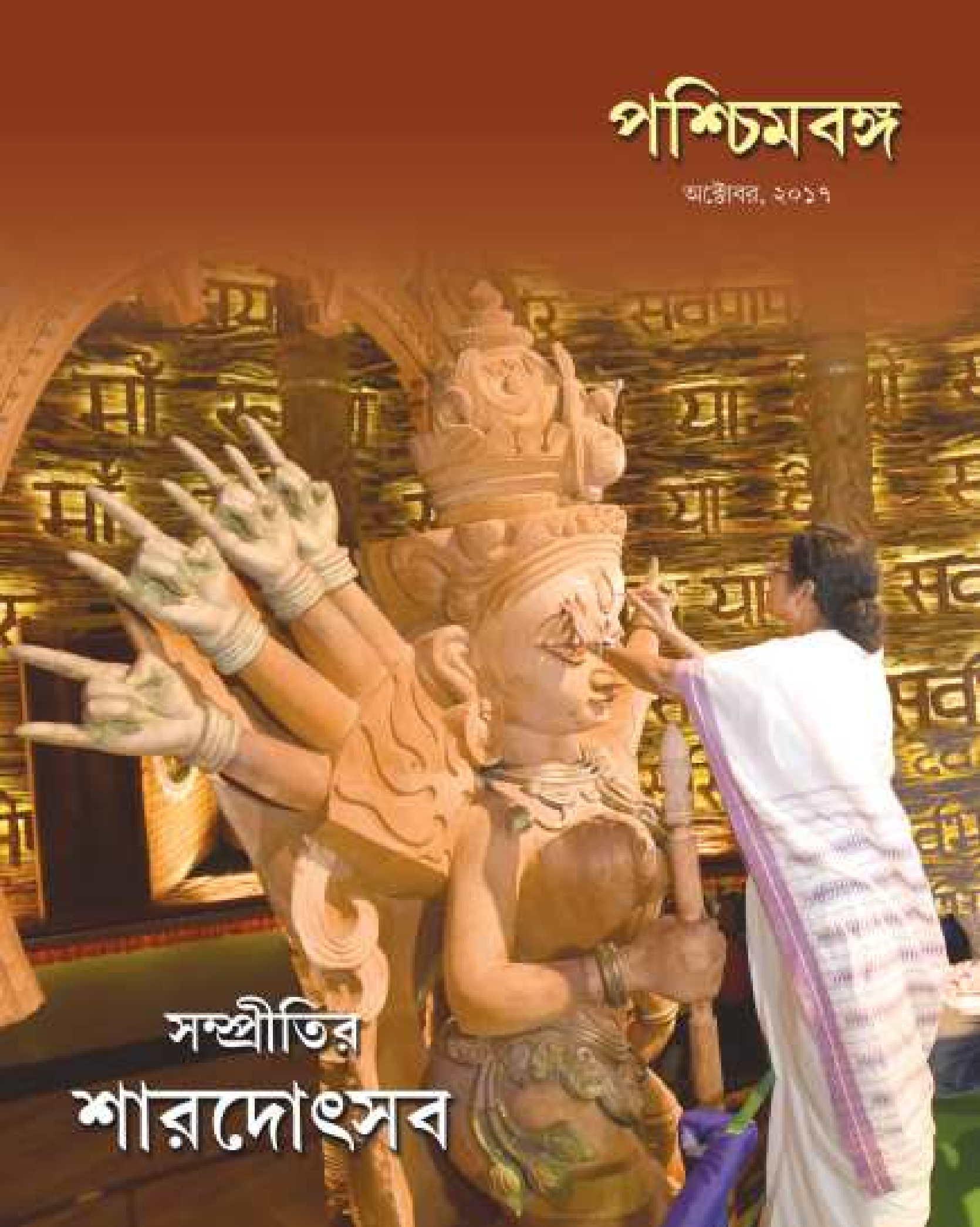
ছবি : কাজল বিশ্বাস





# পশ্চিমবঙ্গ

অক্টোবর, ২০১৭



## সম্প্রীতির
# শারদোৎসব

# শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা





HAPPY DIWALI

**WEST BENGAL TOURISM**
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন দেখে বাংলা

বিশেষ সংখ্যা

# পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বর্ষ-৫০ সংখ্যা ৬ • অক্টোবর, ২০১৭

## সূ চি প ত্র

বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্বণ শারদোৎসব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবছর শারদোৎসব আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছে। তিনি নিজেই ষাটের বেশি পুজোর উদ্‌বোধন করেছেন বিভিন্ন মণ্ডপে গিয়ে। অংশ নিয়েছেন উদ্যোক্তা ও দর্শকদের সঙ্গে। সমাজবন্ধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। বিভিন্ন মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্‌বোধন ও উৎসব শেষে বিসর্জন কার্নিভ্যালের নানা মুহূর্ত লেখা ও ছবিতে তুলে ধরা হল।



**বিতরণ শাখা**
১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০
দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড**
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগৃহীত একটি সংস্থা)
**১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

উপদেষ্টা সম্পাদক **প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**
প্রধান সম্পাদক **আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**
সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহ-সম্পাদক
**রাতুল দত্ত** **সর্বাণী আচার্য**

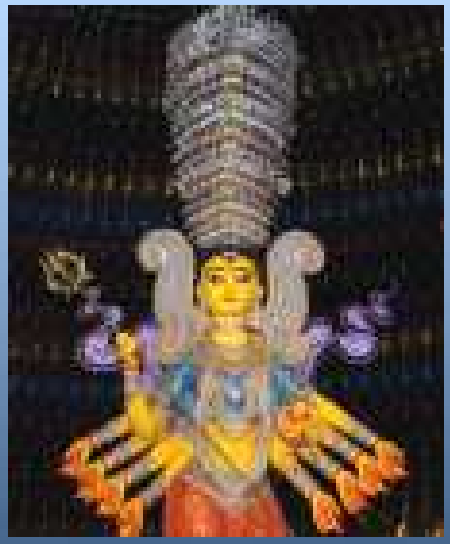
প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি-সহ এই সংখ্যার সমস্ত ছবি তুলেছেন **অশোক মজুমদার**

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রথম প্রচ্ছদ চেতলা অগ্রণীর প্রতিমার চক্ষুদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলংকরণ : **সুরজিৎ পাল**

**মূল্য : ৩০ টাকা**

**সম্পাদকীয় শাখা,** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com




| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ৩ |
| শারদোৎসবের উদ্‌বোধন | ৪ |
| কলকাতায় শারদোৎসবে আট কনসাল জেনারেল | ৬৮ |
| চেতলার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী | ৭০ |
| কল্লোলিনীর কার্নিভ্যাল | ৭৪ |
| বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০১৭ | ১০৬ |




স • ম্পা • দ • কী • য়

# অনিন্দ্যসুন্দর শারদোৎসবে শামিল বিশ্বের মানুষ

শুভ শক্তির বিকাশ মূর্ত হয় অসুরনাশিনী দুর্গা-তে। তিনি কখনও মা, কখনও মেয়ে হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পূজিতা হন।

বাংলায় শিল্পীমনের সৃজনসাধনায় আকরায়িত হন শক্তি। নানা রূপে, নানা ভাবনায়।

তাঁকে ঘিরেই বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব। তাঁরই অপেক্ষায় বাঙালির বছরভর প্রস্তুতি চলে। শারদোৎসব বাংলার প্রাণভোমরা। তারই টানে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ বাংলায় ছুটে আসছেন এই অনিন্দ্যসুন্দর উৎসবে অংশ নিতে। এইভাবে বিশ্বের উৎসব-পর্যটন এবং পর্যটন-অর্থনীতিতে বাংলার শারদোৎসব কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় ও কার্যকরী প্রয়াসে।

শারদোৎসবে শান্তি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। প্রীতির বন্ধনে সকলে যে উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রেখেছেন সবসময়ই তা কাম্য। শারদোৎসব নিয়ে প্রকাশিত এই বর্ণময় সংখ্যাই রাজ্যবাসীর কাছে প্রীতি উপহার। তিমিরবিনাশী দুর্গা বাংলার সার্বিক বিকাশের পথকে আলোকময় করে তুলুক—এই আমাদের আশা।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যাটি প্রস্তুত করা হল। যে কোনও ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।





## শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা

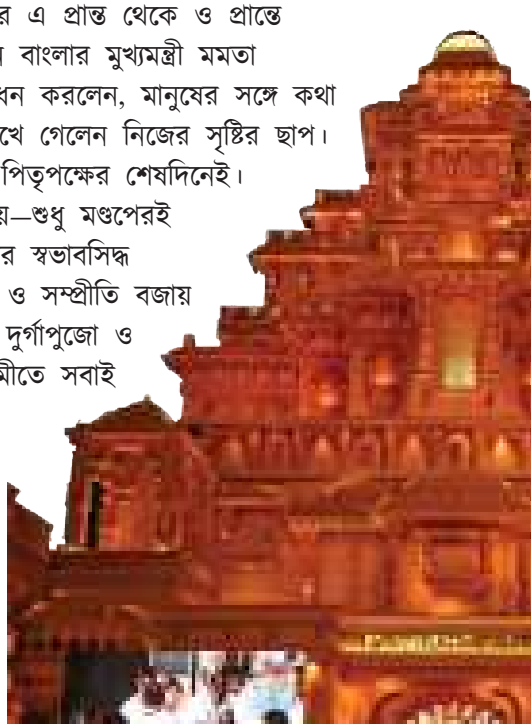
# শারদোৎসবের উদ্‌বোধন





মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকের বাদ্যি আর আলোর রোশনাই। জনজোয়ারে ভাসল শহর কলকাতা। পুজোর ক'টা দিন এটাই ছিল এ শহরের চেনা ছবি।

কিন্তু, তারও আগে শহরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো উদ্‌বোধন করলেন, মানুষের সঙ্গে কথা বললেন—কোথাও আবার রেখে গেলেন নিজের সৃষ্টির ছাপ। উৎসবের বোধন হয়ে গেল পিতৃপক্ষের শেষদিনেই। স্থান শ্রীভূমি। তবে, মূর্তি নয়—শুধু মণ্ডপেরই উদ্‌বোধন হয় এদিন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই এদিন তিনি শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বলেন। বলেন, দুর্গাপুজো ও মহরম শান্তিতেই হবে। দশমীতে সবাই যেমন আনন্দের সঙ্গে সিঁদুর খেলে, তেমনই সিঁদুর খেলবেন ও বিসর্জনে শামিল হবেন। আবার মহরমেও মুসলিম সম্প্রদায় অংশ নেবেন। বাংলার সংস্কৃতি সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।



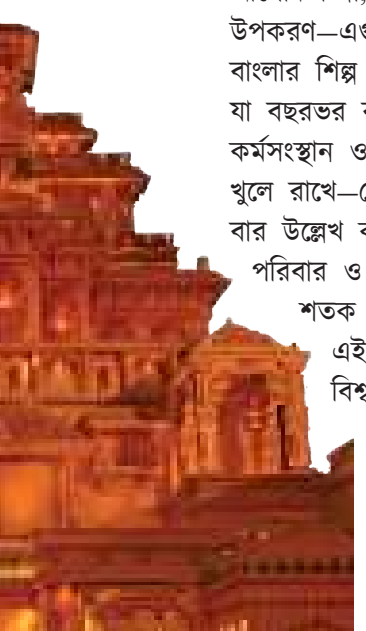


শুধু এদিনই নয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে পুজোর উদ্‌বোধন করতে এবার যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই এই একই বার্তা ঘুরে ফিরে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। কুৎসা বা প্ররোচনায় পা দেওয়া নয়—শান্তিতে পুজো কাটানোর জন্য সকলের কাছে আবেদন রেখেছেন তিনি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬০টির অধিক পুজোর উদ্‌বোধনে এসে তিনি যেন জনসংযোগের এক নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিশ্বের দরবারে বাংলার পুজোকে সহজেই তুলে ধরার এক অভিনব সুযোগ এবার পুজোয় এসে যায় রাজ্য সরকারের সামনে। পুজোর ঠিক পরপরই কলকাতায় অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপ। ফুটবলের আঁচ নিতে যে সব বিদেশি আগে ভাগেই চলে এসেছিলেন কলকাতায় তাঁদের কাছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পার্বণকে বিশেষ মোড়কে হাজির করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয় প্রশাসন। বিদেশিদের জন্য ছিল —'বিশেষ অতিথি পাস'। এছাড়াও কলকাতার ১৪০টি পুজোকে পর্যটনের স্বার্থে ব্র্যান্ডিং করেছিল পর্যটন দপ্তর।

পুজোয় এবার বিশেষ আকর্ষণ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গানের সিডি—মাতৃ মা। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপে মণ্ডপে এই গানগুলি শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছিল।

প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, পুজো পদ্ধতির উপকরণ—এগুলির সঙ্গে যুক্ত বাংলার শিল্প ও অর্থনীতি; যা বছরভর বাংলার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়সৃজনের পথ খুলে রাখে—সে কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। বাংলার সমাজ, পরিবার ও অর্থনীতির বন্ধনকে কয়েক শতক ধরে দৃঢ় করে রেখেছে এই শারদোৎসব। যা আজ বিশ্ববাংলাকেও এই বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। কলকাতার মণ্ডপে মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর পুজো উদ্‌বোধনের নানা মুহূর্তকে এখানে ধরে রাখা হল ছবির মালায়।













শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব

১৮/০৯/২০১৭



## ৯৫ পল্লি

১৯/০৯/২০১৭








## চেতলা অগ্রণী

১৯/০৯/২০১৭











## গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব

১৯/০৯/২০১৭











কালীঘাট
মিলন সংঘ

১৯/০৯/২০১৭





নাকতলা উদয়ন সংঘ

১৯/০৯/২০১৭



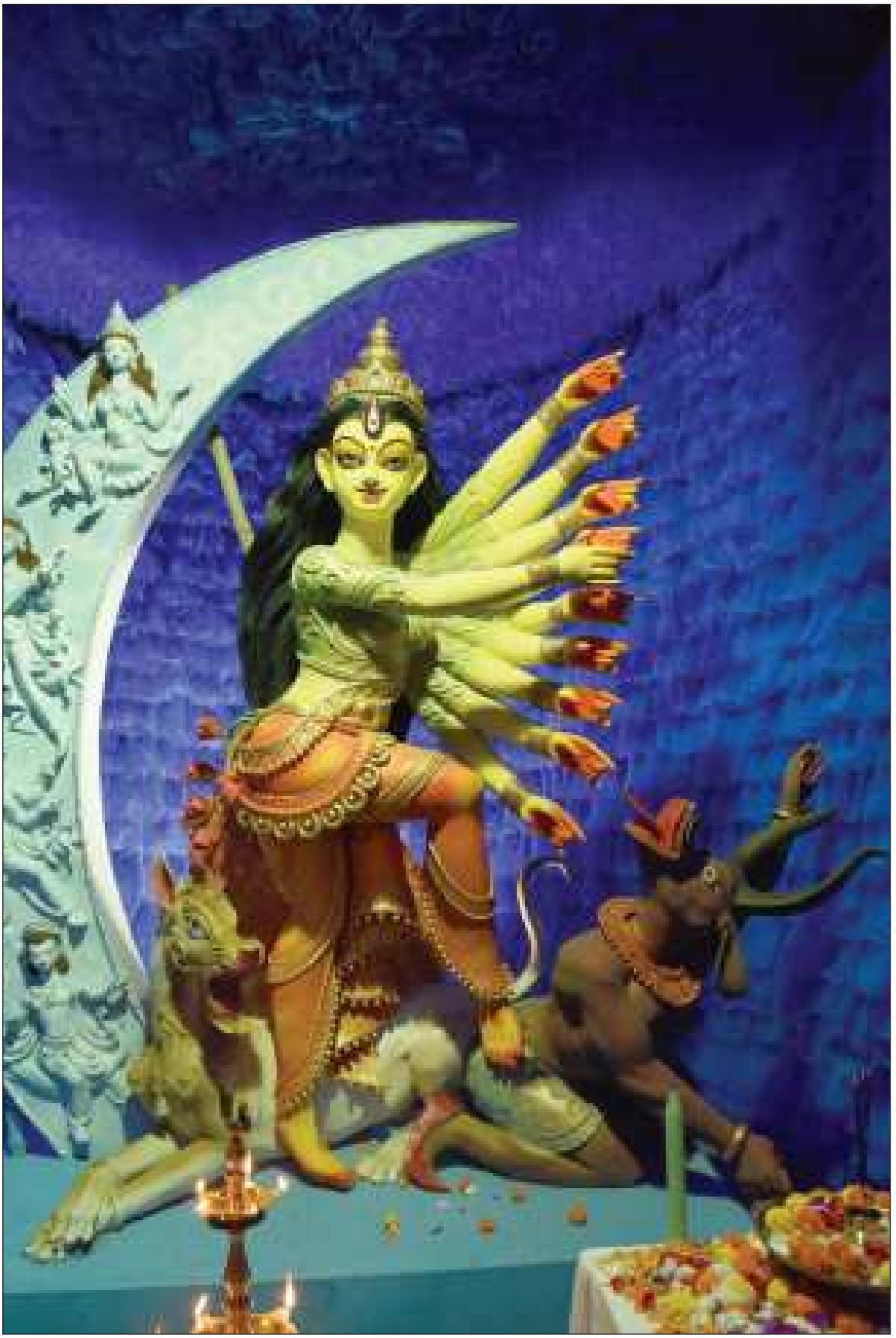






যোধপুর পার্ক
সর্বজনীন

১৯/০৯/২০১৭







## ২১ পল্লি

২০/০৯/২০১৭







৪১ পল্লি
২০/০৯/২০১৭





আদি বালিগঞ্জ

২০/০৯/২০১৭





## আহিরীটোলা সর্বজনীন

২০/০৯/২০১৭











# অজেয় সংহতি

২০/০৯/২০১৭





শিকল, তালা ও চাবি দিয়ে বড়িশা ক্লাবের মণ্ডপ সজ্জা।







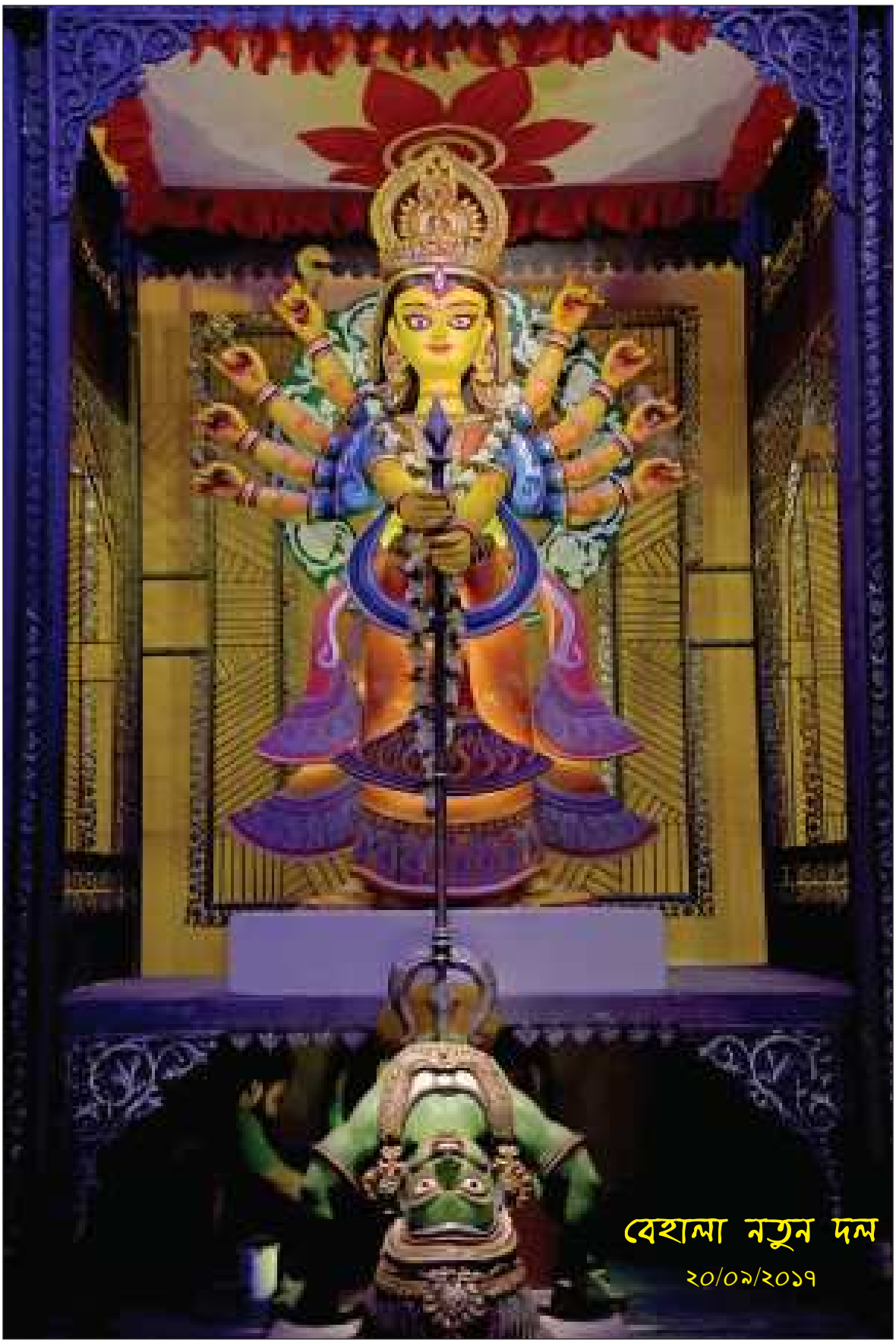


## বড়িশা ক্লাব

২০/০৯/২০১৭






বেহালা নতুন দল
২০/০৯/২০১৭





বোসপুকুর তালবাগান

২০/০৯/২০১৭



# বোসপুকুর শীতলা মন্দির

২০/০৯/২০১৭



৬১ পল্লি

২১/০৯/২০১৭



বালিগঞ্জ কালচারাল

২১/০৯/২০১৭



ভবানিপুর ৭৬ পল্লি

২১/০৯/২০১৭



চক্রবেড়িয়া

২১/০৯/২০১৭




একডালিয়া এভারগ্রিন
২১/০৯/২০১৭





সন্তোষপুর সর্বজনীন

২১/০৯/২০১৭



হিন্দুস্তান ক্লাব

২১/০৯/২০১৭



মুদিয়ালি

২১/০৯/২০১৭



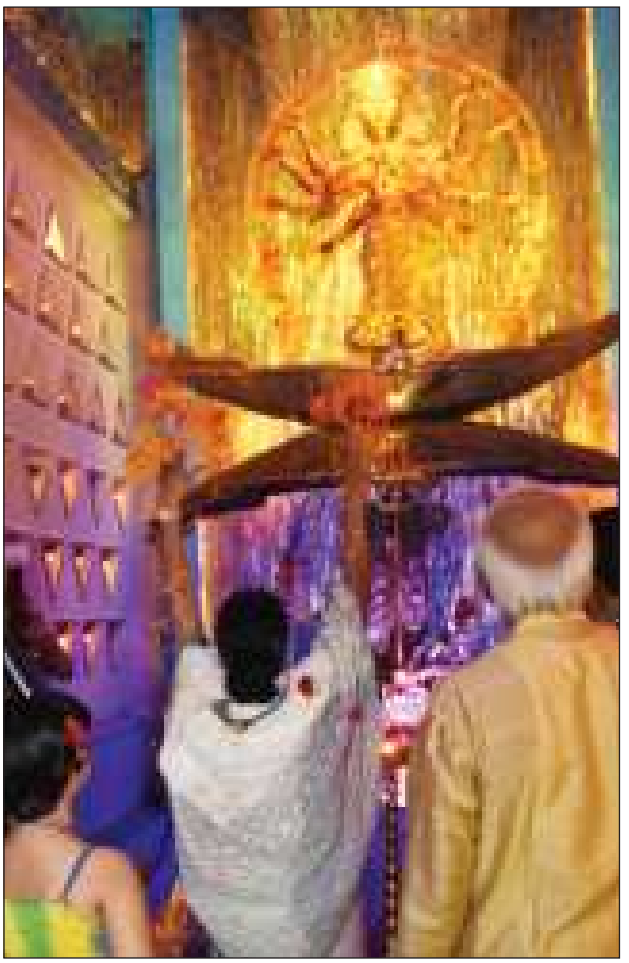
মুক্তদল

২১/০৯/২০১৭



সমাজসেবী সংঘ

২১/০৯/২০১৭



শিবমন্দির

২১/০৯/২০১৭

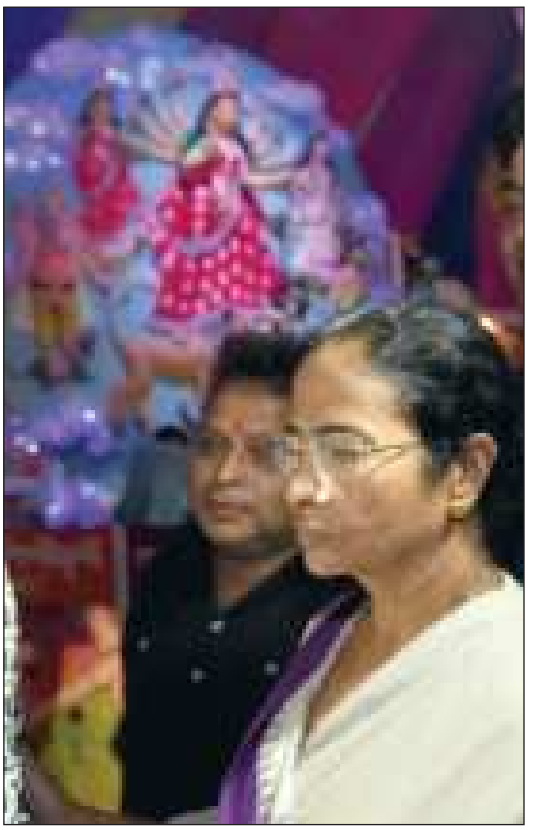

ফাল্গুনী
২১/০৯/২০১৭

# ত্রিধারা সম্মিলনী

২১/০৯/২০১৭







## অবসর

২২/০৯/২০১৭



## ৬৬ পল্লি

২২/০৯/২০১৭



বাবুবাগান

২২/০৯/২০১৭



বাদামতলা
আষাঢ় সংঘ

২২/০৯/২০১৭


বাটাম ক্লাব
২২/০৯/২০১৭


বেলতলা
শক্তি সংঘ
২২/০৯/২০১৭



ভবানীপুর
৭৫ পল্লি
২২/০৯/২০১৭





বকুল বাগান
২২/০৯/২০১৭



গোল মাঠ
২২/০৯/২০১৭



পদ্মপুকুর বারোয়ারি
২২/০৯/২০১৭





খিদিরপুর ২৫ পল্লি
২২/০৯/২০১৭





খিদিরপুর ৭৪ পল্লি
২২/০৯/২০১৭



প্রিয়নাথ মল্লিক
২২/০৯/২০১৭





স্বাধীন সংঘ
২২/০৯/২০১৭



সংঘশ্রী
২২/০৯/২০১৭


মেদিনীপুর পল্লি
২২/০৯/২০১৭


বেলতলা সংঘ
২২/০৯/২০১৭



অকাল বোধন
২৩/০৯/২০১৭



আলাপী
২৩/০৯/২০১৭



## আলিপুর সর্বজনীন

২৩/০৯/২০১৭







চেতলা অঞ্চলের
দুটি মণ্ডপ
২৩/০৯/২০১৭



চেতলা সর্বজনীন
২৩/০৯/২০১৭



কোলাহল
২৩/০৯/২০১৭



গোপালি ৭৮ পল্লি
২৩/০৯/২০১৭



মহেশ পল্লি
২৩/০৯/২০১৭



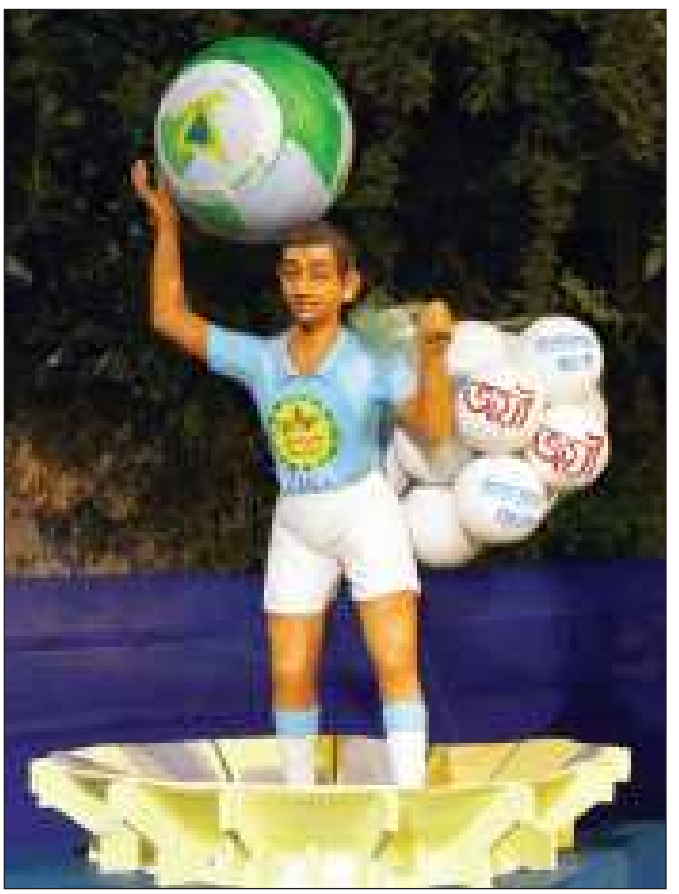



সুরুচি সংঘ
২৩/০২/২০১৭


আলিপুর
বডিগার্ড লাইন
২৫/০৯/২০১৭


নবরাত্রি
২৫/০৯/২০১৭




মণ্ডপ সজ্জায় 'জয়ী' ফুটবল

## গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও

# কলকাতায় শারদোৎসবে আট কনসাল জেনারেল

মহালয়ার দেবীপক্ষের সূচনা আর দেবীর বোধন থেকে শুরু হয়ে গেছে শারদোৎসবের থিকথিকে ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় একের পর এক উদ্‌বোধনে ব্যস্ত। সামনেই অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা বিশ্বকাপ। ফলে কল্লোলিনী কলকাতায় এবছর বিদেশিদের ভিড় অনেক বেশি। এর মধ্যে শারদোৎসবের 'ক্রেজিনেস' শুনে চাক্ষুস পরিদর্শনে একসঙ্গে শহরে হাজির ছিলেন ৮ দেশের কনসাল জেনারেল। ঢাক বাজিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মিষ্টি ও নাড়ু খেয়ে আপ্লুত শহরের বিদেশি অতিথিরা।







দুটি সংস্থার উদ্যোগে পুজা পরিক্রমায় এবছর বেরিয়েছিলেন ইতালি, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান, চিন এবং বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলরা। হো-চি-মিন সরণিতে একটি অনুষ্ঠানে, তাঁদের চোখে ধরা পড়ল ঢাকের তালে উৎসবের সুর।

এরপর শুরু পুজো পরিক্রমা। একের পর এক ভিআইপি গাড়ি যখন চেতলা হয়ে আলিপুর পেরিয়ে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি, পিলপিল করছে শুধু মাথা। থিকথিক করছে ভিড়। আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী নিজে অতিথি আপ্যায়নে তখন ব্যস্ত। ছিল নাড়ু আর ভাঁড়ে চা। মার্কিন কনসাল জেনারেলের স্ত্রী মিরাং হল নিজে গান গাইলেন—'আগুনের পরশমণি...'। ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিদেশি কূটনীতিকদের বলেন, তাঁর ছোটো বাড়ি। তাই উঠোনেই তাঁদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। ঘরও খুব ছোট। তাই সকলে একসঙ্গে ঢুকতে পারবেন না। কয়েকজন করে আসুন। আর বিদেশি অতিথিদের বিদায় দেবার সময় বললেন, আমি আপ্লুত যে আপনারা এসেছেন।



চেতলার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রম

# মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহস্পর্শই যেন তাঁদের শারদোৎসবের নান্দীমুখ



সারা বছর তাঁদের জীবনটা সাদা-কালো ছবি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু শারদোৎসবের ক'টি দিন অন্তত তাঁদের জীবন যেন রঙিন ক্যানভাস। চতুর্থীর সন্ধ্যায় একরাশ উপহারের ডালি হাতে তিনি ঠিক হাজির হয়েছেন তাঁদের দুয়ারে। প্রতি বছরই আসেন প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও। নিয়ে আসেন উৎসবের উপহার। চেতলার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের কাছে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে অনেকেই দেখছেন—নাম ধরে ডাকতে তাই কুণ্ঠিত হন না কেউ। সাথে এবার অতিরিক্ত পাওনা—মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া 'মাতৃ মা' সিডি।






NAVANIR
HOME FOR THE AGED
12, Shyam Bose Road, Kolkata - 700 027
A Project by :





হ্যাঁ। চতুর্থীর সন্ধ্যাই যেন সেই ক্ষণ। মুখ্যমন্ত্রী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন অনেকেই। যেন তাঁদের মেয়ে এসেছে ঘরে। তবে নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রীই যেন অভিভাবক। ঢুকতেই সকলের খবর নিলেন আলাদাভাবে। প্রায় প্রত্যেকেরই নাম জানেন তিনি। কাউকে জড়িয়ে ধরে বললেন, শরীর ভালো আছে তো? আমি কিন্তু খোঁজ রেখেছিলাম। আবার অনেককে আদরের ঢঙে গালে হাত বুলিয়ে দিলেন। আন্তরিকতার সঙ্গে প্রত্যেককে নিজের বাড়ির কালীপুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সারাক্ষণ ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং ইন্দ্রনীল সেন। এদিন বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অষ্টমীর দিন সকাল ৯টার মধ্যে তৈরি হয়ে থাকবেন। দুই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ফিরাদ হাকিম এসে আপনাদের নিয়ে যাবে। বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরবেন। আর দীপাবলীর পুজোয় তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁদের আমন্ত্রণ।





এরপরই এল বিশেষ সময়। বেশ কয়েকজন ততক্ষণে আবেগঘন হয়ে পড়েছেন। চোখ স্থির। কণ্ঠ স্তব্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, আমার তো মা নেই। আপনাদের মাধ্যমেই যেন নিজের মা-কে দেখতে পাই। নারীশক্তি বড় শক্তি। জগৎ সংসার রক্ষা করে তারা। যখন রাস্তায় বের হই, মায়ের বন্ধুরা দাঁড়িয়ে থাকে। আপনাদের খবর জানতে ভাল লাগে।

কলরোলে ভরে উঠল ঘর। শুরু শারদোৎসব।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা ও সিডি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে তুলে দিয়ে এদিন নিজে বলেন, গানগুলি বাজাবেন। ভাল লাগলে গাইবেন আর ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখবেন। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এদিন এই সিডি থেকে গান পরিবেশন করেন। পরে 'আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়' গানে মেতে ওঠেন সকলে।

চতুর্থীর সন্ধ্যার এই একটি ঘণ্টা ছিল সকলের কাছেই অন্যরকম। প্রত্যেকের জন্য শাড়ি-মিষ্টি তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও আপনাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছি। কোনও শাড়ির পাড় মোটা, কোনওটার সরু। আপনারা দেখে বুঝে নেবেন।

সেদিনের সন্ধ্যেবেলা সত্যিই অন্যরকম জমজমাট। তাঁদের কাছে শারদোৎসবের শুভ সূচনা এর থেকে ভালো কী হতে পারে!





# কল্লোলিনীর কার্নিভ্যাল

**রাতুল দত্ত**

কার্নিভ্যালে মোড়া কল্লোলিনী কলকাতা।

সেই কলকাতা তথা 'বিশ্ববাংলা'-র রাজধানী তিলোত্তমার ঐতিহাসিক রাজপথে তৈরি হল আর এক নতুন ইতিহাস। এ যেন বাংলার মানুষের উৎসব উদ্‌যাপনের বিশ্বায়ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভাবনী শক্তিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শেষ হল এবছরের দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন। একই সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের নারীশক্তির জাগরণ আর বাঙালির প্রিয় ফুটবল হয়ে উঠল রেড রোড কার্নিভ্যালের মধ্যমণি।



রেড রোডে ট্যাবলো আর আলোর ঝলকানিতে 'কন্যাশ্রী'-র মতো প্রকল্পকে তুলে ধরা। অন্যদিকে যুব বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে ফুটবলের কেরামতি প্রদর্শন—যা দেখে মুগ্ধ বাংলাবাসী—ভারতবর্ষ—গোটা বিশ্ব। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এরপরেও কেন বাংলার এই দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল বিশ্বসেরা কার্নিভ্যালের তালিকায় ঠাঁই পাবে না? কেন গুগল বা উইকিপিডিয়ার মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলো ব্রাজিলের রিও-র সাম্বা কার্নিভ্যাল, লন্ডনের নটিংহিল ফেস্টিভ্যাল বা ভেনিসের কার্নিভ্যাল অব ভেনিসের সঙ্গে সমগুরুত্ব দেওয়া হবে না বাংলার শারদোৎসবের কার্নিভ্যালকে! সাবেকি মণ্ডপ থেকে একটা পুজোকে তুলে এনে, দ্বিতীয় বছরেই বিশ্বের বড় বড় উৎসবকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া— বাংলার মানুষ বলছে, এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পক্ষেই সম্ভব।





'বৈচিত্র্যের মুক্তোয় গাঁথা একতার মণিহার/অনেকের মাঝে মিল মধুর সুর / সেই যে উপহার' — মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান বাজছে মাঝে মাঝে। আর যেন মনে পড়ে যাচ্ছে, জীবনানন্দ দাশের লেখা একটি লাইন — 'তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়'। আশ্বিন সন্ধ্যার রং মাখা কার্নিভ্যাল এদিন যত রাত গড়িয়েছে, ততই যেন নতুন রঙিন দৃশ্য। সমগ্র অনুষ্ঠান যেন একতা আর সম্প্রীতির সুরে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। সেটাই চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও — যেন বিশ্বকাপ উপলক্ষে শহরে পা রাখা প্রত্যেক বিদেশির কাছে এই উৎসব সারাজীবন চোখে লেগে থাকে। হয়েছেও সেটাই। যার ফলে প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সময় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ফেসবুক পেজে লাইভ দেখেছেন। সঙ্গে অনুষ্ঠান মঞ্চের দুধার সহ পাঁচিলের ওপর বসে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ দেখলেন এই কার্নিভ্যাল। ৩ অক্টোবরের সন্ধে তাই নাচে গানে—অতিথি বরণে ঝকঝকে রেড রোড মুখর হয়ে রইল।









## মুগ্ধ বিদেশি পর্যটকরা, দেখল গোটা বিশ্ব

আক্ষরিক অর্থে বিশ্ববাসীর সামনেই যেন বোধন ঘটল দুর্গাপুজো কার্নিভাল-এর। ব্রাজিল থেকে আসা এক ফুটবল পাগল সাংবাদিক তখন সন্ধেয় একের পর এক ছবি তুলছেন আর বলছেন, 'লিন্দো মারা ভিলোসো। এহ্ মেজমো!' রিও শহরের সেই সাংবাদিকের কথার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'অভূতপূর্ব। মার্ভেলাস! এরকম হওয়া সম্ভব! সত্যি?'।


RESERVE - II

হ্যাঁ। চাক্ষুষ সত্যি ঘটনার সাক্ষী রইলেন কলকাতায় আগত বিদেশিরা। অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল সহ ১০টি ম্যাচ কভার করতে ইতিমধ্যেই শহরে হাজির বহু বিদেশি। বাংলার কৃষ্টি-সৃষ্টি-ঐতিহ্যকে নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেলেন তাঁরা।

কার্নিভ্যালের প্রতিটি মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দি করার জন্য বহু বিদেশি পর্যটক ও সাংবাদিক এদিন রেড রোডে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন ফিফা এবং আইসিসিআর-এর প্রতিনিধিরা। প্রতিমা নিয়ে এই ধরনের শোভাযাত্রা তাঁদের চোখে প্রথম। ফলে ছবি তোলার জন্য তাঁরা রেড রোডের নানা প্রান্তে সারাক্ষণ ছোটাছুটি করেছেন। করা হয়েছিল বিদেশিদের জন্য আলাদা প্যাভিলিয়ন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফিফার প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠান মঞ্চে আমন্ত্রণ করে তাঁর পাশে বসান। ফেসবুকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বহু বিদেশি পর্যটক যে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চাক্ষুষ করতে পেরেছেন, তা এই কার্নিভ্যালের দৌলতেই।



লাল শাড়িতে নজর কাড়লেন ফরাসি পর্যটকরা। এদিন সন্ধ্যায় এক ঝাঁক ফরাসি মহিলা সুন্দর লাল শাড়িতে বিসর্জন কার্নিভ্যাল দেখতে আসেন। সঙ্গে পুরুষ ফরাসিরাও এসেছিলেন পুরোদস্তুর বাঙালি সাজে, পাঞ্জাবি পরে। অন্যদিকে রেড রোডের এই শোভাযাত্রা উপলক্ষে প্রায় আড়াই হাজার বিদেশির কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেকেই ছিলেন প্রশাসনের চোখে ভিভিআইপি। পুলিশের বিশেষ বাহিনী তাঁদের পথ দেখিয়ে, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা সভামঞ্চে পৌঁছে দেন। আর প্রত্যেক বিদেশি তখন এই অদ্ভুত সুন্দর কার্নিভ্যালের ছবি আর সেলফি তুলছেন, আপলোড করছেন আর আপনমনে হাততালি দিয়ে চলেছেন।

ফিফা থেকে এসেছিলেন বিশেষ প্রতিনিধি দল। তাঁদের ডিজিটাল টিমের ৪০ জন সদস্যের প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইংল্যান্ডের ২৫ জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ১৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন প্রায় ১৫০০ জন বিদেশী প্রতিনিধি — সব মিলিয়ে ২৫০০-৩০০০ জন।

১৯১৭ সালে সাম্বা পাকাপাকি আসন নিয়েছিল রিও কার্নিভ্যালে। ২০১৭, একশো বছর পরে সেই রেড রোডের কার্নিভ্যাল যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছিল গোটা বিশ্বকে।





## সুসজ্জিত ট্যাবলোয় যেন রাজ্যের উন্নয়ন থেকে যুব বিশ্বকাপের বোধন

শারদোৎসবের উদ্যোক্তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই মাথায় ছিল, রেড রোড কার্নিভ্যালের ২ দিন পরেই ফিফার যুব বিশ্বকাপের বোধন কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। অন্যদিকে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, গতিধারা, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথীর মতো একের পর এক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ কয়েক মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের মানুষের কাছে তুলে ধরার মানসিক তাগিদ। তাই কার্নিভ্যালের থিমই ছিল একদিকে ফুটবল, অন্যদিকে কন্যাশ্রী-সহ বাংলার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের নানা প্রকল্প।





কলকাতার বুকে ফুটবলের মহাযজ্ঞ ঘোষণা করতে এদিন ছোটো থেকে বড়ো— অনেকেই চাপিয়ে নিয়েছিলেন নতুন জার্সি। নাকতলা উদয়ন সংঘের শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন অলক মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরির মতো তারকা ফুটবলাররা। সুরুচি সংঘের পুজোয় ছিল খুদে তথা প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়রা। এদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফুটবল নেচেছে নানাভাবে। কালীঘাট মিলন সংঘের শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন মশাল হাতে, বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় গুরুবক্স সিং। অন্যদিকে নানা ট্যাবলোর সাথে দেখা গেল, বল বা জার্সি ছাড়াও অনেকে যুব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের জাতীয় পতাকা হাতে হাঁটছেন। অনেক ক্লাবকর্তারা এনেছিলেন বড়সড় ফুটবলের এক-একটি মডেল। তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীনের ট্যাবলোয় ছিল বড় একটি ফুটবল। চক্রবেড়িয়া দেখাতে দেখাতে গেল ফুটবলের জাগলিং। গলফ গ্রিন শারদোৎসবে আবার অন্য ছবি। এখানে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও নাচিয়েছেন ফুটবল।




সন্তোষপুর লেকপল্লির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছিল ফুটবল-ছাতা, অর্থাৎ ছাতার ওপর ফুটবল। খিদিরপুর পল্লী শারদীয়ার ট্যাবলো ভাবনা ছিল অভিনব। এদের ট্যাবলোয় ছিল আস্ত একটা ছোটখাটো মাঠ—মাঠের ভেতর বারপোস্ট—তার গায়ে জাল—আর জালের ভেতর ফুটবল।





রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর রেড রোড কার্নিভ্যালে বিশ্বের দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী'। দমদম পার্ক তরুণ দল, কাশীবোস লেন, তেলেঙ্গাবাগান, ভবানীপুর ৭৫ পল্লী, মানিকতলা চালতাবাগান সাজিয়েছিল কন্যাশ্রীর অভিনব ভাবনা দিয়ে। এছাড়াও বহু ক্লাবের পুজোয় শোভাযাত্রার সময় 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েরা অংশ নিয়েছিলেন। আর এক স্বপ্নের প্রকল্প 'সবুজসাথী'-র সাইকেলে চড়ে পড়ুয়ারা যখন স্কুল ড্রেসে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দিয়ে পাস করল, আনন্দে হাত নাড়লেন তিনি। এছাড়াও গৌড়িবেড়িয়া সার্বজনীনে বিশ্ববাংলা, বেলঘরিয়া মানস বাগের 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প দিয়ে সাজানো হয়েছিল নানা ট্যাবলো।


কাটব না গাছ যখন
করবই মোরা বন


এখন
বিশ্ব বাংলা
BISWA BANGLA



কার্নিভ্যালে ছিল সম্প্রীতির সুর— যার কথা মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে আসেন। এবারের শারদোৎসবেও মুখ্যমন্ত্রী বার বার সম্প্রীতির উৎসবের কথা বলেছেন। ৭৪ পল্লি, বালিগঞ্জ ২১ পল্লী, রাজডাঙ্গা নবউদয় সংঘ, কালীঘাট মিলন সংঘ, খিদিরপুর ২৫ পল্লী এদিন সেই সম্প্রীতির বার্তাই তাঁর সামনে স্বপ্নে তুলে ধরল।

## বিজয়া দশমী শেষে ফের সেরা প্রতিমা দর্শন

বাংলার মানুষের জন্য আশ্বিন-সন্ধ্যায় এক অনন্য উৎসব। বিকেল ৪টে ৪৭ মিনিটে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার নগরপাল সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও। ছিলেন প্রচুর বিদেশিও।







চেতলায় আলাপী সংঘ দিয়ে শুরু উৎসবের নান্দীমুখ। এরপর সৌরভ-পত্নী ডোনা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে দীক্ষামঞ্জরীর শিল্পীরা দুর্গামন্ত্রে উৎসব-বোধন করলেন। শুরু হয়ে গেল ২০১৭-র শারদ কার্নিভ্যাল। রেড রোডের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে এগিয়ে এল শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। 'ঢাকের তালে' ছন্দ মিলিয়ে হাজির হলেন গায়ক অভিজিৎ—সঙ্গে অভিনেত্রী শুভশ্রী। মুখ্যমন্ত্রী তখন দুজনকেই মঞ্চে ডেকে নিলেন। শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের প্রতিমা দিয়ে ৭৫ বছরে পা দেওয়া একডালিয়া এভারগ্রিন এগিয়ে এল। ৭৪ বছরে পা দেওয়া কালীঘাট মিলন সংঘ আর ৯২ বছরে পদার্পণ করা সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা এগিয়ে আসতেই দর্শকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ। ৭০ বছরে পা দেওয়া কলেজস্কোয়ার সার্বজনীন শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের প্রতিমা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পৌঁছতেই নীল-সাদা বেলুন উড়ল আকাশে। চমক দিতে খিদিরপুর ২৫ পল্লীর সকলেই এসেছিল একই রঙের পোশাক পরে। একে একে গেল ৭৫ বছরে পা দেওয়া চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন ও ৬৮ বছরে পা দেওয়া আদি বালিগঞ্জ সার্বজনীন।

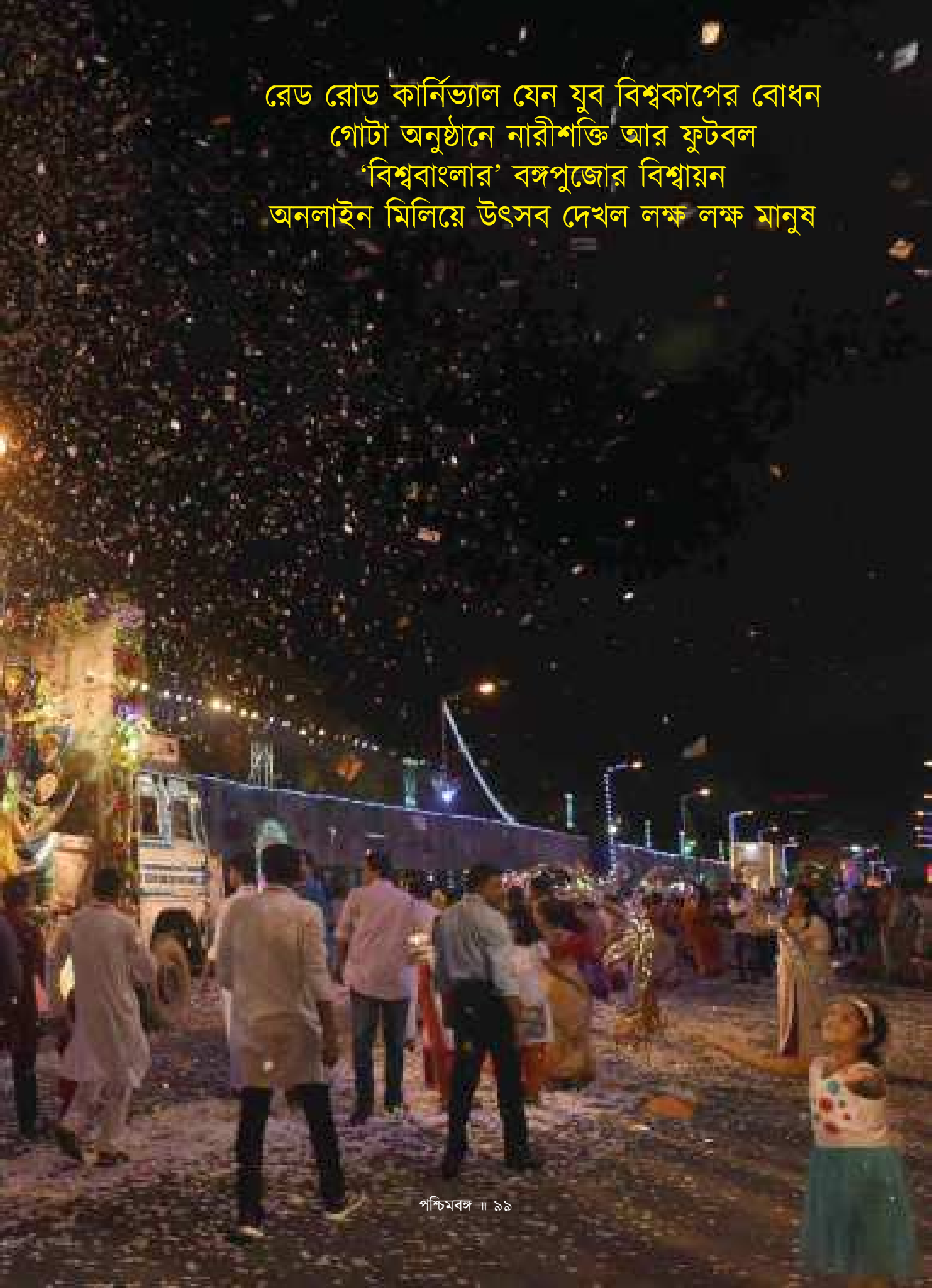


কার্নিভ্যালের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কলকাতার তিন হেভিওয়েট পুজো সুরুচি সংঘ, চেতলা অগ্রণী এবং রাজ্যের তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রথম দুজন মন্ত্রী একে অপরের ট্যাবলোর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। করতালিতে ফেটে গেল গোটা রেড রোড। আর মহিলা পরিচালিত হিন্দুস্থান ক্লাবের আলোকময় শোভাযাত্রার শুরুতে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।









# রেড রোড কার্নিভ্যাল যেন যুব বিশ্বকাপের বোধন

## গোটা অনুষ্ঠানে নারীশক্তি আর ফুটবল

## ‘বিশ্ববাংলার’ বঙ্গপুজোর বিশ্বায়ন

## অনলাইন মিলিয়ে উৎসব দেখল লক্ষ লক্ষ মানুষ

আবার টালা বারোয়ারির ট্যাবলো থেকে তিন শিশু মঞ্চে উঠে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিল। আর মুখ্যমন্ত্রী তাদের গাল টিপে দিলেন।



## সেলিব্রিটি থেকে মহিলা ঢাকি

৩ অক্টোবরের সন্ধে। বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানীর রাজপথ রেড রোড যেন চাঁদের হাট। শ্রীভূমির প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় অংশ নিতে মুম্বই থেকে কলকাতা আসেন গায়ক অভিজিৎ। গানের সঙ্গে গলা মেলালেন তিনি। সঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনীর বেশে বাংলার নায়িকা শুভশ্রী। মুখ্যমন্ত্রী এঁদের মঞ্চে ডেকে নেন। এসেছিলেন শিক্ষাবিদ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি থেকে অভিনেতা সোহম—সকলেই।







অন্যদিকে রেড রোডে বেশ কিছু পুজোর সঙ্গে দেখা গেল মহিলা ঢাকিদেরও। পুরুষ ঢাকিদের সঙ্গে তাঁদের সমান টক্কর যেন। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত হিন্দুস্থান ক্লাবের পুজোর যেমন এদিন বর্ণময় উপস্থিতি দেখা যায়, অন্যদিকে কলেজস্কোয়ার সার্বজনীনের প্রতিমা যাওয়ার সময় ওই অঞ্চলের মহিলারা শঙ্খধ্বনি করে এগিয়ে গেলেন। আহিরীটোলা সার্বজনীন এবং সমাজসেবী সংঘের প্রতিমা যখন রেড রোডের ওপর দিয়ে গেল, তখনও এই ক্লাবের সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় মহিলা সুসজ্জিত বেশে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীভূমির মিছিলে ঢাক বাজালেন মহিলারাই। বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানেও ছিল মহিলাদের চমক। আর কার্নিভ্যালের শুরুতেই ডোনা গাঙ্গুলির নৃত্য পরিবেশনা সকলের মন জয় করে নেয়। নারীশক্তির জয়গান-ই যেন উৎসবের থিমসং।

# কার্নিভ্যালে অংশ নিল যে যে পুজো কমিটি

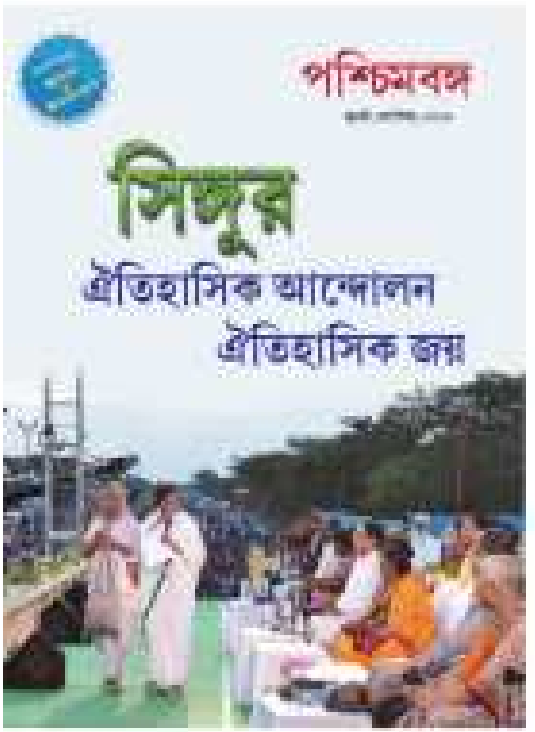




| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | চেতলা আলাপী ক্লাব | (৩৫) | ৬৪ পল্লী সার্বজনীন, টালিগঞ্জ |
| (২) | শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব | (৩৬) | বোসপুকুর শীতলামন্দির, কসবা |
| (৩) | একডালিয়া এভারগ্রীন | (৩৭) | রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ |
| (৪) | সল্টলেক এফ ডি ব্লক | (৩৮) | বেলতলা রোড শক্তি সংঘ |
| (৫) | দক্ষিণ কলকাতা সার্বজনীন দুর্গপূজা, ভবানীপুর | (৩৯) | কেন্দুয়া শান্তি সংঘ |
| (৬) | কালীঘাট মিলন সংঘ | (৪০) | মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি |
| (৭) | সিমলা ব্যায়াম সমিতি | (৪১) | বেহালা নূতন দল সর্বজনীন |
| (৮) | দমদম পার্ক তরুণ দল | (৪২) | টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব |
| (৯) | কলেজস্কোয়ার সার্বজনীন | (৪৩) | শিবপুর মন্দিরতলা সার্বজনীন |
| (১০) | খিদিরপুর ২৫ পল্লী | (৪৪) | অজেয় সংহতি |
| (১১) | মানিকতলা গৌড়িবেড়িয়া সার্বজনীন | (৪৫) | কালীঘাট ৭৬ পল্লী সর্বজনীন |
| (১২) | সংঘশ্রী, কালীঘাট | (৪৬) | হরিদেবপুর ৪১ পল্লী |
| (১৩) | চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী | (৪৭) | সুরুচি সংঘ, নিউ আলিপুর |
| (১৪) | ২১ পল্লী, বালিগঞ্জ | (৪৮) | চেতলা অগ্রণী ক্লাব |
| (১৫) | তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীন | (৪৯) | ত্রিধারা সম্মিলনী |
| (১৬) | বেলঘরিয়া মানসবাগ সার্বজনীন | (৫০) | আলিপুর সর্বজনীন |
| (১৭) | চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন | (৫১) | সন্তোষপুর লেকপল্লী দুর্গোৎসব |
| (১৮) | আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন | (৫২) | বাদামতলা সর্বজনীন |
| (১৯) | বড়িশা ক্লাব, ঠাকুরপুকুর | (৫৩) | হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীন |
| (২০) | ৭৪ পল্লী সর্বজনীন | (৫৪) | বালিগঞ্জ কালচারাল সার্বজনীন |
| (২১) | নেতাজী জাতীয় সেবাদল, যাদবপুর | (৫৫) | খিদিরপুর পল্লী শারদীয়া |
| (২২) | পূর্বাঞ্চল শক্তি সংঘ, গড়ফা | (৫৬) | ৬৬ পল্লী, বালিগঞ্জ |
| (২৩) | হিন্দুস্থান ক্লাব সর্বজনীন | (৫৭) | সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ পল্লী |
| (২৪) | বকুলবাগান সর্বজনীন | (৫৮) | বেতড় সার্বজনীন, হাওড়া |
| (২৫) | আহিরীটোলা সর্বজনীন | (৫৯) | বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি |
| (২৬) | গল্ফগ্রীন শারদোৎসব কমিটি | (৬০) | উপনগরী স্পোর্টিং ক্লাব |
| (২৭) | কালীঘাট যুবমৈত্রী | (৬১) | সেলিমপুর পল্লী শারদীয়া |
| (২৮) | টালা পার্ক প্রত্যয় | (৬২) | নাকতলা উদয়ন সংঘ |
| (২৯) | কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন | (৬৩) | বেলেঘাটা ৩৩ পল্লিবাসীবৃন্দ শারদোৎসব |
| (৩০) | সমাজসেবী সংঘ | (৬৪) | ইছাপুর শিবাজী সংঘ, হাওড়া |
| (৩১) | ভবানীপুর ৭৫ পল্লী | (৬৫) | ৯৫ পল্লী |
| (৩২) | হাতিবাগান সার্বজনীন | (৬৬) | ২৪ পল্লী, চেতলা |
| (৩৩) | কাশী বোস লেন সার্বজনীন | (৬৭) | অবসর সর্বজনীন, ভবানীপুর |
| (৩৪) | উল্টোডাঙা পল্লীশ্রী | | |

# মাত্র ১০০ টাকায় সারা বছরের জন্য গ্রাহক হোন

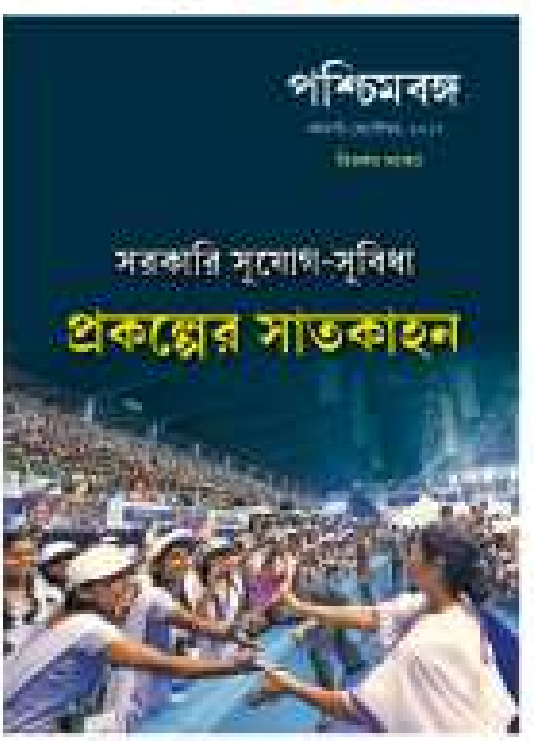
যোগাযোগ—১১৮, হেমেন্দ্র নন্দন রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০, দূরভাষ-(০৩৩) ২৩৭২ ০৪৮৪









## বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০১৭

# আগামী বছর কার্নিভালে প্রায় আশিটি পুজো

ঢাকের তালে তালেই শেষ হল বিশ্ব বাংলা শারদোৎসব ২০১৭। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে শারদ সম্মান গ্রহণ করে আপ্লুত প্রত্যেক পুজোর কর্মকর্তা। ১২ অক্টোবরের সন্ধ্যায় নজরুল মঞ্চের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক অনুষ্ঠানে (তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে) মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বাংলা যা পারে—অন্য কেউ তা পারে না। ক্লাব, বিভিন্ন সম্প্রদায়, পুলিশ, প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে যেভাবে বাংলার বুকে এত বড় কার্নিভাল হয়ে গেল, তার তুলনা নেই। আমি গর্বিত। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, আগামী বছর আরও প্রায় ১০টি ক্লাবের পুজো কার্নিভালে অংশ নিচ্ছে। প্রসঙ্গত, এবছর রেড রোডের কার্নিভালে ৬৭টি পুজো শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।






# পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্ত








বিশ্ব বাংলা

















এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেন জয়ী পুজো কমিটির সদস্যরা। সুরচি সংঘের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সমাজসেবী সংঘের পক্ষে এসেছিলেন দেবাশিস দত্ত ও অরিজিৎ মৈত্র। নাকতলা উদয়ন সংঘের পুরস্কার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। ত্রিধারা সম্মিলনীর পক্ষে এসেছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। চেতলা অগ্রণীর পুরস্কার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম ও ইন্দ্রনীল সেন। এছাড়া এদিন মুখ্যমন্ত্রী হাতিবাগান সর্বজনীন কর্মকর্তাদেরও পুরস্কার তুলে দেন।

পুরস্কার নেওয়ার সময় কেউ প্রণাম করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। কেউ উপহার হিসেবে তুলে দিলেন দুর্গাপ্রতিমা। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এদিন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান গেয়ে শোনান। দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার খালি গলায় গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে পুষ্পস্তবকে সম্মানিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, প্রতিটি ক্লাব যেভাবে রিহার্সাল ছাড়াই বিশ্বের দরবারে বাংলাকে তুলে ধরল, তা গর্বের। বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে বহু বিদেশি পর্যটক এখন কলকাতায়। এঁরা এরপর দীপাবলি ও জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠান দেখবেন। এবছর মহালয়ার সন্ধিক্ষণ থেকেই শুরু হয়ে গেছে উৎসব। কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে। বিদেশি অতিথিদের সামনে যেভাবে এ বছর উৎসব উপস্থাপনা হল, তাতে বাংলার সৃষ্টি ও কৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বজুড়ে।



# বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান-২০১৭ প্রাপকের তালিকা

| বিভাগ | ক্রমিক সংখ্যা | পূজা কমিটির নাম |
|---|---|---|
| সেরার সেরা | ১ | সুরুচি সংঘ |
| | ২ | মিলন সংঘ |
| | ৩ | চেতলা অগ্রণী |
| | ৪ | বড়িশা ক্লাব |
| | ৫ | ৪১ পল্লী |
| | ৬ | নাকতলা উদয়ন সংঘ |
| | ৭ | ত্রিধারা |
| | ৮ | অবসর |
| | ৯ | আলিপুর সর্বজনীন |
| | ১০ | কসবা বোসপুকুর শীতলা মন্দির |
| | ১১ | মুদিয়ালি |
| | ১২ | সমাজসেবী সংঘ |
| | ১৩ | হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি |
| | ১৪ | আহিরীটোলা সর্বজনীন |
| | ১৫ | কাশী বোস লেন সর্বজনীন দুর্গোৎসব |
| | ১৬ | টালা বারোয়ারি |
| | ১৭ | প্রত্যয় |
| | ১৮ | কুমোরটুলি সর্বজনীন |
| | ১৯ | শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব |
| | ২০ | সল্টলেক এফ ডি ব্লক |
| | ২১ | দমদম পার্ক তরুণ দল |
| | ২২ | বেহালা নতুন দল |
| | ২৩ | বাদামতলা আষাঢ় সংঘ |
| | ২৪ | ভবানীপুর ৭৫ পল্লী |
| | ২৫ | শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব |
| সেরা মণ্ডপ | ১ | ৯৫ পল্লী |
| | ২ | রাজডাঙা নবোদয় সংঘ |
| | ৩ | সন্তোষপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি |
| | ৪ | সেলিমপুর পল্লী |
| | ৫ | উল্টোডাঙা তেলেঙ্গাবাগান |
| | ৬ | অ্যাভিনিউ সাউথ পল্লীমঙ্গল সমিতি |
| সেরা আলোকসজ্জা | ১ | চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন নর্থ |
| | ২ | কলেজস্কোয়ার |
| | ৩ | সিমলা ব্যায়াম সমিতি |
| | ৪ | উল্টোডাঙা পল্লীশ্রী |

| বিভাগ | ক্রমিক সংখ্যা | পূজা কমিটির নাম |
|---|---|---|
| সেরা প্রতিমা | ১ | হিন্দুস্থান ক্লাব |
| | ২ | বকুলবাগান |
| | ৩ | সংঘশ্রী |
| | ৪ | দক্ষিণ কলকাতা সর্বজনীন দুর্গাপুজা |
| | ৫ | মানিকতলা চালতাবাগান |
| | ৬ | হাতিবাগান সর্বজনীন |
| | ৭ | খিদিরপুর ২৫ পল্লী |
| সেরা ভাবনা | ১ | বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী |
| | ২ | অজেয় সংহতি |
| সেরা আবিষ্কার | ১ | বেহালা নতুন দল |
| | ২ | ৬৪ পল্লী |
| সেরা শিল্পী | ১ | কালীঘাট মিলন সংঘ |
| | ২ | বড়িশা ক্লাব |
| সেরা থিম সং/আবহ | ১ | সুরুচি সংঘ |
| সেরা পরিবেশবান্ধব | ১ | কোলাহল |
| | ২ | শক্তি সংঘ |
| | ৩ | ২৪ পল্লী |
| | ৪ | কেন্দুয়া শান্তি সংঘ |
| | ৫ | গৌরীবাড়ি সর্বজনীন |
| সেরা ব্র্যান্ডিং | ১ | যোধপুর পার্ক সর্বজনীন |
| | ২ | পল্লী শারদীয়া, খিদিরপুর |
| | ৩ | যুবমৈত্রী |
| | ৪ | নেতাজী জাতীয় সেবাদল |
| | ৫ | গলফ গ্রিন শারদোৎসব কমিটি |
| | ৬ | আলাপী |
| সেরা ঢাকেশ্রী | ১ | বালিগঞ্জ ২১ পল্লী |
| | ২ | পূর্বাঞ্চল শক্তি সংঘ |
| | ৩ | বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি উপনগরী স্পোর্টিং ক্লাব |
| | ৪ | ৬৬ পল্লী |
| | ৫ | বালিগঞ্জ কালচারাল |
| সেরা সাবেকি পুজো | ১ | একডালিয়া এভারগ্রিন |
| | ২ | বাগবাজার সার্বজনীন |
| | ৩ | আদি বালিগঞ্জ |
| | ৪ | ৭৬ পল্লী |
| | ৫ | ৭৪ পল্লী |

# বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০১৭ জেলা

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আলিপুরদুয়ার | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | মুক্তিপাড়া সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি, ফালাকাটা | নিউটাউন দুর্গাবাড়ি পূজা সমিতি | আলিপুরদুয়ার ভ্রাতৃ সংঘ |
| | | | মহকুমা | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি | মশলাপট্টি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ফালাকাটা | মিলন সংঘ |
| | | | মহকুমা | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | কলেজপাড়া সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি, ফালাকাটা | হোয়াইট হাউস ক্লাব | উপল মুখর ক্লাব |
| | | | মহকুমা | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর | আলিপুরদুয়ার সদর |
| ২ | উত্তর ২৪ পরগণা | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | রয়াল পার্ক কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন | উদয়ন সংঘ সর্বজনীন দুর্গোৎসব | আয়রন গেট স্পোর্টিং ক্লাব |
| | | | মহকুমা | বারাকপুর | বারাকপুর | বনগাঁ |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | বিজয়নগর সেবা সমিতি এবং গুরুদহ নতুনপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটি | শেঠপুকুর সর্বজনীন পূজা সমিতি | প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘ |
| | | | মহকুমা | বারাকপুর | বারাসাত | বসিরহাট |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | মানসবাগ সর্বজনীন দুর্গোৎসব | গড়পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘ | ৪র্থ পল্লী সর্বজনীন পূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | বারাকপুর | বারাসাত | বারাসাত |
| ৩ | উত্তর দিনাজপুর | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | আদর্শ সংঘ (দেশবন্ধু পাড়া) | নেতাজিপল্লী এবং ব্লক পাড়া সর্বজনীন দুর্গা পূজা, নেতাজিপল্লী | শান্তিনগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, শক্তিনগর |
| | | | মহকুমা | ইসলামপুর | ইসলামপুর | ইসলামপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | কমল মেমোরিয়াল ক্লাব | ইসলামপুর তরুণ সংঘ | রায়গঞ্জ শাস্ত্রী সংঘ |
| | | | মহকুমা | ইসলামপুর | ইসলামপুর | রায়গঞ্জ |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | রূপহার যুব সংঘ | করণদিঘি ব্লক সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি | চৈতালি দুর্গা উৎসব কমিটি |
| | | | মহকুমা | রায়গঞ্জ | রায়গঞ্জ | রায়গঞ্জ |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | কোচবিহার | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | মদন মোহন বাড়ি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | থানাপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি | রকি ক্লাব দুর্গাপূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | দিনহাটা | দিনহাটা | কোচবিহার (সদর) |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | ৬১ নং খাগড়বাড়ি সর্বজনীন দুর্গোৎসব – ২০১৭ | কলাবাগান ক্লাব ও লাইব্রেরি | মাথাভাঙ্গা দীনবন্ধু পল্লী সান-শাইনিং ক্লাব |
| | | | মহকুমা | কোচবিহার (সদর) | কোচবিহার (সদর) | মাথাভাঙ্গা |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | শিবজাগনা রোড বয়েজ ক্লাব সুবর্ণজয়ন্তী দুর্গোৎসব কমিটি | শহীদ কর্নার দুর্গাপূজা কমিটি | পুন্ডিবাড়ি অরবিন্দ ক্লাব সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ কমিটি |
| | | | মহকুমা | কোচবিহার (সদর) | দিনহাটা | কোচবিহার (সদর) |
| ৫ | কালিম্পং | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | অল ষ্টার ইউনাইটেড ইয়ুথ ক্লাব, কালিম্পঙ | কালিম্পঙ সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, ২০১৭ | গ্রাম সেবা সমিতি, প্রিংটাম রোড, কালিম্পঙ |
| | | | মহকুমা | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | কালিম্পঙ সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, ২০১৭ | ইমোশন ক্লাব | দাওয়া দোমা লামা |
| | | | মহকুমা | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | অল ষ্টার ইউনাইটেড ইয়ুথ ক্লাব, কালিম্পঙ | ৭ মাইল ইয়ুথ কমিটি | |
| | | | মহকুমা | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ | কালিম্পঙ |
| ৬ | জলপাইগুড়ি | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গা পূজা কমিটি, ভক্তি নগর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি | ১) বিবেকানন্দ ক্লাব ২) অরবিন্দ ক্লাব, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি | পাটকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগার, পাটকাটা, জলপাইগুড়ি |
| | | | মহকুমা | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | বানপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, বামনপাড়া, জলপাইগুড়ি | শহরতলি নেতাজি সংঘ, পবিত্রপাড়া, জলপাইগুড়ি | হায়দার পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, হায়দার পাড়া, জলপাইগুড়ি |
| | | | মহকুমা | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | নবজীবন সংঘ, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি | পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি | নিউ ক্রান্তি নেতাজি বয়েজ ক্লাব, ক্রান্তি, ম্যাল |
| | | | মহকুমা | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর | জলপাইগুড়ি সদর |
| ৭ | ঝাড়গ্রাম | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | পূর্বাশা ঝাড়গ্রাম | লোধাশুলি ভাতৃ সংঘ এন্ড পাঠাগার | গিধনি সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | রঘুনাথপুর সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | মাঝায়ের পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব | পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি গিধনি |
| | | | মহকুমা | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | ঘোড়াধারা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | বিড়িহান্দি সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | সংঘমিত্রা ব্যায়াম সমিতি |
| | | | মহকুমা | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | দার্জিলিং | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | হিমাচল সংঘ | শিলিগুড়ি সঙ্ঘশ্রী | সূর্যনগর সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | রেনেসাঁস ক্লাব | শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘ | নবোদয় সংঘ |
| | | | মহকুমা | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব | সুব্রত সংঘ | কলেজপাড়া পূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি | শিলিগুড়ি |
| ৯ | দক্ষিণ দিনাজপুর | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | কচিকলা আকাদেমি | সংকেত ক্লাব | কুশমান্ডি মিতালি সংঘ এবং লাইব্রেরি |
| | | | মহকুমা | বালুরঘাট | বালুরঘাট | গঙ্গারামপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | ইয়ুথ ক্লাব | বালুরঘাট আর্য সমিতি | বালুরঘাট অমৃতা সংঘ |
| | | | মহকুমা | গঙ্গারামপুর | বালুরঘাট | বালুরঘাট |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | চকভৃগু প্রগতি সংঘ | গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব | বিপ্লবী সংঘ |
| | | | মহকুমা | বালুরঘাট | বালুরঘাট | বালুরঘাট |
| ১০ | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | নিউটাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব | ডি এন ঘোষ রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | গড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি |
| | | | মহকুমা | ডায়মন্ড হারবার | আলিপুর সদর | বারুইপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | মিঠেখালি গ্রামবাসী বৃন্দ | এলাচি রামচন্দ্রপুর মিলন সংঘ | ইয়ং ফাইটার্স ক্লাব |
| | | | মহকুমা | ক্যানিং | বারুইপুর | কাকদ্বীপ |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | রাজপুর এম.এন রায় রোড নবারুন সংঘ | বাটানগর নিউল্যান্ড পূজা কমিটি | অমৃতায়ন সংঘ |
| | | | মহকুমা | বারুইপুর | আলিপুর সদর | কাকদ্বীপ |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | নদিয়া | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | আইটিআই মোড় দুর্গোৎসব কমিটি | ৩ নং বি. ব্লক কালিবাড়ি সর্বজনীন পূজা | নঘাটা পূর্বপাড়া গ্রাম বারোয়ারি |
| | | | মহকুমা | কল্যাণী | কল্যাণী | কৃষ্ণনগর সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | বাদকুল্লা অনামী ক্লাব | ঘটক পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | সাহা পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি |
| | | | মহকুমা | রানাঘাট | রানাঘাট | তেহট্ট |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | রানাঘাট ক্রিকেট অ্যান্ড অ্যাথলেটিং ক্লাব | নবদ্বীপ কর্মমন্দির | রানাঘাট ব্রতী সংঘ |
| | | | মহকুমা | রানাঘাট | কৃষ্ণনগর সদর | রানাঘাট |
| ১২ | পূর্ব বর্ধমান | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | বড়সুল জাগরণী | সারদাপল্লী অরবিন্দপল্লী দুর্গোৎসব কমিটি | ন-নগর সবুজ সংঘ |
| | | | মহকুমা | পূর্ব বর্ধমান সদর উত্তর | পূর্ব বর্ধমান সদর দক্ষিণ | কাটোয়া |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | মহিষা মর্দিনীতলা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | নবোদয় সংঘ পূজা কমিটি | পদ্মশ্রী সংঘ |
| | | | মহকুমা | কালনা | কাটোয়া | পূর্ব বর্ধমান সদর উত্তর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | আলমগঞ্জ সর্বজনীন | সবুজ সংঘ | মেমারি বামনপাড়া বাজার কমিটি |
| | | | মহকুমা | পূর্ব বর্ধমান সদর উত্তর | পূর্ব বর্ধমান সদর উত্তর | পূর্ব বর্ধমান সদর দক্ষিণ |
| ১৩ | পূর্ব মেদিনীপুর | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | পশ্চিম ময়না সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | কাঁথি নান্দনিক ক্লাব | টিকরাপাড়া রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাব |
| | | | মহকুমা | তমলুক সদর | কাঁথি | এগরা |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | ওয়ান হার্টেড ক্লাব | হাজরা মোড় মৈত্রী ভূমি বাসুদেবপুর | কাঁথি ইয়ুথ গিল্ড |
| | | | মহকুমা | তমলুক সদর | হাজরা মোড়, হলদিয়া | কাঁথি |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | পশ্চিম ময়না সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, | চৈতন্যপুর যুগের যাত্রী | এগরা ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন ক্লাব |
| | | | মহকুমা | তমলুক সদর | হলদিয়া | এগরা |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | পুরুলিয়া | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | নেতুরিয়া দুবেশ্বরী কোলিয়ারী সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি | অফিসার্স ক্লাব | শশধর গাঙ্গুলি রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি |
| | | | মহকুমা | রঘুনাথপুর | রঘুনাথপুর | পুরুলিয়া |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | প্রাইভেট রোড মহিলা মন্ডল দুর্গাপুজা কমিটি | শর্বরী সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি | ঝালদানা নোমারা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি |
| | | | মহকুমা | পুরুলিয়া সদর | রঘুনাথপুর | ঝালদা |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | পারবেলিয়া কোলিয়ারী পুজা কমিটি | ডুল্মি সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি | ভামুড়িয়া ভাটানেশ্বর সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | রঘুনাথপুর | পুরুলিয়া সদর | রঘুনাথপুর |
| ১৫ | পশ্চিম বর্ধমান | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | কল্যাণপুর আদি পূজা | ফুলঝোড় সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | চতুরঙ্গ পূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | আসানসোল | দুর্গাপুর | দুর্গাপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | মার্কনি দক্ষিণপল্লী সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি | আসানসোল রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি | কল্যাণপুর সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, স্কিম-২ |
| | | | মহকুমা | দুর্গাপুর | আসানসোল | আসানসোল |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | বি-জোন আদিবেদি দুর্গাপুজো কমিটি | বার্নপুর নওজোয়ান ক্লাব | আমরা ক'জন |
| | | | মহকুমা | দুর্গাপুর | আসানসোল | আসানসোল |
| ১৬ | পশ্চিম মেদিনীপুর | সেরা পুজো | পুজোকমিটি | আমলাসূলী সর্বজনীন দুর্গোৎসব | তালবাগিচা নেতাজি ব্যায়ামাগার, খড়গপুর | গোপসাই লালসাগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | মেদিনীপুর সদর | খড়গপুর | ঘাটাল |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | সঙ্ঘশ্রী | গোলকুয়াচক সর্বজনীন দুর্গোৎসব | পাঁচবেড়িয়া সানরাইস ক্লাব ও গ্রামবাসীবৃন্দ |
| | | | মহকুমা | খড়গপুর | মেদিনীপুর | ঘাটাল |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | হুমগড় সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | প্রেম বাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি | হরিশপুর দ্য ফ্রেন্ডস ক্লাব |
| | | | মহকুমা | মেদিনীপুর সদর | খড়গপুর | ঘাটাল |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭ | বাঁকুড়া | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | পুয়াবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | সেনহাটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | প্রণবানন্দপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব |
| | | | মহকুমা | বাঁকুড়া সদর | বিষ্ণুপুর | বাঁকুড়া সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | নতুন বাজার সর্বজনীন দুর্গা উৎসব | বাঁকুড়া বারোষোলোআনা রাজহাটি তাম্বুলী সমাজ দুর্গোৎসব | নাইটিঙ্গেল অ্যাসোসিয়েশন |
| | | | মহকুমা | বিষ্ণুপুর | বাঁকুড়া সদর | বিষ্ণুপুর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | শালবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | ইন্দ্রগোড়া হরেশ্বরমেলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | বাংলা সর্বজনীন (খাতড়া) |
| | | | মহকুমা | বিষ্ণুপুর | বাঁকুড়া সদর | খাতড়া |
| ১৮ | বীরভূম | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | সাঁইথিয়া অরুণোদয় | দূর্গা মাতা ক্লাব, ত্রিশূলাপট্টী বারোয়ারি দুর্গোৎসব | রামপুরহাট তরুণের আহ্বান |
| | | | মহকুমা | সিউড়ি সদর | বোলপুর | রামপুরহাট |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার অফিসার্স ক্লাব | স্কুল বাগান সর্বজনীন পূজা কমিটি | রামপুরহাট নবীন ক্লাব |
| | | | মহকুমা | সিউড়ি সদর | বোলপুর | রামপুরহাট |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | সিউড়ি চৌরঙ্গী সর্বজনীন | কালিকাপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (আদ্যাশক্তি সংঘ) | অগ্রণী সংঘ |
| | | | মহকুমা | সিউড়ি সদর | বোলপুর | রামপুরহাট |
| ১৯ | মালদা | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | সানরাইজ ক্লাব | মহানন্দ ক্লাব এবং লাইব্রেরী | ইউনাইটেড ইয়ংস |
| | | | মহকুমা | মালদা সদর | মালদা সদর | মালদা সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | আভিযাত্রি সঙ্ঘ | বেলতলা ক্লাব | মালদা ঐক্য সর্বজনীন ক্লাব এবং লাইব্রেরী |
| | | | মহকুমা | মালদা সদর | মালদা সদর | মালদা সদর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | ইউনাইটেড ক্লাব এবং লাইব্রেরী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | প্রান্তপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | উত্তর শিঙ্গাতলা তিতাস সংস্থা ও গ্রন্থাগার |
| | | | মহকুমা | মালদা সদর | মালদা সদর | মালদা সদর |

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলা | বিভাগ | বিশদ তথ্য | বিজয়ী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | মুর্শিদাবাদ | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা সমিতি | মধ্য সৈদাবাদ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | আদর্শ জনকল্যাণ সমিতি (বিষ্ণুপুর অনামী ক্লাব) |
| | | | মহকুমা | বহরমপুর | বহরমপুর | বহরমপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | ১৭ পল্লী ভৈরবতলা সর্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসব কমিটি | বাবুলবোনা ইয়ংস কর্নার পূজা কমিটি | ১) ডোমকাল ২৪ পল্লী সর্বজনীন ২) ছাতিনা কান্দি ৬ এর পল্লী সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি |
| | | | মহকুমা | বহরমপুর সদর | বহরমপুর সদর | ডোমকাল এবং কান্দি |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | বিষ্ণুপুর আমরা কজন ক্লাব | আয়েশবাগ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | ১) আমড়াতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ২) সৈদাবাদ নবরূপ সংঘ |
| | | | মহকুমা | বহরমপুর সদর | লালবাগ | বহরমপুর সদর |
| ২১ | হাওড়া | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | ব্যাতর সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি | বাঁটুল ক্লাব | সালকিয়া আলাপনি |
| | | | মহকুমা | হাওড়া সদর | উলুবেড়িয়া | হাওড়া সদর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | ইছাপুর শিবাজি সঙ্ঘ | পল্লিশ্রী সামাজ সেবাদল | ব্যাতরা নবিন সঙ্ঘ |
| | | | মহকুমা | হাওড়া সদর | উলুবেড়িয়া | হাওড়া সদর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব দুর্গোৎসব কমিটি | সালকিয়া ছাত্র ব্যায়াম সমিতি | ক্ষীরেরতলা বারোয়ারি ব্যায়াম সমিতি |
| | | | মহকুমা | হাওড়া সদর | হাওড়া সদর | হাওড়া সদর |
| ২২ | হুগলি | সেরা পুজো | পুজো কমিটি | বিবেকানন্দ রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি | চম্পাতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি | গোস্বামীপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব |
| | | | মহকুমা | হুগলী সদর | হুগলী সদর | শ্রীরামপুর |
| | | সেরা প্রতিমা | পুজো কমিটি | মানকুণ্ডু উন্নয়ন সংঘ | গোঘাট রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব | সাথী সংঘ |
| | | | মহকুমা | চন্দননগর | আরামবাগ | শ্রীরামপুর |
| | | সেরা মণ্ডপ | পুজো কমিটি | বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব সর্বজনীন দুর্গোৎসব | নবীন সংঘ | ঝিঙাপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি |
| | | | মহকুমা | হুগলী সদর | হুগলী সদর | হুগলী সদর |



হরিসেনপুর ৪১ পল্লির
অভিনব মণ্ডপ ও আলোর সজ্জা

মেদিনীপুর পরিষদ পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

